NOTES ON

SELECTIONS FROM ENGLISH PROSE

[Containing Textual Grammar]

(For Classes IX-X)

[S. F. 1977]

General Editor :

Mihir Sen, M.A. (Gold-Medalist)

To be had of :

RAMKRISHNA PUSTAKALAYA

PUBLISHERS & BOOK-SELLERS

12/1, Bankim Chatterjee Street.

CALCUTTA-12.

Price Rs. 11·00 only

CONTENTS

Subject	Page
St. Luke	
The Parable of The Prodigal Son ...	1-70
Charles & Mary Lamb (1775-1834 ; 1764-1847)	
The Merchant of Venice	1-138
Sister Nivedita (1867—1911)	
The Judgment Seat of Vikramaditya ...	1—108
H. H. Munro (1870—1916)	
The Death-Trap	1—140
P. G. Wodehouse (1881—)	
The Prize Poem	1—96
Katherine Mansfield (1888-1923)	
The Doll's House	1—116
Aldous Huxley (1894-1963)	
Bose Institute	1—86
Appendix (Some Hints on Grammar) ...	i—xvi

Agent :
SARADA BOOK DEPOT
Akhaura Road, Agartala,
Tripura.

Published by : Ranjit Sen, 12/1, Bankim Chatterjee St., Cal-12

Printed by : D. Mitra, Sen Press, (P.) Ltd.
6, Shibnarayan Das Lane, Cal.-6,

ST. LUKE

The Parable of the Prodigal Son

INTRODUCTION

St. Luke and his Gospel : Luke "was born (perhaps at Antioch in Syria) of Gentile (non-Jewish) parents and practised medicine"—*A Concise Bible Dictionary.*

Luke came to be a companion of Paul. Paul, at first an enemy of the Christians, saw a vision of Christ, and then began to preach Christianity among non-Jewish peoples. Luke accompanied Paul on some of his missionary journeys. Luke and Paul travelled together to Rome. Luke was influenced by Paul's teaching.

The New Testament of the Bible contains the four Gospels : (1) The Gospel of St. Matthew, (2) the Gospel of St. Mark, (3) the Gospel of St. Luke and (4) the Gospel of St. John. The word 'Gospel' means 'good news'—"Glad tidings preached by Christ" (*C.O.D*). It means the life and teachings of Jesus Christ. *The Gospel of St. Luke gives St. Luke's account of the life and teachings of Jesus Christ.*

Luke is the writer of the third Gospel and of the Acts. *Luke follows Paul and preaches the religion of Jesus Christ among non-Jewish people "laying stress on the universal character of Christianity.* This is specially clear in the Acts."

The Gospel of St. Luke is the third book of the New Testament, supposed to be written about A.D. 80. "It is very uncertain when or where the Gospel was written". Like Paul, Luke looks upon Jesus Christ as the saviour and religious teacher of all nations. Luke shows special sympathy with women, sufferers and sinners ; he fully brings out the human side of Christ's character,—he points out that Christ, the Son of God, is one with the erring and suffering men ; and Luke himself has a deep affection for the poor an the afflicted.

সন্ত লুক ও তাঁর দ্বারা লিখিত যিশুর ধর্মবাণীসমূহ ঃ লুক সম্ভবতঃ সিরিয়া দেশের Antioch নামে এক স্থানে জন্মেছিলেন। তিনি ইহুদী ছিলেন

না। তিনি ছিলেন একজন চিকিৎসক। লুক Paul-এর সঙ্গী ছিলেন। Paul প্রথমে খ্রীষ্টানদের শত্রু ছিলেন, কিন্তু পরে স্বপ্নে যিশুকে দর্শন করেন এবং অ-ইহুদী জনসাধারণের মধ্যে খ্রীষ্ট-ধর্ম প্রচারে উদ্যোগী হন। Paul-এর কোন কোন ধর্ম-যাত্রায় লুক তাঁর সঙ্গী হন। রোমে তাঁরা দুজনে একই সঙ্গে ভ্রমণ করেছিলেন। Paul-এর ধর্মপ্রচারে লুক প্রভাবিত হন।

বাইবেলের দ্বিতীয় অংশ 'নব-বিধানে' (The New Testament) চারটি 'গসপেল' সন্নিবিষ্ট হয়েছে : (১) সন্ত মথিউ-এর গসপেল, (২) সন্ত মার্ক-এর গসপেল, (৩) সন্ত লুক-এর গসপেল এবং (৪) সন্ত জন-এর গসপেল। 'গসপেল' কথাটির অর্থ হল 'সুসমাচার', "খ্রীষ্ট কর্তৃক প্রচারিত ধর্মমত"। এতে যিশুখ্রীষ্টের জীবনী ও শিক্ষা প্রচারিত হয়েছে।

লুক তৃতীয় গসপেল-এর লেখক। ইহুদি জাতির বাইরে অন্যান্য জাতির লোকদের মধ্যে সন্ত লুক যিশুর ধর্মবাণী প্রচার করেছেন। তিনি খ্রীষ্টধর্মের সার্বজনীন চরিত্রের উপর জোর দিয়েছেন।

সন্ত লুক-এর গসপেল ৮০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি কোন সময়ে লেখা হয়েছিল বলে মনে করা হয়। কোথায়, কখন এই গসপেল লেখা হয়, তা সুনিশ্চিত ভাবে জানা যায় না। পল-এর মতোই লুকও যিশুকে মানব জাতির পরিত্রাণকর্তা এবং সকল জাতির ধর্মগুরু বলে মনে করতেন। নারীজাতি, দুঃখজর্জর মানুষ ও পাপী—এদের প্রতি লুক বিশেষভাবে সহানুভূতি দেখিয়েছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে ভ্রান্ত ও দুঃখী জনগণের সঙ্গেই ঈশ্বরের পুত্র যিশু একাত্ম হয়েছেন। লুক নিজেও দরিদ্র ও পীড়িতদের প্রতি গভীর সহানুভূতিসম্পন্ন।

The Bible : 'The Bible is not one book. It is a collection of many books held sacred by the Christians. It is divided into two parts, called *The Old Testament* and *The New Testament.* These terms naturally indicate that the former was written before the latter.

Each of these Testaments consists of several smaller portions called *Books.* The old Testament is a collection of thirty-nine Books, and the New Testament of twenty-seven, making in all sixty-six Books in the whole Bible. Though large portions of the Bible are in prose, we find each Book in the Authorized version of the English Bible divided into chapters and each chapter into verses. This is an innovation,

not found in the earlier versions. It was introduced for greater facility of reference.

The Old Testament was originally written in the Hebrew language and the New Testament in Greek.* All the writers of the Bible, save possibly St. Luke, seem to have been of Jewish race. They were some forty in number. Moses, who lived about 1500 B. C., is commonly supposed to have been the earliest of them, and St. John, who lived till about 100 A. D., is said to have been the latest.

The Old Testament, with a few minor additions, forms the sacred book of the Jews. In it is the best literature produced by the Hebrew race during well nigh a thousand years. The New Testament, on the other hand, contains the literature, not of a nation, but of a movement. It is a collection of works 'written within less than a century'. These works describe the life of Jesus Christ and the early development of the Christian faith. But the connexion between the two Testaments is intimate. Each is a product of Hebrew religious genius. The entire Bible, comprising the Old and New Testaments, constitutes the sacred scripture of the Christians.

বাইবেল : বাইবেল একখানা গ্রন্থ নয়, খ্রীষ্টানদের চোখে বহু পবিত্র গ্রন্থের সমষ্টি। তার আবার দুটি ভাগ—**দ্য ওল্ড টেস্টামেণ্ট** ('প্রাচীন বিধান') এবং **দ্য নিউ টেস্টামেণ্ট** ('নব-বিধান')। সংজ্ঞা দুটি থেকেই বোঝা যায় যে প্রথমটি পরেরটির পূর্বে রচিত হয়েছিল।

প্রত্যেকখানি বিধান আবার **বুক্স** ('গ্রন্থাবলী') নামে কতিপয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত। প্রাচীন বিধান হলো এই রকম উনচল্লিশখানি গ্রন্থের সমষ্টি, আর সাতাশখানি গ্রন্থ নিয়ে হয়েছে 'নব বিধান' ; তাই সমগ্র বাইবেলে রয়েছে ছেষট্টিখানি গ্রন্থ। বাইবেলের বিবিধ বিপুল অংশ গদ্যে রচিত হলেও, ইংরেজি বাইবেলের অনুমোদিত বিবৃতিতে আমরা দেখি প্রত্যেকখানি গ্রন্থ বিভিন্ন পরিচ্ছেদে, এবং প্রত্যেকটি পরিচ্ছেদ কতিপয় 'পদ্যে' (গদ্য-কবিতায়) ভাগ-করা হয়েছে। এই অভিনবত্ব প্রবর্তনের কারণ হল পঠন-পাঠন ও বিচার-বিতর্কের সময় কোথায় কোন্ উক্তিটি রয়েছে তার উল্লেখ করার অধিকতর সুযোগ লাভ।

---

* But it is 'not the language of Homer, not even of Thucydides or Plato...' It was a popular form of Greek current in the first century of the Christian era.

মূল 'প্রাচীন বিধান' হল হিব্রু ভাষায় রচিত, আর মূল 'নব-বিধান' রচিত হয় গ্রীক ভাষায়।* সম্ভবত একমাত্র সন্ত লুক বাদে বাইবেলের লেখকগণ সকলেই ছিলেন ইহুদী জাতির অন্তর্ভুক্ত। সংখ্যায় তাঁরা ছিলেন জন চল্লিশেক। সাধারণতঃ মূসাকেই (মোসেস) তাঁদের মধ্যে প্রাচীনতম এবং সন্ত জনকে শেষতম বলে গণ্য করা হয়ে থাকে। মূসার আবির্ভাবকাল আনুমানিক ১,৫০০ খ্রীস্টপূর্বাব্দ, আর সন্ত জন খ্রীষ্টিয় ১০০ সালের দিকে আবির্ভূত হন।

সামান্য কিছু গৌণ পরিবর্ধিত অংশ সমেত 'প্রাচীন বিধান' হল ইহুদী জাতির ধর্মগ্রন্থ। এতে রয়েছে সহস্র বৎসরকালের কাছাকাছি সময়ের মধ্যে গড়ে ওঠা হিব্রু জাতির উৎকৃষ্টতম সাহিত্য। পক্ষান্তরে, 'নব-বিধান' কোনো জাতিবিশেষের সাহিত্য নয়, তা হল বিশেষ একটি আন্দোলনের সাহিত্য। এক শতকেরও কম সময়ের মধ্যে রচিত এক গ্রন্থাবলী হল 'নববিধান'। এই সব গ্রন্থে রয়েছে যিশু খ্রীষ্টের জীবনকথা এবং খ্রীষ্টীয় ধর্ম-বিশ্বাসের প্রথম বিকাশের বিবরণ। তবু এই দুই বিধানের মধ্যে রয়েছে নিবিড় সম্পর্ক। প্রত্যেকখানিই হিব্রু জাতির ধর্মীয় প্রতিভার বিকশিত ফল। প্রাচীন ও নব এই দুইখানি বিধান নিয়ে সমগ্র বাইবেল হল খ্রীষ্টানদের ধর্মগ্রন্থ।**

Translation of the Bible: About the year 450 B. C., Hebrew gradually ceased to be a living language. But it continued to be used in worship till the advent of Jesus. At that time the Jews of Palestine spoke a dialect called Aramaic The great 'international' language at that time was Greek—not, of course, the artificial literary Greek based on classical models, but a popular form of it, known technically as Hellenistic Greek, a language in which The New Testament

* 'নব-বিধানের' এই গ্রীক অবশ্য হোমার, থুকিদাইদিস বা প্লেটোর নয়, এ হলো খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকে জনসাধারণের প্রচলিত এক ধরনের গ্রীক।

** অবশ্য কিছু কিছু পার্থক্যও আছে। উদাহরণস্বরূপ ক্যাথলিক বাইবেলে এমন কয়েকটি রচনা স্থানলাভ করেছে যা ইহুদী-শাস্ত্রের অন্তর্গত নয়, এবং প্রটেস্ট্যান্টগণ যা সচরাচর গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচনা করেন না। এইসব ধর্ম-গ্রন্থের কোনো কোনো বচনের মধ্যেও পর্থেক্য রয়েছে। এই সব তথ্য থেকে স্বামী বিবেকানন্দর এই উক্তিটিরই যাথার্থ্য প্রমাণিত হয় যে, 'মানবজাতি যতকাল চিন্তাশীলতার অনুশীলন করবে ততকাল নানা সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটবেই।'

was written. Until about the year 200 A. D., the Christian Church normally used Greek scriptures. These Greek scriptures were then translated into Latin. In doing this he made use of the Hebrew text of The Old Testament. This translation of his came to be known as the Vulgate (C. 383—408) and it is still the basis of the official scripture of the Roman Catholic Church. The name Vulgate, actually the past participle of **vulgare** which means "to make general" or common, to spread abroad", refers to the fact that it made the scripture available to the Romans in their own language.

The first complete version of the Old and the New Testaments resulted from the inspiration emanating from Wycliff (C. 1320—84). About the year 1382, he and his followers produced a translation of the whole Bible from the Latin Vulgate. The Church in England was still under the Pope of Rome, and their officials did their best to prevent its circulation, Though printing was unknown in his time and only manuscript copies could be obtained, this version of the Bible spread far and wide, and it began the tradition which culminated in the Authorised Version of the Bible during the reign of James I.

By the end of the fifteenth century, printing has come into vogue, and in 1515 there came to Cambridge an Oxford scholar named William Tyndale, who thenceforth devoted his life to translating the Bible from the original Greek and Hebrew. His New Testament was published in 1526 and before being martyred abroad ten years later, he had translated about half The Old Testament. Meanwhile about 1535, Viles Coverdale gave the world the first printed English Bible. Thus was ushered in an era of Biblical scholarship, and revised versions began to appear in rapid succession. Finally, in the year 1611, was published the Authorised Version of the English Bible under the patronage of King James I.

The Parable of the Prodigal Son, our prescribed text, is from King James's (Authorised) Version. The spelling how ever has been modernised.

All this must not lead us to believe that work on the Bible stopped with the publication of the Authorised Version. In

1885 a Revised Version was brought out. This is said to be more accurate of the two.

Since the beginning of the present century many scholars and divines have been at pains to produce Bible or parts thereof in current English. The whole Bible has been sought to be projected in Basic English, which uses no more than only 800 words.

বাইবেলের অনুবাদ ঃ খ্রীষ্টপূর্ব ৪৫০ শতকের দিকে হিব্রু ভাষা এমনি তার প্রাণশক্তি হারিয়ে ফেলে। তবে যিশুর আবির্ভাব-কাল পর্যন্ত তা ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদিতে ব্যবহৃত হত। সে সময় প্যালেস্টাইনের ইহুদীরা যে আঞ্চলিক ভাষায় কথাবার্তা বলত তাকে বলে আরামাইক। তখনকার দিনে শ্রেষ্ঠ 'আন্তর্জাতিক' ভাষা ছিল গ্রীক—অবশ্য প্রাচীন গ্রীকের আদলে সৃষ্ট কৃত্রিম গ্রীক নয়, তারই এক রকমের প্রাকৃত রূপ, যার পারিভাষিক নাম হল হেলেনীয় গ্রীক, এই ভাষায়ই 'নব-বিধান' লিখিত হয়। প্রায় ২০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত খ্রীস্টীয় ধর্মসঙ্ঘে গ্রীক ধর্মশাস্ত্রেরই প্রচলন ছিল। তারপর এই সব গ্রীক ধর্মশাস্ত্রের ল্যাটিন অনুবাদ হয়। প্রায় দুই শতক পরে পণ্ডিতপ্রবর সন্ত জেরোম (আনুমানিক ৩৪৫-৪২০ খ্রীষ্টাব্দ) সমগ্র বাইবেলের আরও যথাযথ লাতিন অনুবাদ করেন। এ কাজের জন্য তিনি হিব্রু ভাষায় রচিত 'প্রাচীন বিধানের' সাহায্য গ্রহণ করেন, এবং তাঁর এই অনুবাদের নাম হয় 'ভালগেট' (আনুমানিক ৩৮৩-৪০৫ খ্রীষ্টাব্দ) অর্থাৎ জনগণের ভাষায় কথিত বাইবেল, কেন-না এই প্রথম রোমান জনসাধারণ তাদের নিজেদের ভাষায় কথিত বাইবেল লাভ করল। এখন পর্যন্তও রোমান ক্যাথলিক ধর্মসংঘে ব্যবহৃত ধর্মশাস্ত্রের এই হল ভিত্তিস্বরূপ।

'প্রাচীন' এবং 'নব বিধানের' পূর্ণাবয়ব সংস্করণের মূল হল ওয়াইক্লিফ্ এর (আঃ ১৩২০—৮৪ খ্রীঃ) প্রেরণা। ১৩৮২ খ্রীষ্টাব্দের দিকে তিনি এবং তাঁর শিষ্যবর্গ ল্যাটিন ভালগেট থেকে সমগ্র বাইবেলের ইংরেজি অনুবাদ করেন। ইংল্যাণ্ডের চার্চ বা ধর্মসঙ্ঘ তখনো ছিল রোমের পোপের অধীন, পোপের কর্মচারীরা ইংরেজি বাইবেলের প্রচার বন্ধ করতে চেষ্টার ত্রুটি করেন নি। তখনকার দিনে ছাপাখানা ছিল না; হাতে লেখা পুঁথির উপরই নির্ভর করতে হত। তবুও ইংরেজি বাইবেল দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল, এবং সেই থেকে যে ঐতিহ্যের সূত্রপাত হল তাই প্রথম জেমসের আমলে বাইবেলের অনুমোদিত সংস্করণে পরিণতি লাভ করে।

পঞ্চদশ শতকের শেষ ভাগের দিকে মুদ্রাযন্ত্রের প্রচলন হয়, ১৫১৫ খ্রীষ্টাব্দে

কেমব্রিজে উইলিয়াম টিণ্ডাল নামে একজন পণ্ডিত আসেন। তারপর থেকে মূল গ্রীক ও হিব্রু থেকে বাইবেলের অনুবাদ করাই তাঁর জীবনের ব্রত হয়ে দাঁড়াল। তাঁর 'নব-বিধান' প্রকাশিত হয় ১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দে, এবং তার দশ বছর পরে বিদেশে গিয়ে শহীদ হবার আগেই তিনি 'প্রাচীন বিধানের' প্রায় অর্ধাংশ অনুবাদের কাজ সমাধা করে যান। এদিকে আবার ১৫৩৫ খ্রীষ্টাব্দে মাইলস কভারডেল ইংরেজী ভাষায় মুদ্রিত প্রথম বাইবেল জগৎকে দান করেন। এইভাবে শুরু হয় বাইবেল নিয়ে গবেষণা, এবং পর পর তার বিবিধ সংশোধিত সংস্করণের প্রকাশ আরম্ভ হয়ে যায়। অবশেষে ১৬১১ খ্রীষ্টাব্দে রাজা প্রথম জেমসের আনুকুল্যে ইংরেজি বাইবেলের অনুমোদিত সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

'অপচয়ী পুত্র'র যে রূপক কাহিনীটি আমাদের পাঠ্য তা রাজা জেমসের এই অনুমোদিত সংস্করণ থেকেই গৃহীত। অবশ্য আমাদের এই পাঠ্য অংশে শব্দাদির বানানের আধুনিকীকরণ সাধিত হয়েছে।

এই সমস্ত বিবরণ থেকে মনে করা ভুল হবে যে, অনুমোদিত সংস্করণ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই বাইবেল সংক্রান্ত কাজকর্ম সমাপ্ত হয়ে গিয়েছে। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে বাইবেলের এক পরিমার্জিত সংস্করণ প্রকাশিত হয়। বলা হয়ে থাকে যে দুখানির মধ্যে এইখানি অধিকতর যথাযথ।

বর্তমান শতকের গোড়া থেকেই বহু পণ্ডিত ও ধর্মশাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি চলতি ইংরেজিতে বাইবেল অথবা তার অংশ বিশেষ প্রকাশের জন্য শ্রম স্বীকার করে আসছেন। তাছাড়া 'মৌল ইংরেজীতে' সমগ্র বাইবেলকে ঢেলে সাজানোরও চেষ্টা চলছে। 'মৌল ইংরেজী' অনধিক ৮০০ শব্দ নিয়ে গঠিত।

Jesus Christ : Jesus was born in Bethlehem of Judaea, probably in the year so called 4 B. C. His faiher's name was Joseph and his mother's name was Mary. Joseph was a carpenter by profession.

When Jesus was born there came three wise men from the East to Jerusalem. They said that they had seen the star of the King of the Jews, whom they wanted to worship. When Herod, who was the King of the land, heard this, he was alarmed. He summoned the wise men and commanded them to go and search for the young child, and to bring him word when they had found him, so that, as he gave it out, he too might come and worship the child.

So they departed and were guided by the star to the place where Jesus was. They saw him with his mother and wor-

shipped him. Then they were warned by God in a dream that they should not return to Herod, but go to their country by another way.

When the wise men went away, the angel of God appeared to Joseph in a dream, and asked him to take the young child and his mother to Egypt, so that they might be out of harm's way. So Joseph left for Egypt with his wife and his child.

At last Herod saw that the wise men from the East had given him the slip. In his anger, he put all the children in Bethlehem, who were two years old or younger, to the sword.

When Herod was dead, the angel of the Lord appeared to Joseph again in a dream, and asked him to take his child and its mother to the land of Israel. But he was afraid to venture into Judaea, where Herod's son was reigning. He came to Galilee and settled in the city of Nazareth.

In those days John the Baptist was preaching in the wilderness of Judaea. He exhorted every sinner to repent, and held out the hope that the Kingdom of Heaven was at hand People came flocking to him from all parts of the land from Jerusalem, Judaea and Jordan and were baptised. John used to tell his disciples that, while he baptised them with water, he that was to come after him would baptise them with the Holy Ghost, and fire.

Then came Jesus from Galilee to Jordan to be baptised by John. "I have need to be baptised of thee", said John, "and comest thou to me ?"

"Suffer it to be so now," answered Jusus and he was baptised by John.

Some time after this Jesus heard that John had been cast into prison, and he left Nazareth for Galilee and began to preach. Great multitudes followed him wherever he went, and by and by he found twelve followers who forsook the world and took the vows. These were the twelve Apostles. ("Now the names of the twelve apostles are these. The first, Simon, who is called Peter, and Andrew his brother ; James the son of Zebedee, and John his brother ; Philip and Bartholomew ; Thomas and Matthew—the publican ; James the son of Alphaeus, and Lebbacus, whose surname was

Thaddaeus ; Simon the Canaanite, and Judas Iscariot, who also betrayed him.")

"These twelve Jesus sent forth, and commanded them saying, go not into the way of the Gentiles, and into any city of the Samaritans enter ye not."

"But go rather to the lost sheep of the house of Israel."

"And as ye go, preach, saying the kingdom of heaven is at hand."

Jesus himself often went into the synagogues (Jewish congregations) and preached the gospel of the kingdom of heaven. He upbraided the rabbins (Jewish authorities on law and doctrines) for their sordid worldliness. He also went about healing all manner of sickness, disease and affliction. His fame spread far and wide.

The teaching of Jesus, his immense poularity with the masses, his exposure of hypocrites upset the orthodox leaders of the Jewish faith as never before. They began to conspire against him. so that he might be put to death for sedition and treason. Jesus was not unaware of this. When the day of supreme self-sacrifice was drawing near, he said to his disciples :

"Ye know that after two days is *the feast of* the passover, and the son of man is betrayed to be crucified."

He also prophesied that one of the twelve would betray him, and that another of them would deny him-thrice "this night before the cock crows."

And it all came to pass as he had predicted, Judas one of the twelve, betrayed him to a large number of men who came from the chief priests and elders of the people.

They laid hands on Jesus and took him prisoner. Then all the disciples forsook him and fled. The men led Jesus away to Caiaphas the high priest, where the scribes and the elders were assembled.

Peter, one of the twelve, followed him afar off to the high priest's place, and went in and sat with the servants to see the end.

The chief priests and the elders and all the others took counsel and laid to him charge of blasphemy.

Soon a damsel came out of the place and said to Peter, "You also went to Jesus with Galilee." But he replied, "I don't know what you say." Not long after this came another maid and said to Peter, "You also went with Jesus to Galilee." But he replied, "I don't know what you say." Not long after this came another maid and said, "This fellow was also with Jesus of Nazareth." And again he denied with an oath. "I do not know the man.." And after a while came to him those that stood by, and they said to Peter, "Surely, you also are one of them, for your speech betrays you". Then he began to curse and to swear and he said, "I don't know the man." He had no sooner said this than the cock crew.

In the morning the chief priests and the elders of the people had Jesus bound, and led him away and delivered him to Pontius Pilate, the governor.

The governor was a Roman, who subscribed neither to the Jewish faith nor to the doctrines enunciated by Jesus. He examined Jesus personally, and when the people clamoured against Jesus he said, "What shall I do with Jesus that is called Christ ?"

They all said, "Let him be crucified"

"Why, what evil has he done ?" said the governor.

But they only cried, "Let him be crucified."

When Pilate saw that he could prevail nothing he 'took water and washed his hands before the multitude, saying, I am innocent of the blood of this just person, and he delivered him to be crucified.

A crown of thorns was put on his head and a reed was put in his right hand. The people bended their knees before him and mocked him, saying, "Hail, King of the Jews."

Then they brought him to a place called Golgotha, that is to say, a place of skulls, and there they crucified him. They set up over his head his accusation written ; THIS IS JESUS THE KING OF THE JEWS.

"Now from the sixth hour there was darkness over all the land unto the ninth hour.

And about the ninth hour Jesus cried with a loud voice, saying ELI, ELI, LAMA SABACHTHANI, that is to say, My God, why hast thou forsaken me ?

"Jesus, when he had cried again with a loud voice, yielded up the ghost."

This, as modern Biblical scholars say, was probably in the year A. D. 29.

যিশুখ্রীষ্ট : জুডিয়ার অন্তর্গত বেথেলহেম-এ সম্ভবত: ৪ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দে যিশু জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ছিল জোসেফ, মাতার নাম মেরী। জোসেফ সূত্রধরের কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করতেন।

যিশুর জন্ম হলে প্রাচ্য দেশ থেকে কয়েকজন বিজ্ঞ ব্যক্তি জেরুজালেমে আসেন। তাঁরা বললেন, তাঁরা ইহুদীরাজের নক্ষত্র দর্শন করেছেন, তাঁকে পূজো করতে চান তাঁরা। দেশের রাজা হেরড এ কথা শুনে ভীত হয়ে উঠলেন। বিজ্ঞ ব্যক্তিদের নিজের কাছে ডেকে পাঠালেন তিনি, এবং তাঁরা এলে তাঁদের সেই শিশুর সন্ধানে যেতে বললেন এবং তাঁকে খুঁজে পেলে তাঁকে সে সংবাদ দিতে আদেশ করলেন, যাতে করে, তিনি যেমনটি বললেন, তিনিও সেই শিশুকে পূজো করতে যেতে পারে।

বিজ্ঞ ব্যক্তিরা চলে এলেন। যিশু যেখানে ছিলেন, সেখানে একটি নক্ষত্র তাঁদের পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল ; তাঁরা তাকে জননীর কোলে দেখে তাঁর পূজো করলেন। তারপর ভগবান স্বপ্নে তাঁদের বলে দিলেন তাঁরা যেন হেরডের কাছে না গিয়ে অন্য পথ দিয়ে নিজেদের দেশে ফিরে যান।

বিজ্ঞ ব্যক্তিরা চলে গেলে ভগবানের দূত স্বপ্নে জোসেফকে দেখা দিয়ে নবজাতক শিশু ও তার জননীর নিরাপত্তার জন্য উভয়কে মিশর দেশে নিয়ে যেতে বললেন। জোসেফ তখন তাঁর পত্নী ও পুত্রকে নিয়ে মিশরে চলে গেলেন।

শেষ অবধি হেরড বুঝতে পারলেন যে, বিজ্ঞ ব্যক্তিরা তাঁর সঙ্গে দেখা না করেই চলে গেছেন। ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে তিনি দু বছর বয়সের শিশু থেকে শুরু করে বেথেলহেম-এর সদ্যোজাত সমস্ত শিশুকে বধ করলেন।

হেরডের মৃত্যুর পর দেবদূত স্বপ্নে পুনরায় জোসেফের সম্মুখে অবির্ভূত হয়ে তাঁর সন্তান ও সন্তানের জননীকে ইসরায়েল দেশে নিয়ে আসতে আদেশ দিলেন। জুডীয়ায় তখন রাজত্ব করেছেন হেরডের পুত্র ; জোসেফের তাই সেখানে ফিরে যাওয়ার মতো সাহস হল না। তিনি গ্যালিলিতে এসে নাজারেথ নগরে বসবাস করতে লাগলেন।

তখনকার দিনে গুরু জন্ জুডীয়ার মরুভূমিতে ধর্মপ্রচার করে বেড়াতেন। তিনি সবাইকে এই আশার বাণী শোনাতেন যে, স্বর্গরাজ্য কর গতপ্রায়। জেরুজালেম, জুডীয়া, জর্ডন, দেশের সকল অংশ থেকে কাতারে কাতারে লোক

তাঁর কাছে এসে দীক্ষা গ্রহণ করতে লাগল। জন তাঁর শিষ্যবর্গকে বলতেন, তিনি তাদের বিশুদ্ধি সাধন করেছেন জল ছিটিয়ে, তাঁর পরে যিনি আসবেন তিনি 'পূত আত্মা' ও অগ্নি সহযোগে বিশুদ্ধি সাধন করবেন।

তারপর জনের কাছে দীক্ষা গ্রহণের জন্য গ্যালিলি থেকে জর্ডনে এলেন যিশু। জন বললেন, "তোমার কাছে আমারই তো দীক্ষা গ্রহণের প্রয়োজন, আর তুমিই এলে কিনা আমার কাছে দীক্ষা নিতে।" যিশু বললেন, "আপাতত তাই হক।" তখন জন তাঁকে দীক্ষা দিলেন।

এর কিছুকাল পরে যিশু শুনতে পেলেন যে, জনকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়েছে। তখন তিনি নাজারেথ ত্যাগ করে গ্যালিলিতে এসে প্রচারকার্য শুরু করলেন। তিনি যেখানে যেতেন সেখানেই কাতারে কাতারে লোক তাঁর পিছু ছুটত। অচিরেই তিনি এমন বারো জন শিষ্য লাভ করলেন যাঁরা সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাসব্রত নিয়েছেন। এঁরাই হলেন তাঁর দ্বাদশজন বার্তাবহ। এঁদের নাম হল সাইমন (তিনি পিটার নামেও পরিচিত), অ্যানড্রু, জেমস্ (জেবেদির পুত্র), তাঁর ভাই জন, ফিলিপ, বার্থোলোমিউ টমাস, ম্যাথিউ, জেমস (আলফিউনের পুত্র) লেব্বাকা, সাইমন (ক্যানানের অধিবাসী) এবং জুডাস। ইস্রায়েল জাতির মধ্যে আসন্ন স্বর্গরাজ্যের বাণী প্রাচারের জন্য যিশু এদের প্রেরণ করলেন।

যিশু নিজেও প্রায়ই ইহুদীদের উপাসনালয়ে গিয়ে স্বর্গরাজ্যের বাণী প্রচার করতেন। সে সময়ে ইহুদী আচার্যরা নিজেদের সাংসারিক সুখভোগে নিমগ্ন হয়ে হীনচেতা হয়ে পড়েছিলেন। যিশু তাঁদের কঠোর ভাষায় তিরস্কার করতেন। তা ছাড়া তিনি সর্বপ্রকার রোগ-যন্ত্রণা নিরাময় করে দিতেন। দূর-দূরান্তর অবধি যশোরাশি ছড়িয়ে পড়ল তাঁর।

যিশুর উপদেশাবলী, জনগণের মধ্যে তাঁর অগাধ প্রভাব-প্রতিপত্তি, ভণ্ডদের স্বরূপ উদ্ঘাটন, এইসব ব্যাপারে ইহুদী ধর্মের রক্ষণশীল নেতাদের যেভাবে বিচলিত করে তুলল তেমন এর আগে আর কখনোই করে নি। যাতে বিদ্রোহ বা রাজদ্রোহের অভিযোগে তাঁর মৃত্যুদণ্ড হয় সেজন্য তাঁরা চক্রান্ত করতে লাগলেন। এ সংবাদ যিশুর অজ্ঞাত রইল না। চরম আত্মত্যাগের দিন যখন ঘনিয়ে আসছে, তখন তিনি তাঁর শিষ্যবর্গকে বললেন:

"তোমারা জান দুদিন পরে পাসোভার পর্ব, মানব সন্তানকে তখন ক্রুসবিদ্ধ করবার জন্য বিশ্বাসভঙ্গ করে ধরিয়ে দেওয়া হবে।"

তিনি এ ভবিষ্যদ্বাণীও করলেন যে, তাঁর দ্বাদশ বার্তাবহের একজন তাঁকে ধরিয়ে দেবে এবং তাদেরই একজন 'আজ রাতে মোরগ ডাকার আগেই' বারবার তিনবার তাঁকে অস্বীকার করবে।

তিনি যেমন যেমন ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, শেষ অবধি তা সবই অক্ষরে অক্ষরে ফলে গেল। তাঁর দ্বাদশ বার্তাবহের মধ্যে একজন, জুডাস, তাঁকে দেখিয়ে দিল, ইহুদীদের শ্রেষ্ঠ পুরোহিতগণের এবং দলপতিদের লোকজন এসে যিশুকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেল। তখন তাঁর শিষ্যদের সকলেই তাঁকে ফেলে পালাল। লোকেরা যিশুকে ধরে নিয়ে এল ইহুদীদের প্রধান গুরু কায়াফাসের কাছে, যেখানে এসে সমবেত হয়েছিলেন ইহুদী ধর্মশাস্ত্রের যত ব্যাখ্যাতা আর মণ্ডলেশ্বরেরা।

বারোজন সন্ন্যাসী-শিষ্যের একজন ছিল পিটার। তিনি দূর থেকে যিশুর অনুসরণ করতে করতে প্রধান ধর্মগুরু প্রাসাদে এসে শেষ পর্যন্ত কী হয় দেখবার জন্য ভৃত্যদের মাঝখানে উপবেশন করেন।

ধর্মগুরু এবং অন্যান্য মান্যগণ্য লোকেরা বিস্তর শলাপরামর্শ করে যিশুর বিরুদ্ধে খাড়া করলেন ধর্মবিদ্রোহের অভিযোগ।

তার কিছুক্ষণের মধ্যে একজন দাসী প্রাসাদের বাইরে এসে পিটারকে বললে, "যিশুর সঙ্গে তুমিও তো গ্যালিলিতে গিয়েছিলে?" উত্তরে পিটার বললে, "কী যে বলছ বুঝতে পারছি না।" এর পরে একজন দাসী বললে, "এই লোকটাও নাজারেথে যিশুর সঙ্গে ছিল।" তখন দিব্যি গেলে পিটার বললেন, "লোকটিকে (যিশুকে) আমি চিনিই নে।" যারা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল তারা খানিকক্ষণ পরে এল। তারা এসে বললে, "নিশ্চয় তুমিও ওদেরই একজন, তোমার কথাবার্তা থেকে তা বেশ মালুম হচ্ছে।" তখন পিটার শাপ-শাপান্ত করতে করতে দিব্যি গেলে বলল, "লোকটাকে আমি চিনিই না।" সঙ্গে সঙ্গে ভোরের মোরগ ডেকে উঠল।

সকালবেলা পুরোহিত-প্রবরেরা আর মোড়লেরা যিশুকে বেঁধে নিয়ে এসে সমর্পণ করলেন রাজ্যপাল পন্টিয়াস পাইলেটের কাছে।

রাজ্যপাল ছিলেন একজন রোমান, তিনি ইহুদী ধর্মের ধার ধারতেন না, যিশু প্রবর্তিত ধর্মনীতিকেও আমল দিতেন না। তিনি ব্যক্তিগতভাবে যিশুকে জিজ্ঞাসাবাদ করে দেখলেন, তারপর লোকেরা যখন যিশুর বিরুদ্ধে গোলমাল বাধিয়ে তুলল তখন বললেন, "এই যিশুকে খ্রীস্ট অর্থাৎ ত্রাণকর্তা বলা হয়, একে নিয়ে আমি কী করব?"

তারা সবাই বললে, "ওকে ক্রুসবিদ্ধ করুন।"

রাজ্যপাল জিজ্ঞাসা করলেন, "কেন, ও কী দোষ করেছে।"

কিন্তু তারা কেবলই চেঁচাতে লাগল, "ও ক্রুসবিদ্ধ হোক।"

পাইলেট যখন দেখলেন তিনি তাদের কিছুতেই প্রতিরোধ করতে পারবেন

না, তখন তিনি সেই জনতার সম্মুখে জল নিয়ে হাত ধুয়ে বললেন, 'এই পুণ্যাত্মার রক্তমোক্ষণের হাত থেকে আমি মুক্ত।' এই বলে তিনি তাঁকে ক্রুসে দেওয়ার জন্য দিয়ে দিলেন।

যিশুর মাথায় পরানো হল কাঁটার মুকুট, ডান হাতে দেওয়া হয় নলখাগড়া। লোকেরা তাঁর সম্মুখে নতজানু হয়ে বিদ্রূপ করে বলল, "বন্দে ইহুদীরাজ।"

তারপর তারা তাঁকে নিয়ে এল গলগথায়, অর্থাৎ করোটি-ক্ষেত্র নামে একটি জায়গায়। সেখানে তারা তাঁকে ক্রুসবিদ্ধ করল। তাঁদের অভিযোগ তারা তাঁর মাথার উপর লিখে দিল : 'এই হল ইহুদীদের রাজা যিশু।'

'তখন ষষ্ঠ ঘণ্টা পর্যন্ত সমগ্র দেশ হয়ে রইল অন্ধকারে আচ্ছন্ন।'

নবম ঘণ্টার কাছাকাছি সময়ে যিশু উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করে উঠলেন,—"হে ভগবান, হে ভগবান, আমায় ত্যাগ করলে কেন তুমি ?"

আবার উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করে প্রাণত্যাগ করলেন যিশু।

আধুনিক বাইবেলীয় পণ্ডিতদের মতে এ ব্যাপার ঘটেছিল সম্ভবতঃ ২৯ খ্রীস্টাব্দে।

Thirty-three years later, in A. D. 62, a Roman physician named Aesculapius Cultellus wrote to his nephew, who was with the army in Syria, a letter in which he said :

"A few days ago I was called to the bedside of a sick man named Paul. He appeared to be a Roman citizen of Jewish parentage, well educated and of agreeable manners. He had been described as a 'wild and violent' fellow who had been making speeches against the people and against the Law. I found him intelligent and of great honesty.

"A friend of mine who used to be with the Army in Asia Minor tells me that he heard something about him in Ephesus, where he was preaching sermons about a strange new God. I asked my patient if this were true, and whether he had told people to rebel against the will of our beloved Emperor. Paul answered me that the Kingdom of which he had spoken was not of this world, and he added many strange utterances, which I did not understand, but which were probably due to his fever.

"His personality made a great impression upon me, and I was sorry to hear that he was killed on the Ostian Road a few days ago. When next you visit Jerusalem, I want you to find out something about my friend Paul and the strange Jewish

prophet who seems to have been his teacher. Our slaves are getting much excited about the so-called Messiah, and a few of them who, much openly talked of the new kingdom (whatever that meant), have been crucified. I should like to know the truth about all these rumours."

Six weeks later, Gladius Ensa, the nephew, a captain of the VII Gallic Infantry, answered, in course of which he said:

"Two weeks ago our brigade was sent to Jerusalem.

"I have talked with most of the older men in the city, but few have been able to give me any definite information. A few days ago a pedlar came to the camp. I bought some of his olives, and I asked him whether he had ever heard of the famous Messiah who was killed when he was young. He said that he remembered it very clearly, because his father had taken him to Golgotha (a hill just outside the city) to see the execution, and to show him what became of the enemies of the laws of the people of Judaea. He gave me the address of one Joseph, who had been the personal friend of the Messiah, and told me that I had better go and see him if I wanted to know more.

"This morning I went to call on Joseph. He was quite an old man. He had been a fisherman on one of the fresh-water lakes. His memory was clear; and from him at last I got a fairly definite account of what had happened during the troublesome days before I was born.

"Tiberius, our great and glorious emperor, was on the throne, and an officer named Pontius Pilatus was governor of Judaea and Samaria. Joseph knew little about this Pilatus. He seemed to have been an honest enough official, who left a decent reputation as procurator of the province. In the year 783 or 784* (Joseph had forgotten when) Pilatus was called to Jerusalem on account of a riot. A certain young man (the son of a carpenter of Nazareth) was said to be planning a revolution against the Roman government. Strangely enough our intelligence officers, who are usually well informed, appear to have heard nothing about it. Even when they investigated the matter they reported that there was no reason to proceed against him. But the old-fashioned leaders of the Jewish faith, according to Joseph, were much upset. They greatly disliked his popularity with the masses of the poorer Hebrews. The

'Nazarene' (so they told Pilatus) had publicly claimed that a Greek or a Roman or even a Philistine who tried to live a decent and honorable life was quite as good as a Jew who spent his days studying the ancient Laws of Moses. Pilatus does not seem to have been impressed by this argument, but when crowds around the temple threatened to lynch the 'Nazarene' and kill all his followers, he decided to take the carpenter into custody to save his life.

'He does not appear to have understood the real nature of the quarrel. Whenever he asked the Jewish priests to explain their grievances they shouted 'heresy' and 'treason' and got terribly excited. Finally, so Joseph told me, Pilatus sent for Joshua (that was the name of the Nazarene, but the Greeks who live in this part of this world always refer to him as Jesus) to examine him personally. He talked to him for several hours. He asked him about the dangerous doctrines which he was said to have preached on the shores of the sea of Galilee. But Jesus answered that he never referred to politics. He was not so much interested in the bodies of men as in man's soul. He wanted all people to regard their neighbours as their brothers, and to love one single God, who was the father of all living beings.

Pilatus who seems to have been well versed in the doctrines of the stoics and other Greek philosophers, does not appear to have discovered anything seditious in the talk of Jesus. According to my informant, he made another attempt to save the life of the kindly prophet. He kept putting the execution off. Meanwhile the Jewish people, lashed into fury by their priests, got frantic with rage. There had been many riots in Jerusalem before this, and there were only a few Roman soldiers within calling distance. Reports were being sent to the Roman authorities in Caesarea that Pilatus had 'fallen a victim to the teachings of the Nazarene.' Petitions were being circulated all through the city to have Pilatus recalled because he was an enemy of the Emperor. You know that our governors have strict instructions to avoid an open break with their foreign subjects. To save the country from civil war, Pilatus finally sacrificed his prisoner, Joshua, who behaved with dignity, and who forgave all those who hated him. He was crucified amidst the howls and the laughter of the Jerusalem mob.

"That is what Joseph told me, with tears running down his old cheeks. I gave him a gold piece when I left him but he refused it and asked me to hand it to one poorer than himself. I also asked him a few questions about your friend Paul. He had known him slightly. He seems to have been a tent-maker who gave up his profession that he might preach the words of a loving and forgiving God who was very different from the Jehovah of whom the Jewish priests are telling us all the time. Afterwards Paul appears to have travelled much in Asia Minor and in Greece, telling the slaves that they were all children of one loving Father, and that happiness awaits all, both rich and poor, who have tried to live honest lives and have done good to those who were suffering and miserable.

"I hope that I have answered your questions to your satisfaction. The whole story seems very harmless to me as far as the safety of the state is concerned. But then, we Romans never have been able to understand the people of this province. I am sorry that they have killed your friend Paul."—ADAPTED

এর তেত্রিশ বছর পরে, ৬২ খ্রীষ্টাব্দে, Aesculapius Cultellus নামে একজন রোমান চিকিৎসক সীরিয়ায় তাঁর ভাইপোকে একখানা চিঠি লেখেন। তাঁর ভাইপো তখন ছিলেন সীরিয়ায় রোমান সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে। সেই চিঠিতে তিনি লেখেন—

"দিনকয়েক আগে পল নামক একজন রোগীকে দেখবার জন্য আমাকে ডেকে পাঠানো হয়। তাকে দেখে মনে হল সে ইহুদী-বংশজাত একজন প্রজা, সুশিক্ষিত এবং অমায়িক প্রকৃতির লোক। আমি অবশ্য শুনেছিলাম সে বর্বর ও দুর্ধর্ষ স্বভাবের লোক, জনগণ আর আইনের বিরুদ্ধে বক্তৃতা দিয়ে বেড়াচ্ছে। কিন্তু গিয়ে দেখলাম সে বেশ বুদ্ধিমান আর সংস্বভাবী।

আমার একজন বন্ধু এশিয়া-মাইনরের্র সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে ছিল ; সে আমায় বলে যে, সে এফিসুসের বিষয়ে কিছু খবর পেয়েছে, সেখানে এ নাকি এক অজানা নতুন দেবতার বিষয়ে ধর্মোপদেশ দান করত। আমি আমার রোগীকে জিজ্ঞেস করলুম কথাটা সত্য কি না, আর সে আমাদের পরম ভক্তি-ভাজন সম্রাটের বিরুদ্ধে লোকেদের বিদ্রোহে প্ররোচনা দান করেছে কি না। উত্তরে পল আমায় বললে, সে যে রাজ্যের কথা বলছে তা এ জগতের কিছু নয়। তা ছাড়া সে এমন অনেক কিছু বললে যার কোন অর্থ আমি বুঝতে পারলাম না, বোধ হয় জ্বরের ঘোরেই সে ওসব কথা বলেছিল।

"তার ব্যক্তিত্ব আমার মনের ওপর যথেষ্ট রেখাপাত করে। আমি শুনে দুঃখিত হলাম যে ওভিয়াস রোডে সে খুন হয়েছে। এর পর তুমি যখন জেরুজালেমে যাবে তখন আমার বন্ধু পল আর যে অসামান্য ইহুদি শিক্ষক তার ধর্মগুরু ছিলেন বলে মনে হয়—এই দুজনের বিষয় কিছু খোঁজ-খবর করে আমায় জানাবে, এই আমার ইচ্ছে। আমার ক্রীতদাসেরা এই তথাকথিত ত্রাণকর্তার ব্যাপারে ক্রমশঃই যথেষ্ট উত্তেজিত হয়ে উঠেছে, এবং তাদের মধ্যে সামান্য যে কয়েকজন প্রকাশ্যে এই নতুন রাজ্যের (এর অর্থ যাই হোক না কেন) কথা বলেছে তাদের ক্রুশে বিঁধে প্রাণদণ্ড দেওয়া হয়েছে। এসব গুজবের কতটা সত্য তা আমি জানতে চাই……।"

এই চিকিৎসকের ভাইপো ছিলেন গ্লেডিয়াস এনসা; তিনি ৭ম গ্যালিক পদাতিক বাহিনীর একজন ক্যাপটেন ছিলেন। ছয় সপ্তাহ পরে তিনি উপরের চিঠিখানির উত্তর দিয়ে লেখেন:

"দুই সপ্তাহ আগে আমার বাহিনীকে জেরুজালেমে পাঠানো হয়।

"আমি শহরের বয়স্ক লোকেদের সঙ্গেই কথাবার্তা বলেছি, কিন্তু বড়ো কেউই আমাকে যথার্থ তথ্য জানাতে পারে নি। দিনকয়েক আগে একজন ফেরিওয়ালা আমাদের শিবিরে এসেছিল। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, যে বিখ্যাত ত্রাণকর্তাকে যৌবনেই প্রাণদণ্ড দেওয়া হয় তাঁর বিষয়ে সে কোনো কিছু শুনেছে কিনা। সে বলল যে, সে-কথা তার বেশ মনে আছে, কেন-না তার বাবা সেই প্রাণদণ্ড দেখবার জন্য এবং জুডীয়ার লোকদের বিধিনিষেধের প্রতিকূলাচারীদের কী শাস্তি হয় তা তাকে দেখাবার জন্য তাকে গলগথায় (নগরের ঠিক বাইরের এক পাহাড়ে) নিয়ে গিয়েছিলেন। সে আমায় জোসেফ নামে একজন লোকের ঠিকানা দিলে। এই জোসেফ ত্রাণকর্তার একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিল। সে আমায় বলে দিল যে, যদি আমি এ বিষয়ে আরও বেশি কিছু জানতে চাই, তবে আমার জোসেফের সঙ্গে দেখা করা উচিত।

"আজ সকালেই আমি জোসেফের সঙ্গে দেখা করতে গেছলাম। সে জরাজীর্ণ বৃদ্ধ। এককালে সে নির্মল জলের হ্রদগুলোতে মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করত। তার স্মৃতিশক্তি বেশ পরিষ্কার আছে। শেষ পর্যন্ত তার কাছ থেকেই আমি আমার জন্মের আগেকার সেই বিক্ষুব্ধ যুগের একটা মোটামুটি রকমের পরিষ্কার বিবরণ পেলাম।

"তখন সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন আমাদের মহামহিম গৌরবদীপ্ত সম্রাট টাইবেরিয়াস, আর পন্টিয়াস পাইলেটাস নামে একজন কর্মচারী ছিলেন জুডীয়া

আর সামারীয়ার রাজ্যপাল। পাইলেটাসের বিষয়ে জোসেফ বিশেষ কিছুই জানে না। তবে মনে হয় তিনি ছিলেন বেশ সদাশয় রাজকর্মচারী, প্রদেশে সম্রাটের প্রতিনিধিরূপে যথেষ্ট সুনাম রেখে গেছেন তিনি। ৭৮৩ কিংবা ৭৮৪ সালে (অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় ৩০ বা ৩১ সালে)—জোসেফের মনে নেই ঠিক কখন—এক দাঙ্গার জন্য জেরুজালেমে পাইলেটাসের তলব পড়ে। শোনা যায় একজন যুবক (নাজারেথের এক সূত্রধরের সন্তান) রোমান সরকারের বিরুদ্ধে বিপ্লবের পরিকল্পনা করেছেন। আশ্চর্য বিষয় এই যে, আমাদের গুপ্তচর বিভাগের কর্মচারীরা, সচরাচর সব বিষয়ে ওয়াকিবহাল হওয়া সত্ত্বেও, এ বিপ্লবের পরিকল্পনার কথা কিছুই জানতেন না, এবং এ বিষয়ে তদন্ত করার পরও তাঁরা জানালেন যে, সূত্রধর যুবকটি অতি উত্তম প্রজা, তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের কোনোই প্রয়োজন নেই। কিন্তু জোসেফ যা বললে, তাতে ইহুদী ধর্মের প্রাচীনপন্থী নেতৃবৃন্দ সাতিশয় ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলেন। দরিদ্র ইহুদী জনসাধারণের মধ্যে তাঁর প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল তাঁদের ঘোর অসন্তোষের কারণ। পাইলেটাসকে তাঁরা বললেন, এই নাজারেথবাসী প্রকাশ্যে দাবী করেছেন যে, কোনো গ্রীক কি রোমান, এমন কি কোনো ফিলিস্তিনও যদি পরিচ্ছন্ন ও সদ্ভাবে জীবন যাপনের চেষ্টা করে তবে তার জীবন হবে যে ইহুদী মূসার (মোজেজ-এর) প্রাচীন ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করে জীবন কাটায় তারই মতো সৎ ও সাধু। এই বিতর্কে পাইলেটাস প্রভাবিত হয়েছিলেন বলে মনে হয় না। কিন্তু মন্দিরের চতুর্দিকে সমবেত জনতা যখন ঐ নাজারেথবাসীকে ছিন্নভিন্ন করে ফেলবে আর তাঁর শিষ্যদের প্রাণনাশ করবে বলে ভয় দেখায়, তখন তিনি সেই সূত্রধরের সন্তানের প্রাণরক্ষার জন্য তাঁকে তাঁর নিজের হেফাজতে নেওয়াই স্থির করলেন।

"এই বিবাদের যথার্থ প্রকৃতি তিনি অনুধাবন করতে পেরেছিলেন বলে মনে হয় না। যখনই তিনি ইহুদী ধর্মগুরুদের অভিযোগ কী তা বুঝিয়ে বলতে বলেছেন, তখনই তাঁরা শুধু ভীষণ রকমে উত্তেজিত হয়ে চীৎকার করেছেন, 'ধর্মদ্রোহ' আর 'রাজদ্রোহ' বলে। অবশেষে জোসেফ আমায় বললে, পাইলেটাস জোশুয়াকে (এই ছিল নাজারেথবাসীর নাম, কিন্তু যেসব গ্রীক পৃথিবীর এই অঞ্চলে বাস করে তারা সর্বদাই যিশুস—যীশু বলে) নিজে জিজ্ঞাসাবাদ করে দেখবেন বলে তলব করে পাঠালেন। তিনি কয়েক ঘণ্টা ধরে তাঁর সঙ্গে আলাপ করলেন। গ্যালিলির সমুদ্রোপকূলে তিনি যেসব "বিপজ্জনক বাণী" প্রচার করছেন বলে অভিযোগ করা হয়, সে বিষয়েও প্রশ্ন করলেন তিনি। উত্তরে যিশু বলেন যে, তিনি কখনো রাজনীতি নিয়ে কিছু

বলেন নি। মানুষের দেহ সম্বন্ধে তাঁর তেমন কোনো ঔৎসুক্য নেই, তাঁর আগ্রহের বস্তু হল তার আত্মা। তিনি চান মানুষমাত্রই তার প্রতিবেশীকে তার ভাইয়ের মতো দেখবে, আর ভক্তি করবে সেই একমেবাদ্বিতীয় ভগবানকে যিনি হলেন যাবতীয় সজীব প্রাণীর জনক।

পাইলেটাস স্তোইক (এক শ্রেণীর রোমান দার্শনিক) ও গ্রীক দার্শনিক-গণের বিভিন্ন মতবাদের সঙ্গে সুপরিচিত ছিলেন বলেই মনে হয়। যিশুর কথাবার্তায় তিনি রাজদ্রোহাত্মক কিছুই দেখতে পেলেন না। জোসেফ আমায় যেমন বললে, তিনি এই সদাশয় ধর্মগুরুর প্রাণরক্ষার জন্য আবার চেষ্টা করতে লাগলেন। বারবার স্থগিত রাখতে লাগলেন তিনি প্রাণদণ্ডের দিন। এদিকে ধর্মগুরুদের দ্বারা যেন কষাঘাতে উত্তেজিত হতে হতে ইহুদীরা শেষ অবধি আক্রোশে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। এর আগেও জেরুজালেমে অনেকবার দাঙ্গা হয়েছে। এ সময়ে কাছাকাছি যেসব রোমান সৈনিক ছিল, তারা ছিল সংখ্যায় মুষ্টিমেয় মাত্র। সীজারিয়াতে রোমান কর্তৃপক্ষের কাছে এই মর্মে সংবাদ পৌঁছতে লাগল যে পাইলেটাস 'নাজারেথবাসীর শিক্ষা-দীক্ষায় প্রভাবিত হয়ে পড়ছেন।' পাইলেটাস সম্রাটের প্রতিপক্ষ। অতএব অবিলম্বে তাঁর অপসারণ প্রয়োজন—এই মর্মে সমগ্র নগরী আবেদন-পত্রে ছেয়ে গেল। আপনাদের জানা আছে যে, আমাদের রাজ্যপালদের উপর এই কড়া আদেশ রয়েছে যে, তাঁদের বিদেশী প্রজাদের সঙ্গে তাঁরা যেন কোনোরূপ প্রকাশ্য মতভেদে লিপ্ত হয়ে না পড়েন। দেশকে গৃহযুদ্ধ থেকে রক্ষা করবার জন্য অবশেষে পাইলেটাস তাঁর বন্দী জোসুয়াকে বলিদান দিতে বাধ্য হন। অন্তিমকালে জোসুয়ার ব্যবহারে সবিশেষ গাম্ভীর্য ও সংযম প্রকাশ পায়। তিনি তাঁর বিরুদ্ধাচারী সকলকে ক্ষমা করে যান। জেরুজালেমের জনতার হৈ-চৈ চীৎকার ও উচ্চহাস্যের মধ্যে তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়।

"চোখের জলে কপোল ভাসিয়ে জোসেফ যা আমাকে বলেছে, এই হল তার বিবরণ। আমি যখন তার কাছ থেকে বিদায় নিই, তখন তাকে একটি স্বর্ণমুদ্রা দিতে গেছলাম, সে তা' গ্রহণ করতে অসম্মত হয়ে আমায় অনুরোধ করে যে, তার চেয়ে দরিদ্র কোনো লোককে আমরা যেন তা দান করি। আপনার বন্ধু পল সম্বন্ধেও আমি কয়েকটি কথা তাঁকে জিজ্ঞাসা করি। তাঁর সঙ্গে পলের পরিচয় ছিল সামান্যই। তিনি তাঁবু বুনে জীবিকা নির্বাহ করতেন বলে মনে হয়, কিন্তু ইহুদী ধর্মযাজকরা সদা-সর্বদা আমাদের যে জিহোভার কথা শোনাচ্ছেন তাঁর চেয়ে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র প্রকৃতির এবং সদয় ও ক্ষমাশীল এক ভগবানের বাণী প্রচারের জন্য তিনি তাঁর পেশা ছেড়ে দেন।

মনে হয় পরে পল এশিয়া মাইনর ও গ্রীসে যথেষ্ট পর্যটন করেন, এবং ক্রীতদাসদের মধ্যে এই বাণী প্রচার করতে থাকেন যে, তাঁরা সবাই একই স্নেহময় ভগবানের সন্তান, এবং ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে যারাই সদ্ভাবে জীবন-যাত্রা নির্বাহ করেছে এবং দুর্দশাগ্রস্তদের উপকারে লেগেছে, তাদের জন্য পরলোকে রয়েছে সুখ ও শান্তি।

আশা করি আপনার প্রশ্নগুলোর আমি যে উত্তর দিলাম তা আপনার মনঃপূত হবে। রাষ্ট্রের নিরাপত্তার দিক থেকে সমগ্র কাহিনীর মধ্যে বিপদের কোনো আশঙ্কাই নেই বলে মনে হয়। তবে কথা হল, আমরা রোমানরা কখনো এই অঞ্চলের লোকদের মনোভাব হৃদয়ঙ্গম করতে পারি নি। আপনার বন্ধু পল যে নিহত হয়েছেন সেজন্য আমি দুঃখিত।"

THE PARABLE

Parable—narrative setting forth something in terms of something else ; fictitious story told to point a moral ; এমন গল্প যাতে প্রকারান্তরে কিছু ব্যক্ত করা হয় ; নীতিমূলক উপকথা। **N. B.** It also means an apologue (a moral fable) or an allegory. শব্দটি নৈতিক কল্পকাহিনী বা রূপক কাহিনী অর্থেও ব্যবহৃত হয়। *Parable is from Greek parabole* (*i. e.* comparison). *A parable is a story with a moral.* A parable is generally religious and short ; it has for its characters actual people doing actual things. Christ made much use of parables to teach His disciples and the people. And we have such parables as the *Good Samaritan, the sower, the prodigal son, the rich fool, talents, the mustard seed, hidden treasure, ten virgins, etc.*

Jesus Christ often spoke to the people in parables. Buddha and other eastern sages used parables in their religious teachings (e. g. বৌদ্ধজাতক). *Parable* কথাটি এসেছে গ্রীক শব্দ *Parabole* থেকে, যার অর্থ হল, 'তুলনা'। Parable হল একটি সংক্ষিপ্ত নীতিকাহিনী। এতে সংক্ষেপে কোন ধর্মীয় উপদেশ দেওয়া হয়। নানারূপ কাজের মধ্যে মানুষের চরিত্র বর্ণনা করা হয় Parable-এ। যিশুখ্রীষ্ট এইরূপ Parable-এর মাধ্যমেই তাঁর শিষ্য ও জনসাধারণের মধ্যে ধর্মীয় উপদেশ প্রচার করতেন। সেইরকম বুদ্ধদেব ও প্রাচ্যের আরও সব ঋষিরাও তাঁদের ধর্মীয় উপদেশ দান করতেন Parable-এর সাহায্যে।

Sometimes a distinction is made between a parable and

a fable by saying that a fable is a short moral tale about animals or even lifeless things which behave like human beings. But a fable properly means a story,, especially a supernatural one, not based on fact. A legendary story may also be called a fable. সময় সময় parable আর fable-এর মধ্যে এই বলে পার্থক্য করা হয় যে fable হচ্ছে জীবজন্তু-সম্পর্কিত ক্ষুদ্রাবয়ব নীতিমূলক গল্প। কোনো কোনো fable-এ জড়ো পদার্থেও মানুষের মতো ব্যবহার আরোপ করা হয়ে থাকে। কিন্তু fable যথার্থভাবে হচ্ছে এমন কোন কাহিনী যা বাস্তব ঘটনার উপর প্রতিষ্ঠিত নয়; যা অতিপ্রাকৃত কাহিনী, অথবা পৌরাণিক কাহিনী।

Allegorical Significance of the Parable

The Parable of the Prodigal Son has a deep allegorical significance. Here the Father stands for God or Jesus Christ. The elder son is an ordinary man who is virtuous but has not fully realised the ways of God to men. The younger son is a sinner who for momentary pleasure quits the path of virtue and comes to grief. Father distributed his property between his two sons, that is to say, God distributed all his gifts among his children.

The younger son just threw away his gifts for momentary pleasure and was, as a result, in a bad way. This is what happens to many people. When they have enough, they become blind and insolent, and do not care to lay by for the future. They commit sins. But God does not hate even sinners. It rends His heart to see His own children desert Him and corrupt themselves.

In the parable the younger son realises his mistake, returns to his Father, and confesses that he has sinned against heaven. In other words, the sinner sees through his folly and is repentant. The merciful Father or God, is glad. So even the sinner need not be given up for lost. He is not past redemption. There is hope for him if he is prepared to mend his ways.

নীতিকাহিনীটির তাৎপর্য : অমিতব্যয়ী পুত্রের নীতিকাহিনীটির একটি গভীর তাৎপর্য রয়েছে। এই কাহিনীটিতে কথিত পিতা হলেন স্বয়ং ভগবান বা যিশু খ্রীষ্ট। জ্যেষ্ঠ পুত্রটি হল এমন একজন সাধারণ ধার্মিক মানুষ যে মানুষের প্রতি ভগবানের আচার-আচরণ সম্বন্ধে সম্যক অবগত নয়। কনিষ্ঠ

পুত্রটি হল পাপাচারী, সে ক্ষণিক সুখের মোহে ধর্মের পথ ত্যাগ করে দুঃখ ভোগ করেছে। পিতা তাঁর সম্পত্তি পুত্র দুটির মধ্যে বন্টন করে দিয়েছিলেন, অর্থাৎ ভগবান তাঁর সন্তানদের মধ্যে তাঁর সকল উপহার ভাগ করে দিয়েছিলেন।

কনিষ্ঠ পুত্র তার প্রাপ্ত উপহারগুলি উড়িয়ে পুড়িয়ে দিল, এবং তার ফলে তাকে কষ্ট পেতে হল। এরকমটা অনেক লোকের ভাগ্যেই হয়ে থাকে। তাদের যখন অনেক থাকে তখন তারা হয় অন্ধ ও গর্বোদ্ধত, ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করার কথাটা তাদের খেয়ালই থাকে না। তারা পাপকর্মে লিপ্ত হয়। ভগবান কিন্তু পাপীদেরও ঘৃণা করেন না। তাঁর সন্তানরা তাঁকে ত্যাগ করে চরিত্রভ্রষ্ট হচ্ছে দেখে তাঁর হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যায়।

নীতিকাহিনীতে কনিষ্ঠ সন্তান তার ভুল বুঝতে পারে, সে তার পিতার কাছে ফিরে যায়, সে যে স্বর্গরাজ্যের বিরুদ্ধে পাপ করেছে তাও স্বীকার করে। অন্য কথায়, পাপাচারী নিজের দোষ বুঝতে পেরে অনুতপ্ত হয়। ক্ষমাপরায়ণ পিতা বা ভগবান তা শুনে খুশী হন। অতএব পাপাচারীকেও চিরকালের জন্য ভ্রষ্ট বলে মনে করার প্রয়োজন নেই। তার উদ্ধারের আশা নেই, এমন নয়। সে নিজেকে সংশোধন করে নিতে পারলে তারও আশা আছে।

Summary : A man divided his property between his two sons. The younger son was a spendthrift (অপব্যয়ী). He led a fast life and spent up all he had as quickly as he got it. His momentary (সাময়িক) pleasures over, he was very hard up. He now realised his folly. He was now worse off even than his father's servants, who from their small incomes had saved enough for the rainy season. He was repentant. He returned to his father and confessed himself guilty. He had sinned against heaven and no longer deserved to be called his virtuous father's son. But his father was merciful and glad that at long last his son had mended his way. He celebrated the homecoming of his boy with a feast, to which, however, the elder son strongly objected. The elder son complained that it was unbecoming of his father to neglect him, who was so devoted to him, and pamper (প্রশ্রয় দেওয়া) his younger brother, who had led a very fast life. The father said that he had adequately rewarded his elder son for having stayed with him, but he was naturally overjoyed that his younger son was back home at last after a long absence.

সারসংক্ষেপ : এক ব্যক্তি তাঁর দুই পুত্রের মধ্যে তাঁর সব সম্পত্তি ভাগ করে দিলেন। কনিষ্ঠ পুত্রটি ছিল অমিতব্যয়ী। সে দুশ্চরিত্র জীবন যাপন করে তার প্রাপ্ত সম্পত্তি নিমেষের মধ্যে উড়িয়ে-পুড়িয়ে দিল। তার সাময়িক সুখভোগ শেষ হলে সে বড়ই দুর্দশায় পড়ল। সে তার পাপ-কর্মের ফল কি তা বুঝতে পারল। তার পিতার ভৃত্যদের চেয়েও তার অবস্থা এখন খারাপ; ভৃত্যরা তাদের সামান্য উপার্জন থেকেও দুর্দিনের জন্য কিছু কিছু সঞ্চয় করে রেখেছে। সে অনুতপ্ত হল। সে তার বাবার কাছে গিয়ে সব দোষ স্বীকার করল। সে স্বর্গরাজ্যের বিরুদ্ধে পাপকর্ম করেছে এবং তার ধার্মিক পিতার সন্তান বলে নিজের পরিচয় দেওয়ার অধিকার আর তার নেই। কিন্তু তার বাবা ছিলেন করুণাময়, অবশেষে পুত্র যে তার মতিগতি পরিবর্তন করেছে তাই দেখে তিনি খুশী হলেন। পুত্রের গৃহে প্রত্যাবর্তন উপলক্ষে তিনি ভোজের আয়োজন করলেন। তাতে অবশ্য বড় ছেলে তীব্র আপত্তি করল। জ্যেষ্ঠ পুত্র অভিযোগ করে বলল যে সে নিজে সর্বদা পিতার অনুগত হয়ে থেকেছে, অথচ পিতা তাকে অবহেলা করে তার উড়নচণ্ডে চরিত্রভ্রষ্ট কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে প্রশ্রয় দিচ্ছেন। পিতা বললেন যে, তাঁর সঙ্গে থাকার জন্য তিনি তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্রকে যথাযথভাবে পুরস্কৃত করেছেন; তবে এতকাল পরে অবশেষে তাঁর কনিষ্ঠ সন্তান যে ঘরে ফিরে এল সেজন্য তিনি স্বভাবতঃই উল্লসিত।

Notes, Explanations, References, etc.

Paragraphs 1-8

Gist : A father divided his property between his two sons. The younger son then led a fast life and spent up his share. Hard up, he passed some time as a servant of an ordinary citizen. He often felt hungry. He was now sorry for his misdeeds.

সারার্থ : জনৈক পিতা তাঁর দুই পুত্রের মধ্যে তাঁর বিষয়-সম্পত্তি ভাগ-বাঁটোয়ারা করে দেন। উড়নচণ্ডের মতো জীবন যাপন করে তাঁর কনিষ্ঠ পুত্রটি তার প্রাপ্ত অংশটুকু একেবারে নষ্ট করে ফেলে। দুর্দশায় পড়ে সে কিছুকাল এক সাধারণ নাগরিকের ভৃত্য হয়ে থাকে। সে প্রায়ই ক্ষুধার্ত বোধ করত। নিজের অপকর্মের জন্য সে এখন দুঃখিত।

Notes, etc. : *Certain man*—জনৈক ব্যক্তি ; some man. *The younger of them*—দুই পুত্রের মধ্যে ছোটোটি ; the younger son. *Them*

—অর্থাৎ দুই পুত্রের মধ্যে ; that is, among those two sons. *Portion*—ভাগ ; share. *Goods*—অর্থ ও সম্পত্তি ; money and property. *The portion of goods*—অর্থ ও সম্পত্তির অংশ ; the share of money and property. *Falleth*—ভাগে পড়ে ; falls to my part. *Give me......to me*—অর্থ ও সম্পত্তির যে অংশ আমার ভাগে পড়ে তা আমাকে দিয়ে দাও ; allot me the money and property that I am entitled to. **N. B.** ইহুদী আইনে নির্দেশ ছিল যে, জ্যেষ্ঠ সন্তান সম্পত্তির অর্ধাংশ পাবে। প্রাচীন সমাজ-ব্যবস্থায়, শেষ ইচ্ছাপত্র রচিত হওয়া মাত্রই তা কার্যকর হত। তাই কনিষ্ঠ সন্তান তার পিতার শেষ ইচ্ছাপত্র রচনা করার পরপরই তার নিজের অংশ দখল করে নিতে পেরেছিল। Jewish law decreed that the eldest son must have one-half of the property. In primitive society a testament became effective as soon as it was drawn out. That is why the younger son could gather together his property immediately after his father had drawn out his testament. *Unto*—মধ্যে ; among ; between. *Living*—জীবিকা বা সম্পত্তি ; source of maintenance ; property. *And he......his living*—তিনি তাদের মধ্যে অর্থাৎ ছেলেদের মধ্যে তাঁর সম্পত্তি ভাগ করে দিলেন ; he distributed his property between his two sons. *Not many days after*—বেশি দিন পর নয়, অর্থাৎ কয়েকদিন পরেই ; some days later. *Gathered all together*—সমস্ত সম্পত্তি জড়ো করে নিল ; got together all the property that he got from his father. *Took his journey*—যাত্রা করল ; set out or made a journey. *Far country*—দূর দেশে ; distant country. *There*—অর্থাৎ সেই দূর দেশে ; that is, in that remote land. *Wasted*—নষ্ট করে ফেলল ; squandered ; threw away ; lost. *Substance*—প্রাপ্ত ধন-সম্পত্তি ; the money and property that he inherited. *Riotous*—উচ্ছৃঙ্খল ; হৈ-চৈ পূর্ণ ; পানভোজনোৎসবে পূর্ণ ; unrerstrained squandering and full of revelry. *Riotous living*—পান-ভোজনে পূর্ণ উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাত্রা ; a life that is full of unrestrained squandering and revelry. *There wasted......riotous living*—সেখানে হৈ-চৈ পূর্ণ পানভোজনে সে তার সমস্ত অর্থ-বিত্ত নষ্ট করে ফেলল ; he lost all his money and property there in that far country in unrestrained revelry. *When he...... spent all*—যখন সে সব ব্যয় করে ফেলেছে তারপর ; after having

squandered all his money and property. *There arose*—সেখানে দেখা দিল ; there occurred. *Mighty*—বিরাট ; ভয়ানক ; terrible. *A mighty famine*—এক ভয়ানক দুর্ভিক্ষ ; a dreadful famine. **N. B.** কনিষ্ঠ সন্তান তার প্রাপ্ত অর্থবিত্ত নিয়ে স্বাধীনভাবে বাস করার জন্য দূরে চলে গেল। সেখানে সে উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপন করে সব নষ্ট করে ফেলল ; অর্থাৎ সে পাপের পথ ধরল। এই পথে গিয়ে সে যে কেবল তার টাকাকড়িই নষ্ট করে ফেলল তা নয়, সে তার পারমার্থিক ঐশ্বর্যও হেলায় হারালো। কিন্তু জান্তব বৃত্তিগুলির চরিতার্থতার মধ্যে মানুষ পূর্ণতা পায় না। এমন এক সময় আসে যখন আধ্যাত্মিক অপূর্ণতা তাকে পীড়িত করে। একেই মহা দুর্ভিক্ষ বলা হয়েছে। The younger son collected all his money and property and went out into the world to live on his own. He squandered it all away by leading a fast life. In other words, he preferred a life of sins. What he lost this way was not merely money and property, he lost his spiritual heritage too. But man cannot gain fulfilment through the satisfaction of merely his animal desires. A time comes when spiritual starvation pains him. The mighty famine spoken of here refers to this spiritual starvation. *Want*—অভাব ; scarcity. *He began......in want*—সে অভাব বোধ করতে লাগল। অর্থাৎ তার অন্তরাত্মা ক্ষুধার্ত হয়ে উঠতে লাগল ; he was hard up. That is, his soul got hungry. *Citizen*—নাগরিক ; the inhabitant of a city or town. *He went......a citizen*—সে এক নগরবাসীর কাজে যোগদান করল ; he sought employment under a citizen. *Of that country*—সেই দেশে, অর্থাৎ যে দূর দেশে কনিষ্ঠ পুত্র গিয়েছিল ; that is, the far country where the younger son had gone. *He sent... ...his fields*—তিনি তাকে তাঁর মাঠে পাঠাতেন ; the citizen would send the younger son to work in his (the citizen's) fields. *To feed*—খাওয়াতে। *Swine*—শূকর ; pigs. *He sent......feed swine* —**N. B.** এই থেকেই বোঝা যায় যে সে চরিত্রভ্রষ্ট হয়েছে ; সে এখন শয়তানের কবলে। শয়তানও কিন্তু তাকে ঘৃণা করে, তাই সে তাকে ক্রীতদাসের মতো খাটিয়ে নিচ্ছে আর করতে দিচ্ছে খারাপ, বিরক্তিকর কাজ। সৎপথ ত্যাগ করলে এমনই দুর্দশা হয়। It is clear now that he has lost his character. He is possessed by Satan. But Satan too hates and treats him as a slave. He has given him

odious business to carry out. This must happen to one who has forsaken the path of virtue. "Satan is now his master and shows his contempt (ঘৃণা) by using him as a drudge (উঞ্ছবৃত্তি করে এমন ক্রীতদাস) and a slave." ("এখন তার মনিব হলো শয়তান, যে তাকে দিয়ে ক্রীতদাসের মতো উঞ্ছবৃত্তি করিয়ে নিয়ে তার প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করছে।") *Would fain*—আহ্লাদে; would gladly. *Fill his belly*— উদরপূর্তি করত বা খেত; eat. *Husks*—ভূষি; একজাতীয় শুঁটির খোসা যা কেবল অতি দরিদ্র ব্যক্তিরাই খেয়ে থাকে; "the pods of the carrot-tree, eaten only by the very poorest people." *Did eat*—খেত; ate. *No man gave unto him*—কোনো ব্যক্তিই তাকে কিছু খেতে দিত না; nobody gave him any food to eat. **N. B.** এই-ই হয়—পাপাচারীদের প্রতি কোনো ব্যক্তিই দয়া প্রদর্শন করে না; this is what happens; nobody is kind to the sinners. *When he came to himself*—যখন সে সম্বিৎ ফিরে পেল; when he came back to his senses. *Hired servants*—ভাড়াটে মজুর, অর্থাৎ যারা শুধু নামেই খ্রীষ্টান, যারা দায়সারাভাবে ধর্মাচরণ করে; imperfect Christians, who mechanically perform their religious duties. *Bread enough*—রুটি বা অপর্যাপ্ত খাদ্য; a lot of food. *To spare*—প্রয়োজনের অতিরিক্ত, যা ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করে রাখা যায়; in excess of what is immediately needed, that which can be kept for future use. *Perish*—ধ্বংস হওয়া বা মারা পড়া; to famish. *Hunger*—ক্ষুধা।

অনুবাদ ঃ জনৈক ব্যক্তির দুই পুত্র ছিল।

তাদের মধ্যে ছোটোটি তার পিতাকে বলল, বাবা সম্পত্তির যে অংশ আমার ভাগে পড়েছে তা তুমি আমাকে দিয়ে দাও। এবং তিনি তাঁর উপার্জিত অর্থ-বিত্ত তাদের ভাগ করে দিলেন।

এবং খুব বেশি দিন যেতে না যেতেই ছোটো ছেলেটি তার সম্পত্তি সংগ্রহ করে ফেলল, সে দূর দেশে যাত্রা করল, সেখানে সে পানভোজনে মত্ত-জীবন যাপন করে তার সব অর্থবিত্তই নষ্ট করে ফেলল।

এবং যখন সে সব খরচ করে ফেলল, তখন সেই দেশে এক ভয়ানক দুর্ভিক্ষ দেখা দিল, এবং সে অভাবে পড়তে লাগল।

এবং সে তখন সেই দেশের একজন নাগরিকের কাছে গিয়ে তার কাজে

যোগ দিল, ও সেই নাগরিক শূকরদের খাওয়ানোর কাজে তাকে তার মাঠে পাঠিয়ে দিল।

এবং শূকরেরা যে শুঁটির ভূষি খেত সে (কনিষ্ঠ পুত্র) সাগ্রহে তাই দিয়েই নিজের উদর পূরণ করত, এবং কোনো ব্যক্তিই তাকে কিছুই খেতে দিত না।

এবং যখন সে তার সম্বিৎ ফিরে পেল, সে বলল, আমার বাবার কতজন ভাড়া-করা ভৃত্যদেরই না অপর্যাপ্ত খাদ্য আছে, তাদের কিছু উদ্বৃত্তও থাকে, আর আমি কিনা ক্ষুধার তাড়নায় শেষ হয়ে যাচ্ছি!

Expl. : *And when......in want.*

These lines are taken from *The Parable of the Prodigal Son* by St. Luke. Here the Gospel writer says that the younger son spent up all that he got from his father. Then there occurred a big famine, and the younger son was very hard up.

These lines have a deep underlying meaning. The younger son represents (স্থানাপন্ন হয়) the ordinary man who does not *appreciate the value* (মূল্য বুঝতে পারে না) of God's gifts. He throws them away for *momentary pleasure* (সাময়িক আনন্দ). His soul is *starved* (বুভুক্ষু হয়) as a result. It passes through a period of mighty famine, so to speak. He feels the pangs (যাতনা) of spiritual deprivation.

ব্যাখ্যা : এই পঙক্তিগুলি সন্ত লুক লিখিত **দ্য পারাবল অব দ্য প্রডিগ্যাল সান** নামক কাহিনী থেকে গৃহীত হয়েছে।

এখানে গসপেল লেখক বলছেন যে কনিষ্ঠ পুত্র তার পিতার কাছ থেকে প্রাপ্ত সব সম্পত্তি ব্যয় করে ফেলল। তারপর সেখানে দেখা দিল দারুণ দুর্ভিক্ষ এবং ছোট ছেলেটি অনটনে পড়ল।

এই পঙক্তি কয়টির এক অন্তর্নিহিত অর্থ রয়েছে। কনিষ্ঠ পুত্রটি সাধারণ মানুষের প্রতিভূ—সে ভগবানের দানের প্রকৃত মূল্যায়ন করতে পারে না। ক্ষণিকের আনন্দের জন্য সে তা নষ্ট করে ফেলে। তার ফলে তার অন্তরাত্মা হাহাকার করে। দারুণ দুর্ভিক্ষের মধ্যে দিয়ে তাকে যেন যেতে হয়। আধ্যাত্মিক অনটনের যাতনা সে বুঝতে পারে।

Expl. : *And he......unto him.*

This sentence occurs in the well known parable of *The Prodigal Son* by St. Luke. The younger son had wasted all his money and property by leading a riotous life in a far

country. He was then in great *distress* (দুর্দশা). He had to feed swine for a living.

He had nothing to eat. He had to work *with hunger in the pit of his stomach* (পেটে ক্ষিধে নিয়ে). Husks are not fit for *human consumption* (মনুষ্য খাদ্য). The swine eat them. But the prodigal son was now *so badly off* (এমন দুরবস্থা) that he had no choice but to eat gladly what the swine ate. Nodody took pity on him. Nor did anybody give him any food.

Notes and Comments : Like most other sentences in the Parable this one too is significant. It teaches us that once a man prefers the path of *irreligion* (অধর্ম) to that of religion, his soul becomes *bankrupt* (দেউলে). Nay, his soul becomes starved. And nodody pities the sinner.

ব্যাখ্যা : এই বাক্যটি সন্ত লুক রচিত **দ্য প্রডিগ্যাল সান** শীর্ষক বিখ্যাত নীতিকাহিনী থেকে উৎকলিত। দূর দেশে গিয়ে ছোট ছেলেটি তার সমস্ত সম্পত্তি পান-ভোজনে মত্ততায় উড়িয়ে পুড়িয়ে দিয়েছিল। তখন তার বড়ই দুর্দশা হল। জীবিকার জন্য তাকে শূকর চরাতে হত।

সে খেতে পেত না। পেটে ক্ষিধে নিয়ে তাকে কাজ করতে হত। ভূষি মনুষ্য খাদ্য নয়। শূকররা সেই ভূষি খেত। কিন্তু উড়নচণ্ডে ছেলেটির তখন এমনই দুরবস্থা যে, শূকর যা খেত, তাকে তাই-ই খুসি মনে খেতে হত। তার প্রতি কেউ-ই দরদ বোধ করত না। কেউ তাকে কিছু খেতেও দিত না।

টীকা-টিপ্পনী : নীতিকাহিনীর অন্য সব বাক্যগুলির মতো এইটিও তাৎপর্য পূর্ণ। এটি আমাদের এই শিক্ষা দেয় যে, একবার কোনো ব্যক্তি ধর্মের পথ ত্যাগ করে অধর্মের পথ গ্রহণ করলে পর তার অন্তরাত্মা দেউলে হয়ে যায়। বাস্তবিক তার অন্তরাত্মা বুভুক্ষু হয়ে পড়ে। আর কেউ-ই পাপীকে সহানুভূতি জানায় না।

Expl. : *And when......with hunger !*

These lines are from St. Luke's *The Parable of the Prodigal Son*. The younger son led a fast life in a foreign country and thus *squandered* (অপব্যয় করা) all that his loving father gave him. He was then in great distress. He had to satisfy himself with husks for food.

He then *returned to his senses* (সম্বিৎ ফিরে পেল). He was

now a servant. He remembered that his father's servants were much better off than he himself was. There was indeed a big difference between his own employer and his father as one. His father was very much more kindly even to the hired servants, who did their duties mechanically. While his own employer gave him mean work to do, and thus showed his contempt for him, his father's servants got enough for their *keep* (ভরণ-পোষণ) and something more besides. It was indeed foolish of him to desert such a kindly father and starve under his present cruel master.

Notes and Comments : The younger son's employer was in fact Satan. And his father stands for Christ or God. The 'hired servants' represent imperfect Chistians, who do their duties *perfunctorily* ("দায়সারাভাবে"). Even then God is kind to them. On the contrary, Satan is very cruel to even those who *drudge* (ক্রীতদাসের মতো নীরস একঘেয়ে কাজ করে) all day under him.

ব্যাখ্যা : এই পঙ্‌ক্তি কয়টি সন্ত লূক রচিত দ প্যারাবল অব দ প্রডিগ্যাল সান্ থেকে গৃহীত। কনিষ্ঠ পুত্র বিদেশে গিয়ে পান-ভোজন বিলাসিতায় মত্ত জীবন যাপন করত, আর এইভাবেই সে তার স্নেহময় পিতার কাছ থেকে পাওয়া সমস্ত অর্থবিত্ত উড়িয়ে দিল। তারপর তার বড়ই দুর্দশা হল। খাদ্যের বদলে ভূষি খেয়েই তাকে সন্তুষ্ট থাকতে হত।

তারপর তার হুঁস হল। সে তখন ভৃত্য মাত্র। তার মনে পড়ল যে তার পিতার ভৃত্যরা তার চেয়ে ভাল আছে। বাস্তবিকই তার নিজের মনিব ও তার বাবার মধ্যে মস্ত বড় পার্থক্য রয়েছে। তার পিতা তাঁর ভাড়াটে মজুরদের প্রতিও অনেক বেশি সহৃদয় আচরণ করতেন, যদিও তারা তাদের কাজ দায়-সারাভাবে সেরে দিত। তার নিজের মনিব তাকে দিয়ে নোংরা কাজ করিয়ে নিত। আর এইভাবেই সে তার প্রতি তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করত। অপরপক্ষে, তার পিতা তাঁর ভৃত্যদের যা দিতেন তাতে তাদের ভরণপোষণ হয়ে কিছু বেঁচে যেত। এমন স্নেহময় পিতার আশ্রয় ছেড়ে সে বড়ই বোকামো করেছে. এখন তাকে তার বর্তমান মনিবের অধীনস্থ হয়ে অভুক্ত থাকতে হচ্ছে।

টীকা-টিপ্পনী : কনিষ্ঠ পুত্রের মনিব হল শয়তান। আর তার পিতা হলেন খ্রীষ্ট বা ভগবান। 'ভাড়াটে ভৃত্যরা' অসম্পূর্ণ খ্রীষ্টানদের প্রতিভূ—তারা দায়সারাভাবে তাদের কার্য সম্পাদন করে। তৎসত্ত্বেও ভগবান তাদের প্রতি

সহৃদয়। অপরপক্ষে, যারা শয়তানের জন্য ক্রীতদাসের মতো নীরস একঘেয়ে কাজ করে যাচ্ছে তাদের প্রতিও সে (শয়তান) অকরুণ।

Grammar and Composition : *A certain man* : *certain* is an attributive adjective. Note the interesting distinctions between attributive and predicative uses of *certain*. Used attributively, *certain* means 'not named, stated, or described', although it is possible to do so : e.g. 'a certain man had two sons', 'there was a certain bitterness in his complaint' etc. That is to say, used attributively, 'certain' very nearly means 'uncertain'. On the contrary, used predicatively, *certain* means 'settled ; of which there is no doubt' : 'I am certain that he was guilty'. 'You can be certain of success'.

Father give me......falleth to me : *that falleth to me* is adjectival clause descriptive of 'good'.

riotous living—'riotous' is attributive of 'living'. *Living* is an uncountable noun ; so it does not take any article.

he had spent all—*all* is a noun, the object of the verb 'spent'.

Short Questions and Answers

Q. 1. *What did the younger son demand of his father ?*

[কনিষ্ঠ পুত্র পিতার কাছে কি দাবী জানাল ?]

Ans. The younger son demanded of his father to divide his poperty and give him his own share.

[কনিষ্ঠ পুত্র তার পিতার কাছে দাবী জানালো যে তাঁর সম্পত্তি ভাগ করে তাকে তার প্রাপ্য অংশ দিয়ে দেওয়া হোক।]

Q. 2. *What happened io the property of a 'certain man' ?*

[জনৈক ব্যক্তির সম্পত্তির কী হয়েছিল ?]

Ans. One man had some property. He had two sons. Of them the younger son requested his father to divide the property and give him his due. The father agreed and distributed the shares of his property between his two sons.

[জনৈক ব্যক্তির কিছু সম্পত্তি ছিল। তাঁর দুটি পুত্র ছিল। তাদের মধ্যে ছোটোটি বাবাকে বলল যে তিনি যেন তাকে তার সম্পত্তির অংশ দিয়ে দেন। বাবা রাজি হলেন, এবং তাঁর সম্পত্তি দুই ছেলের মধ্যে ভাগ করে দিলেন।]

Q. 3. *What did the younger son do with his share of property* ? [কনিষ্ঠ পুত্র তার সম্পত্তির অংশ নিয়ে কী করল ?]

Ans. The younger son collected his property and set out for a foreign country. There he led a fast life and spent up all that he got from his father.

[কনিষ্ঠ পুত্র তার সম্পত্তি গুছিয়ে নিয়ে বিদেশ যাত্রা করল। সেখানে সে পানভোজন ও বিলাসে জীবন কাটিয়ে বাবার কাছ থেকে যা কিছু পেয়েছিল সবই নষ্ট করে ফেলল।]

Q. 4. *Why did the younger son begin to be in want* ?

[কনিষ্ঠ পুত্র অভাব বোধ করতে আরম্ভ করল কেন ?]

Ans. He led a fast life and spent up all his property. At that time there came a great famine. So he began to be in want.

[সে অসৎ জীবন যাপন করে তার সমস্ত ধন-সম্পত্তি খরচ করে ফেলল। সেই সময় দেখা দিল এক প্রচণ্ড দুর্ভিক্ষ। কাজেই সে দারুণ অভাব বোধ করতে শুরু করল।]

Q. 5. *What happened to the younger son after he had 'spent all'* ? [সব কিছু ব্যয় করে ফেলার পর কনিষ্ঠ পুত্রের কি হল ?]

Ans. The younger son became a pauper after he had spent all. He then appealed to a citizen of that country for a job and got it.

[সব কিছু ব্যয় করে ফেলে ছোটো ছেলেটি কপর্দকশূন্য হয়ে পড়ল। সে তখন সেই দেশের একজন নাগরিকের কাছে চাকরির জন্য আবেদন করল এবং তা পেলও।]

Q. 6. *What did the younger son have to do under his new master* ? [নতুন মনিবের অধীনে ছোটো ছেলেটিকে কী করতে হত ?]

Ans. His new master would send him out to the fields to tend his pigs. It was his duty also to feed swine.

[তার নতুন মনিব তাকে মাঠে পাঠিয়ে দিত, সেখানে সে শূকর চরাত। শূকরদের খাওয়ানোও তার কাজ ছিল।]

Q. 7. *How did he fare in his new state* ?

[এই নতুন অবস্থায় তার কেমন চলছিল ?]

Ans. The younger son was now in a sad plight. He had nothing to eat. He would have to work on empty

stomach and had to be satisfied with husks that swine ate. Nobody gave him any food even out of pity.

[কনিষ্ঠ পুত্রের এখন বড়ই দুরবস্থা। তার খাবার জুটত না। তাকে খালি পেটে কাজ করতে হত এবং শূকরদের খাদ্য ভুষি খেয়েই তাকে সন্তুষ্ট থাকতে হত। দয়া করেও কেউ তাকে কিছু খেতে দিত না।]

Q. 8. What is the allegorical significance of [নিম্নলিখিত শব্দগুলির রূপক তাৎপর্য কী ?]—(a) *father* (b) *far country* (c) *substance* (d) *riotous living* (e) *mighty famine* (f) *a citizen of that country* (g) *to feed swine* (h) *husks* and (i) *hunger* ?

Ans. (a) Father here stands for Jesus Christ or God Himself. He is the protector of man and dispenser of all good things.

(b) **Far Country :** this is the land of evil and sin. It is far away from the kingdom of God. It has a great attraction for man, but once he goes there, his spirit is starved and he comes to harm.

(c) **Substance :** material goods, e. g. money and property. There is no sin in possession of this, but it is ought to be spent frugally (মিতব্যয়ভাবে) and for good perposes.

(d) **Riotous living :** a life full of depravity (চারিত্রিক কলুষ), unrestrained squandering (অবাধ অপব্যয়), wild revelry উচ্ছৃঙ্খল হৈচৈপূর্ণ পানভোজনোৎসব বা আনন্দোৎসব) and debauchery (লাম্পট্য). In a word, it is a life full of sins and animal pleasures.

(e) **Mighty famine :** this actually refers to spiritual crisis which one must suffer from if one lives for animal pleasures only.

(f) **A citizen of that country :** the citizen stands for Satan, who has set himself the task of wrecking (ধ্বংস করা) man, who is the best creation of God. Satan is opposed to God.

(g) **To feed swine :** feeding swine refers to base and mean work. Satan has no respect for man, the best creation of God, and once he takes possession of man's soul, he makes him "feed swine."

(h) **Husks :** husks refer to stuff that is unfit for spiritual consumption (আধ্যাত্মিক ভোজন). In the land where Satan lives there is no food for the soul.

(i) **Hunger** : what is meant is spiritual hunger. If anybody goes on living for animal pleasures, a time comes when his starved spirit revolts. Then riotous living seems distasteful to him.

[(ক) পিতা এখানে যিশুখ্রীষ্ট বা ভগবানের প্রতিভূ। তিনি মানুষের রক্ষাকর্তা এবং সর্ববিধ মঙ্গলের পরিবেশক।

(খ) এটা হল পাপ ও অশুভের দেশ। এ দেশ ভগবানের রাজ্য থেকে বহুদূরে। মানুষের কাছে এর আকর্ষণ তীব্র তবে সে যদি একবার সেখানে যায়, তাহলে তার অন্তরাত্মা ক্ষুধায় পীড়িত ও ক্ষতিগ্রস্ত হতে বাধ্য।

(গ) পার্থিব সামগ্রী, যথা অর্থ ও সম্পত্তি। এ জিনিস পেতে কোনো পাপ নেই, তবে সদুদ্দেশ্যে এবং মিতব্যয়ী হয়ে অর্থ বিত্ত ব্যয় করা উচিত।

(ঘ) এই জীবন পূর্ণ হয় চারিত্রিক কলুষ, অবাধ অপব্যয় উচ্ছৃঙ্খল হৈচৈপূর্ণ পান-ভোজনোৎসব ও লাম্পট্য দিয়ে। এক কথায় এহেন জীবন পাপে এবং পাশব হুল্লোড়ে ভরা।

(ঙ) আধ্যাত্মিক অনটনের কথা এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে। কেবল জান্তব সুখভোগী হয়ে থাকলে এই দুর্ভোগ ভুগতেই হবে।

(চ) এখানে নাগরিক হল শয়তানের প্রতিভূ। ভগবানের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষকে ধ্বংস করাই তার কাজ। শয়তান ভগবানের বিরোধী।

(ছ) শূকরদের খাওয়ানো বলতে নীচ কাজ করা বোঝানো হয়েছে। ভগবানের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষের প্রতি শয়তানের কোনো শ্রদ্ধা নেই, এবং একবার যদি সে তার আত্মাকে কবলে আনতে পারে তাহলে সে তাকে দিয়ে এই হীন কাজ করায়।

(জ) ভূষি বলতে সেই সব বস্তু বোঝানো হচ্ছে যা আধ্যাত্মিক তৃপ্তির অযোগ্য। যে দেশে শয়তানের বাস সেখানে মানবাত্মাকে উপবাসী থাকতে হয়।

(ঝ) এখানে আধ্যাত্মিক উপবাসের কথা বলা হয়েছে। জান্তব সুখভোগে মগ্ন থাকলে এমন এক সময় আসে যখন উপবাসী অন্তরাত্মা বিদ্রোহ করে। এহেন ব্যক্তির কাছে উচ্ছৃঙ্খল জীবন তখন বিস্বাদ লাগে।]

Paragraphs 8-14

Gist : The prodigal son returns to his senses. He feels repentant. He goes to his father and confesses his sins. The father is glad now that his son is redeemed (উদ্ধারপ্রাপ্ত বা ত্রাণপ্রাপ্ত). He celebrates the occasion and welcomes his son back home.

সারার্থ : অমিতব্যয়ী পুত্র তার সম্বিৎ ফিরে পায়। সে অনুতপ্ত বোধ করে। সে তার পিতার কাছে গিয়ে তার পাপের কথা স্বীকার করে। পুত্রের উদ্ধারপ্রাপ্তিতে পিতা খুশি হন। তিনি পুত্রকে ঘরে ফিরিয়ে নেন এবং এই উপলক্ষে উৎসবের আয়োজন করেন।

Notes, etc. : *Arise*—জেগে ওঠা। *I will......my father*—আমি জেগে উঠে বাবার কাছে যাব ; I will now wake up and see my father. **N. B.** এতদিন পশুসুলভ জীবন যাপন করেছে কনিষ্ঠ পুত্র। সে জান্তব সুখভোগে দিন কাটিয়েছে। সে বুঝতে পেরেছে উচ্ছৃঙ্খলতায় মানুষের প্রকৃত সুখ নেই। সে এবার নতুন সংকল্প গ্রহণ করেছে। The younger son has lived on animal pleasures so far. He has realised that man cannot be contented with animal pleasures. He has now got a new determination. (I) *will say unto him*—আমি তাঁকে বলব বা আমি তাঁর কাছে স্বীকার করব ; I will confess to him. *I have sinned*—আমি পাপ কাজ করেছি ; I have committed sins. *Against heaven*—অর্থাৎ স্বর্গরাজ্যের রীতি-নীতির বিরুদ্ধে ; against the rules of heaven- *Before thee*—তোমার সম্মুখে বা তোমার বিচারে ; in your presence of judging by your standard. *Worthy*—উপযুক্ত ; fit. *Am no more......thy son*—আমি তোমার পুত্র বলে বিবেচিত বা সম্বোধিত হবার যোগ্য নই ; I do not deserve to be treated as your son. **N. B.** কনিষ্ঠ পুত্র বলতে চায় যে, সে যেহেতু স্বর্গরাজ্যের নীতি থেকে ভ্রষ্ট হয়েছে, সেই হেতু স্বর্গরাজ্যের সুযোগ সুবিধের আর কোনো অধিকার তার নেই। সে ভগবানের আশীর্বাদ ও দয়া পেতে পারে না। The younger son wants to say that since he has broken the *codes of conduct* (আচার-আচরণ-বিধি) *obtaining* (প্রচলিত) in heaven, he is no longer entitled to its rights and privileges (সুযোগ-সুবিধে). He cannot hope to get God's blessings and mercy. ***Make me......hired servants***—

আমাকে তোমার একজন ভাড়াটে মজুর হিসেবে বিবেচনা কর ; treat me as a hired servant. **N. B.** সে বলতে চায় সাচ্চা খ্রীষ্টান বলে বিবেচিত হবার যোগ্যতা সে হারিয়েছে, কারণ খ্রীষ্ট ধর্মের অনুশাসনগুলি সে লঙ্ঘন করেছে। কাজেই তাকে অসম্পূর্ণ খ্রীষ্টান বলে বিবেচনা করাই সঙ্গত। He wants to say that he does not deserve to be considered as a true Christian, because he has violated the tenets of Christianity. So it is reasonable to consider him as an imperfect Christian. *And he arose*—এখন সে জেগে উঠল ; then he got up. **N. B.** এবার তার চৈতন্যোদয় হল ;সে হতবুদ্ধি অচৈতন্য অবস্থা থেকে জেগে উঠল। And now he regains his senses. He is freed from his stupor (হতবুদ্ধি অচৈতন্য অবস্থা). *And (he) came to his father*—সে তার পিতার কাছে ফিরে এল। **N. B.** সে তার অপরাধ বুঝতে পেরেছে এবং তার জন্য ফলভোগ করতে প্রস্তুত। He has realised his folly and is now prepared to take the consequences (ফলভোগ করা). *A great way off*—অনেক দূরে ; at a considerable distance. *When he was ......way off*—যখন সে অনেকটা দূরে আছে তখন ; when he was quite far away. *His father saw him*—তার পিতা তাকে দেখতে পেলেন। **N. B.** এই থেকেই বোঝা যায় যে জগৎপিতা সব সময়েই তাঁর হারানো বা পথভ্রষ্ট সন্তানদের জন্য পথ চেয়ে রয়েছেন। This shows that the Father of all created beings is on the look out for those of His children who have lost their way. *Compassion*—করুণা ; সমবেদনা ; pity ; sympathy. **Compassion**—'pity inclining one to spare or help' (*C.O.D.*). *Neck*—ঘাড় ; গলা। *Fell on his neck*—অর্থাৎ হুড়মুড় করে ঘাড়ের ওপর পড়া। **N. B.** পিতার এই তড়িঘড়ি ভাব থেকে তাঁর আগ্রহাতিশয্য বোঝা যায়। This haste on the part of the father shows his eagerness. *Kissed him*—তিনি পুত্রকে চুম্বন করলেন ; the father kissed his son. *When he was......kissed him*—**N. B.** স্পষ্টতঃই হারানো ছেলেকে ফিরে পেয়ে পিতা আনন্দে আত্মহারা। Clearly, the father is beside himself with joy at getting back his lost son. *In thy sight*—তোমার চোখের সামনে ; before your very eyes. *But*—কিন্তু। **N. B.** অনুতপ্ত পুত্র যাই বলুক না কেন, স্নেহময় পিতা তাঁর যোগ্য আচরণ করলেন। No matter what the repentant son said, the affectionate father behaved as such. *Bring forth*—বের করে

আন। *Robe*—পদমর্যাদাসূচক ঢিলে ও লম্বা আঙরাখা ; gown. *Put it on him*—তাকে পরালেন ; made him wear it. *Ring*—আঙটি। *He put ......his hand*—তার হাতে আঙটি পরিয়ে দিলেন। (*He put*) *shoes on his feet*—তার পায়ে পরালেন জুতো। N. B. আঙরাখা ও আঙটি পদমর্যাদাসূচক আর জুতো হলো স্বাধীনতার চিহ্ন। তৎকালে ভৃত্যরা জুতো পরতে পারত না। The gown and the ring show rank and position, while shoes denote freedom of movement. *Hither*—এখানে। *Bring hither*—এখানে নিয়ে এসে ; bring here. *Fatted*—মোটা মাংসল বা চর্বিপূর্ণ ; covered with fat. *Calf* (কাফ)—গরু বা হাতি বা তিমির বাচ্চা। এখানে গরুর বাছুর বোঝাচ্ছে ; the young of the cow, elephant, whale etc. Here the word refers to the young of the cow. *The fatted calf*—যে বাছুরকে খাইয়ে খাইয়ে মোটা বা মাংসল করা হয়েছে ; the young cow that has been fed well to be fattened. *Bring forth......kill it*—খাইয়ে খাইয়ে মোটা করা বাছুরটাকে নিয়ে এসে সেটিকে জবাই করো ; bring here the fat calf and slaughter it.

Let us eat—এস আমরা সবাই মিলে খাই ; let us all eat it. *Be merry*—আনন্দ করি ; let us all make merry. *For this*—এই কারণে ; for the reason that. *Dead*—আধ্যাত্মিক দিক থেকে মৃত ; spiritually dead. *Alive again*—আবার তার আধ্যাত্মিক সত্তা ফিরে পেয়েছে ; has come to spiritual life again ; has been spiritually revived. *He was lost*—ভগবান ও ধর্মের কাছ থেকে হারিয়ে গিয়েছিল ; he was lost to God and religion. *And (he) is found*—আবার তাকে ফিরে পাওয়া গেছে ; অর্থাৎ সে উদ্ধার পেয়েছে ; he has been redeemed. *They*—পিতার প্রকৃত ভৃত্যরা বা অনুচররা। অন্য কথায় সাচ্চা খ্রীষ্টানরা ; the faithful servants of the father. In other words, the true Christians. *They began......be merry*—তারা সবাই মিলে আনন্দ করতে লাগল ; they all began to enjoy themselves. N. B. কনিষ্ঠ পুত্র এবার ঘরে ফিরেছে। সে তার কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত। চোখের জলে তার সব পাপ ধুয়ে মুছে গিয়েছে। তাই আজ সবার এত আনন্দ। The younger son is back home at last. He is repentant. His

tears have washed him clean of sins. That is why everybody is overjoyed.

অনুবাদ ঃ আমি উঠে বাবার কাছে যাব, এবং তাঁকে বলব, বাবা, আমি তোমারই সামনে স্বর্গের নীতিবিগর্হিত পাপকাজ করেছি।

আর আমি তোমার পুত্র হিসেবে বিবেচিত হবার যোগ্য নই ঃ আমাকে তুমি তোমার ভাড়াটে মজুর করে নাও।

এবং সে উঠে পড়ল ও পিতার কাছে গেল। কিন্তু যখন সে অনেকটাই দূরে ছিল, তখনই তার পিতা তাকে দেখতে পেলেন এবং তার প্রতি মমত্ববোধের টানে ছুটে গেলেন, হুড়মুড় করে তার ঘাড়ের উপর পড়লেন এবং তাকে চুম্বন করলেন।

আর ছেলে তাঁকে বলল, বাবা, আমি তোমারই সামনে স্বর্গরাজ্যের নীতিবিগর্হিত পাপকাজ করেছি, এবং আমি তোমার পুত্র বলে বিবেচিত হবার যোগ্য নই।

কিন্তু পিতা তাঁর ভৃত্যদের বললেন, তোমরা শ্রেষ্ঠ আঙরাখাটি নিয়ে এসে, তা ওকে পরিয়ে দাও, এবং তিনি তার আঙুলে পরালেন আঙটি এবং পায়ে পরালেন জুতো। আর মাংসল বাছুরটি আন, সেটিকে হত্যা কর ; এস আমরা সবাই খাওয়া-দাওয়া করি, এস স্ফূর্তি করি।

তার কারণ হল আমার পুত্র মারা গিয়েছিল, আবার সে বেঁচে উঠেছে ; সে হারিয়ে গিয়েছিল, এবং তাকে পাওয়া গিয়েছে। এবং তারা আবার আনন্দ করতে লাগল।

Expl. : *I will arise......thy hired servants.*

This passage is taken from *The Parable of the Prodigal Son* by St. Luke. The prodigal son starved himself spiritually by living on animal pleasures. His soul was hungry. He was in a foreign land, a land far outside the Kingdom of God, and it was the land of evil and sin. Satan ruled here. As a master, Satan was very cruel. The famished (খাদ্যাভাবে মৃতপ্রায়) younger son now longed to return to his homeland, to God his father.

He had now a new determination. He made up his mind to go back to his father and confess his guilt. He realised that by leading a fast life he had sinned against God ; he had defied his father. He must now be prepared to take the consequences. He should not complain if his father disowns him. In fact, he

has forfeited his right (সে তার অধিকার হারিয়েছে) to be called his father's son. While his father was holy, just and kind, he himself has been sinning, prodigal and ungrateful. He would be satisfied if only his fasher made him one of his hired servants. In other words, he was prepared to start again from the lowest position in Christendom (খৃষ্টধর্মাবলম্বীদের রাজ্য), that of an imperfect Christian.

ব্যাখ্যা : এই অনুচ্ছেদটি সন্ত লুক রচিত দ্য প্যারাবল অব দ্য প্রডিগ্যাল সান থেকে গৃহীত। কেবল জান্তব সুখভোগে লিপ্ত থেকে অমিতব্যয়ী পুত্র এখন আধ্যাত্মিক উপবাসে জর্জরিত। তার অন্তরাত্মা ক্ষুধার্ত। সে বিদেশবাসী—সে দেশ ভগবানের রাজ্য থেকে বহু দূরে, সে দেশ পাপ-তাপে পূর্ণ। সেখানকার শাসক হল শয়তান। মনিব হিসেবে শয়তান বড়ই নিষ্ঠুর। খাদ্যাভাবে মৃতকল্প কনিষ্ঠ পুত্র এখন স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের জন্য, পিতৃসমীপে যাওয়ার জন্য উদ্‌গ্রীব।

তার মনে এল নতুন প্রতিজ্ঞা। পিতার কাছে ফিরে গিয়ে সে সব অপরাধ স্বীকার করবে বলে স্থির করল। সে বুঝতে পারল পান-ভোজন-বিলাসে জীবন কাটিয়ে সে ভগবানের বিরুদ্ধে পাপ করেছে, সে তার পিতাকে অবজ্ঞা করেছে। ফলভোগ করার জন্য তাকে এখন প্রস্তুত হতে হবে। বাবা তাকে অস্বীকার করলেও তার অভিযোগ করা সাজে না। বস্তুত, তার পিতার সন্তান হিসেবে নিজের পরিচয় দেওয়ার অধিকার সে হারিয়েছে। তার বাবা হলেন পূতচরিত্র, ন্যায়পরায়ণ এবং সহৃদয়; আর সে কি না পাপকর্মে লিপ্ত, অমিতব্যয়ী এবং অকৃতজ্ঞ। তার বাবা যদি তাকে তাঁর নিছক ভাড়াটে মজুরও করে নেন তাহলেই তার সন্তুষ্ট হওয়া উচিত। অন্য কথায়, খ্রীষ্টধর্মাবলম্বীদের রাজ্যের অধস্তন অবস্থা থেকে সে আবার তার জীবন সুরু করতে প্রস্তুত। সেই অবস্থাটি হল অপরিণত খ্রীষ্টানের।

Expl. : For this my......to be merry.

These lines are taken from *The Parable of the Prodigal Son* by St. Luke. When the prodigal son got his property from his father, he left for a foreign country, the land of sins. He killed his soul there by living on animal pleasures. Later he realised his folly, felt repentant, and decided to return to his father.

He made a clean breast (সে অপরাধ স্বীকার করল) of his sins to his father. This is how he earned his redemption. His

father was very glad. He knew that the erstwhile prodigal son **would never** commit sins again, because he had found it out **for himself** that a sinful life starves the soul. **He was so long dead,** so to say. But now through his resolution to lead a virtuous life he has come back alive again.

ব্যাখ্যা : এই পঙ্‌ক্তি কয়টি সন্ত লুক রচিত দ প্যারাবল অব দ প্রডিগ্যাল *সান থেকে গৃহীত।* পিতার কাছ থেকে প্রাপ্ত সম্পত্তি নিয়ে অমিতব্যয়ী পুত্র দূর দেশে চলে গেল—সে দেশ পাপ কর্মের দেশ। সেখানে গিয়ে পাপকার্যে লিপ্ত থেকে সে তার আত্মাকে হত্যা করল। তারপর তার ভুল বুঝতে পেরে সে অনুতপ্ত হল এবং পিতার কাছে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত করল।

সে পিতার নিকটে তার সব অপরাধ স্বীকার করল। এইভাবেই সে তার মুক্তি অর্জন করল। তার পিতা খুব খুসি হলেন। তিনি বুঝতে পারলেন যে তাঁর পূর্বতন অমিতব্যয়ী পুত্র আর কখনো পাপ করবে না, কারণ সে নিজেই দেখেছে যে পাপী জীবন আত্মাকে অভুক্ত রাখে। সে যেন এতদিন মরে পড়ে ছিল এবং সে এখন নবজীবন লাভ করেছে।

Grammar and Composition : *And he arose* · *arose* is the past tense of 'arise'. In modern English, 'one rises from one's chair or bed'. *Arise* means 'come into being', e. g. 'a quarrel, an argument, a difficulty, a doubt, a question, a storm, an awkward, situation arises'.

I have sinned against heaven and in thy sight and am no more worthy to be called thy son—note that the sentence contains only principal clauses. In modern English such sentences are rather uncommon.

Short Questions and Answers

Q. 1. What did the younger son decide to do ?

[ছোট ছেলেটি কী করবে স্থির করল ?]

Ans. The younger son made up his mind to return to his father and confess his guilt.

[ছোট ছেলে পিতার কাছে ফিরে গিয়ে সব দোষ স্বীকার করবে বলে স্থির করল।]

Q. 2. Why did the younger son want to be a hired servant ? [ছোট ছেলে কেন ভাড়াটে মজুর হতে চাইল ?]

Ans. He requested his father to make him only a hired

servant because he committed sins both against his father and heaven. He believed that he did not deserve to be called his father's son any more.

[সে তার বাবাকে অনুরোধ করল তিনি যেন তাকে তাঁর ভাড়াটে মজুর করে নেন, কারণ সে তার পিতা এবং স্বর্গরাজ্যের বিরুদ্ধে পাপকর্ম করেছে। তার বিশ্বাস যে, সে তার পিতার সন্তান হিসেবে বিবেচিত হবার যোগ্যতা হারিয়ে ফেলেছে।]

Q. 3. *How did the father receive the younger son ?*

[পিতা ছোট ছেলেকে কীরকম অভ্যর্থনা জানালেন ?]

Ans. When the younger son was far from his father's house, the father saw him. He went out of his way to receive his son back home.

[ছোট ছেলেটি যখন তার পিত্রালয় থেকে অনেকটা দূরে, তখনই তার বাবা তাকে দেখতে পেলেন। তিনি কষ্ট স্বীকার করে এগিয়ে গিয়ে ছেলেকে বাড়ি নিয়ে এলেন।]

Q. 4. *How did the father feel for his prodigal son ?*

[অমিতব্যয়ী পুত্রের প্রতি পিতার কীরকম অনুভূতি হল ?]

Ans. The father felt a great pity for his son. He ran up with joy towards him. He embraced and kissed him.

[পিতা তার প্রতি করুণা বোধ করলেন। তিনি উচ্ছ্বসিত হয়ে তার দিকে ছুটে গেলেন। তিনি তাকে আলিঙ্গন করলেন এবং চুম্বন করলেন।]

Q. 5. *What did the son say to his father ?*

[পুত্র পিতাকে কি বলল ?]

Ans. The son told his father that he had committed sin and was no more worthy to be called his son.

[পুত্র তার পিতাকে বলল যে, সে পাপকাজ করেছে এবং সেজন্য সে নিজেকে তাঁর পুত্র বলে দাবী করার যোগ্যতাও হারিয়েছে ?]

Q. 6. *How did the father celebrate his son's home-coming ?*

[পুত্রের গৃহে প্রত্যাবর্তন উপলক্ষে পিতা কী অনুষ্ঠান করলেন ?]

Ans. He made his son wear the best robe. He himself put a ring on his son's hand and shoes on his feet. He killed the fatted calf and arranged a grand feast.

[তিনি তার পুত্রকে সেরা আঙরাখাটি পরালেন। তিনি নিজেই পুত্রের

আঙুলে আঙটি পরিয়ে দিলেন আর পায়ে পরালেন জুতো। তিনি মাংসল একটি বাছুর জবাই করালেন এবং তাই দিয়ে ভোজের আয়োজন করলেন।]

Q. 7. *What reason did the father give for the grand feast?* [ভোজের জন্য পিতা কী কারণ প্রদর্শন করলেন?]

Ans. The father said that his younger son had been dead, but has now come alive again. The younger son had been lost to him and had now been found. This is the reason he gave for the grand feast.

[পিতা বললেন যে, তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র মারা গিয়েছিল, সে আবার বেঁচে উঠেছে। কনিষ্ঠ পুত্র হারিয়ে গিয়েছিল, তাকে আবার ফিরে পাওয়া গিয়েছে। ভোজ-উৎসবের জন্য তিনি এই যুক্তি প্রদর্শন করেছিলেন।]

Q. 8. *What is the significance of the following words and phrases?* [নিম্নলিখিত শব্দগুচ্ছগুলির তাৎপর্য কী?]

(a) the best robe (b) a ring (c) shoes (d) the fatted calf (e) dead (f) alive.

Ans. (a) *the best robe :* the best robe or gown represents the sacred cloth that one wraps oneself with at the time of worshipping God.

(b) *a ring*: the ring spoken of here symbolizes God's blessing on the redeemed sinner.

(c) *shoes*: the footwear is a mark of freedom of movement. The man who knows what is good for him and what is not can be granted freedom because he will not come to harm.

(d) *the fatted calf*: that is, spiritual food, which has to be prepared (fatted) by a long period of pious living.

(e) *Dead*: signifies spiritual death caused by impious living.

(f) *alive*: signifies spiritual revival (পুনরুজ্জীবন) made possible by repentance.

[(ক) সেরা আঙরাখা বলতে পবিত্র পট্টবস্ত্র বোঝাচ্ছে যা দিয়ে পূজারী নিজেকে আবৃত করে নেন।

(খ) উক্ত অঙ্গুরীয়ক উদ্ধারপ্রাপ্ত পাপীর প্রতি ভগবানের আশীর্বাদের চিহ্ন।

(গ) স্বাধীনভাবে চলাফেরার চিহ্ন হল পাদুকা। যে মানুষ জানে যে কোন্‌টা তার পক্ষে ভালো আর কোন্‌টা মন্দ, তাকে স্বাধীনতা দেওয়া যায়, কারণ সে নিজের ক্ষতি করে বসবে না।

(ঘ) এটা হল আত্মার খাদ্য। এ জিনিস দীর্ঘকাল ধর্মাচরণ করে প্রস্তুত করতে হয়।

(ঙ) আত্মার মৃত্যুর কথা বলা হয়েছে। অধার্মিক জীবন যাপনই এই মৃত্যুর কারণ।

(চ) আত্মার পুনরুজ্জীবনের কথা বলা হয়েছে। অনুশোচনার মধ্য দিয়ে আত্মার পুনরুজ্জীবন হয়।]

Paragraphs 15-20

Gist : The elder son was offended by the pompous welcome accorded to his brother. He complained to his father that his prodigal brother was being pampered (অত্যধিক প্রশ্রয় দেওয়া). He had always been obedient to his father. But he was neglected. This was unfair.

সারার্থ : তার ভাইকে যে জাঁকজমকপূর্ণ অভ্যর্থনা দেওয়া হচ্ছিল তাই দেখে বড় ছেলে ক্ষুব্ধ হল। সে তার বাবার কাছে অভিযোগ করে বলল যে তার অমিতব্যয়ী ভাইকে অত্যধিক প্রশ্রয় দেওয়া হচ্ছে। সে নিজে বরাবরই তার পিতার বাধ্য। কিন্তু সে অবহেলিত। এটা অন্যায়।

Notes, etc. : *Now*—এখন বা ইতিমধ্যে ; in the meantime. *His*—পিতার ; the father's. *Elder son*—জ্যেষ্ঠ পুত্র। **N. B.** এর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। সে প্রাচীন ইহুদী ধর্মাবলম্বী ফ্যারিসিদের মতো আচার-নৈষ্ঠিক। ফ্যারিসিরা লিখিত নীতি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে মেনে চলত এবং ধার্মিকতা সম্বন্ধে তাদের ভণ্ডামিও ছিল। তাদের মতো বড় ছেলে নিছক স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে যন্ত্রের মতো পিতার সব আদেশ মেনে চলত। এহেন ব্যক্তিদের কখনোই ধর্মোপলব্ধি হয় না। His characteristics are worth noting. He is as meticulous as the pharisees, an ancient Jewish sect. Pharisees are known for strict obedience to written laws and for pretensions (ভণ্ডামি) to sanctity (ধার্মিকতা). Like them the elder son, being inspired by selfish motives, would mechanically carry out his father's orders. Such men never get to know the spirit of religion.

Now his......in the field—এই সময় বড় ছেলে মাঠে ছিল ; at the moment when the prodigal son was being accorded welcome, his elder brother was working in the field. **N. B.** এখানে আভাস পাওয়া যাচ্ছে যে, বড় ছেলে বাবার হুকুম তামিল করতে যথারীতি যন্ত্রের মত-কাজ করে যাচ্ছে। Here the suggestion is that the elder son is mechanically carrying out his father's orders as usual. *As he came*—সে যখন এল ; when he came. *Nigh*—কাছে ; near. *Drew nigh to the house*—বাড়ির কাছাকাছি এল ; as he came near the house. *He heard music and dancing*—সে নাচ-গানের আওয়াজ শুনতে পেল। *He called one of the servants*—সে ভৃত্যদের একজনকে কাছে ডাকল। *Asked*—জানতে চাইল ; wanted to know. *These things*—এইসব গান-বাজনা ও স্ফূর্তি ; this merriment. *He called ......things meant*—সে একজন ভৃত্যকে কাছে ডেকে জিজ্ঞাসা করল কেন হঠাৎ এত আমোদ-আহ্লাদ করা হচ্ছে ; he wanted to know from a servant what this merriment was for. *He*—অর্থাৎ, ভৃত্যটি, the servant. *Him*—অর্থাৎ, বড় ছেলেকে ; to the elder son. *He said unto him*—ভৃত্যটি বড় ছেলেকে বলল ; the servant told the elder son. *Thy brother is come*—আপনার ছোট ভাই বাড়ি ফিরেছেন ; your younger brother has returned home. *Thy*—আপনার ; your. *Hath*—has. *Thy father......the fatted calf*—আপনার পিতা মাংসল বাছুরটিকে জবাই করিয়েছেন ; your father has caused the fatted calf to be killed. *Received*—ফিরে পেয়েছেন ; got back. *Safe and sound*—নিরাপদ ও সুস্থ শরীরে ; safely and in good health. **N. P.** এখানে আত্মার নিরাপত্তা এবং সুস্থতার কথা বলা হয়েছে। The safety and soundness of the soul is meant here. *Thy father......safe and sound*—অর্থাৎ, আপনার ছোট ভাইকে নিরাপদে ফিরে পেয়েছেন বলে আপনার বাবা মাংসল বাছুরটি জবাই করিয়েছেন ; that is to say, your father has caused the fatted calf to be killed to celebrate the safe return of your younger brother. *He*—অর্থাৎ বড় ছেলে ; that is, the elder son. *Angry*—ক্রুদ্ধ। *And he was angry*—অর্থাৎ তাই শুনে ছেলে রেগে গেল ; this news angered the elder brother. *And (he) would not go in*—এবং রাগ করে সে বাড়িতে ঢুকতে চাইল

না ; being thus offended, he refused to enter home. **N. B.** বড় ছেলেটা কতখানি হিংসুটে লক্ষ্য কর। Note how jealous the elder son is. *Therefore came......Father out*—অতএব বাধ্য হয়ে পিতাই বাড়ির বাইরে বেরিয়ে এলেন ; so father himself had to come out of doors to meet his son. *Intreated*—অনুরোধ করলেন ; entreated. *Intreated him*—অর্থাৎ বড় ছেলেকে বাড়ি যেতে অনুরোধ করলেন ; entreated the elder son to get home. *And, he......to him*—পিতার অনুরোধের উত্তরে বড় ছেলে বলল ; the elder son said to his father in reply. *Lo*—তাকিয়ে দেখ ; look. *Thee*—তোমাকে ; you. *These many years . ...serve thee*—এত বছর ধরে আমি তোমার সেবা করছি ; I have been serving you for such a long time. *Transgressed*—লঙ্ঘন করেছিল ; violated. *Neither transgressed I*—কখনো আমি লঙ্ঘনও করি নি ; I have never violated. *At any time*—কোনো সময়ে। *Thy*—তোমার ; your. *Commandment*—স্বর্গীয় আদেশ ; divine commands. *Yet*—তবুও। *Never gavest me*—আমাকে কখনও দাও নি ; you never gave me. *Kid*—ছাগলছানা ; a young goat. *That*—যাতে করে ; so that. *Make merry*—ফুর্তি করা *That I......my I......my friends*—যাতে করে আমি আমার বন্ধুদের সঙ্গে ফুর্তি করতে পারি ; so that I might enjoy myself in company of my friends. *Lo, these many years* etc. **N. B.** বড় ভাই কত পরশ্রীকাতর তা তার অভিযোগ থেকেই বোঝা যায়। ছোট ভাই ফিরে এসেছে বলে সে একটুও আনন্দিত নয়। তার চরিত্রে ভালবাসা নেই। খ্রীষ্টধর্মে যা কিছু করতে বারণ করা আছে, তা সে কখনো করে নি· যা করতে বলা আছে, তা সে অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছে। কিন্তু তাতে তার আত্মার সায় ছিল না। সে ধর্মাচরণ করেছে, আখেরে কিছু জুটবে বলে। তাই সে তার কৃত কর্মের জন্য এত বড়াই করেছে। It is clear from his complaint how jealous the elder brother is. He is not at all happy about his younger brother's return. He is a loveless character. He has never done what Christianity has forbidden, he has fully obeyed its commandments. But he had no urge from within to do whatever he did. He has performed religious rites in the hope of getting something in return. That is why he is boastful.

As soon as—যে মুহূর্তে ; the very moment. ***But as soon..... was come***—তোমার এই ছেলে এল ; but the very moment your younger son returns. ***Which***—যে ; who. ***Devoured***—গ্রাস করেছে বা সম্পূর্ণ ব্যয় করে ফেলেছে ; swallowed, or completely spent up. ***Thy living***—তোমার দেওয়া সম্পত্তি ; the money and property given to him by you. ***With***—in company. ***Harlots***—বীরাঙ্গনা ; prostitutes, ***Thou hast killed......fatted calf***—তুমি এহেন ছেলেকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য মাংসল বাছুরটিকে জবাই করেছ ; you have arranged for a grand feast to welcome such a wayward son. **N. B.** বড় ছেলের অভিযোগ হ'ল যে সে সব সময়ে সৎভাবে জীবন যাপন করেছে, বাবা সব কথা শুনেছে তবু বাবা তাকে বিশেষ কিছুই দেন নি। অপর দিকে ছোট ছেলে অসৎ সঙ্গে পড়ে তার সব অর্থই নষ্ট করে ফেলেছে ; আর সেই ছেলেকে বাবা এত কিছু দিচ্ছেন। এটা অবিচার। The elder son's complaint is that he has always led an honest life and has been obedient to his father. Yet his father has given him nothing worth much. On the other hand, the younger son has squandered all his money and property in bad company. But his father is so lavish on him. This is unfair.

অনুবাদ : এই সময়ে বড় ছেলে মাঠে ছিল; এবং বাড়ির কাছাকাছি আসতে আসতে সে নাচ-গানের শব্দ শুনতে পেল। এবং একজন ভৃত্যকে ডেকে সে জিজ্ঞাসা করল এসবের অর্থ কী।

এবং ভৃত্যটি তাকে বলল, আপনার ভাই এসেছেন ; এবং আপনার বাবা মাংসল বাছুরটি জবাই করিয়েছেন, কারণ তিনি তাঁকে (ছোট ভাইকে) সুস্থ শরীরে ফিরে পেয়েছেন।

এবং সে (বড় ভাই) তাই শুনে রেগে গেল, এবং সে বাড়ির ভিতরে যেতে চাইল না। সুতরাং পিতাই বাইরে এলেন এবং তাকে (ফিরে যাবার জন্য) অনুরোধ করলেন।

পিতার কথার উত্তরে সে বলল, দেখ, এই এতগুলো বছর ধরে আমি তোমার সেবা করছি; কোনো সময়েই আমি তোমার আদেশ অমান্য করিনি, আর তুমি আমাকে বন্ধুদের সঙ্গে একটু হৈ-চৈ করার জন্য একটা ছাগলছানা পর্যন্ত দাওনি।

কিন্তু তোমার এই যে ছেলে বারবনিতাদের সঙ্গ ভোগ করে তোমার সম্পত্তি নাশ করেছে, সে আসামাত্রই তুমি তার জন্য মাংসল বাছুরটি জবাই করালে।

Expl. : *And he answering......fatted calf.*

This passage is taken from *The Parable of the Prodigal Son* by St. Luke. The elder son refused to go home in protest against the grand reception given to his prodigal brother by his father. The kindly father himself therefore came out to persuade the elder son to come back home.

But he was not to be easily convinced. He complained that he had been neglected by his father. He said that he had always faithfully served his father. He had never disobeyed him. He had always done what his father bade (আদেশ করে-ছিলেন) him do. But he had got no reward for his obedience.

On the other hand, his younger brother had led a fast life and squandered all the money and property that his father gave him. What was worse, he had led an immoral life in the company of women of bad character. Even then his father had given him a hero's welcome. He had arranged a grand feast and killed the fatted calf in honour of the returned prodigal. But in spite of his sincerity and devotion to his father, he had got not even a kid to feast with his friends. According to the elder brother, this was punishing virtue and rewarding sin.

ব্যাখ্যা : এই অনুচ্ছেদটি সন্ত লুক রচিত দ্য প্যারাবল অব দ্য প্রডিগ্যাল সান থেকে গৃহীত। তার অমিতব্যয়ী ভ্রাতাকে তার পিতা যে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন, তার প্রতিবাদে জ্যেষ্ঠপুত্র গৃহে প্রত্যাবর্তন করতে অস্বীকার করেছিল। অতএব সহৃদয় পিতা স্বয়ং তাকে গৃহে প্রত্যাবর্তন করতে রাজী করাবার জন্য বাইরে বেরিয়ে এসেছিলেন।

কিন্তু তাকে সহজে বোঝানো সম্ভব নয়। তার অভিযোগ হল, পিতা তাকে অবহেলা করেছেন। সে বলল যে, সে সর্বদা নিষ্ঠার সঙ্গে বাবার সেবা করে এসেছে। কখনো সে তাঁর অবাধ্য হয় নি। বাবা তাকে যখন যা যা আদেশ করেছেন সে সব সময়ে তাই করেছে। কিন্তু সে তার বাধ্যতার কোন পুরস্কার পায় নি।

অপর পক্ষে তার ছোট ভাই পান-ভোজন-বিলাসে জীবন কাটিয়েছে, বাবার দেওয়া অর্থ-সম্পত্তি উড়িয়ে দিয়েছে। তদধিক খারাপ যা তা হল, সে চরিত্র-ভ্রষ্টা নারীসঙ্গ করেছে। তবু বাবা তাকে বীরোচিত অভ্যর্থনা জানিয়েছেন। প্রত্যাবর্তনকারী অমিতব্যয়ী পুত্রের সম্মানে তিনি মাংসল একটি বাছুর হত্যা

করিয়েছেন এবং বিপুল ভোজের আয়োজন করেছেন। কিন্তু পিতার প্রতি ভক্তি-নিষ্ঠা থাকা সত্ত্বেও, বন্ধুদের সঙ্গে ভোজ করতে একটি ছাগল পর্যন্ত সে তার বাবার কাছ থেকে পায়নি। বড় ছেলের মতে এরূপ আচরণ করে সত্তাকে শাস্তি আর পাপকর্মকে পুরস্কৃত করা হয়েছে।

Grammar and Composition : *And he answering said :* note the adverbial used of *answering.*

drew nigh to the house : *nigh* (=near), adverb of place.

Thy brother is come : *is* stands for *has.* In modern conversational English *is* often replaces '*has*' ; e. g. 'your brother is come.'

he hath received him safe and sound : 'safe and sound' is predicative adjective.

therefore came his father out : in modern English the construction would be 'therefore his father came out' or, more dramatically, 'therefore out came his father'.

which hath devoured : in modern English *who* would replace *which* in this position.

Short Questions and Answers

Q. 1. *Where was the elder brother when the prodigal son came home ?*

[অপব্যয়ী পুত্র বাড়িতে ফেরার সময় তার বড় ভাই কোথায় ছিল ?]

Ans. The elder brother was in the field when the prodigal son returned home.

[অপব্যয়ী পুত্র ফিরে আসবার সময় তার বড় ভাই মাঠে ছিল।]

Q. 2. *What did the elder son hear when he returned from the field ?* [মাঠ থেকে ফেরার সময় বড় ছেলে কী শুনতে পেল ?]

Ans. When the elder son was returning from the field and getting close to his house, he heard sounds of music and dancing.

[মাঠ থেকে ফেরার সময় জ্যেষ্ঠ পুত্র যতই তার বাড়ির কাছাকাছি আসছিল ততই তার কানে সঙ্গীত ও নৃত্যের ধ্বনি আসতে লাগল।]

Q. 3. *What did he do then ?* [সে তখন কি করল ?]

Ans. He then wanted to know from a servant what was the cause for the festival.

[সে তখন একজন ভৃত্যের কাছ থেকে জানতে চাইল কী কারণে এই উৎসব উদ্‌যাপিত হচ্ছে।]

Q. 4. *What did the servant tell him?* [ভৃত্যটি তাকে কি বলল ?]

Ans. The servant told him that his younger brother had returned home. His father was so glad that he had killed a fatted calf to greet him back home. His father's joy knew no bounds to see him return home safe and sound.

[ভৃত্যটি তাকে বলল যে তার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ঘরে ফিরেছে। তার বাবা এত খুশি যে তাকে অভ্যর্থনা করার উদ্দেশ্যে তিনি মোটা-সোটা বাছুরটিকে জবাই করিয়েছেন। তার বাবার আনন্দের সীমা-পরিসীমা ছিল না এই কারণে যে সে নিরাপদে এবং সুস্থ শরীরে ফিরেছে।]

Q. 5. *Why was the elder son angry?* [জ্যেষ্ঠ পুত্র ক্রুদ্ধ হল কেন ?]

Ans. He was angry because his father had received his prodigal brother with great joy and had arranged a grand feast to celebrate his home-coming.

[তার ক্রোধের কারণ ছিল এই যে, তার অপব্যয়ী ভাইকে তার পিতা মহা আনন্দে অভ্যর্থনা করেছেন এবং তার বাড়ি ফিরে আসা উপলক্ষে এক ভূরিভোজের আয়োজন করেছেন।]

Q. 6. *How did the elder son behave then?*

[জ্যেষ্ঠ পুত্র তখন কেমন আচরণ করল ?]

Ans. He refused to go in. [সে ভেতরে যেতে অস্বীকার করল।]

Q. 7. *What did the father do then?* [পিতা তখন কি করলেন ?]

Ans. His father then had to come out. He requested his elder son to get in.

[তার বাবা তখন বেরিয়ে এলেন। তিনি তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্রকে ভেতরে আসতে বললেন।]

Q. 8. *What did the elder son say to his father?*

[জ্যেষ্ঠ পুত্র তার পিতাকে কী বলল ?]

Ans. He said that for the last several years he had been faithfully serving his father. He never disobeyed his father.

Even then he got no reward for what he did. **His father gave** him no kid even.

[সে বলল যে বিগত কয়েক বছর ধরে সে একান্ত ভাবে পিতৃসেবা করে এসেছে। সে কখনো পিতার অবাধ্য হয় নি। তবু সে যা করেছে তার জন্য কোনো পুরস্কার পায় নি। তার বাবা তাকে কোন ছাগলছানাও দেন নি।]

Q. 9. *What was the other part of his complaint?*

[তার অভিযোগের অপর অংশটি কি ?]

Ans. But as soon as his younger son returned, his father became glad. But this very son had squandered all the money his father gave him by living with women of bad character. His father should not have welcomed him back home.

[কিন্তু যেই মাত্র তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র ফিরল তারা বাবা আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন। কিন্তু এই পুত্রই তাকে তার পিতা যে অর্থ দিয়েছিলেন তা সে অসচ্চরিত্র স্ত্রীলোকদের সঙ্গে বাস করে উড়িয়ে দিয়েছে। তার বাবার তাকে অভ্যর্থনা করে ঘরে ফিরিয়ে নেওয়া উচিত হয় নি।]

Paragraphs 21-22

Gist: The father told his elder son that since he had always lived with him, he (the elder son) alone had enjoyed all his (father's) money and property. It is only proper that the father is glad now that his long lost son had returned.

সারার্থ: পিতা বড় ছেলেকে বললেন যে, সে নিজে তো বরাবর তাঁর সঙ্গেই থেকেছে, কাজেই সে তাঁর-সব অর্থবিত্ত ভোগ করেছে। এতদিন পরে তিনি তাঁর হারানো ছেলেকে ফিরে পেয়ে সঙ্গত কারণেই খুসি।

Notes, etc.: *Thou art*—you are. *Ever*—সর্বদা ; always. *All that I have*—আমার যা কিছু আছে ; whatever I possess ; all my money and property. *Thine*—তোমার ; yours. *Thou art......is thine*—N. B. পিতার বক্তব্য হল, বড় ছেলে সব সময়ে তাঁর কাছে থেকেছে, তাঁর যত্নে সে লালিত-পালিত হয়েছে। বড় ছেলের অভিযোগ থেকে মনে হয়, সে যেন তাঁর বাবার কাছে থেকে তাঁকেই অনুগৃহীত করেছে। আসলে, তা মোটেই ঠিক নয়। পিতার কাছে থেকে সুবিধে হয়েছে তারই, সে তাঁর রক্ষণাবেক্ষণ পেয়েছে। ধর্মের পথ অনুসরণ করলে লাভ ধর্মাচরণকারীর, ধর্মের নিজের নয়। ধর্ম আপনাতে আপনি সজীব। লোকে ধর্মাচরণ করে কারণ ধর্মাচরণ নিজেই নিজের পুরস্কার। What the father drives at is,

the elder son had always lived with him and had been brought up by him. It appears from the elder son's complaint that as if he had favoured his father by staying with him. This is not true at all. In fact, it is he who has profited by his stay with his father ; he has been well looked after. Religion sustains itself and needs no assistance for its maintenance. One practises religion in one's own interest and because of the fact that religiosity is its own reward. ***Meet***—উপযুক্ত ; proper ; fitting. *It was meet*—এইটাই যথার্থ বা উপযুক্ত ; it was proper or fitting. *It was meet......be glad*—আমাদের আনন্দ করা এবং আহ্লাদিত হওয়াটাই স্বাভাবিক ; it was only natural that we were happy and that we decided to celebrate the occasion. *For this*—এই কারণে যে ; for the reason that. *Thy brother was dead*—তোমার ভাই মারা পড়েছিল ; your brother was lifeless. *Is alive again*—আবার প্রাণ ফিরে পেয়েছে ; has come back alive again. *Was lost and is found*—সে হারিয়ে গিয়েছিল এবং তাকে আবার খুঁজে পাওয়া গিয়েছে ; he was lost to me, but has now been found. **N. B.** পিতা বলছেন যে, কনিষ্ঠ পুত্র বহুকাল বাড়ি ছিল না, কিন্তু আজ সে বাড়ি ফিরেছে। কোনো কালে যে সে ফিরবে এমন আশা আর তাঁর ছিলই না। তাকে তিনি মৃত বলে ধরে নিয়েছিলেন। কিন্তু আজও যে সে প্রাণে বেঁচে আছে, এবং তাঁর ছেলে যে তাঁর কাছেই ফিরে এসেছে, তা দেখে তিনি তো খুসি হবেনই, আনন্দোচ্ছ্বাসও করবেন। ছোট ছেলে ফিরে আসায় তাঁর আনন্দ থেকে বড় ছেলের প্রতি তাঁর দরদহীনতা প্রতিপন্ন হয় না। The father means to say that the younger son, who has been away from home, has returned at last. He had no hopes for him, and had given him up for lost for ever. He took him for dead. It is only natural that he is glad and is making merry, now that he finds him still alive and that he has come back home to him. His joy at his younger son's home-coming does not in any way prove his want of love for his elder son.

অনুবাদ : এবং তিনি (পিতা) তাকে বললেন, বাছা, তুমি তো সর্বদাই আমার সঙ্গে আছ, আর আমার যা কিছু আছে তা সব তোমারই।

এ তো স্বাভাবিক যে আমরা ফূর্তি করছি, খুসি হয়েছি, কারণ তোমার এই ভাই ছিল মৃত, এবং সে আবার প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে ; সে হারিয়ে গিয়েছিল, তাকে আবার পাওয়া গেছে।

Expl. : *It was meet......is found.*

This is the last paragraph of *The Parable of the Prodigal Son* by St. Luke. The elder son complained to his father that he was pampering his prodigal son at his expense (তার বিরুদ্ধাচরণ করে). The younger son was a spendthrift, who had led an immoral life. He deserved punishment, but the father was rewarding him by killing the fatted calf and making merry on the occasion of his home-coming. On the other hand, he himself was virtuous but was being neglected.

In reply the father gently said that his younger son had been lost to him. He never expected him to come back. He was as good as dead. But fortunately he had come back alive. He had realised that the animal pleasures that he had so far lived on were no food for his soul. He was penitent (প্রায়শ্চিত্তরত). He had indeed redeemed himself. What on earth could gladden the heart of a father more than this ? So it was only natural that he celebrated his home-coming with pomp and splendour.

Notes and Comments : These lines show how glad God is when a sinner succeeds in redeeming himself.

ব্যাখ্যা : সন্ত লূক রচিত দ্য প্যারাবল্ অব্ দ্য প্রডিগ্যাল সান্-এর শেষ অনুচ্ছেদ এইটি। বড় ছেলের অভিযোগ ছিল যে তার বাবা তার বিরুদ্ধাচরণ করে ছোট ছেলেকে আস্কারা দিচ্ছেন। ছোট ছেলে ছিল অমিতব্যয়ী, দুশ্চরিত্র। তার প্রাপ্য হল শাস্তি, কিন্তু তার প্রত্যাগমন উপলক্ষে মাংসল বাছুর বলি দিয়ে এবং উৎসব করে পিতা তাকে পুরস্কৃত করছেন। অন্য দিকে বড় ছেলে ধার্মিক জীবন যাপন করে প্রতিদানে পেয়েছে অবহেলা।

উত্তরে পিতা ধীর ভাবে বললেন যে কনিষ্ঠ পুত্র তাঁর কাছ থেকে হারিয়ে গিয়েছিল। সে যে ফিরে আসবে এমন আশা কখনো তিনি করেন নি। সে তাঁর কাছে ছিল মৃত। কিন্তু সৌভাগ্যবশত সে জীবিতই ফিরেছে। সে উপলব্ধি করেছে যে, যে জান্তব সুখভোগে সে এতদিন মত্ত ছিল তাতে আত্মার ক্ষুধা মেটে না। সে এখন প্রায়শ্চিত্তরত। বাস্তবিকই সে নিজেকে উদ্ধার করেছে। এ ছাড়া আর কী পিতৃহৃদয়ে এমন আনন্দ সঞ্চার করতে পারে ? কাজেই এ তো খুব স্বাভাবিক যে তিনি পুত্রের প্রত্যাবর্তন উপলক্ষে এমন জাঁকজমক করবেন।

টীকা-টিপ্পনী : কোনো পাপী নিজেকে উদ্ধার করতে পারলে ভগবান যে কত সুখী হন তার পরিচয় এখানে মেলে।

Grammar and Composition : *And was lost and is found* —the parable has too many *and's* A modern version of the parable would not contain even half as many *and's.* Note the parable writer's tendency to avoid subordinate clauses. This is never done in modern English. However, we should not generally use more than two to three clauses in one sentence.

Short Questions and Answers

Q. 1. *What did the father say to his elder son ?*
[বড় ছেলেকে পিতা কী বললেন ?]

Ans. The father said to his elder son that since he had always lived with him, he had naturally enjoyed all his money and property. On the other hand, his younger brother was lost and supposed to be dead. But now he has been found, and found alive. So it is proper that they should celebrate his home-coming.

[পিতা তার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে বললেন যে, যেহেতু সে সব সময়ে তাঁর সঙ্গেই থেকেছে, তাই স্বাভাবিকভাবে সেই তাঁর সমস্ত অর্থবিত্ত ভোগ করেছে। অপর-পক্ষে, তার ছোট ভাই হারিয়ে গিয়েছিল এবং তাকে মৃত বলে মনে হয়েছিল। কিন্তু এখন তাকে জীবিতই ফিরে পাওয়া গেছে। তাই তার প্রত্যাগমন উপলক্ষে আনন্দোৎসব করাই তাঁদের উচিত কাজ।

Q. 2. *Why does the father say that his younger son 'was dead and is alive again' ?* [পিতা কেন বলছেন যে তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র মৃত ছিল, কিন্তু এখন সে পুনরায় জীবন ফিরে পেয়েছে ?]

Ans. The younger son led an impious life and so he was taken to be spiritually dead. But through repentance he has regained his conscience ; he now repents over his sin. And thus he has got back his spiritual life. So the father says that he was dead and is alive again.

[কনিষ্ঠ পুত্র পাপের পথে পা বাড়িয়েছিল বলে ধরে নেওয়া হয়েছে তার নৈতিক মৃত্যু ঘটেছিল। কিন্তু সেজন্য সে এখন অনুতপ্ত। অনুতাপের জন্য সে পুনরায় তার নৈতিক জীবন ফিরে পেয়েছে, বিবেক ফিরে পেয়েছে। এইজন্যই তার পিতা বলছেন যে সে মৃত ছিল, এখন সে প্রাণ ফিরে পেয়েছে।

QUESTIONS AND ANSWERS

Q. 1. Justify the title of ***The Parable of the Prodigal son.***

[The Parable of the Prodigal Son শিরোনামটির যৌক্তিকতা বিচার কর।]

Ans. A 'parable' is a story designed to teach a moral lesson. The story here is that of a Prodigal son, 'Prodigality' means wasteful spending of something.

In the story under reference a young man squanders all his money and property. He is prodigal indeed.

The prodigal son actually stands for the sinner. He chooses to leave his father, who is really God Himself, and make for a far country. This is in reality the land of sins where Satan rules. The story shows what becomes of a sinner.

The story also tells us that a time must come when the sinner becomes dissatisfied with animal pleasures. If then he earns his redemption through repentance, God goes out of His way to receive him. So the story is rightly called *The Parable of the Prodigal Son.*

[নীতি-শিক্ষা দেওয়াই Parable-এর উদ্দেশ্য। এখানে অমিতব্যয়ী এক পুত্রের কথা বলা হয়েছে। Prodigality মানে হল, কোন কিছু তছনছ করে খরচ করে ফেলা।

আলোচ্য কাহিনীটিতে একটি তরুণ তার সমস্ত অর্থ ও সম্পত্তি নষ্ট করে ফেলেছে। সে বাস্তবিকই অমিতব্যয়ী।

অমিতব্যয়ী পুত্র আসলে পাপীর নামান্তর। সে তার পিতা অর্থাৎ ভগবানকে ত্যাগ করে দূর দেশে গিয়ে বাস করছে। বাস্তবে এটা হল শয়তানের অধীনস্থ পাপের রাজত্ব। পাপীর কী দশা হয় তা এই কাহিনী থেকে জানা যায়।

কাহিনীতে এই কথাও আছে যে, এমন সময় আসবেই যখন পাপী জান্তব সুখভোগে অতৃপ্ত হয়ে পড়ে। তখন যদি সে অনুশোচনার মধ্য দিয়ে নিজেকে উদ্ধার করতে পারে, তা হলে ভগবান স্বয়ং এগিয়ে তাকে অভ্যর্থনা জানান। অতএব সঙ্গতভাবেই এই কাহিনীর নাম হয়েছে The Parable of the Prodigal Son.]

Q. 2. Give the Summary of the Parable of the Prodigal Son.

[দ্য প্যারাবল অব দ্য প্রডিগ্যাল সানের সার-সংক্ষেপ লেখ।]

Ans. See **Summary.**

Q. 3. Discuss the moral of the Parable.

[নীতিকাহিনীটির নীতিকথা আলোচনা কর।]

Ans. St. Luke wrote *The Parable of the Prodigal Son* to point a moral. In the Parable the father stands for God, the elder son for an imperfect Christian and the younger son for a sinner. The Parable shows that a time must come when the sinner feels dissatisfied with animal pleasures. He can then redeem himself through repentance. And if he does redeem himself, God will go out of His way to receive him into His Kingdem. God never forsakes the sinner, it is in fact the sinner who forsakes God and suffers as a result.

It is not enough that one does not commit sins. A true Christian accepts virtue as its own reward. He worships God for the pleasure of worshipping Him and not for any material gain.

[নীতিশিক্ষা :দেওয়ার জন্য সন্ত লুক দ্য প্যারাবল অব দ্য প্রডিগ্যাল সান লিখেছিলেন। প্যারাবলটিতে পিতা হলেন, ভগবান, জ্যেষ্ঠ পুত্র অসম্পূর্ণ খ্রীষ্টান এবং কনিষ্ঠ পুত্র পাপীর প্রতিভূ। নীতিকাহিনীটিতে এইটেই দেখা যায় যে এমন এক সময় আসে যখন পাপী জান্তব সুখভোগে অতৃপ্ত হয়ে উঠে। তখন অনুশোচনার মধ্য দিয়ে সে নিজেকে উদ্ধার করতে পারে। সে যদি সত্যসত্যই নিজেকে উদ্ধার করে তাহলে ভগবান স্বয়ং এগিয়ে তাকে তাঁর রাজত্বে অভ্যর্থনা করে আনেন। ভগবান কখনো পাপীকে ত্যাগ করেন না, বরং পাপীই ভগবানকে ত্যাগ করে কষ্ট পায়।

পাপকাজ না করাটাই যথেষ্ট নয়। সাচ্চা খ্রীষ্টান ধর্মকেই ধর্মের পুরস্কার বলে গ্রহণ করে। পূজো করে আনন্দ পায় বলেই সে ভগবানকে পূজো করে, অন্য কোন পার্থিব ফললাভের উদ্দেশ্য নিয়ে নয়।]

Q. 4. Sketch the character of (a) the father (b) the younger son (c) the elder son. [নিম্নলিখিত চরিত্রগুলি আলোচনা কর—(ক) পিতা (খ) কনিষ্ঠ পুত্র (গ) জ্যেষ্ঠ পুত্র।]

Ans. (a) **The Father :** The father in the Parable stands for God. He is kind and just. He is ever prepared to

fulfil the desire of his children. As desired by his younger son, he distributed his money and property between his sons. When his younger son left for a *far* country, the land of sins, he was sorry. He could not do anything to bring him back, because he deserted him on his own. But when the younger son became tired of animal pleasures and came back, the father was glad. The father was far from being vindictive (প্রতিহিংসাপরায়ণ). He could have disowned the son. But he did not. In fact, he went out of his way to receive his delinquent (কর্তব্য অবহেলাকারী) son, embraced and kissed him. He celebrated the occasion with a grand feast.

When the elder son accused him of partiality, he did not get angry. He came out of doors to get him back home. He calmly explained why it is natural for him, as father, to celebrate the home-coming of his long-lost son.

(b) **The Younger Son :** The younger son stands for the redeemed sinner.

Early in his life he was very selfish and arrogant. He wanted his father to give him his share of the money and property and had the will and testament made in his own way. He was so full of himself (সে নিজেকে এত গুরুত্বপূর্ণ ভাবত বা আপনাতে আপনি এত মগ্ন ছিল) that he did not feel any prick of conscience (বিবেক দংশন) at leaving his father. He then hungered for animal pleasures and left for the land of sins ruled by the Satan. He had obviously considered a virtuous life to be dull and drab.

But a life of sensations turned out to be disquieting (অশান্তিকর) for the soul. He spent up all his money and property thereby leading a fast life. He became a destitute (চরম অভাবগ্রস্ত). He became the servant of a citizen of that country, who was in fact the Satan. The citizen gave him mean work to do, but nothing to eat. The younger son then came back to his senses. He realised how foolish it was of him to leave his father. He felt repentant and decided to get back home.

On return home, he confessed the enormity (দারুণ অপরাধ) of his crime to his father. He admitted that he had sinned against his father and violated (লঙ্ঘন করেছে) the divine laws

of heaven. He could not expect mercy. In fact he did not deserve to be called his father's son any more. He was prepared to take any punishment for his sins. But let his father only take him back as one of his hired servants. That is to say, he was ready to start his life's journey from scratch again (গোড়া থেকে).

The father realised that his son had redeemed himself through repentance. So he forgave (ক্ষমা করলেন) him.

* * *

(c) **The Elder Son :** We do not see much of the elder son in the Parable. We meet him towards the end of the story. However, St. Luke has drawn a sharp outline of his character through a few words. He stands for the imperfect Christian.

When his younger brother came back home, the elder son was in the field. The suggestion is that he was working there as part of a routine which he did not like.

On his way back home, he was taken by surprise (সে বিস্মিত হল) by the festive look of their house ; he could hear people dancing to gay music. When told what this was all about, he became so angry that he refused to go home. So his father himself came out of doors to persuade (রাজী করাতে) him to return home.

The elder son then bitterly complained (তিক্ততার সঙ্গে অভিযোগ করল) that his father was pampering (অতিরিক্ত প্রশ্রয় দিচ্ছেন) his younger brother on the one hand, and neglecting him on the other. He said that his younger brother was wreck of dissipation (অসৎ আমোদ-প্রমোদে নিজেকে বিনষ্ট করেছে এমন ব্যক্তি)। He deserved no sympathy, far less a hero's welcome. On the other hand, he himself had led a virtuous life and served his father faithfully. But he got no reward from his father. This was unfair.

The elder son was not a true Christian, though he had always performed all the religious rites. He performed them perfunctorily (দায়সারাভাবে) and mechanically. He had missed the spirit of religiosity. He did not consider religion as an end in itself but as a means to some future material benefit. Had he been a true Christain, he would have been glad now that a sinner, his own brother, has been redeemed.

[(ক) পিতা : নীতিকাহিনীতে কথিত পিতা ঈশ্বরের প্রতিভূ। তিনি সহৃদয় এবং সুবিচারক। তিনি তাঁর সন্তানদের মনোবাঞ্ছা পূরণে প্রস্তুত। কনিষ্ঠ পুত্রের ইচ্ছানুসারে তিনি তাঁর অর্থ ও সম্পত্তি পুত্রদের মধ্যে বন্টন করে দিয়েছিলেন। কনিষ্ঠ পুত্র যখন দূর দেশের পথে যাত্রা করল, যে দেশে ছিল পাপের রাজ্য, তখন তিনি ব্যথিত হলেন। সে নিজেই তাঁকে ত্যাগ করে চলে গেল বলে তিনি তাকে ফেরাতে পারলেন না। কিন্তু কনিষ্ঠ পুত্র যখন জাগতিক সুখভোগে অতৃপ্ত হয়ে ফিরে এল, পিতা তখন খুসি হলেন। পিতা মোটেই প্রতিহিংসাপরায়ণ নন। তিনি পুত্রকে ত্যাগ করতে পারতেন। কিন্তু তা তিনি করলেন না। বস্তুত তিনি এগিয়ে গিয়ে কর্তব্যচ্যুত পুত্রকে অভ্যর্থনা জানালেন, তাকে আলিঙ্গন করলেন ও চুম্বন করলেন। মহোৎসব করে তিনি দিনটি উদ্‌যাপন করলেন।

জ্যেষ্ঠ পুত্র যখন তাঁর বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ করল, তখনও তিনি ক্রুদ্ধ হলেন না। তিনি বাড়ির বাইরে বেরিয়ে এসে তাকে ঘরে ফিরিয়ে নিতে এলেন। বহুকালের হারানো পুত্রের গৃহ-প্রত্যাবর্তন উপলক্ষে উৎসব করা যে পিতার পক্ষে স্বাভাবিক, সেই কথা তিনি শান্তভাবে বুঝিয়ে বললেন।

* * *

(খ) কনিষ্ঠ পুত্র : কনিষ্ঠ পুত্র উদ্ধার-প্রাপ্ত পাপাচারীর প্রতিভূ।

তার প্রথম জীবনে সে ছিল অতিশয় স্বার্থপর এবং উদ্ধত। তার অংশের অর্থ ও সম্পত্তি তাকে দিয়ে দেওয়ার কথা সে তার পিতাকে বলেছিল এবং নিজের ইচ্ছানুসারে সে পিতাকে দিয়ে উইল করিয়ে নিয়েছিল। সে নিজেকে নিয়ে এত ব্যস্ত ছিল যে পিতাকে ছেড়ে যাওয়ার সময় তার এতটুকু বিবেক-দংশন বোধ হয় নি। জাগতিক সুখভোগের জন্য সে তখন লালায়িত; সে শয়তান-শাসিত পাপ রাজ্যের উদ্দেশ্যে যাত্রা করল। স্পষ্টতঃই সে ধর্ম-নিষ্ঠ জীবনকে নীরস বলে বিবেচনা করেছিল।

কিন্তু ইন্দ্রিয়গত উত্তেজনাপূর্ণ জীবন অন্তরাত্মার প্রতি অশান্তিকর বিবেচিত হল। পান-ভোজনে মত্ত জীবন-যাপন করে সে তার সমস্ত অর্থ ও সম্পত্তি ব্যয় করে ফেলল। সে চরম অভাবগ্রস্ত হয়ে পড়ল। সেই দেশের এক নাগরিকের ভৃত্য হতে হল তাকে। নাগরিকটি আদতে শয়তান। নাগরিকটি তাকে নোংরা কাজ করতে দিত, কিন্তু খেতে দিত না কিছু। তারপর কনিষ্ঠ পুত্রের সম্বিৎ ফিরল। পিতাকে ছেড়ে এসে কি ভুল করছে তা সে বুঝতে পারল। অনুতাপে দগ্ধ হয়ে সে গৃহে প্রত্যাবর্তন করার সিদ্ধান্ত করল।

গৃহে ফিরে সে পিতার কাছে তার দারুণ অপরাধের কথা স্বীকার করল। সে স্বীকার করল যে সে পিতার বিরুদ্ধে পাপ কাজ করেছে এবং ঈশ্বর নির্ধারিত নীতি সে অমান্য করেছে। ক্ষমা পাওয়ার আশা সে রাখে না। বাস্তবিকই নিজের পিতৃ-পরিচয় দেওয়ার যোগ্যতা তার নেই। তার পাপের জন্য যে কোনো শাস্তি গ্রহণ করতে সে প্রস্তুত। পিতা তাকে কেবল তাঁর একজন ভাড়াটে মজুর করে নিন। অর্থাৎ আবার গোড়া থেকে সে তার জীবনযাত্রা শুরু করতে চায়।

পিতা বুঝতে পেরেছিলেন যে তাঁর পুত্র অনুশোচনার মধ্য দিয়ে নিজেকে উদ্ধার করেছে। তাই তিনি তাকে ক্ষমা করলেন।

(গ) **জ্যেষ্ঠ পুত্র ঃ** নীতিকাহিনীতে জ্যেষ্ঠ পুত্রকে আমরা বড় একটা দেখতে পাই না। গল্পের শেষ দিকে আমরা তার সাক্ষাৎ পাই। তবে সামান্য কয়েকটি কথায় সন্ত লুক সুস্পষ্টভাবে তার চরিত্রের রূপরেখা অঙ্কন করেছেন। সে অসম্পূর্ণ খ্রীষ্টানের প্রতিভূ।

কনিষ্ঠ পুত্রের গৃহে প্রত্যাবর্তনের সময় সে ছিল মাঠে। যে কাজ তার অপছন্দ তেমন কিছু যে সে রুটিন মাফিকভাবে করে গেছে তারই আভাস এখানে পাওয়া যায়।

ঘরে ফেরার পথে তাদের বাড়ির উৎসবমুখর রূপ দেখে সে বিস্মিত হল। আনন্দোচ্ছল সঙ্গীতসহ নৃত্যের ধ্বনি সে শুনতে পেল। এত সব ব্যাপার কী নিয়ে তা যখন সে জানতে পেল তখন সে এতই রুষ্ট হল সে সে বাড়ি ফিরতেই আপত্তি করল। তাই তাকে বাড়ি ফিরতে রাজী করাতে পিতা স্বয়ং বাইরে বেরিয়ে এলেন।

জ্যেষ্ঠ পুত্র তখন তিক্ততার সঙ্গে অভিযোগ করল যে তার পিতা তার কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে একদিকে অত্যন্ত প্রশ্রয় দিচ্ছেন এবং অপর দিকে তাকে অবহেলা করছেন। সে বলল যে, তার কনিষ্ঠ ভ্রাতা আমোদ-প্রমোদে নিজেকে বিনষ্ট করেছে। কোনো সহানুভূতি সে পেতে পারে না, বীরোচিত অভ্যর্থনা তো নয়ই। অপর দিকে সে নিজে ধর্মসম্মত জীবন যাপন করেছে এবং পিতৃসেবাও করেছে নিষ্ঠাভরে। তবে সে পিতার কাছ থেকে কোনো পুরস্কার পেল না। এ অবিচার।

জ্যেষ্ঠ পুত্র খাচ্চা খ্রীষ্টান নয়, যদিও সে সর্ববিধ ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন করেছে। যন্ত্রের মতো দায়সারাভাবে সে সব কিছু করত। ধর্মাচরণের মূল ভাবটিই সে অনুধাবন করতে পারে নি। ধর্মাচরণের উদ্দেশ্যে সে ধর্মকে গ্রহণ করে নি, ধর্মপালন করেছে সে ভবিষ্যতে কোনো পার্থিব ফললাভের জন্য।

সে যদি প্রকৃত খ্রীষ্টান হতো তাহলে সে তার পাপাচারী ভাইয়ের উদ্ধার-প্রাপ্তিতে খুসি না হয়ে পারত না।]

Q. 5. "I will arise and go to my father'.—

(i) Who is the speaker? (ii) When and why did he decide to arise and go to his father? (iii) How was he received by his father? [(১) এই বাক্যটির বক্তা কে? (২) কখন এবং কেন সে উত্থান করে পিতার কাছে যাওয়ার সিদ্ধান্ত করল? (৩) তার পিতা তাকে কিরূপ অভ্যর্থনা জানালেন?]

Ans. (i) The younger son is the speaker here.

(ii) The younger son had his father's will and testament made in his own way. He then collected the money and property that his father gave him and set out for a far-away country. It was the land of sins, ruled by the Satan. There he squandered all his money and property by leading a fast life.

Soon he fell in a bad way. He had no choice but to serve a citizen of that country. The citizen gave him mean work to do but little or nothing to eat. He remembered how much well off even the hired servants of his father were in comparison with him. He realised his folly and a new determination arose in him. He was tired of animal pleasures and his soul was starved. So he decided to arise and go to his father.

(iii) His father was a very kindly man. When he confessed his sins, and said that he no longer deserved to be called his father's son, the father had no doubt that his tear washed face was the sure sign of his redemption. The father forgave him. He accorded his son a hero's welcome.

[(১) এখানে বক্তা হল কনিষ্ঠ পুত্র।

(২) নিজের খুসিমতো কনিষ্ঠ পুত্র পিতাকে দিয়ে উইল ও শেষ ইচ্ছা লিখিয়ে নিয়েছিলেন। পিতা তাকে যে অর্থ ও সম্পত্তি দিয়েছিলেন তাই নিয়ে সে দূর দেশে চলে গেল। সেটা হল শয়তান-শাসিত পাপের রাজ্য। পান-ভোজনে মত্ত জীবন যাপন করে সে সেখানে তার সব অর্থ ও সম্পত্তি উড়িয়ে দিল।

কিছুদিনের মধ্যেই সে দুর্বিপাকে পড়ল। সেই দেশের এক নাগরিকের দাসত্ব করা ছাড়া তার আর গত্যন্তর থাকল না। নাগরিকটা তাকে দিয়ে নোংরা কাজ করাত, কিন্তু বলতে গেলে কিছুই খেতে দিত না। তার মনে পড়ল তার পিতার ভাড়াটে মজুররা পর্যন্ত তার তুলনায় কত ভাল আছে। সে তার

ভুল বুঝতে পারল এবং তার মনে এক নতুন সঙ্কল্পের উদয় হল। জান্তব সুখ-ভোগে সে ক্লান্ত; তার অন্তরাত্মা ক্ষুধার্ত। তাই সে এহেন অবস্থা থেকে উঠে পড়ে পিতার কাছে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত করল।

(৩) তার পিতা ছিলেন অতি সহৃদয় ব্যক্তি। সে যখন তার পাপ স্বীকার করল এবং বলল যে পিতার সন্তান হিসাবে আত্ম-পরিচয় দেওয়ার যোগ্যতা আর তার নেই, তখন তার পিতার আর কোনো সন্দেহ রইল না যে, তার অশ্রুবিধৌত মুখই তার পাপোদ্ধারের স্বাক্ষর বহন করেছে। পিতা তাকে ক্ষমা করলেন। তিনি তাঁর পুত্রকে বীরোচিত অভ্যর্থনা জানালেন।]

Q. 6. How did the elder son react to the reception given to his younger brother? How did the father explain his conduct?

[কনিষ্ঠ পুত্রকে যে সম্বর্ধনা জানানো হয়েছিল তাতে জ্যেষ্ঠ পুত্র কেমন আচরণ করল? পিতা তাঁর আচরণের কী ব্যাখ্যা দিলেন?]

Ans. When the younger son returned after a long absence and confessed his guilt, the father gave him a hero's welcome. He gave him the best robe to wear. He put a ring on his hand and shoes on his feet. He ordered the fatted calf to be killed and arranged a grand feast.

The elder son was then away working in the field. As he came nearer home, he heard the merriment. A hired servant of his father told him what this was all about. He became terribly angry. He refused to go home. Then the father himself came out to quieten the fretful son (অসন্তুষ্ট পুত্রকে শান্ত করতে)।

But the elder son was not to be quietened. He bitterly complained that his father was pampering his younger brother on the one hand and neglecting him on the other. His younger brother was a profligate (অপব্যায়ী, অসচ্চরিত্র লম্পট). He had squandered away all the money and property that his father had given him. According to the elder son, the younger son had lost all his claim to his father's affection..

But the father was so blind to the fault of his younger son that he arranged a grand feast to celebrate his home coming. The elder son complained that he got no reward for his faithful service to his father. Unlike his younger brother, he had never committed any sins or ever disobeyed his father. But his father had never aranged a feast for him and

his friends. While his father had given the younger son the fatted calf, he never gave the elder son even a kid. This was unfair !

The father's explanation : The father, however, did not get angry at the elder son's arrogance. He calmly explained that the elder son had always lived with him and, therefore, had an unlimited access to all his money and property. The younger son deprived himself of his father's affection and care when he lived in the far-away country. He had to rest content there with what he got by his father's will.

For practical purposes, the younger son was lost and dead. It is only natural for a father to be overjoyed when his long-lost child comes back alive.

[দীর্ঘ অনুপস্থিতির পর কনিষ্ঠ পুত্র যখন গৃহে প্রত্যাবর্তন ক'রে তার সব অপরাধ স্বীকার করল, তখন পিতা তাকে বীরোচিত অভ্যর্থনা জানালেন। তাকে তিনি পরতে দিলেন সেরা আঙরাখা। তার হাতে পরিয়ে দিলেন অঙ্গুরীয়ক, আর পায়ে পরালেন জুতো। তিনি মাংসল বাছুর হত্যা করতে আদেশ দিলেন এবং মহাভোজের আয়োজনও করলেন।

জ্যেষ্ঠ পুত্র তখন মাঠে কাজ করছিল। বাড়ির কাছাকাছি আসতে সে আনন্দোচ্ছ্বাস শুনতে পেল। তার পিতার একজন ভাড়াটে মজুর তাকে জানালো এত হুল্লোড় কী নিয়ে চলেছে। সে ভয়ানক চটে গেল। সে বাড়ি যেতেই অস্বীকার করল। কাজেই অসন্তুষ্ট পুত্রকে শান্ত করতে পিতা তখন নিজেই বেরিয়ে এলেন।

কিন্তু জ্যেষ্ঠ পুত্র শান্ত হবার নয়। সে তিক্ততার সঙ্গে অভিযোগ করল যে, পিতা একদিকে কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে আস্কারা দিচ্ছেন আর অপর দিকে তাকে করছেন অবহেলা। তার ছোটো ভাই হল অপব্যয়ী, অসচ্চরিত্র লম্পট। পিতা তাকে যে অর্থ-সম্পত্তি দিয়েছিলেন তা সে সবই উড়িয়ে দিয়েছে। জ্যেষ্ঠ পুত্রের মতে, কনিষ্ঠ পুত্র পিতার স্নেহের অধিকার হারিয়েছে।

কিন্তু পিতা কনিষ্ঠ পুত্রের প্রতি এতই স্নেহান্ধ যে তিনি তার গৃহে প্রত্যাবর্তন উপলক্ষ্যে মহোৎসবের আয়োজন করেছেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র অভিযোগ করল যে, পিতাকে একনিষ্ঠভাবে সেবা করেও সে কোনো পুরস্কার পায় নি। সে তার ছোটো ভাইয়ের মতো নয়; সে কখনো কোনো পাপ করে নি, পিতার অবাধ্যও কখনো হয় নি। কিন্তু তার ও তার বন্ধুদের জন্য পিতা কখনো কোনো ভোজের আয়োজন করেন নি। পিতা কনিষ্ঠ পুত্রকে মাংসল বাছুরটি দিলেন, অথচ তিনি জ্যেষ্ঠ পুত্রকে কখনো একটি ছাগল পর্যন্ত দেন নি। এ অবিচার।

পিতার কৈফিয়ৎ : জ্যেষ্ঠ পুত্রের ঔদ্ধত্যে পিতা কিন্তু ক্রুদ্ধ হলেন না। তিনি শান্তভাবে বুঝিয়ে বললেন যে, জ্যেষ্ঠ পুত্র বরাবর তাঁর সঙ্গেই থেকেছে ; অতএব তার তো পিতার অর্থ ও সম্পত্তি ভোগে চালাও অধিকার ছিল। দূর দেশে চলে গিয়ে কনিষ্ঠ পুত্র নিজেই নিজেকে তার পিতার স্নেহস্বত্ব থেকে বঞ্চিত করেছিল। পিতার উইল অনুযায়ী সে যা পেয়েছিল তাই নিয়েই তাকে সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে।

প্রকৃত প্রস্তাবে কনিষ্ঠ পুত্র মৃতবৎ হয়ে পড়েছিল। বহুদিনকার হারানো সন্তান ফিরে এলে পিতার পক্ষে খুসিতে উচ্ছ্বসিত হয়ে পড়াই স্বাভাবিক।]

Q. 7. Who of the two sons, according to you, is the truer Christian? Give reasons for your answer.

or, **Contrast the characters of the two brothers.**

[তোমার মতে দুই পুত্রের মধ্যে কোন্ জন সাচ্চা খ্রীষ্টান ? তোমার মতের সমর্থনে কারণ দর্শাও।

অথবা, দুই ভাইয়ের চরিত্রের তুলনামূলক আলোচনা কর।]

Ans. We believe that the younger son is the truer Christian. This may seem strange but it is true. Let us discuss the characters of the two brothers to find out how this is so.

In the beginning of the parable we find the younger son very much of a profligate. He is selfish and is even mean. He has his father's will made in his own way. He collects his belongings, his money and property, and makes for a far-away country. There he leads an immoral life, squandering away what he had got from his father.

The elder brother at this stage appears to be very faithful and obedient to his father. He commits no sin. He regularly works in his father's field, and that too for no reward. At this stage he must have appeared to people to be a genuine (সাচ্চা) Christian.

But our idea of the two brothers is completely changed towards the end of the parable. The younger brother, having committed enough sins (অনেক পাপ কাজ করার পর), feels dejected (হতাশ). He realises that animal pleasures are no pleasures at all. His soul now hungers for virtue. He is determined to reform himself (নিজেকে শুধরাতে) at any cost.

He returns to his father and confesses all his guilts. He does not want any more money or property. He does not

want even his mercy. In fact he is prepared to take any punishment for his sins. But all that he begs for is just another opportunity to begin his life's journey afresh.

The elder brother, on the other hand, is full of envy. He hankers after the very same material wealth and animal pleasures that the younger brother has found insipid (স্বাদহীন, নীরস) and rejected (বর্জন করেছে). He complains that his father has never given him a mere kid. This shows his thirst for sensuous pleasure.

Clearly, the elder brother has performed religious rites and served his father in the hope that this will ultimately entitle him to sensuous pleasures. But the younger brother now courts religious life as an end in itself. The elder brother is not glad, as a true Christian should be, when his younger brother, the sinner, is redeemed. He is worried that the younger son would perhaps get some more of his father's property. The younger brother, on the other hand, is prepared to start life afresh as a hired servant.

This is why we consider that the younger son is a truer Christian.

[কনিষ্ঠ ভ্রাতাকেই আমাদের সাচ্চা খ্রীষ্টান বলে মনে হয়। এই কথা আশ্চর্য হলেও সত্যি। দুই ভায়ের চরিত্র আলোচনা করে দেখা যাক কেমন করে এই কথা সত্যি হল।

নীতিকাহিনীর গোড়ার দিকে আমরা ছোটো ভাইকে অসচ্চরিত্র উড়নচণ্ডে হিসেবে পাই। সে স্বার্থান্বেষী এবং ক্ষুদ্রমনা। নিজের ইচ্ছানুযায়ী সে তার পিতাকে দিয়ে উইল করিয়ে নিয়েছিল। সে তার জিনিসপত্র, অর্থ ও সম্পত্তি গুছিয়ে নিয়ে দূর দেশে চলল। সেখানে এক অসচ্চরিত্র জীবন যাপন করে, বাবার কাছ থেকে যা কিছু পেয়েছিল, সব উড়িয়ে-পুড়িয়ে দিল।

কাহিনীর এই পর্যায়ে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে তার পিতার নিকট অতিশয় বাধ্য বলে মনে হয়। সে কোনো পাপকাজ করে নি। সে নিয়মিত মাঠে গিয়ে বাবার কাজ করে, বিনিময়ে কোনো পুরস্কারও পায় না। এই পর্যায়ে লোকদের কাছে তাকে সাচ্চা খ্রীষ্টান বলে মনে হবে।

তবে নীতিকাহিনীটির শেষ দিকে দুই ভাইয়ের সম্বন্ধে আমাদের ধারণা সম্পূর্ণ বদলে যায়। অনেক পাপকর্ম করার পর কনিষ্ঠ ভ্রাতা হতাশা বোধ করে। সে বুঝতে পারে যে জান্তব সুখ প্রকৃত কোনো সুখই নয়। তার অন্তরাত্মা এবার ধর্মের জন্য কাতর হয়ে ওঠে। সে যে-কোনো মূল্যে নিজেকে শুধরোতে চায়।

সে পিতার কাছে ফিরে সব অপরাধ স্বীকার করে। আর কোনো অর্থ বা সম্পত্তি সে চায় না। সে ক্ষমাও চায় না। যা সে ভিক্ষা করে তা হল জীবন-যাত্রা নতুন করে শুরু করার আর একটি মাত্র সুযোগ।

অপরদিকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পরশ্রীকাতর। ছোট ভাই যে জাগতিক সুখ ও পার্থিব ঐশ্বর্য্য ভোগ বিস্বাদ বলে বুঝতে পেরে পরিত্যাগ করেছে, তারই জন্য বড় ভাই এখনো লালায়িত। তার বাবা তাকে কখনও একটি ছাগল পর্যন্ত দেন নি—এই হল তার অভিযোগ। এই থেকেই বোঝা যায় শারীরিক সুখভোগের স্পৃহা তার কত তীব্র।

স্পষ্টতঃই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি পালন এবং পিতৃসেবা করেছে এই আশা নিয়ে যে এসব করার ফলে আখেরে তার ইন্দ্রিয়গত সুখ জুটবে। কিন্তু ছোটো ভাই এখন ধর্মকেই পরমার্থ জেনে তা গ্রহণ করছে। তার পাপাচারী ছোট ভাই যখন উদ্ধার পেল তখন প্রকৃত খ্রীষ্টান হিসাবে বড় ভাইয়েরও খুসি হওয়া উচিত ছিল—কিন্তু তা সে মোটেই হয় নি। ছোটো ছেলে বাবার আরও কিছু সম্পত্তি ও অর্থে ভাগ বসাবে এই ভয়েই সে চিন্তিত হয়ে পড়ল। ছোটো ভাই কিন্তু ভাড়াটে মজুর হিসেবেই জীবন শুরু করতে প্রস্তুত। এই কারণেই কনিষ্ঠ ভ্রাতাই অধিকতর সাচ্চা খ্রীষ্টান।]

Q. 8. Explain with reference to the context :

(a) **And when he......in want.** (Para. 4)

(b) **And he went......feed swine.** (Para. 5)

(c) **And he would......unto him.** (Para. 6)

(d) **And when he came......with hunger !** (Para. 7)

(e) **I will arise and go......hired servants.** (Paras. 8-9)

(f) **For this my son......to be merry.** (Para. 14)

(g) **And he answering......the fatted calf.** (Paras. 19-20)

(h) **It was meet......is found.** (Para. 22)

Ans. [See **Explanations.**]

Q. 9. Write brief notes on the following.

Parable : *Substance* ; *riotous living* ; **mighty famine ; a citizen of that country ; husks ; hunger ; hired servants ;** *shoes* ; **the fatted calf ; dead ;** *alive* ; *commandment* ; *meet* ; **the father ; the younger son ; the elder son.**

Ans. [See **Notes, etc.**]

TEXTUAL GRAMMAR

Analysis

1. And when he had spent all, there arose a mighty famine in that land. (*Para. 4*)

—Complex sentence containing one subordinate clause.

There arose a mighty famine—**main clause.**

And when he had spent all—**adverb clause,** qualifying the verb 'arose'.

2. And he would fain have filled his belly with the husks that the swine did eat. (*Para. 6*)

—Complex sentence, containing one subordinate clause.

And he would fain have filled his belly with the husks—**main clause.**

that the swine did eat—**adjective clause, qualifying the** noun *'husks'*.

3. But when he was yet a great way off, his father saw him, had compassion and ran, and fell on his neck, and kissed him.

—Multiple sentence, consisting of five main clauses and one subordinate clause :

i. *His father saw him*—**main clause.**
ii. (*His father*) *had compassion*—**main clause.**
iii. (*His father*) *ran*—**main clause.**
iv. (*His father*) *fell on his neck*—**main clause.**
v. (*His father*) *kissed him*—**main clause.**
vi. *But when he was a great way off*—**adverb clause,** qualifying the verbs 'was' in (i), 'had' in (ii), 'ran' in (iii), 'fell' in (iv) and 'kissed' in (v)
connectives : *and*

4. And he called one of the servants, and asked what these things meant.

—Double sentence, containing one subordinate clause.

i. *And he called one of the servants*—**main clause.**
ii. *And (he) asked*—main clause.
iii. *what these things meant*—noun clause, object to the verb 'asked' in (ii).
connective—*and.*

5. But as soon as this thy son was come, which hath devoured thy living with harlots, thou hast killed for him the fatted calf. (Para. 20)

Complex sentence containing two subordinate **clauses.**

i. *Thou hast killed for him the fatted calf*—**main clause.**

ii. *but as soon as this thy son was come*—**adverb clause,** qualifying the verb 'hast killed.

iii *which hath devoured thy living with harlots*—**adjective clause**, descriptive of the noun 'son'.

Narration

1. *And the younger of them said to his father, 'Father, give me the portion of goods that falleth to me.'*—**Direct.** [Para. 2]

Addressing his father, the younger of them demanded that he should be given the portion of the goods that fell to him—**Indirect.**

2. *And when he came to himself, he said, 'How many hired servants of my father's have bread enough and to spare, and I perish with hunger.'*—**Direct.** [Para. 7]

And when he came to himself he thought aloud how many hired servants of his father's had bread enough and to spare, while he perished with hunger.—**Indirect.**

3. *I will arise and go to my father, and will say unto him, father, I have sinned against heaven, and before thee,*

And am no more worthy to be called thy son : make me as one of the hired servants.—**Direct.** (Paras. 8-9)

He made up his mind to arise and go to his father and to say unto him that he has sinned against heaven, and before him, and was no more worthy to be called his son. He would also appeal to his father to make him as one of his (father's) hired servants.—**Indirect.**

4. *But the father said to his servant, 'Bring forth the best robe, and put it on him.'*—**Direct.** [Para. 12]

Disregarding what he had been told to do, the father called out to his servants and ordered them to bring forth the best robe and put that on the person (his son) standing before him.

5. *And he said unto him 'Thy brother is come ; and thy*

father hath killed the fatted calf, because he hath received him safe and sound.'—**Direct.** [Para. 17]

And he informed him that his brother had come and that his father had killed the fatted calf, because he had received him safe and sound.—**Indirect.**

6. *And he answering said to his father, Lo, these many years do I serve thee, neither transgressed I at any time thy commandment : and yet thou never gavest me a kid, that I might make merry with my friends.*

But as soon as this thy son was come, which hath devoured thy living with harlots, thou hast killed for him the fatted calf. —**Direct.** [Paras. 19-20]

And answering what he had been told by his father he called his father's attention to the fact that for those many years he had been serving him (father) and he had not at any time transgressed his commandment : and in spite of his obedience to his father, his father never gave him a kid so that he might make merry with his friends.

Continuing his complaint against his father, the speaker said that, on the other hand, as soon as that particular son of his was come, who had devoured his (father's) living with harlots, he had killed for him (that particular son) the fatted calf.—**Indirect.**

7. *And he said unto him, Son, thou, art ever with me, and all that I have is thine.*

It was meet that we should make merry, and be glad, for this thy brother was dead, and is alive again, and was lost and is found.—**Direct.** [Paras. 21-22]

Addressing his son the father said that he was ever with him (father) and all that he (father) had was his (son's).

Then giving an explanation for his conduct the father said that it was meet that they should make merry and be glad for the reason that that brother of his (the son to whom the father was speaking) was as good as dead ; and was alive again ; and he was lost and found—**Indirect.**

Transformation of Sentences

1. And not many days after the younger son gathered all

together, and took his journey into a far country and there wasted his substance with riotous living. (*Multiple Sentence*)

And not many days after having gathered all together, and taking his journey into a far country, the younger son there wasted his substance with riotous living (*Simple Sentence*)

2 And he arose, and came to his father. (*Double Sentence*)
Arising, he came to his father. (*Simple Sentence*)

3. As he came and drew nigh to the house, **he heard** music and dancing. (*Complex Sentence*)
Coming and drawing nigh to the house, he **heard music** and dancing. (*Simple Sentence*)

4. And no man gave unto him. (*Negative*)
And all men refused him. (*Affirmative*)

5. And I am no more worthy to be called thy son. (*Negative*)
And I am unworthy to be called thy son. (*Affirmative*)

Splitting of Sentences

1. And when he had spent all, there arose a mighty famine in that land ; and he began to be in want.

Ans. (a) And he had spent all. (b) Then there arose a mighty famine in that land. (c) And he began to be in want.

2. And when he came unto himself, he said, how many hired servants of my father's have bread enough to spare, and I perish with hunger !

Ans. (a) And he came unto himself. (b) Then he said this. (c) How many hired servants of my father's have bread enough to spare. (d) And I perish with hunger.

3. And the son said unto him, father, I have sinned against heaven, and in thy sight, and am no more worthy to be called thy son.

Ans. (a) And the son said unto him. (b) Father I have sinned against heaven. (c) And (I have sinned) in thy sight. (d) And (I) am no more worthy to be called thy son.

4. And he was angry, and would not go in ; therefore came his father out, and intreated him.

Ans. (a) And he was angry. (b) And (he) would not go in. (c) Therefore came his father out. (d) And (his father) intreated him.

Phrases and Idioms

1. **riotous living** (হৈ হুল্লোড়ে মত্ত জীবন ; fast living)—*Riotous living* is not so full of pleasure as it seems to be.

2. **a great way off** (বহু দূরে ; far away)—A sinner is *a great way off* from heaven.

3. **bring forth** (উৎপন্ন করা ; produce)—Nobody knows what future will *bring forth.*

4. **put on**—(পরিধান করা ; **wear**)—He *put on* his best shirt yesterday.

5. **kill the fatted calf** (অমিতব্যয়ী ব্যক্তিকে সানন্দে ঘরে ফিরিয়ে নেওয়া ; to receive a returned-prodigal)—He has always lived away from us and lived large, knowing well how hard up we were. We need not *kill the fatted calf*, now that he says that he is sorry.

6. **safe and sound** (নিরাপদে এবং সুস্থ শরীরে ; not hurt or injured)—All the mountaineers have arrived *safe and sound* to the base camp.

7. **make merry** (স্ফূর্তি বা আমোদ করা ; to become gay)—My parents did not object to my *making merry with* my friends when my examinations were over.

Additional Notes for Teachers

The Gospels : The word means "good news" ; the Gospel is the life and words of Jesus Christ. The account of His life and words is found in four books which are called the four Gospels ; but in all four the same person (Jesus Christ) is made known to us, and in the main the same story is told. But each writer sees the life he is describing from his own point of view. St. Matthew writes to show his countrymen, the Jews, how the life of Jesus fulfilled all that was written in the Law and the Prophets concerning the Christ......the characteristics of his portrait are authority and tenderness. St. Mark writes for the Romans, and gives a living picture of the Man of God, mighty in word and deed. Energy and humility are the characteristics of his portrait. *St. Luke, writing for the Greeks, brings before us our great High Priest (Jesus Christ),* instant in prayer to God, and of perfect sympathy with men, and shows how *He (Jesus Christ) is the Saviour of all nations.* St. John dwells mainly on the mystery of the incarnation.

—*A Concise Bible Dictonary*

CHARLES AND MARY LAMB

The Merchant of Venice

INTRODUCTION

The Authors' Lives and Works: One of the quieter glories of English literature is the personal essay, in which the author takes up an ordinary subject, and, by mixing imagination and fantasy, turns it into something precious and highly readable. Chief among these essayists is Charles Lamb, whose remarks on Roast Pig, on a Quakers' Meeting, on the Decay of Beggars in the Metropolis, and many other diverse subjects are known to, and loved by, most good judges of Literature.

Because he had a stammer, which prevented him from reaching the highest form at school, and because his father could not afford to send him to a university, he spent thirty-three years of his life as a clerk in the service of the East India Company. He was the mainstay of a family that included an invalid mother, a senile and doddering father, and a sister Mary, who was subject to fits of violent insanity, in one of which she killed the mother.

All this Lamb bore with patience and humanity and nothing prevented his pen from moving on paper. His attempts at poetry and drama were poor enough ; but in three other fields he succeeded brilliantly. First, he became the most famous essayist England has produced, with the *Essays of Elia* (two series). Secondly, he was a superb interpreter of the Elizabethan dramatists, in *Specimens of English Dramatic Poets,* which is said to have 'opened the door to what was then, to all intents and purposes, a locked room." Thirdly, he wrote a memorable essay on the great English artist, Hogarth. *Tales from Shakespeare,* which he wrote with his sister Mary, gave some idea of that poet to young readers. The prescribed Tale is included in that book.

Born in London, Lamb was educated at Christ's Hospital, entered the South Sea House in 1789, and worked in India House from 1792 to 1825. He was a lifelong friend of Coleridge.

He was a lively, "clubbable", gentle-mannered, humorous man, fond of his pipe and his glass.

We must not forget about the joint author of *Tales from Shakespeare*, in which *The Merchant of Venice* occurs. In fact it is more likely than not that Mary is the author of the present piece. As has been already noted, she was subject to fits of violent insanity. Charles wanted to give her a pleasant occupation so that the lucid periods, during which her behaviour was normal, might be prolonged. It is very likely that Charles worked on the tragedies and Mary on the comedies. *The Merchant of Venice* is a comedy.

লেখকদ্বয়ের জীবনী ও কীর্তি ঃ ইংরেজি সাহিত্যের অপেক্ষাকৃত প্রশান্ত গৌরবগুলির একটি হল ব্যক্তিগত প্রবন্ধ—এ ক্ষেত্রে লেখক একটি সাধারণ বিষয় নেন এবং তার সঙ্গে কল্পনা ও উদ্ভট খেয়ালের মিশাল দিয়ে তাকে একটি মূল্যবান এবং অতি সুখপাঠ্য বিষয়ে পরিণত করেন। এইসব প্রাবন্ধিকদের মুখ্য হলেন চার্লস ল্যাম্ব—ঝলসানো শূওর, কোয়েকারদের সভা, রাজধানীতে ভিখিরিদের ক্রমপ্রাপ্তি এবং আরও অনেক রকম বিষয়ের উপর তাঁর মতামত অধিকাংশ সাহিত্য-সমালোচকের নিকটই পরিচিত এবং সমাদৃত।

তিনি তোতলা ছিলেন, সেই কারণে তিনি বিদ্যালয়ের শেষ সীমায় কখনো পৌঁছতে পারেন নি, এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াবার মতো আর্থিক সঙ্গতি তাঁর বাবার ছিল না বলে তিনি জীবনের তেত্রিশটি বৎসর ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীতে কেরাণিগিরি করে কাটিয়েছেন। তিনি এমন একটি পরিবারের মুখ্য অবলম্বন ছিলেন যা গঠিত হয়েছিল এক পঙ্গু মাতা, এক জরাগ্রস্ত পিতা এবং মেরি নামে এক ভগ্নীকে নিয়ে। মেরি দারুণ উন্মাদ রোগগ্রস্ত ছিলেন—এই রোগের প্রকোপে তিনি তাঁর মাকে মেরে ফেলেন।

এই সব কিছুই ল্যাম্ব্ ধৈর্য ও মানবিকতা সহকারে সহ্য করেন; কোনো দুঃখই তাঁর লেখনীকে স্তব্ধ করে দিতে পারে নি। তাঁর কবিতা ও নাটক রচনার প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হয় নি; তবে সাহিত্যের আর তিনটি ক্ষেত্রে তিনি উজ্জ্বল সাফল্যের নিদর্শন রেখেছেন। ইংল্যাণ্ড যে সকল প্রাবন্ধিক সৃষ্টি করেছে তাদের মধ্যে তিনি সর্বাধিক খ্যাতিসম্পন্ন। দুই খণ্ড এসেইজ অব্ এলিয়া লিখেই তিনি তাঁর খ্যাতি প্রতিষ্ঠা করেন। তদানীন্তনকালে বলা হত যে স্পেসিমেনজ্ অব্ ইংলিশ ড্র্যামাটিক পোয়েটস 'প্রকৃত প্রস্তাবে একটি বন্ধ ঘরের দরজা খুলে দিয়েছে'; তাই দ্বিতীয়ত তিনি ছিলেন এলিজাবেথীয় নাট্যকারদের এক অত্যুত্তম ব্যাখ্যাতা। তৃতীয়ত, তিনি অন্যতম ইংরেজ শিল্পী

দুপার্থ সম্বন্ধে একটি স্মরণীয় প্রবন্ধ লিখেছিলেন। তিনি তাঁর ভগ্নী মেরির সহযোগে টেইলজ ফ্রম শেক্সপীয়র রচনা করেছিলেন—তা কবি সম্বন্ধে তরুণ পাঠকদের খানিকটা ধারণা দিয়েছিল। আমাদের পাঠ্য কাহিনীটি ঐ পুস্তকের অন্তর্গত।

লণ্ডনে জন্মগ্রহণ করে, ল্যাম্ ক্রাইষ্টস্ হস্পিটালে শিক্ষা লাভ করেন। ১৭৮৯ সালে তিনি সাউথ সি হাউসে প্রবেশ করেন এবং ১৭৯২ থেকে ১৮২৫ সাল পর্যন্ত ইণ্ডিয়া হাউসে তিনি কর্মনিযুক্ত ছিলেন। তিনি সারা জীবন ধরে কোলরিজের বন্ধু ছিলেন। তিনি ছিলেন প্রাণবন্ত, বন্ধুবৎসল, নম্র-স্বভাবের এবং রসিক প্রকৃতির ব্যক্তি। তিনি পাইপ এবং সুরাসক্ত ছিলেন।

দ্য মারচেণ্ট অব্ ভিনিস্ যে টেইলজ্ ফ্রম শেক্সপীয়রের অন্তর্গত তার সহকারী লেখিকার কথা আমরা যেন ভুলে না যাই। বস্তুতঃ বর্তমান কাহিনীটি মেরির রচনা হওয়াই অধিকতর সম্ভব। ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে তিনি থেকে থেকে দারুণ উন্মাদ রোগে আক্রান্ত হতেন। রোগ বিরতির যে সময় তাঁর আচরণ স্বাভাবিক থাকত তা দীর্ঘস্থায়ী করার উদ্দেশ্যে চার্লস তাঁকে চিত্তাকর্ষক কাজ দিতে চেয়েছিলেন। সম্ভবতঃ চার্লস ট্র্যাজেডি নিয়ে এবং মেরি কমেডি নিয়ে ব্যাপৃত ছিলেন। দ্য মারচেণ্ট অব ভিনিস্ একটি কমেডি।

THE PLAY

Source : *The Merchant of Venice* is originally a well-known play by William Shakespeare, the greatest dramatist that the world has ever produced. Shakespeare was a sixteenth century play-wright. Mary Lamb was subject to fits of violent insanity. Her brother Charles wanted to give her some pleasant occupation in order to prolong the lucid periods. That is why they both set out to condense Shakespeare's plays. Most likely Mary worked on the comedies. *The Merchant of Venice* is a comedy.

উৎস ঃ দ্য মারচেণ্ট অব ভিনিস্ শেক্সপীয়র রচিত একটি বিখ্যাত নাটক—তিনি পৃথিবীর মহত্তম নাট্যকার। শেক্সপীয়র ষোড়শ শতাব্দীর নাট্যকার। মেরি ল্যাম্ দারুণ উন্মাদ রোগগ্রস্ত ছিলেন। যাতে তাঁর রোগ-বিরামকাল দীর্ঘতর হয় সেই উদ্দেশ্যে চার্লস তাঁকে চিত্তাকর্ষক কাজ দিতে চাইতেন। সম্ভবতঃ মেরি কমেডিগুলি নিয়ে চর্চা করতেন। দ্য মারচেণ্ট অব ভিনিস্ একটি কমেডি।

Title : *The Merchant of Venice* is a play about Shylock's

quarrel with Antonio. Antonio is a young merchant of Venice. So the title is not irrelevant. But it is possible to argue whether Antonio is the main character of the play or not. Besides, the play is not only about the quarrel, it deals with many things else. So we cannot say that no other title was possible of the play.

শিরোনামা : সাইলক আর অ্যান্টনিওর বিবাদ নিয়ে দ্য মারচেন্ট অব ভিনিস্ নাটকখানি রচিত। অ্যান্টনিও হল এক তরুণ ভিনিসির বণিক। তাই শিরোনামাটি অপ্রাসঙ্গিক নয়। কিন্তু অ্যান্টনিও নাটকের মূল চরিত্র কি না তা নিয়ে যুক্তি-তর্কের অবতারণা সম্ভব। তাছাড়াও, নাটকটি কেবল যে ঝগড়া নিয়েই রচিত তা নয়। অন্যান্য অনেক কিছুও এতে আলোচিত হয়েছে। তাই এই নাটকের অন্য কোনো নামকরণ যে সম্ভব নয়, তা বলা যায় না।

Critical Estimate : *The Merchant of Venice* has an absorbing story. The chief characters of the play are Shylock the Jew, Antonio, Bassanio and Portia. It has also a sub-plot of which the characters are Nerissa and Gratiano.

The story seizes the interest of the reader at the very start when a bond is signed between Shylock and Antonio to the effect that Shylock would have the right to cut off a pound of flesh from any part of Antonio's body in case Antonio failed to repay the loan within the stipulated date. The authors have rightly eliminated the casket scene of the original play not because it is uninteresting but because it is not possible to include everything that is there in the original even if it is i. teresting.

The story then swiftly takes us to the marriage between Bassanio and Portia. We get a glimpse of both the characters and are left in no doubt that they will make a perfect match. The lovers are happy and everybody is gay. But pat come bad tidings which threaten to cast a shadow of tragedy across the whole play. Antonio's ships have failed to arrive and Shylock is adamant on having his pound of Antonio's flesh.

Then Portia takes the crucial decision. She puts on a man's cloak and comes to be called Doctor Balthasar, a young lawyer. She defends Antonio. Her speech on mercy is memorable. But it does not touch the hard heart of the cruel Jew. She then points out that the bond provides only that Shylock can out off a pound of Antonio's flesh. But

what it does not provide is equally important. It does not allow the Jew to shed his blood. So if by cutting off his flesh the Jew makes Antonio bleed or if he cuts off by mischance a little more or less than just one pound of flesh he must be prepared to lose his land and property. Antonio's life is thus saved and the tragedy is averted.

But the story does not end here. It proceeds to the ring episode in which Bassanio has to part with the ring which Portia gave him as her token of love. She expected him never to part with it. But we know that it has actually gone to none but Portia herself.

What is noteworthy is that every single episode is interesting.

The authors' condensation too is highly effective because even if it is as close to Shakespeare in language as possible, it is simple to understand.

আলোচনা ঃ দ্য মারচেণ্ট অব ভিনিস্-এর কাহিনীটি অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক। নাটকের মূল চরিত্রগুলি হল ইহুদি সাইলক অ্যাণ্টনিও, ব্যাসানিও এবং পোরসিয়া। এর অন্তর্বর্তী উপ-কাহিনীর চরিত্রগুলি হল নেরিসা এবং গ্রেসিয়ানো।

গল্পের আরম্ভেই পাঠকের মনোযোগ আকৃষ্ট হয় যখন সাইলক আর অ্যাণ্টনিওর মধ্যে এই মর্মে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় যে নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে দেনা শোধ না করতে পারলে সাইলক অ্যাণ্টনিওর দেহ থেকে এক পাউণ্ড মাংস কেটে নিতে পারবে। লেখকদ্বয় সঙ্গত কারণেই মূল নাটকের 'কাস্‌কেট' দৃশ্যটি বাদ দিয়েছেন; তার কারণ এই নয় যে দৃশ্যটি আকর্ষণীয় নয়, তার কারণ হল মূল নাটকের যা কিছু আকর্ষণীয় তার সব কিছুই সংক্ষেপিত কাহিনীতে সন্নিবিষ্ট করা যায় না।

কাহিনীটি দ্রুত পোরসিয়া ও ব্যাসানিওর বিবাহের দৃশ্যের অবতারণা করে। উভয় চরিত্রের সম্বন্ধে আমরা একটা ধারণা পাই এবং আমাদের কোনো সন্দেহ থাকে না যে তাদের মিলন সার্থক হবে। প্রেমিক-প্রেমিকারা সুখী এবং সকলেই তখন আনন্দিত। কিন্তু সহসা দুঃসংবাদ আসে এবং আশংকা হয় যে গোটা নাটকটা হয়তো ট্রাজেডিতে পর্যবসিত হবে। অ্যাণ্টনিওর জাহাজ আসে নি এবং সাইলকও তার এক পাউণ্ড মাংস নেবে বলে নাছোড়বান্দা।

তারপর পোরসিয়া এক দারুণ সিদ্ধান্ত করে। সে পুরুষের পোষাক পরে ডক্টর ব্যালথাজার নামে আইনজীবী বলে আখ্যাত হয়। করুণা সম্বন্ধীয় তার বক্তব্য সত্যই স্মরণীয়। কিন্তু নির্মম ইহুদির হৃদয় তাতে ব্যথিত হয় না। তখন

পোরসিয়া জানায় যে চুক্তি অনুযায়ী সাইলক অ্যান্টনিওর এক পাউণ্ড মাংস কেটে নিতে পারে। কিন্তু চুক্তিতে যা বলা হয় নি তাও গুরুত্বপূর্ণ। এতে এমন কিছু নেই যার বলে ইহুদি অ্যান্টনিওর রক্তপাত ঘটাতে পারে। তাই মাংস কাটতে গিয়ে সে যদি অ্যান্টনিওর রক্তপাত করে বা এক পাউণ্ডের বিন্দুমাত্র কম বা বেশি মাংস কেটে ফেলে তাহলে সে যেন তার সমস্ত সম্পত্তি হারাবার জন্য প্রস্তুত থাকে। এইভাবে অ্যান্টনিওর জীবন রক্ষা পায় এবং ট্রাজেডিও এড়ানো যায়।

কিন্তু গল্প এখানেই শেষ হয় নি। তারপর আসে অঙ্গুরীয়কের কাহিনী—যে অংশে ব্যাসানিওকে পোরসিয়ার প্রেমের নিদর্শনস্বরূপ প্রদত্ত আংটিটি দিয়ে দিতে হয়। তবে আমরা জানি যে আংটিটি আদতে পোরসিয়ার কাছেই ফিরে গেছে।

যা লক্ষণীয় তা হল প্রত্যেকটি ঘটনাই চিত্তাকর্ষক। লেখকদ্বয়ের সংক্ষেপকরণও সবিশেষ সার্থক, কারণ যদিও এখানকার ভাষা মূলানুগ তবুও তা বুঝতে কোনো অসুবিধে হয় না।

The Summary of The Story : The story tells of a Venetian merchant, Antonio, who in order to help his friend Bassanio to woo a gentle lady called Portia, borrows three thousand ducats from a well-known but much despised Jewish moneylender called Shylock. The Jew is well aware how much Antonio hates and despises him for the high rates of interest he charges, and makes the evil suggestion that a bond shall be drawn up setting out that in case of Antonio's failure to repay the debt by a certain day "he would forfeit of a pound of flesh, to be cut off from any part of his body that Shylock pleased." Much against Bassnio's wishes, and expecting some of his ships laden with fortune to arrive soon, Antonio jokingly agrees. *(Paras 1-15)*

Decked out in the new array and with the splendid retinue including a gentleman called Gratiano, provided by his friend's loan, Bassanio now successfully woos Portia. Bassanio is overwhelmed with gratitude at the manner in which the rich and gentle Portia accepts a man of his humble fortunes. He takes the ring offered by Portia to him and vows never to part with it. Their joy is further heightened when they come to know that Gratiano and Nerissa (Portia's attendant) are in love and prepared to be united in wedlock. *(Paras. 16-26)*

But unfortunately the merchant Antonio loses all his wealth through shipwreck. Portia, to whom Bassanio now explains

everything, urges her lover to return to Venice to help Antonio. Portia and Bassanio, and Grantiano and Nerissa, immediately get married. Then Portia herself authorises Bassanio to offer to refund the loan to Shylock and even to double or treble that amount if the Jew so insists. Almost immediately after the departure of Bassanio, Portia herself leaves for Venice in order to speak in Antonio's defence. In this Portia has the help of one of her relations, Bellario, a counsellor in the law. Portia and Nerissa dress themselves in men's apparel. When they arrive at Venice on the day of the trial, Portia looks like a counsellor and Nerissa her clerk. None can recognise Portia, who has assumed the name of Doctor Balthasar. The important trial begins. As Shylock will not be satisfied by Bassanio's offer to repay him handsomely, and demands the fulfilment of his bond, the Doctor of Law, who is really Portia in disguise, pleads eloquently for mercy. And when the Jew persists in his desire for cruel revenge Portia reminds the court that the bond is all in order and "that laws once established must never be altered". Thinking that she is pleading in his favour the Jew says: "A Daniel is come to judgment! O wise young judge, how I do honour you!" She once again appeals to the Jew to take the money and bid her tear the bond. But the Jew will not listen. Portia then reminds that although the bond is in order it gives no right to shed Antonio's blood. Now using Shylock's words Gratiano exclaims: 'O wise and upright judge! A Daniel is come to judgment!' Defeated and disappointed, Shylock now wants his money back. Bassanio is prepared to give him that. But stopping Bassanio the young counsellor further tells the Jew that he may lawfully cut off just a pound of flesh from Antonio's body, but should the flesh cut be more or less by one poor scruple, he will be condemned by the laws of Venice to die and all his wealth will be forfeited to the senate. Portia further reminds the court that any attempt to deprive a Venetian citizen of his life can be punished by death, and by confiscation of all he possesses. To set an example of Christian generosity the Duke, however, spares the Jew's life, but confiscates all his wealth, half of which, he declares shall go to Antonio and the other half to the state. Antonio offers to sign his part away provided the Jew agrees to make it over at his death to his daughter, who has eloped with Lorenzo, a young

Christian, and a friend of Antonio. Shylock, now a broken man, agrees. *(Paras. 27-59)*

Antonio now offers to reward the young counsellor for what she has done to save his life. But Portia will accept no money. But as Bassanio presses her to accept some reward, she says that she is prepared to take Bassanio's ring which, we know, she herself had given him on an earlier occasion. However much Bassanio may plead with her to take something else, she will accept either the ring or nothing at all. Nerissa too begged Gratiano to give her his ring which, actually, she herself had given him. Ultimately, they have to part with their rings, reluctantly though. When the two men return home their wives pretend to be very angry. They seem not to believe that the rings have gone to a gentleman counsellor and his clerk rather than to women with whom their husbands are secretly in love. Finally they disclose the truth and the drama ends amid laughter and happiness. (*Paras. 60-83*)

সারসংক্ষেপ ঃ এ্যান্টনিও নামক জনৈক ভিনিসিয় বণিককে নিয়ে এই কাহিনী। পোরসিয়া নাম্নী এক সম্ভ্রান্ত রমণীর সঙ্গে বিবাহেচ্ছু ব্যাসানিও তার বন্ধু। ব্যাসানিওকে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে এ্যান্টনিও সাইলক নামক এক ঘৃণিত সুদখোর ইহুদির কাছ থেকে তিন হাজার ডুকাট ধার করে। ইহুদিটা ভাল করেই জানে যে চড়া সুদে টাকা খাটায় বলে এ্যান্টনিও তাকে অত্যন্ত ঘৃণা করে। সে প্রস্তাব করল যে নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে এ্যান্টনিও যদি ধার শোধ না করতে পারে তাহ'লে ও তার ঘৃণিমত এ্যান্টনিওর দেহের যে কোন জায়গা থেকে এক পাউণ্ড মাংস কেটে নিতে পারবে। ব্যাসানিওর ইচ্ছার বিরুদ্ধে এবং ঠাট্টাচ্ছলে এ্যান্টনিও এ প্রস্তাবে রাজী হয়ে গেল। তার আশা ছিল যে শর্তর মেয়াদ ফুরোবার আগেই প্রচুর অর্থের পসরা নিয়ে তার কয়েকটি জাহাজ এসে পৌঁছবে।

এ্যান্টনিও কর্তৃক প্রদত্ত ঋণের কল্যাণে গ্রেসিয়ানো-সহ অন্যান্য অনুচরবর্গ পরিবৃত হয়ে সুবেশ ব্যাসানিও পোরসিয়ার চিত্তজয়ে সমর্থ হল। ধনী ও নম্র স্বভাবের পোরসিয়া যেভাবে ব্যাসানিওকে গ্রহণ করল তাতে সে মুগ্ধ হয়ে গেল। সে প্রতিজ্ঞা করল যে পোরসিয়া প্রদত্ত আংটিটি সে কখন কাছ-ছাড়া করবে না। তাদের আনন্দ বেড়ে গেল যখন তারা জানল যে গ্রেসিয়ানো ও নেরিসা (পোরসিয়ার পরিচারিকা) বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে চলেছে।

কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত জাহাজ-দুর্ঘটনায় এ্যান্টনিও তার সমস্ত সম্পত্তি হারাল।

সব কথা শুনে পোরসিয়া ব্যাসানিওকে ভেনিস চলে যেতে বলল। পোরসিয়া ও ব্যাসানিও এবং নেরিসা ও গ্রেসিয়ানোর বিয়ে হয়ে গেল। পোরসিয়া ব্যাসানিওকে তার অর্থ ব্যয় করার অধিকার দিল এবং জানাল যে ব্যাসানিও ইচ্ছে করলে ইহুদিটাকে জানাতে পারে যে সে তার প্রদত্ত ঋণের দু'গুণ বা তিন গুণ টাকা ফিরে পেতে পারে। ব্যাসানিও যাওয়ার অব্যবহিত পরে এ্যান্টনিওর পক্ষে ওকালতি করার জন্য পোরসিয়াও ভেনিস রওনা হল। পোরসিয়ার ও নেরিসার পরিধানে পুরুষের পোষাক। যখন ওরা ভেনিস পৌঁছল তখন পোরসিয়াকে উকিল ও নেরিসাকে তার কেরাণী বলে মনে হচ্ছিল। পোরসিয়ার ছদ্মনাম হল ডাঃ ব্যালথাসার—তাকে চেনার উপায় নাই। বিচার সুরু হল। ব্যাসানিওর প্রস্তাবে সাইলক যখন কিছুতেই রাজী হল না এবং শর্ত পালনের জন্য ও যখন পীড়াপীড়া করতে লাগল তখন ডাঃ ব্যালথাসার (অর্থাৎ ছদ্মবেশী পোরসিয়া) ক্ষমার গুণ সম্পর্কে একটি চমৎকার ভাষণ দিলেন। যখন দেখা গেল যে ইহুদিটা প্রতিশোধ নিতে বদ্ধ-পরিকর তখন পোরসিয়া সকলকে স্মরণ করিয়ে দিল যে চুক্তিপত্র আইনসঙ্গত এবং সুপ্রতিষ্ঠিত আইন অপরিবর্তনীয়। ইহুদি ভাবল যে একথা তার সমর্থনে বলা হয়েছে। সে বলে উঠল, "যেন ড্যানিয়েল বিচারে বসেছেন। বিজ্ঞ তরুণ বিচারপতি মহোদয়, আমি আপনাকে মান্য করি!" পোরসিয়া আবার ইহুদিকে অনুরোধ করে বলল সে তার টাকা ফিরিয়ে নিক এবং চুক্তিপত্র ছিঁড়ে ফেলতে দিক। ইহুদি তাতে রাজী নয়। পোরসিয়া তখন স্মরণ করিয়ে দিল যে চুক্তি আইনসিদ্ধ হলেও এতে এ্যান্টনিওর রক্তপাতের কথা উল্লেখ করা নেই। তাই শুনে গ্রেসিয়ানো সাইলকের কথা আবৃত্তি করে বলল, "বিজ্ঞ ও ন্যায়পরায়ণ বিচারপতি মহোদয়, সত্যাই মনে হচ্ছে যেন এক ড্যানিয়েল বিচারে বসেছেন।" পরাভূত সাইলক এবার তার টাকা ফিরে চাইল। টাকা ফিরিয়ে দিতে ব্যাসানিও ত প্রস্তুত। কিন্তু ব্যাসানিওকে বাধা দিয়ে তরুণ উকিল ইহুদিকে বলল যে সে আইনসঙ্গতভাবে এ্যান্টনিওর এক পাউণ্ড মাংস কেটে নিতে পারে, তবে সেই মাংস যদি এক পাউণ্ডের সামান্যতম কম বা বেশি হয় তাহলে ভেনিসের আইন অনুযায়ী তাকে মৃত্যুদণ্ড পেতে হবে এবং রাষ্ট্র তার সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে নেবে। পোরসিয়া আরও বলল যে ভিনিসিয় নাগরিকের জীবন বিপন্ন করার চেষ্টা করা হলে তার সাজা মৃত্যুদণ্ড এবং সম্পত্তি বাজেয়াপ্তকরণ। তবে খ্রীষ্টিয় অনুকম্পার উদাহরণস্বরূপ ডিউক ইহুদির প্রাণ রক্ষা করলেন। তার সম্পত্তি অবশ্য বাজেয়াপ্ত হয়ে গেল। তার অর্ধেক পেল রাষ্ট্র আর অর্ধেক এ্যান্টনিও।

এ্যাণ্টনিও জানাল যে ইহুদি যদি তার মেয়ে ও খ্রীষ্টান জামাই লোরেনজোকে সম্পত্তি দান করতে রাজী হয় তাহলে সে তার অর্ধেক সাইলককে ফিরিয়ে দেবে। ভগ্নহৃদয় সাইলক এতে রাজী হল।

তার প্রাণরক্ষার্থে তরুণ উকিলের ভূমিকার পারিতোষিক হিসেবে এ্যাণ্টনিও কিছু দিতে চাইল। কিন্তু পোরসিয়া কিছু নিতে চাইল না। কিন্তু কিছু নেওয়ার জন্য ব্যাসানিও যখন পীড়াপীড়ি করতে লাগল তখন সে বলল যে সে কেবল ব্যাসানিওর আংটিটা নিতে পারে। আমরা জানি যে এই আংটি পোরসিয়ারই দেওয়া। কিন্তু অন্য কোন পুরস্কার নেওয়ার কথা ব্যাসানিও যতই বলুক না কেন, পোরসিয়া আংটি ছাড়া আর কিছু নিতে রাজী নয়। নেরিসাও গ্রেসিয়ানোকে তারই প্রদত্ত আংটিটা দিয়ে দিতে বলল। অবশেষে অনিচ্ছা সত্ত্বেও ওদের আংটি দুটি দিয়ে দিতে হল। এই দুই ব্যক্তি বাড়ি ফিরলে ওদের স্ত্রীরা আংটির ব্যাপার নিয়ে খুব রাগারাগি করার ভাণ করল। ওরা যেন বিশ্বাস করতে চায় না যে আংটি দুটি কোন গোপন প্রেমিকাকে দেওয়া হয় নি, দেওয়া হয়েছে জনৈক তরুণ উকিল ও তার কেরাণীকে। অবশেষে পোরসিয়া ও নেরিসা যখন প্রকৃত সত্য জানাল তখন হাসি ও আনন্দোচ্ছ্বাসের মধ্য দিয়ে নাটক শেষ হল।

Notes, Explanations, References, etc.

Paragraphs 1-4

Gist: Shylock the Jew, a much despised moneylender, meditates revenge against Antonio, who is a generous Christian merchant. Antonio wants to borrow three thousand ducats from Shylock in order to help his friend Bassanio to woo Portia and repair his fortunes by a wealthy marriage. Antonio promises to pay the Jew any interest he demands out of the merchandise contained in his ships which, he hoped, would return soon.

সারার্থ: সাইলক নামে এক ঘৃণিত সুদখোর এ্যাণ্টনিও নামক এক সহৃদয় খ্রীষ্টান ব্যবসায়ীর ওপর প্রতিশোধ নেওয়ার কথা চিন্তা করছিল। এ্যাণ্টনিও সাইলকের কাছ থেকে তিন হাজার ডুকাট ধার চাইল। সেই টাকা ও ওর বন্ধু ব্যাসানিওকে দেবে, যাতে করে ব্যাসানিও পোরসিয়া নাম্নী এক ধনী মেয়েকে বিয়ে করে তার সৌভাগ্য পুনরুদ্ধার করতে পারে। এ্যাণ্টনিও ইহুদিটাকে যে কোন হারে সুদ দিতে প্রস্তুত—ওর আশা আছে যে কিছুদিনের মধ্যে নানান্ দ্রব্য নিয়ে ওর যে জাহাজ ফিরে আসবে তা থেকে অনায়াসেই সুদ মেটানো যাবে।

Notes, etc. : Jew—ইহুদি ; an Israelite. *Venice*—ভিনিস শহর ; a city of North-eastern Italy **N. B.** When the hordes of barbarian invaders swept over Italy in the fifth century, a number of the inhabitants along the north-western coast off the Adriatic Sea sought refuge on the low mud islands some miles off the shore between the mouths of the rivers Piave and Adige. There they laid the foundations of Venice, whose rulers from the twelfth to the eighteenth centuries each year threw a ring into the Adriatic (the custom was called "the wedding of the sea") in token of their claim to rule over the sea. Hence Venice became known as "Mistress of the Adriatic". পঞ্চম শতকে যখন বর্বর আক্রমণকারীরা দলে দলে ইতালিকে তছনছ করে গেল তখন বেশ কিছু অধিবাসী অ্যাড্রিয়াটিক সাগরের উত্তর-পশ্চিম উপকূল বরাবর কর্দমাকীর্ণ নিচু কয়েকটি দ্বীপে আশ্রয় সন্ধান করতে যায়। সেই সব দ্বীপ পিয়েভ্ এবং আদিজের মুখ থেকে কয়েক মাইল দূরে অবস্থিত। সেখানে তারা ভিনিসের ভিত্তি স্থাপন করে। ভিনিসের শাসকরা সমুদ্রের ওপর তাঁদের অধিকার প্রতিষ্ঠার নিদর্শন স্বরূপ, দ্বাদশ থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত, প্রতি বৎসর অ্যাড্রিয়াটিকের জলে একটি করে আংটি ছুঁড়ে ফেলে দিতেন। তাই ভিনিস "অ্যাড্রিয়াটিকের পত্নী" বলে খ্যাত হয়। *Usurer*—সুদখোর ; one who lends money at a high rate of interest. *Amassed*—সঞ্চয় করেছিল ; স্তূপীকৃত করেছিল ; saved ; heaped up ; gathered. *Immense*—অপরিমেয় ; beyond measure, vast. *Lending*—ধার দিয়ে ; giving loans. *Interest*—সুদ। *Merchants*—বণিকদের ; business-men. *Who had......merchants*—খৃষ্টান বণিকদের প্রচুর সুদে টাকা ধার দিয়ে যে বিপুল সম্পত্তি অর্জন করেছিল ; who became very wealthy by exacting heavy rates of interest from Christian merchants to whom he lent his money. *Hard-hearted*—কঠিন-হৃদয় ; নিষ্ঠুর ; unkind ; cruel. *Exacted*—জোর করে আদায় করত ; extorted, compelled payment of. **Exact**—'Demand and enforce payment of (money, fees, etc. from, of, person)'—(*C. O. D.*). *Severity*—কঠোরতা ; rigour. *Shylock, being......good men*—পাষাণ-হৃদয় সাইলক এমন কঠোরভাবে তার প্রদত্ত ঋণের ওপর সুদ আদায় করত যে সব ভাল লোকেরই কাছে সে ঘৃণিত ছিল ; all good men despised the heartless Shylock because of the unrelenting rigour with which he extorted interest from his borrowers.

Particularly—বিশেষভাবে ; specially. *A young......of Venice*—ভিনিসের এক তরুণ বণিক ; a young businessman of Venice. *Shylock as much hated Antonio*—সাইলকও এ্যান্টনিওকে ঠিক ততখানি ঘৃণা করত (যতখানি এ্যান্টনিও তাকে ঘৃণা করত) ; Shylock hated Antonio no less than Antonio hated him. *He used to lend*—সে ধার দিত ; he would give loans. *Distress*—নিদারুণ কষ্ট ; extreme suffering. *People in distress*—বিপন্ন মানুষকে ; people who were hard up. *Would never take any interest*—কখনো সুদ নিত না ; would not charge any interest. *For the money he lent*—যে টাকা, সে ধার দিত তার জন্য ; for the money he offered as a loan. *Enmity*—শত্রুতা ; hostility. *Covetous*—অর্থলোলুপ ; greedy. *Generous*—সহৃদয় ; kind-hearted. *Therefore there was......merchant Antonio*—তাই অর্থলোলুপ ইহুদি ও সহৃদয় বণিক এ্যান্টনিওর মধ্যে দারুণ শত্রুতা ছিল ; that is why the greedy Jew and the kind merchant Antonio were sworn enemies. **N. B.** Note the sharp distinction between Shylock and Antonio. Both used to lend money but for different purposes. Shylock was unkind and would extort heavy interest for the money he lent. Antonio was generous and would charge no interest at all for the money he lent. সাইলক এবং এ্যান্টনিওর মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য লক্ষ্য কর। উভয়েই টাকা ধার দিত—কিন্তু ভিন্ন কারণে। সাইলক ছিল অকরুণ—প্রদত্ত ঋণের বদলে সে চড়া সুদ আদায় করত। এ্যান্টনিও ছিল সহৃদয় এবং প্রদত্ত ঋণের জন্য সে কোনো সুদ নিত না। *Rialto (or Exchange)*—ভিনিসের বাজার, যেখানে টাকা-পয়সার সর্বপ্রকার লেনদেন হত ; the name of the market place in Venice where all monetary transactions were held. *Reproach*—তিরস্কার করত ; scold severely. *He used......usuries*—সুদ খাওয়ার বিষয়ে ওকে সে তীব্র ভর্ৎসনা করত ; he would scold him bitterly for his habit of extorting heavy interest. *Hard dealings*—কঠোর ব্যবহার ; rude behaviour. *Seeming*—আপাত ; apparent. *Patience*—ধৈর্য ; calm endurance. *Seeming patience*—আপাত (বা ঝুটা) সহিষ্ণুতা ; apparent (but not real) endurance. *Secretly*—গোপনে ; in secrecy. *Meditated*—গভীরভাবে বিবেচনা করেছিল ; considered deeply. **Meditate**—'Plan mentally ; exercise the mind in

contemplation' (C.O.D.). *He secretly meditated revenge*—সে গোপনে প্রতিশোধ নেওয়ার কথা ভাবছিল ; he thought to himself how he could take vengeance.

Best conditioned—বিশেষ সদাচারী ; most well-disposed. *Unwearied*—অক্লান্ত ; untired. *Most unwearied spirit in doing courtesies*—ভদ্রতা প্রদর্শনে অক্লান্ত ; never tired of being courteous. *Roman honour*—রোমানদের উপযুক্ত সম্মান বা মর্যাদাবোধ ; the sense of honour that characterises an ideal Roman. *Appeared*—প্রকাশিত হত ; manifested. *He was one......in Italy*—ইটালির অন্য যে কোন অধিবাসীর চেয়ে তার মধ্যেই প্রাচীন রোমক মর্যাদাবোধ অধিকতর প্রকাশিত হত ; the sense of Roman honour manifested itself more in him than in any other Italian. **N. B.** In other words, he was a true Roman. অন্য কথায়, সে একজন খাঁটি রোমান ছিল। *Any that drew breath in Italy*—যে কোন ব্যক্তি ইটালির বাতাসে শ্বাস গ্রহণ করত (অর্থাৎ ইটালিতে বাস করত) ; any one who breathed in Italy (that is, anyone who lived in Italy). *Greatly beloved by fellow-citizens*—সে তার সহ-নাগরিকদের বিশেষ স্নেহধন্য ছিল ; all his fellow-citizens loved him. *The friend who was nearest and dearest to his heart*—যে বন্ধুটি তার হৃদয়ের নিকটতম ও প্রিয়তম ; the friend with whom he was most intimate. *Noble*—সম্ভ্রান্ত ; aristocratic, well-to-do. *Venetian*—ভিনিসের অধিবাসী। *Patrimony*—পৈতৃক সম্পত্তি ; an inheritance from one's father or ancestors. **Patrimony**—'Property inherited from one's father or ancestors' (C.O.D.). *Having but......small patrimony*—উত্তরাধিকার-সূত্রে সামান্যই ছিল বলে ; because the property he inherited was small. *Nearly exhausted*—প্রায় সবই ফুরিয়ে ফেলেছিল ; almost used up. *His little fortune*—তার সামান্য সম্পত্তি ; his meagre resources. *Expensive*—ব্যয়বহুল ; costly. *Slender*—ক্ষীণ (বা যৎসামান্য) ; narrow or precious little. *Slender means*—সামান্য সঙ্গতি ; small resources. *Had nearly exhausted......slender means*—তার সামান্য সঙ্গতির তুলনায় অতিরিক্ত ব্যয়বহুল জীবন যাপন করে সে তার প্রায় সব সম্পত্তি শেষ করে ফেলেছিল ; he had spent up almost all his wealth by leading

a prodigal life. *High rank*—সম্ভ্রান্ত অবস্থা ; aristocratic background. *As young men......apt to do*—ঠিক যা স্বল্পবিত্ত অথচ সম্ভ্রান্ত বংশীয় তরুণরা করে থাকে ; just as aristocratic young men usually do. অর্থাৎ অধিকাংশ সম্ভ্রান্তবংশীয় স্বল্পবিত্ত তরুণদের মত ব্যাসানিও তার সমস্ত সম্পত্তি দ্রুত বিনষ্ট করে ফেলল ; like most aristocratic but poor young men Bassanio too spent up all his fortune. *Assisted*—টাকা দিয়ে সাহায্য করত ; aided him with money. *Purse*—টাকার ছোট থলি ; a small moneybag. *It seemed*—মনে হ'ত। *As if*—যেন। *They had but one heart and one purse between them*—তারা অভিন্ন হৃদয় এবং একে অন্যের অর্থ ব্যয় করতে পারে ; they were so intimate that none of them would mind if the other spent his money.

Repair his fortune—ভাগ্য পুনরুদ্ধার করা ; regain his fortune. *Wealthy marriage*—সম্পদ অর্জনের সহায়ক বিবাহ ; a marriage that would bring on wealth. *A lady......dearly loved*—যে মহিলাকে সে গভীরভাবে ভালবাসত ; a woman of noble birth whom he loved very much. *Sole*—একমাত্র ; only one. *Heiress*—উত্তরাধিকারিণী ; woman successor. *Large estate*—বিরাট অস্থাবর সম্পত্তি ; vast property, landed or movable. *Her father's lifetime*—তার বাবার জীবদ্দশায় ; during the time her father was alive. *He had observed this lady*—সে এই মহিলাকে দেখেছে ; he had seen this lady. *Speechless messages*—অব্যক্ত বার্তা ; silent messages. *He had......speechless messages*—সে লক্ষ্য করেছে যে এই মহিলা তার কাছে অব্যক্ত বার্তা প্রেরণ করে ; he had noticed that this lady addressed voiceless speeches to him. *That seemed to say*—যা বলত বলে মনে হত ; which intended to say. *That seemed......unwelcome suitor*—যা থেকে মনে হত যে সে কোন অবাঞ্ছিত প্রণয়ী বলে বিবেচিত হবে না ; it seemed from these speeches that he would be no unwelcome suitor. **N. B.** Simply, she seemed to be in love with Bassanio, though she never said this in so many words. সহজ কথায়, সে ব্যাসানিওকে ভালোবাসে বলে মনে হত—যদিও সে কথা সে কখনো ভাষায় প্রকাশ করে নি। *Furnish*—প্রয়োজনীয় সব কিছু দিয়ে সজ্জিত করা ; to fit in with what is necessary. *To furnish himself*

with an appearance—নিজেকে সাজ-পোষাকে ভূষিত করতে ; to equip himself with dress and retinue. *Befitting*—উপযুক্ত ; proper ; adequate. *Heiress*—উত্তরাধিকারিণী ; lawful female successor. *Befitting......an heiress*—এমন ধনী উত্তরাধিকারিণীর প্রেমিকের উপযুক্ত ; in keeping with the requirements of the lover of so rich a lady. *Besought*—অনুরোধ করল ; requested. **N. B.** This is an archaic word. এটি প্রাচীন শব্দ। *Many favours*—নানাবিধ অনুগ্রহাদি ; all kinds of good will. *Ducats*—পুরান ইতালিয় স্বর্ণ মুদ্রা ; old Italian gold coins. *Antonio had......by him*—এ্যান্টোনিওর কাছে কোন টাকা ছিল না ; Antonio had no money. *Expecting*—আশা করে ; hoping. *Merchandise*—পণ্য দ্রব্য ; articles of trade. *Expecting soon...... merchandise*—পণ্য দ্রব্যভর্তি কয়েকটি জাহাজ শীঘ্রই আসবে, এই আশায় ; hoping that some of his ships loaded with articles of trade would come soon. *Rich money-lender*—ধনী কুসীদজীবী। *Borrow*—ধার করা। *Credit*—(দেনাদি) পরিশোধের মেয়াদ ; the receipt side of an account. *Borrow......those ships*—জাহাজ গুলোর ভরসায় টাকা ধার করবো ; borrow the money with the expectation that the loan could be repaid from the profit earned by selling the merchandise with which the ships were laden. *Antonio asked......should require*—এ্যান্টনিও ইহুদিকে তার ইচ্ছামত যে কোন সুদে তিন হাজার ডুকাট ধার দিতে বলল ; Antonio promised to pay the Jew any interest on the three thousand ducats to be advanced by him.

অনুবাদ ঃ ইহুদি সাইলক ভিনিসে বাস করত। সে ছিল সুদখোর। খৃষ্টান বণিকদের চড়া সুদে টাকা ধার দিয়ে সে বিরাট সম্পত্তি অর্জন করেছিল। কঠিন-হৃদয় সাইলক এমন জবরদস্তি করে তার ধার-দেওয়া-টাকা আদায় করে নিত যে ভাল লোক মাত্রই তাকে অপছন্দ করত। ভিনিসের এক তরুণ বণিক এ্যান্টনিও তাকে সবচেয় বেশী অপছন্দ করত। সাইলকও এ্যান্টনিওকে একই রকম ঘৃণা করত, কারণ দুঃস্থ মানুষকে এ্যান্টনিও টাকা ধার দিয়ে সাহায্য করত ; ও আবার ঋণের ওপর কোন সুদ পর্যন্ত নিত না। তাই অর্থলোভী ইহুদি এবং সহৃদয় এ্যান্টনিওর মধ্যে শত্রুতাচরণের অবধি ছিল না। রিয়াল্‌টোতে এ্যান্টনিও ও সাইলকের যখনই দেখা হত তখনই এ্যান্টনিও

ওকে সুদ খাওয়া ও দুর্ব্যবহারের ব্যাপার নিয়ে যা-তা কথা বলত। কপট ধৈর্যসহকারে ইহুদি এসব কথা শুনে যেত, আর মনে মনে প্রতিশোধ নেওয়ার কথা ভাবত।

এ্যান্টনিও ছিল সবচেয়ে সহৃদয় ব্যক্তি, তার ব্যবহার ছিল অত্যুত্তম। ভদ্র আচরণে সে ছিল অক্লান্ত। ইটালির বাসিন্দাদের মধ্যে তার মধ্যেই রোমান-জনোচিত মর্যাদাবোধের সর্বাপেক্ষা বেশি প্রকাশ দেখা যেত। সব নাগরিক-রাই তাকে ভালবাসত; তবে যে ব্যক্তি তার সর্বাপেক্ষা প্রিয় ছিল সে হল ব্যাসানিও নামে জনৈক সম্ভ্রান্ত ভিনিসিয়। উত্তরাধিকার সূত্রে সে সামান্য যা ধন দৌলত পেয়েছিল তা আর সব স্বল্পবিত্ত সম্ভ্রান্ত বংশীয় তরুণদের মত অতিরিক্ত বড়মানুষী করতে গিয়ে প্রায় সবই খরচ করে ফেলেছিল। বাসানিও চাইলেই এ্যান্টনিও তাকে অর্থ দিয়ে সাহায্য করত। মনে হত এই দুই তরুণের হৃদয় ও সম্পত্তি পৃথক নয়।

একদিন ব্যাসানিও এ্যান্টনিওর কাছে এসে বলল যে সে তার ধনীর দুলালী প্রেমিকাকে বিয়ে করে তার নষ্ট ভাগ্যের পুনরুদ্ধার করতে চায়। কিছুদিন আগে মারা যাওয়ার সময় মেয়েটির বাবা তাকেই তাঁর বিরাট ভূসম্পত্তির একমাত্র অধিকারিণী করে গেছেন। তার বাবার জীবদ্দশাতে ব্যাসানিও মেয়েটির বাড়ি যেত, তখন সে তার চোখের ভাষায় যে অব্যক্ত বার্তা পেত তা থেকে মনে হয়েছে যে প্রণয়ী হিসেবে সে অবাঞ্ছিত হবে না। কিন্তু এমন এক ধনী উত্তরাধিকারিণীর প্রেমিকের উপযুক্ত সাজ-পোষাক কেনার মত অর্থ তার কাছে নেই। এ্যান্টনিও তাকে অনেক অনুগ্রহ করেছে, তিন হাজার ডুকাট দিয়ে আর একবার তাকে সাহায্য করুক—ব্যাসানিওর এই প্রার্থনা।

বন্ধুকে ধার দিতে পারে এমন অর্থ এ্যান্টনিওর কাছে তখন নেই; তবে ও আশা করছিল যে পণ্যদ্রব্যে বোঝাই হয়ে তার কয়েকটি জাহাজ শীঘ্রই এসে পৌঁছবে। ও বলল যে ওই জাহাজগুলোর ভরসায় ধনী সুদখোর সাইলকের কাছ থেকে ও টাকা ধার নেবে।

Grammar and Composition : *lived at Venice*—in modern English *in Venice* is more common.

an usurer—'a usurer' in modern English.
a hard-hearted man—'hard-hearted' is an epithet.
exacted the payment etc.—note the use of 'exact' as a verb.
such severity—'severity' is an uncountable noun.

particularly by Antonio—'particularly' is an adverb of manner.

unwearied spirit—note the use of 'unwearied' as an attributive adjective.

than in any—'any' is a substitute noun.

He was greatly loved—'greatly' is an advérb of manner.

the friend who was nearest and dearest—'nearest and dearest' is predicative adjective. Note the use of the superlative degree.

speechless messages—note the epithet 'speechless'.

no unwelcome suitor—note the epithet 'unwelcome'.

furnish himself with an appearance—'appearance' is here a countable noun.

an heiress—'h' in 'heiress' is silent ; hence '*an* heiress'.

Short Questions and Answers

Q. 1. *Who was Shylock ? How did he accumulate vast wealth ?* [সাইলক কে ছিল ? কিভাবে সে বিপুল ধনসম্পত্তি সঞ্চয় করেছিল ?]

Ans. Shylock was a Jew, and lived in Venice. He gathered vast wealth by lending money to the Christian merchants at high interest.

[সাইলক ছিল ভিনিস শহরের এক ইহুদি। খ্রীষ্টান বণিকদের উচ্চ সুদে টাকা ধার দিয়ে সে বিপুল ধনৈশ্বর্য সঞ্চয় করেছিল।]

Q. 2. *How did people think about Shylock ?*

[লোকেরা সাইলক সম্বন্ধে কী ভাবত ?]

Ans. Shylock was very cruel and unscrupulous. So decent people in general and Antonio in particular hated him.

[সাইলক অত্যন্ত নিষ্ঠুর এবং অসাধু প্রকৃতির লোক ছিল। তাই সাধারণভাবে সব ভদ্র ব্যক্তিই এবং বিশেষ করে এ্যান্টনিও তাকে ঘৃণা করত।]

Q. 3. *Give precise reasons for Antonio's dislike of Shylock.*

[এ্যান্টনিওর সাইলককে অপছন্দ করার যথাযথ কারণ দেখাও।]

Ans. Antonio was very much different from Shylock. Antonio would lend money to people in need of it. But he would charge no interest. So Antonio and Shylock were sworn enemies.

[এ্যান্টনিও এবং সাইলক সম্পূর্ণ ভিন্ন চরিত্রের ব্যক্তি ছিল। অভাবী

লোককে এ্যান্টনিও টাকা ধার দিত। কিন্তু সে কোনো সুদ নিত না। তাই এ্যান্টনিও এবং সাইলক ছিল পরস্পরের শত্রু।]

Q. 4. *What happened whenever Shylock and Antonio met?*

[সাইলক এবং এ্যান্টনিওর মধ্যে সাক্ষাৎ হলে কী হত ?]

Ans. Antonio met Shylock now and then on the Rialto. He would then reprimand Shylock for his greed. Shylock pretended to bear with him, though he actually wanted to take revenge.

[এ্যান্টনিও এবং সাইলকের মধ্যে মাঝেসাজে রিয়াল্‌টোতে সাক্ষাৎ হত। সে তখন সাইলককে তার অর্থলোলুপতার জন্য তিরস্কার করত। সাইলক তাকে সহ্য করে নিয়েছে বলে ভাণ করত, যদিও আসলে সে প্রতিশোধ নিতে চাইত।]

Q. 5. *What sort of man was Antonio?*

[এ্যান্টনিও কী ধরণের লোক ছিল ?]

Ans. Antonio was very kind-hearted and courteous. He was the noblest of all Romans.

[এ্যান্টনিও অত্যন্ত সহৃদয় এবং ভদ্র। সব রোমানদের মধ্যে সেই ছিল মহত্তম।]

Q. 6. *What was the people's attitude towards him?*

[লোকেরা তার সম্বন্ধে কী ভাবত ?]

Ans. Everybody loved him.

[এ্যান্টনিওকে সকলেই ভালবাসত।]

Q. 7. *Who was his most intimate friend? What sort of man was he?* [তার সবচেয়ে অন্তরঙ্গ বন্ধু কে ? সে কোন্ ধরণের লোক ছিল?]

Ans. Bassanio was his most intimate friend. Bassanio was a noble Venetian.

[তার সর্বাপেক্ষা অন্তরঙ্গ বন্ধু হল ব্যাসানিও। ব্যাসানিও ছিল সম্রান্ত বংশীয় ভিনিসিয়।]

Q. 8. *What was his financial position?*

[তার আর্থিক অবস্থা কেমন ছিল ?]

Ans. He inherited not much wealth from his father. And he spent it all up in a very short time.

[সে তার বাবার কাছ থেকে বিশেষ কিছু সম্পত্তি পায় নি। এবং তাও সে স্বল্প কালের মধ্যেই ব্যয় করে ফেলেছিল।]

Q. 9. *How deep was the friendship between Antonio and Bassanio?* [এ্যান্টনিও ও ব্যাসানিওর মধ্যে বন্ধুত্ব কত গভীর ছিল ?]

Ans. Bassanio was the dearest friend of Antonio. Antonio would always help him in his distress. It seemed as if both the friends had a common heart and a common purse between them.

[ব্যাসানিও ছিল এ্যান্টনিওর সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু। এ্যান্টনিও তার বিপদে-আপদে সর্বদাই সাহায্য করত, মনে হত যেন দুই বন্ধুর হৃদয় ছিল অভিন্ন এবং টাকাকড়িও ছিল অভিন্ন।]

Q. 10. *How rich was the lody that Bassanio loved?*

[ব্যাসানিও যে মহিলাটিকে ভালবাসত সে কিরূপ ধনী ছিল ?]

Ans. The lady whom Bassanio loved was very rich. She was the only heiress to a large estate.

[ব্যাসানিও যে মেয়েটিকে ভালবাসত সে খুব ধনী ছিল। সে বিরাট ভূ-সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারিণী ছিল।]

Q. 11. *What led Bassanio to believe that she liked him?*

[ব্যাসানিও কেন বিশ্বাস করত যে সে তাকে পছন্দ করে ?]

Ans. Even if she never spoke to Bassanio, she cast honeyed looks on him. From this it seemed that she liked him.

[যদিও সে কখনো ব্যাসানিওর সঙ্গে কথা বলে নি, তবু সে তার প্রতি মধুর দৃষ্টি নিক্ষেপ করত। তাই থেকে মনে হত সে বোধ হয় তাকে পছন্দ করে।]

Q. 12. *Why did Bassanio come to Antonio?*

[ব্যাসানিও এ্যান্টনিওর কাছে কেন এল ?]

Ans. Bassanio wanted to repair his fortune by marrying the noble and wealthy lady he loved. He needed some money for this purpose. But he had none. So he came to ask Antonio for a loan of three thousand ducats.

[যে বিত্তবতী এবং সম্ভ্রান্ত মহিলাকে সে ভালবাসত তাকে বিবাহ করে ব্যাসানিও তার ভাগ্য ফেরাতে চেয়েছিল। এই উদ্দেশ্যে তার কিছু অর্থের প্রয়োজন হয়। তাই সে এ্যান্টনিওর কাছে তিন সহস্র ডুকাট ধার চাইতে এসেছিল।]

Q. 13. *Why did Antonio decide to go to Shylock?*

[এ্যান্টনিও সাইলকের কাছে যাবার সিদ্ধান্ত নিল কেন ?]

Ans. Antonio sincerely wished to help his friend Bassanio with money. But he had no money at that time. He was expecting some of his ships to return with merchandise. So he decided to go to Shylock for borrowing money from him upon the credit of those ships.

[এ্যান্টনিওর আন্তরিক ইচ্ছা ছিল তার বন্ধু ব্যাসানিওকে সে টাকা দিয়ে সাহায্য করবে। কিন্তু সে-সময় তার হাতে কিছুই ছিল না। তবে সে আশা করছিল যে বাণিজ্য-সম্ভার নিয়ে তার কতকগুলো জাহাজ ফিরে আসবে। সেই জাহাজগুলোর ভরসায় সে টাকা ধার করবার উদ্দেশ্যে সাইলকের কাছে যাবে বলে সিদ্ধান্ত করল।]

Paragraphs 5-15

Gist : Shylock thought this to be a rare opportunity and he made up his mind to take full advantage of it. He said that he would give Antonio the loan in spite of the fact that the Christian missed no opportunity to slander him. And he would charge no interest on the loan but Antonio must be prepared to have a pound of flesh cut off from any part of his body in case he failed to repay the loan within the stipulated date. Antonio said that he had not ceased to hate Shylock. He was not seeking his favour either. Let him give Antonio the loan at whatever rate of interest he pleased. Antonio, quite sure that his ships would return on time, accepted the condition in jest.

সারার্থ : সাইলক এটিকে একটি কদাচিৎ প্রাপ্তব্য সুযোগ ভাবল এবং তার পূর্ণ সুযোগ নেবে বলে স্থির করল। সে বলল, ও যদিও এ্যান্টনিও সুযোগ পেলেই তার কুৎসা গায় তবুও তাকে ঋণ দিতে সে প্রস্তুত। ঋণের ওপর সুদ সে কিছুই নেবে না। তবে নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে দেনা না মেটাতে পারলে এ্যান্টনিওকে তার দেহের যে কোন জায়গা থেকে এক পাউণ্ড মাংস কেটে দেওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। এ্যান্টনিও বলল যে সে সাইলককে ঘৃণা করা বন্ধ করে নি। সে তার অনুগ্রহও চায় না। যে সুদে সে খুসি তাতেই এ্যান্টনিওকে ঋণ দিতে পারে। তার জাহাজগুলো শীঘ্রই ফিরে আসবে—এই নিশ্চিত বিশ্বাসে এ্যান্টনিও ঠাট্টাচ্ছলে সাইলকের প্রস্তাবে রাজী হয়েছিল।

Notes, etc. : *Went together*—একসঙ্গে গেল। *Lend*—ধার দেওয়া; advance a loan. *Upon any......should require*—তার ইচ্ছেমত যে কোন সুদে ; upon any interest he wanted. *Merchandise*

—পণ্যদ্রব্য ; articles of trade. *To be......merchandise*—পণ্যদ্রব্য বিক্রি করে মেটান যায় এমন ; to be repaid by selling the articles of trade. *Contained......at sea*—(যে পণ্য) জাহাজ ভর্তি হয়ে সমুদ্রে আছে ; the articles that remain stored in his ships at sea. *On this*—এই ক্ষেত্রে, on this occasion. *Shylock......within himself*—সাইলক নিজের মনে ভাবল ; Shylock thought to himself. *Catch him......the hip*—ওকে যদি বাগে পাই ; get him at a point of disadvantage. *Have (person) on the hip*—get him 'at a disadvantage' (*C. O. D.*). *I will feed fat*—আমি সম্পূর্ণ চরিতার্থ করব ; I will fully gratify. *Ancient grudge*—পুরনো বিবাদ ; old envy. *I bear him*—আমি পোষণ করি ; I nurse against him. *If I can......bear him*—ওকে একবার বাগে পেলে আমি ওর ওপরে পুরনো ঝাল ঝেড়ে ছাড়ব ; I will fully avenge myself upon him if I once get him at a disadvantage. *He hates our Jewish nation*—ও আমাদের ইহুদি জাতকে ঘেন্না করে। *He lends out money gratis*—ও বিনা সুদে ঋণ দেয় ; he gives loan without interest. *Among the merchants*—ব্যবসায়ীদের মধ্যে ; in the presence of merchants. *He rails at me*—আমাকে গালাগাল করে ; he slanders me. *My well-earned bargains*—দর কষাকষি করে প্রাপ্ত আমার কষ্টার্জিত অর্থ ; the profit I earn after a hard bargain. *Cursed be......forgive him !*—জাহান্নমে যাক আমার জাত যদি আমি ওকে ক্ষমা করি ; let my tribe be consigned to damnation if I forgive him. *Tribe*—জাত বা গোষ্ঠী ; a set of people of common descent. *Forgive*—ক্ষমা করা ; pardon.

Finding—দেখে, noticing. *Musing*—চিন্তা করছে ; thinking, meditating. *Musing within himself*—ওকে আপন মনে চিন্তা করছে দেখে ; noticing that he was thinking to himself. *Being impatient for the money*—টাকার জন্য ব্যগ্র হয়ে ; being eager for the money. *Signor*—ইটালির ভদ্রতাসূচক সম্বোধনে ব্যবহৃত আখ্যাবিশেষ ; an Italian word of address equivalent to Mr. or Sir. *Railed at me*—আমাকে কটু ভাষায় গালাগালি দিয়েছো ; used abusive languages against me. **Rail** (*v.*)—'use abusive language' (*C.O.D.*) *Many a time and often*—বহুবার, প্রায় ; often. *Usuries*—সুদে টাকা ধার

দেওয়া ; the taking of interest on a loan. *I have borne*—সহ্য করেছি ; I have tolerated. *Shrug*—ঔদাসীন্য দেখিয়ে সামান্য কাঁধ ঝাঁকান ; drawing up the shoulders slightly to show indifference. *Sufferance*—যন্ত্রণা ভোগ ; enduring pain and trouble. *The badge ......our tribe*—আমাদের জাতিচিহ্ন ; the distinguishing mark of our Jewish nation. *Unbeliever*—ভগবানে অবিশ্বাসী ; atheist. *Cut-throat dog*—এমন নৃশংস কুকুর যে গলা কাটতেও কুণ্ঠা করে না ; a dag cruel enough to cut throats. **N. B.** অর্থাৎ সর্বনাশ করে সুদ আদায় করে ; he extorts so much money as interest that it leaves the borrower a destitute. *You spit upon my Jewise garments*—তুমি আমার ইহুদি পোষাকের ওপর থুতু দাও ; you hate me so much that you do not hesitate to spit upon garments that mark me out as a Jew. *Spurned*—পদদলিত করলে ; trampled under foot. *Cur*—খেঁকী কুকুর ; lowbred worthless dog. *As if I was a cur*—যেন আমি একটা খেঁকী কুকুর ; you treated me as you would treat a street dog. *It now......my help*—বোঝা গেল আমার সাহায্যের এখন তোমার প্রয়োজন ; I see you are now in need of my help. *Shall I......say*—তবে কি এখন আমি নত হয়ে বলব ; Shall I now (despite all the insults you have hurled at me) talk to you submissively? *Fair sir*—ভদ্র মহোদয় ; gentle sir. *You spit...... Wednesday last*—আপনি গত বুধবার আমার গায়ে থুতু দিয়েছিলেন ; you spit upon me last Wednesday. *Another time......me dog*—আর এক সময়ে আপনি আমাকে কুত্তা বলেছিলেন ; you called me 'dog' on another occasion. *For these courtesies*—এহেন ভদ্র ব্যবহারের জন্য ; for this kind of politeness. **N. B.** This is an irony. Shylock actually means extreme impoliteness। এটি একটি বক্রোক্তি। সাইলক আদতে দারুণ অভদ্রতা বোঝাচ্ছে। *I am to lend you money*—আমাকে আপনাকে টাকা ধার দিতে হবে ; for such kindness I must lend you money. I *am as like......you too*—আমি তোমাকে আবারও তাই বলব, তোমার গায়ে থুতু দেব, এবং তোমাকে লাথি মারব। ধার চাইছি মানে এই নয় যে তোমার সম্বন্ধে আমার ধারণা বদলে ফেলেছি। I will treat you as before. I will spit on you and kick you. The fact

that I am asking for a loan does not mean that I have changed my attitude to you. *Rather*—বরং। *If you......this money*—ধার যদি তুমি আমাকে দাও-ই ; if you lend me the money at all. *Lend it to me as to an enemy*—আমাকে দেওয়ার সময় মনে কর যে কোন শত্রুকে টাকা ধার দিচ্ছ ; better think that you are advancing loan to an enemy. *If I break*—আমি যদি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করি বা নির্দিষ্ট দিনে যদি দেনা শোধ না করতে পারি ; if I fail to repay the loan within the stipulated date. *Better face*—বড় মুখে ; with justness ; with full consciousness of your authority. *Exact*—জবরদস্তি করে আদায় করা ; get by force. *The penalty*—জরিমানা। *How you storm!*—বাঃ খুব গালাগাল করছ ; you are slandering me even now! **Storm**—'Talk violently ; scold' ; (*C.O.D.*). *I would......your love*—আমি তোমার বন্ধু হতে চাই, তোমার কাছ থেকে ভাল ব্যবহার পেতে চাই ; I want to make friends with you and would fain have your love. *I will......upon me*—আমাকে যে হেনস্থা করেছ তা আমি ভুলে যাব ; I am prepared to forget the insults you have hurled at me. *I will supply your wants*—আমি তোমার অভাব মিটিয়ে দেব ; I will give you what you need. *(I will) take no......my money*—আমার দেওয়া টাকার ওপর কোন সুদ নেব না ; I will charge no interest for the money I lend you. *Seemingly*—আপাততঃ ; apparently. *Kind offer*—সহৃদয় প্রস্তাব ; generous proposal. *Pretending kindness*—সহৃদয়তার ভাণ করে ; posing to be kind. *All he......Antonio's love*—এ্যান্টনিওর ভালবাসা পাওয়ার জন্যই সে সব কিছু করেছে ; whatever he did, he did to obtain his good will. *Antonio should......a lawyer*—এ্যান্টনিও তার সঙ্গে কোনো আইনজীবীর কাছে চলুক ; let Antonio accompany him to a lawyer. *In merry sport*—মজা করতে করতে ; not seriously ; for the fun of it. *Bond*—চুক্তিপত্র ; contract. **Bond**—'binding engagement, agreement ; deed by which A binds himself and his heirs etc. to pay a sum to B'—(*C.O.D.*). *By a certain day*—একটা নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে ; within the appointed day. *Forfeit*—কিছুতে অধিকার খোয়ান ; to lose right to. *He would......of flesh*—সে তার এক

পাউণ্ড মাংস খোয়াবে ; he would lose right to a pound of his flesh. *To be cut......Shylock pleased*—যা সাইলক তার খুসিমত দেহের যে কোন অংশ থেকে কেটে নিতে পারবে ; which Shylock would have the right to cut off from any part of the body he liked. *Content* —সন্তুষ্ট হও। *I will......this bond*—আমি এই চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করব ; I will append my signature to this bond. *And say······the Jew* —এবং বলব যে ইহুদিটার যথেষ্ট দয়ামায়া আছে ; I will tell people that the Jew is kindness incarnate. **N. B.** Antonio is obviously ridiculing Shylock. এ্যাণ্টনিও স্পষ্টতঃই সাইলককে বিদ্রূপ করছে। *Insisted*—জেদ করল। *For that*—এই কারণে ; for the reason that. *Before the day......would return*—দেনা শোধ করার দিন আসার আগেই তার জাহাজ এসে পড়বে ; his ships were certain to return before the appointed day. *Laden*—বোঝাই করা ; loaded. *Laden with ......the money*—ধার নেওয়া টাকার অনেক বেশিগুণ মূল্যের জিনিসপত্র নিয়ে জাহাজ আসবে ; his ships would be loaded with goods worth many times the money borrowed. *Debate*—বিতর্ক ; argument. *Exclaimed*—চিৎকার করে বলে উঠল ; blurted out. *Father Abraham* —আব্রাহাম হলেন ইহুদিদের কুলপতি ; Abraham was a Jewish patriarch. *Suspicious*—সন্দেহপ্রবণ ; tending to suspect. *What suspicious.........Christians are* !—এই খৃষ্টানরা কতই না সন্দেহপ্রবণ ; i. e., the Christians are very unjustly suspicious. *Hard dealings*—কঠোর ব্যবহার ; rude behaviour. *Teach them*— তাদের শিক্ষিত করো ; make them. *The thought of others*—অন্যের চিন্তা। *I pray......this, Bassanio*—ব্যাসানিও, আপনার কাছে আমার নিবেদন, আপনি আমার এই কথার জবাব দিন ; Bassanio, please answer my query. *If he should......day*—ও যদি নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে টাকা ফেরৎ না দিতে পারে ; if he fails to repay on or before the appointed day. *What should I gain*—কী পেতে পারি ; what may I get. *Exaction*—জোর করে আদায়ীকৃত বস্তু ; from the object secured by force. *Forfeiture*—বাজেয়াপ্ত বস্তু ; thing forfeited. *Estimable*—মূল্যবান ; লাভজনক ; valuable ; of profit. *As the flesh ......beef*—ভেড়ার মাংস বা গো-মাংসের মত। *Adieu*—বিদায়।

Expl. : *Shall I bend......you money ?*

These lines are taken from *The Merchant of Venice* which occurs in *Tales from Shakespeare* by Charles and Mary Lamb.

Antonio asked Shylock for a loan of three thousand ducats with which he wanted to help Bassanio. In reply Shylock the Jew said that Antonio never missed any opportunity to slander him. He called him names and even spat on him. Did this really oblige Shylock to help Antonio ?

Only last Wednesday Antonio spat on Shylock. He had also called him dog. Was this decent behaviour ? How could Antonio now have the face to ask for a loan ? Shylock's words are obviously full of bitterness. But Shakespeare leaves us in no doubt that he has reason to be bitter.

ব্যাখ্যা ঃ চার্লস ও মেরি ল্যাম্ রচিত টেইলজ্ ফ্রম্ শেক্সপীয়র-এর অন্তর্গত দ্য মারচেন্ট অব ভিনিস থেকে এই পংক্তি কয়টি গৃহীত।

এ্যান্টনিও সাইলকের কাছে তিন হাজার ডুকাট ধার চাইল—তা সে ব্যাসানিওকে দেবে। উত্তরে ইহুদি সাইলক বলল যে তাকে গালাগাল দেওয়ার কোনো সুযোগ এ্যান্টনিও ছাড়ে না। তাকে সে গালাগাল করেছে এবং এমন কি থুতু পর্যন্ত দিয়েছে। সেইজন্যই কি সাইলক এ্যান্টনিওকে ধার দিতে বাধ্য ?

এই তো গত বুধবারেই এ্যান্টনিও সাইলকের গায়ে থুতু দিয়েছিল। সে তাকে কুত্তা বলেছে। এটা কি শোভন আচরণ ? এখন কোন্ মুখে এ্যান্টনিও তার কাছে ধার চায় ? স্পষ্টতঃই সাইলকের কথা তিক্ততায় পূর্ণ। কিন্তু তার যে তিক্ত হওয়ার কারণ রয়েছে, সে বিষয়ে শেক্সপীয়র আমাদের মনে কোনো সন্দেহ রাখেন নি।

Expl. : *I pray you······of beef.*

These lines are taken from *The Merchant of Venice,* which occurs in *Tales from Shakespeare* by Charles and Mary Lamb. Antonio was thinking to himself about what to do about Shylock's terms of loan. Observing this, Shylock made this remark.

If Antonio failed to keep his promise and did not repay the loan by the stipulated date, Shylock would gain nothing but a pound of Antonio's flesh. But what was this flesh worth ? It could not be eaten like mutton or beef. It could not be sold either. Why then should Antonio be suspicious of his motives ? Shylock is here obviously trying to conceal his true feelings.

ব্যাখ্যা : চার্লস ও মেরি ল্যাম্ রচিত **টেইলজ্ ফ্রম্ শেক্সপীয়র-এর অন্তর্গত দ মারচেন্ট অব্ ভিনিস** থেকে এই অংশটি গৃহীত। সাইলকের ঋণের শর্তাদি সম্বন্ধে কী করবে তাই নিয়ে এ্যান্টনিও আপন মনে চিন্তা করছিল। তাই লক্ষ্য করে সাইলক এই উক্তি করল।

এ্যান্টনিও যদি প্রতিজ্ঞা না রাখতে পারে এবং নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে ধার শোধ না করতে পারে, তাহলে সাইলক এ্যান্টনিওর এক পাউণ্ড মাংস ব্যতীত আর কিছুই পাবে না। কিন্তু এই মাংসের কী-ই বা মূল্য আছে? ভেড়ার মাংস বা গো-মাংসের মতো তা খাওয়া যাবে না। তা বিক্রিও হবে না। অতএব তার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে এ্যান্টনিও এত সন্দিহান কেন? সাইলক এখানে স্পষ্টতঃই তার প্রকৃত মনোভাব লুকোবার চেষ্টা করছে।

অনুবাদ : এ্যান্টনিও ও সাইলক দুজনে সাইলকের কাছে গেল। এ্যান্টনিও ইহুদিকে বলল যে, সে যে কোন সুদে তিন হাজার ডুকাট ধার চায়। তার যে পণ্যবোঝাই জাহাজ এখনো সমুদ্রে রয়েছে তাই থেকে ও দেনা মিটিয়ে দেবে।

একথা শুনে সাইলক আপন মনে ভাবল, "একবার যদি ওকে বাগে পাই তাহলে ওর ওপর আমি আমার পুরনো আক্রোশ মিটিয়ে নেব। ও আমাদের ইহুদি জাতকে ঘৃণা করে; বিনা সুদে ও টাকা ধার দেয়; এবং আমার কষ্টোপার্জিত অর্থকে সুদ আখ্যা দিয়ে তাই নিয়ে ও বণিকদের মধ্যে আমাকে গালাগাল করে। আমি যদি ওকে ছেড়ে দিই তাহলে আমার জাতটাই নিপাত যাক।"

ওকে চিন্তা করতে দেখে এবং ওর উত্তর না পেয়ে এ্যান্টনিও অধৈর্য হয়ে বলল, "সাইলক, শুনতে পাচ্ছ কি? টাকাটা ধার দেবে কি?"

এ প্রশ্নের উত্তরে ইহুদি বলল, "সিনর এ্যান্টনিও, আমার বিত্ত ও সুদ খাওয়ার প্রসঙ্গে আপনি আমাকে বহুবার যা তা বলেছেন, আমি তা গায়ে মাখি নি; কারণ কষ্টসহিষ্ণুতাই আমাদের ইহুদি জাতির লক্ষণ। আপনি আমাকে (ভগবানে) অবিশ্বাসী, নৃশংস কুকুর বলেছেন, আমার ইহুদি পোষাকে আপনি থুতু দিয়েছেন। কুকুরের মত আমাকে লাথি মেরেছেন। এখন বোঝা যাচ্ছে যে আমার সাহায্যেরও আপনার প্রয়োজন হয়। আমার কাছে এসে আপনি বলছেন, সাইলক আমাকে টাকা ধার দাও। কুকুরের কি টাকা আছে? খেঁকি কুকুর কি তিন হাজার ডুকাট ধার দিতে পারে? আমি কি তবে আনত হয়ে বলব, ভদ্র মহোদয়, আপনি গত বুধবার আমাকে থুতু দিয়েছেন, আর একবার আপনি আমাকে কুকুর বলেছেন, এবং এবম্বিধ ভদ্র আচরণের জন্য আমি আপনাকে টাকা ধার দেব?"

উত্তরে এ্যান্টনিও বলল, 'আবারও আমি তোমাকে ওই সব আখ্যা দেব, তোমাকে থুতু দেব, লাথিও মারব। টাকা ধার দিতে হলে বন্ধু হিসেবে নয়, শত্রু হিসেবেই তা দিও ; যাতে করে দেনা শোধ না করতে পারলে বেশ ভালমত জরিমানা আদায় করতে পার।'

'বটে', সাইলক বলল, 'বেশ গালাগাল করেই চলেছ। আমি কিন্তু তোমার বন্ধুত্ব ও ভালবাসা চাই। যে অপমান তুমি আমাকে করেছ তা আমি ভুলে যাব। তোমার অভাব আমি পূরণ করব এবং আমার দেওয়া টাকার ওপর কোন সুদও নেব না।'

আপাত-দৃষ্টিতে সহৃদয় এই প্রস্তাবে এ্যান্টনিও বিস্মিত হল। সাইলক তখনও সহৃদয়তার ভাণ করছে—তার ভাবখানা এই যেন সবকিছুই সে এ্যান্টনিওর ভালবাসা অর্জন করার জন্য করছে। সে আবার বলল যে তিন হাজার ডুকাট ধার দেবে এবং তার জন্য কোন সুদও নেবে না। এ্যান্টনিও কেবল ওর সঙ্গে কোন আইনজীবীর কাছে যাবে এবং তারপর ঠাট্টাচ্ছলে একটা চুক্তিপত্র সই করবে। তাতে লেখা থাকবে যে একটা নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে যদি ও ধার না শোধ করতে পারে তাহলে সাইলক ওর দেহের যে কোন জায়গা থেকে এক পাউণ্ড মাংস কেটে নিতে পারবে।

'তুমি সন্তুষ্ট থাক', এ্যান্টনিও বলল, 'এই চুক্তিপত্রে আমি সই করব এবং বলব ইহুদিরা যথেষ্ট সহৃদয়।'

ব্যাসানিও বলল যে তার জন্য এ্যান্টনিওর অমন চুক্তি করা উচিত নয়। এ্যান্টনিও কিন্তু সই করার জন্য জেদ করতে লাগল, কারণ ও নিশ্চিত যে দেনা শোধ করার শেষ দিনের আগেই ওর পণ্য বোঝাই জাহাজ এসে পড়বে আর দেয় অর্থের বহুগুণ মূল্যবান হবে সেই সব পণ্য।

এই বাদানুবাদ শুনে সাইলক সোচ্চারে বলে উঠল, 'হা আব্রাহাম, খৃষ্টান এত সন্দেহবাতিকগ্রস্ত! ওদের নিজেদের দুর্ব্যবহার প্রবণতাই ওদের অন্যদের সম্বন্ধে সন্দিহান করেছে। আচ্ছা ব্যাসানিও একটা কথা বলবে কি—ও যদি চুক্তি ভঙ্গ করে তাহলে আমি আদতে কীই বা পাব? এক পাউণ্ড নর-মাংস গো-মাংস বা ভেড়ার মাংসের মত এমন কিছু মূল্যবান লাভজনক নয়। ওর বন্ধুত্ব অর্জন করার জন্যই আমি এই প্রস্তাব দিচ্ছি, গ্রহণ করবে তো কর, নাহলে বিদেয় হও।'

ইহুদি তার সদিচ্ছার কথা যাই বলুক না কেন ব্যাসানিওর একটুও ইচ্ছে ছিল না যে তারই জন্য এ্যান্টনিও এমন একটা মর্মান্তিক ঝুঁকি নেয়। কিন্তু

ব্যাসানিওর ইচ্ছার বিরুদ্ধে এবং ইহুদির কথায় বিশ্বাস করে এ্যান্টনিও ঠাট্টাচ্ছলে চুক্তিপত্রে সই করল।

Grammar and Composition : *the merchandise*—'the' refers to 'contained in his ships'. This is called the cataphoric 'the'. 'Merchandise' is an uncountable noun.

lends out money gratis—'gratis' is an adverb of manner. In modern English 'lend, is used transitively.

well-earned bargains—'well-earned' is an epithet.

my moneys—'money' is normally used as an uncountable noun. 'Moneys' here means 'profits'.

sufferance—an unspecified uncountable noun. So article is used before it.

exact the penalty—this 'the' is called the anaphoric 'the' because the specification is in the idea of 'the loan' that has already been referred to.

O *father Abraham*—notice the use of the vocative,

suspicious people—'suspicious' is an epithet.

so estimable—'estimable' is a predicative adjective.

shocking penalty—'shocking' is an epithet.

Short Questions and Answers

Q. 1. *What did Shylock think when Antonio asked for the loan ?* [এ্যান্টনিও ধার চাইলে সাইলক কী ভাবল ?].

Ans. Shylock remembered how Antonio hated the Jew. He slandered Shylock because he lent money upon interest. But he himself lent money without any interest at all. He decided to take full advantage of the situation and take revenge.

[এ্যান্টনিও ইহুদিদের কী রকম ঘৃণা করত সে কথা সাইলকের মনে পড়ল। সুদ নিয়ে টাকা ধার দেওয়ার জন্য সে সাইলককে গালাগাল করত। কিন্তু সে নিজে বিনা সুদেই টাকা ধার দেয়। অবস্থার পূর্ণ সুযোগ নিয়ে সে প্রতিশোধ নেবে বলে স্থির করল।]

Q. 2. *What did Shylock say to Antonio ?*

[সাইলক এ্যান্টনিওকে কী বলল ?]

Ans. Shylock reminded Antonio how he railed at Antonio about his usuries and called him irreligious, cut-throat dog, cur etc. He spat upon Shylock and kicked him. Must he now for all these lend him money ?

[সাইলক এ্যান্টনিওকে স্মরণ করিয়ে দিল সুদ খাওয়ার জন্য সে তাকে

কীরকম গালাগালি দিত—অধার্মিক নিষ্ঠুর কুত্তা ইত্যাদি বলত। সে সাইলকের গায়ে থুতু দিত এবং লাথি মারত। এসবের জন্য কি এখন তাকে টাকা ধার দিতে হবে ?]

Q. 3. *What was Antonio's reply?* [এ্যান্টনিওর উত্তর কী ছিল ?]

Ans. Antonio said that he continued to hate Shylock. He would go on spitting on him, speaking ill of him and kicking him. He wanted Shylock to give him the loan not as a friend but as an enemy. And let him take any amount of interest he pleased.

[এ্যান্টনিও বলল যে সে এখনও সাইলককে ঘৃণা করে। এর পরেও সে তার গায়ে থুতু দেবে, তার সম্বন্ধে মন্দ কথা বলবে এবং লাথি মারবে। সে তাকে শত্রু হিসেবে (বন্ধু হিসেবে নয়) ঋণ দিক। তার জন্য সে তার খুশি-মাফিক সুদ নিক।]

Q. 4. *What did Shylock say upon this?*

[এই কথায় সাইলক কী বলল ?]

Ans. Shylock said that in spite of all this he wished to make friends with him. He would forget about the past and give him the loan he asked for.

[সাইলক বলল যে এত সত্ত্বেও সে তার বন্ধুত্ব চায়। সে অতীতের কথা ভুলে গিয়ে তাকে তার প্রার্থিত ঋণ দেবে।]

Q. 5. *Why was Antonio greatly surprised?*

[এ্যান্টনিও অত্যন্ত অবাক হয়ে গেল কেন ?]

Ans. Antonio expected a rude behaviour from Shylock whom he hated much. But Shylock seemed to be very kind when he said that he would forget all the wrongs done on him by Antonio, and would lend him money without any interest. This seemingly kind offer greatly surprised Antonio.

[এ্যান্টনিও সাইলকের কাছে রূঢ় ব্যবহার আশা করেছিল, কারণ তাকে সে ঘৃণা করত। কিন্তু সাইলক বড়ই সদয় মনে হল, যখন সে বলল যে তার প্রতি এ্যান্টনিও যতই অন্যায় করে থাকুক, তা সে ভুলে যেতে চায় এবং এ্যান্টনিওকে সে বিনা সুদে টাকা ধার দিতে রাজী, এতেই এ্যান্টনিও অত্যন্ত অবাক হয়ে গেল।]

Q. 6. *What were Shylock's terms?* [সাইলকের শর্ত কী ছিল ?]

Ans. Shylock said that he wanted no interest for the money to be lent. He pretended to be friendly. However, he wanted Antonio to sign a bond which would entitle Shylock to cut off a pound of flesh from Antonio's body in case he failed to repay the loan within the given time.

[সাইলক বলল যে প্রদেয় ঋণের ওপর সে কোনো সুদ চায় না। বন্ধুত্বের ভাণ করল সে। অবশ্য সে এ্যান্টনিওকে একটি চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে বলল, যার বলে নির্দিষ্ট সময়ে এ্যান্টনিও দেনা শোধ না করতে পারলে সে তার দেহ থেকে এক পাউণ্ড মাংস কেটে নিতে পারবে।]

Q. 7. *What was Antonio's reply to this?* [এ্যান্টনিওর জবাব কী ছিল ?]

Ans. In reply Antonio said that he was prepared to sign this bond. He knew that, being a Jew, Shylock was capable of no more kindness than this.

[উত্তরে এ্যান্টনিও বলল যে সে এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করবে। সে জানত যে ইহুদি সাইলক এর বেশী দয়া প্রদর্শন করতে পারবে না।]

Q. 8. *Why did Antonio insist on his signing the bond in spite of Bassanio's opposition?* [ব্যাসানিওর ঘোর আপত্তি সত্ত্বেও এ্যান্টনিও চুক্তিতে স্বাক্ষর করার জন্য জিদ ধরল কেন ?]

Ans. Antonio was quite sure that his ships, laden with valuable merchandise, would return before the day of payment. So he insisted on his signing the bond.

[এ্যান্টনিও নিঃসন্দেহ ছিল যে মূল্যবান বাণিজ্যপণ্য বোঝাই হয়ে তার জাহাজগুলো টাকা ফেরৎ দেবার নির্দিষ্ট তারিখের আগেই পৌঁছে যাবে। তাই সে চুক্তিপত্রে স্বাক্ষরের জন্য জিদ করেছিল।]

Paragraphs 16-27

Gist : Thanks to the loan provided by his friend Antonio, Bassanio succeeded in marrying Portia, the rich, noble and beautiful lady. Bassanio was deeply grateful to her ; indeed he wondered why so beautiful and rich a lady as Portia chose to accept a man of such humble fortunes as he. The occasion became all the more festive when Bassanio's attendant Gratiano and Portia's waiting maid, Nerrisa, were united in wedlock. But the happiness of the lovers was marred by

the news that Antonio had lost all his ships and consequently, his bond to the Jew.

সারার্থ : এ্যান্টনিও প্রদত্ত ঋণের কল্যাণে ব্যাসানিও ধনী ও সুন্দরী পোরসিয়াকে বিবাহ করতে সমর্থ হল। ব্যাসানি ওর কাছে গভীর কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ হল—তার মত সামান্য এমন একজনকে পোরসিয়ার মত ধনী ও সুন্দরী রমণী যে কেন বিয়ে করল তা সে ভেবেই পেল না। ব্যাসানিওর অনুচর গ্রেসিয়ানো ও পোরসিয়ার সেবিকা, নেরিসা যখন বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হল তখন উৎসব আরও আনন্দমুখর হয়ে উঠল। কিন্তু প্রেমিক-প্রেমিকাদের সুখে বাধা পড়ল যখন খবর এল যে এ্যান্টনিও তার জাহাজ খুইয়েছে এবং তার ফলে ইহুদির সঙ্গে তার চুক্তিও ভঙ্গ হয়েছে।

Notes, etc. : *Heiress*—উত্তরাধিকারিণী ; (lawful) female successor. *The rich heiress......near Venice*—যে ধনী উত্তরাধি-কারিণীটিকে ব্যাসানিও বিয়ে করতে চায় সে ভিনিসের কাছাকাছি জায়গায় বাস করত; the rich female successor whom Bassanio wanted to marry lived not far from Venice. *Graces*—গুণাবলী ; attributes, qualities. *In the graces......mind*—তার দেহের ও মনের সৌন্দর্যে ; in both physical and mental beauty. *She was nothing ...of Brutus*—কেটোর মেয়ে এবং ব্রুটাসের পত্নী যে পোরসিয়ার কথা আমরা পড়েছি তার চেয়ে এ কোন অংশে হীন ছিল না ; she (or this Portia) was in no way inferior to the one about whom we have read in books and who happened to be Cato's daughter and Brutus's wife. **N. B.** Cato Uticensis was a Roman nobleman. He was respected by all for his moral uprightness. His daughter, Portia, was married to Marcus Jurius Brutus, another noble Roman, who led the conspiracy against Julius Cæsar. In his play called *Julius Cæsar* Shakespeare gives us the characters of Brutus and Portia in much greater detail. কেটো উটিসেনসিস ছিলেন এক সম্ভ্রান্তবংশীয় রোমক। তাঁর নৈতিক ঋজুতার জন্য সবাই তাঁকে শ্রদ্ধা করত। তাঁর ভগ্নী পোরসিয়ার সঙ্গে অপর এক সম্ভ্রান্ত রোমান মার্কাস জুলিয়াস ব্রুটাসের সঙ্গে বিবাহ হয়েছিল। ব্রুটাস জুলিয়াস সিজারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছিলেন। জুলিয়াস সিজার নামক নাটকে সেক্সপীয়র অনেক পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ব্রুটাস ও পোরসিয়া চরিত্রের বর্ণনা দিয়েছেন। *Kindly supplied with money*—সহৃদয়তার কল্যাণে প্রাপ্ত অর্থ ; supply of money that came as an act of kindness. *Hazard*—ঝুঁকি ,

risk. *At the hazard......life*—তার জীবন বিপন্ন করে ; risking his life. *Set out*—যাত্রা করল ; started. *Set out for Belmont*—বেলমণ্টের পথে যাত্রা করল ; started for Belmont. *Splendid*—চমৎকার ; excellent. *Train*—অনুচরবর্গ ; retinue. **Train**—'Body of followers, retinue' (*C. O. D.*) *Attended*—উপস্থিতিতে ; accompanied. *Proving*—প্রমাণ করে। *In his suit*—তার প্রেম নিবেদনে ; in his advances. *In a short time*—অল্প সময়ের মধ্যে ; soon enough. *Consented*—রাজি হয়েছিল ; agreed. *Consented......a husband*—পতিত্বে বরণ করতে স্বীকৃত হল ; agreed to marry him. *Confessed*—স্বীকার করল ; acknowledged. *He had no fortune*—তার ঐশ্বর্য বলতে কিছু ছিল না ; he was not wealthy. *High birth*—সম্ভ্রান্ত বংশে জন্ম। *Noble ancestry*—বংশ-কৌলীন্য ; nobility of birth. *His high ......boast of*—বংশ-কৌলীন্য ছাড়া আর কিছুই তার গর্বের বস্তু ছিল না ; leaving aside nobility of birth, he had nothing else to pride himself on. *Worthy qualities*—প্রশংসনীয় গুণাবলী ; admirable attributes of character. *Who loved······qualities*—সে তার চরিত্রের প্রশংসনীয় গুণাবলীর জন্যই তাকে ভালবেসেছিল ; who loved him for the admirable qualities of his character. *Riches*—ধনদৌলত ; wealth. *Regard*—(প্রয়োজনীয়) বিবেচনা করা ; consider important or essential. *(Who) had riches enough......a husband*—যার এত ধনদৌলত ছিল যে স্বামীর ঐশ্বর্য্য থাকাটা সে প্রয়োজনীয় বলে মনে করেনি ; who had such amount of riches that she did not consider it important that her husband must necessarily be rich. *Graceful modesty*—রমণীয় সুশীলতা ; becoming hesitation. *She would······rich*—তার মনে হচ্ছিল যে তার আরও হাজার গুণ বেশি সুন্দরী এবং দশ হাজার গুণ বেশি ধনী হওয়া উচিত ছিল ; she wished that she had been vastly more beautiful and rich. *To be···of him*—তার আরও যোগ্য হওয়ার জন্য। The authors mean that Portia did not consider herself worthy of Bassanio in spite of the fact that she was so rich. She believed that the qualities of Bassanio's character far outweighed her wealth, which she inherited from her father, লেখক ও লেখিকা বলছেন যে এত ধনী হয়েও পোরসিয়া নিজেকে ব্যাসানিওর যোগ্য মনে করেনি, তার বিশ্বাস যে ব্যাসানিওর চরিত্রের গুণ তার

ধনদৌলতের চেয়েও অধিকতর মূল্যবান। *Accomplished*—মার্জিত রুচিসম্পন্ন ; cultured. *Prettily*—সুন্দরভাবে ; gracefully. *Dispraised*—প্রাপ্ত প্রশংসা থেকে মুক্ত করল ; freed herself from the praises heaped on her. *Portia......herself*—মনোরমভাবে পোরসিয়া নিজের গুণাবলী ছোট করে দেখাল ; here the authors mean to say that Portia, in a graceful manner, undervalued her merits. *She was an unlessoned girl*—সে একটি অশিক্ষিত মেয়ে ; she was unlettered. *Unschooled*—অশিক্ষিত ; untrained. *Unpractised*—অনভ্যস্ত ; unused. *She was......unpractised*—পোরসিয়া বলতে চেয়েছিল যে বিদ্যা-বুদ্ধিতে ও ব্যবহারিক জীবনের সব কিছুতেই সে অপরিণত ও অনভ্যস্ত ; Portia wanted to say that she was neither educated nor used to practical life. *Let no......so could learn*—তবে শেখার বয়স তার এখনো পেরিয়ে যায়নি ; however she was still young enough to start learning. *Commit*—বাধ্য করবে ; will subject. *Gentle spirit* — তার সুকোমল সত্তা ; tender being. *To be governed by him*—তার দ্বারা পরিচালিত ও শাসিত ; to be led him. পোরসিয়া বলতে চায় যে সব বিষয়ে সে ব্যাসানিওর মতামত মেনে চলবে। Portia wants to say that she will be guided by Bassanio's opinions on all occasions and in all matters. *Converted*—পরিবর্তিত (এখানে নিবেদিত) ; changed or offered. *Myself and what is mine*—আমি নিজে এবং আমার যা কিছু আছে। *Myself......now converted*—আমাকে নিজেকে এবং আমার যা কিছু আছে সবই তোমাকে নিবেদন করলাম ; I surrender myself and all I have to you. *Fair mansion*—মনোরম অট্টালিকা। *But yesterday*—মাত্র একদিন আগে গতকালই ; only yesterday. *But yesterday......these servants*—ব্যসানিও, মাত্র গতকালই আমি এই মনোরম অট্টালিকা, আমার নিজের এবং ভৃত্যদের সর্বাধিকারী ছিলাম ; Bassanio, only yesterday I was my own mistress as also of this palatial building and these servants. *Now this house......my lord*—স্বামী, এখনই এই বাড়ী, ভৃত্যরা এবং আমি নিজে –সবই তোমার ; O, my husband, this house, these servants and myself—all these now belong to you. *I give......ring*—এই আংটিটি সমেত সবকিছু আমি তোমাকে দিলাম , I turn all these to you along

with this ring. *Overpowered*—অভিভূত ; overwhelmed. *Gratitude*—কৃতজ্ঞতা ; thankfulness. *Wonder*—বিস্ময় । *Gracious manner*—শোভন ব্যবহার ; gentle behaviour. *Rich and noble*—ধনী ও সম্ভ্রান্ত ; well-to-do and aristocratic. *Accepted*—গ্রহণ করেছিল ; received. *Humble fortune*—সামান্য ভাগ্য ; meagre wealth. *Express his joy*—তার আনন্দ প্রকাশ করা । *Reverence*—শ্রদ্ধা ; respect. *Who so honoured him*—যে তাকে শ্রদ্ধা করত । *Broken words*—ভাঙা ভাঙা (অসংলগ্ন) শব্দ ; incomplee and incoherent sentences. *He could not......and thankfulness*—যে প্রিয়তমা নারী তাকে এত সম্মান করে তার প্রতি তার ভালবাসা ও শ্রদ্ধা প্রকাশ করতে গিয়ে সে ভাঙা-ভাঙা অসংলগ্ন শব্দ ছাড়া আর কিছুই বলতে পারবে না ; to express his love and respect for the dearest woman who loved him so much he could say nothing more than a few incoherent words of love. *Vowed*—প্রতিজ্ঞা করল ; promised. *He vowed......with it*—সে প্রতিজ্ঞা করল যে তা সে কখন কাছ ছাড়া করবে না ; he promised to keep it always to himself *Waiting maid*—পরিচারিকা । *In attendance*—পরিচর্যায় নিযুক্ত । *Obedient*—বাধ্য । *Wishing*—চেয়ে ; wanting. *Generous*—সহৃদয় ; kind. *Wishing Bassanio......lady joy*—ব্যাসানিও এবং সহৃদয় মহিলার সুখ ও আনন্দ কামনা করে ; wishing the kind woman and Bassanio a joyful married life. *Desired*—প্রার্থনা করল ; craved. '*With all......a wife*'—"তুমি যদি একটি স্ত্রী যোগাড় করতে পার তাহলে সর্বান্তঃকরণে তোমাকে বিবাহ করার অনুমতি দিলাম," ব্যাসানিও বলল ; I would heartily give you the permission to marry if you can manage to get a wife. *Fair*—সুন্দরী ; beautiful. *If you approve of it*—আপনি যদি মত করেন ; if you are pleased to allow me. *Willing*—স্বেচ্ছায় ; spontaneously. *Consenting*—রাজি হয়ে ; agreeing. *Pleasantly*—খোসমেজাজে ; gaily. *Wedding-feast*—বিয়ের প্রীতিভোজ । *Crossed*—বাধাপ্রাপ্ত হল ; thwarted. *Entrance*—প্রবেশ । *Messenger*—বার্তাবাহক ; one who brings message. *Containing*—ধারণ করে ; consisting of. *Fearful tidings*—ভয়ঙ্কর খবর ; alarming news' **Tidings**—'(piece of news'—(*C.O.D.*). *Portia feared ......dear friend*—পোরসিয়ার আশঙ্কা হল যে তাতে কোন প্রিয়বন্ধুর মৃত্যু-

সংবাদ ছিল ; it contained the news of death of some dear friend. *He looked so pale*—তাকে এত বিবর্ণ দেখাচ্ছিল ; he looked so woe-begone. *Inquiring*—জিজ্ঞাসা করে ; wanting to know. *Distressed him*—তাকে পীড়িত করেছিল ; tormented him. *Inquiring what··· him*—যে খবর তাকে এত ব্যথিত করল তা কী জানতে চেয়ে ; asking what news it was that pained him so much. *Here are......words*: এখানে কয়েকটি অতীব অপ্রীতিকর কথা লেখা রয়েছে ; this letter contains certain very distressing words. *That ever blotted paper*—যা কখনও লিপিবদ্ধ হয়েছে ; which have even been put in black and white. *When I······to you*—আমি যখন তোমাকে প্রথম প্রেম নিবেদন করি ; when I first offered you my love. *I freely······my veins*—যে বিত্ত আমার ধমনীতে প্রবাহিত তার কথাই তোমাকে মুক্তকণ্ঠে বলেছিলাম ; I told you without inhibition of the riches that my veins contain. অর্থাৎ আমার ধমনীতে প্রবাহমান সম্রান্ত বংশীয় রক্ত (অর্থাৎ আমার বংশগৌরবের) তার কথাই আমি মুক্তকণ্ঠে তোমাকে বলেছিলাম ; I talked to you about the noble blood that runs through my veins. Indeed, the nobility of my birth is my only credential. *I should have told you*—তোমাকে আমার বলা উচিত ছিল ; it would have been proper of me to inform you. *I had less than nothing*—সম্পত্তি বলতে আমার সামান্য কিছুও নেই ; I had absolutely no wealth. *Being in debt*—কারণ আমি ঋণী। *Bassanio......related*—এখানে যা বর্ণিত হয়েছে ব্যাসানিও পোরসিয়াকে তাই বলল ; Bassanio then narrated to Portia what the letter said. *Of his······of Antonio*—এ্যান্টনিওর কাছ থেকে তার টাকা ধার নেওয়ার কথা ; concerning the loan that Antonio had of the Jew. *Procuring*—সংগ্রহকরণ ; obtainment. *Of Antonio's......the Jew*—ইহুদি সাইলকের কাছ থেকে তা সংগ্রহ করার বিষয়। *The bond*—চুক্তিপত্র ; the agreement in writing. *Engaged*—চুক্তিবদ্ধ হয়েছে ; pledged. *To forfeit*—অধিকার খোয়াতে ; to lose the right to. *A pound of flesh*—এক পাউণ্ড মাংস। *Of the bond······of flesh*—সেই চুক্তিপত্রের কথা অনুযায়ী এ্যান্টনিও এক পাউণ্ড মাংস খোয়াতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ; about the fact that Antonio is pledged to lose a pound of flesh. *Repaid*

—পরিশোধকৃত ; paid back. *If it......a certain day*—একটা নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে যদি তা পরিশোধ না করা হয় ; unless the money is repaid on or before the fixed day. *Bassanio then......certain day*—এখানে যে কাহিনী বর্ণিত হয়েছে তা ব্যাসানিও তখন পোরসিয়াকে বলল—অর্থাৎ সে কি করে এ্যান্টনিওর কাছ থেকে ধার নিল এবং এ্যান্টনিও কেমন করে তা ইহুদি সাইলকের কাছ থেকে পেল, আর একটা নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে ধার শোধ না করতে পারলে এ্যান্টনিওকে তার দেহের এক পাউণ্ড মাংস খোয়াতে হবে ; at last Bassanio told Portia the entire story of how Antonio provided him with a loan after having borrowed it from Shylock the Jew against a bond according to which Antonio would have to lose a pound of his flesh unless he repaid the money within a certain day. *Then Bassanio.......letter*—তখন ব্যাসানিও এ্যান্টনিওর চিঠি পড়ল ; Bassanio then read out his letter. *My ship are all lost*—আমার সব জাহাজই খোয়া গেছে ; all my ships have been wrecked. *My bond······forfeited*—ইহুদির কাছে দেওয়া আমার সর্ত ভঙ্গ হয়েছে ; my contract wish the Jew has been breached. *Since in......should live*—যেহেতু ধার শোধ করে প্রাণে বেঁচে থাকা আমার পক্ষে অসম্ভব ; as it is impossible for me to pay off the debt and stay alive. *I could······my death*—আমার মৃত্যুর সময়ে তোমাকে একবার দেখতে ইচ্ছে করছে ; I desire to see you at the time of my death. *Notwithstanding*—তৎসত্ত্বেও ; neverthe-less. *Use your pleasure*—আনন্দ কর ; enjoy yourself. *Persuade*—প্ররোচিত করা ; induce. *If your......to come*—আমার প্রতি তোমার ভালবাসায় প্ররোচিত হয়ে যদি তুমি না আস ; if your love for me does not force you to come. *Let not my letter* (*persuade you to come*)—আমার লেখা চিঠি পড়ে তোমাকে আসতে হবে না ; my letter need not lead you to come.

অনুবাদ : ভিনিসের কাছেই বেলমোণ্ট নামক জায়গায় ব্যাসানিও যে ধনী উত্তরাধিকারিণীকে বিয়ে করতে চেয়েছিল সে থাকত। তার নাম পোরসিয়া। কেটোর কন্যা ও ব্রুটাসের স্ত্রী যে পোরসিয়ার কথা আমরা বইতে পড়েছি তার চেয়ে সৌন্দর্যে বা চরিত্রে কোনদিক দিয়ে এই পোরসিয়া হীন ছিল না।

নিজের জীবন বিপন্ন করে সহৃদয় এ্যান্টনিও তাকে যে অর্থ দিয়েছিল তাই

নিয়ে ব্যাসানিও বেলমোণ্ট অভিমুখে রওনা হল; গ্রেসিয়ানো নামে এক ভদ্রলোক সহ এক চমৎকার অনুচরবর্গ তার সঙ্গে ছিল।

প্রেম নিবেদনে ব্যাসানিও সফল হল। স্বল্প সময়ের মধ্যে পোরসিয়া তাকে পতিত্বে বরণ করতে রাজি হল।

ব্যাসানিও পোরসিয়ার কাছে স্বীকার করল যে তার কোন ঐশ্বর্য নেই; বংশ-মর্যাদাই তার একমাত্র গৌরবের বস্তু। কিন্তু তার গুণের জন্যই পোরসিয়া তাকে খুব ভালবাসত। তাছাড়া ওর এত বিপুল ধনদৌলত ছিল যে স্বামীর ঐশ্বর্যের প্রতি পোরসিয়ার কোন লোভ ছিল না। সলজ্জ বিনয়ের সঙ্গে ও জবাব দিল যে ব্যাসানিওর যোগ্য হওয়ার জন্য ওর আরও হাজার গুণ বেশী সুন্দরী ও দশহাজার গুণ বেশী ধনী হওয়া উচিত ছিল। তারপর সুরুচিসম্পন্না পোরসিয়া সবিনয়ে নিজেকে প্রশংসার অযোগ্য প্রতিপন্ন করল এই বলে যে সে আদতে অপরিণত, অশিক্ষিত এবং ব্যবহারিক দিক থেকে অনভ্যস্ত। তবে শেখার বয়স তার এখনও পেরিয়ে যায় নি, এবং তাই সর্ববিষয়ে সে তার নমনীয় সত্তাকে ব্যাসানিওর অনুশাসন দ্বারা পরিচালিত করবে। তারপর সে বলল, "আমাকে নিজেকে এবং আমার যা কিছু আছে সবই তোমাকে সমর্পণ করলাম। ব্যাসানিও মাত্র গতকালই এই মনোরম অট্টালিকা, আমার নিজের এবং এই দাসদাসীর আমিই সর্বময় কর্ত্রী ছিলাম। হে স্বামী, এখন থেকে এই অট্টালিকা, এই দাসদাসী এবং নিজে—সবই তোমার; এই আংটিসমেত এসব তোমাকে সম্প্রদান করলাম।" এই বলে সে ব্যাসানিওকে একটি আংটি দিল।

তার মত একজন সামান্য ব্যক্তিকে ধনী ও সম্ভ্রান্ত পোরসিয়া যেভাবে সবিনয়ে গ্রহণ করল তাতে ব্যাসানিও বিস্ময়ে ও কৃতজ্ঞতায় অভিভূত হয়ে পড়ল। অসংলগ্ন কয়েকটি কথায় তার কৃতজ্ঞতা ও ভালবাসা জানান ছাড়া তার আনন্দ ও শ্রদ্ধার কথা কিছুই বলতে পারল না। আংটিটা নিয়ে সে প্রতিজ্ঞা করল যে সে ওটা কখনও কাছছাড়া করবে না।

গ্রেসিয়ানো ও পোরসিয়ার পরিচারিকা নেরিসা তাদের মনিবদের কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল। যখন পোরসিয়া সবিনয়ে ব্যাসানিওর অনুগত পত্নী হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করল তখন ব্যাসানিও ও পোরসিয়ার সুখী জীবন কামনা করে গ্রেসিয়ানো একই সময়ে বিবাহিত হওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করল।

"সানন্দে অনুমতি দিতে পারি," ব্যাসানিও বলল, "যদি তুমি পত্নীসংগ্রহ করতে পার।",

গ্রেসিয়ানো তখন জানাল যে সে পোরসিয়ার পরিচারিকা নেরিসাকে

ভালবাসে। আর পোরসিয়া ব্যাসানিওকে বিয়ে করলে নেরিসাও তাকে বিয়ে করবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

পোরসিয়া নেরিসাকে জিজ্ঞাসা করল কথাটা সত্যি কিনা।

নেরিসা উত্তরে বলল, হাঁ মা, আপনি মত দিলে তাই হবে।"

পোরসিয়া সাগ্রহে মত দিল। খুসি হয়ে ব্যাসানিও বলল, "তোমাদের বিয়ে হলে আমাদের বিয়ের প্রীতিভোজের মর্যাদা আরও বাড়বে।"

এমন সময় এক বার্তাবাহকের প্রবেশে প্রেমিক প্রেমিকাদের মুখে বাধা পড়ল। বার্তাবাহকটি দুঃসংবাদ সমন্বিত এ্যান্টোনিওর একখানি পত্র নিয়ে এসেছিল। চিঠি পড়তে পড়তে ব্যাসানিওকে এত বিবর্ণ দেখাচ্ছিল যে পোরসিয়ার আশঙ্কা হল যে চিঠিতে নিশ্চয় কোন ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মৃত্যু সংবাদ আছে। কেন তাকে অত বিবর্ণ দেখাচ্ছে তা জানতে চাইলে সে বলল, "প্রিয়তমা পোরসিয়া, এখানে যে কয়েকটি কথা লেখা আছে তেমন জঘন্য শব্দ আর কখন লিখিত হয় নি। ভদ্রে, আমি যখন তোমার কাছে প্রথম প্রেম নিবেদন করি তখন মুক্তকণ্ঠে আমি আমার বংশগৌরবের কথা বলেছিলাম। তখন আমার বলা উচিত ছিল আমি ঋণী, আমার সম্পত্তি বলতে কিছুই নাই।" এ পর্যন্ত বর্ণিত হয়েছে তার সবই ব্যাসানিও পোরসিয়াকে বলল—অর্থাৎ এ্যান্টনিওর কাছ থেকে টাকা ধার নেওয়ার কথা, এবং সে টাকা এ্যান্টনিও কেমন করে ইহুদি সাইলকের কাছ থেকে নিয়েছিল তা এবং একটা নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে ধার শোধ না করতে পারলে এ্যান্টনিওকে যে তার এক পাউণ্ড মাংস কেটে দিতে হবে তা সবই ব্যাসানিও জানাল। তারপর ব্যাসানিও চিঠির সেই অংশটুকু পড়ে শোনাল যেখানে লেখা ছিল, "প্রিয় ব্যাসানিও আমার সব জাহাজই খোয়া গেছে। ইহুদিকে দেওয়া আমার সর্ত ভঙ্গ হয়েছে এবং যেহেতু টাকা শোধ করে আমার প্রাণ রক্ষা করা আর সম্ভব নয়, আমি মৃত্যুকালে তোমাকে একবার দেখতে ইচ্ছা করি। তবে তুমি আনন্দ কর। আমার প্রতি তোমার ভালবাসার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে যদি তুমি না আস তাহলে চিঠি পড়েও আসার দরকার নেই।"

Grammar and Composition : *The rich heiress*—notice the cataphoric 'the' : the specification is in the immediate situation that Bassanio wished to marry'—'rich' is an attributive adjective.

her name was Portia—note that the sentence can be reversed without any change in meaning. 'Portia was her name'.

nothing inferior—note the use of 'nothing' as an attributive adjective.

a splendid train—'train' is a countable noun. It is unspecified, hence the use of 'a'—'splendid' is an attributive adjective.

proving successful—'successful' is a predicative adjective.

riches—this noun has no singular form.

She would wish herself etc.—notice the use of the reflexive pronoun after 'wish'.

the accomplished Portia—here the proper noun (Portia) is preceeded by an epither ; hence the definite article.

an unlessoned girl—'unlessoned' is an epithet.

Portia prettily dispraised herself—'prettily' is an adverb of manner.

so gracefully promised—'gracefully' is an adverb of manner.

fearful tidings—'fearful' is an attributive adjective—'tiding' is a countable plural.

he looked so pale—'pale' is a predicative adjective.

'O *sweet Portia'*—notice the use of the vocative.

gentle lady—vocative again.

his borrowing......Shylock the Jew—these are noun phrases, object to the verb told.

notwithstanding—sentence adverb.

Short Questions and Answers

Q. 1. *Whom did Bassanio wish to marry ?*

[ব্যাসানিও কাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল ?]

Ans. Bassanio wished to marry Portia, a gentle and graceful lady, who lived at Belmont near Venice.

[পোরসিয়া নামে এক নম্রস্বভাব-বিশিষ্ট ও মার্জিত রুচিসম্পন্ন মহিলাকে ব্যাসানিও বিয়ে করতে চেয়েছিল। ভিনিসের কাছে Belmont নামে এক জায়গায় সে বাস করত।]

Q. 2. *How did Bassanio approach Portia ?*

[ব্যাসানিও পোরসিয়ার কাছে কেমনভাবে গিয়েছিল ?]

Ans. Having borrowed money from Antonio, Bassanio went to see Portia. He was accompanied by a splendid train and a gentleman called Gratiano.

[এ্যান্টনিওর কাছ থেকে টাকা ধার করে ব্যাসানিও পোরসিয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেল। তার সঙ্গে ছিল চমৎকার অনুচরবৃন্দ এবং গ্রেসিয়ানো নামক এক ভদ্র ব্যক্তি।]

Q. 3. *What was Bassanio's confession to Portia ?*

[পোরসিয়া ব্যাসানিওর কাছে কী স্বীকার করেছিল ?]

Ans. Bassanio frankly confessed to Portia that he had no wealth. His birth and noble ancestry were all that he had to his credit.

[ব্যাসানিও খোলাখুলিভাবে পোরসিয়ার কাছে স্বীকার করল যে তার কোনো বিত্ত ছিল না। উচ্চ বংশে জন্ম এবং বংশমর্যাদাই তার একমাত্র সম্বল।]

Q. 4. *What did Portia say upon this ?*

[এই কথায় পোরসিয়া কি বলল ?]

Ans. She said that she should have been ten thousand times richer and fairer to be worthy of Bassanio. She loved him for his qualities of head and heart and not money. So it did not matter if he was not rich. Let him accept her as his wife and guide her.

[সে বলল যে ব্যাসানিওর উপযুক্ত হওয়ার জন্য তার আরও দশ হাজার গুণ ধনী এবং সুশ্রী হওয়া উচিত ছিল। তার হৃদয় ও বুদ্ধিমত্তার জন্য সে তাকে ভালবাসে, অর্থের জন্য নয়। তাই সে ধনী কি না তা বিচার্য নয়। সে তাকে স্ত্রী বলে গ্রহণ করুক এবং পরিচালনা করুক।]

Q. 5. *'Portia prettily dispraised herself.'—How did she dispraise herself ? What light does it reflect on her character ?*

[পোরসিয়া কিভাবে নিজেকে ছোট করে দেখাল ? তার কথা থেকে তার চরিত্রের কোন্ দিক স্পষ্ট হয়ে ওঠে ?]

Ans. Portia was highly intelligent and also an accomplished girl. But, out of love for Bassanio, she told him that she was neither educated nor used to practical life. She offered herself to be under the guidance of Bassanio. This statement of Portia indicates that she was polite and modest, and that her love for Bassanio was true.

[পোরসিয়া ছিল বুদ্ধিমতী ও মার্জিত রুচিসম্পন্না। কিন্তু ব্যাসানিওর প্রতি ভালবাসার খাতিরে সে তার কাছে নিজেকে অশিক্ষিতা এবং অনভিজ্ঞা বলে বর্ণনা দিল। সে জানাল যে ব্যাসানিওর পরিচালনায় সে নিজেকে সঁপে দিচ্ছে। তার এই বক্তব্য থেকে বোঝা যায় যে সে ছিল নম্রস্বভাবা, এবং ব্যাসানিওর প্রতি তার ভালবাসা ছিল আন্তরিক।]

Q. 6. *What did Portia offer Bassanio ?*

[পোরসিয়া ব্যাসানিওকে কী দিল ?]

Ans. Portia said that whatever she had was now Bassanio's. These included her servants, her house and herself. She also gave him a ring.

[পোরসিয়া বলল যে তার যা কিছুই আছে তা সবই এখন ব্যাসানিওর। এর অন্তর্গত হল তার ভৃত্য, তার গৃহ এবং সে নিজে। সে তাকে একটি আংটিও দিল ?]

Q. 7. *Why did Bassanio express his joy and love in broken words?* [ব্যাসানিও ভাঙা-ভাঙা কথায় কেন তার আনন্দ ও ভালবাসা প্রকাশ করল ?]

Ans. Bassanio was so overwhelmed with gratitude to Portia that he could hardly speak. He never expected so noble a lady as Portia to treat him so kindly. This is why he could speak only in broken words of love and thankfulness. He promised never to part with the ring.

[পোরসিয়ার প্রতি কৃতজ্ঞতায় ব্যাসানিও এতই উদ্বেল হয়ে উঠেছিল যে সে প্রায় কথাই বলতে পারছিল না। পোরসিয়ার মতো একজন সম্ভ্রান্ত মহিলা যে তার সঙ্গে এত সহৃদয় ব্যবহার করবে তা সে কখনো আশা করে নি। তাই সে প্রেম ও ধন্যবাদ জানিয়ে ভাঙা-ভাঙা কয়েকটা কথা বলতে পারল। সে প্রতিজ্ঞা করল যে আংটিটি সে কখনো হাতছাড়া করবে না।

Q. 8. *Who else were going to be married?*

[আর কারা বিবাহিত হল ?]

Ans. Gratiano and Nerissa wanted and got the permission to be married. Nerissa was Portia's attendant.

[গ্রেসিয়ানো এবং নেরিসা বিবাহের অনুমতি চাইলো এবং পেল। নেরিসা পোরসিয়ার পরিচারিকা ছিল।]

Q. 9. *What gave the happy lovers a shock?*

[সুখী প্রেমিকরা আঘাত পেল কেন ?]

Ans. Bassanio received Antonio's letter which said that Antonio had lost his ships and filled to repay the loan he owed Shylock. Shylock was adamant on cutting off a pound of flesh from Antonio's body. Antonio therefore wanted to see Bassanio just once before his death.

[ব্যাসানিও অ্যান্টনিওর চিঠি পেয়েছিল—এতে বলা হয়েছিল যে অ্যান্টনিওর জাহাজ খোয়া গিয়েছে এবং সে সাইলকের কাছে তার ধার

মিটিয়ে দিতে পারে নি। সাইলক অ্যান্টনিওর দেহ থেকে এক পাউণ্ড মাংস কেটে নেবেই নেবে। তার মৃত্যুর পূর্বে অ্যান্টনিও ব্যাসানিওকে একটিবার মাত্র দেখতে চায়।]

Q. 10. *How did Bassanio look when he read Antonio's letter?* [এ্যান্টনিওর চিঠিটা পড়বার সময় ব্যাসানিওকে কেমন দেখাচ্ছিল ?]

Ans. Bassanio looked pale when he read the letter.

[চিঠিটা পড়বার সময় ব্যাসানিওর মুখ ফ্যাকাশে হয়ে উঠেছিল।]

Q. 11. *What did Portia say to Bassanio?*

[পোরসিয়া ব্যাসানিওকে কী বলল ?]

Ans. Portia was very much distressed to know the unhappy plight of Antonio She said that Bassanio should immediately rush to Antonio's help. She promised to give Bassanio twenty times more than the money that Antonio took as loan.

এ্যান্টনিওর বিপদের কথা জেনে পোরসিয়া অত্যন্ত ব্যথিত হল। সে বলল যে অ্যান্টনিওকে সাহায্য করার জন্য ব্যাসানিওর তৎক্ষণাৎ ছুটে যাওয়া উচিত। অ্যান্টনিও যে অর্থ ধার হিসেবে নিয়েছিল তার বিশগুণ টাকা সে ব্যাসানিওকে দেবে বলল।]

Paragraphs 28-33

Gist: Urged by Portia, Bassanio immediately set out for Venice with a large amount of money which he came by after his marriage He was accompanied by Gratiano, who, too, was now married. The cruel Jew, however, insisted on having a pound of Antonio's flesh, rather than money. Mean-while dressing themselves in men's apparel Portia and Nerissa too set out for Venice. Portia assumed the name of Dr. Balthasar and Nerissa came to be known as Dr. Balthasar's clerk.

সারার্থ: বিবাহের পর ব্যাসানিও যে অর্থ লাভ করল তা অনেক পরিমাণে নিয়ে, পোরসিয়ার পরামর্শ অনুযায়ী, সত্বর ভিনিস যাত্রা করল। সঙ্গে রইল গ্রেসিয়ানো। তারও বিয়ে হয়ে গেছল। এদিকে পুরুষের পোষাক পরে পোরসিয়া ও নেরিসাও ভিনিস রওনা হল। পোরসিয়া 'ডাঃ ব্যালথাসার' নাম নিল আর নেরিসা সাজল ডাঃ ব্যালথাসারের কেরাণী।]

Notes, etc.: 'O *my dear love*'—'আমার প্রিয়তম স্বামী'; 'O my dear husband'. *Dispatch*—তাড়াতাড়ি পাঠান বা কাজ সারা; send

off hastily or make haste. **Dispatch**—'get (task, business) promptly done, settle, finish off'—(C.O.D.) *Dispatch all business*—তাড়াতাড়ি সব কাজ সার ; do all work quickly. *Be gone*—রওনা হও ; get going. *You shall have gold to pay the money*—ঋণ শোধ করার জন্য তোমাকে সোনা দেওয়া হবে ; you will be given gold with which to pay off the debt. *Twenty times over*—বিশগুণ বেশি। *Fault*—দোষ ; defect ; mistake. *Before this kind...... Bassanio's fault*—আমার প্রিয়তম ব্যাসানিওর ভুলে এই সহৃদয় বন্ধুটির সামান্যতম ক্ষতিসাধন হওয়ার আগেই ; before this generous friend is harmed in any manner whatsoever on account of my dear Bassanio. *As you......dearly bought*—তোমাকে যখন এত মূল্য দিয়ে পেতে হয়েছে ; since I have got you at so heavy a price. *I will ......you*—আমি তোমাকে গভীর ভাবে ভালবাসব ; that is, it is so much more the reason why I should love you deeply.

Portia then······Bassanio—পোরসিয়া তখন জানাল যে সে ব্যাসানিওকে বিয়ে করবে ; then Portia expressed her willingness to be married to Bassanio. *Before he set out*—তার রওনা হওয়ার আগেই ; before he left the place. *Legal right*—আইনসঙ্গত অধিকার ; lawful right. *To give......her money*—তার অর্থে ওকে আইনসঙ্গত অধিকার দেওয়ার জন্য ; in order to enable him to use her money lawfully. *That same......married*—সেদিনই ওদের বিয়ে হয়ে গেল ; their marriage was solemnised that very day. *Gratiano ......to Nerissa*—গ্রেসিয়ানো আর নেরিসারও বিয়ে হল ; Gratiano and Nerissa too were married. *The instant......married*—তাদের বিয়ে হয়ে যাওয়া মাত্রই ; immediately after their marriage. *In great haste*—অতি সত্বর ; soon enough. *Where......in prison*—সেখানে গিয়ে ব্যাসানিও এ্যান্টনিওকে কয়েদখানায় দেখতে পেল ; where Bassanio found Antonio behind prison bars.

The day ······ past—ঋণশোধের দিন অতিক্রান্ত বলে ; because the last date fixed for repayment was over. *The cruel...offered him*—ব্যাসানিও যে টাকা দিতে চাইল তা নির্দয় ইহুদি নেবে না ; the heartless Jew refused the money offered by Bassanio. *But insisted*

...Antonio's flesh—বরং এ্যাণ্টনিওর এক পাউণ্ড মাংস ও নেবেই ; he would have nothing but a pound of Antonio's flesh. *A day was appointed*—একটা দিন স্থির করা হল ; a day was fixed. **Cause**—'matter about which person goes to law, his case ; law-suit'—(*C.O.D.*). মামলা। *To try......of Venice*—ভিনিসের ডিউকের সামনে এই মর্মান্তিক মামলার বিচারের জন্য ; to settle this heart-rending dispute in the presence of the Duke of Venice. The chief magistrate in the old republics of Genoa and Venice was usually called 'the Doge' ; প্রাচীন জেনোয়া ও ভিনিস গণতন্ত্রের মুখ্য সমাহর্তা 'The Doge' নামে পরিচিত ছিলেন। *Bassanio awaited*—ব্যাসানিও অপেক্ষা করতে লাগল ; Bassanio waited for. *In dreadful suspense*—ভয়ঙ্কর উৎকণ্ঠার সঙ্গে ; in painful and anxious uncertainty. *Event*—result ; outcome ; ফলাফল। *The event of the trial*—মামলার ফলাফল ; the result or outcome of the trial.

Parted with—বিদায় নিল ; took leave of. *When...her husband*—যখন পোরসিয়া তার স্বামীর কাছ থেকে বিদায় নিল ; when Portia took leave of her husband. *She spoke...to him*—সে তার স্বামীকে উৎসাহ ও সাহস দিয়ে কথা বলেছিল ; she addressed words of encouragement to her husband. (*She*) *bade him...with him*—সে তার প্রিয় বন্ধুকে নিয়ে আসার কথা বলে দিয়েছিল ; she urged him to bring his dear friend. *When he returned*—যখন সে ফিরবে · at the time of his return. *Yet she feared*—তবু তার ভয় ছিল ; still it was her fear that. *It would......Antonio*—এ্যাণ্টনিওর অনেক দুর্ভোগ হবে ; Antonio would have to suffer a lot. *When she...alone*—যখন সে একা থাকল ; When all had left her. *She began······within herself*—সে আপন মনে ভাবতে লাগল ; she began to ponder within herself. *Instrumental*—সাহায্য করতে সমর্থ ; helpful. *If she could...... Bassanio's friend*—সে যদি কোনমতে ব্যাসানিওর বন্ধুর প্রাণরক্ষা করতে সাহায্য করতে পারে ; if she could be of any help in protecting the life of Antonio. *Notwithstanding*—তৎসত্ত্বেও ; in spite of that. *When she······her Bassanio*—যখন সে তার ব্যাসানিওকে সম্মান দিতে চেয়েছিল ; when she wanted to show Bassanio her respect for

him. *Meek*—নম্র ও ভদ্র ; mild and gentle. ***Wife like grace***—পত্নীসুলভ মাধুর্য ; charm becoming of a wife. *She had......wife-like grace*—সে তার সঙ্গে এমন বিনম্র স্ত্রীসুলভ মাধুর্যের সঙ্গে কথা বলেছিল ; she talked to him with such charm and renderness as were becoming of a wife. ***She would submit***—সে বশ্যতা স্বীকার করবে ; she would be guided by. ***In all things***—সব বিষয়ে ; in all matters. *(Notwithstanding) that she would...superior wisdom*—যদিও সে বলেছিল যে সব বিষয়েই সে তার স্বামীর অনুগামী হবে এবং তাঁর গভীরতর প্রজ্ঞা ও আদেশ দ্বারা নিজেকে অনুশাসিত করবে ; in spite of the fact that she would always obey her husband and be guided by his superior wisdom in all matters. *Submit*—নতিস্বীকার করা ; obey. *To be governed*—অনুশাসিত হওয়া ; to be guided. *Superior wisdom*—উচ্চতর প্রজ্ঞা ; greater wisdom. *Called forth...action*—হাত-পা গুটিয়ে না বসে থেকে কিছু করার তাগিদ অনুভব করে ; feeling the urge to slough off inaction and do something. *By the peril*—বিপদে ; by the danger. *Yet being now......husband's friend*—তবু তার সম্মানিত স্বামীর বিপদের সময় চুপচাপ বসে না থেকে কিছু করার তাগিদ অনুভব করে ; yet feeling the urge to do something to help her husband's friend over the danger rather than pass time in inaction. *She did.... own powers*—তার নিজের যোগ্যতায় তার কিছু মাত্র সন্দেহ ছিল না ; she did not consider herself worthless.

Sole—একমাত্র , only. *Guidance*—নেতৃত্ব ; পরিচালনা, নির্দেশ ; direction ; instruction. *Perfect judgment*—নির্ভুল বিচারবুদ্ধি , unerring sense of what is best under the circumstances. *By the sole .... judgment*—একমাত্র নিজের নির্ভুল বিচার-বুদ্ধির ওপর নির্ভর করে ; depending on her own unerring sense of proportions. *At once*—তৎক্ষণাৎ ; immediately. ***Resolved***—মনস্থ করল ; decided. *To go......to Venice*—নিজেই ভিনিসে যেতে ; to make for Venice herself. *Speak in......defence*—অ্যান্টনিওর পক্ষে ওকালতি করা ; to make out a case for Antonio.

A ***relation***—একজন আত্মীয় ; a relative. **Counsellor**—'advising barrister'—(C.O.D.). *Who was......in the law*—যিনি

হলেন একজন আইন বিষয়ক কৌসুলি, who was a lawyer. *To this...... she wrote*—এই বেলারিও নামক ভদ্রলোকটির কাছে সে চিঠি লিখল ; she wrote a letter to this gentleman named Bellario. *Stating*—বিবৃত করে ; giving a statement. *Stating to him*—তাঁর কাছে মামলার বিবরণ দিয়ে ; giving an account of the case. *Desired his opinion*—তাঁর মত জানতে চাইল ; sought his advice. (*She*) (*decided*) *that with his......by a counsellor*—সে তাঁর উপদেশ ও কৌসুলির পরিধেয় পোষাকও চেয়ে পাঠাল ; she wanted not only his advice but also a lawyer's gown. *Worn*—past participle of 'wear'. *Messenger*—বার্তাবাহক ; one who carries message. *When......returned*—বার্তাবাহক ফিরে এলে ; on return of the messenger. *Proceed*—এগোন ; কাজ চালান ; go on ; carry on business. *He brought......to proceed*—কী করে ওকালতী করতে হবে সেই সম্বন্ধে উপদেশ-সম্বলিত বেলারিওর চিঠি নিয়ে সে ফিরল ; he brought back Bellario's advice as to how to conduct the defence case. *Necessary*—প্রয়োজনীয়। *Equipment*—প্রয়োজনীয় সজ্জা ; appropriate dress. *Everything......her equipment*—তার প্রয়োজনীয় সব সাজসজ্জা ; whatever dress she needed for the purpose.

Maid—পরিচারিকা ; female servant. *Apparel*—পোষাক ; attire. *Portia dressed......men's apparel*—পোরসিয়া নিজে এবং তার পরিচারিকা নেরিসা পুরুষের পোষাক পরল ; Portia and Nerissa put on men's attire. *Putting on*—পরিধান করে ; wearing. *The robes*—পোষাক ; dress. *She took ...her clerk*—কেরাণী হিসেবে সে নেরিসাকেও সঙ্গে নিল ; Nerissa, as clerk, accompanied Portia. *Setting out immediately*—তৎক্ষণাৎ যাত্রা করে ; starting at once. *They arrived at Venice*—তারা ভিনিস পৌঁছল ; they reached Venice. *On the...... the trial*—ঠিক বিচারের দিনেই। *The cause......heard*—ঠিক যখন মামলার শুনানী হবে ; just when the case was to be heard. *Before the duke...senate house*—ডিউক ও সেনেটরদের উপস্থিতিতে সেনেট সভায় ; in the presence of the duke and senators sitting in the senate house. **N. B.** The *senate* was the supreme council

of the ancient Roman state, originally only of patricians but later including the plebians. A *Senator* was the member of a senate. "সেনেট" হল প্রাচীন রোমের মূল বিচারসভা। প্রথমে এই সভা গঠিত হত কেবল অভিজাতদের নিয়ে, পরে অবশ্য এতে সাধারণ লোকও থাকত। সেনেটের সদস্যদের "সেনেটর" বলা হত। *When Portia......of Justice*—পোরসিয়া যখন উচ্চআদালতে প্রবেশ করল ; when Portia arrived at the court of law. (*When Portia*) *presented a letter .....Bellario*—বেলোরিওর একটি চিঠি পেশ করল ; when Portia submitted Bellario's letter. *The learned counsellor*—বিজ্ঞ কৌঁসুলি ; expert lawyer. *Saying he would...for Antonio*—এই কথা জানিয়ে যে তিনি নিজেই এ্যান্টনিওর পক্ষে ওকালতি করার জন্য আসতেন ; setting out that he would himself come to make out Antonio's case. *Prevented*—বিরত ; stopped. *Sickness*—অসুস্থতা ; illness. *But that......sickness*—কিন্তু অসুস্থতার দরুণ তিনি আসতে পারলেন না ; but he could not come on account of illness. *Requested*—অনুরোধ করেছিলেন ; appealed. (*So he called Portia*) —তিনি পোরসিয়াকে ঐ নামেই অভিহিত করেছিলেন ; he gave Portia that name. *Be permitted*—তাকে অনুমতি দেওয়া হক ; be given the permission ; be allowed. *In his stead*—তাঁর পরিবর্তে ; in place of him. *He requested that......his stead*—তিনি আবেদন জানালেন যেন তাঁর পরিবর্তে তরুণ ও বিজ্ঞ ডঃ ব্যালথাসারকে ওকালতি করতে দেওয়া হয় ; he appealed that the young and learned Dr. Balthasar may be allowed to plead in peace of him. *This the duke granted*—ডিউক এই আবেদন মঞ্জুর করলেন ; the duke granted this appeal. *Much wondering*—সবিশেষ বিস্ময় সহকারে। *Appearance*—চেহারা ; look. *The stranger*—বিদেশী ; foreigner ; *Much wondering .....the stranger*—বিদেশীটির অল্পবয়স্ক চেহারায় সবিশেষ বিস্মিত হয়ে ; noticing with wonder that the stranger was so young. *Who was...... disguised*—যে এমন ছদ্মবেশে সজ্জিত যে তাকে চেনাই যায় না ; who was disguised beyond recognition. *By her counsellor's robes*—তার কৌঁসুলির পোষাকের কল্যাণে ; thanks to her dress of a pleader. *Wig*—পরচুলা (যা বিচারকরা পরেন) ; false hair worn by judges.

অনুবাদ ঃ 'প্রিয়তম', পোরসিয়া বলল, 'তাড়াতাড়ি সব কাজ সেরে রওনা হও। আমার প্রিয় ব্যাসানিওর দোষে এই সহৃদয় বন্ধুটির কেশাগ্রও ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আগেই পরিশোধ্য ঋণের বিশগুণ মূল্যের সোনা তুমি নিয়ে নাও। আর এত মূল্য দিয়ে যখন তোমাকে পেলাম তখন তোমাকে প্রাণভরেই ভালবাসব।'

পোরসিয়া বলল যে ব্যাসানিও রওনা হওয়ার আগেই সে বিবাহিত হতে চায়, কারণ তাহলে ব্যাসানিওর পোরসিয়ার অর্থে আইনসঙ্গত অধিকার আসবে। সেইদিনই তাদের বিয়ে হয়ে গেল। গ্রেসিয়ানো ও নেরিসার বিয়েও সাঙ্গ হয়ে গেল। বিয়ে হয়ে যাওয়া মাত্রই ব্যাসানিও ও গ্রেসিয়ানো ভিনিস অভিমুখে রওনা হল। সেখানে ব্যাসানিও এ্যান্টনিওকে বন্দী অবস্থায় দেখতে পেল।

ঋণশোধের শেষ দিন অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ায় নিষ্ঠুর ইহুদি ব্যাসানিও-প্রদত্ত অর্থ গ্রহণ করতে অস্বীকার করল। সে এ্যান্টনিওর এক পাউণ্ড মাংস কেটে নেবেই। ভিনিসের ডিউকের সম্মুখে এই মর্মান্তিক মামলার বিচারের দিন স্থির হল। আর বিচারের ফলাফলের জন্য ব্যাসানিও দারুণ অনিশ্চয়তার মধ্যে অপেক্ষা করতে লাগল।

স্বামীর বিদায়মুহূর্তে পোরসিয়া উৎসাহব্যঞ্জক কথা বলল। ফেরার সময় বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে আসার কথা বলে দিল। তবে তার আশঙ্কা ছিল যে এ্যান্টনিওর অনেক দুর্ভোগ আছে। আপন মনে নির্জনে বসে ভাবতে লাগল কী করে সে তার প্রিয় ব্যাসানিওর বন্ধুর প্রাণরক্ষায় সহায়ক হতে পারে। যদিও স্বামীকে সম্মান দেখাবার জন্য স্ত্রীসুলভ নম্রতার সঙ্গে বলেছিল যে সব কিছুতে সে তার স্বামীর উচ্চতর বিদ্যা-বুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হবে, তবুও এই মুহূর্তে স্বামীর প্রিয় বন্ধুর বিপদে তার নিজের কিছু করণীয় আছে বলে বিবেচনা করল। নিজের যোগ্যতায় তার কোন সন্দেহ নেই। স্বীয় বিচারবুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হয়ে সে ভিনিস যাত্রা করা এবং সেখানে গিয়ে এ্যান্টনিওর পক্ষ সমর্থন করাই যুক্তিযুক্ত মনে করল।

পোরসিয়ার একজন আইনজীবী আত্মীয় ছিলেন। তাঁর নাম বেলারিও। মামলার বিবরণ দিয়ে এই ভদ্রলোকের কাছে চিঠি দিয়ে তাঁর মতামত ও চাইল। ও আরও লিখল যে ভদ্রলোক যেন তাঁর উপদেশ ও কৌঁসুলির পোষাক দুইই পাঠিয়ে দেন। কী করে মামলা চালাতে হবে সেই উপদেশ এবং তৎসংক্রান্ত সব কিছু নিয়ে বার্তাবাহক বেলারিওর কাছ থেকে ফিরে এল।

পোরসিয়া এবং নেরিসা পুরুষের পোষাক পরল তারপর নিজে কৌসুলির পোষাক পরে নেরিসাকে তার কেরাণী সাজাল। তৎক্ষণাৎ রওনা হয়ে ওরা বিচারের দিনেই ভিনিসে এসে পৌঁছল। সেনেটে উপস্থিত সদস্য এবং ডিউকের সামনে মামলার শুনানী হতে চলেছে—ঠিক এমন সময় পোরসিয়া আদালতে এসে পৌঁছল এবং ডিউককে বেলারিওর চিঠিটি দিল। বিজ্ঞ কৌসুলি তাতে জানাচ্ছেন যে এ্যান্টনিওর পক্ষে সওয়াল করার জন্য নিজেই আসতেন, কিন্তু বাদ সাধল অসুস্থতা। তবে তাঁর অনুরোধ, তরুণ হলেও বিজ্ঞ ডঃ ব্যালথাসারকে (এই নামেই তিনি পোরসিয়াকে অভিহিত করেছিলেন) যেন তাঁর পরিবর্তে সওয়াল করতে দেওয়া হয়। সবিস্ময়ে তরুণ বিদেশীটির দিকে চেয়ে ডিউক এই অনুমতি দিয়ে দিলেন। গায়ে কৌসুলির পোষাক আর মাথায় পরচুলা নিয়ে ছদ্মবেশী পোরসিয়াকে চেনা যায় না।

Expl. : *'Dispatch all...dearly love you.*

These lines are taken from Shakespeare's *The Merchant of Venice* as retold by Charles and Mary lamb.

These words are said by Portia to Bassanio. Portia has just learnt from Bassanio that Antonio, who had helped him to marry her, is on the point of death. He has failed to repay the money he had borrowed from Shylock, who is now going to cut off a pound of flesh from his body.

Portia immediately tells Bassanio to rush to Antonio's help. Bassanio is dear to her, and she cannot bear to think of Antonio's dying on accont of Bassanio's fault. Let Bassanio get twenty times more the money than that Antonio borrowed from Shylock. Let him pay this to Shylock and dissuade him from murdering Antonio. That Bassanio should have taken so much trouble on account of her fills her with love and affection for him. These lines show how generous Portia is.

ব্যাখ্যা ঃ এই পঙ্‌ক্তি কয়টি শেক্সপীয়র রচিত, এবং চার্ল'স ও মেরি ল্যাম্ কথিত, দ্য মারচেণ্ট অব ভিনিস থেকে নেওয়া হয়েছে।

এই কথা কয়টি পোরসিয়া ব্যাসানিওকে বলছে। পোরসিয়া ব্যাসানিওর কাছ থেকে সবেমাত্র জানতে পেরেছে যে যে-এ্যান্টনিও ব্যাসানিওকে তাকে বিয়ে করার জন্য সাহায্য করেছিল, সে এখন মৃত্যুমুখে। সাইলকের কাছ থেকে যে টাকা সে ধার নিয়েছিল তা ফিরিয়ে দিতে সে ব্যর্থ হয়েছে ; সাইলক এবার তার দেহ থেকে এক পাউণ্ড মাংস কেটে নেবেই।

পোরসিয়া তৎক্ষণাৎ বলল যে ব্যাসানিও যেন এ্যান্টনিওকে সাহায্য করতে ছুটে যায়। ব্যাসানিও তার প্রিয়, এবং ব্যাসানিওর দোষে এ্যান্টনিও মারা যাবে, তা তার সহ্য হবে না। এ্যান্টনিও সাইলকের কাছে যে টাকা নিয়েছিল তার দ্বিগুণ অর্থ নিয়ে ব্যাসানিও যাক। এই টাকা সাইলককে দিয়ে সে এ্যান্টনিওকে খুন করা থেকে তাকে বিরত করুক। তার জন্য ব্যাসানিও এত কষ্ট করেছে তা ভেবে পোরসিয়ার হৃদয় ব্যাসানিওর প্রতি প্রেমে ও স্নেহে পূর্ণ হয়ে যায়। পোরসিয়া কত সহৃদয় তা এই পঙ্‌ক্তি কয়টি থেকে জানা যায়।

Grammar and Composition : *lose a hair*—'hair' is normally uncountable, but here 'a' has been used for the sake of emphasis.

dearly bought—'dearly' is an adverb of manner.

She would...to Bassanio—notice that this sentence can be reversed : Bassanio would be married to Portia.

the instant they were married—notice the cataphoric 'the' : the specification is in the immediate situation 'they were married.'

The day of payment etc.—notice the absolute construction.

dreadful suspense—no article—uncountable noun.

the trial—anaphoric 'the', specification is in the situation already mentioned.

it would go hard with him—note that 'hard' is an adverb of manner.

bade him bring—notice the bare infinitive after the transitive 'bade' (past tense of 'bid'—pronounced 'bad')

be instrumental—'instrumental' is predicative adjective.

notwithstanding—sentence adverb.

meek and wife-like—epithets,

called forth—verbal idiom.

she did nothing doubt—'nothing' has an adverbial function here.

setting out—group verb.

presented a letter—indefinite article before 'letter'—unspecified countable noun.

he was...by sickness—notice the use of the passive voice. No article before 'sickness'—uncountable noun.

Short Questions and Answers

Q. 1. *Why did Portia want to be married before Bassanio set out?* [ব্যাসানিও যাওয়ার আগেই পোরসিয়া বিবাহ করতে চাইল কেন ?]

Ans. Portia wanted to marry Bassanio before he set out because she wanted to give him the legal right to her money.

[পোরসিয়া ব্যাসানিওকে তার অর্থে আইনসম্মত অধিকার দিতে চায় বলে সে যাত্রা করার আগেই তাকে বিবাহ করতে চাইল ।]

Q. 2. *When did Bassanio and Grationo set out for Venice?*

[ব্যাসানিও ও গ্রেসিয়ানো কখন ভিনিস অভিমুখে রওনা হল ?]

Ans. They set out for Venice immediately after their marriage.

[বিয়ে হয়ে যাবার পরক্ষণেই তারা ভিনিস অভিমুখে রওনা হল ।]

Q. 3. *What did the cruel jew want to do?*

[নিষ্ঠুর ইহুদি কী করতে চাইছিল ?]

Ans. Shylock was adamant on cutting off a pound of flesh from Antonio's body to which the bond entitled him. So the day of trial was fixed.

[চুক্তিপ্রদত্ত অধিকার-বলে সাইলক এ্যান্টনিওর দেহ থেকে এক পাউণ্ড মাংস কেটে নিতে বদ্ধপরিকর । তাই বিচারের দিন স্থির করা হল ।]

Q. 4. *How did Portia bid goodbye to her husband?*

[পোরসিয়া তার স্বামীকে কেমনভাবে বিদায় দিল ?]

Ans. Portia tried to cheer her husband up when he set out. She tried to encourage him too.

[যাত্রাকালে পোরসিয়া তার স্বামীকে খুসি করতে চাইল । সে তাকে উৎসাহ দিতেও চেষ্টা করল ।]

Q. 5. *Why did Portia resolve to go to Venice?*

[পোরসিয়া কেন ভিনিস যাওয়া মনস্থ করল ?]

Ans. After Bassanio had left, Portia thought to herself what more she could do to save the life of her husband's friend. She had full confidence in her power of judgment and she made up her mind to go to Venice and defend Antonio.

[ব্যাসানিও যাওয়ার পর পোরসিয়া আপন মনে চিন্তা করছিল সে তার স্বামীর বন্ধুকে বাঁচাবার জন্য আর কী করতে পারে । নিজের বিচার বুদ্ধির

ওপর তার পরিপূর্ণ আস্থা ছিল, এবং ভিনিসে গিয়ে এ্যান্টনিওকে সমর্থন করবে বলে মনস্থ করল।]

Q. 6. *Who was Bellario? Why did Portia write a letter to him?* [বেলারিও কে ছিলেন ? তাঁর কাছে পোরসিয়া চিঠি পাঠাল কেন ?]

Ans. Bellario was a lawyer. He was a relative of Portia. Portia wrote to him asking his advice about the defence of Antonio's case.

[বেলারিও ছিলেন একজন আইনজ্ঞ এবং পোরসিয়ার আত্মীয়। এ্যান্টনিওর মামলা সম্পর্কে তাঁর উপদেশ চেয়ে পোরসিয়া তাঁর কাছে চিঠি পাঠিয়েছিল ?]

Q. 7. *How did Portia dress herself and her maid?*

[পোরসিয়া নিজে এবং তার পরিচারিকা কী পোষাক পরল ?]

Ans. Portia and her maid Nerissa put on men's apparels. Portia looked like a young counsellor and Nerrissa her clerk.

[পোরসিয়া এবং তার পরিচারিকা পুরুষের পোষাক পরল। পোরসিয়াকে তরুণ কৌসুলি এবং নেরিসাকে তার করণিকের মতো দেখাচ্ছিল।]

Q. 8. *When did they arrive at Venice?*

[তারা কখন ভিনিসে পৌঁছল ?]

Ans. They set out at once and reached Venice on the very day of the trial.

[তৎক্ষণাৎ যাত্রা করে তারা বিচারের দিনেই ভিনিসে পৌঁছল।]

Q. 9. *What did Portia do on her arrival there?*

[সেখানে পৌঁছে পোরসিয়া কী করল ?]

Ans. Entering the high court of justice, Portia gave the Duke her credentials. It was the letter from Bellario, in which the learned counsellor said that but for illness he would come himself and plead for Antonio. However, he hoped that the Duke would allow Dr. Balthasar (that is Portia) to represent him.

[উচ্চ আদালতে প্রবেশ করে পোরসিয়া ডিউককে তার পরিচয়পত্র প্রদান করল। এটা ছিল বেলারিওর পত্র—এতে জ্ঞানী কৌসুলি লিখেছিলেন যে অসুস্থ না হলে তিনি স্বয়ং এসে অ্যান্টনিওর পক্ষে ওকালতি করতেন। তবে তাঁর আশা ছিল যে ডিউক ডঃ ব্যালথাসারকে (অর্থাৎ, পোরসিয়াকে) তাঁর প্রতিনিধিত্ব করতে দেবেন।]

Q. 10. *What did the Duke think of Portia?*

[ডিউক পোরসিয়া সম্বন্ধে কী ভাবলেন ?]

Ans. The Duke permitted Portia to plead for Antonio. He very much admired her robes and her large wig.

[পোরসিয়াকে অ্যান্টনিওর পক্ষে ওকালতি করার অনুমতি ডিউক দিলেন। তিনি তার পোষাক এবং মস্ত পরচুলার তারিফ করলেন।]

Paragraphs 34-38

Gist : In the trial scene Portia saw the cruel Jew, Antonio and Bassanio. But nobody could recognise her because she was in disguise. The situation was grave but Portia was equal to her task. She spoke very beautifully about the quality of mercy which touched everybody's heart but that of the cruel jew. Shylock would have nothing but the pound of Antonio's flesh. Bassanio offered to pay him as much money as the jew demanded provided he spared the life of Antonio. There being no alternative now, Portia said that the law of the land must be obeyed. Shylock thought that Portia was speaking in favour of him. He shouted that she was as wise and impartial as Daniel.

সারার্থ : বিচারের দৃশ্যে পোরসিয়া নিষ্ঠুর ইহুদি, এ্যান্টনিও এবং ব্যাসানিওকে দেখতে পেল। কিন্তু সে ছদ্মবেশে ছিল বলে তাকে কেউ চিনতে পারে নি। পরিস্থিতি অত্যন্ত গুরু-গম্ভীর, কিন্তু পোরসিয়া তার দায়িত্বের উপযোগী ছিল। সে ক্ষমার গুণপনা সম্বন্ধে মনোজ্ঞ ভাষণ দিল—তাতে নিষ্ঠুর ইহুদি ব্যতীত আর সকলেরই হৃদয় স্পৃষ্ট হল। এ্যান্টনিওর এক পাউণ্ড মাংস ছাড়া সাইলক আর কিছুই নেবে না। এ্যান্টনিওর জীবন না নিলে সাইলক যত টাকা চায় সে তাকে তাই দেবে এই কথা ব্যাসানিও বলল। উপায়ান্তর না থাকায় পোরসিয়া বলল যে দেশের আইন মানতেই হবে। সাইলক ভাবল পোরসিয়া বোধ হয় তার পক্ষেই কথা বলছে। সে চিৎকার করে বলে উঠল যে পোরসিয়া ডেনিয়েলের মতো সুবিজ্ঞ এবং নিরপেক্ষ।

Notes, etc. : *And now......trial*—এবার এই গুরুত্বপূর্ণ মামলা সুরু হল। *Portia...around her*—পোরসিয়া তার চারপাশে চেয়ে দেখল; Portia took a quick look at her surroundings. *He knew.... disguise*—কিন্তু ছদ্মবেশ থাকার জন্য ব্যাসানিও তাকে চিনতে পারল না; but he could not recognise her because of her disguise. *He was...Antonio*—সে এ্যান্টনিওর পাশে দাঁড়িয়েছিল; he stood near Antonio. *Agony*—নিদারুণ যন্ত্রণা; terrible anguish. *Distress*—

মর্মপীড়া ; anguish. *In an agony......his friend*—তার বন্ধুর জন্য দুশ্চিন্তা ও মর্মপীড়ায় পীড়িত হয়ে ; pained and agonised by what was happening to his friend. Bassanio looked so woebegone obviously because his friend had to suffer on his account.

Arduous—কঠিন ; difficult. *The importance......task*—কঠিন দায়িত্বের গুরুত্ব ; the weight of the momentous duty. *Engaged in*—ব্যাপৃত ; busy with. *The importance...engaged in*—যে কঠিন কাজে পোরসিয়া ব্যস্ত ছিল তার গুরুত্ব ; the seriousness of the difficult duty which Portia had to perform. *Tender lady*—কোমল ও সহৃদয় মহিলা ; kind-hearted lady. *Proceeded in the duty*—কর্তব্য সম্পাদন করতে অগ্রসর হল ; went on to do the duty. *She...... to perform*—যা সম্পন্ন করার দায়িত্ব সে নিয়েছিল ; which she had taken upon herself to do. *Undertaken*—দায়িত্বভার গৃহীত ; taken upon. *Perform*—সম্পাদন করা ; carry out. *She boldly ...perform*—যে গুরুদায়িত্ব সে স্বেচ্ছায় নিয়েছে তা সাহসিকতার সঙ্গে সম্পন্ন করতে সে অগ্রসর হল ; she boldly went about to do the duty which she had taken upon herself. *Addressed*—সম্বোধন করেছিল ; spoke to. *And first...to Shylock*—প্রথমে সে সাইলককে উদ্দেশ্য করে বলেছিল ; turning first towards Shylock she said. *Allowing*—মেনে নিয়ে ; admitting. *That h3...Venetian law*—ভিনিসীয় আইন অনুযায়ী তার অধিকার আছে ; the Venetian law gives him the right. *To have*—পেতে বা আদায় করে নিতে ; to exact. *The forfeit*—খেসারত বা বাজেয়াপ্ত বস্তু (অর্থাৎ এ্যান্টনিওর এক পাউণ্ড মাংস) ; the thing forfeited (i. e. a pound of Antonio's flesh). **Forfeit**—'penalty for breach of contract'—(*C. O. D.*). *Expressed*—বর্ণিত ; লিপিবদ্ধ ; stated. *Allowing that...the bond*—ভিনিসীয় আইন অনুযায়ী চুক্তিপত্রে বর্ণিত বাজেয়াপ্ত বস্তুটি আদায় করার অধিকার তার আছে, একথা মেনে নিয়ে ; conceding that he has the lawful right to demand the forfeited thing in fulfilment of the agreement. *Quality of mercy*—ক্ষমার গুণপনা ; the virtues of mercy. *She spoke...of mercy*—ক্ষমার গুণপনা সম্বন্ধে এমন মধুরভাবে সে বলল ; she spoke so appealingly about the virtues of mercy.

As would have softened any heart—যা যে-কোন হৃদয়কেই কোমল করে দেবে; as would have melted any heart. N. B. The authors mean that Portia made out a case for mercy so appealingly that even the most hard-hearted person would be moved to pity. লেখক ও লেখিকা বলতে চান যে পোরসিয়া এমন দরদ দিয়ে ক্ষমতাশীলতা সম্বন্ধে তার বক্তব্য উত্থাপন করল যে তাতে অতি কঠিন-হৃদয় ব্যক্তিরও করুণাপরবশ হয়ে ওঠার কথা। *Unfeeling*—অনুভূতিশূন্য; নির্মম; কঠোর; insensible; unkind. *But the...Shylock's*—কেবল নির্মম সাইলকের ছাড়া; other than Shylock's. *Saying*—এই কথা বলে; commenting. *It dropped*—তা ঝরে পড়ে; it fell. *As the gentle rain*—মৃদু বৃষ্টির মত; like rain coming gently down. *From heaven...beneath*—আকাশ থেকে মাটিতে; from the sky above down to earth. *Is dropped...place beneath*—যেমন আকাশ থেকে মাটিতে ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়ে, করুণাও বর্ষিত হয় তেমনি কোমলভাবে; mercy drizzles as sweetly and gently as slow rain does from heaven. *How mercy......blessing*—কী করে ক্ষমা হল এক দ্বৈত আশিস; how mercy was two blessings combined into one. *It blesses······receives it*—ইহা দাতা এবং গ্রহীতা উভয়কেই ধন্য করে; it ennobles both the giver and the recipient. *Became*—মানাত; suited. *Monarchs*—রাষ্ট্রের (বংশানুক্রমিক) শাসনকর্তাদের; sovereigns. *Crowns*—রাজমুকুট; headwears for kings. *How it...their crowns*—কেমন করে রাষ্ট্রপতিদের পক্ষে ক্ষমা রাজমুকুটের চেয়েও অধিকতর শোভন হত; how mercy suited the chiefs of states better than crowns. *Being an attribute of God Himself*—কারণ ক্ষমা হল স্বয়ং ভগবানের গুণ বা ভূষণ; by reason of the fact that it was the quality of God Himself. *Attribute*—গুণ; quality. *Earthly*—পার্থিব; material. *Earthly power... to God's*—পার্থিব শক্তি ভগবৎ শক্তির প্রায় তুল্যমূল্য হয়ে ওঠে; material power becomes nearly equal to divine power. *In proportion*—সেই পরিমাণে; to the extent. *Tempered*—যথাপরিমাণে মিশ্রিত; mixed in due proportion. *As mercy···justice*—ঠিক যে পরিমাণে ক্ষমা ন্যায়বিচারের সঙ্গে মিশ্রিত হয়; to the extent in which justice is combined with mercy. N. B. Portia meant to say that

mercy is divine virtue. Man resembles God in that he too is capable of mercy. He should remember that the purpose of justice is to bring the derelict closer to God, and not to crush him. So while delivering justice one should be inspired by a spirit of mercy rather than of vengeance, পোরসিয়া বলতে চেয়েছিল যে ক্ষমা একটি স্বর্গীয় গুণ। ভগবানের সঙ্গে মানুষের সাদৃশ্য আছে এইখানে যে সেও ক্ষমা প্রদর্শন করতে পারে। তার মনে রাখা উচিত যে কর্তব্যচ্যুত ব্যক্তিকে (এ্যান্টনিও সর্ত পালন করতে পারে নি বলে সে কর্তব্যচ্যুত) ভগবানের সমীপবর্তী করাই বিচারের উদ্দেশ্য—তাকে বিনষ্ট করা নয়। *Bid*—আদেশ করল; ordered. *Remember*—স্মরণ রাখতে; bear in mind. *She bid...remember*—সে সাইলককে স্মরণ রাখতে বলল; she told Shylock to bear in mind. *That as we···for mercy*—যেমন আমরা সকলে করুণাভিক্ষা করি; just as we all beg for mercy. *The same...show mercy*— ঐ প্রার্থনা থেকেই আমাদের ক্ষমা করতেও প্রণোদিত হওয়া উচিত; that very prayer should inspire us to be merciful. *Shylock only answered her*—সাইলক কেবল এই উত্তর দিয়ে তার বক্তব্য শেষ করল; Shylock had only this to say. *Desiring*—অভীপ্সা প্রকাশ করে; expressing the desire. *The penalty... the bond*—চুক্তিপত্রে বর্ণিত জরিমানার উসুল; fulfilment of the conditions stated in the bond.

'Is he·····the money ?'—সে কি টাকা দিতে সমর্থ নয়? Cannot he pay the money (that you gave him as a loan).

Bassanio then......the Jew—ব্যাসানিও তখন ইহুদিকে দিতে চাইল; Bassanio then agreed to pay. *The payment...should desire*—তিন হাজার ডুকাটের যতগুণ খুসি বেশি সে নিতে চায়; as many times more than three thousand ducats as he wanted (in payment of the loan advanced by him). *Which Shylock refusing*—এই প্রস্তাব সাইলক কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হওয়াতে; this offer being rejected by Shylock. *Still insisting...flesh*—এ্যান্টনিওর এক পাউণ্ড মাংস কেটে নেওয়ার জন্য তখনও পীড়াপীড়ি করায়; demanding a pound of Antonio's flesh even then. *Bassanio begged*—ব্যাসানিও অনুনয়-বিনয় করল; Bassanio solicited. *Endeavour*—চেষ্টা করবে; try. *Wrest*—ঘোরান বা মোচড়ান; twist. *The learned young......a little*—বিজ্ঞ তরুণ

কৌঁসুলি আইনের সামান্য একটু বিকৃত ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করবেন ; the young pleader would try to put a rather distorted interpretation on the law. *Gravely*—গম্ভীরভাবে ; seriously. *Laws once...be altered* —একবার প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে কোন আইন আর পাল্‌টান যেতে পারে না ; once enacted, the laws cannot be changed. *Altered*—পরিবর্তিত ; changed. *Hearing......be altered*—আইন পাল্‌টান যায় না, পোরসিয়ার কাছ থেকে এই কথা শুনে ; having heard from Portia that the laws are unalterable. *It seemed to him*—তার মনে হল ; he thought. *That she......his favour*—যে সে তার পক্ষেই ওকালতি করছে ; that she was making out a case for him. *'A Daniel......judgment !'* —যেন একজন ড্যানিয়েল বিচারে বসেছেন ; it seems to me that in the person of Dr, Balthasar a judge as great as Daniel is sitting in judgment. **N. B.** The story of Daniel is told in the Bible—*Book of Daniel.* He was a Jewish judge well-known for his impartiality. [See **Additional Notes**] ড্যানিয়েলের কাহিনী বাইবেলের অন্তর্গত Book of Daniel-এ কথিত আছে। তিনি একজন ইহুদি বিচারক ; তাঁর নিরপেক্ষতা সর্বজনবিদিত। *How I......honour you !* —আপনাকে যে কি করে সম্মান দেখাব ; I do not know how I can show you my respect adequately. *How much......your looks*— চেহারার তুলনায় জ্ঞানে আপনি কতই না প্রবীণ ; you are very much wise for your age.

অনুবাদ ঃ এবার গুরুত্বপূর্ণ মামলাটি সুরু হল। চারপাশে তাকিয়ে পোরসিয়া অকরুণ ইহুদিকে দেখতে পেল। সে ব্যাসানিওকেও দেখল, তবে ছদ্মবেশের জন্য ব্যাসানিও পোরসিয়াকে চিনতে পারল না। বন্ধুর দুঃখ ও যন্ত্রণায় ক্লিষ্ট হয়ে সে এ্যাণ্টনিওর পাশে দাঁড়িয়ে ছিল।

যে কঠিন কাজে সুকোমল পোরসিয়া ব্যাপৃত ছিল তার গুরুত্ব তাকে সাহসীও করে তুলেছিল, এবং সাহসিকতার সঙ্গেই সে তার আরব্ধ কর্তব্য সম্পাদন করতে উদ্যত হল। প্রথমে সে সাইলকের দিকে ঘুরে দাঁড়াল। ভিনিসীয় আইন অনুযায়ী চুক্তিতে-বর্ণিত বাজেয়াপ্ত বস্তুর আদায় নেওয়ার অধিকার যে আছে তা মেনে নিয়েই এমন সুন্দরভাবে সে ক্ষমার মাধুর্যের কথা বলল যে তা একমাত্র নির্দয় সাইলক ছাড়া আর যে কোন কঠোর হৃদয়কেও গলিয়ে দিতে পারে। পোরসিয়া বলল যে স্বর্গ থেকে মর্তে বৃষ্টি যেমন ঝিরঝির করে

ঝরে পড়ে ঠিক তেমনি স্নিগ্ধভাবেই ক্ষমাও বর্ষিত হয়। দুই দিক থেকে ক্ষমা একটি আশীর্বাদ—যে দেয় এবং যে নেয় উভয়কেই ক্ষমা ধন্য করে। ক্ষমা স্বয়ং ভগবানের বৈশিষ্ট্য। যতটা পরিমাণে বিচারবোধ ক্ষমার সঙ্গে মিশ্রিত হয় ঠিক ততটা পরিমাণেই পার্থিব ক্ষমতা স্বর্গীয় ক্ষমতার তুল্যমূল্য হয়ে ওঠে। আর তাই রাজমুকুটের চেয়ে ক্ষমাই রাজপুরুষদের যোগ্যতর পরিচয়জ্ঞাপক ভূষণ। পোরসিয়া সাইলককে বলল যে তার মনে রাখা উচিত যে আমরা সকলেই যেমন ক্ষমাপ্রার্থী তেমনি ক্ষমা করার শিক্ষাও আমাদের সকলের থাকা উচিত।

পোরসিয়ার ভাষণের প্রত্যুত্তরে সাইলক চুক্তিপত্র অনুযায়ী জরিমানা আদায় করার অভীপ্সাই জ্ঞাপন করল।

'ওর কি টাকা দেওয়ার সমর্থ্য নেই ?' পোরসিয়া জিজ্ঞাসা করল।

ব্যাসানিও তখন বলল যে তিন হাজার ডুকাটের যতগুণ খুসি বেশি অর্থ ইহুদি চায় সে তাই দেবে। এই প্রস্তাব সাইলক প্রত্যাখ্যান করল—এ্যান্টনিওর এক পাউণ্ড মাংস সে নেবেই। তখন এ্যান্টনিওর প্রাণরক্ষা করার জন্য ব্যাসানিও বিজ্ঞ তরুণ আইনবিদকে আইনের সামান্য একটু অপব্যাখ্যা করতে অনুনয়-বিনয় করতে লাগল। পোরসিয়া কিন্তু গম্ভীরভাবে জবাব দিল যে প্রতিষ্ঠিত আইনের কোন পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। আইন পালটান যাবে না—পোরসিয়ার মুখে এই কথা শুনে সাইলক ভাবল যে ও তার পক্ষেই কথা বলছে। তখন সে বলল, "যেন স্বয়ং ড্যানিয়েল বিচার করতে বসেছেন! বিজ্ঞ বিচারক মহোদয়, আপনাকে আমি কতই না সম্মান করি। আপনার তরুণ চেহারার তুলনায় আপনি অনেক বেশি প্রবীণ।"

Expl. : *She spoke···received it.*

These lines are from *The Merchant of Venice* of Shakespeare as retold by Charles and Mary Lamb.

This is the adaptation of a very famous passage on mercy by Portia. Shylock the Jew is adamant on cutting off a pound of flesh from Antonio's body Portia, alias Dr. Balthasar, said that though the Jew could lawfully do so, he should be merciful. Mercy is a great viture—a double blessing. It blesses both the giver and the taker, and it is as soothing as gentle rain. But Portia's deeply moving speech did not touch the hard heart of the cruel Jew.

ব্যাখ্যা : শেক্সপীয়র রচিত এবং চার্লস ও মেরি ল্যাম্ব কথিত দ্য মারচেন্ট অব ভিনিস থেকে এই পঙক্তি কয়টি গৃহীত। ক্ষমাপরায়ণতা সম্বন্ধে

পোরসিয়ার একটি বিখ্যাত বক্তৃতার অংশ বিশেষ এইটি। এ্যান্টনিওর দেহ থেকে এক পাউণ্ড মাংস কেটে নিতে সাইলক বদ্ধপরিকর। পোরসিয়া ওরফে ডঃ ব্যালথাজার বলল যে যদিও ইহুদি তা আইনসঙ্গতভাবেই করতে পারে, তার ক্ষমা প্রদর্শন করা উচিত। ক্ষমাপরায়ণতা এক মস্ত বড় গুণ—এ এক দ্বিমুখী আশিস। দাতা এবং গ্রহীতা উভয়ের পক্ষেই তা আশিসস্বরূপ, এবং ঝিরঝিরে বৃষ্টির মতোই তা মোলায়েম। কিন্তু পোরসিয়ার মর্মস্পর্শী বক্তৃতা নিষ্ঠুর ইহুদির কঠিন হৃদয়কে স্পর্শ করল না।

Expl. : *She bid Shylock......show mercy.*

These lines are from *The Merchant of Venice* as retold by Charles and Mary Lamb.

Shylock the Jew insisted on cutting off a pound of flesh from Antonio's body. But Portia said that even though Shylock could lawfully have the flesh, he should show mercy. She advised Shylock to remember that as all of us at some time or other pray for mercy, we should be prepared to give it as and when the occasion demands. Mercy is a great virtue—it ennobles both the giver and the taker.

ব্যাখ্যা ঃ এই পঙ্‌ক্তি কয়টি চার্লস ও মেরি ল্যাম্ কথিত **দ্য মারচেণ্ট অব্ ভিনিস** থেকে গৃহীত।

ইহুদি সাইলক এ্যান্টনিওর দেহ থেকে এক পাউণ্ড মাংস কেটে নিতে বদ্ধপরিকর। কিন্তু পোরসিয়া বলল যে, যদিও সাইলক আইনসঙ্গতভাবে ঐ মাংস পেতে পারে, তবু তার করুণা প্রদর্শন করা উচিত। সে সাইলককে স্মরণ রাখতে বলল যে কোনো না কোনো সময়ে ক্ষমার জন্য আবেদন জানাতে হয় আমাদের সকলকেই, তাই ঘটনার তাগিদে আমাদেরও সবার ক্ষমা প্রদর্শন করা উচিত। ক্ষমা একটি মস্ত বড় গুণ, দাতা এবং গ্রহীতা উভয়েই এর থেকে মহত্ত্ব অর্জন করে।

Expl. : *'A Daniel......your looks !'*

These lines are taken from *The Merchant of Venice* as retold by Charles and Mary Lamb. When Shylock refused to show mercy to Antonio, Bassanio requested Portia disguised as Dr. Balthasar to wrest the law a little to save Antonio's life. But Portia refused to do this. It is in this context that Shylock made this remark.

He described Portia as impartial and just as Daniel. In fact Daniel symbolises great wisdom. Shylock was obviously

elated. He thought that he would now get leave to cut off the pound of flesh from Antonio's body. So he was all praise for Portia. He said that he was much wiser for her age.

• **ব্যাখ্যা :** এই লাইন কয়টি চার্লস ও মেরি ল্যাম্ কথিত দ্য মারচেণ্ট অব্ ভিনিস থেকে গৃহীত। সাইলক যখন এ্যাণ্টনিওকে ক্ষমা প্রদর্শন করতে অস্বীকার করল তখন ব্যাসানিও ডঃ ব্যালথাজারের ছদ্মবেশধারী পোরসিয়াকে অনুরোধ করল যে সে যেন এ্যাণ্টনিওর জীবন বাঁচাবার জন্য আইনের একটু অপব্যাখ্যা করে। কিন্তু পোরসিয়া তা করতে অস্বীকার করল। এই প্রসঙ্গে সাইলক এই মন্তব্য করেছিল।

সে পোরসিয়াকে ডেনিয়েলের মতো পক্ষপাতশূন্য এবং ন্যায়পরায়ণ বলে বর্ণনা করল। বাস্তবিকপক্ষে বিরাট জ্ঞানের প্রতিভূ হলেন ডেনিয়েল। সাইলক স্পষ্টতঃই উল্লসিত হয়ে উঠেছিল। সে ভাবল যে এ্যাণ্টনিওর দেহ থেকে এবার এক পাউণ্ড মাংস কেটে নেবার অনুমতি সে পাবে। তাই সে পোরসিয়ার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠল। সে বলল যে তার বয়সের তুলনায় সে বেশি জ্ঞানী।

Grammar and Composition : *the merciless Jew*—anaphoric 'the'—the specification is in the situation already described—'merciless' is an epithet.

The importance of the arduous task—'importance' is an uncountable noun—'the' is cataphoric—the specification is in the immediate situation—'arduous' is an epithet.

this important trial—'this' is a demonstrative pronoun.

an attribute of God Himself—notice the intensifier 'Himself'.

in proportion—no article before 'proportion'—it is a set phrase

She boldly proceeded—'boldly' is an adverb of manner.

she addressed herself—'herself' is a reflexive pronoun.

earthly power—'earthly' is an attributive adjective.

which Shylock refusing—an absolute construction.

gravely answered—'gravely' is an adverb of manner.

hearing Portia say—note the bare infinitive after 'hearing'.

It seemed to him that...his favour—*'that she was...favour'*—in apposition to 'It'.

How I do honour you !—*Exclamatory Sentence.*

I honour you very much—*Assertive.*

How much elder are you than your looks !—*Exclamatory*

You are much elder than your looks—*Assertive.*

Short Questions and Answers

Q. 1. *Looking around her, what did Portia see?*

[চারপাশে তাকিয়ে পোরসিয়া কী দেখতে পেল ?]

Ans. Looking around her, Portia saw the cruel Jew and Bassanio, who was standing beside Antonio. Bassanio could not recognise Portia because she was disguised as Dr. Balthasar.

[চারপাশে তাকিয়ে পোরসিয়া নিষ্ঠুর ইহুদি এবং ব্যাসানিওকে দেখতে পেল। ব্যাসানিও এ্যান্টনিওর পাশে দাঁড়িয়েছিল। ব্যাসানিও পোরসিয়াকে চিনতে পারল না কারণ সে ডঃ ব্যালথাজারের ছদ্মবেশ ধারণ করেছিল।]

Q. 2. *What gave Portia courage?*

[কী জিনিস পোরসিয়াকে সাহস দিয়েছিল ?]

Ans. Portia was fully conscious of the importance of her task. She rose equal to the occasion. The importance of her task gave her courge.

[পোরসিয়া তার নিজের কাজের গুরুত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন ছিল। সে তার কাজের যোগ্য হয়ে উঠেছিল। তার কাজের গুরুত্বই তাকে সাহস দিয়েছিল।]

Q. 3. *What did she say to Shylock?*

[সে সাইলককে কী বলেছিল ?]

Ans. She told Shylock that under the Venetian law he had the right to cut off a pound of flesh from Antonio's body. But he should be merciful. Mercy is a great virtue. It is as soothing as gentle rain. It is a double blessing. It ennobles both the giver and the taker It is an attribute of God Himself There are moments in life when everybody solicits mercy. So everybody should be ready to show mercy. But Portia's speech did not touch the hard heart of the Jew.

[সে সাইলককে বলল যে ভিনিসিয় আইন অনুযায়ী এ্যান্টনিওর দেহ থেকে তার এক পাউণ্ড মাংস কেটে নেওয়ার অধিকার আছে। কিন্তু তার ক্ষমাপরায়ণ হওয়া উচিত। ক্ষমা মস্ত বড় এক গুণ। কোমল বৃষ্টির মতোই তা মধুর। ক্ষমা এক দ্বিবিধ আশীর্বাদ। দাতা এবং গ্রহীতা উভয়কেই তা মহৎ করে। এটা স্বয়ং ভগবানেরই গুণ। প্রত্যেকের জীবনেই এমন সময় আসে যখন তাকে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হয়। তাই সবাইকে ক্ষমা প্রদর্শন

করার জন্য প্রস্তুত থাকতে হয়। কিন্তু পোরসিয়ার বক্তব্য ইহুদির কঠিন হৃদয়কে স্পর্শ করল না।]

Q. 4. *What did Portia ask Shylock to remember ?*

[পোরসিয়া সাইলককে কোন্ কথা স্মরণ করিয়ে দিল ?]

Ans. She asked Shylock to remember that as every man prays for mercy, that same prayer should teach him to show mercy.

[সাইলককে সে স্মরণ করিয়ে দিল যে প্রত্যেকেই তার কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা চেয়ে থাকে, আর সেই প্রার্থনা থেকেই নিজেও ক্ষমা করার জন্য শিক্ষা নিতে হয়।]

Q. 5. *What was Shylock's answer to this ?*

[সাইলকের উত্তর কী ছিল ?]

Ans. Shylock still insisted on having the pound of flesh.

[সাইলক তবু এক পাউণ্ড মাংস দেওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করতেই লাগল।]

Q. 6. *What did Bassanio offer to avoid the murder ?*

[ব্যাসানিও খুন এড়াবার জন্য কী দিতে চাইল ?]

Ans. Bassanio said that in exchange for Antonio's life he was prepared to give Shylock as much money as he demanded.

[ব্যাসানিও বলল যে এ্যান্টনিওর জীবনের বিনিময়ে সাইলক যত টাকা চায় সে ততই দিতে প্রস্তুত।]

Q. 7. *What did he tell the young counsellor ?*

[সে তরুণ কৌঁসুলিকে কী বলল ?]

Ans. He requested the young counsellor to interpret the law in such a way as to save the life of Antonio.

[সে তরুণ কৌঁসুলিকে বলল যে তিনি যেন এ্যান্টনিওর প্রাণ বাঁচাবার জন্য আইনের বিশেষ ব্যাখ্যা করেন।]

Q. 8. *What did Portia say to this ?*

[পোরসিয়া এতে কী বলল ?]

Ans. Portia made it perfectly plain that, once established, laws cannot be changed.

[পোরসিয়া স্পষ্ট করে বলল যে একবার গৃহীত হলে আইন আর পাল্টানো চলে না।]

Q. 9. *What did Shylock say upon this?*

[এতে সাইলক কী বলল ?]

Ans. Shylock was very pleased to hear this. He thought that the counsellor was speaking in his favour. He said that Portia was as wise and impartial as Daniel. He was all praise for her.

[এই কথা শুনে সাইলক অত্যন্ত খুশি হল। সে ভাবল যে কৌঁসুলি তার পক্ষে কথা বলছে। সে বলল যে কৌঁসুলি ডেনিয়েলের মতোই বিজ্ঞ এবং পক্ষপাতশূন্য। সে তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠল।]

Paragraphs 39-48

Gist : Since the Jew would accept nothing but a pound of Antonio's flesh, Portia had no choice but to let him have it his own way. Ready to die, Antonio shook hands with Bassanio and asked him not to grieve for him. It was a heart-breaking scene. Bassanio said that however dearly he loved his honourable wife, he was prepared to sacrifice all he had to save Antonio's life. Gratiano too made similar remarks. Portia and Nerissa were not at all displeased, but they reminded their respective husbands that it was good that they made them in their wives' absence.

সারার্থ ঃ যেহেতু এ্যাণ্টনিওর দেহের এক পাউণ্ড মাংস ছাড়া ইহুদিটা আর কিছুই নেবে না, তাই পোরসিয়ার পক্ষে তাতে রাজি হওয়া ছাড়া গত্যন্তর রইল না। মরতে প্রস্তুত হয়ে এ্যাণ্টনিও ব্যাসানির সঙ্গে করমর্দন করল আর তাকে তার জন্য দুঃখ করতে বারণ করল। দৃশ্যটি হৃদয়-বিদারক। ব্যাসানিও বলল যে সে তার সম্মানিত স্ত্রীকে যতই ভালবাসুক না কেন, এ্যাণ্টনিওর প্রাণ বাঁচাবার জন্য সব কিছুই সে ত্যাগ করতে প্রস্তুত। গ্রেসিয়ানোও একই রকম উক্তি করল। পোরসিয়া ও নেরিসা মোটেই অখুসি হল না তবে তারা তাদের স্বামীদের স্মরণ করিয়ে দিল যে, তাদের স্ত্রীদের অনুপস্থিতিতে এহেন উক্তি করে তারা ভালই করেছে।

Notes, etc. : *Portia now......at the bond*—পোরসিয়া এবার সাইলককে চুক্তিপত্রটা তাকে দেখতে দিতে বলল ; Portia now wanted to see the bond herself. *When she......read it*—তার পড়া হলে ; having read the bond. *This bond is forfeited*—এই চুক্তিপত্রে বাণত বস্তু বাজেয়াপ্ত করা হল ; the thing stated in this bond is now being confiscated. *By this......a pound of flesh*—এই চুক্তি

অনুযায়ী আইনসঙ্গতভাবে ইহুদি এক পাউণ্ড মাংস কেটে নিতে পারে; the law permits the Jew to get a pound of flesh. *Lawfully*—আইনসঙ্গতভাবে; by law. *Claim*—দাবি করা; demand. *To be......Antonio's heart*—যা সে এ্যান্টনিওর হৃৎপিণ্ডের নিকটতম স্থান থেকে কেটে নিতে পারে; which he can cut off from any part nearest to Antonio's heart. '*Be merciful*—সদয় হও; be forgiving. *Bid me*—let me. *Tear*—ছিঁড়ে ফেলা।

But no......Shylock show—কিন্তু নিষ্ঠুর সাইলক কোনরকম ক্ষমা প্রদর্শন করবে না; but the heartless Shylock was determined not to pardon. *By my soul*—আমি আমার আত্মার দিব্যি দিয়ে বলছি। *I swear*—আমি নিশ্চিত বলছি; I say for certain. *Alter me*—আমার মত পরিবর্তন করাতে; to make me change my decision. *There is no ...alter me*—মানুষের জিহ্বায় এমন কোন শক্তি নেই যা দিয়ে আমার মত পরিবর্তন করা যেতে পারে; none can persuade me to change my decision. *You must...the knife*—ছুরিকাঘাতের জন্য তাহলে তুমি তোমার বক্ষদেশ প্রস্তুত কর; be ready to bare your bosom for the knife. *Bosom*—বুক; breast. *Was sharpening*—ধার দিচ্ছিল; was giving a point or keen edge to, was whetting. *A long knife*—একটা লম্বা ছুরিতে। *Eagerness*—উৎসাহ; enthusiasm. *Have you anything to say*—আপনার কিছু বলার আছে? do you want to say anything in self-defence?

Calm—প্রশান্ত; unruffled; quiet. *Resignation*—হালছাড়া ভাব; helplessness; surrender. **Resignation**—'uncomplaining endurance of sorrow or other evil' (*C.O.D.*). *He had...say*—তার বলতে গেলে কিছুই বলার নেই। *He had for death*—মরবার জন্য সে মন প্রস্তুত করে ফেলেছে; he was prepared to die. *Give me your hand*—তোমার হাতখানা একবার দাও; let us shake hands. *Fare you well*—চির বিদায়; adieu. *Grieve not*—অনুতাপ কর না; do not blame yourself. *That I am.. for you*—যেহেতু তোমার জন্যই আজ আমার এমন দুর্ভোগ হচ্ছে; that I have to suffer so much for you. *Commend me*—আমার কথা বল; talk about me. *Tell her...loved you*—তাঁকে বল আমি তোমাকে কত ভালবাসতাম।

Deepest—গভীরতম ; তীব্রতম ; most deep ; sharpest. *Affliction*—নিদারুণ যন্ত্রণা ; great distress. *'Antonio, I am...life itself*—আমার স্ত্রী এমনই একজন যে আমার প্রাণসম প্রিয় ; I love my wife as much as I love my own life. *Esteemed*—বিবেচিত ; considered. *But life itself,...your life*—কিন্তু আমার কাছে তোমার প্রাণের চেয়ে মূল্যবান আর কিছুই নেই—আমার প্রাণ, আমার স্ত্রী এমন কি গোটা পৃথিবীটাও নয় ; but nothing in the world—neither my life nor my wife—is more important than your life. *Sacrifice*—ত্যাগ করা ; give up *This devil*—এই শয়তান : this veritable satan. *I would'...devil here*—এই শয়তানকে আমি সব কিছুই সঁপে দিতে পারি ; I am prepared to give up everything I have to this satan. *To deliver you*—তোমাকে মুক্ত করার জন্য বা তোমাকে বাঁচাবার জন্য ; to free you ; to save your life.

The kind-hearted lady—সহৃদয়া মহিলা ; the generous lady. *Offended*—অসন্তুষ্ট হওয়া ; displeased. *The kind-hearted...her husband*—সহৃদয় মহিলা তার স্বামীর বক্তব্যে আদৌ অসন্তুষ্ট হলেন না ; the generous lady was not at all displeased with her husband. *For expressing...as Antonio*—এ্যান্টনিওর মত এমন একজন বিশ্বস্ত বন্ধুর প্রতি তার ভালবাসার কথা প্রকাশ করায় ; for making it plain that he loved his sincere friend Antonio very much. *In these strong terms*—এহেন স্পষ্ট ভাষায় ; in such unambiguous language. *Yet could not.. answering*—তবু না বলে পারল না ; however she could not but say. *Could not help*—বিরত না করতে পারা ; could not refrain from, or could not prevent. *'Your wife...little thanks*—তোমার স্ত্রী তোমাকে কোন ধন্যবাদই দিত না ; your wife would not thank you at all. *If she were present*—যদি সে এখানে থাকত ; had she been here. *To hear...this offer*—তোমাকে এই প্রস্তাব করতে শুনলে ; had she heard you make this offer.

Copy—অনুকরণ করা ; imitate. *Who loved...lord did*—যে তার মনিবের সব কিছুই অনুকরণ করতে ভালবাসত ; who was fond of imitating his master. *Thought*—ভাবল ; considered. *He must ...like Bassanio's*—ব্যাসানিওর বক্তব্যের মত তারও কিছু বলা উচিত ; he

should echo Bassanio's speech. *He said,...Nerissa's hearing*—নেরিসার শ্রুতিগোচর করে সে বলল ; he said within Nerissa's earshot. *Who was...the side of Portia*—যে কেরাণীর পোষাক পরে পোরসিয়ার পাশে বসে লিখছিল ; who, dressed like a clek, and seated by Portia, was writing. *I protest*—যথাবিধি সত্য বলে দৃঢ়ভাবে আমি ঘোষণা করছি ; I solemnly declare. *I wish...in heaven*—আমার মনে হচ্ছে সে যদি স্বর্গে যেতে পারত ; if only she could go to Heaven. *Entreat*—আবেদন করা ; implore ; appeal. *Some power there*—সেখানকার কোন শক্তিকে ; some supernatural or divine power there in Heaven. *I wish...power there*—আমার মনে হচ্ছে আহা সে যদি স্বর্গে কোন দৈবী শক্তির কাছে আবেদন করতে পারত ; if only she could go to Heaven to appeal to some divine power. *To change...this currish Jew*—এই খেঁকী কুকুর সদৃশ ইহুদিটার নিষ্ঠুর প্রবৃত্তি পরিবর্তিত করতে ; to change the cruel attitude of this cur-like Jew. *Currish*—খেঁকী কুকুর সদৃশ ; like a cur.

It is well...her back—এহেন ইচ্ছা তার পেছনে বা অনুপস্থিতিতে প্রকাশ করে ভালই করেছ ; you are acting wisely in that you say this in her absence. *Else you...unquiet house*—তা না হলে তোমার গৃহে অশান্তি লেগে যেত ; otherwise you would have lost your domestic peace.

Impatiently—ধৈর্যচ্যুত হয়ে ; having lost patience. *Trifle*—নষ্ট করা ; waste. *We trifly time*—আমরা বাজে কথায় সময় নষ্ট করছি ; we are wasting time by talking nonsense. *I pray*—আমি আবেদন করছি ; I request. *Pronounce*—যথাবিধি উচ্চারণ করুন ; pass judgment. *Pronounce the sentence*—রায় দিন ; pass judgment.

Awful—ভয়ঙ্কর ; fateful. *Expectation*—আশা ; hope. *Every heart...for Antonio*—এ্যাণ্টনিওর কথা ভেবে সকলের অন্তরই বেদনার্ত ছিল ; everybody grieved for Antonio.

অনুবাদ ঃ পোরসিয়া তখন সাইলকের কাছ থেকে চুক্তিপত্রটা দেখতে চাইল। সেটা পড়ে সে বলল, "এই চুক্তিপত্র এবার গৃহীত হল ; এই চুক্তিবলে ইহুদি আইনত এ্যাণ্টনিওর হৃৎপিণ্ডর নিকটতম স্থান থেকে এক পাউণ্ড মাংস

কেটে নিতে পারবে।" তারপর সে সাইলককে বলল, "দয়াপরবশ হও ; তুমি টাকা নিয়ে আমাকে এই চুক্তিপত্র ছিঁড়ে ফেলতে দাও।"

কিন্তু ক্ষমাপ্রদর্শন নিষ্ঠুর ইহুদি কিছুতেই করবে না ; ও বলল, "আমি আমার আত্মার দিব্যি দিয়ে বলছি যে কোন ব্যক্তি কোন কথা বলে আমার মত পাল্টাতে পারবে না।"

"তাহলে এ্যান্টনিও শোন", পোরসিয়া বলল, "তুমি তোমার বক্ষদেশে ছুরিকাঘাত নেওয়ার জন্য প্রস্তুত হও।" এক পাউণ্ড মাংস কেটে নেওয়ার জন্য সাইলক যখন সোৎসাহে তার ছুরি শাণাচ্ছিল পোরসিয়া তখন এ্যান্টনিওকে বলল, "তোমার কিছু বলার আছে ?"

শান্ত হালছাড়া ভাব নিয়ে এ্যান্টনিও বলল যে তার সামান্য কথাই বলার আছে, তা হল সে মৃত্যুর জন্য তার মন প্রস্তুত করে ফেলেছে। সে ব্যাসানিওকে বলল, "এস ব্যাসানিও, করমর্দন করি। চিরবিদায়। তোমার জন্য যে আমার এই দুর্ভোগ তা ভেবে তুমি দুঃখ কর না। তোমার মাননীয়া পত্নীকে আমার কথা মনে রাখতে বল ; আমি তোমাকে কত ভালবাসতাম তাও তাঁকে বল।"

চূড়ান্ত বেদনার্ত ব্যাসানিও উত্তর দিল, "আমি বিয়ে করে এমন এক স্ত্রীলাভ করেছি যে আমার প্রাণপ্রতিম প্রিয়। তবু আমার জীবন, আমার স্ত্রী এবং এজগতের সব কিছু মিলেও তোমার জীবনের চেয়ে বড় নয়। তোমাকে বাঁচাবার জন্য আমি আমার সবকিছুই এই শয়তানটাকে দিয়ে দিতে পারি।"

স্বামীর মুখ থেকে এমন দ্ব্যর্থহীন ভাষায় এ্যান্টনিওর মত বিশ্বস্ত বন্ধুর প্রতি তার দরদের কথা শুনে যদিও পোরসিয়া মোটেই অসন্তুষ্ট হয় নি, তবু সে না বলে পারল না, "আপনার মুখ থেকে এমন প্রস্তাব শুনে নিশ্চয়ই আপনার স্ত্রী আপনাকে সাধুবাদ দিতেন না।"

গ্রেসিয়ানো তো আবার তার মনিবকে অনুকরণ করতে ভালবাসত। তার মনে হল ব্যাসানিওর মত করে তারও কিছু বলা উচিত।

কেরাণীর পোষাকে নেরিসা পোরসিয়ার পাশে বসে ছিল। তার শ্রুতি-গোচরেই সে বলে উঠল, "আমি যথাবিধি সত্য বলে দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করছি যে আমার যে পত্নীটি আছে তাকে আমি ভালবাসি। ভাল হত যদি সে স্বর্গে গিয়ে এই খেঁকী কুকুরের মত ইহুদিটার নিষ্ঠুরতাকে দমন করার জন্য কোন দৈবী শক্তির কাছে আবেদন করতে পারত।"

"এরকম ইচ্ছে যে তুমি তার অনুপস্থিতিতে করেছে এই ভাল, তা নাহলে তোমার গৃহশান্তি বিঘ্নিত হত", নেরিসা বলল।

অধৈর্য হয়ে সাইলক চিৎকার করে উঠল, "আমরা মিছিমিছি কালক্ষেপ করছি ; আমার অনুরোধ, রায় দেওয়া হক।"

. এবার সমগ্র আদালত উৎকর্ণ হয়ে উঠল ; এ্যান্টনিওর জন্য সকলেই দুঃখ ভারাক্রান্ত।

Grammar and Composition : *Lawfully claim*—'Lawfully' is an adverb of manner.

Be merciful—note the use of the imperative mood.

bid me tear—notice the bare infinitive after 'bid'.

But no mercy......show—notice the inversion on account of the front-position of 'no mercy'.

To let her look—'to' of the infinitive 'to look' is understood after 'let'.

there is no power......alter me—noun clause, object of 'swear'.

Why, then Antonio etc.—*why* is used here as an interjection expressing surprised recognition of something.

Grieve not etc.—notice the use of the imperative mood.

the kind-heorted lady—note the cataphoric use of 'the'. 'Kindhearted' is an epithet.

Calm resignation—Here *calm* is an adjective, and it means 'not excited' or 'untroubled'.

As a *noun* it means a time when everything is quiet and peaceful.

As a *verb* it means 'make or become calm'.

Short Questions and Answers

Q. 1. *What did Portia say after reading the bond ?*

[চুক্তিটি পড়ে পোরসিয়া কী বলল ?]

Ans. Having read the bond, Portia said that it entitled the Jew to get a pound of Antonio's flesh. He could cut it off from nearest Antonio's heart.

[চুক্তিটি পড়ে পোরসিয়া বলল যে এই চুক্তি ইহুদিকে এ্যান্টনিওর এক পাউণ্ড মাংস নেওয়ার অধিকার দিয়েছে। এ্যান্টনিওর হৃৎপিণ্ডের নিকটতম স্থান থেকে সে তা কেটে নিতে পারে।]

Q. 2. *What was her appeal to Shylock ?*

[সাইলকের কাছে সে কি আবেদন জানাল ?]

Ans. She appealed to Shylock to be merciful and to

accept the money. She also asked his consent to tear the bond.

[সে সাইলকের কাছে আবেদন জানাল, সে যেন ক্ষমাশীল হয় এবং টাকাটা গ্রহণ করে। চুক্তিপত্রটি ছিড়ে ফেলার অনুমতিও সে প্রার্থনা করল।]

Q. 3. *What did the Jew say in reply to this ?*

[এ কথার উত্তরে ইহুদি কী বলল ?]

Ans. The cruel Jew would not relent. He made no bones about it that none under the sun could make him change his decision.

[নিষ্ঠুর ইহুদির কিন্তু মন গলল না। সে খোলাখুলি বলল যে এ দুনিয়ায় কেউই তার সিদ্ধান্তের পরিবর্তন করতে পারবে না।]

Q. 4. *What did then Portia tell Antonio ?*

[পোরসিয়া তখন পোরসিয়াকে কী বলল ?]

Ans. Portia then told Antonio to prepare his bosom for Shylocks's knife. Shylock began to sharpen a big knife. Portia wanted to know whether Antonio had anything to say.

[পোরসিয়া তখন এ্যান্টনিওকে তার নিজের বক্ষ সাইলকের ছুরির জন্য প্রস্তুত করতে বলল। সাইলক বিরাট একটি ছুরি শাণাতে লাগল। পোরসিয়া জানতে চাইল, এ্যান্টনিওর কিছু বলার আছে কিনা।]

Q. 5. *What did Antonio say ?* [এ্যান্টনিও কী বলল ?]

Ans. Antonio calmly resigned himself to his fate. He said that he was prepared to die and, therefore, had little to say. He shook hands with Bassanio and bade him farewell. He asked Bassanio not to be sorry for him and to tell his honourable wife how dearly he loved him.

[এ্যান্টনিও শান্তভাবে নিজেকে ভাগ্যের হাতে সঁপে দিল। সে বলল যে সে মরতে প্রস্তুত, তাই তার কিছু বলার নেই। ব্যাসানিওর সঙ্গে করমর্দন করে সে তাকে বিদায় জানালো। সে ব্যাসানিওকে তার জন্য দুঃখ করতে বারণ করল এবং সে যে তাকে কত ভালবাসে সে-কথা তার মাননীয় পত্নীকে জানাতে বলল।

Q. 6. *What was Bassanio's reply to this ?*

[এই কথায় ব্যাসানিওর উত্তর কী ছিল ?]

Ans. Bassanio was very much distressed, He told Antonio that he loved his wife very much. But he valued Antonio's

life much more than anything else. He was prepared to give up everything, including his wife and life, to save Antonio.

[ব্যাসানিও অত্যন্ত ব্যথিত হল। সে বলল যে সে তার স্ত্রীকে অত্যন্ত ভালবাসে। কিন্তু সব কিছুর চেয়ে এ্যান্টনিওর প্রাণের মূল্যই তার কাছে বেশী। স্ত্রী ও তার জীবন সহ সমস্ত কিছুই সে এ্যান্টনিওর প্রাণ বাঁচাবার জন্য ত্যাগ করতে প্রস্তুত।

Q. 7. *Was Portia offended at the remarks of her husband?*

[স্বামীর মন্তব্যে কি পোরসিয়া ক্ষুব্ধ হয়েছিল ?]

Ans. Portia a was tender hearted lady, She did not mind her hurband's deep love for his true friend. So she was not at all offended at his remarks.

[পোরসিসার হৃদয় ছিল কোমল। প্রকৃত বন্ধুর প্রতি তার স্বামীর গভীর ভালবাসায় সে কিছু মনে করে নি। তাই স্বামীর মন্তব্যে সে আদৌ ক্ষুব্ধ হয় নি।]

Q. 8. *How did Portia react to this statement?*

[এই বক্তব্যর প্রতি পোরসিয়ার কী মনোভাব ছিল ?]

Ans. Portia was a kind-hearted woman. She did not mind at all Bassanio's expression of love for Antonio. But she said in jest that had his wife been present, she would not thank him at all for such an offer.

[পোরসিয়া সহৃদয়া মহিলা। এ্যান্টনিওর প্রতি ব্যাসানিও যে দরদ প্রকাশ করল তাতে সে মোটেই অখুসি হয় নি। তবে তামাসা করে সে বলল যে তার স্ত্রী সেখানে উপস্থিত থাকলে সে তাকে এ হেন ত্যাগ স্বীকারের জন্য মোটেই ধন্যবাদ দিত না।]

Q. 9. *What did Gratiano say upon this?* [গ্রেসিয়ানো কী বলল ?]

Ans. Gratiano loved to imitate his master Bassanio. He echoed the sentiments of his master. He said that he too loved his wife. But he wished that his wife were dead and had gone to Heaven and persuade some god there to make the cruel Jew change his mind.

[গ্রেসিয়ানো তার মনিব ব্যাসানিওর অনুকরণ করতে ভালবাসত। সে তার মনিবের বক্তব্যর প্রতিধ্বনি করল। সে বলল যে সেও তার স্ত্রীকে

ভালবাসে। তার ইচ্ছা হল যে তার স্ত্রী মারা গিয়ে স্বর্গে যাক এবং সেখানে গিয়ে নিষ্ঠুর ইহুদির মত পরিবর্তন করানোর জন্য কোনো দেবতাকে রাজি করুক।]

Q. 10. *What did Nerissa tell Gratiano then ?*

[নেরিসা তখন গ্রেসিয়ানোকে কী বলল ?]

Ans. Nerissa told Gratiano that he had done well to say this in the absence of his wife, otherwise he would have lost his peace at home. In other words, his wife would be angry with him for having said this.

[নেরিসা বলল যে গ্রেসিয়ানো তার স্ত্রীর অনুপস্থিতিতে এই কথা বলে ভালই করেছে, তা না হলে তার ঘরের শান্তি বিঘ্নিত হত। অন্য কথায়, এই কথা বলার জন্য তার স্ত্রী তার উপর রেগে যেত।]

Q. 11. *Why did Shylock grow impatient ? What did he say ?* [সাইলকের ধৈর্যচ্যুতি ঘটেছিল কেন ? সে কি বলল ?]

Ans. Shylock was determined to cut a pound of flesh from Antonio's body, and he thought that his cause had been upheld by Portia who was in the guise of a counsellor. But the talks between Portia and Bassanio, and between Gratiano and Nerissa only delayed his action, i.e., cutting of the flesh from Antonio's body. So he grew impatient. He cried out that the court was simply wasting time, and that the sentence should be immediately pronounced.

[এ্যান্টনিওর দেহ থেকে এক পাউণ্ড মাংস কেটে নেবার জন্য সাইলক দৃঢ়সংকল্প হয়েছিল। তার ধারণা হয়েছিল তরুণ কৌঁসুলির ছদ্মবেশে পোরসিয়া তার যুক্তিই সমর্থন করেছে। কিন্তু পোরসিয়া ও ব্যাসানিওর মধ্যে কথাবার্তা এবং গ্রেসিয়ানো ও নেরিসার মধ্যে কথাবার্তা তার কাজকে অযথা বিলম্বিত করে তুলছিল। তাই তার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটে। সে বলে ওঠে আদালত অযথা সময় নষ্টই করছে, অবিলম্বে রায় দান করা উচিত।]

Q. 12. *What was the mood of all people assembled there ?*

[সেখানে সমবেত লোকেদের মনোভাব কিরূপ ছিল ?]

Ans. Everybody was expectant of a fearful sentence. All were sorry for Antonio.

[ভয়ঙ্কর একটি রায়ের আশঙ্কা সবাই করছিল। সবাই এ্যান্টনিওর জন্য দুঃখ বোধ করছিল।]

Paragraphs 49-57

Gist : Portia said that though the court awarded Shylock a pound of Antonio's flesh ; it gave him no leave to shed a drop of Christian blood She also pointed out that Shylock could cut off just a pound of flesh—neither more nor less. Thus by her wise interpretation of law Portia saved Antonio's life. She would not permit him to take back his money even, and because he had conspired against the life of a citizen, all his wealth stood forfeited. To show how merciful Christians were, the duke spared his life, but divided his wealth equally between the state and Antonio.

সারার্থ : পোরসিয়া বলল যে আদালত সাইলককে এ্যাণ্টনিওর এক পাউণ্ড মাংস কেটে নেওয়ার অধিকার দিচ্ছে, তবে সে যেন এক বিন্দুও খৃষ্টান রক্ত পাত না করে। সে আরও বলল যে সাইলক যেন ঠিক ঠিক এক পাউণ্ড মাংসই কাটে—তার যেন সামান্যও কম-বেশি না হয়। আইনের খুঁটিনাটি এইভাবে চমৎকার ব্যাখ্যা করে পোরসিয়া এ্যাণ্টনিওর প্রাণ রক্ষা করল। সে তাকে তার টাকা পর্যন্ত ফিরিয়ে নিতে দিল না। যেহেতু সাইলক একজন নাগরিকের প্রাণনাশ করার চেষ্টা করেছিল তাই তার সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে নেওয়া হল। খৃষ্টানরা কত ক্ষমাপরায়ণ তা দেখাবার জন্য ডিউক তাকে প্রাণে মারলেন না, তবে তার সমস্ত সম্পত্তি রাস্ট্র ও এ্যাণ্টনিওর মধ্যে সমভাবে বণ্টন করে দিলেন।

Notes, etc. : *The scale*—দাঁড়িপাল্লা। *If the......the flesh*—মাংস মাপার জন্য দাঁড়িপাল্লা প্রস্তুত কিনা ; whether the scales were poised to weigh Antonio's flesh *You must......surgeon by*—কোন একজন অস্ত্রোপচারককে তোমার পাশে অবশ্য রাখা দরকার ; you must call in some surgeon to your aid. *Surgeon*—অস্ত্রোপচারক ; a doctor who performs operations. *Lest*—পাছে ; for fear that. *Lest he......to death*—পাছে রক্তক্ষরণ হয়ে সে মারা যায় ; for fear that he dies of bleeding. *Whole intent*—সমগ্র উদ্দেশ্য sole purpose. '*It is not......the bond*—এমন কথা তো চুক্তিপত্রে লেখা নেই (অর্থাৎ চুক্তিতে তো বলা নেই যে রক্তক্ষরণ হয়ে তার মৃত্যু ঘটা অবৈধ হবে), the bond does not say anything like that (i.e., the bond does not forbid his bleeding to death). *Portia said...the bond.'*—পোরসিয়া বলল, "ঠিক তাই, চুক্তিতে তা লেখা নেই" (অর্থাৎ তা

লেখা না থাকার অর্থ হল রক্তক্ষরণ করে তার মৃত্যু ঘটানর অধিকার চুক্তি তোমাকে দেবে না) ; Portia said, "Exactly, the bond does not say anything like that." (i.e, the bond does not give you the right to bleed Antonio to death.) *But what of that* ? কিন্তু তাতে কিছু আসে যায় না ; but that does not matter. *For charity*—মানবিক বিচারে ; for considerations of humanity. *It were...for charity*—মানবতাবোধ থেকে এটুকু করলে (অর্থাৎ একজন ডাক্তারকে কাছে রাখলে) ভালই করতে ; It would be good if you call a surgeon out of kindness. *To this*—এই ব্যাখ্যায় ; to this interpretation. *All the...make was*—যে উত্তর সাইলক দিল তা হল ; Shylock had only this to say. *'I cannot......the 'bond'*—আমি তো তা দেখছি না, কই, চুক্তিতে তো লেখা নেই ; why, it is not there in the bond that he cannot be bled to death. *'Then,' said...is thine*—"তাহলে", পোরসিয়া বলল, "এ্যান্টনিওর এক পাউণ্ড মাংস তোমার প্রাপ্য ; Portia said that it meant that he could get just a pound of Antonio's flesh. *The law......awards it*—আইন তোমাকে সে অধিকার দিচ্ছে এবং আদালত তা মেনে নিচ্ছে ; the law gives you that right and the court upholds it. *From off his breast*—তার বুকের কাছ থেকে ; from near his breast. *Again Shylock......exclaimed*—সাইলক আবার সোচ্চারে বলে উঠল ; once again Shylock said aloud. *'O wise......Judge* ! বিজ্ঞ ও সদাচারী বিচারক মহোদয় ; O wise and just judge. N. B. Shylock had obviously failed to take in Portia's comment that "it is not so named in the bond." He believed that what she meant was that since there was nothing written in the bond, against bleeding Antonio to death, this could be done with impunity. স্পষ্টত সাইলক পোরসিয়ার কথার অর্থ ধরতে পারে নি। তার বিশ্বাস যে পোরসিয়া চায় যে যেহেতু চুক্তিতে রক্তক্ষরণ করে এ্যান্টনিওর মৃত্যু ঘটানর কোন বারণ নেই অতএব তা করতে কোন বাধাও নেই। *Looking eagerly on Antonio*—এ্যান্টনিওর দিকে সোৎসুকভাবে চেয়ে থেকে। *Prepare*—প্রস্তুত হও ; get ready.

Tarry—অপেক্ষা কর ; দেরি কর ; wait ; do not be so hasty. *A little*—একটুক্ষণ, for a while. *The bond..... drop of blood*—এই

চুক্তি তোমাকে বিন্দুমাত্র রক্তগ্রহণে অনুমতি দেয় নি ; this bond does not give you the right to shed even a drop of his blood. *Expressly*—স্পষ্টত ; clearly ; unambiguously. *If in the......Christian blood*—এক পাউণ্ড মাংস কাটতে গিয়ে তুমি যদি খৃষ্টধর্মাবলম্বীর এক বিন্দুও রক্তপাত ঘটাও ; if the wound you are going to inflict by cutting off a pound of flesh spills even the smallest amount of blood of a Christian. *Confiscated*—বাজেয়াপ্ত ; forfeited. *Your land... state of Venice*—আইনত তোমার সমস্ত ভূ-সম্পত্তি জিনিস রাজ্য বাজেয়াপ্ত করে নেবে ; the state of Venice will forfeit all your property—landed and otherwise.

Utterly—চূড়ান্তভাবে ; extremely. *Utterly impossible for Shylock*—সাইলকের পক্ষে চূড়ান্তভাবে অসম্ভব ; it was beyond all possibility for Shylock. *To cut off...Antonio's blood*—বিনা রক্তক্ষরণে এ্যান্টনিওর এক পাউণ্ড মাংস কেটে নেওয়া ; cutting off a pound of Antonio's flesh without bloodshed. *This wise...of Portia's*—পোরসিয়ার এই তাৎপর্যপূর্ণ আবিষ্কার ; such a significant finding by Portia. *That it was...the bond*—যে চুক্তিতে কেবল মাংসের কথা উল্লেখ আছে, রক্তের কথা নেই ; that the bond mentions only flesh and not blood. (*This wise discovery of Portia's*) *saved the life of Antonio*—পোরসিয়ার এই তাৎপর্যপূর্ণ আবিষ্কার এ্যান্টনিওর প্রাণরক্ষা করল ; this significant finding by Portia saved Antonio's life. *Admiring*—প্রশংসা করতে করতে ; praising. *Wonderful*—চমৎকার ; excellent. *Sagacity*—তীক্ষ্ণ বিচারশক্তি ; keen thought of judgment. *All admiring......young counsellor*—সকলে এই তরুণ কৌসুলীর তীক্ষ্ণ বিচারশক্তির তারিফ করলে পর ; with everybody speaking in praise of the wonderful judgment of this young lawyer. *Expedient*—সুবিধাজনক কৌশল ; a means of advantage. *Who had...this expedient*—যে এই চমৎকার কৌশলটির উদ্ভাবন করেছিল ; who cleverly devised such an expedient. *Plaudits*—সমর্থন সূচক প্রশংসাধ্বনি ; applause. **Plaudit**—'Round of applause ; emphatic expression of approval'—(*C.O.D.*). *Resounded*—প্রতিধ্বনিত হল ; sounded with reverberation. *Plaudits resounded...senate-house*—সেনেট

-কক্ষের সব দিকে প্রশংসা প্রতিধ্বনিত হতে লাগল ; sounds of praise echoed from all sides of the senate-house. *Exclaimed*—চিৎকার করে বলে উঠল ; said at the top of his voice. *Upright*—সদাচারী ; just and honest. *Mark*—লক্ষ্য কর ; note.

Defeated—পরাস্ত ; overcome ; baffled. *Cruel*—নিষ্ঠুর ; unkind. *Intent*—অভিপ্রায় ; design. *Finding himself......cruel intent*—তার নিষ্ঠুর অভিপ্রায় ব্যর্থ হল দেখে ; seeing that his cruel design had been frustrated. *Disappointed*—হতাশ ; hopeless. *Rejoiced*—আনন্দিত ; glad. *Beyond measure*—মাত্রাতিরিক্ত ; limitless ; unbounded. *Rejoiced......measure*—মাত্রাতিরিক্ত খুসি ; overjoyed. *Unexpected*—আশাবহির্ভূত ; that which was not expected. *Deliverance*—মুক্তি ; liberation ; freedom. *Rejoiced beyond...... unexpected deliverance*—এ্যাণ্টনিওর অপ্রত্যাশিত নিষ্কৃতিতে আত্যন্তিক খুসি ; overjoyed at the sudden liberation of Antonio, which could not be dreamt of. (*Bassanio*) *cried out......the money* ! —ব্যাসানিও চেঁচিয়ে বলে উঠল, "এই নাও টাকা !' Bassanio shouted, 'Here's the money you want.'

Portia stopped him, saying—এই বলে পোরসিয়া তাকে থামিয়ে দিল ; Portia prevented him with these words. *Softly*—ধীরে ; slowly. *There is no haste*—তাড়াহুড়োর কিছু নেই ; there is no hurry. *The Jew......the penalty*—চুক্তিমত তার প্রাপ্য (অর্থাৎ এক পাউণ্ড মাংস) ছাড়া ইহুদির আর কিছুই প্রাপ্য নেই ; the Jew must have the forfeit of the bond and nothing else. *Therefore prepare*—অতএব প্রস্তুত হও ; so get ready. *To cut......the flesh*—মাংস কাটতে। *But mind you*—কিন্তু মনে রেখ ; but remember. *Shed no blood*—রক্তক্ষয় কর না ; let fall no blood. *Scruple*— —স্বৎসামান্য পরিমাণে ; very small quantity. *Be it......poor of a scruple*—তা সে যত সামান্য পরিমাণ হক না কেন ; however small that quantity may be. *If the scale turn*—দাঁড়িপাল্লা যদি ঘুরে যায় ; if the scale shows slightest imbalance. *By the weight of a single hair*—একটিমাত্র চুলের ওজন। *If the scale......single hair*—একটিমাত্র চুল পরিমাণ ওজনের যদি তারতম্য হয় ; if the flesh you cut

off is more or less than a pound by the weight of even a hair. *Condemned*—দণ্ডিত ; stand sentenced. *You are...... Venice to die*—তুমি ভিনিসের আইন অনুযায়ী মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হবে ; you will be sentenced to death according to Venetian laws. *Forfeited*—বাজেয়াপ্ত ; confiscated. *All your......the senate*——তোমার সব সম্পত্তি সেনেট বাজেয়াপ্ত করে নেবে ; the senate will confiscate all your property.

I have yet another......upon you—তোমার ওপর আমার একটি দাবি আছে ; the law gives me another advantage over you. *Hold*—দাবি ; claim or advantage. *Conspired*—ষড়যন্ত্রও করেছিলে ; plotted. *For having conspired......its citizen*—তুমি ভিনিসের একজন নাগরিকের প্রাণ নাশ করার চেষ্টা করেছিলে বলে ; because you plotted against a Venetian citizen with the intention of killing him. *Your life lies......the duke*—ডিউকের করুণার ওপর তোমার জীবন নির্ভর করছে ; it now depends on the duke whether he will allow you to live or not. *Therefore, down......knees*—অতএব নতজানু হয়ে বস ; so fall on your knees. *Ask him......you*—তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর ; beg pardon of him.

That you......Christian spirit—যাতে তুমি তোমার ইহুদি মানসিকতার সঙ্গে আমাদের খৃস্টীয় মানসিকতার তফাৎ বুঝতে পার ; so that you may realise the difference between Jewish way of life and Christian way of life. *I pardon......you ask it*—তুমি চাওয়ার আগেই আমি তোমার প্রাণভিক্ষা দিলাম ; I commute your death sentence even before you so desire. *But half......to Antonio*—তবে তোমার সম্পত্তির অর্ধেক পাবে এ্যান্টনিও ; but Antonio will get one-half of your wealth. *The other half*—অর্থাৎ সম্পত্তির অপর অর্ধাংশ ; the other half of your property. *Comes to the state*—অর্থাৎ, ভিনিস রাষ্ট্র তোমার সম্পত্তির অপর অর্ধাংশ পাবে ; i.e. the state of Venice will get the other half of your property.

অনুবাদ : পোরসিয়া জিজ্ঞাসা করল মাংস মাপার জন্য দাঁড়িপাল্লা ঠিক করা হয়েছে কিনা। সে ইহুদিকে বলল, "সাইলক, তুমি একজন অস্ত্রোপচারককে সঙ্গে রাখ, যাতে রক্তক্ষরণ হয়ে এ্যান্টনিও মারা না যায়।"

সাইলকের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল রক্তপাত করে এ্যান্টনিওর মৃত্যু ঘটান। সে বলল, "কই, চুক্তিতে তেমন কিছু তো নেই।" "চুক্তিতে তেমন কিছু নেই, কিন্তু তাতে কি? মানবতার খাতিরে এটুকু করলে ভালই হবে।" এই কথায় সাইলক কেবল এইটুকু বলল, "আমি তো কিছু দেখছি না; কই তেমন কিছু তো চুক্তিতে নেই।" পোরসিয়া বলল, "এ্যান্টনিওর এক পাউণ্ড মাংস তোমার প্রাপ্য। আইনে এই কথা বলে, এবং আদালতও তা স্বীকার করে। আর এই মাংস তুমি বুকের কাছ থেকে কেটে নিতে পার। আইনে তাই বলে, আদলতও তোমার এই দাবী মেনে নিচ্ছে।" সাইলক আবার সোচ্চারে বলল, "সত্যই আপনি বিজ্ঞ এবং সদাচারী বিচারক। যেন একজন ড্যানিয়েল বিচারে বসেছেন।" লম্বা ছুরিটা শাণাতে শাণাতে লুব্ধ দৃষ্টিতে এ্যান্টনিওর দিকে চেয়ে বলল, "নাও, এবার প্রস্তুত হও।"

"একটু দাঁড়াও ইহুদী," পোরসিয়া বলল, "আরও কিছু বলার আছে। এই চুক্তিপত্র তোমাকে একবিন্দুও রক্তের অধিকার দেয় নি: স্পষ্ট কথায় বলা হয়েছে এক পাউণ্ড মাংস। মাংস কাটতে গিয়ে তুমি যদি খৃষ্ট-ধর্মাবলম্বীর এক বিন্দু রক্তপাতও ঘটাও তাহলে তোমার সমস্ত ভূসম্পত্তি ভিনিস রাষ্ট্র বাজেয়াপ্ত করে নেবে।"

রক্তপাত না করে এ্যান্টনিওর দেহ থেকে মাংস কাটা সম্পূর্ণ অসম্ভব। চুক্তিতে যে কেবল মাংসের কথা লেখা আছে, রক্তের কথা নয়—পোরসিয়ার এই চমৎকার আবিষ্কারটিই এ্যান্টনিওর প্রাণ রক্ষা করল। যে তরুণ কৌসুলি এই চমৎকার কৌশলটি উদ্ভাবন করল তার বিজ্ঞতার প্রশংসায় সেনেট কক্ষের চতুর্দিক প্রকম্পিত হতে লাগল। গ্রেসিয়ানো অমনি সাইলকের কথাতেই সরবে বলে উঠল, "জ্ঞানী এবং সদাচারী বিচারক মহোদয়! চেয়ে দেখ, ইহুদি, একজন ড্যানিয়েল বিচার করতে বসেছেন!"

তার নিষ্ঠুর উদ্দেশ্য ব্যর্থ হল দেখে হতাশ হয়ে সাইলক বলল, সে টাকা নিতে প্রস্তুত আছে। অপ্রত্যাশিত ভাবে এ্যান্টনিওর প্রাণ রক্ষা হওয়ার অপরিসীম আনন্দে ব্যাসানিও চিৎকার করে বলল, "এই যে টাকা!"

কিন্তু পোরসিয়া তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, "ধীরে; কোন তাড়া নেই। তাহলে মাংস কাটার জন্য প্রস্তুত হও, সাইলক; তবে মনে রেখ, রক্ত যেন না পড়ে; আর কাটা মাংস যেন এক পাউণ্ডের কম-বা বেশি না হয়। কেন-না সামান্যতম কম বা বেশি হলে বা দাঁড়িপাল্লায় চুল পরিমাণ ওজনেরও যদি তারতম্য হয় তাহলে ভিনিসীয় আইন অনুযায়ী তোমার মৃত্যুদণ্ড হবে ও তোমার সমস্ত সম্পত্তি সেনেট বাজেয়াপ্ত করে নেবে।"

"আমাকে আমার টাকা দিয়ে দাও, আমি চলে যাচ্ছি", সাইলক বলল।

"আমি টাকা ঠিক করে রেখেছি", ব্যাসানিও বলল; "এই নাও।"

সাইলক টাকা নিতে যাচ্ছিল। পোরসিয়া তাকে আবার থামিয়ে দিয়ে বলল, "একটু রসো; তোমার ওপর আমার আরও একটা দাবি আছে। ভিনিসের একজন নাগরিকের প্রাণহানি করার ষড়যন্ত্রের অপরাধে এখানকার আইনানুযায়ী তোমার সম্পত্তি রাষ্ট্র বাজেয়াপ্ত করে নিচ্ছে এবং তোমার জীবনও ডিউকের দাক্ষিণ্যের ওপর নির্ভর করছে। অতএব নতজানু হয়ে তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর।"

Grammar and Composition : *Weigh* (*v.*) ; *Weight* (n.) ; weighty (adj.). *Lest he bleed to death*—actually 'lest he *should* bleed'—'should' is understood.

It were good—subjunctive mood.

O wise......judge !—notice the vocative mood.

Come, prepare—notice the imperative mood.

that Antonio......death—Sub. Noun clause, complement to the verb 'was'.

As is was utterly......the life of Antonio.

-- Complex sentence, having three subordinate clauses :

Main clause : this wise discovery of Portia's saved the life of Antonio.

Sub. clauses : (i) as it was......Antonio's blood—Adv. clause, modifying 'saved'.

(ii) that it was flesh and not blood—Noun clause in apposition to 'discovery'.

(iii) that was named in the bond—Adj. cl. qualifying 'flesh'.

There is something else—notice the uses of dummy (or introductory) 'there'. This it what is now-a-days called an 'equative type' of sentence. It is possible to reverse this sentence without change of meaning, e.g., 'something else is there',

The cutting of flesh—noun phrase.

The wondering sagacity etc.—cataphoric 'the'—the specification is in the immediate situation 'of the young counsellor'. 'Sagacity' is an uncountable noun.

A disappointed look—'look' is here a countable noun.

nor do not cut off—notice the use of the double negative—in its present sense this is not permissible in Modern English, in which it will have to be amended to '*or*' do not cut off.'

Short Questions and Answers

Q. 1. *What did Portia say to Shylock ?*
[পোরসিয়া সাইলককে কী বলল ?]

Ans. Portia first wanted to know whether the scales were ready to weigh the flesh that the Jew was to cut off. She then advised him to call in his aid some surgeon in order to make sure that Antonio did not bleed to death.

[পোরসিয়া প্রথমে জানতে চাইল যে ইহুদি যে মাংস কাটবে তা মাপার জন্য দাঁড়িপাল্লা ঠিক করা আছে কিনা। তারপর সে তাকে বলল যে, এ্যান্টনিও যাতে রক্তপাতে মারা না পড়ে তা সুনিশ্চিত করার জন্য ইহুদি যেন কোন অস্ত্রোপচারকের সাহায্য প্রার্থনা করে।]

Q 2. *What did Shylock say ?* [সাইলক কী বলল ?]

Ans. Shylock said that the bond did not say that Antonio could not be bleed to death,

[সাইলক বলল যে চুক্তিতে এমন কথা লেখা নেই যে রক্তপাতে এ্যান্টনিওর মৃত্যু ঘটানো চলবে না।]

Q. 3. *What was the intention of Shylock ?*
[সাইলকের প্রকৃত ইচ্ছা কি ছিল ?]

Ans. Shylock's intention was that Antonio should bleed to death.

[সাইলক চেয়েছিল রক্তক্ষরণে এ্যান্টনিওর মৃত্যু হোক।]

Q. 4. "Then a pound of flesh is thine."—*Who said this and to whom ? When did the speaker say this ?*

[একথা কে, কাকে বলেছিল ? বক্তা কখন এ কথা বলেছিল ?]

Ans. Portia, in the guise of a young lawyer, said this to Shylock who was bent on having a pound of flesh from Antonio's body as was written in the bond. When Portia asked him to call in a doctor so that Antonio should not bleed to death, Shylock refused to do so on the ground that it was not mentioned in the bond. It was at this moment that Portia said this.

[একথা সাইলককে বলেছিল তরুণ আইনজ্ঞের ছদ্মবেশে পোরসিয়া। চুক্তি অনুযায়ী সাইলক এ্যান্টনিওর দেহ থেকে এক পাউণ্ড মাংস নিতে বদ্ধ-

পরিকর ছিল। এ্যান্টনিওর জীবনরক্ষার জন্য পোরসিয়া একজন ডাক্তারকে ডাকবার কথা বললে সাইলক এই বলে তা অগ্রাহ্য করল যে ও-কথা চুক্তিতে লেখা নেই। এই সময়েই পোরসিয়া ঐ কথা বলেছিল।]

Q. 5. *Why did Shylock exclaim, 'O wise and upright judge !'* [সাইলক কেন সোচ্চারে বলে উঠল, 'অহো, বিজ্ঞ এবং সদাশয় বিচারক !']

Ans. Portia said that Shylock was lawfully entitled to a pound of Antonio's flesh. The court awarded it to him. He could cut it off from near his breast. Hearing this, he exclaimed, 'O wise and upright judge A Daniel is come to judgment !'

[পোরসিয়া বলল যে আইনসঙ্গতভাবে সাইলক এ্যান্টনিওর এক পাউণ্ড মাংস পেতে পারে। আদালত তাকে সেই অধিকার প্রদান করছে। সে তা তার বুকের কাছ থেকে কেটে নিতে পারে। তাই শুনে সে সোচ্চারে বলল, 'অহো বিজ্ঞ এবং সদাচারী বিচারক ! এ যেন ডেনিয়েল স্বয়ং বিচারে বসেছেন !]

Q. 6. *What was he doing as he said this ?* [এই কথা বলার সময়ে সে কী করছিল ?]

Ans. As he said this he looked eagerly at Antonio. He was sharpening his long knife. He asked Antonio to get prepared for the final hour.

[এই কথা বলার সময় সে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে এ্যান্টনিওর দিকে চেয়ে ছিল। সে তার লম্বা ছুরিটা শাণাচ্ছিল। সে এ্যান্টনিওকে চরম মুহূর্তের জন্য প্রস্তুত হতে বলল।]

Q. 7. *Why did Portia ask Shylock to 'tarry' ?* [পোরসিয়া সাইলককে কেন অপেক্ষা করতে বলল ?]

Ans. Portia told Shylock to note something else. She pointed out that the bond clearly stated that Shylock could get only a pound of flesh but nothing else. But if in cutting the pound of flesh he shed a drop of Christian blood he would lose everything he had to the state of Venice.

[পোরসিয়া সাইলককে অন্য একটা বিষয় নজর করতে বলল। সে দেখালো যে চুক্তিতে পরিষ্কার বলা আছে যে সে এক পাউণ্ড মাংস পেতে পারে, কিন্তু আর কিছু নয়। কিন্তু মাংস কাটতে গিয়ে সে যদি এক ফোঁটাও খৃষ্টধর্মাবলম্বীর রক্তপাত করে ফেলে তাহলে তার যাবতীয় সম্পত্তি ভিনিস রাষ্ট্রের কাছে বাজেয়াপ্ত হয়ে যাবে।

Q. 8. *What saved Antonio's life?* [কিসে এ্যান্টনিওর প্রাণ রক্ষা হল ?]

Ans. Portia's discovery that Shylock was entitled to a pound of Antonio's flesh but not to his blood, saved his life.

[সাইলক এ্যান্টনিওর এক পাউণ্ড মাংস পেতে পারে—তবে রক্ত নয়—পোরসিয়ার এই আবিষ্কার এ্যান্টনিওর প্রাণ রক্ষা করল।]

Q. 9. *How did the people assembled there react to it?*

[সেখানে সমবেত লোকজন কী রকম আচরণ করল ?]

Ans. Everybody admired the wisdom of Portia. The Senate house reverberated with applause. Gratiano repeated the very words of Shylock, 'A Daniel is come to judgment!'

[প্রত্যেকে পোরসিয়ার বিজ্ঞতার তারিফ করল। সেনেট-গৃহ করতালি ধ্বনিতে গম্ গম্ করে উঠল। গ্রেসিয়ানো সাইলকের কথাই পুনরাবৃত্তি করে বলে উঠল "স্বয়ং ডেনিয়েলই যেন বিচারে বসেছেন!"]

Q. 10. *Why did Shylock express his readiness to accept the money?* [টাকাটা নেবার জন্য সাইলক কেন রাজী হল ?]

Ans. Portia allowed Shylock to cut off a pound of flesh from Antonio's body as he was entitled to have it by the bond. But she made it a condition that he was not allowed to shed a drop of blood. This condition foiled the evil intention of Shylock—the intention of killing Antonio. He became frustrated, and so he expressed his wish to accept the money.

[পোরসিয়া সাইলককে বলল যে সে চুক্তিপত্র অনুযায়ী এ্যান্টনিওর দেহ থেকে এক পাউণ্ড মাংস কেটে নিতে পারে, কিন্তু এই সর্তে যে এক ফোঁটাও রক্ত ঝরানো চলবে না। এই সর্ত এ্যান্টনিওকে প্রাণে মারার জন্য সাইলকের অভিসন্ধি নস্যাৎ করে দিল। সে হতাশ হয়ে টাকাটা ফেরৎ নেবার ইচ্ছা প্রকাশ করল।]

Q. 11. *How did Bassanio react to the unexpected development?*

[এই অপ্রত্যাশিত ঘটনায় ব্যাসানিও কী রকম আচরণ করল ?]

Ans. Bassanio's joy knew no bounds at the sudden rescue of Antonio. He held out the bag of money to the jew.

[এ্যান্টনিওর সহসা মুক্তিতে ব্যাসানিওর আনন্দের সীমা রইল না। সে ইহুদির দিকে টাকার থলি বাড়িয়ে ধরল।]

Q. 12. *Why did Portia stop him?* [পোরসিয়া তাকে থামালো কেন ?]

Ans. Portia stopped Bassanio because the Jew had now lost his claim to money. He could get nothing but penalty.

[পোরসিয়া ব্যাসানিওকে থামালো এই কারণে যে ইহুদি অর্থের অধিকার পর্যন্ত হারিয়েছে। তার প্রাপ্য এখন সে শাস্তি ছাড়া আর কিছুই পেতে পারে না।]

Q. 13. *What did Portia say to Shylock again?* [পোরসিয়া সাইলককে আবার কী বলল ?]

Ans. She asked Shylock to cut off the flesh. But he must remember not to shed any blood nor cut off slightly more or less than just a pound. If he made any mistake about it he would be condemned to death and lose all his property to the state of Venice.

[সে সাইলককে মাংস কাটতে বলল। তবে সে যেন মনে রাখে যে তার এক ফোঁটা রক্তপাত করা চলবে না এবং মাংস ঠিক এক পাউণ্ডের বিন্দুমাত্র কম-বেশীও কাটা চলবে না। এ ব্যাপারে সামান্য ভুলচুক হলে তাকে মরতে হবে এবং ভিনিস রাষ্ট্রের কাছে তার সমস্ত সম্পত্তি খোয়া যাবে।]

Q. 14. *Why did Portia stop Shylock when he was going to take the money?* [সাইলক টাকা নিতে গেলে পোরসিয়া তাকে থামিয়ে দিল কেন ?]

Ans. Portia stopped Shylock saying that because he had conspired against the life of a Venetian citizen, all his wealth was forfeited to the state and his life was at the mercy of the Duke. He must ask for his clemency.

[পোরসিয়া সাইলককে এই কথা বলে থামিয়ে দিল যে যেহেতু সে একজন ভিনিসিয় নাগরিকের প্রাণনাশের ষড়যন্ত্র করেছে সেহেতু তার সব সম্পত্তি রাষ্ট্র কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হল এবং তার মরা-বাঁচা ডিউকের দয়ার ওপর নির্ভর করছে। তাকে এখন তাঁর করুণা ভিক্ষা করতে হবে।]

Q. 15. *What did the Duke say to Shylock?* ডিউক সাইলককে কী বললেন ?]

Ans. The Duke said to Shylock that in order to show how merciful Christians were, he would grant him clemency even

before he prayed for it. But one-half of his property would go to the state and the other half to Antonio.

[ডিউক সাইলককে বললেন যে খৃষ্টানরা কত ক্ষমাপরায়ণ তা দেখাবার জন্য সে প্রাণভিক্ষা চাইবার আগেই তাকে তিনি তা মঞ্জুর করছেন। তবে তার সম্পত্তির অর্ধাংশ পাবে রাষ্ট্র আর অপর অর্ধাংশ পাবে এ্যাণ্টনিও।]

Paragraphs 58-64

Gist : Antonio said that he would give up his share provided the Jew agreed to bequeathe it to his daughter who had married a Christian against her fathers consent. Shylock had no choice but to agree to this proposal. He said that he was ill and wanted to go. The Duke said that if he was repentant and agreed to embrace Christianity, the state would allow him to retain the other half of his property. The Duke handsomely praised Portia and invited her to dinner with him. But Portia politely declined the invitation because she wanted to hasten back to Belmont before Bassanio reached there. The Duke then advised Antonio to reward her adequately in acknowledgment of his debt.

Bassanio told Portia, whom he still took for a man, that he and his friend Antonio were very grateful to her. He requested her to take the three thousand ducats due to the Jew. Portia, however, would not accept any money. But when pressed by Bassanio, she said that she might take only the ring on his hand.

সারার্থ : এ্যাণ্টনিও বলল যে ইহুদি যদি তার সম্পত্তির অর্ধাংশ তার মেয়েকে দিয়ে দেয় তাহলে সে তার দাবি ছেড়ে দিতে পারে। এই মেয়ে তার বাবার ইচ্ছার বিরুদ্ধে এক খৃষ্টানকে বিয়ে করেছিল। এই প্রস্তাবে সম্মত হওয়া ছাড়া-সাইলকের আর গত্যন্তর ছিল না। সে বলল যে সে অসুস্থ এবং সে যেতে চায়। ডিউক বললেন যে সে যদি অনুতপ্ত হয় এবং খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করতে প্রস্তুত থাকে তাহলে রাষ্ট্র তাকে তার সম্পত্তির অর্ধাংশ রাখবার অনুমতি দেবে। ডিউক পোরসিয়াকে যথেষ্ট প্রশংসা করলেন এবং তাকে ভোজে নিমন্ত্রণ করলেন। পোরসিয়া কিন্তু সবিনয়ে সে নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করল কারণ, ব্যাসানিও পৌঁছবার আগেই সে বেলমণ্টে চলে যেতে চাইছিল। ডিউক এ্যাণ্টনিওকে বললেন যে সে যেন তার ঋণের স্বীকৃতি স্বরূপ পোরসিয়াকে পুরস্কৃত করে

ব্যাসানিও পোরসিয়াকে বলল যে সে ও তার বন্ধু এ্যাণ্টনিও তার কাছে

সবিশেষ কৃতজ্ঞ। ইহুদিকে দেয় তিন হাজার ডুকাট তাকে সে নিতে অনুরোধ করল। পোরসিয়া অবশ্য টাকা নিতে অস্বীকার করল। কিন্তু ব্যাসানিও পীড়াপীড়ি করাতে সে বলল যে সে কেবল তার হাতের আংটিটি নিতে রাজি আছে।

Notes, etc. : *Generous*—সহৃদয় ; kind-hearted ; liberal. *Give up*—ছেড়ে দেওয়া ; forego ; waive. *His share of Shylock's wealth*—সাইলকের বিত্তর তার প্রাপ্য অংশটুকু ; his part of Shylock's property. **N. B.** That part of Shylock's riches which the court had awarded him. *If Shylock......a deed*—যদি সাইলক একটি দলিলে সই করে ; provided Shylock signed a deed. *Make it over*—প্রদান করে ; bequeathe. *At his death*—তার মৃত্যুর পর ; after his death. *The generous......and her husband*—**N. B.** Antonio was a generous man. He said that he would not mind giving up his claim to one-half of Shylock's property. But there was one condition. He must bequeathe it to his daughter and son-in-law. এ্যান্টনিও হল সহৃদয় ব্যক্তি। সে বলল যে সাইলকের সম্পত্তির অর্ধাংশর ওপর তার দাবি সে ত্যাগ করতে পারে। তবে একটি শর্ত আছে। তাকে সেই অধাংশ তার মেয়ে ও জামাইকে দিয়ে যেতে হবে। *Antonio knew......only daughter*—এ্যান্টনিও জানত যে ইহুদির একটি কন্যা আছে ; Antonio knew that Shylock had a daughter. *Lately*—সম্প্রতি ; recently. *Consent*—সম্মতি। *Married against his consent*—তার মতের বিরুদ্ধে বিবাহিত ; locked in marriage which Shylock did not approve of. *Named*—কথিত ; called. *Which*—যা, অর্থাৎ বিবাহ ; that is, the marriage. *Offended*—অসন্তুষ্ট করেছিল ; displeased. *Disinherited*—উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করেছিল ; deprived (her) of inheritance. *Antonio knew......disinherited her*—**N. B.** Shylock was displeased with his daughter because she married a Christian—so much so that he refused to give her any share of his property ; সে এক খৃষ্টানকে বিয়ে করেছিল বলে সাইলক তার প্রতি এতই অখুসি ছিল যে সে তাকে তার সম্পত্তির কোনো অংশ দেয় নি।

The Jew agreed to this—ইহুদি এই প্রস্তাবে সম্মত হল ; Shylock

accepted this proposal. **N. B.** Shylock now decided to sign the deed giving his daughter one-half of his property that the court had awarded to Antonio. তার সম্পত্তির যে অর্ধাংশ আদালত এ্যান্টনিওকে দিয়েছিল তা তার মেয়ের নামে দলিল করে দিতে সে এখন রাজি হল। *Being thus disappointed*—এইভাবে হতাশ হয়ে ; thus frustrated. *Revenge*—প্রতিশোধ। *Being thus......in revenge*—প্রতিশোধ নিতে এইভাবে ব্যর্থ হয়ে ; having thus failed to take revenge. *Despoiled*—বঞ্চিত হয়ে ; robbed. *Despoiled of his riches*—তার ধনসম্পত্তি থেকে এইভাবে বঞ্চিত হয়ে ; having been robbed of his wealth. *Let me go home*—আমাকে বাড়ি যেতে দিন। *Send the deed after me*—আমি যাওয়ার পর দলিলটা পাঠিয়ে দেবেন ; send round the deed for me to sign. *I will sign......my daughter*—আমি আমার ধন-সম্পত্তির অর্ধাংশ আমার মেয়েকে লিখে দেব। I promise to bequeathe one-half of my property to my daughter. **N. B.** His daughter's name was Jessica. তার মেয়ের নাম ছিল জেসিকা। *Thee*—তুমি ; you. *Get thee gone*—চলে যাও ; be off. *Then*—তাহলে। *Sign it*—সই কর ; put your signature. *If you repent*—তুমি যদি অনুতাপ কর ; in case you rue. *Cruelty*—নিষ্ঠুরতা। *Turn*—হয়ে যাও ; become. *Forgive*—ক্ষমা করা ; pardon. *If you...... turn Christian*—তুমি যদি অনুশোচনা কর এবং খৃস্টান হয়ে যাও ; in case you are sorry for your conduct and become a Christian. *The state......the fine*—রাষ্ট্র তোমার জরিমানা মকুব করে দেবে ; the state will excuse you the fine imposed upon you. *Riches*—ধনসম্পত্তি ; wealth. *Released*—মুক্ত করে দিলেন ; set at large. *Dismissed the court*—আদালতের অধিবেশন বন্ধ করে দিলেন ; declared the court closed for the day. *Highly praised*—উচ্চ প্রশংসা করলেন ; very much praised. *Wisdom*—জ্ঞান বা প্রজ্ঞা। *Ingenuity*—বুদ্ধিকৌশল ; ingenuousness. *Young counsellor*—তরুণ কৌঁসুলি ; young pleader. *Invited him home to dinner*—নিজ গৃহে ভোজে নিমন্ত্রণ করলেন ; asked him to come to his house and have dinner with him. *Meant to return*—ফিরবে বলে ভেবেছিল ; intended to get back. *Before her husband*—তার স্বামী পৌঁছবার আগে ; before

her husband got back there. *Humbly*—বিনীতভাবে; with humility. *I must away directly*—আমাকে এখনি যেতে হবে; I must be gone at once. *He was sorry*—তিনি দুঃখিত। *Leisure*—অবসর। *He was......with him*—তিনি দুঃখিত এইজন্য যে থেকে গিয়ে তাঁর সঙ্গে বসে খাওয়ার মতো অবসর তাঁর (পোরসিয়ার) নেই; he was unhappy because Portia could not stay on to dinner with him. *Turning to Antonio*—এ্যান্টনিওর দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে; looking at Antonio. *He added*—তিনি আরও বললেন; he also said. *Reward*—পুরস্কৃত কর; give reward. *This gentleman*—এই ভদ্রলোক। N. B. Dr. Balthasar alias Portia. ডাঃ ব্যালথাজার ওরফে পোরসিয়া। *In my mind*—আমার মতে; in my opinion. *Indebted*—ঋণী; obliged.

Senators—সেনেটের সভ্যবৃন্দ; members of the senate. *In love and sevice*—ভালবাসা এবং সেবায়। N. B. According to the Duke, Antonio owes these to the young counsellor. ডিউকের মতে এ্যান্টনিওর তরুণ কৌঁসুলিকে এই বস্তুগুলি প্রদেয়। *Evermore*—চিরতরে; forever. *Prevailed upon*—রাজি করানো; persuaded. *Portia could......the money*—পোরসিয়াকে টাকা নিতে রাজি করানো গেল না; Portia could not be persuaded to take the money offered by Bassanio. *Still*—তবুও; even then. *Pressing*—পীড়াপীড়ি করলে; presenting to the mind earnestly. *Some reward*—কোনো পুরস্কার; some sort of fee. *Give me your gloves*—আপনার দস্তানা দুটি আমাকে দিন। *I will......your sake*—আমি আপনার কথা স্মরণ রেখে তা পরব; I shall wear them on your account. *Taking off his gloves*—তার দস্তানা খুলে; putting off his gloves. *Espied*—পর্যবেক্ষণ করল; দেখতে পেল; caught sight of. *Which she......his finger*—যা তাকে সে আঙুলে পরিয়ে দিয়েছিল; which she herself put on his finger. *Wily*—ছলনাময়ী; mischievous-minded. *Merry jest*—মজার ঠাট্টা; merry fun. *It was ......merry jest*—N. B. Portia was a mischievous woman. She was fond of fun. She wanted the ring in order to make fun of Bassanio. পোরসিয়া ছলনাময়ী নারী। সে মজা করতে ভালবাসত।

ব্যাসানিওকে নিয়ে মজা দেখার জন্য সে আংটিটি চাইছিল। *That*—যা বা যে উদ্দেশ্য; the purpose that. *That made......his gloves*—যে কারণে সে দস্তানাগুলি চেয়েছিল; for which purpose she wanted the gloves. *She said......the ring*—যখন সে আংটিটি দেখল তখন সে বলল; she said on seeing the ring. *For your love*—তোমার ভালবাসার খাতিরে; for the sake of your love.

অনুবাদ: সহৃদয় এ্যান্টনিও তখন বলল যে সাইলকের ধন-সম্পত্তির তার প্রাপ্য অংশ সে ত্যাগ করতে পারে, যদি সাইলক তার মৃত্যুর পর তার কন্যা ও তার স্বামী ঐ সম্পত্তি পাবে এই মর্মে তাদের নামে দলিল করে দেয়। কারণ এ্যান্টনিও জানত যে ইহুদির একটি মাত্র কন্যা ছিল, সে এ্যান্টনিওর লোরেন্জো নামে তরুণ এক খৃষ্টান বন্ধুকে সাইলকের মতের বিরুদ্ধে বিবাহ করেছিল; তাতে সাইলক এতই ক্ষুব্ধ হয়েছিল যে সে তাকে তার উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করেছিল।

ইহুদি তাতে রাজি হল; প্রতিশোধ নিতে গিয়ে ব্যর্থ হয়ে এবং ধন-সম্পত্তি খুইয়ে সে বলল, "আমি অসুস্থ। আমাকে বাড়ি যেতে দিন। দলিলটা আমার কাছে পাঠিয়ে দেবেন, আমি তাতে সই করে আমার ধন-দৌলতের অর্ধাংশ আমার মেয়েকে দিয়ে দেব।'

'তাহলে তুমি যাও', ডিউক বললেন, 'এবং এতে সই কর; এবং তুমি যদি তোমার নিষ্ঠুরতার জন্য অনুতপ্ত হও ও খৃষ্ট ধর্ম গ্রহণ কর, তাহলে রাষ্ট্র তোমার সম্পত্তির অর্ধাংশর জরিমানা মকুব করে দেবে।'

ডিউক এখন এ্যান্টনিওকে মুক্তি দিয়ে আদালত বন্ধ করে দিলেন। তিনি তখন তরুণ কৌঁসুলির প্রজ্ঞা ও বুদ্ধিমত্তার উচ্চ প্রশংসা করলেন এবং তাকে তাঁর গৃহে ভোজে নিমন্ত্রণ করলেন। পোরসিয়া তার স্বামীর পূর্বে বেলমণ্টে ফিরে যাবে বলে মনস্থ করেছিল; তাই সে উত্তর দিল, 'আমি মহামতি ডিউককে সবিনয়ে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, তবে আমাকে এখনি যেতে হবে।' ডিউক বললেন যে তাঁর সঙ্গে ভোজে যোগ দেওয়ার অবসর তার নেই বলে তিনি দুঃখিত; এবং এ্যান্টনিওর দিকে ফিরে দাঁড়িয়ে তিনি আরও বললেন, 'এই ভদ্রলোককে পুরস্কৃত কর, কারণ আমার মতে তুমি এঁর কাছে সবিশেষ ঋণী।'

ডিউক ও তাঁর পারিষদরা আদালত ত্যাগ করে চলে গেলেন; এবং তখন ব্যাসানিও পোরসিয়াকে বলল, 'কৃতবিদ্য মহোদয়, আমি এবং আমার বন্ধু এ্যান্টনিও আপনার প্রজ্ঞার কল্যাণে দারুণ ক্ষতিকর শাস্তির হাত থেকে রক্ষা

পেয়েছি, এবং আমার আপনার কাছে সনির্বন্ধ অনুরোধ এই যে ইহুদিকে প্রদেয় তিন সহস্র ডুকাট আপনিই গ্রহণ করুন।'

'এবং তদুপরি ভালবাসায় এবং কর্তব্যে আমরা আপনার কাছে চিরতরে বাঁধা হয়ে থাকব', এ্যান্টনিও বলল। টাকা নিতে পোরসিয়াকে রাজি করানো গেল না; তবে ব্যাসানিও তাকে পুরস্কার নিতে পীড়াপীড়ি করতে থাকলে সে বলল, 'আমাকে আপনার দস্তানা দুটি দিন; আপনার খাতিরে আমি ওগুলো পরে থাকব', তারপর ব্যাসানিও তার দস্তানা দুটি খুলে দিলে সে তাকে তার আঙুলে যে আংটিটি পরিয়ে দিয়েছিল, সেটি দেখতে পেল। ব্যাসানিওকে আবার সে যখন দেখতে পাবে তখন তাকে নিয়ে হাসি তামাসা করবার উদ্দেশ্যে ছলনাময়ী মহিলাটি এই আংটিটি নিতে চাইল। এই জন্যেই সে দস্তানা দুটি চেয়েছিল, এবং যখন সে আংটি দেখতে পেল তখন বলল, 'এবং আপনার স্নেহের দান স্বরূপ আপনার কাছ থেকে এই আংটিটি নেব।'

Grammar and Composition : *The generous Antonio*—'the' is used because of the attributive adjective 'generous'.

The generous Antonio......disinherited her. (*Paragraph 58*) —The whole paragraph is a Double Sentence connected by the Co-ordinating conjunction 'for'. Each Co-ordinate Clause has more than one Sub-ordinate Clauses.

Main (Co-ordinate) Clauses :

1. The generous Antonio then said ;
2. Antonio knew.

Subordinate Clauses :

(a) that he would. ....wealth—Noun cl., object to 'said' in (1).

(b) if Shylock .....and her husband—Adverb clause, modifying 'would give up her share' in (a)

(c) that the Jew......daughter—Noun cl., object to 'knew' in (2)

(d) who had......a friend of Antonio's—Adj. clause, qualifying 'daughter' in (c)

(e) which had......Shylock—Noun cl. object to 'knew' in (2)

(f) that he had disinherited her—Adv. clause, modifying 'so offended' in (e).

N. B. '*which*' is used here in the sense of contniuity ; which=and that.

I will sing......my daughter—Note the following case relationship :

I—Nominative
the deed—Accusative
my daughter—Dative.

highly praised—'highly' is an adverb of manner.

I must away directly—notice the omission of 'be' after 'must'.

'*Most worthy gentleman*—notice the vocative case.

I and my friend—In modern English the order would be 'my friend and I'

I and my......grievous penalties—this is perfectly in keeping with sixteenth century English. Our students must not imitate it.

You will accept of etc. in modern English 'accept' is seldom, if ever, used intransitively.

that made her ask—note the causative verb 'made'.

Bassanio taking off gloves—on instance of absolute construction.

Short Questions and Answers

Q. 1. *On what condition was Antonio prepared to give up his share of Shylock's wealth ?*

[কী শর্তে এ্যান্টনিও সাইলকের সম্পত্তির তার অংশটুকু ছাড়তে রাজি হয়েছিল ?

Ans. Antonio would give up his claim to Shylock's property provided he signed a deed bequeathing it to his daughter who had recently married a young Christian. Her husband was Antonio's friend.

[সাইলকের সম্পত্তিতে অ্যান্টনিও তার দাবি ছেড়ে দিতে রাজি ছিল, তবে তার সর্ত হল এই অংশটুকু তাকে উইল করে তার মেয়েকে দিয়ে যেতে হবে। এই মেয়ে সম্প্রতি এক তরুণ খৃষ্টানকে বিবাহ করেছিল। তার স্বামী অ্যান্টনিওর বন্ধু।]

Q. 2. *Why did Shylock disinherit his daughter ?*

[সাইলক কেন তার মেয়েকে উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করেছিল ?]

Ans. Shylock was very angry with his daughter because she married Lorenzo, a Christian. So he disinherited her.

[তার মেয়ে লোরেনজো নামে এক খৃষ্টানকে বিয়ে করেছিল বলে সাইলক তার ওপর বেজায় খাপ্পা হয়ে গিয়েছিল। তাই সে তাকে উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করেছিল।]

Q. 3. *What did Shylock say on agreeing to Antonio's proposal ?*

[অ্যান্টনিওর প্রস্তাবে রাজি হয়ে সাইলক কী বলল ?]

Ans. Having failed to take revenge, Shylock said that he would sign the deed making over half of his wealth to his daughter. He was ill and wanted to go home. He wanted the deed to be sent round to him.

[প্রতিশোধ নিতে ব্যর্থ হয়ে সাইলক বলল যে দলিল স্বাক্ষর করে সে তার সম্পত্তির অর্ধাংশ তার মেয়েকে দিয়ে দেবে। সে অসুস্থ, তাই সে বাড়ি যেতে চাইল। দলিলটা তার কাছে পাঠিয়ে দেওয়ার কথা বলল।]

Q. 4. *What did the duke tell him ?*

[ডিউক তাকে কি বললেন ?]

Ans. The duke asked Shylock to be off and sign the deed. He said that the state would excuse him the fine of the other half of his riches provided he was sorry for his cruelty and embraced Christianity.

[ডিউক সাইলককে চলে যেতে বললেন এবং দলিলে দস্তখত করতে বললেন। তিনি বললেন যে রাষ্ট্র তাকে তার ধন-সম্পত্তির অর্ধাংশস্বরূপ জরিমানা মকুব করে দিতে পারে যদি সে তার নিষ্ঠুরতার জন্য দুঃখিত হয় এবং খৃষ্ট ধর্মাবলম্বন করে।]

Q. 5. *Why did the duke invite the young Counsellor to dinner at his home ?*

[ডিউক তরুণ কৌঁসুলীকে তাঁর বাড়িতে ভোজে আমন্ত্রণ করলেন কেন ?]

Ans. The duke was charmed at the wise argument of the youug counsellor in Antonio's favour. It was he who actually saved Antonio's life. So the duke invited him to dinner in his honour.

[এ্যান্টনিয়র পক্ষে তরুণ কৌঁসুলীর যুক্তিতে ডিউক মুগ্ধ হয়েছিলেন। তারই জন্য এ্যান্টনিওর প্রাণ রক্ষা হয়েছিল। তাই তার সম্মানে ডিউক তাকে ভোজে আমন্ত্রণ জানালেন।]

Q. 6. *Why did not Portia accept the invitation ?*

[পোরসিয়া কেন নিমন্ত্রণ গ্রহণ করল না ?]

Ans. Portia wanted to return to Belmont before her husband. So she politely declined the invitation.

[তার স্বামীর ফেরবার আগেই পোরসিয়া বেলমন্টে পৌঁছতে চাইল। তাই সে ভদ্রভাবে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করতে অস্বীকার করল।]

Q. 7. *Why did the duke ask Antonio to reward the young counsellor ?*

[তরুণ কৌঁসুলীকে পুরস্কৃত করবার জন্য ডিউক কেন এ্যান্টনিওকে অনুরোধ করলেন ?]

Ans He asked Antonio to reward the counsellor because the latter saved Antonio's life and so Antonio was very much indebted to him.

[তরুণ কৌঁসুলীকে পুরস্কৃত করবার জন্য ডিউক এ্যান্টনিওকে অনুরোধ জানালেন এই কারণে যে কৌঁসুলীর চেষ্টাতেই এ্যান্টনিও এযাত্রা প্রাণে বেঁচে গেছে এবং সেজন্য এ্যান্টনিও তাঁর কাছে অশেষ ঋণী।]

Q. 8 *What did Bassanio offer Portia ?*

[ব্যাসানিও পোরসিয়াকে কি দিতে চাইল ?]

Ans. Bassanio offered Portia the three thousand ducats that was to be paid to Shylock.

[সাইলককে যে তিন হাজার ডুকাট দেবার কথা ছিল, সেই টাকাটা ব্যাসানিও পোরসিয়াকে দিতে চাইল।]

Q. 9. *Why did he offer Portia the money ?*

[টাকাটা সে পোরসিয়াকে দিতে চাইল কেন ?]

Ans. Portia, in the guise of a young counsellor, had saved Antonio and Bassanio from grievous penalties. So out of gratefulness, Bassanio asked Portia to accept the money.

[তরুণ কৌসুলীর বেশে পোরসিয়া এ্যান্টনিও এবং ব্যাসানিওকে চরম শাস্তিভোগের হাত থেকে বাঁচিয়েছিল। তাই কৃতজ্ঞচিত্তে ব্যাসানিও তাকে টাকাটা নিতে অনুরোধ জানাল।]

Q. 10. *What did Portia want on being pressed ?*

[পীড়াপীড়ি করলে পোরসিয়া কি চাইল ?]

Ans. On being pressed to accept some reward, Portia wanted Bassanio's gloves. She promised to wear them for his

sake. When Bassanio put the gloves off, she saw the very ring on his finger which she herself had given him. In order to make fun of her husband, she requested Bassanio to give it to her.

[কোনো একটা পুরস্কার নেওয়ার জন্য তাকে পীড়াপীড়ি করতে থাকলে পোরসিয়া ব্যাসানিওর দস্তানা দুটি নিতে চাইল। তার খাতিরে সে তা পরবে বলে কথা দিল। ব্যাসানিও দস্তানা দুটি খুলে ফেললে সে তার আঙুলে আংটি দেখতে পেল—সেই আংটিটি যা সে নিজেই তাকে পরিয়ে দিয়েছিল। তার স্বামীকে নিয়ে মজা করার উদ্দেশ্যে সে ব্যাসানিওকে আংটিটা দিতে অনুরোধ করল।]

Paragraphs 65-69

Gist : Bassanio was very much pained to hear Portia ask for the ring. This was the only thing he could not give away. He told her that the ring was his wife's gift and therefore he could not part with it. But if the young counsellor wanted a ring, Bassanio would be prepared to give her the most valuable ring in Venice. At this Portia pretended to be very much offended. And then on being pressed by Antonio he gave her the ring. And Gratiano, too, who loved to imitate his master, gave his ring to Nerissa, dressed as a young clerk. The two women enjoyed their husbands' discomfiture very much and discussed between themselves how they would make fun of their husbands, saying that they must have given the ring to some women.

Portia returned home in high spirits. She was very much pleased with her own performance and achievements. She enjoyed everything she saw.

সারার্থ : পোরসিয়াকে আংটিটা চাইতে শুনে ব্যাসানিও অত্যন্ত ব্যথিত হল। এইটাই হল একমাত্র বস্তু যা সে বিলিয়ে দিতে পারে না। সে তাকে বলল যে এটি তার স্ত্রীর দেওয়া উপহার এবং এটি সে ছাড়তে পারবে না। এতে পোরসিয়া অত্যন্ত মনঃক্ষুণ্ণ হওয়ার ভাণ করল। এবং তখন অ্যান্টনিও তাকে পীড়াপীড়ি করলে ব্যাসানিও আংটিটা দিয়ে দিল। গ্রেসিয়ানো তার মনিবকে অনুকরণ করতে ভালবাসত; সেও তার আংটি নেরিসাকে দিয়ে দিল—নেরিসা তরুণ করণিকের বেশ ধারণ করেছিল। এই স্ত্রীলোক দুটি তাদের স্বামীদের দুরবস্থায় বেশ আমোদ বোধ করল এবং তারপর তারা নিজেদের

মধ্যে আলোচনা করছিল যে আংটিগুলো নিয়ে কোনো মেয়েকে দেওয়া হয়েছে, এই কথা বলে তারা তাদের স্বামীদের নিয়ে কিরকম মজা করবে।

পোরসিয়া খোশ মেজাজে বাড়ি ফিরল। নিজের কৃতিত্বে সে খুব খুশি ছিল। যা কিছু সে দেখছিল তাই তার ভালো লাগছিল।

Notes, etc. : *Sadly*—মর্মান্তিকভাবে ; painfully. *Distressed*—ব্যথিত ; pained. *The counsellor*—কৌঁসুলি। *The only thing......part with*—একমাত্র যে বস্তুটি সে ত্যাগ করতে পারত না ; the only thing that he could not give away. **N. B**. Bassanio valued the ring very much, because it was a gift from his wife. আংটিটি ব্যাসানিওর কাছে অত্যন্ত আদরণীয়, কারণ এটি তার স্ত্রীর দেওয়া উপহার। *He replied*—সে উত্তর দিল ; he said in reply. *Great confusion*—দারুণ কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা ; great disorder. *He could not......that ring*—সে ঐ আংটিটি দিতে পারবে না ; he was unable to give away that ring. *Wife's gift*—স্ত্রীর দেওয়া উপহার ; a present given by his wife. *Vowed*—প্রতিজ্ঞা করল ; promised. *He had......with it*—সে ত কখনো হাতছাড়া করবে না বলে প্রতিজ্ঞা করেছিল ; he promised never to give it away. *He would give him*—সে তাকে অর্থাৎ ছদ্মবেশী পোরসিয়াকে দেবে ; he would give Portia in disguise. *The most valuable......in Venice*—ভিনিসের সর্বাধিক মূল্যের আংটি ; the most expensive ring in Venice. *Proclamation*—প্রকাশ্য ঘোষণা ; public declaration. *It*—এইটি বা আংটিটি ; i. e., the ring that Portia asked for. *Find it......by proclamation*—সে তা প্রকাশ্য ঘোষণা দ্বারা জোগাড় করে নেবে ; he would get it by making a public declaration. *On this*—এই কথায় ; following this conversation. *Affected*—ভাণ করা ; pretended ; made believe. *Affronted*—অসম্মানিত ; insulted ; offended. **Affront**—'Insult openly ; offend the modesty of or self-respect of'- (*C.O.D*). *Left the court*—আদালত ত্যাগ করল। *You teach me*—তুমি শেখাচ্ছ ; you show me ; you behave like. *You teach......be answered*—কী করে ভিখিরির সঙ্গে ব্যবহার করতে হয় তা তুমি আমাকে শেখালে। **N. B.** Portia pretended to complain that Bassanio behaved as though she were a beggar. পোরসিয়া যেন অভিযোগ করল যে

ব্যাসানিও তার সঙ্গে এমন আচরণ করল যেন সে একটা ভিখিরি। *Let him have the ring*—তাকে আংটিটা নিতে দাও ; give him the ring. *Valued*—মূল্যায়িত ; judged ; assessed. *Displeasure*—বিরক্তি ; dissatisfaction. *Let my......wife's displeasure*—উনি আমার প্রতি যে ভালবাসা ও কর্তব্য প্রদর্শন করলেন তার সঙ্গে তোমার স্ত্রীর বিরক্তির পরিমাপ কর। **N. B.** What Antonio means to say is that Bassanio should measure up his wife's displeasure against the great service he has done to him. He says that it is true that Portia's gift to him must be very precious. But he should also consider the great service the young counsellor has done to him. In acknowledgement of his service to him he should give up the ring to him. এ্যান্টনিও যা বোঝাতে চায় তা হলো। ব্যাসানিওর উচিত তার স্ত্রীর অসন্তুষ্টি ও তরুণ কৌঁসুলি তাদের যে উপকার করেছে, তার তুলনামূলক মূল্যায়ন করা। সে বলল যে সত্য বটে, যে পোরসিয়া-প্রদত্ত উপহার তার কাছে অতি মূল্যবান। কিন্তু তরুণ কৌঁসুলি তার যে উপকার করেছে তা তার বিচার করে দেখা উচিত। এই উপকারের স্বীকৃতি স্বরূপ তার আংটিটা দিয়ে দেওয়া উচিত।

Ashamed to...so ungrateful—অকৃতজ্ঞের মতো আচরণ করায় লজ্জিত হয়ে ; being sorry for being ungrateful. *Yielded*—হার মানল ; accepted defeat. **N.B.** That is to say, he changed his attitude. অর্থাৎ, সে তার মনোভাব পরিবর্তন করল। *Sent Gratiano after Portia*—পোরসিয়ার পেছন পেছন গ্রেসিয়ানোকে পাঠালো ; sent Gratiano after Portia had gone. *The clerk Nerissa*—অর্থাৎ করণিকের ছদ্মবেশে নেরিসা ; i. e., Nerissa in the disguise of a clerk. *Who had a ring*—**N. B.** Nerissa loved to imitate her mistress. She too gave Gratiano, her husband, a ring. নেরিসা তার কর্ত্রীকে অনুকরণ করতে ভালবাসত। তার স্বামী গ্রেসিয়ানোকে সেও একটি আংটি দিয়েছিল। *Begged his ring*—তার আংটিটা চাইল ; asked for his ring *Not choosing*—ইচ্ছা না করায় ; not desiring. *To be outdone*—হেরে যেতে বা পেছিয়ে পড়তে ; to be surpassed. *Generosity*—ঔদার্য ; largeheartedness. *His lord*—তার মনিব ; his master, *Gave it*—আংটিটি দিল ; gave the ring. *There was......these ladies*—এই মহিলাদের মধ্যে হাসির হুল্লোড় হয়েছিল ; these ladies (Portia and

Nerissa) laughed and made merry. *To think*—ভেবে ; with this in mind. *When they got home*—যখন তারা বাড়ি ফিরবে ; when they returned home (i.e. Belmont). *Tax*—নিন্দা বা তিরস্কার করা ; censure ; take to task. *How they .....their husbands*—কী করে তারা তাদের স্বামীদের তিরস্কারে জর্জরিত করবে ; how they would censure their husbands, Bassanio and Gratiano. **N. B.** Shakespeare's women are generally mischievous but not wicked. They are fond of fun—শেক্সপীয়র-সৃষ্ট নারীরা সাধারণত দুষ্টু প্রকৃতির ; কিন্তু তাই বলে তারা পাজি নয়, তারা আমোদপ্রিয়। *Swear*—জোর করেবলা ; speak emphatically. *How they......their rings*—তাদের দেওয়া আংটি বিলিয়ে দেওয়ার ব্যাপার নিয়ে বিদ্রূপ করবে, গঞ্জনা দেবে ; how they would chastise their husbands for parting with the rings that they gave them. *Swear that......to some woman*—তারা হলফ করে বলবে যে সেগুলো তারা নিশ্চয় কোনো মেয়েকে দিয়ে দিয়েছে ; they will protest that the rings must have been presented to some women. **N. B**. Portia and Nerissa were sure that their husbands loved them, and no other women. That is why they enjoyed making fun of them in this way. পোরসিয়া ও নেরিসা নিশ্চিত যে তাদের স্বামীরা তাদেরই ভালবাসে, আর কোনো নারীকে নয়। তাই তাদের নিয়ে এইভাবে তামাসা করতে তারা মজা পাচ্ছিল।

Happy temper of mind—খোশ মেজাজ ; happy frame of mind ; high spirits. *Consciousness*—সচেতনতা ; awareness ; knowledge. *The consciousness ··good action*—ভাল কাজ করার চেতনা ; the knowledge of the fact that some worth-while achievement has been made. *Never fails to attend*—কখন আসে না এমন হয় না , always happens or attends. *That temper of mind .....a good action*—ভাল কাজ করার চেতনা থেকে যে খোশ মেজাজ হয়, পোরসিয়া সেই মেজাজে ছিল ; Portia was in that happy mood which always comes to a man after doing something good and noble. *Cheerful spirits*—খোশ মেজাজ ; high spirits. *Everything she saw*—যা কিছু সে দেখলে , whatever she set her eyes on. **N. B**. Portia was happy with her own performance and achievement. When one is

happy, one likes everything one sees. This shows that we are seldom dispassionate in our outlook on life. পোরসিয়া নিজের কৃতিত্ব ও কৃতকর্মের জন্য খুসি ছিল। সুখী থাকলে সব কিছুই ভাল লাগে। এই থেকে বোঝা যায় যে জীবনের প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি কদাচিৎ পক্ষপাতশূন্য হয়। *The moon......before*—এর আগে যেন চাঁদ কখনো এত উজ্জ্বল হয়ে দেখা দেয় নি। i. e., Portia was so happy that the moon now seemed to shine more brightly than ever before. *Hid*—লুকিয়েছিল ; took cover. *When that......behind a cloud*—যখন মনোরম চাঁদ একখণ্ড মেঘের পেছনে লুকলো ; when the lovely moon took cover behind a patch of cloud. *Charmed fancy*—মুগ্ধ কল্পনা ; fascinated imagination. *A light......house at Belmont*—বেলমণ্টের বাড়ি থেকে যে আলো সে দেখতে পেল। *Then a light...... charmed fancy*—বেলমেণ্টের বাড়ি থেকে যে আলো সে দেখতে পেল তা তার কল্পনাকে মুগ্ধ করল ; she saw light from her house at Belmont. It fascinated her. *That light......in my hall*—ঐ যে আলো আমরা দেখতে পাচ্ছি তা আমার ঘরে জ্বলছে ; the light that we can see from here is in my hall. *Beams*—জ্যোতিচ্ছটা ; shafts of ray. *How far .....its beams*—কতদূর পর্যন্ত ঐ মোমবাতিটা তার জ্যোতিস্ছটা প্রেরণ করছে , that candle, though small in size, is casting its light far and wide. *Good deed*—ভাল কাজ ; commendable action *Naughty world*—দুষ্ট পৃথিবী ; a world full of wicked people. *Hearing the sound of music*—সঙ্গীতের ধ্বনি শুনতে পেয়ে ; as music reached her ear.

Methinks—আমার মনে হচ্ছে ; it seems to me. *Music sounds .... .by day*—দিনের বেলার চেয়ে রাত্রেই সঙ্গীত মধুরতর শোনায় ; music appeals more at night than at day.

Expl. : *'That light we. ..a naughty world.'*

These lines are from Shakespeare's *The Merchant of Venice* as retold by Charles and Mary Lamb. This was said by Portia on her return to Belmont after the trial of Antonio. Portia was in high spirits because of her success in acquitting Antonio. She was naturally very happy.

From a distance she saw a light burning in her hall. It was

just a candle. But its light over-reached the four walls of her hall and fell on the pavement. The little candle could not dispel all the darkness of the night. But even then the little light that it produced had its effect. It shone like a ray of hope in a world full of wickedness.

Black characters like Shylock have filled the world with wickedness. It is not possible for isolated individuals like Portia to remedy all evils. Even then people like her should keep on trying to.make the world less full of evils than it is, just as a candle tries to light up whatever small part of the dark world it can.

ব্যাখ্যা ঃ এই পঙ্‌ক্তি কয়টি শেক্সপীয়র রচিত এবং চার্লস ও মেরি ল্যাম্ব কথিত **দ্য মারচেণ্ট অব ভিনিস** থেকে গৃহীত। এ্যাণ্টনিওর বিচারের পর বেলমণ্টে ফিরে পোরসিয়া এই কথা বলেছিল। এ্যাণ্টনিওকে মুক্ত করতে পেরে পোরসিয়া খোশ মেজাজে ছিল। স্বাভাবিকভাবে সে খুব খুসি ছিল।

একটু দূর থেকে সে তার ঘরে আলো জ্বলতে দেখল। এটা একটা নিছক মোমবাতি। কিন্তু তার আলো হলঘরের চার দেওয়ালের বাইরে বেরিয়ে রাস্তায় গিয়ে পড়েছিল। ছোট মোমবাতিটি রাত্রের সব কালো ঘুচিয়ে দিতে পারে নি। তবু তার স্বল্প আলোটুকুর একটা মূল্য ছিল। অন্যায়ে পূর্ণ এই পৃথিবীতে তা আশার আলোর মতো জ্বলজ্বল করছিল।

সাইলকের মতো বদ লোকেরা পৃথিবীকে অন্যায়ে পূর্ণ করে রেখেছে। পোরসিয়ার মতো কয়েকজন ব্যক্তি বিশেষের পক্ষে তার সুরাহা করা সম্ভব নয়। তবু তার মতো ব্যক্তির প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া উচিত, যাতে করে দুনিয়াকে কিছুটা অন্তত দুষ্টামো থেকে মুক্ত করা যায়, ঠিক যেমন এই অন্ধকার পৃথিবীর সামান্য অংশ আলোকিত করার চেষ্টা করছে মোমবাতি।

অনুবাদ ঃ ঠিক যে জিনিসটি সে দিয়ে দিতে পারে না তাই-ই কৌসুলি চাইলেন দেখে ব্যাসানিও ব্যথিত হল, এবং দারুণ বিভ্রান্তভাবে সে উত্তর করল যে সে তাকে ঐ আংটিটি দিতে পারবে না, কারণ সেটি তার স্ত্রীর দেওয়া উপহার, এবং তা সে কখনও ত্যাগ করবনা বলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ; তবে ঘোষণা করে ভিনিসের সর্বাধিক মূল্যবান আংটি সংগ্রহ করে সে তা কৌসুলিকে দিতে পারে।

এতে পোরসিয়া অপমানিত হবার ভাণ করল এবং আদালত ত্যাগ করে যেতে যেতে বলল, 'মহাশয়, ভিক্ষুককে কী রকম জবাব দিতে হয় তাই আপনি আমাকে শেখালেন।

'ভাই ব্যাসানিও', এ্যান্টনিও বলল, "ওঁকে আংটিটা নিতে দাও. আমার ভালবাসা এবং যে মহৎ উপকার উনি আমার করেছেন তার তুলনায় তুমি তোমার স্ত্রীর বিরক্তির মূল্যায়ন কর।"

এহেন অকৃতজ্ঞ প্রতিপন্ন হওয়ায় ব্যাসানিও লজ্জিত হয়ে হার মানল এবং আংটিটি সহ গ্রেসিয়ানোকে পোরসিয়ার পেছু পেছু পাঠিয়ে দিল ; এবং তখন করণিকবেশী নেরিসা গ্রেসিয়ানোর আংটিটি চাইল—সেও তাকে একটি আংটি দিয়েছিল। সহৃদয়তায় সে তার মনিবের কাছে হার মানতে চায় না ; তাই গ্রেসিয়ানো তাকে সেটি দিয়ে দিল। আংটিগুলো দিয়ে দেওয়ার জন্য কেমন করে তারা গঞ্জনা দেবে এবং হলফ করে বলবে যে ওগুলো তারা নিশ্চয় অন্য কোনো মেয়ে কে দিয়ে দিয়েছে—বাড়ি ফিরে তাই ভেবে এই মহিলা দুটি (পোরসিয়া ও নেরিসা) খুব খানিকটা হাসাহাসি করল।

কোনো ভাল কাজ করার চেতনা থেকে যে তৃপ্তিসুখ সৃষ্ট হয় তার ফলে বাড়ি ফিরে পোরসিয়ার অন্তর আনন্দে পূর্ণ হয়ে উঠল ; খোশ মেজাজে থাকায় সে যা দেখছিল তাই তার ভাল লাগছিল ; চাঁদ যেন আগে আর কখনো এত উজ্জ্বল হয় নি ; এবং সেই মনোরম চাঁদ যখন একবার একখণ্ড মেঘের আড়ালে মুখ লুকোল, তখন তার বেলমন্টের বাড়ি থেকে যে আলো আসতে দেখা যাচ্ছিল তাতে সে মুগ্ধ বোধ করল। সে নেরিসাকে বলল, 'ঐ যে আলো আমরা দেখছি তা আমার হল ঘরে জ্বলছে ; ঐ ছোট্ট মোমবাতি কত দূর পর্যন্ত আলো ফেলছে, ঠিক ঐ ভাবেই এই দুষ্ট পৃথিবীতে মহৎ কাজ জ্বলজ্বল্ করে।' এবং তার বাড়ি থেকে আগত সঙ্গীতের ধ্বনি শুনতে পেয়ে সে বলল, 'আমার মনে হয় দিনের চেয়ে রাত্রেই সঙ্গীত মধুরতর শোনায়।'

Grammar and Composition : *Sadly*—adverb of manner.

Only thing .....part with—note how the clause ends with a preposition.

the most valuable ring—note the use of the superlative degree ; 'valuable' is an epithet

how a beggar......be answered—noun clause, object of 'teach'.

let him have etc.—note the bare infinitive after 'let'.

ungrateful—predicative adjective.

outdone—past participle of 'outdo'.

the moon......so bright—'bright' used as an adverb of manner.

was hid—'hid' is here the past participle of 'hide'.

a naughty world—'naughty' is an epithet or attributive adjective.

Bassanio was sadly distressed . ...by proclamation.
(Paragraph 65)—**Indirect Speech**

Bassanio was sadly......and he said in great confusion, "I can't give you this ring, because it is my wife's gift and I have vowed never to part with it ; but I will give you the most valuable ring in Venice, and find it out by proclamation." —**Direct Speech.**

Short Questions and Answers

Q. 1. *Why was Bassanio sadly destressed ?*

[ব্যাসানিও কেন মর্মান্তিকভাবে ব্যথিত হ'ল ?]

Ans. Bassanio was very much pained because the young counsel asked for the ring that Portia had given him. This was the only thing that he could not give away.

[ব্যাসানিও অত্যন্ত ব্যথিত হয়েছিল, কারণ তরুণ কৌঁসুলি তার কাছ থেকে তার স্ত্রীর দেওয়া আংটিটি চাইল। কেবল এই জিনিসটিই সে দিয়ে দিতে পারে না।]

Q. 2. *What did he say in reply ?* [সে উত্তরে কি বলল ?]

Ans. He was at a loss. He said that the ring was a gift from his wife. He could not give it away to him because he had promised never to part with it. But he could give the counsellor the most valuable ring in Venice.

[সে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ল। সে বলল যে আংটিটি তার স্ত্রীর দেওয়া উপহার। সে সেটি দিতে পারেবে না, তার কারণ সে সেটি কখনো ত্যাগ করবে না বলে প্রতিজ্ঞা করেছে। তবে সে তরুণ কৌঁসুলিকে ভিনিসের সর্বাপেক্ষা মূল্যবান আংটিটি কিনে দিতে পারে।]

Q. 3, *How did Portia react ?*

[পোরসিয়া কেমন আচরণ করল ?]

Ans. Portia pretended to be insulted at Bassanio's refusal, She said that Bassanio was treating her as if she were a beggar.

[ব্যাসানিওর অস্বীকৃতিতে পোরসিয়া অপমানিত হওয়ার ভাণ করল। সে বলল যে ব্যাসানিও তার সঙ্গে এমন ব্যবহার করছে যেন সে ভিখিরি।]

Q. 4. *What did Antonio tell him on this occasion ?*

[এ ব্যাপারে এ্যান্টনিও তাকে কী বলল ?]

Ans. Antonio tried to persuade Bassanio to give away the ring. He said that while it was true that his wife would be displeased if he gave away the ring, Bassanio should give it to the young counsellor in acknowledgment of what he did for his beloved friend.

[এ্যাণ্টনিও ব্যাসানিওকে আংটিটা দিয়ে দিতে রাজি করাতে চেষ্টা করল। সে বলল যে যদিও এ কথা সত্য যে, সে আংটি দিয়ে দিলে তার স্ত্রী অখুসী হবে, তবু ব্যাসানিওর প্রিয় বন্ধুর জন্য তরুণ কৌসুলি যা করেছেন তার স্বীকৃতি স্বরূপ সেটি দিয়ে দেওয়া উচিত।

Q. 5. *Why did Bassanio feel ashamed ?*

[ব্যাসানিও লজ্জিত হল কেন ?]

Ans. Bassanio refused to give his ring to the young counsellor, as it was a gift from his wife. But Antonio's words made him feel ashamed because he appeared to be ungrateful to the counsellor who saved his beloved friend.

[তরুণ কৌঁসুলিকে আংটিটা দিতে ব্যাসানিও রাজী হয়নি, কারণ ওটা ছিল তার স্ত্রীর উপহার। কিন্তু এ্যাণ্টনিওর কথা শুনে ব্যাসানিও খুবই লজ্জা বোধ করল, কারণ তার মনে হল বন্ধুর রক্ষাকর্তার প্রতি সে অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে।]

Q. 6. *Why did Gratiano too give Nerissa his ring ?*

[গ্রেসিয়ানোও নেরিসাকে কেন তার আংটিটা দিয়ে দিল ?]

Ans. Gratiano loved to imitate his master Bassanio. He wanted to do as much as Bassanio had done. So he gave away his ring when Nerissa, dressed as a clerk, asked for it.

[গ্রেসিয়ানো তার মনির ব্যাসানিওকে অনুকরণ করতে ভালবাসত। ব্যাসানিও যা করেছিল সেও তাই করতে চাইল। তাই করণিকের ছদ্মবেশে নেরিসা তার আংটিটা চাইলে সে তা দিয়ে দিল।]

Q. 7. *Why did Portia and Nerissa laugh when they got back home ?*

[বাড়ি ফিরে পোরসিয়া এবং নেরিসা হাসাহাসি করল কেন ?]

Ans. Getting back home Portia and Nerissa planned how they would censure their husbands for giving away the rings. They would say that they must have given the rings to some women. They enjoyed the idea and laughed hilariously.

[বাড়ি ফিরে পোরসিয়া ও নেরিসা ফন্দি আঁটতে লাগল কী করে, আংটি

দিয়ে দেওয়ার জন্য, তারা তাদের স্বামীদের গঞ্জনা দেবে। তারা বলবে যে আংটিগুলো নিশ্চয় কোনো স্ত্রীলোককে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। পরিকল্পনাটা উপভোগ করতে করতে তারা খুব হাসাহাসি করল।]

Q. 8. *Why was Portia very happy when she returned home ?*

[বাড়ি ফিরে পোরসিয়া সুখী বোধ করল কেন ?]

Ans. It was her success in saving the life of Antonio that filled Portia with happiness. Doing a good deed has its pleasure. So Portia enjoyed everything she saw.

[এ্যাণ্টনিওর প্রাণ বাঁচাতে সক্ষম হয়েছিল বলে পোরসিয়া সুখী বোধ করছিল। ভাল কাজ করতে পারার একটা বিশেষ আনন্দ আছে। যা কিছু সে দেখছিল তাই পোরসিয়ার ভাল লাগছিল।]

Q. 9. *What did Portia say on seeing the candle-light from her hall ?*

[তার হলঘর থেকে মোমবাতির আলো দেখতে পেয়ে পোরসিয়া কী বলল ?]

Ans. She compared a good deed to the light of the candle. Every good deed, however small, has its use.

[ভালো কাজকে সে মোমবাতির আলোর সঙ্গে তুলনা করল। যত ক্ষুদ্রই হোক না কেন, প্রত্যেকটি ভাল কাজেরই একটা মূল্য আছে।]

Paragraphs 70-77

Gist : Having changed their dress, Portia and Nerissa waited for their husbands' arrival. They came. Bassanio introduced Antonio to Portia. In the mean time Gratiano and Nerissa were heard quarrelling. Nerissa said that Gratiano had given away the ring she had given him. She was sure that she had given it to some woman. Gratiano protested that Nerissa's suspicion was unfounded. He had given it to the young counsellor's clerk. Portia then said that Gratiano should not have given away his wife's first gift. She was sure that Bassanio still possessed the ring she gave him. Gratiano at once told her that Bassanio too had given away the ring. Portia pretended to be angry and reproached Bassanio. She said that it must have gone to some woman.

সারার্থ : পোষাক পরিবর্তন করে পোরসিয়া ও নেরিসা তাদের স্বামীর আগমনের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। তারা ফিরে এল। ব্যাসানিও

এ্যান্টনিওকে পোরসিয়ার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল। ইতিমধ্যে গ্রেসিয়ানো ও নেরিসাকে ঝগড়া করতে শোনা গেল। নেরিসা বলল যে সে যে আংটিটা দিয়েছিল তা গ্রেসিয়ানো বিলিয়ে দিয়েছে। সে নিশ্চিত যে গ্রেসিয়ানো সেটি কোনো স্ত্রীলোককে দিয়েছে। গ্রেসিয়ানো সোচ্চারে বলল যে নেরিসার সন্দেহ ভিত্তিহীন। সে তা তরুণ কৌঁসুলির করণিককে দিয়েছে। পোরসিয়া বলল যে গ্রেসিয়ানোর স্ত্রীর দেওয়া প্রথম উপহারটি বিলিয়ে দেওয়া উচিত হয় নি। সে নিজে নিশ্চিত যে ব্যাসানিওকে যে আংটিটি সে দিয়েছিল তা তার কাছেই আছে। গ্রেসিয়ানো সঙ্গে সঙ্গে তাকে বলল যে ব্যাসানিও-ও তার আংটিটি দিয়ে দিয়েছে। রাগ করার ভাণ করে পোরসিয়া ব্যাসানিওকে তিরস্কার করল। সে বলল যে সেটা নিশ্চয় কোনো স্ত্রীলোককে দেওয়া হয়েছে।

Notes, etc. : *Now Portia .....the house*—এবার পোরসিয়া এবং নেরিসা গৃহে প্রবেশ করল। *Apparel*—পোষাক ; clothes. *Dressing themselves······own apparel*—তাদের নিজেদের পোষাক পরিধান করে ; having put on their own clothes. **N. B.** That is to say, they put off men's apparel and dressed as women again. অর্থাৎ তারা পুরুষের পোষাক ত্যাগ করল এবং স্ত্রীলোকের পোষাক পরিধান করল। *Awaited*—অপেক্ষা করছিল ; waited for. *Arrival*—প্রত্যাবর্তন ; return. *They awaited···their husbands*—তারা তাদের স্বামীদের প্রত্যাবর্তনের জন্য অপেক্ষা করছিল ; they were waiting for the return of their husbands. *Presenting*—উপস্থিত করে বা পরিচয় করিয়ে দিয়ে ; introducing. *Dear friend*—প্রিয় বন্ধু অর্থাৎ এ্যান্টনিও ; that is, Antonio. *Bassanio presenting ··Lady Portia*—পোরসিয়ার সম্মুখে তার প্রিয় বন্ধুকে উপস্থিত করে ; having introduced Antonio to his wife Portia. *The congratulations*—অভিনন্দন ; expression of pleasure in sympathy with. *Welcomings*—অভ্যর্থনা ; greetings. *The congratulations······hardly over*—মহিলা কর্তৃক অভিনন্দন এবং অভ্যর্থনা সমাপ্ত হওয়া মাত্রই ; immediately after Portia had welcomed and congratulated Antonio. *Perceived*—উপলব্ধি করল ; এখানে জানতে পারল ; (here) came to know. *Quarrelling*—ঝগড়ায় রত ; involved in a quarrel. *They perceived··· ··the room*—তারা বুঝতে পারল যে নেরিসা ও তার স্বামী ঘরের এক কোণায় ঝগড়ায় রত ; they came to know that Nerissa and Gratiano were quarrelling in a

corner of the room. '*A quarrel already* ?'—ও, এর মধ্যেই ঝগড়া শুরু হয়ে গেছে ; O, you have already started to quarrel. **N. B.** Husbands and wives quarrel a lot among themselves. But Portia pretends to be surprised that Gratiano nd Nerissa have started to quarrel so soon after their marriage. স্বামী-স্ত্রীরা নিজেদের মধ্যে বেশ ঝগড়া করে। কিন্তু বিয়ের এত অল্পকাল পরেই যে গ্রেসিয়ানো ও নেরিসা ঝগড়া শুরু করে দিয়েছে তাই দেখে পোরসিয়া বিস্মিত হওয়ার ভাণ করছে। '*What's the matter* ?'—ব্যাপারটা কী ? What's happened ? *Paltry*—সামান্য ; তুচ্ছ ; trifle. *Gilt-ring*—গিল্টি-করা আংটি। *It is ⋯ gave me*—নেরিসা আমাকে যে একটা তুচ্ছ গিল্টি-করা আংটি দিয়েছিল, তাই নিয়ে ঝগড়া ; She is quarrelling with me about a trifle gilt ring that she presented to me. *With words upon it*—তাতে এই কথা লেখা ছিল ; on which these words were inscribed. *Cutler's*—ছুরি বিক্রেতার ; of a seller of knives. *Like the poetry⋯ cutler's knife*—ছুরি বিক্রেতার ছুরির উপর যেরকম কবিতার ছত্র লেখা থাকে ; just as lines of verse are inscribed on a knife made by a cutler. *Love me, leave me not*—আমাকে ভালবেস, কখনো ত্যাগ করে যেও না ; love me but do not abandon me. **N. B.** These were the words inscribed on the ring. এই কথাগুলিই আংটির উপর উৎকীর্ণ করা ছিল। *Signify*—বোঝাচ্ছে ; means or implies. *What does ⋯ring signify*—কবিতা বা আংটির মূল্য থেকে কী বোঝায় ; what is the significance of the price of the ring. **N. B.** Nerissa says it does not matter that the ring is cheap. What makes it valuable is the fact that it is my gift to you. নেরিসা বলছে যে আংটিটা সস্তা হলেও কিছু এসে যায় না। এটা তার দেওয়া উপহার, অতএব তা গুরুত্বপূর্ণ। *Swore*—প্রতিজ্ঞা করেছিল ; you promised. *When I gave it to you*—যখন আমি তা তোমাকে দিয়েছিলাম ; at the time of my giving it to you. *You would⋯of death*—মৃত্যু পর্যন্ত তুমি তা কাছে রাখবে ; you would not part with it until death. *And now you say*—এখন তুমি বলছ। *The lawyer's clerk*—আইনবিদের করণিক। *I know⋯a woman*—আমি জানি যে তুমি তা কোনো স্ত্রীলোককে দিয়ে দিয়েছ ; I am sure that you have presented the ring to some

woman. *By this hand*—এই হাত দিয়ে; with this hand. **N. B.** Gratiano wants to be emphatic. That is why he shows the hand with which he gave away the ring. গ্রেসিয়ানো জোর দিয়ে বলতে চায়। তাই যে হাত দিয়ে সে আংটিটি দিয়েছিল সেটি সে দেখাচ্ছে। *Replied Gratiano*—গ্রেসিয়ানো জবাব দিল। *A youth*—জনৈক যুবা; a young man. *A kind of boy*—একটা বালকের মতো; one who looked rather like a boy. *Little scrubbed*—বেঁটে খাটো; dwarfish. *No higher than yourself*—তোমার (অর্থাৎ নেরিসার) চেয়ে বেশি লম্বা নয়; about as tall as Nerissa. *He was······to the young counsellor*—সে তরুণ কৌসুলির করণিক; he was the young counsellor's clerk. *That*—যে; who. *By his wise pleading*—তার জ্ঞানগর্ভ যুক্তি-তর্ক দ্বারা; with the help of his wise arguments. *Saved*—রক্ষা করেছিল; protected. *Prating boy*—বক্‌বকে বালকটি; talkative boy. **N. B.** He obviously means Nerissa who was disguised as Portia's clerk. সে স্পষ্টতঃই নেরিসার কথা বলছে। নেরিসা পোরসিয়ার করণিকের ছদ্মবেশে ছিল। *Begged it for a fee*—পারিশ্রমিক হিসেবে চেয়েছিল; asked for the ring as his remuneration. *Deny*—দিতে অস্বীকার করা; refuse to give. *I could......deny him*—যা আমি না দিয়ে পারলাম না; I could not but give her. **N. B.** *For my life*—This is said for the sake of emphasis. *You were to blame*—দোষ তোমারই; it is your fault. *To part·· first gift*—তোমার স্ত্রীর দেওয়া প্রথম উপহার ত্যাগ করার জন্য; because you gave away the very first gift from your wife. *I gave......a ring*—আমি আমার স্বামী ব্যাসানিওকে একটি আংটি দিয়েছিলাম। *I am sure*—আমি নিশ্চিত; I am confident. *He would not······the world*—কোনো কিছুর বিনিময়েও তা তিনি দিয়ে দেবেন না; he would not exchange it for anything in the world. *Excuse*—অজুহাত; giving reasons showing, or intended to show, that a person or his action is not to be blamed. *Fault*—ত্রুটি; দোষ; defect. *In excuse for his fault*—তার ত্রুটির কৈফিয়ৎ স্বরূপ; in defence of his own conduct. *My lord*—আমার স্বামী; my husband. *The boy, his clerk,......in writing*—তার করণিক বালকটি

লিখবার জন্য পরিশ্রম করেছিল ; his clerk, who looked like a boy, offered his services in writing. *Seemed very angry*—অত্যন্ত **ক্রুদ্ধ দেখাচ্ছিল** ; appeared to be very angry. *Reproached*—তিরস্কার **করল** ; found fault with. *Nerissa had······what to believe*—কী বিশ্বাস করতে হবে তা নেরিসা তাকে **শিখিয়েছিল** ; she could guess what had happened to the ring she gave Bassanio from Nerissa's suggestion that Gratiano must have given her ring to some other woman. *Some woman had the ring*—কোনো না কোনো স্ত্রীলোক **ব্যসানিওকে** তার-দেওয়া আংটিটি পেয়েছে ; some other woman had received the ring that she presented Bassanio with.

অনুবাদ ঃ এবং এখন পোরসিয়া ও নেরিসা গৃহে প্রবেশ করল ; এবং নিজেদের পোষাক পরিধান করে তারা তাদের স্বামীদের প্রত্যাবর্তনের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। তারাও এ্যান্টনিওসহ তাদের পরপর এসে উপস্থিত হল ; এবং ব্যাসানিও পোরসিয়ার সঙ্গে তার প্রিয় বন্ধুর পরিচয় করিয়ে দিল। তারপর অভ্যর্থনা করার পালা সাঙ্গ হতে না হতেই টের পাওয়া গেল যে নেরিসা এবং তার স্বামী ঘরের এক কোণায় ঝগড়া বাধিয়ে দিয়েছে।

'এর মধ্যেই ঝগড়া ?' পোরসিয়া বলল। 'ব্যাপারটা কী ?'

গ্রেসিয়ানো উত্তর দিল, 'মহোদয়া, ব্যাপারটা হল আমাকে নেরিসার দেওয়া তুচ্ছ গিল্টি-করা এক আংটি নিয়ে ; ছুরিতে যেমন থাকে তেমনি কবিতার এই কটি কথা তাতে উৎকীর্ণ করা ছিল ; **'আমাকে ভালবাস, এবং আমাকে কখনও ত্যাগ করো না।'**

'কবিতা বা আংটির দাম থেকে কী বোঝায় ?' নেরিসা বলল। 'আমি যখন তোমাকে তা দিয়েছিলাম তখন তুমি আমাকে বলেছিলে যে তুমি তা আমরণ তোমার কাছে রাখবে ; আর এখন তুমি বলছ যে তুমি তা আইনবিদের করণিককে দিয়েছ। আমি জানি তুমি তা কোনো স্ত্রীলোককে দিয়েছ।'

গ্রেসিয়ানো উত্তর করল, 'আমি এই হাত দিয়ে তা একটি তরুণকে দিয়েছি ; সে ছোটখাটো বালকসদৃশ, লম্বায় তোমার চেয়ে বড় নয় ; যে তরুণ কৌসুলির জ্ঞানগর্ভ ওকালতির ফলে এ্যান্টনিওর প্রাণ রক্ষা পেল, সে তার কেরাণী। এই বক্‌বকে ছোকরা সেটা (আংটিটা) তার পারিশ্রমিক হিসেবে আমার কাছে চেয়েছিল, এবং আমি তা তাকে না দিয়ে পারি নি।'

পোরসিয়া বলল, 'তোমার স্ত্রীর-দেওয়া প্রথম উপহার বিলিয়ে দিয়ে তুমিই দোষ করেছ গ্রেসিয়ানো। আমি আমার স্বামী ব্যাসানিওকে একটি আংটি দিয়েছিলাম, এবং আমি নিশ্চিত যে তিনি তা গোটা দুনিয়ার বিনিময়েও ত্যাগ করবেন না।'

গ্রেসিয়ানো তার দোষের কৈফিয়ৎ হিসেবে তখন বলল, 'আমার মনিব ব্যাসানিও তার আংটি কৌসুলিকে দিয়ে দিয়েছেন, এবং তারপর করণিক বালকটি, যে পরিশ্রম করে লেখার কাজ করেছিল, আমার আংটিটা চায়।'

এই কথা শুনে পোরসিয়া খুব রেগে গেছে বলে মনে হল, এবং তার আংটিটা দিয়ে দেওয়ার জন্য ব্যাসানিওকে তিরস্কার করল; এবং সে বলল যে 'কী বিশ্বাস করতে হবে তা নেরিসা তাকে শিখিয়েছে, এবং সে বুঝেছে যে, কোনো স্ত্রীলোক ঐ আংটিটি পেয়েছে।'

Grammar and Composition *entered the house*—'entered' is a transitive verb.

Bassanio presenting......to the Lady Portia—An absolute construction.

And now Portia .....corner of room (Para. 70)—The whole paragraph is a Multiple Sentence having the following three Main (Co-ordinate) Clauses :

(1) And now Portia.. the house ;

(2) dressing themselves.. ..their husbands ;

(3) Bassanio presenting......were hardly over.

There are two Subordinate Clauses :

(a) who soon.... .Antonio—Adj. cl., qualifying 'husbands' in (2),

(b) when they perceived......of the room—Adv. cl., modifying 'were hardly over' in (3).

awaited—transitive verb. 'Await for' is incorrect.

Presenting—participle.

'A quarrel already?'—this is an utterance rather than a sentence. The question is suggested by the rising intonation.

Paltry—attributive adjective.

Like the poetry on the cutler's knife—'poetry' is an uncountable noun. 'The' before it is cataphoric—the specification is in 'on the cutler's knife'.

Short Questions and Answers

Q. 1. *What happened immediately after the arrival of Bassanio, Antonio and Gratiano ?*

[ব্যাসানিও, এ্যান্টনিও ও গ্রেসিয়ানো উপস্থিত হওয়ার পর কী হল ?]

Ans. On arrival, they exchanged greetings with Portia. Soon after they heard Nerissa and Gratiano quarrelling between themselves.

[পৌঁছনোর পর তারা পোরসিয়ার সঙ্গে ভদ্রতা বিনিময় করল। তার অল্পক্ষণ পরেই তারা নেরিসা ও ব্যাসানিওকে ঝগড়া করতে শুনতে পেল।]

Q. 2. 'A quarrel already ?'—*Who said this and to whom ? When did the speaker say this ?* ['এরই মধ্যে ঝগড়া শুরু হয়েছে ?'—একথা কে কাকে বলেছিল ? বক্তা কখন একথা বলল ?]

Ans. This was said by Portia to Nerissa and Gratiano. When Bassanio was introducing Antonio to Portia in her house at Belmont, they perceived Nerissa and Gratiano quarrelling in a corner of the room. It was at this time that Portia told them those words.

[একথা পোরসিয়া বলেছিল নেরিসা ও গ্রেসিয়ানোকে। বেলমন্টে পোরসিয়ার বাড়িতে যখন ব্যাসানিও তার কাছে তার বন্ধুকে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছিল, সেই সময় তারা লক্ষ্য করল যে ঘরের এক কোণে নেরিসা ও গ্রেসিয়ানো ঝগড়া করছে। এই সময়েই পোরসিয়া তাদের ঐ কথা বলেছিল।

Q. 3. *What did Gratiano say in reply to Portia ?*

[পোরসিয়ার কথার উত্তরে গ্রেসিয়ানো কী বলল ?]

Ans. Gratiano replied that Nerissa was quarrelling with him about a trifling ring. ***Love me, and leave me not*** was inscribed on it.

[গ্রেসিয়ানো উত্তর দিল যে সামান্য একটা আংটি নিয়ে নেরিসা তার সঙ্গে ঝগড়া করছে। **আমাকে ভালবাস, এবং আমাকে ত্যাগ করো না**—এই কথাগুলি তাতে উৎকীর্ণ করা ছিল।]

Q. 4. *How did Nerissa protest ?*

[নেরিসা কী করে প্রতিবাদ করল ?]

Ans. Nerissa said that neither the value of the ring nor the poetry on it mattered. What was important was that she gave it to him and he promised never to part with it. Even then he gave it away. She was sure that he had given it to a woman and not to any boy.

[নেরিসা বলল যে আংটির মূল্য বা তার উপরকার কবিতার কোনো গুরুত্ব নেই। যা গুরুত্বপূর্ণ তা হল যে, সে তা তাকে দিয়েছিল এবং সে (গ্রেসিয়ানো) প্রতিজ্ঞা করেছিল যে সে আংটিটা কখনো হাতছাড়া করবে না। তবু সে তা বিলিয়ে দিয়েছে। নেরিসা নিশ্চিত যে, গ্রেসিয়ানো নিশ্চয় সেটি কোনো স্ত্রীলোককে দিয়েছে, কোনো বালককে নয়।]

Q. 5. *What did Gratiano say upon this ?*

[এই কথায় গ্রেসিয়ানো কী বলল ?]

Ans. Gratiano said that he gave the ring to a dwarfish boy, not taller than Nerissa, with his own hands. The boy was the young counsellor's clerk. He helped the counsellor when the latter was pleading for Antonio. The boy wanted the ring as his fee and Gratiano could not but give it to him.

[গ্রেসিয়ানো বলল যে একটি বেঁটেখাটো ছেলেকে সে স্বহস্তে আংটিটি দিয়েছে। ছেলেটি নেরিসার চেয়ে লম্বা নয়। বালকটি ছিল তরুণ কৌঁসুলির করণিক। এ্যান্টনিওর পক্ষে সওয়াল করার সময় ছেলেটি কৌঁসুলিকে সাহায্য করেছিল। সে তার পারিশ্রমিক স্বরূপ আংটিটি চেয়েছিল এবং গ্রেসিয়ানোও তাকে না দিয়ে পারে নি।]

Q. 6. *What did Gratiano say in excuse for his fault ?*

[তার কৃতকর্মের সাফাই গেয়ে গ্রেসিয়ানো কী বলল ?]

Ans. In excuse for his fault Gratiano said that his master Bassanio presented his ring to the counsellor. It was only after this that his clerk asked for his ring.

[নিজের ত্রুটির কৈফিয়ৎ হিসেবে গ্রেসিয়ানো বলল যে তার মনিব ব্যাসানিও তার আংটিটি কৌঁসুলিকে দিয়ে দিয়েছে। এই ঘটনার পরেই করণিকটি তার আংটি চায়।]

Q. 7. *What did Portia do on hearing this ?*

[এই কথা শুনে পোরসিয়া কী করল ?]

Ans. Hearing this Portia pretended to be very angry. She rebuked Bassanio for giving away the ring. She said that, like Nerissa, she was sure that some woman must have had the ring.

[এই কথা শুনে পোরসিয়া ক্রুদ্ধ হওয়ার ভাণ করল। আংটিটি দিয়ে দেওয়ার জন্য সে ব্যাসানিওকে তিরস্কার করল। সে বলল যে নেরিসার মতো সেও নিশ্চিত যে কোনো না কোনো স্ত্রীলোক সেই আংটিটি পেয়েছে।]

Q. 8. 'Portia, hearing this seemed very angry.'—*What did Portia hear? Why did she reproach Bassanio? Was she really angry with Bassanio?*

[পোরসিয়া কি শুনেছিল? কেন সে ব্যাসানিওকে তিরস্কার করল? সে কি ব্যাসানিওর ওপর সত্যিই রাগ করেছিল?]

Ans. Portia heard from Gratiano that Bassanio had given away the ring she had given him as a gift, to the young counsellor who defended the case of Antonio. She reproached him for this. Portia was actually not angry with Bassanio, because she knew quite well that he was not willing to part with the ring and that the ring was given to Portia herself.

[গ্রেসিয়ানোর কাছ থেকে পোরসিয়া শুনল যে পোরসিয়ার উপহার দেওয়া আংটিটা ব্যাসানিও এ্যান্টনিওর পক্ষে সওয়ালকারী তরুণ কৌসুলিকে দিয়ে দিয়েছে। এই জন্যই সে ব্যাসানিওকে তিরস্কার করল। পোরসিয়ার সত্যিই কোন রাগ হয়নি, কারণ সে জানত যে ব্যাসানিও আংটিটা কাউকে দিতে চায় নি, আর সেটা সে দিয়েছে পোরসিয়াকেই।]

Paragraphs 78-83

Gist : Bassanio said emphatically that he gave it to the counsellor and to no woman. He refused him first but then he seemed very displeased. In these circumstances even Portia would have given him the ring. At this argument Antonio was unhappy. He thought himself responsible for the misunderstanding between the husband and wife. He said that he would have been dead by now but for the help of the young man to whom Bassanio gave the ring. Antonio could assure her that Bassanio never broke his faith with Portia. Portia then gave Antonio the ring in question. Bassanio was very much surprised. Then Portia told them all about what she and Nerissa did to save the life of Antonio. She also gave Antonio the news that his ships were not lost after all and were arriving at the harbour. They then made merry.

সারার্থ : ব্যাসানিও জোর দিয়ে বলল যে আংটিটা সে কৌসুলিকে দিয়েছিল, কোনো স্ত্রীলোককে দেয় নি। সে প্রথমে তা দিতে অস্বীকার করেছিল

কিন্তু তাতে সে অত্যন্ত অসুখী হয়েছিল। এই অবস্থায় পোরসিয়া নিজেও আংটিটা দিয়ে দিত। এই বিবাদে এ্যান্টনিও অসুখী হল। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির জন্য তার নিজেকে দায়ী বোধ হল। সে বলল যে ব্যাসানিও যাঁকে আংটিটা দিয়েছিল তাঁর সাহায্য ব্যতিরেকে এতক্ষণ তার মৃত্যু হয়ে যেত। এ্যান্টনিও নিশ্চিত করে বলতে পারে ব্যাসানিও পোরসিয়ার সঙ্গে কোনো বিশ্বাসভঙ্গ করে নি। পোরসিয়া তখন এ্যান্টনিওকে সেই আংটিটি দিল। ব্যাসানিও অত্যন্ত বিস্মিত হল। সে ও নেরিসা এ্যান্টনিওর জীবন রক্ষার জন্য কী করেছে সে সব কথা তখন পোরসিয়া বলল। সে এ্যান্টনিওকে এই খবরও দিল যে তার জাহাজগুলো বিনষ্ট হয় নি এবং সেগুলি পোতাশ্রয়ে ফিরছে। তারপর তারা আনন্দ উল্লাস করতে লাগল।

Notes, etc. : *Offended*—মর্মাহত ; hurt. *Bassanio was...... dear lady*—তার প্রিয়তমাকে এইভাবে ব্যথিত করার জন্য ব্যাসানিও অত্যন্ত দুঃখিত বোধ করছিল ; Bassanio was extremely sorry to have thus hurt the feelings of Portia whom he loved. *Earnestness*—ঐকান্তিকতা ; sincerity. *By my honour*—আমার সম্মানের দিব্যি। *No woman had it*—কোনো স্ত্রীলোক তা পায় নি ; no woman received the ring from me. *A civil doctor*—একজন ডক্টর উপাধি-প্রাপ্ত আইনবিদ ; a lawyer with a doctorate degree ; a doctorate degree ; a doctor of law. *Refused*—নিতে অস্বীকার করল ; refused to accept ; turned down. *Refused......of me*—আমার কাছ থেকে তিন সহস্র ডুকাট নিতে অস্বীকার করেছিল ; turned down my offer of three thousand ducats. *Begged the ring*—আংটিটি চাইল ; asked for the ring. *Which*—যা অর্থাৎ, আংটি ; the ring. *I denied him*—আমি দিতে অস্বীকার করলাম ; I refused to give. *Displeased*—অসন্তুষ্ট ; unhappy ; hurt. *He went displeased away*—সে অসন্তুষ্ট হয়ে চলে গিয়েছিল ; the counsel went off with wounded feelings. *What could I do ?*—আমি আর কী করতে পারতাম ; what else could I do ? *Beset*—অবরুদ্ধ ; surrounded. *I was......with shame*—আমি এতই লজ্জাবনত হয়েছিলাম ; I was so much ashamed. *Seeming*—আপাত ; apparent. *Ingratitude*—অকৃতজ্ঞতা ; want of gratitude. *I was forced*—আমি বাধ্য হয়েছিলাম ; I was compelled. *I was......after him*—সে চলে যাওয়ার পর আমি

আংটিটি পাঠিয়ে দিয়েছিলাম ; I had no option but to send round the ring after he had gone. *Pardon me*—আমাকে ক্ষমা কর ; please excuse me. *Had you been there*—তুমি যদি সেখানে থাকতে ; were you there. *You would......of me*—তুমি আংটিটি আমার কাছ থেকে চাইতে ; you would want me to give the ring. *Worthy*—সুযোগ্য ; deserving. *The unhappy cause*—দুঃখদায়ক কারণ। *These quarrels*—এই বিবাদ ; this argument between the husband and the wife. *Bid*—(এখানে) অনুরোধ করল ; requested. *Grieve*—পরিতাপ করা ; feel grief. *He was welcome*—সে সাদর অভ্যর্থিত। *Notwithstanding*—তৎসত্ত্বেও ; for all that. *I once did .....Bassanio's sake*—আমি ব্যাসানিওর জন্য আমার দেহ বন্ধক রেখেছিলাম ; I pawned my body on account of Bassanio. *But for him......the ring*—যাকে আপনার স্বামী আংটিটি দিয়েছেন তিনি না থাকলে ; unless the person to whom your husband gave the ring were there. *I should......been dead*—এতক্ষণে আমি মারা পড়তাম ; by now I would have been dead. *I dare be bound again*—আমি বরং আবার বাঁধা পড়তাম ; I would much rather risk my life again. *Forfeit*—বাজেয়াপ্ত বস্তু ; that to which a right is lost. *My soul upon the forfeit*—আমার আত্মা আবার বন্ধক রাখতাম ; I would have risked my life. *Your lord......with you*—আপনার স্বামী আপনার সঙ্গে কোনোরূপ বিশ্বাসভঙ্গ করেনি ; your husband has not been untrustworthy to you. *Surety*—জামানত ; security. *Give him this ring*—ওকে এই আংটিটা দাও। *Bid him······the other*—অপরটির চেয়ে এটিকে অধিকতর সাবধানে রাখতে বলো ; ask him to take greater care of this ring than of the other. *Strangely*—অদ্ভুতভাবে। *He was strangely surprised*—সে অদ্ভুতভাবে বিস্মিত হয়েছিল ; he was very much surprised. *It was······gave away*—সে যেটি দিয়ে দিয়েছিল এই আংটিটা সেইটিই ; it was the very ring that he gave away to the counsellor. *How she······young counsellor*—কেমন করে সে নিজেই তরুণ কৌসুলি সেজেছিল ; how she herself acted as the young counsellor. *Unspeakable wonder*—অবর্ণনীয় বিস্ময় ; indescribable amazement. *Delight*—আনন্দ। *The noble courageand wisdom*—মহৎ

সাহস এবং বিজ্ঞতা। *It was······life was saved*—তার স্ত্রীর মহৎ সাহস এবং বিজ্ঞতার কল্যাণেই এ্যান্টনিওর জীবন রক্ষা হয়েছিল; with tact and wisdom his wife saved Antonio's life. *Portia again welcomed Antonio*—পোরসিয়া আবার এ্যান্টনিওকে অভ্যর্থনা জানালো। (*Portia*) *gave him letters*—পোরসিয়া তাকে কয়েকটি চিঠি দিল। *By some chance*—দৈবাৎ। *Which by······her hands*—যা দৈবাৎ তার হাতে এসেছিল; she came by those letters by chance. *Which contained······Antonio's ships*—যাতে এ্যান্টনিওর জাহাজগুলোর একটা বিবরণ ছিল; which had a report about Antonio's ships. *That were supposed lost*—যা হারিয়ে গিয়েছিল বলে মনে হচ্ছিল; which were given up for lost. *Safely arrived······the harbour*—নিরাপদে পোতাশ্রয়ে এসে পৌঁছেছে; had now reached the port. *Tragical beginning······merchant's story*—এই ধনী বণিকের কাহিনীর বিয়োগান্ত সূত্রপাত; painful opening of this wealthy merchant's story. *Were all forgotten*—বিস্মৃত হয়েছিল। *Unexpected good fortune*—অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্য; good fortune that could not be expected. *Ensued.*—উদ্ভূত হয়েছিল; resulted. *Leisure*—অবকাশ; spare time. *Comical adventures*—মজার অভিযান; laughable enterprise. *There was······the rings*—আংটি দুটির মজার অভিযান নিয়ে হাসি-তামাসা করার অবকাশ মিলল; there was time to make fun of the laughable journey of the rings. *The husbands that did······own wives*—যে স্বামীরা তাঁদের স্ত্রীদের চিনতে পারেন নি; that is, Bassanio and Gratiano who failed to recognise their wives—Portia and Nerissa. *Merrily*—স্ফূর্তিসহ; with merriment. *Swearing*—প্রতিজ্ঞা করে; promising. *In a sort······rhyming speech*—এক প্রকারের ছন্দোবদ্ধ কথায়; in rhyming verses. *Rhyming*—চরণান্তিক মিলযুক্ত। *While he lived*—যত দিন সে বাঁচবে; as long as he lived. *He'd fear······other thing so sore*—অন্য কোনো বস্তুকে এমন নিদারুণভাবে ভয় পাবে না; he would fear nothing else so much. *Keeping safe*—নিরাপদে রাখা।

অনুবাদ ঃ আপন প্রিয়তম নারীকে এমনভাবে আঘাত দেওয়ায় ব্যাসানিও অত্যন্ত ব্যথিত হয়েছিল; সবিশেষ ঐকান্তিকতা সহকারে সে বলল, 'আমি দিব্যি দিয়ে বলছি যে কোনো স্ত্রীলোক তা পায় নি, সেটি নিয়েছেন একজন

দেওয়ানী আইনবিদ। তিনি আমার কাছ থেকে তিন সহস্র ডুকাট নিতে অস্বীকার করে আমার আংটিটি চেয়েছিলেন এবং আমি তাঁকে তা দিতে অস্বীকার করলে তিনি ক্ষুণ্ণ হয়ে চলে যান। প্রিয় পোরসিয়া, আমি আর কী করতে পারতাম বলো তো? আমার আপাতসদৃশ অকৃতজ্ঞতার জন্য আমি এতই লজ্জিত ছিলাম যে তিনি যাওয়ার পর তাঁর কাছে আংটিটি পাঠিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছিলাম। সহৃদয়া রমণী, তুমি আমাকে ক্ষমা কর; তুমি যদি সেখানে থাকতে, তাহ'লে আমার মনে হয় যে সুযোগ্য আইনবিদকে দেওয়ার জন্য তুমিও আমার কাছ থেকে আংটিটি চাইতে।'

'হায় রে', এ্যান্টনিও বলল, 'আমিই এই বাদানুবাদের হতভাগ্য কারণ।'

পোরসিয়া এ্যান্টনিওকে বলল যে সে যেন তার জন্য পরিতাপ না করে, তৎসত্ত্বেও সে আমন্ত্রিত; এবং তখন এ্যান্টনিও বলল, 'একবার ব্যাসানিওর জন্য আমি আমার এই দেহ বন্ধক রেখেছিলাম, এবং আপনার স্বামী যাঁকে আংটিটি দিয়েছিলেন তিনি না থাকলে এতক্ষণে আমি মারা যেতাম। সম্ভব হলে আবার নিজেকে জামানত রাখতাম, তাহলে আপনার স্বামী আর কখনো আপনার সঙ্গে বিশ্বাসভঙ্গ করতেন না।'

'তাহলে আপনিই তাঁর জামানত রইলেন', পোরসিয়া বলল; 'ও'কে এই আংটিটি দিন এবং আগেরটির চেয়ে এটিকে বেশি সাবধানে রাখার কথা আপনি তাঁকে বলে দিন।'

আংটিটির দিকে চেয়ে ব্যাসানিও যখন দেখল যে সে যেটি দিয়েছে এটি সেইটিই, তখন সে দারুণ বিস্মিত হল, এবং তখন পোরসিয়া তাকে বলল কী করে সে কৌঁসুলির এবং নেরিসা তার করণিকের ভূমিকা নিয়েছিল, এবং অবর্ণনীয় বিস্ময় এবং আনন্দের সঙ্গে ব্যাসানিও জানতে পারল যে তার স্ত্রীর মহৎ সাহস এবং বিজ্ঞতার জন্যই এ্যান্টনিওর প্রাণ রক্ষা পেল।

এবং পোরসিয়া আবার এ্যান্টনিওকে অভ্যর্থনা করল এবং সে তাকে কতকগুলি চিঠি দিল—সেগুলো দৈবাৎ তার হাতে এসে পড়েছিল। যে জাহাজগুলো হারিয়ে গিয়েছে বলে ধরে নেওয়া হয়েছিল তা নিরাপদে পোতাশ্রয়ে ফিরেছে বলে এই চিঠিগুলোতে বিবরণ দেওয়া হয়েছিল। সহসা যে অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্যের উদয় হল তাতে ধনী বণিকের বেদনাদায়ক জীবনকাহিনীর সূত্রপাতের কথা সবাই ভুলে গেল; এবং আংটি দুটি নিয়ে হাস্যকর ঘটনায় হাসি-তামাসা করার যথেষ্ট অবকাশ মিলল; স্বামীরা নিজেরাই কেমন তাদের পত্নীদের চিনতে পারে নি তা নিয়েও হাসাহাসি হল; গ্রেসিয়ানো চটুলভাবে

কাব্যি করে প্রতিজ্ঞা করল যে "যতদিন সে বাঁচবে ততদিন নেরিসার আংটিটাকে নিরাপদে রাখা ছাড়া আর কিছু নিয়ে সে সন্তুষ্ট হবে না।"

Grammar and Composition: *Bassanio......unhappy*—'unhappy' is a predicative adjective.

'that I was forced......him'—Sub. Adv. Clause, modifying 'so beset'.

Portia bid Antonio not to grieve at that, for that he was welcome notwithstanding—**Indirect Speech.**

Portia said to Antonio, "You should not grieve at that, for you are welcome notwithstanding."—**Direct Speech.**

When Bassanio looked......life was saved, (*Para. 82*)
—Multiple Sentence having three Co-ordinate Clauses with complex parts :

And Portia again......arrived in the harbour. (*Para. 83*)
—Double Sentence.

Short Questions and Answers

Q. 1. *Why was Bassanio very unhappy ?*

[ব্যাসানিও কেন অতি অসুখী বোধ করল ?]

Ans. Bassanio was unhappy because his dear wife was offended at his giving away the ring.

[আংটিটি সে দিয়ে দিয়েছিল বলে তার স্ত্রী অত্যন্ত মনঃক্ষুণ্ণ হয়েছিল। তাই ব্যাসানিও অসুখী বোধ করছিল।]

Q. 2. *What did he say to pacify Portia ?*

[পোরসিয়াকে শান্ত করার জন্য সে কী বলল ?]

Ans. He emphatically said that he did not give the ring to any woman. He gave it to a lawyer who asked for the ring. Bassanio first refused to give it to him. But he was very much displeased. Had Portia been there, she too would have requested Bassanio to give him the ring.

[সে জোর দিয়ে বলল যে কোনো স্ত্রীলোককে সে আংটিটা দেয় নি। এক আইনবিদ সেটি চেয়েছিল আর ব্যাসানিও সেটি তাকেই দিয়েছে। ব্যাসানিও প্রথমে তাকে সেটি দিতে অস্বীকার করেছিল। কিন্তু সে তাতে খুব ক্ষুণ্ণ হল। পোরসিয়া স্বয়ং যদি সেখানে থাকত তাহলে সেও ব্যাসানিওকে আংটিটা দিয়ে দিতে অনুরোধ করত।]

Q. 3. *Why did Antonio feel that he was the cause of the quarrel between Portia and Bassanio ?* [এ্যান্টনিও কি কারণে অনুভব করল যে পোরসিয়া ও ব্যাসানিওর মধ্যে বিবাদের মূলে ছিল সে নিজে ?]

Or, 'I am the unhappy cause of these quarrels'.—*Who said this ? Between whom did the quarrel arise ? Why did the speaker say this ?*

[একথা কে বলেছিল ? কাদের মধ্যে ঝগড়া বেধেছিল ? বক্তা একথা কেন বলেছিল ?]

Ans. Antonio is the speaker. A quarrel arose between Portia and Bassanio over the ring which Portia had given to her husband, Bassanio. Bassanio presented the ring to the counsellor who foiled the wicked plan of Shylock and saved the life of Antonio, the friend of Bassanio. Portia now seemed to be angry with Bassanio and the quarrel started between her and Bassanio. That is why Antonio felt that he was the cause of this quarrel.

[কথাটা বলেছিল এ্যান্টনিও। পোরসিয়া যে আংটিটা তার স্বামী ব্যাসানিওকে দিয়েছিল তাই নিয়েই তাদের মধ্যে ঝগড়াটা শুরু হয়। সাইলকের কুমতলব বানচাল করে এক তরুণ কৌসুলী ব্যাসানিওর বন্ধু এ্যান্টনিওর জীবন রক্ষা করায় ব্যাসানিও তাঁকে সেই আংটিটা উপহার দেয়। এই নিয়েই পোরসিয়ার অভিযোগ এবং ঝগড়ার সূত্রপাত। এই কারণেই এ্যান্টনিওর মনে হয়েছে যে এই ঝগড়ার মূল কারণ সে নিজেই।]

Q. 4. *What did Portia do then ?* [পোরসিয়া তখন কী করল ?]

Ans. Portia then gave Antonio the ring in question and said that he should hand it to Bassanio asking him to keep it more safely than the one he had given away.

[পোরসিয়া তখন এ্যান্টনিওকে আলোচ্য আংটিটি দিল এবং বলল যে সে যেন ঐটিকে ব্যাসানিওকে দিয়ে বলে দেয় যে, যে আংটিটা সে দিয়েছে এটা যেন সে তার তুলনায় ভাল করে রেখে দেয়।]

Q. 5. *What did Bassanio think as he looked at the ring ?*

[আংটির দিকে তাকিয়ে ব্যাসানিও কী ভাবল ?]

Ans. Bassanio was very much surprised to find that it was the very ring that he gave away.

[যে আংটিটা সে দিয়ে দিয়েছিল এটি ঠিক সেইটিই দেখে ব্যাসানিও খুব অবাক হয়ে গেল।]

Q. 6. *What did Portia tell Bassanio in this connexion ?*

[এই প্রসঙ্গে পোরসিয়া ব্যাসানিওকে কী বলল ?]

Ans. Portia then told Bassanio that it was in fact she herself who acted as the young counsellor and Nerissa was dressed as her clerk.

[পোরসিয়া তখন ব্যাসানিওকে বলল যে আদতে সে নিজেই তরুণ কৌসুলি এবং নেরিসা তার করণিক সেজেছিল।]

Q. 7. *What did Bassanio think of his wife ?*

[ব্যাসানিও তার পত্নীর কথা কী ভাবল ?]

Ans. Bassanio now realised that Antonio's life was saved because of his wife's noble courage and wisdom. His admiration for her knew no bounds.

[ব্যাসানিও এখন বুঝতে পারল যে তার স্ত্রীর মহৎ সাহসিকতা এবং বিজ্ঞতার জন্যই এ্যান্টনিওর প্রাণ রক্ষা হয়েছে। পোরসিয়ার প্রতি তার শ্রদ্ধার সীমা রইল না।]

Q. 8. *What did Portia give Antonio ?*

[পোরসিয়া অ্যান্টনিওকে কি দিল ?]

Ans. She gave him some letters which by chance had fallen into her hands.

[সে কতকগুলি চিঠি এ্যান্টনিওকে দিল, যেগুলি দৈবক্রমে তার হাতে এসেছিল।]

Q. 9. *What news was revealed in the letters ?*

[চিঠিগুলো থেকে কি সংবাদ প্রকাশ পেল ?]

Ans. The letters contained the good news that Antonio's ships, carrying the merchandise, were not lost after all. They would soon arrive at the harbour.

[চিঠিতে এই সুসংবাদ ছিল যে বাণিজ্যপণ্যবাহী এ্যান্টনিওর জাহাজগুলি আদৌ খোয়া যায় নি। সেগুলি শীঘ্রই বন্দরে এসে পৌঁছবে।]

QUESTIONS AND ANSWERS

Q. 1. Attempt a brief critical estimate of The Merchant of Venice.

[দ মারচেন্ট অব্ ভিনিসের মূল্যায়ন কর।]

Ans. See **Critical Appreciation.**

Q. 2. *Justify the title of* **The Merchant of Venice.**

[দ্য মারচেণ্ট অব্ ভিনিসের শিরোনামার যৌক্তিকতা দেখাও।]

Ans. See 'Title.'

Q. 3. Give the summary of "The Merchant of Venice".

[দ্য মারচেণ্ট অব্ ভিনিসের সার-সংক্ষেপ লেখ।]

Ans. See Summary.

Q. 4. *Who was Shylock ?*

[সাইলক কে ছিল ?]

Ans. Shylock was a Jew. He lived in Venice. He was a usurer. He became wealthy by lending money at a great interest. He was very hard-hearted. He would mercilessly exact the payment of the money he lent. All good men hated him.

[সাইলক ছিল এক ইহুদি। সে ভিনিসে বাস করত। সে ছিল কুসিদজীবী। চড়া সুদে টাকা ধার দিয়ে সে বিত্তবান হয়ে উঠেছিল। সে অত্যন্ত কঠিন-হৃদয় ব্যক্তি ছিল। যে-টাকা সে ধার দিত তা সে নির্মমভাবে আদায় করত। সব ভাল লোকরাই তাকে ঘৃণা করতেন।]

Q. 5. *Who was Antonio ?*

[এ্যাণ্টনিও কে ছিল ?]

Ans. Antonio was a young merchant of Venice. He was a very kind man. He was very decent and courteous. He was a true Roman. Everybody liked him very much. Bassanio however was his most intimate friend.

[এ্যাণ্টনিও হল ভিনিসের এক তরুণ ব্যবসায়ী। সে ছিল অতি সহৃদয়। সে ভদ্র ও বিনয়ী। সে ছিল সাচ্চা রোমান। তাকে সবাই খুব পছন্দ করত। ব্যাসানিও অবশ্য তার সর্বাধিক অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিল।]

Q. 6. *What was the relation between Shylock and Antonio ?*

[সাইলক ও এ্যাণ্টনিওর মধ্যে সম্পর্ক কেমন ছিল ?]

Ans. Shylock the Jew was a very cruel man who would charge a very high interest for the money he would lend. Antonio, on the other hand, was very kind-hearted. He would help people in distress by lending them money without interest.

The two men hated each other. Antonio hated Shylock

because he was cruel and greedy. And Shylock hated Antonio because he would charge no interest on the money he lent. Whenever they met on the Rialto, Antonio would reproach him with his usuries. Shylock seemed not to mind this, but he actually meditated revenge.

[ইহুদি সাইলক অত্যন্ত নিষ্ঠুর ব্যক্তি ছিল—যে টাকা সে ধার দিত তার উপর সে চড়া হারে সুদ আদায় করত। অপরপক্ষে এ্যান্টনিও ছিল সহৃদয়। বিনা সুদে ধার দিয়ে সে দুঃস্থ লোককে সাহায্য করত।

এই দুই ব্যক্তি পরস্পর পরস্পরকে ঘৃণা করত। সাইলক নিষ্ঠুর ও লোভী ছিল বলে এ্যান্টনিও তাকে ঘৃণা করত। আর এ্যান্টনিও বিনা সুদে টাকা ধার দিত বলে সাইলক তাকে ঘৃণা করত। রিয়ালটোতে তাদের সাক্ষাৎ হলেই এ্যান্টনিও সুদের কথা উল্লেখ করে তাকে তিরস্কার করত। এতে সাইলক যেন কিছু মনে করত না, কিন্তু আদতে সে প্রতিশোধ নেওয়ার কথা চিন্তা করত।]

Q. 7. ***What was the relation between Antonio and Bassanio?***

[এ্যান্টনিও এবং ব্যাসানিওর মধ্যে কেমন সম্পর্ক ছিল ?]

Ans. Antonio and Bassanio were intimate friends. Bassanio was a noble Venetian. However, he inherited but little fortune. But he lived too large and spent up all the money he inherited. Whenever he was in need of money he would ask Antonio for it. Antonio would never refuse him. It seemed that the two together had one heart and one purse.

[এ্যান্টনিও এবং ব্যাসানিও অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিল। ব্যাসানিও ছিল একজন সম্ভ্রান্ত ভিনিসিয়। তবে উত্তরাধিকারসূত্রে সামান্য ধন-দৌলতই পেয়েছিল; দেদার খরচা করে সে যা কিছু পেয়েছিল সব উড়িয়ে দিয়েছিল। টাকার প্রয়োজন হলেই সে এ্যান্টনিওর শরণাপন্ন হত এবং এ্যান্টনিও-ও তাকে কখনো ফেরাতো না। ওদের দুজনের যেন একই হৃদয় এবং একই টাকার থলি ছিল।]

Q. 8. How did Bassanio wish to repair his fortune?

[কী করে ব্যাসানিও তার ভাগ্য ফেরাতে চাইল ?]

Ans. Bassanio wanted to mend his fortune by marrying the daughter of a noble and wealthy man. He loved her. Her father died not long ago. He had left her a large estate. When her father lived, he used to visit her off and on. He was sure that she admired him and would be prepared to marry him. But unfortunately he had no money. He felt

ashamed to visit her as a pauper. Would Antonio, therefore, lend him three thousand ducats ?

[একজন সম্ভ্রান্ত এবং বিত্তবান্ ব্যক্তির কন্যাকে বিবাহ করে ব্যাসানিও তার ভাগ্য ফেরাতে চেয়েছিল। সে তাকে ভালবাসত। অল্প কিছুদিন আগে তার পিতা মারা গিয়েছিলেন। তার বাবা তার জন্য রেখে গিয়েছিলেন অগাধ ভূ-সম্পত্তি। তার বাবার জীবদ্দশায় সে মাঝেমাঝে তাদের বাড়ি যেত। সে নিশ্চিত যে মেয়েটি তাকে পছন্দ করত এবং তাকে বিবাহ করতেও প্রস্তুত। তবে দুর্ভাগ্যবশত তার টাকা নেই। দরিদ্র হয়ে তার কাছে যেতে তার লজ্জা করছে। তাই এ্যান্টনিও কি তাকে তিন সহস্র ডুকাট ধার দেবে ?]

Q. 9. Give an account of the meeting between Shylock and Antonio when the latter asked for a loan from the former.

[যখন সাইলকের কাছ থেকে এ্যান্টনিও টাকা ধার চাইল, তাদের তখনকার সাক্ষাৎকারের একটি বর্ণনা দাও।]

Or,

'*Antonio had no money by him at that time.*'

(a) **At what time had Antonio no money ?**

(b) **How was the problem of money solved ?**

[(ক) কখন এ্যান্টনিওর হাতে টাকা ছিল না ? (খ) অর্থ-সমস্যা কী করে সমাধান করা হল ?]

Ans. *(a)* When Bassanio wanted to borrow three thousand ducats from Antonio, the latter had no money with him. Bassanio needed the money for the purpose of his proposed marriage with Portia.

(b) Antonio and Bassanio went to Shylock. Antonio wanted to borrow three thousand ducats from Shylock on any interest he demanded. Some of his ships loaded with merchandise were soon to arrive. He expected to repay the loan from the profit made out of this merchandise.

Shylock saw in this his chance of taking revenge on Antonio. He remembered how Antonio slandered him.

Shylock said that Antonio often slandered him because he took interest on the money he lent. Antonio had called him names, kicked him and spat on him. Must he lend him money for all that ?

Antonio said that, as always, he would continue to hate Shylock. In asking for the loan he was seeking no favour. He was prepared to pay whatever interest he demanded.

Shylock said that in spite of Antonio's misbehaviour, he would lend him money without any interest. All that Antonio would have to do was to sign a bond to the effect that in case of his failure to repay the loan within the stipulated day, Shylock would have the right to cut off a pound of flesh from Antonio's body.

Against Bassanio's advice, Antonio signed the bond and got the three thousand ducats. He did so in merry sport and was sure that his ships would return soon and he would be able to repay the loan within the appointed day.

[(ক) ব্যাসানিও যখন এ্যান্টনিওর কাছ থেকে তিন হাজার ডুকাট ধার চাইল তখন এ্যান্টনিওর কাছে টাকাকড়ি মোটেই ছিল না। তার সঙ্গে পোরসিয়ার প্রস্তাবিত বিবাহের জন্য ব্যাসানিওর এই টাকাটার প্রয়োজন ছিল।

(খ) এ্যান্টনিও ও ব্যাসানিও সাইলকের কাছে গেল। যে-কোনো সুদে এ্যান্টনিও সাইলকের কাছ থেকে তিন হাজার ডুকাট ধার চাইল। পণ্যসামগ্রীতে পূর্ণ তার কয়েকটি জাহাজের স্বল্পকালের মধ্যেই বন্দরে ভিড়বার কথা ছিল। তার আশা ছিল যে এই পণ্যদ্রব্য থেকে প্রাপ্ত লাভ থেকে সে দেনা মিটিয়ে দিতে পারবে।

সাইলক এতে এ্যান্টনিওর উপর প্রতিশোধ নেওয়ার সুযোগ দেখতে পেল। এ্যান্টনিও তাকে কীরকম গালমন্দ করে সে কথা তার মনে পড়ল।

সাইলক বলল যে ধারের টাকার ওপর সে সুদ নেয় বলে এ্যান্টনিও তাকে গালমন্দ করে থাকে। এ্যান্টনিও তাকে গালাগালি দিয়েছে, লাথি মেরেছে এবং তার গায়ে থুতু দিয়েছে। তার জন্য কি তাকে এখন টাকা ধার দিতে হবে?

এ্যান্টনিও বলল যে বরাবরের মতো এখনও সে সাইলককে ঘৃণা করতে থাকবে। ধার চেয়ে সে তার কাছ থেকে কোনো অনুগ্রহ প্রার্থনা করছে না। যে কোনো সুদ সে দিতে প্রস্তুত।

সাইলক বলল যে এ্যান্টনিওর দুর্ব্যবহার সত্ত্বেও সে তাকে বিনা সুদে টাকা ধার দিতে পারে। যা এ্যান্টনিওকে করতে হবে তা হল সে এমন একটি চুক্তি সম্পাদন করবে যাতে বলা থাকবে যে নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে দেনা শোধ না

করতে পারলে, এ্যান্টনিওর দেহ থেকে এক পাউণ্ড মাংস কেটে নেওয়ার অধিকার সাইলকের থাকবে।

ব্যাসানিওর উপদেশের বিরুদ্ধে এ্যান্টনিও এই চুক্তিতে সই করে তিন সহস্র ডুকাট জোগাড় করল। সে হাসি-তামাসা করে এই কাজ করল, কারণ সে নিশ্চিত ছিল যে তার জাহাজগুলো শীঘ্রই ফিরে আসবে এবং নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে সে ধার শোধ করে দিতে পারবে।]

Q. 10. *Who was Portia ?* [পোরসিয়া কে ছিল ?]

Ans. The rich lady that Bassanio wanted to marry was called Portia. She lived near Venice. She was as noble as the famous wife of Brutus whose name too was Portia.

[যে ধনী রমণীকে ব্যাসানিও বিবাহ করতে চেয়েছিল তার নাম ছিল পোরসিয়া। সে ভিনিসের কাছেই থাকত। ব্রুটাসের বিখ্যাত পত্নী পোরসিয়ার মতো সে-ও মহৎ ও সম্ভ্রান্ত ছিল।]

Q. 11. 'Bassanio confessed to Portia that he had no fortune.'—**When did Bassanio confess to Portia that he had no fortune ?**

[ব্যাসানিও কখন পোরসিয়ার কাছে স্বীকার করল যে তার ধনসম্পদ বলতে কিছু নেই ?]

Ans. With the money he got from Antonio, Bassanio set out for Belmont where Portia lived. He was attended by a gentleman called Gratiano. There, Portia soon agreed to marry him. It was on this occasion that Bassanio told Portia that he had no wealth and all that he could boast of was his noble ancestry.

[এ্যান্টনিওর কাছে থেকে যে অর্থ সে পেয়েছিল তাই নিয়ে ব্যাসানিও বেলমন্টের উদ্দেশ্যে রওনা হল। সেখানে পোরসিয়া বাস করত। তার সঙ্গে গ্রেসিয়ানো বলে এক ভদ্রলোক ছিল। সেখানে স্বল্পকালের মধ্যে পোরসিয়া তাকে বিবাহ করতে রাজি হল। এই সময়েই ব্যাসানিও পোরসিয়াকে বলল যে তার কোনো অর্থ-বিত্ত নেই—যা নিয়ে সে গর্ব করতে পারে তা হল তার বংশমর্যাদা।]

Q. 12. "The happiness of these lovers was sadly crossed at this moment."

(a) **Who are the lovers referred to here ?**

(b) **When and how was their happiness sadly crossed ?**

[(ক) কারা এই প্রেমিক-প্রেমিকা ?

(খ) কখন এবং কেমন করে তাদের আনন্দে বাধা পড়ল ?]

Ans. (*a*) Bassanio and Portia and Gratiano and Nerissa are the lovers referred to here.

(*b*) Immediately after the engagement of Bassanio and Portia, Gratiano and Nerissa obtained their permission to marry. It was at this time that Bassanio received a letter from his friend Antonio in which the latter said that all his ships were lost and his bond to the Jew was forfetied. He was sure that the Jew would cut off the pound of flesh from his body to which the bond entitled him and, as a result, he would die. He would like to see Bassanio just once before his death. Let him come if he really loved Antonio.

[ব্যাসানিও এবং পোরসিয়ার মধ্যে বাগ্‌দান হয়ে গেলে তাদের কাছ থেকে গ্রেসিয়ানো ও নেরিসা বিয়ে করার অনুমতি পেল। এই সময়ে ব্যাসানিও তার বন্ধু এ্যান্টনিওর কাছ থেকে চিঠি পেল—তাতে লেখা ছিল যে তার জাহাজগুলো খোয়া গেছে এবং তার চুক্তি জব্দ হয়ে গেছে। সে নিশ্চিত যে চুক্তি-প্রদত্ত অধিকার বলে সাইলক তার দেহ থেকে এক পাউণ্ড মাংস কেটে নেবেই এবং তার ফলে সে মারা পড়বে। তার মৃত্যুর পূর্বে সে ব্যাসানিওকে একটিবার দেখতে চায়। সে যদি এ্যান্টনিওকে সত্যই ভালবাসে তাহলে সে যেন একবার আসে।]

Q. 13. What did Portia do after having decided that she would speak in defence of Antonio ?

[এ্যান্টনিওর পক্ষে ওকালতি করার সিদ্ধান্ত নিয়ে পোরসিয়া কী করল ?]

Ans. Portia was confident of her own competence. She therefore decided to go to Venice herself and plead for Antonio.

She at once wrote a letter to a counsellor called Bellario asking for his valuable advice and a counsellor's uniform. Having got these, she and Nerissa immediately set out for Venice. Both of them wore men's dress and nobody could recognise them. Portia was dressed as a counsellor and Nerissa as her clerk. Portia took the name of Dr. Balthasar. When they arrived at the court of law, on the very day of the trial, the Duke very much admired the youthful looks of

Portia disguised as Dr. Balthasar and gave him the permission to plead for Antonio.

[নিজের যোগ্যতা সম্বন্ধে পোরসিয়া সুনিশ্চিত ছিল। তাই সে সিদ্ধান্ত করল যে এ্যান্টনিওর পক্ষে ওকালতি করার জন্য সে নিজেই ভিনিস যাবে।

সে তৎক্ষণাৎ বেলারিও নামক একজন কৌসুলির কাছে একখানি চিঠি লিখল—তাতে সে তাঁর উপদেশ এবং কৌসুলির পোষাক চাইল। এগুলো এসে গেলেই সে এবং নেরিসা ভিনিসের পথে রওনা হল। তারা উভয়ে পুরুষের পোষাক পরল; তাদের কেউ চিনতে পারছিল না। পোরসিয়ার পোষাক ছিল কৌসুলির এবং নেরিসা সাজল তার করণিক। পোরসিয়ার নাম হল ডঃ ব্যাল্‌থাজার। বিচারের দিন তারা আদালতে পৌছলে ডিউক ডঃ ব্যালথাজারের ছদ্মবেশে পোরসিয়ার তরুণ চেহারা দেখে খুসি হলেন এবং তাকে এ্যান্টনিওর পক্ষে ওকালতি করার অনুমতি দিলেন।]

Q. 14. Give an account of the trial scene in the Merchant of Venice.

[দ মারচেন্ট অব ভিনিসের বিচারের দৃশ্যের বর্ণনা দাও।]

Or,

How was Antonio's life saved? [এ্যান্টনিওর জীবন কী করে রক্ষা পেল?]

Ans. The trial scene is the most important scene in *The Merchant of Venice.* Here we find Portia, disguised as Dr. Balthasar, pleading for Antonio. Thanks to her wisdom, Antonio's life was saved.

Arriving at the court of law, Portia saw Shylock the Jew and also Bassanio who could not recognise her. She plucked up courage and spoke very touchingly about the noble quality of mercy. She said that mercy is like gentle rain from heaven. It is a double blessing : it blesses both the giver and the receiver. It is an attribute of God Himself and, therefore, a merciful man was as close to God as anybody could be. Time comes when everybody has to pray for mercy. So everybody should be prepared to show mercy as well.

But her speech could not touch the cruel heart of the Jew. Then Bassanio offered to pay him as much as he wanted, but Shylock would not accept it. He would have nothing but the pound of flesh.

Left without any alternative, Portia said that the law really entitled the Jew to a pound of Antonio's flesh. Shylock was very glad. But then Portia said that he must bear in mind that the bond entitled him to just a pound of flesh, but not to blood. So in cutting off the flesh if Shylock cut off slighty more or less than a pound or shed a single drop of blood, his land and goods would be consficated to the state.

Finding that this was impossible to do, Shylock demanded his money back. But Portia declared that he could not have even this. Moreover, because he conspired against the life of a Christian, all his property was confiscated. One-half of this property would go to Antonio and the other to the state. And his life was at the mercy of the Duke. The Duke, however spared his life. Antonio waived his claim to his property because Shylock agreed to give it over to his daughter who had married a Christian.

[দ মারচেণ্ট অব্ ভিনিসে বিচারের দৃশ্যটিই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। এখানে ডঃ ব্যালথাজারের ছদ্মবেশে আমরা পোরসিয়াকে এ্যান্টনিওর পক্ষে ওকালতি করতে দেখি। তার বিজ্ঞতার জন্যই এ্যান্টনিওর প্রাণ রক্ষা পেয়েছিল।

আদালতে পৌঁছে পোরসিয়া ইহুদি সাইলক এবং ব্যাসানিওকে দেখতে পেল। ব্যাসানিও তাকে চিনতে পারে নি। সাহস সঞ্চয় করে সে ক্ষমাপরায়ণতা সম্বন্ধে খুব ভাষায় বক্তৃতা দিল। সে বলল যে ক্ষমা যেন স্বর্গ থেকে পতিত বৃষ্টিধারার মতো। এটি একটি ত্রিমুখী আশীর্বাদ; দাতা এবং গ্রহীতা উভয়েই এতে উপকৃত হয়। এটি স্বয়ং ভগবানের গুণ এবং তাই ক্ষমাপরায়ণ মানুষ ঈশ্বরের কাছাকাছি যেতে পারে। এমন সময় আসে যখন প্রত্যেককেই ক্ষমা প্রার্থনা করতে হয়। তাই সবারই ক্ষমা প্রদর্শন করার জন্যও প্রস্তুত থাকা উচিত।

কিন্তু তার বক্তব্য ইহুদির অকরুণ হৃদয়কে স্পর্শ করতে পারল না। তখন ব্যাসানিও তাকে তার খুসিমতো টাকা দিতে রাজি হল। কিন্তু সাইলক তা নেবে না। এক পাউণ্ড মাংস ছাড়া আর কিছুই সে চায় না।

উপায়ান্তর না থাকায় পোরসিয়া বলল যে আইন ইহুদিকে এ্যান্টনিওর দেহ থেকে এক পাউণ্ড মাংস নেওয়ার অধিকার দিচ্ছে। সাইলক খুব খুসি হল। কিন্তু তখন পোরসিয়া বলল যে তাকে মনে রাখতে হবে যে চুক্তি তাকে কেবল এক পাউণ্ড মাংস পাওয়ার অধিকার দিচ্ছে—কিন্তু রক্তর নয়। তাই মাংস কাটার সময় সাইলক যদি এক পাউণ্ডের সামান্য একটুও কম বা বেশি কেটে

ফেলে বা এক বিন্দু রক্তপাতও ঘটায়, তাহলে তার যাবতীয় ভূমি ও সম্পত্তি রাষ্ট্র বাজেয়াপ্ত করে নেবে।

এরকম কিছু করা অসম্ভব দেখে সাইলক তার টাকা ফেরৎ চাইল। কিন্তু পোরসিয়া জানালো যে সে তাও পেতে পারে না। অধিকন্তু, যেহেতু সে একজন খৃষ্টানের জীবন নাশ করার চক্রান্ত করেছে তাই তার সব সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হয়ে গেল। তার অর্ধাংশ পাবে এ্যান্টনিও। এবং তার জীবন নির্ভর করছে ডিউকের দয়ার উপর। ডিউক অবশ্য তার প্রাণ ভিক্ষা দিলেন। এ্যান্টনিও তার সম্পত্তির দাবী ত্যাগ করল, কারণ সাইলক এই অংশ তার মেয়েকে দিয়ে দিতে রাজি হল। এই মেয়েটি জনৈক খৃষ্টানকে বিয়ে করেছিল।]

Q. 15. Give an account of the ring episode.

[আংটিগুলির হস্তান্তর সম্বন্ধে একটি বিবরণ দাও।]

Ans. Portia and Nerissa gave their husbands two rings. These were their first gifts. They expected them never to part with these.

After the trial scene Bassanio requested Portia to accept three thousand ducats as her reward. Portia refused this offer but begged his ring. Bassanio regretted that it was the only thing that he could not part with. Portia looked offended and complained that Bassanio had treated her like a beggar. Then at the request of Antonio he sent it round to Portia by the hand of Gratiano.

When Gratiano saw Nerissa he gave her his ring. The two women immediately decided to make fun of their husbands when they arrived. And when they did arrive, Nerissa and Portia began to reproach their respective husbands for having parted with the rings. They said that they were sure that those had been presented to some other women.

Bassanio and Gratiano protested that the rings had been given to the young counsellor and his clerk. Antonio too assured Portia that Bassanio never broke faith with her and he had given the ring to the young counsellor who had saved his life.

Portia then gave him the ring and said everything about her being the counsellor and Nerissa's being the clerk. The quarrel was made up.

[পোরসিয়া এবং নেরিসা তাদের নিজ নিজ স্বামীকে দুটি আংটি দিয়েছিল।

এগুলিই তাদের প্রথম উপহার। তারা আশা করেছিল যে এগুলো তারা কখনো হাতছাড়া করবে না।

বিচারের পর ব্যাসানিও পোরসিয়াকে তার পারিতোষিক হিসেবে তিন হাজার ডুকাট নিতে অনুরোধ করল। এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে পোরসিয়া তার আংটিটি চাইল। ব্যাসানিও ক্ষোভ প্রকাশ করে বলল যে, কেবল এই জিনিসটিই সে ত্যাগ করতে পারবে না। পোরসিয়াকে ক্ষুব্ধ দেখাল; সে অভিযোগ করল যে ব্যাসানিও তার সঙ্গে ভিখিরির মতো ব্যবহার করেছে। তারপর এ্যান্টনিওর অনুরোধে ব্যাসানিও গ্রেসিয়ানোকে দিয়ে পোরসিয়ার কাছে আংটিটা পাঠিয়ে দিল।

নেরিসার সাক্ষাৎ পেলে গ্রেসিয়ানো তাকে তার আংটিটা দিয়ে দিল। স্ত্রীলোকদ্বয় তৎক্ষণাৎ স্থির করল যে তারা তাদের স্বামীদের নিয়ে হাসি তামাসা করবে। এবং তারা এসে পৌঁছলে, আংটি দুটি দিয়ে দেওয়ার জন্য নেরিসা এবং পোরসিয়া তাদের স্বামীদের ভর্ৎসনা করতে লাগল। তারা বলল যে আংটিগুলো নিশ্চয় অন্য স্ত্রীলোকদের দেওয়া হয়েছে।

ব্যাসানিও ও গ্রেসিয়ানো সোচ্চারে বলল যে আংটি দু'টি একজন তরুণ কৌসুলি ও তার করণিককে দেওয়া হয়েছে। এ্যান্টনিও পোরসিয়াকে নিশ্চিত করে বলল যে ব্যাসানিও কখনো পোরসিয়ার সঙ্গে বিশ্বাস ভঙ্গ করে নি। আসলে সে ওটি তরুণ কৌসুলিকে দিয়েছে—যার কল্যাণে তার প্রাণরক্ষা হয়েছে।

পোরসিয়া তখন তাকে আংটিটা ফেরত দিয়ে সব কথা বলল—কী করে সে কৌসুলি এবং নেরিসা তার করণিক সেজেছিল। ঝগড়া মিটে গেল।]

Q. 16. *Sketch the character of Shylock the Jew.* [সাইলকের চরিত্র চিত্রিত কর।]

Ans. Shylock was a cruel money-lender. He used to lend money on high interest and exact payment with great severity. He was an avowed enemy of the Christians. Among Christians, again, he hated Antonio most, because Antonio helped people in distress by lending them money without interest. Antonio too hated him very much and reproached him whenever the two met.

Shylock was looking for an opportunity of taking revenge on Antonio and when it presented itself he seized it with great delight. But he was frustrated in his attempt upon Antonio's life.

All this should not lead us to the conclusion that Shylock was a thoroughly vicious man and no injustice was ever done to him. We must remember that Christians hated Jews very much. Antonio did not treat him like a human being. He called him an 'unbeliever' and a cut-throat dog. Antonio also spat upon his Jewish garments and kicked him as if he were a dog.

It is not altogether unnatural that Shylock meditated revenge. And for what he did he was reduced to penury. Indeed as an eminent critic has said, 'Shylock was more sinned against than sinning'.

[সাইলক ছিল নিষ্ঠুর সুদখোর মহাজন। চড়া সুদে সে টাকা ধার দিত আর তা কঠোরভাবে আদায়ও করত সে। সে খৃষ্টানদের শত্রু ছিল। আবার খৃষ্টানদের মধ্যে সে এ্যান্টনিওকে ঘৃণা করত সবচেয়ে বেশি, কারণ এ্যান্টনিও বিনা সুদে দুঃস্থ লোকদের টাকা ধার দিয়ে সাহায্য করত। এ্যান্টনিও-ও তাকে খুব ঘৃণা করত এবং দুজনের দেখা হলেই সে তাকে তিরস্কার করত।

এ্যান্টনিওর উপর প্রতিশোধের সুযোগের অপেক্ষায় ছিল সাইলক এবং তা আসামাত্রই সে তা সানন্দে গ্রহণ করল। কিন্তু এ্যান্টনিওর প্রাণনাশের চেষ্টায় ব্যর্থ হল সে।

এই থেকে এমন সিদ্ধান্ত করা উচিত হবে না যে সাইলক আগাগোড়া পাজী প্রকৃতির ব্যক্তি ছিল এবং তার প্রতি কোনো অন্যায় আচরণই করা হয় নি। আমাদের মনে রাখতে হবে যে খৃষ্টানরা ইহুদিদের দারুণ ঘৃণা করত। এ্যান্টনিও তো তাকে মানুষ বলেই বিবেচনা করত না! সে তাকে নাস্তিক এবং 'গলাকাটা কুত্তা' বলত। এ্যান্টনিও তার ইহুদি পোষাকের উপর থুথু দিত এবং সে যেন একটা কুকুর—এমনি ভাবে তাকে লাথি মারত।

সে যে প্রতিশোধ নিতে চাইত তাতে অস্বাভাবিক কিছু নেই। এবং যা সে করেছিল তার ফলে সে সর্বস্বান্ত হয়ে গিয়েছিল। বাস্তবিক জনৈক খ্যাতনামা সমালোচকের উক্তির প্রতিধ্বনি করে বলতে পারি যে, 'সে যত দোষ করেছিল তার চেয়েও অনেক বেশি দোষ করা হয়েছিল তার উপর।']

Q. 17. *Sketch the character of Portia.* [পোরসিয়ার চরিত্র চিত্রিত কর।]

Ans. Portia was the daughter of a rich noble man. He left her sole heiress to a large estate. She was well-educated and in qualities of head and heart her only match was the other Portia who was Cato's daughter and Brutus's wife.

Rich and noble though she was, Portia was not proud and arrogant. When Bassanio confessed to her how poor he was, she said that in her husband she did not look for wealth. It was for his attributes of character that she loved Bassanio.

She was modest. When Bassanio heaped praise upon her, she "prettily dispraised herself". She said that she was "unlessoned, unschooled and unpractised" and was prepared to be taught and guided by her husband "in all things." She quickly married Bassanio in order to give him a legal title to her money and property.

We find Portia at her best and noblest in the trial scene. She had full confidence in her own competence and decided to do whatever she could to save Antonio's life. She tried her best to persuade Shylock to accept money and spare Antonio's life. But when the Jew said that he would have nothing but a pound of Antonio's flesh, she dealt him a severe blow which deprived him not only of the pound of flesh but also of his land and goods. Her speech on mercy is memorable.

Portia was fond of fun. The ring episode is an instance in point.

[পোরসিয়া এক সম্ভ্রান্ত ধনী ব্যক্তির কন্যা। তিনি তাকে অগাধ ভূসম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী করে রেখে গিয়েছিলেন। সে সুশিক্ষিত এবং হৃদয় ও মস্তিষ্কের গুণে তার একমাত্র জুড়ি হলেন সেই পোরসিয়া যিনি কেটোর কন্যা এবং ব্রুটাসের স্ত্রী।

সম্ভ্রান্ত বংশীয় এবং ধনী হওয়া সত্ত্বেও পোরসিয়ার কোনো গুমোর বা ঔদ্ধত্য ছিল না। ব্যাসানিও যখন তার কাছে আপন দারিদ্র্যের কথা স্বীকার করল তখন সে বলল যে স্বামীর কাছ-থেকে ধন-দৌলত সে চায় না। চরিত্রের গুণপনার জন্যই সে ব্যাসানিওকে ভালবাসে।

সে ছিল নম্রস্বভাবা। ব্যাসানিও তাকে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলে সে সুন্দরভাবে নিজেকে অপ্রশংসিত করল। সে বলল যে সে অশিক্ষিত এবং অপটু, কিন্তু সর্ববিষয়ে ব্যাসানিও দ্বারা পরিচালিত এবং শিক্ষিত হতে সে প্রস্তুত আছে। নিজের ধন-সম্পত্তিতে ব্যাসানিওকে আইনসঙ্গত অধিকার দেওয়ার জন্য সে তাকে অবিলম্বে বিবাহ করল।

বিচারের দৃশ্যে আমরা পোরসিয়ার শ্রেষ্ঠ এবং মহত্তম রূপটি দেখতে পাই। নিজের যোগ্যতায় তার পূর্ণ আস্থা ছিল এবং এ্যান্টনিওর প্রাণ রক্ষা করার জন্য সে যথাসাধ্য চেষ্টা করবে বলে স্থির করল। ইহুদিটাকে টাকা নেবার

বন্ধু বারবার পীড়াপীড়ি করা সত্ত্বেও সে যখন বলল যে এ্যান্টনিওর এক পাউণ্ড মাংস ছাড়া সে আর কিছুই নেবে না, তখন পোরসিয়া তাকে এমন আঘাতই দিল যার ফলে তার এক পাউণ্ড মাংস তো বটেই, এমন কি তার ভূ-সম্পত্তিও বেহাত হয়ে গেল। ক্ষমাপরায়ণতা সম্বন্ধে তার ভাষণ অবিস্মরণীয়।

পোরসিয়া আমোদ করতে ভালবাসত। আংটির ঘটনাটি তার একটি উদাহরণ।]

Q. 18. *Sketch the character of Antonio.*

[এ্যান্টনিওর চরিত্র চিত্রিত কর।]

Ans. Antonio was Bassanio's friend. He was a rich merchant of Venice. He was honest and kind-hearted. He helped people in distress by lending them money without interest. He lent Bassanio three thousand ducats even at the risk of his life.

● He was the noblest of all Romans, and everybody loved him. Faced with death, he did not break down.

But he was never quite just to Shylock. He hated the Jew and treated him as a dog. He spat upon his Jewish garments and called him names. This is the weakest part of his character.

[এ্যান্টনিও ছিল ব্যাসানিওর বন্ধু। সে ছিল ভিনিসের এক ধনী ব্যবসায়ী। সে সৎ এবং সহৃদয়। বিনা-সুদে ধার দিয়ে সে দুঃস্থ লোকদের সাহায্য করত। নিজের জীবন বিপন্ন করেও সে ব্যাসানিওকে তিন সহস্র ডুকাট ধার দিয়েছিল।

রোমানদের মধ্যে সেই ছিল মহত্তম এবং সবাই তাকে ভালবাসত। মৃত্যুর সম্মুখে দাঁড়িয়েও সে ভেঙে পড়ে নি।

কিন্তু সাইলকের উপর সে সম্পূর্ণ সুবিচার করে নি। ইহুদিকে সে কুকুরের মতো মনে করত। তার ইহুদি ধর্মীয় পোষাকের উপর সে থুতু দিত এবং তাকে গালাগাল করত। তার চরিত্রের এইটিই দুর্বলতম দিক।]

Q. 19. *Sketch the character of Bassanio.*

[ব্যাসানিওর চরিত্র চিত্রিত কর।]

Ans. Bassanio was born of a noble family. His father, however, left him little fortune and he spent up that little in no time.

He was romantic at heart. ● He therefore decided to try his luck at marrying Portia and thus mend his fortunes. He frankly confessed to Portia how poor he was.

As a friend, Bassanio was very faithful. He rushed to Antonio's help as soon as he learnt that his life was threatened.

[সম্ভ্রান্ত পরিবারে ব্যাসানিওর জন্ম। তার পিতা অবশ্য তার জন্য সামান্য ধন-সম্পত্তিই রেখে গিয়েছিলেন, আর তাও সে কিছুদিনের মধ্যেই ব্যয় করে ফেলেছিল।

অন্তরে সে ছিল রোমান্টিক প্রকৃতির। তাই সে স্থির করেছিল যে পোরসিয়াকে বিয়ে করে নিজের ভাগ্য ফেরাবার চেষ্টা করবে। সে যে কত গরীব তা অকপটে পোরসিয়ার কাছে স্বীকার করেছিল।

বন্ধু হিসেবে ব্যাসানিও অত্যন্ত বিশ্বাসী ছিল। এ্যান্টনিওর জীবন বিপন্ন হয়েছে—এই কথা শোনামাত্রই সে তাকে সাহায্য করতে ছুটে গিয়েছিল।]

Q. 20. Explain with reference to the context :

(a) **Shall I bend......you money ?** (Para. 8)
(b) **I pray you......of beef.** (Para. 14)
(c) Dispatch all......love you. (Para. 28)
(d) **She spoke so......received it.** (Para. 35)
(e) **She bid Shylock......show mercy.** (Para. 35)
(f) **'A Daniel is......your looks !'** (Para. 38.)

Ans. See **Explanations.**

Q. 21. Write notes on the following :

The Rialto ; *large estate* ; **speechless messages** ; **ducats** ; *merchandise* ; **usuries** ; **feed fat** ; *gratis* ; *patient shrug* ; **the badge of all our tribe** ; **unbeliever** ; **this seemingly kind offer** ; *merry sport* ; **a pound of flesh** ; **father Abraham** ; *this shocking penalty* ; *Cato's daughter, high birth and noble ancestry* ; *an unlessoned girl, unschooled, unpractised* ; *her gentle spirit* ; *wedding-feast* ; **fearful tidings** ; *the Duke of Venice* ; *meek and wife-like grace* ; *a counsellor in the law* ; **a double blessing** ; **an attribute of God Himself** ; **'A Daniel is come to judgment !'** *Calm resignation* ; **this currish Jew** ; **plaudits** : **the senate-house** ; *deliverance* ; *one poor scruple* ; *Christian spirit* ; **a merry jest** ; *proclamation* ; **charmed fancy** ; **a paultry gilt ring** ; **a little scrubbed boy** ; *prating boy* ; *a civil doctor* ; **seeming ingratitude** ; **unspeakable wonder** ; **tragical beginnings** ; **the comical adventure of the ring** ; **rhyming speech.**

Ans. See Notes, etc.

TEXTUAL GRAMMAR

Analysis

1. *Whenever Antonio......meditated revenge.* (Para. 1)

—**Complex Sentence**

A. he used to reproach......hard dealings.—**Main clause.**

B. Whenever Antonio......(or Exchange)—**Adverbial clause** modifying the verb "used to reproach".

C. Which the Jew......seeming patience—**Adjective clause** qualifying the noun "hard dealings".

D. While he......meditated revenge.—**Adverbial clause** modifying "would bear".

2. *One day Bassanio......large estate.* (Para. 3)

—**Double Sentence.**

A. One day......to Antonio.—**Main clause.**

B. (One day Bassanio) told him—**Main clause.** (Co-ordinate to 'A').

C. that he wished......a lady.—**Noun clause,** object to "told".

D. whom he dearly loved—**Adjective clause** qualifying the noun "a lady".

E. whose father had left her......large estate—**Adjective clause,** qualifying "a lady" in C.

F. that was lately dead—**Adjective clause,** qualifying "father".

Connective 'and'

3. *Bassanio confessed to Portia......boast of.* (Para. 19)

—**Complex Sentence.**

A. Bassanio confessed to Portia—**Main clause.**

B. that he had no fortune—**Noun clause** object to the verb 'confessed'.

C. that his birth......were all—**Noun clause** object to the verb 'confessed'.

D. that he could boast of—**Adjective clause** qualifying the noun 'all'.

4. *A day was......of the trial.* **(Para. 30)**

—Double Sentence.

A. A day was......of Venice.—**Main clause.**

B. Bassanio awaited......the trial. **Main clause** (**Co-ordinate** to 'A'). Connective—and.

5. *When Portia parted......he returned.* **(Para. 31)**

—Double Sentence.

A. She spoke cheeringly to him—**Main clause.**
B. (she) bade him......with him—**Main clause.** (**Co-ordinate** to 'A').

C. When Portia......her husband—**Adverb clause** modifying the verb 'spoke'.

D. When he returned—**Adverb clause** modifying the verb 'bade him bring'.

6. *Portia dressed herself......day of the trial.* (Para. 33)

Multiple Sentence.

Co-ordinate Clauses :

(1) Portia dressed······men's apparel ;
(2) putting on the robes......as her clerk ;
(3) setting out immediately······of the trial.
Connectives : *and, and*

7. *By the laws of Venice......to pandon you.* **(Para. 56)**

Multiple Sentence containing the following Co-ordinate Clauses :

(1) By the laws of Venice......one of its citizens ;
(2) your life lies......duke ;
(3) down on your knees ;
(4) ask him to pardon you.
Connectives : *and, therefore, and*

Splitting of Sentences

1. *Antonio was......in Italy.* **(Para. 2)**

Many people lived. Antonio was the kindest among them. He was the best conditioned. He had the most unwearied spirit in doing courtesies. Indeed, in him the ancient Roman honour appeared most. (Para. 3)

2. *One day Bassanio......a large estate.* (Para. 3)

One day Bassanio came to Antonio, Bassanio talked to him. He wanted to repair his fortune by a wealthy marriage with a lady. He dearly loved her. Her father was lately dead He had left her sole heiress to a large estate.

3. *Bassanio proving... .for a husband.* (Para. 18)

Bassanio proved successful in his suit. Portia in a short time consented to accept him for a husband.

4. *The day of payment.. ..Antonio's flesh.* (Para. 30)

The day of payment was past. Bassanio offered the cruel Jew money. He would not accept it. He insisted upon having a pound of Antonio's flesh.

5. *When Portia parted......he returned.* (Para. 31)

Portia parted with her husband. She spoke cheeringly to him. She bade him bring his dear friend along with him at the time of his return.

6. *Portia looked around......her disguise.* (Para. 34)

Portia looked around her. She saw the merciless Jew. She saw Bassanio. But he knew her not in her disguise.

7. *Portia hearing......this offer.* (Para. 44)

Portia heard this. Her husband owed love to so true a friend as Antonio. He expressed the love in these strong terms. The kind-hearted lady (Portia) was not at all offended with her husband. Yet she could not help answering. "Suppose your wife heard you making this offer. She would give you little thanks."

8. *Shylock was going······upon you.* (Para. 5..

Shylock was going to take the money. Then Portia again stopped him. She said : 'Tarry, Jew. I have yet another hold upon you.'

9. *And now Portia······with Antonio.* (Para. 70)

And now Portia and Nerissa entered the house. They dressed themselves in their own apparel. They awaited the arrival of their husbands. They soon followed them with Antonio.

Narration

1. *This seemingly kind offer......Shylock pleased.* *(Para 11.)*
—Indirect

This seemingly kind offer greatly surprised Antonio and then Shylock, still pretending kindness, and that all he did was to gain Antonio's love, again said, "I shall lend you the three thousand ducats, and take no interest for my money only you should go with me to a lawyer, and there sign in merry sport a bond, that if you do not repay the money by a certain day, you will forfeit a pound of flesh to be cut off from any part of your body that I please." **—Direct**

2. *'Content', said Antonio......in the Jew.'* *(Para. 12)*
—Direct

Antonio expressed his content and said that he would sign to that bond, and would say there was much kindness in the Jew. **—Indirect**

3. *Shylock, hearing this debate......or of beef."* *(Para. 14)*
—Direct

Hearing this debate, Shylock exclaimed in wonder, and addressing Father Abraham expressed what suspicious people those Christians were ! He also wondered that their own hard dealings taught them to suspect the thoughts of others Then, addressing Bassanio, he asked if he [Antonio] should break his day, what he (Shylock) should gain by the exaction of the forfeiture. A pound of man's flesh, taken from a man was not so estimable, nor profitable as the flesh of mutton or of beef. **—Indirect**

4. *Gratiano then said......if this was true.* *(Paras. 23-24)*
—Indirect

Gratiano then said, "I love the Lady Portia's fair waiting gentlewoman, Nerissa, and she has promised to be my wife, if her lady marries Bassanio.

Portia said to Nerissa, "Is it true ?" **—Direct**

5. *'O My dear love'......dearly love you'.* *(Para. 28)*
—Direct

Addressing him as her dear love, Portia asked him to dispatch all business and be gone ; he would have gold to

pay the money twenty times over before that kind friend should lose a hair by her Bassanio's fault. She added that as he was so dearly bought, she would dearly love him.

—Indirect

6. *Bassanio in the deepest affliction...to deliver you.'* **—Direct** (*Para. 43*)

Bassanio in the deepest affliction told Antonio in reply that he (Bassanio) was married to a wife who was as dear to him as life itself ; but life itself, his wife, and all the world, were not esteemed with him above his (Antonio's) life. He also said that he would lose all, he would sacrifice all to that devil there, to deliver him (Antonio). **—Indirect**

Phrases and Idioms

1. *Repair one's fortune* (ভাগ্য ফেরানো ; improve one's lot)—The poor man *repaired his fortune* by honest means.

2. *Muse within oneself* (আপন মনে চিন্তা করা ; think to oneself)—Poets *muse within themselves* all the time.

3. *Cut off* (বিচ্ছিন্ন করা ; sever)—Nobody can *cut himself off* from the society he lives in.

4. *Laden with* (বোঝাই করা ; loaded with)—The ship was *laden with* rich merchandise.

5. *Set out* (যাত্রা করা ; start for)—We must *set out* early in the morning to reach the place.

6. *In all things* (সর্ব বিষয়ে ; in all matters)—You must stand on your own feet : there is none to guide you *in all things*.

7. *Insist upon* (জেদাজেদি করা ; want strongly)—The Jew *insisted upon* having a pound of flesh from Antonio's body.

8. *Call forth* (আকর্ষণ করা ; draw)—Nothing can *call forth* a lazy man into action.

Additional Notes

1. Shakespeare—the World's Supreme Dramatist of All Time.

"William Shakespeare (1564-1666) was born at Stratford-Upon-Aven in Warwickshire, near the end of April, 1564. The exact day is uncertain, but he was christened on April 26, and the anniversary of his birthday is traditionally celebrated

on April 23. In his 21st year Shakespeare left Stratford and walked to London by way of Oxford.

It is said that on his arrival in London, Shakespeare earned his living as a call-boy or page in a theatre, but was soon promoted to small parts on the stage.······Shakespeare soon learned that his bent was not for acting but for play-writing—adapting old plays, imitating others, and writing dramas of his own for production in the theatre to whose companies he belonged.......He learned how to turn what had been a rather monotonous form [blank verse] into a delicate instrument on which he could play as he wished. Each of his works shows greater freedom than the one that preceded it—a continued development not only in verse-music but in construction and in the depth and power of the emotions expressed.......Roughly speaking, there were four periods in his career as a playwright—which covered about 20 years, from 1591 to 1611.

······Besides his plays, Shakespeare composed over 150 sonnets—short, rhymed poems of 14 lines each—which remain amongst the noblest lyrics in the language. He wrote also several longer non-dramatic poems, which he dedicated to Henry Wriothesley, the Earl of Southampton, his friend and patron.

What is it that makes Shakespeare endure as the world's supreme dramatist of all time? We may answer that he combines all the qualities that make literature enduring. He combines wisdom to understand with charity to forgive human frailties. He has the power of making humanity real. Gaiety, light-heartedness, laughter, pity, tears, passion, are all his. His work has the ease and careless grace of all masterpieces, and, above all, it is charming to the ear. As Ben Jonson truly said, "He was not of an age, but for all time."

···Although he bought properties at Stratford, Shakespeare made London his headquarters......He appears to have abandoned dramatic composition about 1611······Yet there is little doubt that he left unfinished the drafts of several plays which were completed by other writers at a later date. He probably divided his last six years between Stratford and London.. He died at New Place, Stratford, on April 23,1616, and was buried in the chancel of the Stratford Church."

Classification of Shakespeare's Plays

Histories	*Tragedies*	*Comedies*
Henry VI	Titus Andronicus	Love's Labour Lost
Richard III	Romeo and Juliet	Comedy of Errors
Richard II	Julius Caesar	Two Gentlemen of Verona
King John	Hamlet	A Midsummer-Night's Dream
Henry IV	Othelo	Merchant of Venice
Henry V	King Lear	The Merry Wives of Windsor
Henry VIII	Macbeth	Much Ado about Nothing
	Antony and Cleopatra	As You Like It
		Twelfth Night
	Coriolanus	Measure for Measure
	Pericles	Troilus and Cressida
		Winter's Tale
	Cymbeline	Tempest

2. Daniel

Daniel was a young Jew of high birth, who was taken captive by King Nebuchadnezzar of Babylon at the fall of Jerusalam (586 B.C.). Three friends af Daniel were fellow-captives. ......The story of the ordeal of these three in the 'fiery furnace,' because they refused to recognize the gods of Babylon, is told in the 3rd chapter of the Book [Book of Daniel in the Old Testament]. Meanwhile Daniel rose to power in Babylon because he was able to interpret a dream with which Nebuchandnezzar had been troubled. The King, profoundly impressed by his wisdom and faith, made him his chief governor.

Nebuchandnezzar was succeeded as king by his son Belshazzar. Chapter 5 tells the story of Belshazzar's great feast and of the hand that suddenly appeared at the height of the festivity to write words of doom upon the walls of the palace. Daniel correctly interpreted the writing. Belshazzar was slain in battle the same night.

The next king, Darius, again made Daniel the chief ruler. This aroused the envy of the other 'princes'. They

conspired against the young Jew, by persuading the king to pass a law that forbade anyone to pray to God, under penalty of being cast into a den of lions. Daniel boldly continued to pray, and Darius, much against his will, was obliged to exact the penalty. Next morning the king went in haste to the den of lions, only to find his favourite quite unharmed. Daniel said, "My God hath sent his angel, and had shut the lions' mouths, that they have not hurt me." The heathen king, releasing the prisoner, acknowledged Daniel's God and ordered his people to do likewise. He also cast Daniel's accusers in the den, where the lions killed them.

3. The Casket Story

Portia was no doubt, inclined to accept Bassanio as her husband, but she was not free to marry whom she pleased. Her freedom was limited by a will of her dead father. He had made it a condition that the suitors would have to try their fortune by choosing the right one of the three caskets left by him. The man who would choose the right one would be free to marry his fair daughter.

The three caskets were of gold, silver and lead.

The casket of gold bore the inscription—

"*Who chooseth me shall gain what many men desire.*"

The second, of silver, had—

"*Who chooseth me shall get as much as he deserves.*"

The third, of lead, carried the blunt warning—

"*Who chooseth me must give and hazard all the hath.*"

In one of those three caskets there was a portrait of Portia, and that was the right casket. The Prince of Morocco and the Prince of Arragon, the two suitors, failed in their trials. The former chose the golden casket and the latter chose the silver one.

But Bassanio was attracted by the leaden casket which carried the note of warning. 'Nothing venture, nothing have'—that had been always the principle of his action. So he risked all for his love. He chose the leaden casket, and on opening it, he found the portrait of Portia.

SISTER NIVEDITA (1867-1911)

The Judgment-Seat of Vikramaditya

INTRODUCTION

Life and Works of the Authoress : Sister Nivedita came of an Irish family. Her real name was Margaret E. Noble. Her father, Samuel Noble, took part in the freedom struggle of Ireland that was under the British rule at that time. Margaret Noble was born on the 28th October, 1867. After finishing her studies at school, she trained herself as a teacher and took up that profession. She joined a school at Wimbledon at the age of twenty-three and showed great promise as a teacher. Afterwards she herself opened a school at Wimbledon. She followed the new educational method planned by eminent educationists and within a short time earned great reputation among the scholars. Margaret became the secretary of a social centre called *Sesame Club* in London. Discussion on new educational and cultural ideals was carried on there, and this brought her in contact with the learned circles of London.

Sister Nivedita

Then came the turning point of Margaret's life. Swami Vivekananda reached England in 1895 on a religious mission after his triumphant tour in America. Margaret happened to attend some of his lectures on Vedanta and became a devoted disciple of Vivekananda. Miss Noble's sincerity and earnestness impressed Swamiji. He asked her to come to India. In a letter to Miss Noble, on July 29, 1897, Vivekananda wrote :

"Let me tell you frankly that I am now convinced that you havê a great future in the work for India. What was wanted was not a man, but a woman ; a real lioness to work for the Indians, women specially."

Margaret made up her mind and left England for India at the end of 1897. She reached Calcutta on the 28th January,

1898. On March 25, Noble was admitted to the Order, and Swami Vivekananda, her *Guru*, gave her the name 'Nivedita'.

Nivedita dedicated her life to the service of the Indians. She learned Indian languages and adapted herself to the life and culture of this country. After a tour with Vivekananda over Northern India, she settled in Calcutta, took a rented house in Baghbazar and started a school for women and girls at Bosepara.

Swami Vivekananda died on July 4, 1902, Sister Nivedita took up the work of the Ramkrishna Mission. She became one with the people of India. She educated the women, helped the poor and always stood by the sick and the downtrodden.

Sister Nivedita took the cause of India as her own. She had deep sympathy with the freedom-struggle of this country. She supported the Swadeshi Movement in Bengal that was going on after the partition, and enthused the youth by speeches and writings. Her name became a household word in Bengal. Rabindranath Tagore wrote : "I have not noticed in any other human being the wonderful power that was hers of absolute dedication of herself. The life which Sister Nivedita gave for us was a very great life......She was in fact a Mother of the people."

Her health broke down due to over-work and she died at Darjeeling on October 13, 1911.

Nivedita wrote books on Indian life and culture. Some of her important works were *The Web of Indian Life* (1904), *Cradle Tales of Hindustan* (1907), *The Master as I Saw Him* (1910), *An Indian Study of Love and Death, Myths of the Hindus and Buddhists* and *Footfalls of Indian History.*

লেখিকার জীবনী ও কীর্তি ঃ ভগিনী নিবেদিতা আইরিশ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর প্রকৃত নাম ছিল মার্গারেট-ই নোবল্। তাঁরা পিতা স্যামুয়েল নোবল্ আয়াল'্যাণ্ডের স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করেন। আয়াল'্যাণ্ড তখন ছিল ব্রিটিশ শাসনাধীন। মার্গারেটের জন্ম হয় ১৮৬৭ সালের ২৮শে অক্টোবর। স্কুলের পাঠ শেষ করার পর তিনি শিক্ষকতার পেশা অবলম্বন করেন। উইম্‌ব্লেডনের একটি স্কুলে তিনি যোগ দেন ২৩ বছর বয়সে। শিক্ষিকা হিসাবে তিনি দক্ষতার পরিচয় দেন। পরে নিজেই তিনি সেখানে একটি স্কুল খোলেন। খ্যাতনামা শিক্ষাবিদরা যে নয়া শিক্ষানীতির প্রচলন

করেছিলেন মার্গারেট সেই নীতিই অনুসরণ করতেন। শিক্ষাবিদদের মধ্যে তিনি অল্প সময়ের মধ্যেই সুনাম অর্জন করেছিলেন। লণ্ডনে Sesame Club নামে এক আলোচনা চক্রের তিনি সেক্রেটারী হন। সেখানে নয়া শিক্ষা-নীতি ও সংস্কৃতির আদর্শ সম্বন্ধে আলোচনা চলত। এই কাজের মধ্যে দিয়ে তিনি লণ্ডনের বিদ্বান সমাজের সংস্পর্শে আসেন।

এর পরই তাঁর জীবনের মোড় ঘুরে গেল। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর আমেরিকা সফর শেষ করে ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে ইংল্যাণ্ডে গিয়ে পৌঁছালেন ১৮৯৫ সালে। ভারতীয় বেদান্ত দর্শন সম্বন্ধে তাঁর কয়েকটি বক্তৃতা-সভায় মার্গারেট উপস্থিত হন এবং শীঘ্রই তিনি বিবেকানন্দের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। মিস নোবল্‌এর আন্তরিকতা ও উৎসাহ স্বামীজীকে মুগ্ধ করল। তিনি তাঁকে ভারতে আসতে বলেন। ১৮৯৭ সালের ২৯শে জুলাই স্বামী বিবেকানন্দ মার্গারেট নোবল্‌কে এক চিঠিতে লেখেন, "তোমাকে খোলাখুলি জানাতে চাই যে এখন আমি সুনিশ্চিত ভারতের সেবার জন্য তোমার সামনে এক বিরাট ভবিষ্যৎ রয়েছে। ভারতের জন্য যা দরকার তা একজন নারীর—একজন প্রকৃত সিংহীর, যে ভারতীয়দের জন্য, বিশেষ করে ভারতীয় নারীদের সেবায় নিজেকে নিয়োগ করবে।"

মার্গারেটের তাঁর মন স্থির করে ফেললেন এবং ১৮৯৭-এর শেষ দিকে ভারতের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেলেন। তিনি ১৮৯৮ সালের ২৮শে জানুয়ারী কলকাতায় এসে পৌঁছান। ২৫শে মার্চ তিনি ব্রহ্মচর্যে দীক্ষা নেন এবং তাঁর গুরু স্বামী বিবেকানন্দ তাঁকে 'নিবেদিতা' নামে অভিহিত করেন।

নিবেদিতা ভারতীয়দের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন। তিনি ভারতের ভাষা শিখেছিলেন, ভারতের জীবনধারা ও সংস্কৃতির সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিয়েছিলেন। বিবেকানন্দের সঙ্গে উত্তর ভারতের নানা স্থান পর্যটন করার পর তিনি কলকাতায় এসে বসবাস আরম্ভ করেন। বাগবাজারে তিনি একটি বাড়ি ভাড়া নিয়ে সেখানকার বোসপাড়ায় মেয়েদের জন্য একটি স্কুল খোলেন।

স্বামী বিবেকানন্দ ১৯০২ সালের ৪ঠা জুলাই পরলোকগমন করেন। ভগিনী নিবেদিতা রামকৃষ্ণ মিশনের কাজ করতে থাকেন। তিনি ভারতের জন-সাধারণের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গিয়েছিলেন। মেয়েদের তিনি শিক্ষা দিতেন, গরীবদের সাহায্য করতেন এবং সর্বদা পীড়িত ও নির্যাতিতদের পাশে গিয়ে দাঁড়াতেন। ভারতের আদর্শকে নিবেদিতা নিজের আদর্শ বলেই মনে করতেন। এদেশের মুক্তি আন্দোলনের প্রতি তাঁর গভীর সহানুভূতি ছিল। বঙ্গভঙ্গের

বিরুদ্ধে বাংলায় যে স্বদেশী আন্দোলন শুরু হয়েছিল তা তিনি সমর্থন করতেন এবং বক্তৃতায় ও লেখায় তিনি তরুণদের উৎসাহিত করতেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর সম্বন্ধে লিখেছিলেন, "নিজেকে পরিপূর্ণ ভাবে উৎসর্গ করে দেবার যে আশ্চর্য ক্ষমতা তাঁর ছিল, তা আমি আর কোনও মানুষের মধ্যে লক্ষ্য করি নি। যে জীবনী ভগিনী নিবেদিতা আমাদের জন্য নিবেদন করেছেন তা ছিল সত্যই মহান্।—প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন জনগণের মাতৃস্বরূপা।"

অতিরিক্ত কাজের চাপে নিবেদিতার স্বাস্থ্য ভেঙে যায়। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই অক্টোবর তিনি দার্জিলিং-এ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

ভারতীয় জীবন ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে নিবেদিতা যেসব পুস্তক রচনা করেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকখানি হল *The Web of Indian Life* (1904), *Cradle Tales of Hindustan* (1907), *The Master as I saw Him* (1910), *An Indian Study of Love and Death*, *Myths of the Hindus and Buddhists*, এবং *Footfalls of Indian History*.

Sister Nivedita as a Writer : Sister Nivedita wrote many books on India. The sincerity and earnestness she showed in her works, were also reflected in her writings. It was her mission to explain the life and culture of India to the West, and she did it splendidly through her writings. She followed a simple but forceful style in writing the life-story of the Indian people. She could describe even the daily life of Indian people in a charming way.

In his preface to Nivedita's *Web of Indian Life* Rabindranath Tagore paid the following tribute to her : "She had won her access to the inmost heart of our society by her supreme gift of sympathy······She lived our life and came to know us by becoming one of ourselves......And because she had a comprehensive mind and extraordinary insight of love, she could see the creative ideals at work bebind our social forms and discover our soul."

লেখিকা হিসাবে ভগিনী নিবেদিতা : ভারত সম্বন্ধে ভগিনী নিবেদিতা অনেক বই লিখেছেন। কাজকর্মে তিনি যে আন্তরিকতা ও একাগ্রতা দেখিয়েছেন, তা তাঁর রচনাবলীতেও প্রতিফলিত হয়েছে। তাঁর লক্ষ্য ছিল পাশ্চাত্ত্য জগতের সামনে ভারতের জীবনধারা ও সংস্কৃতিকে তুলে ধরা। এ কাজ তিনি তাঁর রচনাবলীর মাধ্যমে সুন্দরভাবে সমাধা করতে পেরেছিলেন। ভারতীয়দের জীবন-কাহিনী রচনা করবার সময় তিনি সরল কিন্তু বলিষ্ঠ

ভঙ্গি অনুসরণ করেছেন। ভারতের জনসাধারণের দৈনন্দিন জীবনও তিনি তাঁর লেখায় অতি সুন্দর ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।

নিবেদিতার *The Web of Indian Life* গ্রন্থের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর প্রশংসা করে বলেছেন, "দরদী মনের মহত্তম গুণ ছিল বলেই নিবেদিতা আমাদের সমাজজীবনের গভীরে প্রবেশ করতে পেরেছিলেন।··· আমাদের জীবনযাত্রার সঙ্গে তিনি মিশে গিয়েছিলেন, এবং আমাদেরই একজন হয়ে যেতে পেরেছিলেন।······চিন্তাধারার ব্যাপকতা এবং অসামান্য অন্তর্দৃষ্টির জন্য তিনি আমাদের সমাজ-কাঠামোর ভিত্তস্বরূপ সৃজনশীল আদর্শটিকে ধরতে পেরেছিলেন এবং আমাদের আত্মাকে আবিষ্কার করেছিলেন।"

Opinions of Some Critics

"With children she was at once a born teacher and skilled. She would sit with them upon the floor in the firelight and tell them her cradle tales of Hindustan with a power and charm even excelling her written version of them"—*Patrick Geddes.*

".. her gift of speech was something which, when fully exercised, I have never known surpassed—so fine and sure was it in form, so deeply impassioned—of such flashing and undaunted sincerity."—*S. K. Ratcliffe.*

—"She had so completely identified herself with us that I never heard her use phrases like 'Indian need' or 'Indian women'; it was always 'our need', 'our women'" —Lady J. C. Bose, Modern Review, November, 1911, quoted by S. K. Ratcliffe in his Introduction to Nivedita's *Studies from an Eastern Home.*

THE STORY

Source of the story : The story is taken from the famous story-book of Sister Nivedita, *Cradle Tales of Hindustan*. The book was published in 1907. It is full of legends, myths and folk-tales of India. The present story appears under the section 'A cycle of Great kings'.

In her book, *Master as I saw him*, sister Nivedita has stated that she heard the story from Swami Vivekananda. The story about Vikramaditya has taken different shapes from time to time. Nivedita's story is based upon what she heard from her *Guru*, Swami Vivekananda.

The story of Vikramaditya first appeared in the Sanskrit book, *Dwatringshat Puttalika* (দ্বাত্রিংশৎ পুত্তলিকা). The throne of Vikramaditya, according to this version, was supported on thirty two stone images. Vikramaditya received the throne from Indra as a reward. After the death of Vikramaditya it was thrown into a field and, in course of time, it was covered with sand and grass. Later on, King Bhoja of Malwa discovered the throne and brought it to his palace. But the king failed to sit on it.

The Bengali version *Battrisa Singhasana* (বত্রিশ সিংহাসন) is a translation from Sanskrit by Mrityunjaya Tarkalankar.

কাহিনীর উৎস : কাহিনীটি ভগিনী নিবেদিতার বই *Cradle Tales of Hindustan* থেকে নেওয়া হয়েছে। ১৯০৭ সালে এখানি প্রকাশিত হয়। এতে রয়েছে ভারত সম্বন্ধে বিভিন্ন লোক-কাহিনী ও পৌরাণিক কাহিনী। *Master as I saw Him* বই-এ নিবেদিতা লিখেছেন যে তিনি এই গল্পটি তাঁর গুরু স্বামী বিবেকানন্দের কাছে শুনেছিলেন। বিক্রমাদিত্য সম্বন্ধে কাহিনী কালের গতিতে ভিন্ন ভিন্ন রূপ নিয়েছে। নিবেদিতা বিবেকানন্দের কাছ থেকে যা শুনেছেন তারই ভিত্তিতে এই গল্পটা লিখেছেন।

বিক্রমাদিত্যের কাহিনী প্রথমে দ্বাত্রিংশৎ-পুত্তলিকা নামে সংস্কৃত গ্রন্থে বার হয়। এই বর্ণনানুসারে বিক্রমাদিত্যের সিংহাসন বত্রিশটি পাথরের মূর্তির উপরে বসানো ছিল, পঁচিশটির উপরে নয়। বিক্রমাদিত্য সিংহাসনটা পেয়েছিলেন ইন্দ্রের কাছ থেকে। তাঁর মৃত্যুর পর এটিকে এক মাঠে নিক্ষেপ করা হয়। কালক্রমে মাটি ও ঘাসে সিংহাসনটা আবৃত হয়ে যায়। পরে মালবের রাজা ভোজ এটিকে আবিষ্কার করে নিজের প্রাসাদে নিয়ে যান। কিন্তু এতে তিনি বসতে পারেন নি। সংস্কৃত থেকে গল্পটি বাংলা অনুবাদ করেন মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কার এবং 'বত্রিশ সিংহাসন' নাম দিয়ে তিনি বইটা বার করেন।

The Title : The title refers to the throne (Judgment-Seat) of King Vikramaditya. He used to sit on it while hearing and deciding cases. The throne is said to have been meant for him who was perfectly pure in heart.

কাহিনীর নামকরণ : রাজা বিক্রমাদিত্যের সিংহাসন গল্পটির শিরোনামা রূপ ব্যবহৃত হয়েছে। বিরোধের বিষয়গুলি শোনা ও বিচার করার সময় বিক্রমাদিত্য এই সিংহাসনে বসতেন। বলা হয়েছে এটি তিনিই ব্যবহার করতে পারতেন যাঁর অন্তর ছিল সম্পূর্ণ পবিত্র।

The Moral of the Story : The moral of the story has been briefly stated by the writer in the following words : "*Only he who was pure in heart, like a little child, could be perfectly just.*" The last angel asked the king, 'Art thou, then perfectly pure in heart ?......Is thy will like unto that of a little child ; If so, thou art indeed worthy to sit on this seat !'

The king searched his conscience and found that he was not really worthy. But the words of the last angel explained the mystery and he got the above lesson. He could now understand why the cowboy could sit on the throne of Vikramaditya but he could not.

We should note that Sister Nivedita has used here the teaching of Jesus Christ : *"Verily I say unto you, Except ye be converted, and become as little children, ye shall not enter into the kingdom of heaven."* (*Matthew XVII*)

কাহিনীটির মূলভাব (নৈতিক শিক্ষা) : গল্পটির মূল শিক্ষা লেখিকা সংক্ষেপে প্রকাশ করেছেন—"শিশুর মতো যার অন্তঃকরণ পবিত্র একমাত্র সেই সম্পূর্ণ ন্যায়পরায়ণ হতে পারে।" শেষ পাথর মূর্তিটি রাজাকে জিজ্ঞাসা করেছিল যে তাঁর মন শিশুর মতো পবিত্র কিনা, যদি সত্যই তা হয়, তবে তিনি বাস্তবিকই সিংহাসনটিতে বসবার উপযুক্ত ।

রাজার বিবেক তাঁকে বলে দিল তিনি সত্যই এর উপযুক্ত নন। কিন্তু দেবদূতের কথাগুলো থেকে তিনি সমস্ত ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন। তিনি উপলব্ধি করলেন কেন একজন রাখাল বালক সিংহাসনে বসতে পারল, অথচ তিনি পারলেন না।

এটা লক্ষ্য করতে হবে যে ভগিনী নিবেদিতা এখানে যিশুখৃষ্টের শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। তিনি বলেছিলেন যে শিশুদের মতো পবিত্র না হতে পারলে কারও পক্ষে স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করা সম্ভব নয়।

Brief criticism—The story of the Judgment-seat is a simple folk-tale told in the simplest language. Simple as it is, there is in it all the romantic charm of bygone days (অতীত দিনের রঙ্গীন কল্পনায় রঞ্জিত). Nivedita calls up before our mind's eye the pictures of Ujjain in her days of glory. The picture of splendour fades and then the quiet forest scene echoing the innocent laughter of the cow-boys holding mock trials introduces us to the very heart of the **story** (**মর্মস্থানে, গভীরতম প্রদেশে**). We now sound the depths of

a moral mystery—the strange powers of a cow-boy and the frustrated efforts of a king to become a judge. The simple cradle-tale is invested (মণ্ডিত হয়েছে) with a moral grandeur ; **it leads us on to the great truth : "Only he who was pure in heart, like a little child, could be perfectly just."**

Yet in all the story there is no effort at moralising (নীরস নৈতিক বক্তৃতা ঝাড়বার কোন চেষ্টা নেই). Nivedita tells the story with that artless simplicity (অকৃত্রিম সরলতা) and directness, characteristic (বৈশিষ্ট্য) of the best folk-tales (লোক-কাহিনীগুলি) of the world.

Nivedita's language bears the impress of sincerity and spiritual earnestness ; and at times it reaches a Biblical grandeur, (বাইবেলের গাম্ভীর্যপূর্ণ ভাষার মত) as in the questions asked by the stone angels.

With her supreme gift of sympathy, Nivedita enters into the very soul of India.

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা : ভগিনী নিবেদিতার ভাষা রূপকথার ভাষার সরলতাটিকে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছে। রূপকথা একটা জাতির প্রাণের জিনিস। রূপকথার মনোরম গল্পগুলি শিক্ষিত, অশিক্ষিত, সর্বশ্রেণীর নর-নারীর জন্য। তাই রূপকথা গণজীবনে এতখানি প্রভাব সঞ্চার করে থাকে। নিবেদিতার সহজ ভাষা এবং আড়ম্বরহীন বর্ণনা-ভঙ্গি একেবারে হৃদয়ের মর্মস্থানে ঘা দেয়। নিবেদিতার সুন্দর তুলিকার স্পর্শে অতীত দিনের কল্পনাময় মাধুরীটি সুন্দর ভাবে প্রকাশ পেয়েছে এই বহু পুরাতন কাহিনীটির মধ্যে। মনে হচ্ছে আমরা যেন সেই পুরাতন উজ্জয়িনীতে ফিরে গেছি—সেই রাখাল বালকের রাজসিংহাসনে বসে বিচার কার্য্যটি স্বচক্ষে দেখতে পাচ্ছি। সেই প্রাচীন কালের গোধূলি (গোধূলি) সুন্দরভাবে ভেসে উঠছে আমাদের সামনে। বুঝতে পারছি—"গোধূলি" (গোধুলি) এই নামের সার্থকতা। ভারতের ছিল অগণিত গোধন। প্রতিটি সন্ধ্যার বৈশিষ্ট্য ছিল দলে দলে গাভীদের গৃহে প্রত্যাবর্তন এবং তাদের পদাঘাত-জনিত ধূলিবিক্ষেপ। তাই সূর্যাস্তের সময়টার নামকরণই হয়ে গেল "গোধূলি" ("গোধুলি")। শিশুর স্বর্গীয় সরলতা যে জ্ঞানের আলোর অধিকারী হয়, ঐশ্বর্যগর্বিত রাজা তার প্রচুর সাংসারিক জ্ঞান ও রাজনৈতিক বুদ্ধি নিয়ে সে ঐশ্বরিক দৃষ্টি ও আলো থেকে বঞ্চিত। শৈশবের স্বর্গীয় মহিমার ভাবটি সমস্ত কাহিনীটিকে দিয়েছে

এক অবর্ণনীয় আবেদন। রূপকথার যাদুমন্ত্রটি যেন ব্যক্ত হয়ে পড়েছে নিবেদিতার কোমল হৃদয়ের স্পর্শে।

Analytical Summary : (1) *The famous city of Ujjain and the great king Vikramaditya of Malwa :* In ancient India, the city of Ujjain was renowned as a seat of learning. Poet Kalidas, one of the greatest poets of the world, lived here. Vikramaditya became the king of Malwa in 57 B.C. He was the greatest Judge in history. No king on earth has ever earned so much love from the people as King Vikramaditya. He founded the Era of Vikramaditya. (*Paras. 1—2*)

(2) *The unfailing justice of Vikramadiiya ; his Judgment-Seat and palace fallen into ruins in course of time :* Vikramaditya never failed to do justice to his people. He was a terror to the guilty. The name of his Judgment-Seat became a subject of legendary talk among the people. But in course of time his palace and the Judgment-Seat became heaped-up ruins. All these were covered with sand and dirt and overgrown with grass and trees.

Almost all the people, except only the learned and the wise, forgot that the ruins had been the palace of that great king. (*Paras. 3—5*)

(3) *People of the near-by villages grazing their cows round that wild land : usefulness of cows and the quiet of peaceful village-life in India :* The cow-boys of the near-by villages used to take cows for grazing round the heaped-up ruins. Cows are very useful in India and so are loved and respected by all. Even the girls pet them, give them food and hang garlands around their necks. After grazing in the fields the cow-boys bring them back in the evening in a long procession. The evening is a peaceful and lovely moment in Indian villages. It is time for rest and joy. (*Paras. 6-11*)

(4) *The cowsboys discovered a mound that looke like a judge's seat ; one of them sat on it and began to play mock-trials ; but he turned to be a serious judge full of wisdom :* One day the cow-boys found a mound that looked like a judge's seat. One of them sat on it and, out of fun, called himself a judge. Others brought before him some got-up cases for judgment. But they were wonder-struck to see that the boy-judge became very serious, very wise, and gave wise

decisions. He went on showing wonderful gravity and power so long he was on the mound. But the moment he came down he became just a common cow-boy. The same thing happened whenever the cow-boy sat on the mound and gave decisions on any dispute. He could always show them the truth. (*Paras. 12-17*)

(5) *The news reached the King: being sure that the boy must have sat on the Judgment-Seat of Vikramaditya, he decided to bring it to his palace*: The fame of the boy-judge spread throughout the countryside. Grown-up persons began to come to the court of the cow-boy with their disputes and they received wise and satisfactory judgments. Gradually the king heard of it. It struck him that the cow-boy must have sat on the Judgment-Seat of Vikramaditya. The learned men of his court confirmed his view. The king wanted to be possessed with the spirit of law and justice. So he decided to dig the ground and bring the Judgment-seat to his palace. (*Paras. 18-20*)

(6) *The ground was dug, the Judgment-Seat was discovered and brought to the king's palace. The king's preparation to ascend it after three days*: The king's men dug the ground where the cow-boys used to play and graze their cows. They at last discovered the Judgment-seat of Vikramaditya supported on twenty-five stone angels. It was brought to the palace. The king ordered the people to observe prayer and fasting for three days after which he would ascend the throne. (*Paras. 21-24*)

(7) *One of the stone angels stopped the king by asking a question when he was about to ascend the throne: the king was asked to fast three days more*: After observing prayer and fasting for three days, the ambitious king came to sit on the throne. Just then a stone angel stopped him and asked whether he had ever desired to conquer and rule over other kingdoms. The king confessed that his own life was unjust and so he was unworthy to sit on Vikramaditya's Judgement-Seat. The stone angel asked him to purify his mind by fasting and praying for three days more and then flew away. (*Paras. 25-27*)

(8) *The King again failed to ascend the throne as another stone angel stopped him by asking a question*: After his fasting and praying for three days more, the King proceeded to

sit on the throne. But another angel stopped him and asked him if he had ever coveted other's riches. The king confessed that he was guilty of that and was unworthy to sit on the throne. The angel flew away asking him to fast and pray for three days more. *(Paras. 28-30)*

(9) ***The twenty-fifth angel stopped the king on the hundredth day and flew away with the Judgment-Seat because the king was not pure in heart like a little child*** : Each time the king came to take his seat on the throne, one of the angels stopped him by asking a question. The king saw that he was unworthy to sit on it. This thing happened again and again. At last only one stone angel was left to support the marble slab. When, after three more days of fasting, the king came to ascend the throne on the hundredth day, the last angel said that he would be allowed to ascend it only if his heart were pure like that of a little child. The king confessed again that he was not worthy. The angel flew away carrying with it the Judgment-Seat. The truth became clear to the king : ***Only he who was pure in heart, like a little child, could be perfectly just.*** *(Paras. 31-35)*

সংক্ষিপ্তসার : সুপ্রাচীন কালে ভারতে উজ্জয়িনী নামে শহরটি শিক্ষাকেন্দ্র হিসাবে খ্যাতি লাভ করে। জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি কালিদাস এখানে বাস করতেন। খ্রীষ্টপূর্ব ৫৭ অব্দে মালব দেশের রাজা হন বিক্রমাদিত্য। ইতিহাসে তিনি ন্যায়বিচারে অদ্বিতীয় ছিলেন। মানুষের ভালবাসা তাঁর মতো আর কোন রাজাই কখনো লাভ করেন নি। তিনি বিক্রমাব্দ প্রচলিত করেছিলেন।

রাজা বিক্রমাদিত্য বিচারে কখনো ভুল করতেন না। অপরাধীদের কাছে তিনি ছিলেন আতঙ্কস্বরূপ। তাঁর বিচার-সিংহাসনটি জনসাধারণের মধ্যে এক কিংবদন্তীর বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু কালক্রমে তাঁর প্রাসাদ ও সিংহাসনটি মাটির নীচে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়ে যায়। ধূলো-মাটিতে এসব ঢাকা পড়ে যায় এবং সেই ধ্বংস-স্তূপের ওপর ঘাস ও গাছ জন্মায়। একমাত্র জ্ঞানী লোকেরা ছাড়া আর সকলেই ভুলে গিয়েছিল যে এই ধ্বংসাবশেষটি এককালে ছিল সেই মহান রাজার প্রাসাদ।

আশপাশের গ্রামের রাখাল বালকেরা এই পরিত্যক্ত প্রান্তরে আসত গরু চরাতে। ভারতে গোজাতি খুবই উপকারী, তাই এখানকার মানুষ এদের ভালবাসে, শ্রদ্ধার চোখে দেখে। এমন কি মেয়েরাও এদের আদর

করে, খেতে দেয় এবং এদের গলায় মালা ঝুলিয়ে দেয়। মাঠে গরু চরানো শেষ হলে সন্ধ্যার সময় রাখালরা গরুগুলোকে লম্বা সারি বেঁধে বাড়ি ফিরিয়ে আনে। ভারতের গ্রাম্য জীবন সন্ধ্যাকালে হয় শান্ত ও মনোরম। তখন বিশ্রাম ও আনন্দের সময়।

একদিন রাখাল ছেলেরা হঠাৎ একটা উঁচু ঢিপি দেখতে পেল, যেটা দেখতে একটা সিংহাসনের মতো। রাখালদের একজন এর উপরে বসে কৌতুক করবার জন্য নিজে একজন বিচারক সেজে বসল। অন্যেরা তার কাছে বানানো মকদ্দমা নিয়ে হাজির হতে লাগল বিচারের জন্য। কিন্তু রাখাল-বিচারকের গাম্ভীর্য, তার বিজ্ঞতা ও ন্যায়বিচার লক্ষ্য করে তারা সবাই অবাক হয়ে গেল। যে পর্যন্ত সে সেই ঢিপিতে বসে ছিল সে পর্যন্ত তার আশ্চর্য রকমের ক্ষমতা ও গাম্ভীর্য দেখা গেল। কিন্তু সেখান থেকে নেমে আসবার সঙ্গে সঙ্গেই তাকে আর পাঁচজনের মতো একজন সাধারণ রাখাল বালক বলে মনে হল। রাখাল বালকটি যখনই সেই ঢিপিতে বসে বিরোধের নিষ্পত্তি করত তখনই একই রকম ব্যাপার ঘটত। সে তখন সত্যকে প্রকাশ করতে পারত।

গ্রামে গ্রামে রাখালের ন্যায়বিচারের কথা ছড়িয়ে পড়ল। বয়স্ক লোকেরা তার কাছে বিবাদের মীমাংসার জন্য আসতে লাগল। আর সেও সে-সবের নিষ্পত্তি করে দিত বুদ্ধিমানের মতো ও সন্তোষজনক ভাবে। ক্রমে কথাটা রাজার কানে উঠল। তাঁর মনে হল ছেলেটি নিশ্চয় বিক্রমাদিত্যের সিংহাসনে বসেছে। তাঁর বিজ্ঞ সভাসদরাও তাঁর কথায় সায় দিলেন। রাজার ইচ্ছা ছিল তিনি নিজে ন্যায়বিচারে পারদর্শী হয়ে ওঠেন। তাই তিনি জায়গাটা খুঁড়ে সিংহাসনটা নিজের প্রাসাদে নিয়ে আসবেন স্থির করলেন।

রাজার অনুচররা তাঁর আদেশে রাখালদের সেই গোচারণ ভূমিটা খুঁড়ে ফেলল। সেখান থেকে তারা বিক্রমাদিত্যের সিংহাসনটা আবিষ্কার করল। পঁচিশটা পাথরের দেবদূতের উপর সেটা বসানো ছিল। সিংহাসনটাকে রাজার প্রাসাদে নিয়ে আসা হল। তিনি ঘোষণা করে দিলেন রাজ্যের লোকেরা তিন দিন ধরে উপবাস ও প্রার্থনা করবে, এবং চতুর্থ দিনে রাজা সিংহাসনটিতে বসবেন।

তিন দিন উপবাস ও প্রার্থনার পর উচ্চাকাঙ্খী রাজা সিংহাসনে উঠবার জন্য তৈরি হয়ে এলেন। ঠিক তখনই পাথরের দেবদূতের একটি তাঁকে থামতে বলল, এবং তাঁকে জিজ্ঞাসা করল তিনি কখনো অন্যের রাজ্য অধিকার করতে চেয়েছেন কি না। রাজা স্বীকার করলেন যে তিনি নির্দোষ নন, এবং

সিংহাসনে বসার যোগ্যতা তাঁর নেই। দেবদূতমূর্তিটা তাঁকে আরও তিন দিন উপবাস ও প্রার্থনা করে মন পবিত্র করে তুলতে বলে উড়ে চলে গেল।

আর তিন দিন উপবাস ও প্রার্থনার পর রাজা যখন পুনরায় সিংহাসনে আরোহণ করতে এলেন তখন আর একটি দেবদূত তাঁকে থামতে বলে জিজ্ঞাসা করল তিনি কখনো অপরের ঐশ্বর্য ভোগ করতে ইচ্ছা করেছেন কি না। রাজা স্বীকার করলেন যে তিনি তা করেছেন এবং সেজন্য সিংহাসনে বসবার উপযুক্ত তিনি নন। দেবদূতটি তাঁকে আরও তিন দিন উপবাস ও প্রার্থনা করতে বলে উড়ে গেল।

এইরূপ বারবার ঘটতে লাগল। যখনই রাজা সিংহাসনে বসতে যান, তখনই একটি পাথরের দেবদূত তাঁকে থামিয়ে একটি করে প্রশ্ন করে। রাজাও বোঝেন যে এতে বসবার যোগ্যতা তাঁর নেই। অবশেষে মাত্র একটি দেবদূত অবশিষ্ট থাকল। শুধু সেই দেবদূতটির ওপরই তখন সিংহাসনটি ভর করে ছিল। শততম দিনে রাজা এলেন সিংহাসনে বসতে। কিন্তু তখনই সেই দেবদূত তাঁকে বলল যে, সিংহাসনে তিনি বসতে পারবেন যদি তাঁর মন ছোট্ট শিশুর মতই পবিত্র হয়। রাজা পুনরায় স্বীকার করলেন যে তিনি অনুপযোগী। দেবদূতটি তখন সিংহাসনটি বহন করে নিয়ে উড়ে চলে গেল। তখন রাজার কাছে সত্য ধরা পড়ল। তিনি বুঝলেন শিশুর মতো পবিত্র মন যার, একমাত্র সেই সম্পূর্ণ ন্যায়পরায়ণ হতে পারে।

The Moral

The king thought deeply over the mystery and found that the last angel's words gave the solution, "*Only he who was pure in heart, like a little child, could be perfectly just.*" That was why the cow-boy (cowherd) could sit on the Judgment-Seat of Vikramaditya and a king could not sit on the Judgment-Seat.

The Central Idea (Moral of the Story)

The moral of the story is briefly this : *Only he can be perfectly just, who is pure in heart like a little child.* We have in our hearts many selfish desires and tyrannical wishes. If we can purify our hearts of these, then and then alone we can be just towards others.

Sister Nivedita makes fine use of Christ's teaching—"Verily I say unto you, Except ye be converted, and become as little

children, ye shall not enter into the kingdom of heaven" (Matthew XVIII). Christ says that men must become as little children to enter into heaven. Sister Nivedita says that men must be pure in heart, like little children, to be perfectly just on earth.

(Also see *Questions and Answers.*)

মূল ভাব ও গল্পটির অন্তর্নিহিত নীতি

এই গল্পটিতে দেখান হয়েছে—পবিত্র স্বর্গীয় প্রেরণা না থাকলে ন্যায়বিচার করা যায় না এবং জ্ঞানী বিচারক হওয়া যায় না। শিশুর মত সরল ও পবিত্র হৃদয় না হলে প্রকৃত রাজোচিত শক্তি ও মহিমা লাভ করা যায় না। গল্পে বর্ণিত রাজা যে বিক্রমাদিত্যের সিংহাসনে বসবার যোগ্য হতে পারলেন না তার কারণ হল এই রাজার মন শিশুর অপার্থিব মহত্ত্ব ও সরলতা অর্জন করতে পারেনি। সাংসারিক কুটিলতা, স্বার্থান্বেষণ মানুষের মনকে ক্ষুদ্র ও হীন করে দেয়। এই রাজা ন্যায়বিচার দ্বারা খ্যাতি অর্জন করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর হৃদয় ছিল সঙ্কীর্ণ ও স্বার্থপরতায় কলুষিত। রাখাল বালকের মধ্যে ছিল বালকোচিত হৃদয়ের সরলতা এবং মনের উচ্চতা; সেইজন্য সে বিক্রমাদিত্যের সিংহাসনের স্বর্গীয় প্রেরণাটুকু গ্রহণ করতে পেরেছিল বিনা চেষ্টায়। কিন্তু এই রাজাটির মধ্যে ছিল না অন্তরের আলো ও অন্তরের স্বর্গীয় অনুভূতি, যেটা শিশু-হৃদয়ের মহামূল্য সম্পদ। তাই এই রাজাটি উপবাসাদি বাহিরের পূজা অনুষ্ঠানের ঘটা করেও প্রকৃত স্বর্গীয় প্রেম ও স্বর্গীয় প্রেরণা লাভ করতে পারলেন না, কারণ ধর্ম ও আধ্যাত্মিক আলো হৃদয়ের জিনিস; বাইরের পূজা ও আড়ম্বর কিছুই নয়, যদি হৃদয়ে ভগবানের স্পর্শ, অনুভব করা না যায়। যিশুও বাইবেলে ঐ কথা বলেছেন। St. Matthew নামে বাইবেলের অধ্যায়ে যিশু বলেছেন, শিশুর মতো সরল, আপন-ভোলা মন চাই, তবেই মানুষ স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ-অধিকার পায়। এই সাংসারিক কুটিলতাবিহীন উদার দরদী মন রাখাল বালকটির ছিল, কিন্তু রাজাটির ছিল না। ঔদার্য হল জগতের মহাশক্তি। রাজ্য পরিচালনায় এই প্রেরণা ও অনুভূতিই অসাধ্য সাধন করতে পারে। শুধু বিদ্যা-বুদ্ধিতে কিছু হয় না। এই উদারতাই বিক্রমাদিত্যকে করেছিল মহান, এবং তাঁকে দিয়েছিল অসাধারণ বিচারশক্তি ও রাষ্ট্রগঠন ক্ষমতা।

A Historical Note on Vikramaditya

The name of Vikramaditya, king of Ujjain in Malwa, has passed into a legend. It is said that in his court lived nine

famous scholars—"nine jewels" they were called—the most notable of whom were the poet Kalidas and the astronomer Varahamihir.

But who was this Vikramaditya and when did he live? No authentic account is available. According to tradition, Vikramaditya is believed to have defeated the Sakas and become king of Malwa in 57 B. C. In the same year he founded the Vikrama Era known as the *Samvat.* It is quite possible that such a king really existed. But the tradition has not been confirmed by the discovery of coins, inscriptions or monuments of the period. Now, the name, Vikramaditya, is merely a title. It means "the sun of power." Many Indian kings took the title. The most famous of them was King Chandragupta II of Gupta Dynasty. He ruled in Magadha from 380 to 413 A. D. He was a great ruler and he conquered Malwa, Gujrat and Kathiwar from the Sakas. The poet, Kalidas, is generally believed to have lived during his reign.

"It is probable that the popular legend of Raja Bikram of Ujjain, the supposed founder of the Vikram era dating from 56 B. C., has been coloured by indistinct memories of the glories of Chandra Gupta II Vikramaditya, who certainly conquered Ujjain towards the close of the fourth century of the Christian era. Tradition associates nine gems of Sanskrit literature with Raja Bikram, the most resplendent of the nine being Kalidasa, who is admitted by all critics to be the prince of Sanskrit poets and dramatists......Although it is difficult to fix the dates of the great poet's career with precision, it appears to be probable that he began to write either late in the reign of Chandra Gupta or early in the reign of Kumara Gupta I"—Vincent Smith, *Early History of India.*

Vikramaditya......"established the Vikrama era in 58-57 B.C." *Oxford History of India (Second Edition, 1923)*—Vincent Smith.

"Vikramaditya, a legendary Hindu King of Ujjain, who is supposed to have given his name to the Vikram Samvat, the era which is used all over northern India, except in Bengal, and at whose court the "nine gems" of Sanskrit literature are also supposed to have flourished. The Vikram Era is reckoned from the vernal equinox of the year 57 B. C., but

there is no evidence that the date corresponds with any event in the life of an actual king. As a matter of fact, all dates in this era down to the 10th century never use the word Vikram, but that of Malava instead, that being the tribe that gives its name to Malwa. The name Vikramaditya simply means "sun of power," and was adopted by several Hindu kings of whom Chandragupta II (Chandragupta Vikramaditya), who ascended the throne of the Guptas about A. D. 375, approaches most nearly to the legend"—*Encyclopaedia Britannica.*

The identity of the king *who desired to seat himself on the Judgment-seat of Vikramaditya.*

It is generally held that he was King Bhoja······"the famous Bhoja ascended the throne of Dhara, in those days the capital of Malwa, about A. D. 1018 and reigned gloriously for more than forty years····· he cultivated with equal assiduity the arts of peace and war......his fame as an enlightened patron of learning and skilled author remains undimmed and *his name has become proverbial as that of the model king according to the Hindu standard*······A mosque at Dhara now occupies the site of Bhoja's Sanskrit College......" Vincent Smith, *Early History of India.*

রাজা বিক্রমাদিত্যের পরিচয় ঃ নিবেদিতার গল্পে বলা হয়েছে যে রাজা বিমক্রাদিত্য ৫৭ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দে মালবের রাজা হন, এবং তিনি বিক্রমাব্দ প্রচলন করেন।

বিক্রমাদিত্যের নাম কিংবদন্তীতে পরিণত হয়েছে। প্রচলিত কাহিনী থেকে জানা যায় রাজা বিক্রমাদিত্য শকদের পরাজিত করেছিলেন এবং ৫৭ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দে মালবের রাজা হয়েছিলেন। কিন্তু এই কিংবদন্তী যে সত্য ঘটনা তা প্রমাণ করার মতো কোন তথ্য বা উপাদান আবিষ্কৃত হয় নি। ঐতিহাসিকদের মধ্যে এ-নিয়ে মতভেদ আছে। গুপ্তরাজ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত চতুর্থ খ্রীষ্টাব্দের শেষ ভাগে রাজা হন এবং তিনি 'বিক্রমাদিত্য' উপাধি গ্রহণ করেন। তিনি শকদের হাত থেকে মালব, গুজরাট ও কাথিয়াওয়াড় জয় করে নেন এবং 'শকারি' নাম লাভ করেন। কবি কালিদাস তাঁরই আমলের লোক বলে মনে করা হয়। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের রাজধানী ছিল পাটলিপুত্র। তবে তিনি উজ্জয়িনীতেও তাঁর অস্থায়ী রাজধানী স্থাপন করেন বলে জানা যায়।

এই সব ঘটনা থেকে পণ্ডিতেরা এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যই ছিলেন সেই কিংবদন্তীর রাজা। ঐতিহাসিক স্মিথ তাঁর *Early History of India* গ্রন্থেও এইরূপ অভিমত প্রকাশ করেছেন। অবশ্য স্যার উইলিয়ম হাণ্টার, ডঃ ফ্লীট এবং অধ্যাপক কাওয়েল প্রমুখ ঐতিহাসিকরা এই মত ব্যক্ত করেছেন যে ৫৭ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দে রাজা বিক্রমাদিত্য রাজত্ব করতেন এবং তিনিই 'সম্বৎ' অব্দ চালু করেন। ভগিনী নিবেদিতার গল্পটি এই অভিমতের ভিত্তিতেই রচিত।

রাজা বিক্রমাদিত্যের বিচারাসনে যিনি বসতে চেয়েছিলেন তাঁর পরিচয়ঃ রাজা ভোজই সেই রাজা ছিলেন বলে মনে করা হয়। ঐতিহাসিক ভিন্সেন্ট স্মিথের বক্তব্য থেকে জানা যায় যে বিখ্যাত রাজা ভোজ ১০১৮ খ্রীষ্টাব্দে মালবের সিংহাসনে বসেন। ধারা ছিল তখন এই রাজ্যের রাজধানী। তিনি প্রায় চল্লিশ বছরেরও বেশী সময় রাজত্ব করেছিলেন। বিদ্যোৎসাহী এবং সুলেখক হিসেবে তিনি খ্যাতি লাভ করেছিলেন। একজন আদর্শ রাজা হিসেবে তাঁর নাম হিন্দু সমাজে একটা প্রবাদে পরিণত হয়েছে। রাজা ভোজ যে সংস্কৃত কলেজ স্থাপন করেন সেখানে পরে একটি মসজিদ নির্মিত হয়েছিল।

Notes, Explanations, References etc.

The Title– **Judgment-seat**—the seat on which the judge sits while deciding cases; বিচারাসন। **Vikramaditya**—a legendary king of Ujjain in Malwa (Central India.). Some historians identify him with Chandragupta II of the Gupta Dynasty. (See *Introduction.*)

মালবের রাজা বিক্রমাদিত্য, যাঁর কীর্তিকাহিনী রূপকথার মত অনেক গল্প সৃষ্টি করেছে। মধ্যভারতের মালব দেশের উজ্জয়িনী নগরী ছিল তাঁর রাজধানী।

Paragraph 1

Gist : For many centuries the city of Ujjain was very famous in the history of India. It was a famous centre of learning. In ancient times the great poet, Kalidas, lived here. Only a hundred and fifty years ago the great astronomer. Rajah Jey Singh of Jeypore, worked here.

সারার্থঃ বহু শতাব্দী ধরে উজ্জয়িনী নগরী ভারতের ইতিহাসে অতি প্রসিদ্ধ নগরী বলে পরিচিত ছিল। এটি ছিল একটি বিখ্যাত বিদ্যা-কেন্দ্র।

একদা উজ্জয়িনী ছিল মহাকবি কালিদাসের কীর্তির লীলাক্ষেত্র। মাত্র একশত পঞ্চাশ বৎসর পূর্বেও এই উজ্জয়িনীই ছিল বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ রাজা জয়সিংহের কীর্তিভূমি।

Notes, etc. : **Centuries**—periods of hundred successive years, শতাব্দীসমূহ। *Famous*—well-known; বিখ্যাত। **City**—important town; large town; নগর, বড় সহর।

***Ujjain**—a walled town of Central India in the State of Gwalior. In ancient time it was the capital of Malwa and one of the sacred cities of the Hindus.

In the *Mahabharata* it was known as *Avanti*. The Buddhist sacred book, *Mahavamsa*, records that Asoka ruled here as Viceroy of his father in 263 B. C. Hiu-en Tsang visited the city in the 7th century A. D. The poet Kalidas described the glories of Ujjain in some of his poems.

উজ্জয়িনী ছিল মধ্যপ্রদেশের গোয়ালিয়র রাজ্যের প্রাচীর-বেষ্টিত একটি নগরী। প্রাচীনকালে ইহা ছিল মালবের রাজধানী এবং হিন্দুদের একটি তীর্থক্ষেত্র। ইহা শিপ্রানদীর তীরে অবস্থিত। এই নগরী যীশুর জন্মগ্রহণের অনেক বৎসর পূর্বে বিদ্যমান ছিল। মহাভারতে উজ্জয়িনীকে অবন্তী বলা হয়েছে।

বৌদ্ধগ্রন্থ 'মহাবংশ'-তে উল্লেখ করা হয়েছে ২৬৩ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে যুবরাজ অশোক এই রাজ্যে তাঁর পিতার পক্ষে শাসনকর্তা হয়েছিলেন। চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন-সাঙ 'সপ্তম শতাব্দীতে উজ্জয়িনীতে এসেছিলেন; কবি কালিদাস তাঁর কোন কোন কবিতায় উজ্জয়িনীর গৌরব বর্ণনা করেছেন।

Renowned—famous; well-known; বিখ্যাত। **Seat**—site; place; স্থান। *Learning*—knowledge; বিদ্যা; পাণ্ডিত্য। **Seat of learning**—*i. e.*, a place where knowledge was cultivated and many learned men lived; বিদ্যাচর্চার কেন্দ্র। We speak of Oxford or Navadwip as a seat of learning. বিলাতের অক্সফোর্ড ও বাংলার নবদ্বীপকেও বিদ্যাচর্চার কেন্দ্র বলা হয়ে থাকে। **At one time**—*i.e.*, in

*It stands on the right bank of the Shipra, 30 miles north of Indore. Ujjain had been a prosperous city long before the birth of Christ. Ptolemy and Periplus referred to Ujjain as Ozene. In Sanskrit, Ujjain appears as Ujjaini.

the distant past. Scholars are not agreed as to the exact period when Kalidas lived. Vincent Smith thinks that Kalidas lived in the early years of the fifth century A.D., during the reign of Chandragupta Vikramaditya.

* **Kalidas**—the greatest poet of ancient India. He wrote Sanskrit epics, dramas and lyrics. প্রাচীন ভারতের শ্রেষ্ঠ কবি কালিদাস।

N. B. As regards Kalidas's place of birth very little is known. Almost all the provinces of India have claimed Kalidas as their own. কালিদাসের জন্মস্থান সম্বন্ধে সঠিক জানা যায় না। ভারতের প্রায় সব রাজ্যই দাবী করে থাকে যে কালিদাস সেখানকার লোক ছিলেন।

Rabindranath humorously speaks of the times of Kalidas thus:

"হায় রে কবে কেটে গেছে
কালিদাসের কাল।
পণ্ডিতেরা বিবাদ করে
ল'য়ে তারিখ সাল।"

Homer—the greatest poet of ancient Greece. His epics, the *Iliad* and the *Odyssey*; are very famous. প্রাচীন গ্রীসের শ্রেষ্ঠ কবি হোমার। 'ইলিয়াড' ও 'অডিসী' নামে তাঁর দুখানি মহাকাব্য জগদ্বিখ্যাত।

Supreme—greatest ; most imporant ; সর্বশ্রেষ্ঠ ; সর্বপ্রধান। *Fit*—worthy ; যোগ্য। *Fit......with*—worthy to be mentioned in the same breath with, *i.e.*, worthy to be considered as equal, to ; এক সঙ্গে নাম করিবার যোগ্য, অর্থাৎ সমকক্ষ বলিয়া বিবেচিত হবার যোগ্য।

* Of these the epics, *Raghuvamsam* and *Kumarasamvabam*, the drama, *Abhijnan-Sakuntalam* and the lyric, *Meghadutam*, are very well-known. *Abhijnan-Sakuntalam* is one of the great books of the world. "In Kalidas we have the finest master of Indian poetic style, superior to Asvaghosa by the perfection and polish of his work and all but completely free from the extravagances which disfigure the later great writers of Kavya"—*Prof. A.B. Keith.*

কালিদাস ছিলেন প্রাচীন ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি। তিনি সংস্কৃত ভাষায় কয়েকখানি মহাকাব্য, নাটক ও গীতিকাব্য লিখেছিলেন। মহাকাব্যের মধ্যে "রঘুবংশ" ও "কুমারসম্ভব", নাটকের মধ্যে "অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্" এবং গীতি-কাব্যের মধ্যে "মেঘদূতম্" সর্বজনপরিচিত।

N. B. Homer also like Kalidas cannot be definitely placed in any particular period of ancient history. "There is doubt as to both his birthplace and his date, the latter being variously placed between 1050 and 850 B. C." কালিদাসের মতো হোমারেরও জন্মস্থান ও জীবিতকাল সম্বন্ধে সঠিক বিবরণ পাওয়া যায় না। তবে ১০৫০ থেকে ৮৫০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের মধ্যে তিনি জীবিত ছিলেন বলে ধরা হয়।

Dante—the greatest poet of Italy. Homer was the greatest poet of ancient Europe. Dante was the greatest poet of mediaeval Europe. He lived from 1265 to 1321.

N. B. The *Divine Comedy* is Dante's greatest work. It is divided into three parts and gives Visions of Hell, Purgatory and Heaven. The poem is full of lofty thoughts on the philosophic problems of life.

Dante ছিলেন ইতালির শ্রেষ্ঠ কবি। হোমার যেমন প্রাচীন ইউরোপের শ্রেষ্ঠ কবি, Dante তেমনি মধ্যযুগের ইউরোপের শ্রেষ্ঠ কবি। তাঁর শ্রেষ্ঠ পুস্তক Divine Comedy. এই কাব্যটি তিনটি খণ্ডে বিভক্ত—Hell (নরক), Purgatory (পরিশুদ্ধির স্থান), Heaven (স্বর্গ)। এই কাব্যে আছে অতি উচ্চাঙ্গের দার্শনিক আধ্যাত্মিক সত্যের প্রকাশ।

Shakespeare—Shakespeare is the greatest poet and dramatist of England. He is universally recognized as one of the greatest poets of all time. He is the world's greatest dramatist. He lived from 1564 to 1616.

N. B. Shakespeare wrote a large number of dramas. Some of the most famous are—*The Merchant of Venice, Hamlet, Macbeth, King Lear* and *The Tempest*. **N. B.** Note that the writer mentions here the names of three of the greatest poets of Europe. In her opinion Kalidas is fit to be considered as their equal. The great German poet, Goethe, paid the highest tribute to Kalidas and his *Sakuntala*.

Shakespeare জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকার এবং অদ্বিতীয় কবি-প্রতিভার জন্য বিশ্ব-বিখ্যাত। (জন্ম, ১৫৬৪ খৃঃ অব্দ—মৃত্যু, ১৬১৬ খৃঃ অব্দ) তাঁর নাটকগুলির মধ্যে Merchant of Venice, Hamlet, Macbeth, King Lear, Othello, Tempest, ইত্যাদি সর্বজন-পরিচিত।

Worked—*i. e.* carried on researches; গবেষণা করেছিলেন। *Visited*—came; এসেছিলেন। *Only......ago*—*i.e.*, in quite recent

times ; অর্থাৎ বেশী দিনের কথা নয়, দেড়শ বছর আগে। The writer wants to emphasise the point that the city of Ujjain was famous in ancient as well as in comparatively recent times. লেখক এই কথাটাই জোর দিয়ে বলতে চেয়েছেন যে উজ্জয়িনী নগরী প্রাচীন যুগের মত অপেক্ষাকৃত বর্তমান যুগেও ছিল বিখ্যাত। *Learned*—scholarly ; পণ্ডিত। **Astronomer**—one versed in the science of the heavenly bodies ; জ্যোতির্বিদ্ [*Astronomy*—"science of the heavenly bodies" ; জ্যোতির্বিজ্ঞান।] **The greatest of his day**—*i.e.*, the greatest astronomer of his time ; তাঁর সময়ের শ্রেষ্ঠ জ্যোতির্বিদ্। **Rajah Jey Singh of Jeypore**—Jey Singh II (also known as *Sawai* Jai Singh) was a famous Rajput prince.

Jeypore—the State of Jaipur in Rajputana. It was formerly known as Amber. Its capital, the city of Jaipur, was built by Maharaja Jai Singh II.

Love—reverent affection ; শ্রদ্ধাপূর্ণ ভালবাসা। *Care for India*—*i.e.*, love India. *Ancient*—প্রাচীন।

Grammar & Composition : *Supreme* (adj.) : *supremacy* (n.). *Astronomer*—Personl noun from *astronomy*.

Here lived, here walked etc. note that the verb is placed before its subject when the sentence begins with the word 'here', there', 'never' etc.

Expl. : Here lived......Shakespeare (C. U. 1949).—This passage occurs in the story of *Judgment-seat of Vikramaditya.* Here the writer speaks of the ancient glories of the city of

---

N.B. Jey Singh II was the great-grandson of Mirza Jai Singh, a famous general of the Mughal Emperor, Aurangzeb. He was king of Ambar (in Rajputana). He built the city of Jaipur in 1728 A.D., (spelt 'Jeypore' in the Text) and shifted his capital there. His kingdom came to be known as the State of Jaipur.

He was a great mathematician and astronomer. He invented many astronomical instruments and built observatories at Ujjain, Jaipur, Benares, Mathura and Delhi for astronomical researches. He himself visited and worked in these observatories. The Mughal Emperor, Muhammad Shah, entrusted to him the work of reforming the calendar.

Ujjain. It was a famous city of ancient India. It was a great centre of learning. In the distant past, the poet Kalidas lived here. Kalidas wrote in Sanskrit and was the greatest poet of ancient India. Kalidas is one of the greatest poets of the world. He is worthy to be considered as equal to the greatest poets of Europe. His position is equal to that of Homer, the greatest poet of ancient Greece ; of Dante, the greatest poet of medieval Italy ; and of Shakespeare, the greatest poet of England.

[Add notes on *Homer*, *Dante* and *Shakespeare*.]

ব্যাখ্যা : এই অংশটি "Judgment-Seat of Vikramaditya" প্রবন্ধ থেকে নেওয়া হয়েছে। এখানে লেখিকা উজ্জয়িনী নগরীর প্রাচীন গৌরবের কথা বলছেন। এটা ছিল প্রাচীন ভারতের এক বিখ্যাত সহর। এটা ছিল বিদ্যার এক প্রসিদ্ধ কেন্দ্র। সুদূর অতীতে এখানে বাস করতেন সংস্কৃত সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কাব্যকার এবং ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি কালিদাস। কালিদাস জগতের শ্রেষ্ঠ কবিগণের অন্যতম। ইউরোপের কবি-শিরোমণিদের সমকক্ষ কবি হলেন এই কালিদাস। তাঁর স্থান গ্রীসের শ্রেষ্ঠ কবি হোমার, ইতালীর শ্রেষ্ঠ কবি দান্তে এবং ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠ কবি সেক্স্পীয়ারের সঙ্গে এক পংক্তিতে।

অনুবাদ : বহু শতাব্দীব্যাপী ভারতের ইতিহাসে উজ্জয়িনীর মতো এত প্রসিদ্ধ শহর আর ছিল না। বরাবর এই শহর বিদ্যাচর্চার কেন্দ্র হিসাবে বিখ্যাত ছিল। এক সময় জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি কালিদাস এখানে বাস করতেন ; হোমার, দান্তে ও সেক্সপীয়রের সঙ্গে একত্রে তাঁর নাম করা যায়। মাত্র দেড়শ' বছর আগে এখানে ভারতের এক রাজা এসেছিলেন ও কাজ করেছিলেন,—যিনি ছিলেন মহা পণ্ডিত ও জ্যোতির্বিদ, তাঁর সময়ের শ্রেষ্ঠ রাজা। তিনি ছিলেন জয়পুরের রাজা জয় সিংহ। দেখা যাচ্ছে যে ভারতের জন্য যাদের কিছুমাত্র অনুরাগ আছে তাঁরাই এই প্রাচীন শহর উজ্জয়িনীর প্রতি গভীর আকর্ষণ অনুভব করেন।

Short Questions and Answers

Q. 1. *Why was the city of Ujjain famous in ancient India ?*

[প্রাচীন ভারতে উজ্জয়িনী নগরী বিখ্যাত ছিল কেন ?]

Ans. In ancient India Ujjain was famous as a seat of learning. Poet Kalidas, one of the greatest poets of the world lived here. The famous astronomer Rajah Jey Singh of Jeypore worked in Ujjain only a hundred and fifty years ago.

[প্রাচীন ভারতে এক শিক্ষাকেন্দ্র হিসাবে উজ্জয়িনী বিখ্যাত ছিল। এখানে

বিশ্বের অন্যতম সেরা কবি কালিদাস বাস করতেন। মাত্র দেড়শ' বছর আগে বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ, জয়পুরের রাজা জয়সিংহ, এখানে গবেষণার কাজ করেছিলেন।]

Q. 2. *Who. was Kalidas ?* [কালিদাস কে ছিলেন ?]

Ans. Kalidas was the greatest poet of ancient India. He wrote Sanskrit epics, dramas and lyrics. [কালিদাস ছিলেন প্রাচীন ভারতের শ্রেষ্ঠ কবি। তিনি সংস্কৃত ভাষায় মহাকাব্য, নাটক ও কবিতা রচনা করেছিলেন।]

Q 3. *What do you know about Homer, Dante and Shakespeare ?* [Homer, Dante ও Shakespeare সম্বন্ধে কি জান ?]

Ans. Homer was the greatest poet of ancient Greece. He wrote two famous epics, *Iliad* and *Odyssey*. Dante was a famous Italian poet, one of the greatest poets of mediaeval Europe. He wrote *Divine Comedy*. Shakespespeare was the greatest poet and dramatist of England. He wrote a large number of dramas.

[Homer ছিলেন প্রাচীন গ্রীসের শ্রেষ্ঠ কবি। Iliad ও Odyssey নামে তিনি দুখানি মহাকাব্য রচনা করেন। Dante ছিলেন ইটালীর খ্যাতনামা কবি। মধ্যযুগে তিনি ইউরোপের শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন। তিনি রচনা করেন *Divine Comedy*, Shakespeare ছিলেন ইংল্যাণ্ডের শ্রেষ্ঠ কবি ও নাট্যকার। তিনি বহু নাটক রচনা করেছিলেন।

Q. 4. *Who was the king that visited Ujjain only a hundred and fifty-years ago ?* [কোন্ রাজা মাত্র দেড়শ' বছর আগে উজ্জয়িনীতে গিয়েছিলেন ?]

Ans. He was Raja Jey singh of Jeypore. Jey singh was a great astronomer.

[তিনি ছিলেন জয়পুরের রাজা জয় সিংহ। জয় সিংহ ছিলেন একজন বিরাট জ্যোতির্বিদ।]

Paragraph 2

Gist : Of all the great persons who lived or worked in Ujjain, the name of King Vikramaditya is held to be dearest in the hearts of the people of India. He became king of Malwa in 57 B.C. He was worshipped by the people of his time. He is thought to be the greatest judge in history.

সারার্থ : উজ্জয়িনীতে যে সব খ্যাতনামা ব্যক্তি বাস করেছেন বা কাজ করেছেন, তাঁদের মধ্যে রাজা বিক্রমাদিত্যের নাম ভারতের জনসাধারণের মনে সকলের চেয়ে বেশি স্থান লাভ করে আছে। তিনি ৫৭ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে মালবের রাজা হন। তাঁর সময়ের লোকেরা তাঁকে দেবতার মতো ভক্তি করত। ইতিহাসে তিনি শ্রেষ্ঠ বিচারক বলে গণ্য হয়ে থাকেন।

Notes, etc. : *Deep*—deeply ; গভীরভাবে। *Hearts—i.e.* affection ; ভালবাসা। *Is held even dearer*—is loved much more than the other names, *i.e.*, of Kalidas and Jey Singh. *Mentioned*—named ; নাম করেছি। *Those I have mentioned—i.e.*, the names of the poet Kalidas, and the astronomer King Jey Singh. **Vikramaditya**—*lit.*, "One who is like the sun in power" ; it is a title taken by many ancient Indian kings. Most probably Vikramaditya is the great Gupta emperor, Chandragupta II (380-413 A. D.) (See *Introduction*). বিক্রমাদিত্য। ঐতিহাসিকগণ অনেকে বলেন, দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত এই বিক্রমাদিত্য। **Malwa**—formerly the name of an Indian State in Central India ; মালব রাজ্য। The name is derived from the ancient tribe of Malavas who founded the *Vikramsamvat*, an era dating from 57 B. C. The Paramaras, a Rajput clan, ruled for about four centuries (800-1200 A. D.) with their capital at Ujjain and later at Dhara. The modern Indian States of Bhopal, Indore, Dhara, etc. fall within the boundaries of old Malwa. **Before Christ**—"Before the birth of Christ. The Christian era is calculated from the year of the birth of Christ. Periods previous to that, are referred to as so many years before (the birth of) Christ" (*i.e.*, B.C.).

N.B. Actually the Christian era begins four years after the birth of Christ. *The year 57 before Christ*—57 B. C. ; খ্রীষ্টপূর্ব ৫৭ অব্দ। It is said that in that year Vikramaditya defeated the Sakas and took from them the kingdom of Malwa. Ujjain was the capital of Malwa. *How······be*—Many many years have passed since that date.

Clearly—distinctly ; vividly ; স্পষ্টরূপে। *To this day*—even at the present time ; আজ পর্যন্ত। *Putting something religious*—কোনও ধর্মকথা লিখে। *At the top*—at the head of the letter ; চিঠির মাথায়।

'The Name of the Lord'—the name of God or of the special deity one worships (*e.g.*, Krishna, Durga, etc.) ; ভগবান্ অথবা কোন্ বিশেষ দেবতার নাম (শ্রীহরি, শ্রীদুর্গা ইত্যাদি) **'Call on the Lord'**—pray to God. It is a religious injunction sometimes written at the head of the letter, *e. g.*, শ্রীহরিঃ শরণম্ etc. *Sort*—kind ; রকম। *Something of the sort*—some similar thing ; ঐ রকম কিছু, *e.g.*, শ্রীকৃষ্ণ ভরসা etc. **Address**—(here) the name of the place from which the person is writing ; লেখকের ঠিকানা। *As we all ......a letter*—i. *e.*, it is the custom followed by people of all countries (*i. e.*, to write the address and date.) *States*—writes ; mentions. **The Lord** (here)—Jesus Christ ; যীশু খৃষ্ট। *The year of the Lord*—*i.e.* the year since the Nativity (*i.e.*, birth) of Christ. In Latin this is known as *Anno Domini*, generally abbreviated as A. D. *The year······1900*—*i. e., 1900* years since the birth of Christ. 1900 *A.D. For instance*—for example ; উদাহরণস্বরূপ। *As we might*—as Christians might write. **N. B.** Note, however, that all educated people in India now-a-days generally use the Christian era **Era**—"System of chronology starting from some particular point of time, as Christian era, era of the Hegira" (*C. O. D.*) ; অব্দ। **The Era of Vikramaditya**—the era founded by King Vikramaditya.

N. B. *The Era of Vikramaditya* is known as *Samvat* (in English called the Vikramaditya Era) and dates from 57 B.C., the year in which Vikramaditya defeated the Sakas and became king of Malwa. It is difficult to say whether Vikramaditya really introduced this era or merely renamed the old 'মালবকাল' or 'মালবগণস্থিত্যব্দ'। **N. B.** Any particular year of the *Samvat* era may be got by adding 57 to the year of the Christian era. Thus 1900 A. D. would be equivalent to 1957 *Samvat.*

N. B. Elsewhere in her *Footfalls of Indian History*, Sister Nivedita rejects the popular view which she uses in this story. She accepts the view generally held by historians. She writes, "Vikramaditya of Ujjain then was no other than Chandragupta II of Pataliputra, who reigned from A.D. 375 to A.D. 413."

নিবেদিতা তাঁর *Footfalls of Indian History* বই-এর এক জায়গায় বর্তমান কাহিনীতে উল্লিখিত মত বর্জন করে ঐতিহাসিকদের অভিমত গ্রহণ করেছেন। তিনি লিখেছেন যে উজ্জয়িনীর বিক্রমাদিত্য ছিলেন পাটলিপুত্রের রাজা দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত, যিনি ৩৭৫ থেকে ৪১৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন।

Judge—decide ; বিচার করা।

That name—the name of Vikramaditya. *Likely*—probable. *Whether......India*—whether it is possible that the people of India will ever forget the name of Vikramaditya. The implication is that the name of Vikramaditya will never be forgotten. **N.B.** The *Vikrama samvat* is used all over Northern India except in Bengal. *Whole*—all that there is of ; সম্পূর্ণ অংশ। *Secret*—mystery ; hidden thing ; রহস্য ; গুপ্ত বিষয়। *Scarcely*—hardly ; কদাচিৎ। *Recover*—find out again ; পুনরুদ্ধার করা। *The whole......recover*—Vikramaditya lived long long ago. We do not know the details of his life and why he was so deeply loved. These things remain a secret to us. And it is not possible for us now—after so many years have passed—to find out all these things.

Our—i.e., of the British Isles. The writer (Sister Nivedita) was an Irish lady. ***King Arthur**—was the great king of the Britons. Very little is known about his life ; he may be entirely a legendary figure. According to some accounts, he was a historical figure fighting against the Saxons and lived in the 6th century and was killed in battle. He was the hero of a cycle of romance.

***N. B.** Arthur was a great warrior and conquered the heathen tribes around him. He founded an Order of Knights. known as the Knights of the Round Table. These Knights had to take the vow of purity and loyalty to the king and the mission of their life was to redress human wrongs. The dominant note of all Arthurian legends is that "there was no braver or more noble king than Arthur." Camelot was the capital of King Arthur. Many English writers have written about King Arthur and his knights. Malory's *Morte D'Arthur* and Tennyson's *Idylls of the King* are famous.

১ আর্থার ছিলেন ব্রিটনদের রাজা। পৌরাণিক অতিরঞ্জিত কবিকল্পনার সঙ্গে তাঁর নামটি জড়িত হওয়ায় তাঁর সম্বন্ধে ঐতিহাসিক বৃত্তান্তগুলি সঠিক জানবার উপায় নেই। সত্যকারের আর্থারকে ঐতিহাসিকগণ ৬ষ্ঠ শতাব্দীর

বীর বলেছেন। তিনি যুদ্ধে নিহত হন। তাঁকে ঘিরে অনেক বীরত্ব কাহিনী ও কবির কল্পনা জমে উঠেছে। তিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এক বীর সম্প্রদায়ের —এঁদের বলা হত গোলটেবিলের বীরবৃন্দ। এই বীরেরা, যাদের বলা হত নাইট, শপথ গ্রহণ করত যে তারা পবিত্রতা ও রাজভক্তি করবে জীবনের মূলমন্ত্র, এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে চিরকাল সংগ্রাম চালাবে। আর্থারের রাজধানীর নাম ছিল ক্যামেলট (Camelot)। আর্থারের গল্পগুলি অবলম্বনে সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন পঞ্চদশ শতাব্দীর লেখক ম্যালরি এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর কবি টেনিসন।

Alfred the Great—*King Alfred was a great king of England. He was called Alfred the Great.* He was king of the West Saxons in England from 871 to 901 A.D. He organised the English army and created something like a navy. He defeated the Danes and succeeded in restoring peace and order in the country. Alfred was a great patron of learning. *Some historians consider him to be the greatest king of England.* Many stories are current about Alfred's kindness towards his subjects (মহান্ রাজা আল্‌ফ্রেড).

True—honest ; just ; সাধু ; ন্যায়পরায়ণ। *Gentle*—noble ; courteous ; kind ; মহৎ ; ভদ্র ; দয়ালু। [*Strong, gentle*—Kalidas speaks of ভীমকান্তৈর্নৃপগুণৈঃ।] *The men of his own day*—his contemporaries ; তাঁহার সমসাময়িক ব্যক্তিগণ। *Worshipped*—adored as divine ; দেবতাজ্ঞানে পূজা করত।

Those of all after times—people of succeeding generations ; পরবর্তী কালের লোকেরা। *Obliged*—bound ; বাধ্য হত। *Give......place*—*i.e.*, consider him as superior to every other king. (তাঁকে আর সকলের থেকে উপরে স্থান দিয়েছিল।)

Never looked in his face—never seen him. **Appealed to**—made supplication to ; prayed to ; আবেদন করেছিল। **Great**—noble ; মহৎ। **Tender**—soft ; merciful ; কোমল ; করুণাপূর্ণ। *Simply*—only ; শুধু। *Never......king*—no other king was ever loved so much as King Vikramaditya. *Those......king*—Here the writer speaks of the love and respect in which King Vikramaditya was held by people of succeeding generations. **They had not seen** Vikramaditya. But from the stories,

handed down from generation to generation, they knew that Vikramaditya had a noble and kind heart.

যুগ যুগ ধরে ভারতবাসীগণ বিক্রমাদিত্যকে পূজা করে এসেছে। তিনি কবে মারা গেছেন, আর তাঁর কার্যাবলী ইতিহাসের এক সুদূর অতীতের অস্পষ্ট অধ্যায়ের মধ্যে বিস্মৃতি তলে ডুবে গেছে। কিন্তু তবুও তারা এটুকু নিশ্চয় জানে ও উপলব্ধি করে যে তিনি ছিলেন একজন আদর্শ রাজা—যাঁর হৃদয় ছিল দয়া ও জ্ঞানের আধার।

Do know—*i.e.*, definitely know ; নিশ্চয় করে জানি। *But one thing we do know*—*i.e.*, though we do not know all the details of Vikramaditya's life, we know one thing about him definitely. *It is told of him*—*i.e.*, there are stories about him to show. *That..... history*—Of the judges mentioned in history, King Vikramaditya was the greatest. **N. B.** Note that Vikramaditya was a king ; but in those days a king had to do the work of a judge as well. Distributing justice to the subjects was one of the functions of kingship in ancient India. People used to come to the king to have their disputes decided by him.

যদিও বিক্রমাদিত্যের জীবনের ঘটনাগুলি আজ বিস্মৃতির গর্ভে, তবুও ভারতবাসীরা সবাই একথা ধ্রুব সত্য বলে জানে যে তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠ ন্যায়বিচারক। তখনকার দিনে রাজারা প্রজাদের সকল বিষয় স্বয়ং বিচার করতেন।

Expl. : He was like our King Arthur or like Alfred the Great......true and gentle (**C.U. 1945**). This passage is from the story of the *Judgment-seat of Vikramaditya.* Vikramaditya was a great king of ancient India. We do not know the details of his life. But we know that the people of his time loved him very much. They almost adored him like a god. Vikramaditya of India may be compared to two great kings of British history. One is King Arthur—a legendary king of the Britons. Arthur was a strong and gentle ruler. He and his band of Knights fought for the ideals of purity and justice. The other is King Alfred—one of the greatest kings of England. He fought with the Danes and established peace and order and justice in the country. He was a great patron of learning and kind to his subjects. King Vikramaditya was like them. He was a strong, just and kind ruler.

[Add notes on *King Arthur* and *Alfred the Great.*]

ব্যাখ্যা : উদ্ধৃত অংশটি The Judgment-Seat of Vikramaditya থেকে নেওয়া হয়েছে। বিক্রমাদিত্য ছিলেন প্রাচীন ভারতের একজন বিখ্যাত নরপতি। তাঁর জীবনের খুঁটিনাটি ঘটনাগুলি আমরা জানিনা, তবে একথা জানি তিনি সর্বজনপ্রিয় নৃপতি ছিলেন। তাঁকে ভারতবাসীরা দেবতার মত পূজা করত। ইংলণ্ডের দুইজন রাজার সহিত তাঁকে তুলনা করা যেতে পারে। একজন হলেন রাজা আর্থার যাঁর কার্যকলাপ পৌরাণিক কবি-কল্পনায় রঞ্জিত। আর্থার ছিলেন শক্তিমান ও করুণ-হৃদয় নরপতি। তিনি ও তাঁর বীরব্রতধারী সৈনিকবৃন্দ পবিত্রতা ও ন্যায়ের আদর্শ প্রতিষ্ঠা করবার জন্য সংগ্রাম করতেন। আর একজন হলেন রাজা আলফ্রেড। ইনি ডেনদের সঙ্গে যুদ্ধ করে দেশরক্ষা করেছিলেন, এবং স্বদেশে শান্তি, শৃঙ্খলা ও ন্যায়বিচার স্থাপন করেছিলেন। ইনি বিদ্যোৎসাহী ও প্রজাবৎসল নৃপতি ছিলেন। এঁদের মতই পরাক্রান্ত, দয়ালু ও ন্যায়নিষ্ঠ রাজা ছিলেন বিক্রমাদিত্য।

Grammar and Composition : *Than those I have mentioned*—adverb clause, modifying 'dearer'. *putting, writing*—Participles (Verbal Adjectives) qualifying the noun 'Hindu'.

As we all do in beginning a letter—Here *beginning* is a gerund having the force of a Noun and a Verb. As a noun, it is governed by preposition 'in' and as a verb, it takes the object 'a letter' after it

Likely--adjective, it means 'to be expected'. It is also used as an adverb, *e. g.*, He will very likely (=probably) be here again.

Simply (*adv.*), simple (*adj.*), simplicity (*noun*), simplify (*verb*).

We do know—Here *do* is an auxiliary verb, used to emphasize the assertion (know).

অনুবাদ : কিন্তু আমি যে সকল নামের উল্লেখ করেছি, ভারতের জনগণের হৃদয়ের অন্তঃস্থলে তার চেয়েও প্রিয় একটি নাম বিরাজ করছে, তাহ'ল বিক্রমাদিত্যের নাম। এরূপ শোনা যায় যে খ্রীষ্টপূর্ব ৫৭ অব্দে বিক্রমাদিত্য মালবদেশের রাজা হন। সে অনেক বছর আগের কথা। কিন্তু তবুও তিনি এত স্পষ্টভাবে মানুষের স্মৃতিতে আছেন যে, আজও যখন কোনও হিন্দু একখানি চিঠি লিখতে ইচ্ছা করেন তখন চিঠির মাথায় ধর্মমূলক কোন কথা লেখবার পরে—যেমন ভগবানের নাম, বা ভগবানকে ডাকা (শ্রীহরিঃ শরণম্) বা ঐ রকম কিছু—নিজের ঠিকানা লিখে (যেমন আমরা সকলেই চিঠির শুরুতে লিখে থাকি) যখন তিনি তারিখ নির্দেশ করিতে যান, তখন তিনি আমাদের

মত (অর্থাৎ খ্রীষ্টানদের মত) "ভগবান যীশুর ১৯০০ অব্দ"—অর্থাৎ যীশুখ্রীষ্টের ১৯০০ বৎসর পরে—ঐরূপ কথা না লিখে "বিক্রমাদিত্যের ১৯৫৭ বৎসর" এইরূপ কথা লেখেন। সুতরাং ঐ নাম ভারতবর্ষে কখনও বিস্মৃত হবার সম্ভাবনা আছে কিনা তা আমরা নিজেরাই বিচার করে দেখতে পারি। এখন (প্রশ্ন এই যে) এই বিক্রমাদিত্য কে ছিলেন এবং কেনই বা তাঁকে লোকে এত ভালবাসত ? এত দিন পার হবার পরে সেই রহস্য সম্পূর্ণ উদ্‌ঘাটিত হবে, আমরা তা আশা করতে পারি না। তিনি ছিলেন আমাদের রাজা আর্থার কিংবা মহামতি আল্‌ফ্রেডের মত—এত শক্তিমান, সাধু ও ভদ্র ও দয়ালু যে, তাঁর সমসাময়িক লোকেরা তাঁকে প্রায় দেবতাজ্ঞানে পূজা করত ; এবং তাঁর পরবর্তীকালের লোকেরা যদিও তাঁকে কখনও চোখে দেখে নি কিংবা তাঁর মহৎ ও করুণাপূর্ণ হৃদয়ের নিকটে কোনও আবেদন জানাবার সুযোগ পায় নি—তথাপি তাঁরা স্বতঃই তাঁকে শ্রেষ্ঠ আসনে বসিয়েছে ; কেন-না তারা দেখেছে যে, কখনও কোন রাজা এই রাজার মত (অর্থাৎ বিক্রমাদিত্যের মত) ভালবাসা পান নি, কিন্তু বিক্রমাদিত্য সম্বন্ধে আমরা একটি কথা নিশ্চিতরূপে জানি। তাঁর সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে, তিনি ইতিহাসে সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারক ছিলেন।

Short Questions and Answers

Q. 1. *When did Vikramaditya become King of Malwa ?*

[বিক্রমাদিত্য কখন মালবের রাজা হয়েছিলেন ?]

Ans. Vikramaditya became King of Malwa in 57 B. C.

[বিক্রমাদিত্য ৫৭ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দে মালবের রাজা হয়েছিলেন।]

Q. 2. *Why was Vikramaditya loved deeply by the men of his own day ?* [বিক্রমাদিত্যের সমসাময়িক জনসাধারণ তাঁকে গভীরভাবে ভালবাসত কেন ?]

Ans. The men of his own day loved Vikramaditya deeply because he was strong and true and gentle.

[বিক্রমাদিত্যের সমসাময়িক লোকেরা তাঁকে গভীরভাবে ভালবাসত এই কারণে যে তিনি ছিলেন যেমন শক্তিমান, সেইরূপ সাধু ও ভদ্র।]

Q. 3. *Who was King Arthur ?* [রাজা আর্থার কে ছিলেন ?]

Ans. He was the king of Britons. It is said that he lived in England in the 6th century A.D. and fought against the Saxons.

[তিনি ছিলেন ব্রিটনদের রাজা। ষষ্ঠ শতাব্দীতে তিনি রাজত্ব করতেন। এবং স্যাক্সনদের বিরুদ্ধে তিনি যুদ্ধ করেছিলেন।]

Q. 4. *Who was Alfred the Great?* [মহান আলফ্রেড কে ছিলেন ?]

Ans. Alfred was a great king of England from 871 to 901 A. D. He defeated the Danes and restored peace and order in the country. [আলফ্রেড ছিলেন ৮৭১ থেকে ৯০১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ইংল্যাণ্ডের রাজা। তিনি Dane দের পরাজিত করে রাজ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।]

Q. 5. *Why did the people of after times give Vikramaditya the first place?* [বিক্রমাদিত্যের পরবর্তী যুগের লোকেরা তাঁকে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান দিত কেন ?]

Ans. The people of all after times gave Vikramaditya the first place because they were sure that no King had ever been loved like him.

[পরবর্তী সকল যুগের মানুষরা বিক্রমাদিত্যকে শ্রেষ্ঠ স্থান দিত কারণ তাঁর মতো অন্য কোনও রাজা যে লোকের এত ভালবাসা কুড়োতে পারেন নি এ বিষয়ে তারা সুনিশ্চিত ছিল।]

Q. 6. *What is told of Vikramaditya?*

[বিক্রমাদিত্যের সম্বন্ধে কি কথা বলা হয়ে থাকে ?]

Ans. It is told that he was the greatest judge in history.

[তাঁর সম্বন্ধে বলা হয় যে ইতিহাসে তিনি ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারক।]

Paragraph 3

Gist: As a judge Vikramaditya never made any mistake. He never punished the innocent. He never let off the guilty. When people had difficult questions to solve, they used to come to Vikramaditya. They were sure that he would give them the right answer.

সারার্থ: বিচারক হিসাবে বিক্রমাদিত্য ছিলেন অভ্রান্ত। নিরপরাধকে কখনও তিনি দোষী সাব্যস্ত করেন নি, অথবা অপরাধীকে কখনও নির্দোষ বলে নিষ্কৃতি দেন নি। লোকের কোন দুরূহ বিষয়ের সমাধান দরকার হলে তাঁর কাছে ছুটে আসত, জানত যে তিনি নিশ্চয়ই সকল সংশয় দূর করে সত্য পথটি দেখিয়ে দিতে পারবেন।

Notes, etc.: Deceived—misled; mistaken; প্রতারিত; ভ্রমে পতিত। *Never......deceived—i.e.,* the king was always sure to

find out the truth. **The wrong man**—*i.e.*, the innocent man; নির্দোষ লোক। **The guilty**—criminals; wrong-doers; দোষী; অপরাধী। *Trembled*—shook with fear; ভয়ে কাঁপিত। **Straight**—directly; সোজাসুজি। *Guilt*—offence; অপরাধ। *His eyes...... guilt*—*i.e.*, he would immediately find out their guilt. His keen intellect would discover even the most cleverly concealed guilt. অপরাধীর (পাপীর) গুপ্ত অপরাধ (পাপ) তিনি তখনই বুঝতে পারতেন। অপরাধীর গোপন অপরাধকে তিনি তাঁর তীক্ষ্ণ ধীশক্তি দ্বারা টেনে বার করে আনতেন। *Difficult*—hard; শক্ত। **Questions**—problems requiring solution; সমস্যা; প্রশ্ন। *Thankful*—grateful; কৃতজ্ঞ। *To come*—to the king to have their problems solved by him. *Rest*—remain quiet, চুপ করে থাকা। *Understood the matter*—*i.e.*, solved the problem; সমস্যা সমাধান করেছেন। **Convince**—firmly persuade; satisfy; বিশ্বাস জন্মান; সন্তুষ্ট করা। *An answer ....convince all*—*i.e.*, Vikramaditya's solution or judgment would be satisfactory to all. It would be absolutely correct, nobody would be able to doubt it.

Grammar & Composition: *Deceive* (vb.); *deception* (*n.*); *deceptive* (adj); *Convince* (vb.); *conviction* (n.).

Never means of no time in the past (or future). When the sentence begins with *never*, the subject is put in between the auxiliary and the principal verb. (Never was he deceived).

Wrong man—Here wrong is an *adjective*. Other uses: *adverb*—He guessed *wrong* (=wrongly).

noun—He is too young to know the difference between right and *wrong*.

Verb—You *wronged* me in saying that I am lazy.

অনুবাদ ঃ তিনি কখনও প্রতারিত হন নি (বা ভুল করেন নি)। তিনি কখনও ভুল লোককে (অর্থাৎ নির্দোষকে) শাস্তি দেন নি। দোষী ব্যক্তিরা তাঁর সম্মুখে এলে ভয়ে কাঁপত, কেন-না তারা জানত যে, তাঁর চক্ষু তাদের অপরাধের দিকে সোজা দৃষ্টি নিক্ষেপ করবে (অর্থাৎ তাঁর কাছে তাদের অপরাধ সহজেই ধরা পড়বে); এবং যাদের কোন শক্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবার থাকত এবং যারা সত্য জানতে চাইত, তারা রাজার নিকটে আসবার অনুমতি পেলে ধন্য বোধ করত; কেন-না তারা জানত যে, বিষয়টি বুঝতে না পারা পর্যন্ত

তাদের রাজা কখনই নিরস্ত হবেন না এবং অবশেষে তিনি যে উত্তর দেবেন তাতে সকলেই সন্তুষ্ট হবে।

Short Questions and Answers

Q. 1. *Why did the guilty tremble before King Vikramaditya?*
[রাজা বিক্রমাদিত্যের সামনে অপরাধীরা ভয়ে কাঁপতেন কেন ?]

Ans. They trembled before him because they knew that his eyes would look straight into their guilt.

[তারা তাঁর সামনে ভয়ে কাঁপত কারণ তারা জানত যে তিনি প্রখর দৃষ্টিতে তাদের অপরাধ বুঝে ফেলবেন।]

Q. 2. *Who felt thankful to be allowed to approach the king?*
[রাজার কাছে আসবার অনুমতি পেলে কারা কৃতজ্ঞ বোধ করত ?]

Ans. People who had different questions to ask and wanted to know the truth, felt thankful to approach the king.

[যে সমস্ত লোকের কোন কঠিন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবার থাকত অথবা সত্য জানবার প্রয়োজন হত, তারা রাজার কাছে আসতে পেলে কৃতজ্ঞ বোধ করত।]

Q. 3. *What did the people, who used to come to Vikramaditya with difficult questions, know?* [যারা বিক্রমাদিত্যের কাছে কঠিন সমস্যা নিয়ে হাজির হত, তারা কি জানত ?]

Ans. Those who used to come to Vikramaditya with any difficult question, knew that he would not rest till he understood the matter and that he would give a satisfactory answer.

[যারা বিক্রমাদিত্যের কাছে কোন কঠিন প্রশ্ন নিয়ে হাজির হত, তারা জানত যে বিষয়টি বুঝতে না পারা পর্যন্ত তিনি ক্ষান্ত হবেন না, এবং তিনি সন্তোষজনক উত্তর দেবেন।

Paragraphs 4-5

Gist: The reputation of Vikramaditya as a judge passed into a proverb in India. Whenever any judge decided a case with great skill, it was said of him that he must have sat on the Judgment-seat of Vikramaditya. In course of time, the palace of

Vikramaditya fell into ruins. It was covered with sand and dust, and overgrown with grass and trees. The ruins stood outside Ujjain. But the common people did not know that those were the ruins of Vikramaditya's palace.

সারার্থ ঃ সুবিচারক হিসেবে বিক্রমাদিত্যের নাম ভারতে একটা প্রবাদ-বাক্যে পরিণত হয়েছিল। কোন বিচারক যদি অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে তাঁর বিচারকার্য সমাধা করতেন তবে বলা হত যে তিনি অবশ্যই বিক্রমাদিত্যের বিচারাসনে বসেছেন। কালক্রমে বিক্রমাদিত্যের প্রাসাদ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছিল। ধূলো-বালিতে তা ঢাকা পড়ে গিয়েছিল, এবং তার উপর জন্মেছিল ঘাস ও গাছপালা। এই ধ্বংসাবশেষ ছিল উজ্জয়িনীর বাইরে। সাধারণ লোকেরা কিন্তু জানত না যে ঐ ধ্বংসাবশেষই রাজা বিক্রমাদিত্যের প্রাসাদ।

Notes, etc. : In after time—*i.e.*, in the periods succeeding Vikramaditya's reign ; পরবর্তীকালে। **Pronounced**—uttered ; delivered ; বলতেন ; প্রদান করতেন। **Sentence**—verdict ; (বিচারের) রায়। **Skill**—expertness ; ability ; বিচক্ষণতা ; নিপুণতা। *Pronounced......skill*—decided a case with great ability ; অতিশয় বিচক্ষণতার সঙ্গে কোন মামলায় রায় দিতেন।

The Judgment-seat of Vikramaditya—রাজা বিক্রমাদিত্যের বিচারাসন (বা সিংহাসন)। *He......Vikramaditya*—It was believed that whoever sat on the throne of King Vikramaditya was inspired with great wisdom and a high sense of justice. But we shall see in the present story that all were not fit to sit on it. এইরূপ ধারণা প্রচলিত ছিল যে রাজা বিক্রমাদিত্যের বিচারাসনে যে-ই বসত, সে-ই প্রখর জ্ঞান-বুদ্ধি এবং ন্যায় বিচার-বোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠত। আমরা পরে জানতে পারব যে এই সিংহাসনে বসবার যোগ্যতা সকলেরই ছিল না। **Habit**—settled tendency or practice ; অভ্যাস। **Habit of speech**—style of speaking ; কথা বলবার ভঙ্গী। **The whole country**—*i.e.*; India.

The poor people—the common people ; the mass ; সাধারণ লোকেরা। **Heaped-up**—piled up ; স্তূপীকৃত। **Ruins**—remains ; "what remains of building, town, structure, *etc*." (*C.O.D.*) ; ধ্বংসাবশেষ। *A few miles away*—*i.e.*, some miles distant from Ujjain. The site of the old city is situated a few miles away

to the south of modern Ujjain. **His palace**—**the palace of** King Vikramaditya ; রাজা বিক্রমাদিত্যের রাজবাড়ী। *Yet......palace*—The ruins of Vikramaditya's palace stood a few miles away from modern Ujjain ; but the common people of Ujjain and its neighbourhood did not know this.

Learned—scholarly persons ; বিদ্বান্ ব্যক্তিগণ। *The wise men*—জ্ঞানী ব্যক্তিগণ। **King's court**—the king's "establishment and retinue ; assembly held by sovereign" (*C.O.D.*) ; রাজদরবার। *Who......courts*—*i.e.*, who formed kings' suites or councils ; রাজসভাসদ্গণ। It was the custom of the kings to have learned men and wise men as their courtiers. King Vikramaditya, for example, had nine such men in his court. They were known as "nine jewels" (নবরত্ন)। *Remembered*—*i.e.*, knew that the ruins outside Ujjain represented the site of Vikramaditya's palace. The common people did not know, but the wise men who read books and chronicles, knew where the ruined palace of Vikramaditya stood.

About to tell you—going to narrate ; বলতে যাচ্ছি। **Happened**—took place ; ঘটেছিল। **Long, long ago**—very many years ago ; বহু, বহু, পূর্বে। **Fall into**—be reduced to ; পরিণত হওয়া। *Ruins*—ধ্বংসস্তুপ। *Yet there......ruins*—The idea is that the events, narrated in this story, happened many many years ago. But they happened long after the close of Vikramaditya's reign. During the interval. Vikramaditya's palace fell into ruins and the people also forgot that the ruins were of Vikramaditya's palace. এখানে এই কথা বোঝানো হয়েছে যে, এই কাহিনীতে বর্ণিত ঘটনাগুলি যদিও ঘটেছে দীর্ঘকাল পূর্বে, কিন্তু তা ঘটেছে রাজা বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকালের অনেক কাল পরে। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে (অর্থাৎ তাঁর রাজত্বকাল ও এই কাহিনীর মধ্যবর্তী কালের মধ্যে) রাজার প্রাসাদ ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়েছে, এবং সাধারণ লোকেরাও তা ভুলে গেছে। কাজেই এই মধ্যবর্তী কালটা নিশ্চয়ই খুব বেশী সময় ছিল। So the interval must have been long enough. **Fortress**—fort ; দুর্গ। King Vikramaditya was a great warrior. He had strongly fortified the town of Ujjain. His palace itself was built like a fort. *For the sand......them*—*i.e.*, the ruins of Vikramaditya's

palace were covered over with sand. For years together the sand must have been deposited by winds and storms. Heaps of sand gathered over the ruins. **Covering**—hiding ; ঢেকে দিয়ে। **Blocks of stone**—huge pieces of stone with which the palace was built ; বড় বড় প্রস্তরখণ্ড যা দিয়ে রাজবাড়ি তৈরি হয়েছিল। **Block**—"prepared piece of building stone" (*C.O.D.*) *Bits*—pieces ; টুকরোগুলি। *Bits of old wall*—The wall of the palace or round it had mostly fallen down into ruins, but parts of it still remained. These were covered with dust and overgrown with grass and trees. **The people**—the common people ; জনসাধারণ। *Forget*—that the ruins were the ruins of Vikramaditya's palace. *There had......forget*—A long time had elapsed since the death of Vikramaditya. Not only had his palace fallen into ruins, but even the peopla had forgotten that the ruins had once been Vikramaditya's palace. **N.B.** Note that King Vikramaditya of tradition ruled in the 1st century B.C, while the story given in the Text is supposed to have taken. place in the reign of King Bhoja in the 10th century A.D. (See **Introduction—Source of the Story.**) Thus there was an interval of ten centuries. And it was natural that ordinary people did not know that the ruins were the ruins of Vikramaditya's palace. রাজা বিক্রমাদিত্য খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম অব্দে রাজত্ব করতেন, আর এই কাহিনীতে বর্ণিত ঘটনাগুলি ঘটেছিল রাজা ভোজের রাজত্বকালে, অর্থাৎ দশম খ্রীষ্টাব্দে। এই দশ শতকের ব্যবধানে বিক্রমাদিত্যের প্রাসাদ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছিল, এবং এতদিন পরে সাধারণ লোকেরা যে তা ভুলে যাবে সেটাই স্বাভাবিক।

Grammar etc. : *Pronounce* (vb.) ; *Pronunciation* (n.).

অনুবাদ : এবং সেই জন্য পরবর্তীকালে ভারতবর্ষে যখন কোন বিচারক অতি নৈপুণ্যের সঙ্গে কোনও মামলার বিচার করে রায় দিতেন, তখন তাঁর সম্বন্ধে বলা হত, "আঃ, তিনি নিশ্চয়ই বিক্রমাদিত্যের বিচারাসনে (সিংহাসনে) বসেছিলেন।" সারা দেশে এই রকম কথা বলবার ভঙ্গী দাঁড়িয়ে গিয়েছিল : কিন্তু খাস উজ্জয়িনীতে (সাধারণ)·দরিদ্র লোকেরা ভুলে গিয়েছিল যে, কয়েক মাইল দূরবর্তী স্তূপীকৃত ধ্বংসাবশেষ একদা তাঁরই (রাজা বিক্রমাদিত্যেরই) রাজপ্রাসাদ ছিল ; কেবলমাত্র ধনী ও বিদ্বান লোকেরা এবং যে সকল জ্ঞানী ব্যক্তি বিভিন্ন রাজসভায় থাকতেন তাঁরাই একথা জানতেন।

আমি তোমাদের যে গল্পটি বলতে যাচ্ছি, তা বহু পূর্বে ঘটেছিল ; কিন্তু তা হলেও ইতিমধ্যেই উজ্জয়িনীর পুরাতন রাজপ্রাসাদ ও দুর্গ ধ্বংসাবশেষে পরিণত হয়ে গিয়েছিল এবং তাদের উপর বালি স্তূপীকৃত হয়েছিল। বড় বড় প্রস্তরখণ্ডগুলি এবং পুরাতন প্রাচীরের ভগ্ন অংশগুলি সব ঢেকে গিয়েছিল এবং ঘাস, ধূলি, এমন কি গাছপালাও সেগুলিকে আবৃত করে রেখেছিল। ইতিমধ্যে সাধারণ লোকেরাও (এরা) সব কিছু ভুলে গিয়েছিল।

Short Questions and Answers

Q. 1. *What was the habit of speech of the whole country ?*

[সারা দেশের লোকদের কিভাবে কথা বলার অভ্যাস হয়েছিল ?]

Ans. When a judge, in deciding cases, gave any verdict with great skill, people used to say, "Ah, he must have sat on the Judgment-Seat of Vikramaditya !" This was the habit of speech of the whole country.

[কোন বিচারক অত্যন্ত বিচক্ষণের মতো কোন মামলার রায় দিলে লোকজন বলত, "আঃ, তিনি নিশ্চয় বিক্রমাদিত্যের বিচারাসনে বসেছেন !" সারা দেশে এই ভাবে কথা বলার রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।]

Q. 2. *What did the wise men remember ?*

[জ্ঞানী লোকদের কোন্ বিষয়টি স্মরণে ছিল ?]

Ans. They remembered that the heaped-up ruins a few miles away from Ujjain had once been the palace of King Vikramaditya.

[তাঁরা জানতেন যে উজ্জয়িনীর কয়েক মাইল দূরে স্তূপীকৃত ধ্বংসাবশেষ একদিন ছিল রাজা বিক্রমাদিত্যের রাজপ্রাসাদ।]

Q. 3. *When did the story told by the writer happen ?*

[লেখিকা যে কাহিনী বলছেন তা কখন ঘটেছিল ?]

Ans. It happened many, many years ago.

[তা ঘটেছিল অনেক অনেক কাল আগে।]

Q. 4. *What happened to the palace of Vikramaditya long after his time ?*

[বিক্রমাদিত্যের আমলের দীর্ঘকাল পরে তাঁর প্রাসাদের কি অবস্থা হয়েছিল ?

Ans. The palace of Vikramaditya fell into ruins and sand heaped up over them long after the close of his reign.

[বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকালের অনেক দিন পরে তাঁর প্রাসাদ ভগ্নস্তূপে পরিণত হয় এবং মাটির নীচে চাপা পড়ে যায়।]

Paragraphs 6-8

Gist : People of the Indian villages send their cows to graze in the wild land around. In the morning the cows are sent out in charge of cows-boys ; they graze all day long and return in the evening. Indian cows are gentle little creatures. Hindus love them very much and almost worship them. The cows are treated like the members of the family.

সারার্থ : ভারতবর্ষের গ্রামে গ্রামে লোকে গরুগুলিকে পতিত জমিতে চরতে পাঠায়। সকালে রাখাল বালকদের তত্ত্বাবধানে তারা বাহির হয়, সারাদিন মাঠে চরে এবং সন্ধ্যায় ঘরে ফিরে আসে। ভারতীয় গাভীরা বড় নিরীহ জীব। হিন্দুরা তাদের বড় ভালবাসে এবং পূজা করে। গাভীদের মনে করা হয় যেন তারা গৃহের পরিবারবর্গের মতই আত্মীয়।

Notes, etc. : In those days—*i.e.* in that past age when the incidents described in the story took place ; সেই অতীত কালে। *The people of the villages*—*i.e.*, the Indian villagers. **Still**—even now ; even at the present time ; বর্তমান কালেও। *Out*—of the villages. **Wild land**—uncultivated land ; forest land ; অকর্ষিত ভূমি ; বনভূমি। *Graze*—feed on grass ; ঘাস খাওয়ান ; চরান।

In the care of—under the charge of ; তত্ত্বাবধানে। **Shepherds**—lit., "men who tend sheep at pasture" (মেষপালক) ; but here the word is used in the wider sense of those who tend any kind of animals at pasture. Strictly speaking, we should say *cowherds* instead of *shepherds*. এখানে কথাটা রাখাল বালকদের বুঝাতেই ব্যবহৃত হয়েছে—যারা গরু চরাতে যায়। *Return*—come back home. **Close on**—just at, or just after ; ঠিক পরে। **Dusk**—twilight ; গোধূলি ; "darker stage of twilight" (*C.O.D.*) ; প্রদোষ। *How I wish*—*i.e.*, I very-much wish. আমার কত ইচ্ছা হয়।

Coming—*i.e.*, returning home in the evening. Going—*i.e.*, going out for pasture in the morning. **N. B.** Many Vaishnava **lyrics, specially those relating to *Gostha* (গোষ্ঠ),** finely describe

the coming and the going of the cows. *How I wish etc.*—Nivedita had adopted India as her spiritual home and she lived the life of an Indian in India. Here she seems to be speaking to British children who have no direct knowledge of Indian life and manners. She tries to paint to them a graphic picture of Indian cows going out of the villages in the morning and coming back in the evening. নিবেদিতা ভারতবর্ষকে নিজের দেশ বলে গ্রহণ করে নিয়েছিলেন। এই আধ্যাত্মিক সম্বন্ধ বশতঃ তিনি ভারতবাসীর মতই জীবন যাপন করতেন। এখানে তিনি ইংলণ্ডের বালকবালিকাগণের জন্য প্রবন্ধটি লিখেছেন, সেই জন্য ভারতীয় গাভীদের সকালে বহির্গমন ও সন্ধ্যায় প্রত্যাগমনের একটি সবিস্তর বর্ণনা দিচ্ছেন।

Gentle—mild ; শান্ত। **Little creatures**—small animals. Compared to British cows, Indian cows are small in size. **Wise**—intelligent ; বুদ্ধিপ্রকাশক। The eyes of the cows are expressive of their intelligence. **Hump**—a lump of flesh on the back ; ককুদ। Its alternative form is *hunch.* **Timid**—"easily alarmed ; shy" ভীরু ; লাজুক। **Wild**—violent ; untamed ; দুর্দান্ত ; বন্য। *Our cattle*—*i.e.*, cows in great Britain and Ireland. **N. B.** Sister Nivedita is an Irishwoman. *Every......then*—All Hindus love the cow.

Precious—valuable ; মূল্যবান্। **Dry**—not rainy ; বৃষ্টিশূন্য। But all parts of India are not dry. This is not an accurate description of the whole of India, particularly Eastern India (Bengal and Assam). *They are......dry country*—The climate of India is very hot and dry. In some seasons, the supply of water runs short. The cow's milk provides cool drink. It is also valuable as food. So to the Indians, the cow is very valuable and useful. *Tease*—vex ; বিরক্ত করা। **Frighten**—terrify ; ভয় দেখান। *Instead of that*—instead of vexing and frightening. **Daybreak**—early morning ; প্রত্যূষ। **Pet**—fondle ; আদর করা। *Hanging*—putting on ; পরাইয়া দেয়। **Necklaces**—garlands ; মালা। **Saying poetry to them**—*i.e.*. singing verses before them ; তাদের কাছে ছড়া বলে বা স্তব করে। Hindus worship the cow as a goddess ; and every morning the girls of the family

come to the cowshed and sing verses before the cow. **N.B.** In their গোকুলব্রত Bengali girls worship the cow. **Strewing**—scattering ; ছড়িয়ে। *Before their feet*—as is done before the feet of a goddess. This is how the cow is worshipped. **N.B.** The writer here gives a fine picture of the Hindu household of old times.

For their part—on their side ; তাদের দিক থেকে। *Belonged to the family* i.e., were members of the family. *And the cows····family*—There is a bond of mutual love between the cows and the members of the household. The cows are will cared for and loved. So they feel trustful and loving towards the members of the family.

গাভীদের সঙ্গে গৃহের পরিবারবর্গের একটা স্নেহের বন্ধন আছে। গাভীদের অত্যন্ত যত্ন লওয়া হয় ও স্নেহ দেখান হয় বলে তারাও পরিবারবর্গকে অন্তরের সঙ্গে ভালবাসে।

Our cats and dogs—*i.e.*., cats and dogs in Great Britain and Ireland. The same bond of love exists between Indians and their domestic cows, as between Europeans and their domestic cats and dogs.

Grammar, Composition : *Graze* (*vb.*) ; *grass* (n.) ; *grassy* (adj.). *Frighten* (vb.) ; *fright* (n.) ; *frightful* (adj.). *Pet*—vb., trans., obj. 'them'. nom. 'girls'.

Coming and *going*—gerunds, objects of the verb 'show'.

No one=nobody (a noun equivalent) ; it is always used in singular.

As if (also *as though*) introduces an adverb clause, and always takes a verb of plural past after it.

অনুবাদ ঃ বর্তমানের মতো সে যুগেও গ্রামের লোকেরা তাদের গাভীদের গ্রামের বাইরে জঙ্গলভূমিতে চরাতে পাঠাত।

রাখালদের তত্ত্বাবধানে খুব ভোরেই গাভীরা (চারণভূমিতে) চলে যেত এবং সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে না আসা পর্যন্ত তারা ফিরে আসত না। আমার কত ইচ্ছা ভারতীয় গাভীদের সেই চলে যাওয়া ও ফিরে আসা তোমাদের দেখাই !

তারা কত শান্ত ও ছোট প্রাণী—চোখগুলো তাদের বড় বড় ও বুদ্ধিদীপ্ত,

আর তাদের দুই কাঁধের মধ্যে কত বড় একটা করে কুঁজ। আমাদের দেশের গাভীদের মতো তারা ভীরু বা বন্য নয়, কারণ ভারতের হিন্দুরা প্রত্যেকেই তাদের ভালবাসে। সেই গরম, শুষ্ক দেশে তারা উপকারী ও মূল্যবান, এবং কাউকেই তাদের বিরক্ত করতে বা ভয় দেখাতে দেওয়া হয় না। তার পরিবর্তে ছোট ছোট মেয়েরা ভোরে তাদের কাছে এসে তাদের আদর করে খাবার দেয় ও তাদের গলায় (ফুলের) মালা পরিয়ে দেয়। ছেলে-মেয়েরা কবিতা বলে তাদের স্তবস্তুতি করে এবং তাদের পায়ের সামনে ফুলও ছড়িয়ে দেয়। গাভীরাও তাদের দিক থেকে অনুভব করে যেন তারা পরিবারের অন্তর্ভুক্ত, যেমন অনুভব করে আমাদের দেশের গৃহপালিত বিড়াল ও কুকুরগুলো।

Short Questions and Answers

Q. 1. *What did the villagers use to do in those days?*

[সেকালে গ্রামবাসীরা কি করত ?]

Ans. They used to send their cows out to the wild land to graze.

[তারা গাভীদের চরাবার জন্য জঙ্গলভূমিতে পাঠাত।]

Q. 2. *What does the writer wish much to show the readers?*

[লেখিকা পাঠকদের কি দেখাবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করছেন ?]

Ans. The writer wishes to show the readers the beautiful sight of the Indian cows going to and coming from the grazing ground.

[ভারতের গাভীদের গোচারণ ভূমিতে যাওয়া ও সেখান থেকে ফিরে আসার সুন্দর দৃশ্য পাঠকদের দেখাবার জন্য লেখিকা আগ্রহ প্রকাশ করছেন।]

Q. 3. *Why are not the Indian cows timid or wild?*

[ভারতীয় গাভীরা ভীরু বা বন্য নয় কেন ?]

Ans. The Indians love the cows. They are very useful in this hot and dry country. No one is allowed to tease or frighten them. So the Indian cows are not timid or wild.

[ভারতীয়রা গাভীদের ভালবাসে। এই গরম ও শুষ্ক দেশে গাভীরা খুবই উপকারী। কাউকেই তাদের বিরক্ত করতে বা ভয় দেখাতে দেওয়া হয় না। তাই ভারতীয় গাভীরা ভীরু বা বন্য নয়।]

Q. 4. *How are the cows treated by the Hindus in India?*
[ভারতের হিন্দুরা গাভীদের প্রতি কিরূপ আচরণ করে ?]

Ans. The cows in India are looked upon as sacred animals by the Hindus. They almost worship them. The little girls of Hindu families fondle them early in the morning. They give them food, hang garlands about their necks, sing verses before them and also scatter flowers at their feet.

[ভারতীয় হিন্দুরা গাভীদের পবিত্র প্রাণী বলে গণ্য করে থাকে। তারা গাভীদের প্রায় পূজা করে। ভোরবেলায় হিন্দু পরিবারের ছোট ছোট মেয়েরা এসে গাভীদের আদর করে, তাদের খেতে দেয়, গলায় ফুলের মালা ঝুলিয়ে দেয়, তাদের সম্মুখে স্তবগান করে এবং পায়ের কাছে ফুল ছড়িয়ে দেয়।]

Paragraphs 9-11

Gist: In the morning, the cows are taken out to graze. They go in charge of cowherds who take care of them throughout the day. In the evening, they are brought back to the village. It is a pretty sight to see the cows returning in a long procession kicking up the dust along the road. They seem to be moving through a cloud touched by the rays of the setting sun. In India the twilight of the evening is known as the "hour of cow-dust." It is the time of peace and rest in the villages. The children are playing, the men are talking round some old tree, and the women are gossiping or praying in their homes.

সারার্থ: ভোরবেলায় গাভীদের চরাবার জন্য ছেড়ে দেওয়া হয়। রাখালদের তত্ত্বাবধানে তারা সারাদিন মাঠে ঘাস খায়। সন্ধ্যায় আবার তাদের ফিরিয়ে আনা হয়। যখন গাভীরা দলে দলে পদবিক্ষেপ দ্বারা ধূলি উড়াতে উড়াতে ফিরে আসে তখন কি সুন্দর দৃশ্য আমাদের চোখের সামনে দেখা যায়? ভারতে দিবা রাত্রির সন্ধিক্ষণকে এই জন্যই বলা হয় "গোধূলি"। পল্লীর এটি বড় শান্তিপূর্ণ সময়। শিশুরা খেলা করছে, পুরুষেরা একটি প্রাচীন বৃক্ষের চারদিকে কথাবার্তা বলছে আর নারীরা গৃহে খোস গল্প করছে অথবা ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছে।

Notes, etc.: *They*—*i. e.*, the cows. **The country**—*i. e.*, the villages; "rural districts as opposed to towns" (*C.O.D.*) গ্রাম। *If they live in the country*—Cows in the villages only can

graze in the open fields ; cows, brought up in towns, do not enjoy this freedom. **Delight**—find joy ; আনন্দিত হয় । *Feed on the grass*—graze ; ঘাস খাওয়া ; চরে বেড়ান । *In the day-time*—during the day ; দিনের বেলায় ।

Frighten off—terrify and drive away. **Wild beasts**—like wolves and leopards. *They*—the cows. **Stray**—wander from company ; "get separated from flock or companions or proper place" (*C.O.D.*) ; দলছাড়া হওয়া । **Too far**—*i. e.*, far away from one another and from the cowherds. **Wear**—put on ; পরে । **Tinkling**—jingling ; making small clinking sounds ; টুং টুং শব্দ করে । *They.........bells*—Round the necks of cows are tied bells ; these jingle as the cows move. **N.B.** Small bells are tied round the neck of a cow. This is done out of affection for the cow It also helps the cow-boy to find out a cow, if it goes astray. গাভীদের গলায় ছোট ছোট ঘণ্টা বেঁধে দেওয়া হয় । তারা চলা ফেরা করলেই ঘণ্টাগুলো টুং টুং শব্দ করে । গাভীদের প্রতি স্নেহবশতই এটা করা হয় । তবে ঘণ্টা বেঁধে দেবার ফলে গাভীরা কোথাও ছিটকে গেলে তাদের খুঁজে পেতেও সুবিধা হয় । **Ring**—sound ; বেজে ওঠে । *Saying ..... here*—as if the sound of the bells were the voice of the cows saying where they were. **N.B.** The jingle of the bells helps the cow-boys in finding out where the cows are. *Pretty sight*—nice sight ; সুন্দর দৃশ্য ; This is described in the next paragraph.

Cowherd—one who tends cows at pasture ; রাখাল ; গোপালক । *Calls*—The cows are called back. **The edge**—*i.e.*, one end ; এক প্রান্ত । **Pasture**—grazing ground ; (piece of) land covered with herbage for cattle (C.O.*D*) ; গোচারণ-ভূমি । *Another*—another cowherd. *Goes......cattle*—*i.e.*, to the other side of the pasture so that the cows are between the two cowherds. *Towards him*—*i.e.*, towards the first cowherd. **Quietly**—gently ; শান্তভাবে । **Forward**—*i.e.*, towards the first cowherd. *From here and there*—from different places ; নানা দিক থেকে । The cows were scattered all through the pasture. *Breaking down*—ভেঙ্গে চুরে । **Brushwood**—"undergrowth, thicket"

(*C.O.D.*) ; ঝোপ ; গুল্ম । **In their path**—on their way. **Herdsmen**—*i.e.*, cowherds. *Are sure*—নিশ্চিত হয় । *All are safe*—*i.e.*, all the cows have safely come back ; সব গাভীগুলিই নিরাপদে ফিরে এসেছে । *Turn homewards*—*i.e.*, start for home ; বাড়ীর দিকে রওনা হয় ।

One leading in front—One cowherd remains in front of the cows to guide them home. একজন সামনে থেকে পরিচালনা করে । **Rear**—"hindermost part of army or fleet ; back part of anything" (*C.O.D.*) ; পশ্চাদ্‌ভাগ । *One bringing up the rear*—Another cowherd remains behind the cows to drive them onwards. *To bring up the rear* means "to come last" (সকলের পিছনে আসা) । **Procession**—body of persons (here animals) moving in orderly succession ; শ্রেণীবদ্ধ যাত্রা ; মিছিল । **N.B.** The cows slowly marching in order look like a procession. *Between them*—between the two cowherds ; দুইজনের মধ্যে ।

Kick up—raise up with their hoofs ; ক্ষুরের দ্বারা উৎক্ষিপ্ত করে । **Baked**—cooked or hardened by heat ; গরমে শুষ্ক । **Sun-baked** –heated by the sun ; রৌদ্রতপ্ত । *A cloud*—namely, of dust ; ধূলির মেঘ । *Last.........sunset*—the golden rays of the setting sun ; অস্তগামী সূর্যের শেষ (রক্তিম) রশ্মি । *Touching it*—reddening the cloud of dust. **N. B.** The golden rays of the setting sun redden the cloud in the sky. Here they are represented as reddening the cloud of dust raised by the hoofs of the cows, অস্তগামী সূর্যের সোনালি রশ্মি আকাশের মেঘকে লাল করে তোলে । এখানে বলা হচ্ছে সেই রশ্মি গাভীদের ক্ষুরের আঘাতে উৎক্ষিপ্ত ধূলোর মেঘকে লাল করে তোলে । **Twilight**—"Light from sky when the sun is below the horizon in the morning or usually in the evening" (*C.O.D.*) ; here it refers to the evening ; সন্ধ্যা । *Cowdust*—গোধূলি । Sister Nivedita gives here a literal translation of the Indian word, গোধূলি, which means twilight. *Call twilight, cowdust*—*i.e.*, give the name of cowdust to twilight. *The hour of cowdust*—the time when cows return home raising dust with their hoofs, **i. e.**, evening ; সন্ধ্যা ; গোধূলি ।

Lovely—beautiful ; সুন্দর। *Moment*—time ; সময়। *All about the village*—everywhere in the village ; গ্রামের সর্বত্র। *Are seated*—have sat ; বসে আছে। **The men are seated etc.**—After their day's labour the men are taking rest. *Round......tree*—In India the days are hot. In the evening, if the weather is fair, the men-folk of the village assemble at the foot of some large tree and talk on various things. **N. B.** The village banyan tree is the usual centre for the gathering of the village-folk in India. **Gossiping**—talking idly ; chatting ; গল্পগুজব করা। *Praying*—saying prayers ; worshipping ; উপাসনা করা ; পূজা করা। In the evening some women are engaged in idle talk, while others are saying their evening prayers or performing their evening worship.

To-morrow—*i.e.*, the next day ; পরের দিন।

Dawn—daybreak ; ভোর ; উষাকাল। **All**—both men and women. **Be up**—get up from their bed ; শয্যা ত্যাগ করা। *Hard at work*—diligently engaged in their daily work ; কাজে ব্যস্ত হবে। **N. B,** In Indian villages, boys take out the cows and women are engaged in preparing food ; ভারতের গ্রাম্যজীবনে সকালটা হল অত্যন্ত কাজের সময়। গ্রামের পুরুষরা এই সময় মাঠে চলে যায় চাষের কাজে ; ছেলেরা গরু নিয়ে বেরিয়ে যায় এবং মেয়েরা রান্নার কাজে লেগে যায়। *This*—*i.e.*, evening. **Rest**—cessation from toil ; বিশ্রাম।

Expl. : Ast hey go they kick up.... of cowdust. The lines are taken from the story of the *Judgment-seat of Vikramaditya.* Sister Nivedita here describes the home-coming of the cows in the evening. They come in a slow procession along the dusty path. The hot rays of the sun have made the earth hard and dry. So the dust is raised easily. The dust, raised by their hoofs, hangs like a cloud around them. The last rays of the setting sun redden this cloud of dust. The Indian word for twilight "গোধূলি" literally means cowdust. Indians call evening the time *of cowdust* ; because this is the time when the cows return home raising dust with their hoofs.

N.B. Note Sister Nivedita's love for **all things Indian**—Indian cows and the Indian twilight.

Add a note on 'the hour of cowdust'.

ব্যাখ্যা : উদ্ধৃত অংশটি Judgment-seat of Vikramaditya **গল্পটি** থেকে নেওয়া হয়েছে। **এখানে** ভগিনী নিবেদিতা **সন্ধ্যায় গ্রামের** গাভীগণের গৃহে প্রত্যাগমন **বর্ণনা করেছেন।** গাভীরা **সারিবদ্ধ হয়ে ধূলিধূসর** পথে ধীরে ধীরে আসছে। **উত্তপ্ত সূর্যরশ্মি ভূমিকে শুষ্ক ও কঠিন করে** দিয়েছে, সেইজন্য **সহজেই ধূলি উপরে উড়ছে।** গাভীদের **ক্ষুরের আঘাতে** উত্থিত ধূলি মেঘের মত **ছেয়ে** গেছে **তাদের মাথার উপরে।** ভারতীয় "গোধূলি" শব্দটির অর্থ **গোরুর ক্ষুর দ্বারা উত্থিত ধূলি।** ভারতীয়েরা **সন্ধ্যাকে** গোধূলি **বলে এই জন্য যে এই সময় গৃহগামী** গোসমূহের পদাঘাতে ধূলি উত্থিত হয়।

Grammar and Composition : ***That they......too far***—noun clause, object of 'to see'.

breaking—present participle, qualifies 'they' as an adjective and takes the object 'brushwood' after it as a verb.

homewards—adverb, modifying 'turn.'

cowdust—objective complement.

অনুবাদ : গাভীরা যদি গ্রামে থাকে, তবে দিনের বেলায় গ্রামের বাইরে তাদের ঘাস খাওয়াতে নিয়ে গেলে তারা বেশ আনন্দ পায়। **অবশ্য বন্য জন্তুদের** ভয় দেখিয়ে তাড়াবার জন্য এবং **গাভীরা** যাতে **দল** ছেড়ে বেশি দূরে চলে না যায় তা দেখবার জন্য **তাদের সঙ্গে কাউকে** যেতে হয়। **তাদের** গলায় ছোট ছোট ঘণ্টা বেঁধে দেওয়া **হয় এবং যখন তারা** মাথা **দোলায় তখন** সেগুলো টুংটাং করে বেজে উঠে যেন বলে, "এখানে! এখানে!" **রাত্রের জন্য যখন তাদের** গ্রামের বাড়িতে যাবার সময় আসে **তখন** তারা কী **সুন্দর দৃশ্য** সৃষ্টি করে।

গোচারণ ভূমির এক **প্রান্তে দাঁড়িয়ে রাখালদের একজন গাভীদের ডাকতে** থাকে, আর অপর জন ঘুরে **গাভীগুলোর পশ্চাদ্‌ভাগে** যায় তাদের তাড়িয়ে **নিয়ে প্রথম** জনের দিকে **নিয়ে যাবার জন্য ;** আর **তাই তারা** এদিক-ওদিক থেকে শান্তভাবে এগিয়ে আসে। **কোন কোন সময় পথের ঝোপগুলো** ভাঙতে ভাঙতে তারা অগ্রসর হয়। **রাখালরা যখন নিশ্চিন্ত হয় যে গাভীদের সব-গুলোই** নিরাপদে **এসেছে, তখন তারা** বাড়িমুখো **রওনা হয় ; তাদের একজন** থাকে গাভীদের **সম্মুখভাগে, অপর জন পিছনে, আর তাদের মাঝখানে গাভীগুলো দীর্ঘ সারিবদ্ধ শ্রেণীতে অগ্রসর হয়। চলবার সময় তারা**

রোদে-পোড়া পথের ধুলো উড়োতে থাক; শেষ পর্যন্ত মনে হয় তাঁরা এক খণ্ড (ধুলোর) মেঘের মধ্য দিয়ে চলেছে, আর অস্তগামী সূর্যের শেষ রশ্মি সেই মেঘকে রঞ্জিত করে তুলেছে। এই জন্য ভারতীয়েরা প্রদোষকে বলে 'গোধূলি', গাভীর ধুলো উড়োবার সময়। এটা খুব শান্তিপূর্ণ, মনোরম সময়। সারা গ্রামে শিশুদের খেলাধূলার কলধ্বনি শুনতে পাওয়া যায়। এই সময় পুরুষরা কোন প্রাচীন গাছের পাদদেশ ঘিরে বসে গল্প করতে থাকে, স্ত্রীলোকদের কতক গালগল্প করে, কতক বাড়িতে উপাসনা করে।

পরদিন সূর্যোদয়ের আগেই সকলে শয্যা ত্যাগ করে আবার কঠোর পরিশ্রম শুরু করবে, কিন্তু এটা (সন্ধ্যাকাল) হল তাদের বিশ্রাম ও আনন্দের সময়।

Short Questions and Answers

Q. 1. *Why should someone go to the grazing field with the cows?* [গাভীগুলোর সঙ্গে গোচারণভূমিতে কাউকে যেতে হয় কেন ?]

Ans. Someone must go with the cows to the pasture to frighten away the wild beasts and also to see that they do not stray too far away.

[বন্য জন্তুদের তাড়িয়ে দেবার জন্য এবং গাভীরা যাতে দলছাড়া হয়ে বেশি দূরে যেতে না পারে তা দেখবার জন্য গোচারণভূমিতে তাদের সঙ্গে কাউকে অবশ্যই যেতে হয়।]

Q. 2. 'What a pretty sight they make!—*Who make a pretty sight? Describe the sight.*

[কারা চমৎকার দৃশ্য রচনা করে ? দৃশ্যটা বর্ণনা কর।]

Ans. The cows make a pretty sight at the time of their coming back to the village from the grazing ground.

The cows are brought back to the village by the cow-boys in the evening. They go in a procession and kick up dust along the sun-baked path. Thus a cloud of dust is formed, on which the rays of the setting sun reflect. The cows seem to be moving through this cloud of dust.

[গোচারণভূমি থেকে গ্রামে ফিরবার সময় গাভীরা সৃষ্টি করে এক চমৎকার দৃশ্য।

সন্ধ্যার সময় রাখালরা গাভীদের গ্রামে ফিরিয়ে আনে। গাভীরা দীর্ঘ সারিতে শ্রেণীবদ্ধ হয়ে চলে, আর চলবার সময় রৌদ্রদগ্ধ রাস্তার ধুলো তাদের ক্ষুরের আঘাতে উৎক্ষিপ্ত করতে থাকে। এইভাবে সৃষ্টি হয় একখণ্ড ধুলোর

মেঘ, যার উপর প্রতিফলিত হয় অস্তগামী সূর্যের রশ্মি। মনে হয় তার যেন এই ধূলোর মেঘের মধ্য দিয়ে চলেছে।]

Q. 3, *Why does the writer call the evening in villages a peaceful time?*] লেখিকা গ্রামের সন্ধ্যাকে শান্তিপূর্ণ সময় বলছেন কেন ?]

Ans. The evening in villages is a peaceful time because it is the time of rest and joy. All the villagers enjoy rest and peace in the evening after their day's hard labour.

[গ্রামের সন্ধ্যা শান্তিপূর্ণ, কারণ এটা গ্রামবাসীদের বিশ্রাম ও আনন্দের সময়।' গ্রামের সবাই সারাদিনের হাড়ভাঙ্গা খাটুনির পর এই সময় বিশ্রাম ও শান্তি ভোগ করে।]

Paragraphs 12-14

Gist : The shepherd boys in the villages round Ujjain used to take their cows to the pastures and play there the whole day. One day they discovered a nice playground under some trees. The ground was rough and uneven. In the centre of the playground there was a green mound. It looked like a judge's seat, One of the boys ran forward and sat on it. He said that he would be a judge and try cases. The other boys invented imaginary quarrels among themselves and then stated their cases to the judge for trial and judgment.

সারার্থ : রাখাল বালকেরা উজ্জয়িনীর চারিপার্শ্বের ভূমিতে গরু চরাত এবং সেখানে সারাদিন খেলা করত। একদিন তারা গাছতলায় একটা ভারী সুন্দর খেলার জায়গা দেখতে পেল। জমিটা ছিল উঁচু নিচু এবং অসমতল। ক্রীড়াভূমিটির মধ্যস্থলে ছিল একটা উঁচু ঢিপি। এটা দেখাচ্ছিল ঠিক একটা বিচারকের আসনের মত। বালকদের মধ্যে একজন ছুটে গিয়ে বসে পড়ল ঐ উঁচু ঢিপির উপর। বলল সে হবে বিচারক এবং মোকদ্দমা বিচার করবে। অন্য বালকেরা নিজেদের মধ্যে কতকগুলি কল্পিত বিবাদ সৃষ্টি করে নিল এবং বিচারকের কাছে উপস্থিত হল বিচার ও মীমাংসার জন্য।

Notes, etc. : Such—*i.e.*, as described above ; পূর্বোক্ত রূপ। **Shepherd boys**—rather, cow-boys. *Villages about Ujjain*—villages round the city of Ujjain. Ancient Ujjain, it should be noted, was then in ruins. উজ্জয়িনীর আশেপাশের গ্রামগুলি। *Such......Ujjain*—The cow-boys in the villages round Ujjain lived the life as described above. They used to take their

cows out to the pastures, looked after them the whole day and returned home in the evening. উজ্জয়িনীর আশপাশের গ্রামসমূহের রাখালদের দৈনন্দিন জীবন ছিল এই রকম। **The long days**—*i.e.*, throughout the whole day from early morning till evening ; দীর্ঘ দিন। **N.B.** Summer days are long. But here the 'long days' do not refer to any particular season. *Plenty of time*—enough time ; প্রচুর সময়। **Fun**—sport ; amusement ; খেলা ; তামাসা। *Found*—discovered ; খুঁজে বার করল ; আবিষ্কার করল। **Playground**—piece of ground for play ; খেলার মাঠ। **Delightful**—nice ; সুন্দর। **Rough**—not smooth or level ; অসমান ; মসৃণ নয়। **Uneven**—not level ; অসমান। Both *rough* and *uneven* refer to the same qualities. **Here and there**—at different places ; বিভিন্ন স্থানে।

Peeped out—looked out of the ground ; মাটির ভিতর থেকে উঁকি দিচ্ছিল। **Beautifully**—*i.e.*, artistically ; সুন্দররূপে। **Carven**—*i.e.*, cut with figures, statues, inscriptions or designs ; মূর্তিপ্রভৃতি ক্ষোদিত। *Middle*—centre (of the playground) ; মধ্যস্থল। **Green**—*i.e.*, covered with grass ; ঘাসে ঢাকা। **Mound**—elevation of earth or stone ; (মাটির) ঢিপি। *Looking just...... seat*—A judge usually takes his seat on a dais, *i.e.*, a platform raised on the floor of a room. The green mound looked like a platform raised on the level of the playground. So it seemed like a judge's seat set high and apart.

N.B. *The playground was nothing but a part of the palace of Vikramaditya now in ruins.* It was covered with earth and overgrown with trees and grass. The stones with beautifully carved figures belonged to the palace and under the green mound was the Judgment-seat of King Vikramaditya. খেলার মাঠটা আসলে ছিল বিক্রমাদিত্যের রাজপ্রাসাদের একটা অংশ, তবে তখন তা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। প্রাসাদ মাটির নীচে চাপা পড়ে গেছে, আর তার ওপর জন্মেছে ঘাস ও গাছপালা। খোদাই-করা সুন্দর মূর্তিসহ পাথরগুলি ছিল প্রাসাদের ; এবং সবুজ ঢিপিটা ছিল বিক্রমাদিত্যের বিচারাসন।

Thought so—namely, that the mound looked like a judge's

seat. **Forward**—*i.e.*, in the direction of the mound. **Whoop** —cry ; আনন্দ প্রকাশ করে চীৎকার। The sound of the cry is *whoop* or *hoop*. *Seated himself*—sat ; took his seat ; বসে পড়ল। *I say boys etc.*—The cow-boy hits upon a novel game. He and his companions will play at judging cases in the law-courts. He will be the judge seated on the mound and the other cow-boys will be the parties bringing their disputes for trial and judgment. **Cases**—suits for trial ; বিচারের জন্য মামলা। **Trials**—judicial examinations ; বিচার। **Straightened his face**—*i.e.*, ceased laughing and looked grave ; composed his features ; মুখের ভাব গম্ভীর করল। **Grave**—serious ; গম্ভীর। **Act**—play ; অভিনয় করা। **The part of a judge**—the character of a judge ; বিচারকের ভূমিকা।

Then he straightened......judge—The boy got ready to play the part of a judge. He ceased laughing and looked grave and serious. He wanted to look just like a real judge. ছেলেটি বিচারকের ভূমিকা পালন করার জন্য প্রস্তুত হল। তার হাসি গেল থেমে, এবং সে গম্ভীর হয়ে উঠল। তাকে প্রকৃত একজন বিচারকের মত মনে হতে লাগল।

The others—the other cow-boys ; অন্য রাখালেরা। **Fun**—sport ; amusement ; খেলা ; তামাসা। *Saw the fun*—realised that the game would be amusing ; বুঝতে পারল যে, খেলাটি আমোদজনক হবে। **At once**—immediately ; তৎক্ষণাৎ। **Whispering**—speaking in a low voice ; ফিস্ ফিস্ করে কথা বলে। **Made up**—invented ; উদ্ভাবন করল ; বানাল। **Quarrel** —dispute ; বিবাদ। *Made up some quarrel*—*i.e.*, invented an imaginary dispute ; (খেলার জন্য) একটা কাল্পনিক মামলা সাজাল। *Appeared*—presented themselves ; উপস্থিত হল। These boys came to the boy-judge as litigants (বিচারপ্রার্থিগণ) come to the judge in the law-court. *Humbly*—বিনীতভাবে। **Your worship**—This is a form of addressing persons of higher station. Magistrates are often addressed in this way. (Judges of High Courts are usually addressed as "Your Lordship." Judges of

lower courts are addressed as "Your Honour.") **Be pleased to**—*i.e.*, kindly. This expression is used in showing formal respect. অনুগ্রহ করে। **N. B.** The boys are imitating the humble manner and the formal style of speech followed by litigants in law-courts. They are trying to make their play-acting as real as possible. আদালতে মামলা পরিচালনার সময় বাদী বা বিবাদী পক্ষ বিচারকের সামনে যেমন বিনম্র আচরণ করে, যে ভাষা ব্যবহার করে, রাখাল বালকরাও সেইরূপই করতে লাগল। মামলা চালাবার খেলাকে তারা সাধ্যমত বাস্তব করে তুলতে চেষ্টা করছিল। **Settle**—decide ; বিচার করা। *My neighbour and me*—The cow-boys pretend to be neighbours having a quarrel. **Which is in the right** ?—*i.e.*, whose cause of quarrel is just ; ন্যায় কাহার পক্ষে ? **Stated**—expressed clearly ; পরিষ্কার করে বলল। **The case**—the suit ; the cause of the quarrel ; মামলা ; বিবাদের বিষয়। **Certain**—"that might but need not or should not be specified" (*C.O.D.*) ; কোন একটা। **A certain field**—a particular plot of land ; একটি জমি। **So on**—so forth ; এইরূপ ; আরও। *One saying......it was not*—*i.e.*, one of the boys claimed a certain field as his property, another denied this and claimed it as his own. একজন নালিশ জানাল যে কোন একটি মাঠ তার ; অপরজন বলল, না, তা নয়। In this manner they started the dispute and wanted the judge's decision. These two boys were playing the parts of litigants (মোকদ্দমা-কারী) and the boy on the green mound was playing the part of the judge. It was a mock-trial (বিচারের অভিনয়).

Grammar and Composition : *Such* is a pronoun ; it means 'this' or 'that'.

Here and there—an adverb phrase.

Seated himself—*himself* is a reflexive pronoun.

Carven—past participle of *carve* ; an alternative form is *carved*. *Straighten* (vb.) ; *straight* (adj.) ; *straightness* (n.). *Which .....right*—noun clause, obj. to 'settle'.

অনুবাদ : উজ্জয়িনীর আশপাশের গ্রামসমূহের রাখালদের জীবনযাত্রা এইরূপই ছিল। তারা সংখ্যায় অনেক ছিল এবং সারাটি দিন ধরে গোচারণ-

ভূমিতে খেলা করবার (আমোদের ও তামাসার) জন্য তারা প্রচুর সময় পেত। একদিন তারা একটি খেলার মাঠ আবিষ্কার করল। মাঠটা কি সুন্দর ছিল! গাছের তলায় জমি ছিল বন্ধুর ও অসমান। এখানে সেখানে এক একখানা-বড় প্রস্তরখণ্ডের প্রান্তভাগ মাটির ভিতর থেকে উঁকি মারছিল, এবং এই সকল প্রস্তরখণ্ডের অনেকগুলিই ছিল সুন্দররূপে কারুকার্য-ক্ষোদিত। মাঠের মধ্যস্থলে ছিল একটি সবুজ ঘাসে-ঢাকা মাটির ঢিপি; সেটাকে ঠিক একটি বিচারকের বিচারাসনের মত দেখাচ্ছিল।

ছেলেদের একজন অন্ততঃ তাই ভাবল এবং 'হুপ' শব্দে সে সম্মুখে ছুটে গিয়ে ঢিপিটার ওপরে চড়ে বসল। সে চিৎকার করে বলে উঠল, "আমি বলছি, ভাই সব, আমি হবো বিচারক; তোমরা সবাই আমার কাছে মামলা নিয়ে আসতে পার, আমরা বিচারের অভিনয় করব।" তখন সে বিচারকের অভিনয় করবার জন্য মুখের ভাব করল শান্ত এবং সে অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে উঠল।

অন্যেরা তৎক্ষণাৎ এটাকে একটা মজার খেলা মনে করল এবং নিজেদের মধ্যে ফিস্‌ফিস করে পরামর্শ করে তাড়াতাড়ি একটা বিবাদ বানিয়ে নিল; বিচারকের সামনে হাজির হয়ে তারা বিনীতভাবে বলল, "হুজুর, অনুগ্রহ করে আমার প্রতিবেশী ও আমার মধ্যে কে ন্যায়ের পক্ষে তা কি আপনি নিষ্পত্তি করে দেবেন?" তারপর তারা তাদের বিবাদের বিবরণ জানাল,—একজন বলল কোন একটা জমি তার, অপর জন বলল, না তা' নয়; এইভাবেই চলল মামলাটা।

Short Questions and Answers

Q. 1. *What did the cow-boys of Ujjain find one day?*

[উজ্জয়িনীর রাখালরা একদিন কি দেখতে পেল?]

Ans. They found a playground which was rough and uneven. The ends of some carved stones could be seen here and there and there was a mound in the middle of the ground.

[তারা বন্ধুর ও অসমান একটি খেলার মাঠ দেখতে পেয়েছিল। তার এখানে-ওখানে কিছু পাথরের প্রান্তভাগ দেখা যাচ্ছিল, আর মাঠের মাঝখানে ছিল একটা মাটির ঢিপি।]

Q. 2. *How did the mound look?*

[মাটির ঢিপিটা কেমন দেখাচ্ছিল?]

Ans. It looked like a judge's seat.

[সেটাকে বিচারকের একটা বিচারাসনের মতো দেখাচ্ছিল।]

Q. 3. *What happened when the cow-boys saw the mound?*

[রাখাল বালকরা ঢিপিটা দেখবার পর কি ঘটল ?]

Ans When the cow-boys saw the mound, one of them got on it as it looked like a judge's seat. The boy called himself a judge and asked others to bring cases before him for trial.

[রাখালরা ঢিপিটা দেখতে পাবার পর তাদের একজন তার ওপর চড়ে বসল, কারণ সেটা দেখতে ছিল বিচারকের বিচারাসনের মতো। তখন সে বিচারের জন্য অন্যান্যদের তার সামনে মামলা উপস্থিত করতে বলল।]

Q. 4. *What did the other boys do?*

[অন্যান্য ছেলেরা কি করল ?]

Ans. The other boys picked up imaginary disputes among themselves and came to the boy-judge as litigants.

[অন্যান্য ছেলেরা নিজেদের মধ্যে কাল্পনিক বিবাদ সৃষ্টি করে বিচারপ্রার্থীর মতো সেই বালক-বিচারকের কাছে হাজির হল।]

Paragraphs 15-17

Gist: The cowherd was a common boy. But when he sat on the mound, the spirit of wisdom seemed to descend on him. He was now truly very grave. He heard the case quite seriously and gave the wisest possible verdict The other boys were a little frightened at the strange and impressive tone and manner of their friend. They invented other cases for trial and their judge decided them with the same wisdom and seriousness When the time came to take the cows home, he jumped down from the mound and then he became just like any other cow-boy. The same thing happened day after day.

সারার্থ : রাখালটি ছিল একজন সাধারণ ছেলে, কিন্তু যখন সে সিংহাসনে বসল তখন মনে হল যেন এক জ্ঞানের জ্যোতি নেমে এল তার চেহারার মধ্যে। সে এখন হয়ে পড়ল খুবই ভাব-গম্ভীর। সে প্রতিটি মোকদ্দমা শুনতে লাগল গভীর মনোযোগের সঙ্গে আর সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানীর মত তার রায় ঘোষণা করতে লাগল। অন্যান্য বালকেরা তাদের সাথীর এই অদ্ভুত এবং চিত্তাকর্ষক কণ্ঠস্বর ও ভাবভঙ্গি দেখে একটু ভীত হল। তারা আরও অনেক মোকদ্দমা মনে মনে উদ্ভাবন করে বিচারের জন্য এল, এবং তাদের বিচারকটি সেগুলোর বিচার করে দিল পূর্বের মতই জ্ঞানগম্ভীর চিন্তাশীলতা প্রয়োগে। যখন গরুগুলিকে বাড়ী

নিয়ে যাবার সময় হল তখন বিচারক-বালকটি লাফিয়ে নেমে এল সেই উঁচু ঢিপি থেকে এবং আবার হয়ে গেল অন্যদের মতই একটি সাধারণ বালক। দিনের পর দিন ঐ একই ব্যাপার ঘটতে লাগল।

Notes, etc. : Strange—wonderful ; আশ্চর্য ; অদ্ভুত। *Made .....itself felt*—produced a deep impression on the boys. *A strange......felt*—*i.e.*, something wonderful happened and produced a deep impression on the minds of the young cow-boys. They were surprised to find that their friend seemed different—he became grave and wise—when he sat on the mound. The mound seemed to produce a magical effect. এমন এক আশ্চর্য ব্যাপার ঘটল, যা রাখাল বালকদের মনে গভীর প্রভাব সৃষ্টি করল। তারা অবাক হয়ে লক্ষ্য করল যে তাদের বন্ধুটি যখনই সেই ঢিপির ওপর চড়ে বসে তখনই তার ভাব-সাব যায় একদম বদলে, তাকে গম্ভীর ও জ্ঞানীর মতো মনে হয়। ঢিপিটা যেন তার ওপর কোন যাদুময় প্রভাব বিস্তার করত। **The judge**—*i.e.*, the boy playing the part of the judge. *Had sat down*—had taken his seat ; বসল। **Common**—ordinary ; average ; সাধারণ।

The question—the question put to him by the cow-boys, *i.e.*, the case brought to the judge for decision প্রশ্নটি ; মোকদ্দমাটি। **Frolicsome**—mirthful ; sportive ; full of fun ; ক্রীড়ামোদী ; কৌতুকপূর্ণ। *Even......lads*—The young and carefree cow-boys would not have noticed the change in their comrade, if it had not been great and sudden. **Seemed**—appeared ; বোধ হল। **Quite different**—an altogether different person ; একেবারে আলাদা লোক। A change came upon the boy, and he appeared to be altogether different from what he really was.

Gravity—seriousness ; গাম্ভীর্য। *Fun*—sport ; কৌতুক। *Instead of answering in fun*—*i.e.*, instead of taking the matter light-heartedly. The boys had brought the case to their friend for the sake of fun. But he did not take it lightly. He treated it as a real case brought to him for decision and he proceeded quite seriously. ব্যাপারটা লঘুভাবে না নিয়ে।

Seriously—earnestly ; গভীরভাবে। *Particular*—special ; বিশেষ। *An answer......the wisest that man had ever heard*—

The boy-judge showed extraordinary wisdom in deciding the case. He gave the best and the wisest possible judgment. **N.B.** The boys, however, did not quite understand the wisdom of the answer.

A little—somewhat ; কতকটা। **Appreciate**—estimate the value of ; মূল্য বুঝা। **Judgment**—verdict ; বিচারকের সিদ্ধান্ত ; রায়। **Tone**—voice ; স্বর। **Manner**—the way in which he spoke ; তার কথা বলবার ভঙ্গী। **Strange**—wonderful ; আশ্চর্য ; অদ্ভুত। **Impressive**—solemn ; ভাবগম্ভীর। *For though.........impressive*—The cow-boys were young and ignorant ; they could not realise that the judgment showed deep wisdom. But there was something in the voice and the way in which the boy spoke. The boys were all deeply impressed with these. They felt a little frightened because of this wonderful change in the manner and speech of their friend. রাখাল বালকরা ছিল কিশোর ও অজ্ঞ। বিচারক বালকটির রায়দানে যে গভীর জ্ঞান প্রকাশ পেত, তা তারা বুঝতে পারত না। কিন্তু তার কথায় ও ভাবভঙ্গিতে এমন কিছু দেখা যেত যা তাদের মনে গভীর ছাপ ফেলত। বন্ধুর এই অদ্ভুত পরিবর্তন লক্ষ্য করে তারা কিছুটা ভয়ও পেত।

Still—though they found the manner of the boy to be strange and solemn. **Fun**—frolic ; কৌতুক। *They......fun*—The other boys thought that the boy-judge also was making fun. His grave and solemn manner was mere play-acting (অভিনয়).

A good deal—much ; অনেকখানি। **Concocted**—made up ; fabricated ; (কাল্পনিক মামলা) সাজান। **Another case**—another suit ; আর একটি মামলা। *Put it to*—laid the case before ; মামলাটি সম্মুখে উপস্থিত করল। *As it were*—as if ; যেন। **Experience**—knowledge arising from actual observation of facts or events ; অভিজ্ঞতা। **Incontrovertible**—not to be disputed ; অবিসংবাদিত ; অকাট্য। *Wisdom*—knowledge ; জ্ঞান। *He gave......wisdom*—The decision of the boy-judge was so practical and just that it seemed to have come out of unchallengeable wisdom and many years of practical experience.

N.B. As we shall learn later, it was the Judgment-seat that inspired the cow-boy (রাখাল বালক) with such wisdom.

This—trial of cases ; মামলার বিচার। *Went on*—continued ; চলতে লাগল।

For hours and hours—for many hours together ; বহু ঘণ্টা ধরে। **He**—*i.e.*, the cow-boy playing the part of a judge. **The judge's seat**—the green mound (সবুজ ঢিপিটি). *Listening to*—hearing attentively. **Propounded**—proposed ; offered for consideration ; প্রস্তাবিত ; বিবেচনার জন্য উপস্থাপিত। *The others*—the other cow-boys ; অন্য রাখালগণ। **Pronouncing**—uttering ; delivering ; উচ্চারণ করে। **Sentence**—judgment ; verdict ; বিচারকের সিদ্ধান্ত ; রায়। **Power**—ability ; দক্ষতা। *It was......home*—the time came for taking the cows home, *i.e.*, it was evening. *His place*—his seat on the mound. *Just .....cowherd*—exactly like the other cow-boys ; ঠিক অন্যান্য রাখাল বালকদেরই মতো।

Could......day—*i.e.*, always remembered that day. They had very strange experience that day and so could never forget it. **Whenever**—at whatever time ; যখনই। **Perplexing**—bewildering ; confusing ; হতবুদ্ধিকর ; জটিল। **Dispute**—controversy ; বিতর্ক ; বিবাদ। **Seat**—place. **Put it to him**—lay it before him ; asked him. When seated on the mound, the boy-judge would be able to decide the most difficult disputes.

The same thing happened—*i.e.*, the boy was inspired with the spirit of wisdom and decided the cases quite satisfactorily, every time he sat on the mound. **Happened**—took place ; ঘটত। **Spirit**—"animating principle or influence" (*C.O.D.*). অলৌকিক প্রভাব বা ক্ষমতা। **The spirit of knowledge and justice**—(1) the essential principle of knowledge and justice, or (2) some supernatural power embodying knowledge and justice. **Knowledge**—wisdom ; জ্ঞান। **Justice**—fairness ; uprightness ; ন্যায়বিচার। *The spirit......him*—*i.e.*, he, an ordinary cow-boy, would be inspired with the qualities of deep wisdom and uprightness. Some mysterious force would take possession of

him and would give him wisdom and power to discover the truth. *Show them the truth*—*i.e.*, tell them on which side truth lay. **His seat**—on the mound ; তার আসন। *No different*—not at all different. *No .....boys*—as simple and ignorant as the other boys ; অন্যান্য বালকদের মতো'ই সরল ও অজ্ঞ।

Expl. : The spirit of knowledge... ..from other boys. This passage occurs in Sister Nivedita's story of the *Judgment-seat of Vikramaditya.* The cow-boys of Ujjain had one day a very strange experience. While grazing their cows, they found a green mound. One of the cow-boys sat on it and asked the others to play at having mock-trials. He would be the judge and the other boys would bring cases to him for trial and judgment. Now a strange thing happened. Soon after taking his seat on the green mound, the boy-judge looked strangely grave and solemn. His decision, too, was very wise. Whenever he sat on the mound, he solved the most difficult disputes with great skill and wisdom. It seemed that some mysterious force took possession of him and gave him power to discover the truth. Yet he was nothing but an ordinary cow-boy. There was some mysterious virtue in the mound which gave him wisdom and uprightness. For as soon as he came down from the mound, he was no better than the other cow-boys.

(Add a note on 'the spirit of knowledge and justice')

N.B. The boy-judge got the spirit of knowledge and justice from the Judgment-seat of Vikramaditya. The Judgment-seat lay buried under the mound. This would be known later.

ব্যাখ্যা ঃ উদ্ধৃত অংশটি ভগিনী নিবেদিতা রচিত "The Judgment-seat of Vikramaditya" গল্পটি থেকে নেওয়া হয়েছে। উজ্জয়িনীর রাখাল বালকরা একদিন এক অদ্ভুত ব্যাপার দেখল। গরু চরাতে চরাতে তারা এক জায়গায় একটা সবুজ উঁচু ঢিপি দেখতে পেল। একজন বালক তার উপর চড়ে বসল এবং আর সকলকে বলল এস আমরা "আদালতের বিচার" এই খেলা খেলি। আমি হব বিচারক এবং আর সবাই আমার কাছে আনবে বিচারের জন্য মোকদ্দমা। এখন এক অদ্ভুত জিনিস ঘটল। সবুজ ঢিপির উপর ওঠা মাত্রই বালক বিচারকের মধ্যে এল কি গাম্ভীর্য; কি নিবিড় অভিনিবেশ। তার বিচারও হতে লাগল অদ্ভুত জ্ঞানময়। যখনই সেই বালক ঐ ঢিপির উপর বসত তখনই সে অদ্ভুত জ্ঞান ও ন্যায়-বিচারশক্তি এবং বুদ্ধি-

কৌশল প্রয়োগ করতে পারত অতি দুরূহ মাকদ্দমার সমাধান বিষয়ে। মনে হত যেন কি এক রহস্যময় শক্তির আবেশ হত তার মধ্যে এবং তাকে সাহায্য করত সত্য উপলব্ধি করতে। অথচ সে ছিল একটা সাধারণ রাখাল ছেলে। আসল কথা এই যে ঐ ঢিপিটির মধ্যে কি এক অজানা শক্তি নিহিত ছিল যা তার মধ্যে সঞ্চারিত করত অমানুষিক জ্ঞান ও ধর্মবুদ্ধি। কারণ ঐ ঢিপি থেকে নেমে আসবার পরমূহূর্ত থেকেই সে হয়ে যেত অপর বালকদের মতই একজন সাধারণ বালক।

Grammar and Composition : *Frolicsome* (adj.) ; *frolic* (n. & vb.). *Appreciate* (vb.) ; *appreciation* (n.) ; *appreciative* (adj.). *Impressive* (adj.) ; *impression* (n.) ; *impress* (vb.)

অনুবাদ ঃ কিন্তু এই সময় এক অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ্য করা গেল। বিচারক যখন ঢিপিটার উপর বসেছিল তখন সে ছিল এক সাধারণ বালক। কিন্তু মামলাটা শুনবার পর সেই কৌতুকপ্রিয় বালকদের চোখেও তাকে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির মনে হল। সে এখন সম্পূর্ণ ভাবগম্ভীর হল এবং কৌতুকভরে উত্তর দেবার পরিবর্তে সে বিতর্কের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে তার এমন উত্তরই দিল যা ঐ ব্যাপারে যেমন লোকে শুনে থাকে তার মধ্যে সম্ভবতঃ ছিল সবচেয়ে বিজ্ঞের মতো উত্তর।

বালকেরা কিছুটা ভয় পেয়ে গেল। কারণ তারা যদিও তার বিচারের সূক্ষ্মতা সম্পূর্ণ বুঝতে পারল না, তবু তার স্বর ও ভঙ্গি ছিল অদ্ভুত ও মনের উপর ছাপ রাখার মতো। তা সত্ত্বেও তারা এটাকে কৌতুক বলেই মনে করল এবং আরও বেশি সলা-পরামর্শ করে আর একটি মামলা উদ্ভাবন করল। পুনরায় তারা সেই মামলাটা তাদের বিচারকের কাছে উপস্থিত করল ; আর সেও (বিচারকও) তার উত্তর দিল, উত্তরটা যেন গভীর ও দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতাপ্রসূত এবং অখণ্ডনীয় বিজ্ঞতায় পূর্ণ। এই রকম চলল ঘণ্টার পর ঘণ্টা,—ছেলেটি তার বিচারাসনে বসে অন্যান্যদের প্রস্তাবিত প্রশ্নগুলির উত্তর দিয়ে চলল, এবং সর্বদাই একই রকম আশ্চর্য গাম্ভীর্য ও দক্ষতার সঙ্গে সে তার রায় দিয়ে চলল। অবশেষে গাভীগুলোকে বাড়িতে ফিরিয়ে আনার সময় হলে সে সেখান থেকে লাফ দিয়ে নেমে এল, আর তখন সে ঠিক অন্যান্য রাখালদের মতোই হয়ে গেল।

রাখাল-বালকরা সেদিনের কথা কখনও ভুলতে পারে নি ; যখনই তারা কোন জটিল বিবাদের কথা শুনত, তখনই তারা এই ছেলেটিকে ঢিপিটার ওপরে বসিয়ে তার কাছে প্রশ্নটা উপস্থিত করত। আর সব সময়ে একই

ব্যাপার ঘটত। জ্ঞান ও ন্যায় বিচারের প্রেরণা তার মধ্যে দেখা দিত, আর সে তাদের কাছে সত্য উদ্ঘাটিত করত; কিন্তু আসন থেকে নেমে আসার পর অন্যান্যদের সঙ্গে তার আর কোন পার্থক্য থাকত না।

Short Questions and Answers

Q. 1. *What was the strange thing? What was its effect on the cow-boys?*

[অদ্ভুত ব্যাপারটা কি ছিল? রাখালদের ওপর তা কিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল?]

Ans. The cow-boy who sat on the mound to act the part of a judge, became full of gravity and wisdom when he heard the cases brought by his friends, and he gave very wise verdict. This was the strange thing. The tone and manner of the boy-judge was strange and the boys were a little frightened.

[ঢিপিটায় বসে যে ছেলেটি বিচারকের ভূমিকা পালন করছিল, মামলাগুলো শুনবার সময় সে গম্ভীর ও জ্ঞানী হয়ে উঠল, এবং অত্যন্ত বিজ্ঞের মতো রায় দিল। এই ব্যাপারটাই ছিল অদ্ভুত। ছেলেটির গলার স্বর ও ভাবভঙ্গি ছিল অদ্ভুত, তাই তার বন্ধুরা কিছুটা ভীত হয়েছিল।]

Q. 2. *What happened when the boy-judge jumped down from the mound?*

[রাখাল-বিচারক ঢিপিটা থেকে লাফিয়ে নামবার পর কি ঘটত?]

Ans. When he jumped down from the mound, he became just like any other cow-boy.

[ঢিপি থেকে লাফিয়ে নেমে এলেই সে অন্যান্য রাখাল বালকের মতোই হয়ে যেত।]

Q. 3. 'And always the same thing happened'—*What is meant by 'the same thing'? How did it happen?*

[একই ব্যাপার বলতে কি বোঝাচ্ছে? কি ভাবে তা ঘটত?]

Ans. Whenever the cow-boys heard any perplexing dispute, they set the boy-judge on the mound to settle it; and each time the boy gave the wisest decision.

[যখনই রাখালবালকরা কোন জটিল বিতর্কের বিষয় শুনত, তখনই তারা বিচারক-বালকটিকে এনে ঢিপিটার ওপর বসিয়ে দিত। ছেলেটিও প্রতিবারই বিজ্ঞতম রায় দিত।]

Paragraphs 18-20

Gist : The news of the mysterious power of judgment of the cow-boy spread among the villagers. They, too, began to bring their disputes before the boy on the mound and always received satisfactory decisions. At last the king of the country came to know this. He became sure that the boy must have sat on the Judgment-Seat of Vikramaditya. The king had a desire to be possessed with the spirit of law and justice. So he decided to find out the Judgment-Seat of Vikramaditya and bring it to his palace.

সারার্থ ঃ রাখাল বালকের বিচারের অলৌকিক ক্ষমতার কথা গ্রামবাসীদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল। তারাও তাদের বিতর্কের বিষয়গুলি তার কাছে উপস্থিত করতে আরম্ভ করল এবং সন্তোষজনক উত্তর পেল। অবশেষে বিষয়টা দেশের রাজার কানে উঠল। তিনি সুনিশ্চিত বুঝতে পারলেন যে ছেলেটি অবশ্যই রাজা বিক্রমাদিত্যের বিচারাসনে বসেছে। রাজার ইচ্ছা ছিল আইন ও ন্যায়বিচারে তিনি দক্ষতা লাভ করেন। তাই তিনি ঐ বিচারাসনটিকে খুঁজে বার করে নিজের প্রাসাদে আনবেন বলে স্থির করলেন।

Notes, etc. : *Gradually*—by degrees ; ক্রমশঃ। *Spread*—circulated ; ছড়িয়ে পড়ল। *The country-side*—villages around ; আশপাশের গ্রামগুলি। *Grown-up*—aged; পরিণতবয়স্করা। *About that part*—of that locality ; ঐ অঞ্চলের। *Lawsuits*—cases ; matters of dispute ; মামলার বিষয়গুলো। *Herd-boys*—cowboys ; রাখাল বালকগণ। *Went away satisfied*—the villagers who brought cases before the boy-judge were pleased with his wise and just verdict. **Both sides**—*i.e.*, both the parties who were involved in a dispute; অর্থাৎ বিবাদে জড়িত দুই পক্ষ। *Neighbourhood*—neighbours; people of an area ; এলাকার লোকজন। *Were settled*—were decided happily ; সন্তোষজনক ভাবে মীমাংসা হয়ে যেত।

Long—for a long time ; দীর্ঘকাল ধরে। *Ceased to be*—stopped being ; আর ছিল না। *Capital*—Headquarters (administrative) of a country ; রাজধানী। **The King**—*i. e.,* the king of Malwa, of which Ujjain was once the capital (উজ্জয়িনীর) রাজা। **N.B.** In the original Sanskrit version of the story, *'Dwattringsat Puttalika'*, the name of this king is noted as King Bhoja who

ruled between 1018 and 1060 A. D. At that time the capital of Malwa was Dhara. মূল সংস্কৃত কাহিনী-পুস্তক দ্বাত্রিংশৎপুত্তলিকাতে এই রাজার নাম 'ভোজ' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি ১০১৮ থেকে ১০৬০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন। তাঁর সময়ে মালবের রাজধানী ছিল ধারা। *Hence*—for that reason ; so ; এইজন্য। *Hence it was some time before he heard the story*—that is why it took some time for the news of the cow-boy's wonderful power of judgment to reach the king. এই কারণে রাখাল বালকটির বিচারের অপূর্ব ক্ষমতার কথা রাজার কানে উঠতে সময় লেগেছিল। *That boy......Vikramaditya*—it implies that the boy's wonderful power of judgment shows that he must have taken his seat on the Judgment-Seat of Vikramaditya ; বালকটির অপূর্ব বিচার-ক্ষমতা থেকে বুঝা যায় যে সে অবশ্যই বিক্রমাদিত্যের বিচারাসনে বসেছে। *Without thinking*—instinctively ; না ভেবেচিন্তে। *Learned men*—men of great knowledge ; পণ্ডিত ব্যক্তিরা।

Chronicles—continuous register of events in order of time, 'narrative account'—C.O.*D.* ইতিহাস ; ঘটনাবলীর বিবরণ। *Truth*—right account ; সঠিক কথা। *The ruins*—wrecked state of building or structure ; ধ্বংসাবশেষ। *Yonder*—'within or conceived as within view but distant' ; ওখানে। *Meadows*—pieces of grassland ; মাঠ ; প্রান্তর। **N.B.** The common people around Ujjain forgot all about the ruins of Vikramaditya's palace, but the learned men of the country knew from the records of history where the ruins lay. They also believed that the Judgment-Seat of Vikramaditya lay buried among the ruins. So they were sure that the boy judge must have sat on that seat covered with earth. উজ্জয়িনীর সাধারণ লোকেরা বিক্রমাদিত্যের প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষের কথা ভুলে গেলেও দেশের বিদ্বান ব্যক্তিরা ইতিহাসের বিবরণ পড়ে জানতেন কোথায় সেই ধ্বংসস্তূপ ছিল। তাঁরা জানতেন সেই ধ্বংসাবশেষের মধ্যেই বিক্রমাদিত্যের বিচারাসনটিও চাপা পড়ে আছে। তাঁদের তাই নিশ্চিত ধারণা হল যে বালক-বিচারক বিক্রমাদিত্যের বিচারাসনেই বসেছে। সেটি মাটির নীচে চাপা পড়ে ছিল।

Sovereign—supreme ruler ; রাজা। *Had long desired*—had

wished for a long time ; অনেকদিন ধরেই ইচ্ছা পোষণ করছিলেন। *To be possessed with*—to be inspired with ; অনুপ্রাণিত হতে। *Spirit*—animation ; অনুপ্রেরণা। *Law and justice*—আইন ও ন্যায়-বিচার.। *Problems*—difficult or complicated questions ; কঠিন বা জটিল সব সমস্যাগুলি। *Difficulties*—problems that cannot be solved easily ; সমাধান করা সহজ নয় এমন সব বিষয়। *Ignorant*—having no knowledge ; অজ্ঞ ; অক্ষম। *Deciding*—solving ; সমাধান করতে। *Matters*—problems ; সমস্যাগুলি। *Wisdom*—deep knowledge ; গভীর জ্ঞান। *Strength*—ability ; power ; ক্ষমতা। *Every day brought......wisdom and strength*—The King of Malwa faced very difficult problems every day. While solving those problems, he sometimes felt he was not wise or able enough to come to the correct decision. So, to be a just judge, he must have deep knowledge and ability. মালবের রাজা প্রতিদিনই অত্যন্ত কঠিন সব সমস্যার সম্মুখীন হতেন। সেই সব সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে তিনি কখনো কখনো অনুভব করতেন যে সঠিক সিদ্ধান্তে আসার মতো যথেষ্ট জ্ঞান ও শক্তি তাঁর ছিল না। তাই ন্যায়পরায়ণ বিচারক হতে হলে তাঁর দরকার গভীর জ্ঞান ও শক্তি।

It—*i.e.*, the spirit of law and justice. *Deep*—deeply ; গভীরভাবে। *Chief*—prominent ; প্রধান। *Audience*—'formal interview, assembly of listeners'—*C.O.D.* আনুষ্ঠানিক দর্শন ; শ্রোতাদের জমায়েত। *Hall of audience*—দরবারকক্ষ। *Hall*—'Large public room in palace etc.'—*C.O.D.* ; প্রাসাদের বড় কক্ষ যেখানে সাধারণ লোককে বসানো হয়। **The spirit of Vikramaditya**—The spirit of wisdom and justice possessed by Vikramaditya ; বিক্রমাদিত্যের মতো জ্ঞান ও ন্যায়বিচারের প্রেরণা (শক্তি)। *Descend*—come down ; নেমে আসা ; ভর করা।

Grammar and Composition : *Why, that boy* etc.—Here *Why* is an interjection expressing surprise.

Another example : *Why*, it's quite clear ! A fool could understand it !

Long desired—*Long* is an adverb here and means 'for a long time.' Other uses as adverb : He has *long* been intending to meet you. Stay here as *long* as you like.

Long as a verb : He longed (=desired earnestly) to come here.

as a noun : I was away for long (=long period).

Dig deep—deep is here used as an adverb and means 'far down'.

অনুবাদ : ক্রমশঃ এই সংবাদ গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ল, এবং ঐ অঞ্চলের সমস্ত গ্রামের বয়স্ক নর-নারী তাদের মামলাগুলোর নিষ্পত্তির জন্য গাছপালার নীচে ঘাসের ওপর রাখালদের আদালতে উপস্থিত হতে শুরু করল। আর প্রতিবারই (সর্বদাই) তারা এমন রায় পেতে লাগল যা উভয় পক্ষই বুঝতে পারত এবং সন্তুষ্টচিত্তে চলে যেত। এইভাবে ঐ অঞ্চলের সমস্ত বিরোধের মীমাংসা হল।

এখন, অনেকদিন থেকেই আর উজ্জয়িনী (মালবের) রাজধানী ছিল না, এবং দেশের রাজা সে সময় বাস করতেন অনেক দূরে; এই কারণে এই কাহিনীর সংবাদ পেতে তাঁর কিছু দেরি হল। যাই হোক, অবশেষে কথাটা তাঁর কানে উঠল। তিনি বললেন, "তাহলে, ঐ ছেলেটি অবশ্যই বিক্রমাদিত্যের বিচারাসনে বসেছে!" কোনরূপ ভাবনাচিন্তা না করেই তিনি কথাটা বলেছিলেন। কিন্তু তাঁর চারপাশে ছিলেন জ্ঞানী ব্যক্তিরা, যাঁরা ইতিহাসে বর্ণিত ঘটনাবলী জানতেন। তাঁরা একে অপরের দিকে তাকালেন। তাঁরা বললেন, "রাজা সত্য কথাই বলছেন, ঐ প্রান্তরে অবস্থিত ধ্বংসাবশেষই এক সময় রাজা বিক্রমাদিত্যের প্রাসাদ ছিল!"

এই রাজার দীর্ঘ দিন থেকেই আইন ও ন্যায় বিচারের ক্ষমতা লাভ করার ইচ্ছা ছিল। প্রতিদিনই তিনি কঠিন ও জটিল সব সমস্যার সম্মুখীন হতেন। এবং যেসব বিষয়ের সমাধানে জ্ঞান ও শক্তির প্রয়োজন ছিল, সেগুলির নিষ্পত্তির সময় তিনি প্রায়ই নিজেকে দুর্বল ও অজ্ঞ মনে করতেন। তিনি ভাবলেন, "ঢিপিটার ওপর বসবার ফলেই যদি রাখাল ছেলেটি এর (আইন ও ন্যায়বিচারের অনুপ্রেরণা) অধিকারী হয়, তবে জায়গাটা গভীরভাবে খুঁড়ে ফেলব এবং বিচারাসনটি খুঁজে বার করব। আমার দরবারকক্ষের প্রধান জায়গায় সেটাকে রেখে তার ওপর বসে আমি মামলাগুলোর বিচার করব। তাহলেই বিক্রমাদিত্যের আত্মা (অর্থাৎ বিক্রমাদিত্যের মতো ন্যায় বিচারের ক্ষমতা) আমার ওপরও ভর করবে, এবং আমি সর্বদাই ন্যায় বিচারক হয়ে থাকতে পারব।"

Short Questions and Answers

Q. 1. 'Gradually the news spread through the country-side.'—*What was the news? What happened when it spread through the country-side?* [সংবাদটা কি? সেটা গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ার পর কি ঘটল?]

Ans. The 'news' refers to the cow-boy's wonderful wisdom and ability as judge when he sat on the mound. When the news spread through the country-side, grown-up men of the villages began to bring their disputes before the boy-judge, and always received satisfactory verdict from him.

[ঢিপিটার ওপর বসার ফলে রাখাল বালকটি যে বিচারক হিসাবে আশ্চর্য জ্ঞান ও ক্ষমতার পরিচয় দিচ্ছিল, সেই বিষয়টাই 'সংবাদ' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এই সংবাদ গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ার পর গ্রামের বয়স্ক লোকেরা তাদের বিরোধগুলো নিয়ে রাখালবিচারকের সামনে হাজির হতে লাগল এবং সব সময়ই তার কাছ থেকে সন্তোষজনক রায় পেতে থাকল।]

Q. 2. *What did the King say when he heard the news?*

[সংবাদটা শুনে রাজা কি বললেন?]

Ans. Having heard the news, the King said that the cow-boy must have sat on the Judgment-Seat of Vikramaditya.

[সংবাদটা শুনে রাজা বললেন যে রাখাল বালকটি নিশ্চয় রাজা বিক্রমাদিত্যের বিচারাসনে বসেছে।]

Q. 3. 'The King speaks the truth.'—*Who said this? What was the 'truth'? How did the speakers know that the King spoke the truth?* [একথা কারা বলেছিলেন? 'সত্য' কথাটা কি? বক্তারা কিভাবে বুঝলেন যে রাজা সত্য কথা বলেছেন?]

Ans. The learned courtiers of the King said this. The 'truth' refers to the fact that the cow-boy had sat on the Judgment-Seat of Vikramaditya. The learned courtiers knew the records of history. They knew that the palace and the Judgment-Seat of Vikramaditya lay in ruins. It was clear to them that the mound on which the cow-boy sat for deciding cases, was nothing but the Judgment-Seat covered with earth and grass.

[রাজার জ্ঞানী সভাসদরা এই কথা বলেছিলেন। রাখাল বালকটি যে বিক্রমাদিত্যের বিচারাসনে বসেছিল—এই কথাকেই 'সত্য' বলে উল্লেখ করা

হয়েছে। জ্ঞানী সভাসদেরা ইতিহাসের বিবরণ জানতেন। বিক্রমাদিত্যের প্রাসাদ ও বিচারাসন কোথায় ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছিল তা তাঁরা জানতেন। এটাও তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন যে, যে ঢিপিটার ওপর বসে রাখাল বালকটি মামলার রায় দিচ্ছে, সেটা মাটিতে চাপা পড়া বিচারাসনটি ছাড়া আর কিছুই নয়।]

Q. 4. *What did the king desire to be possessed with ?* [রাজার কি লাভ করার ইচ্ছা ছিল ?]

Ans. The king desired to be possessed with the spirit of law and justice.

[রাজার ইচ্ছা ছিল তিনি আইন ও ন্যায়বিচারের আদর্শ লাভ করবেন।]

Q. 5. *Why did the King wish to bring the Judgment-Seat of Vikramaditya to his palace ?* [রাজা বিক্রমাদিত্যের বিচারাসনটি নিজের প্রাসাদে আনতে চাইলেন কেন ?]

Ans. The King often felt weak in deciding difficult problems. He thought, as it was evident from the story of the boy-judge, that if he could sit on the Judgment-Seat of Vikramaditya, the spirit of wisdom and justice would descend on him and he would be a just judge. That is why he wanted to bring it to his palace.

[রাজা কঠিন সমস্যাগুলোর সমাধান করতে গিয়ে প্রায়ই নিজেকে দুর্বল ও অক্ষম মনে করতেন। বিচারক রাখাল বালকটির কাহিনী থেকে যেমন প্রমাণ হয়, সেইমত তিনি ভাবলেন যে বিক্রমাদিত্যের বিচারাসনে যদি তিনি বসতে পারেন, তাহলে জ্ঞান ও ন্যায়-বিচারের ক্ষমতা তাঁকে ভর করবে এবং তিনি একজন ন্যায়-বিচারক হতে পারবেন। এই কারণেই রাজা বিচারাসনটি তাঁর প্রাসাদে আনতে চেয়েছিলেন।]

Paragraphs 21-23

Gist : The King's men dug up the whole ground where the cow-boys played and held their court. At last the Judgment-Seat of Vikramaditya was discovered. It was a marble slab supported on the hands and wings of twenty-five stone angels. It was brought to the palace. The king ordered all the people to fast and pray for three days and declared that he would ascend the throne on the fourth day.

সারার্থ ঃ রাজার লোকজন গিয়ে রাখালরা যে মাঠে খেলত ও আদালত বসাত, সেই মাঠটার সবটা খুঁড়ে ফেলল। অবশেষে তারা বিক্রমাদিত্যের

বিচারাসনটি আবিষ্কার করল। সেটা ছিল একখণ্ড পাথরের ফলক, পঁচিশটি পাথরের দেবদূত-মূর্তির হাত ও পাখনার উপর সেটাকে বসানো ছিল। সেটাকে প্রাসাদে আনা হল। রাজা সমস্ত লোকদের তিন দিন ধরে উপবাস ও প্রার্থনা করতে আদেশ দিলেন। তিনি ঘোষণা করলেন যে চতুর্থ দিনে তিনি ঐ সিংহাসনে বসবেন।

Notes, etc.: *Men*—labourers ; শ্রমিকরা। *Spades*—tools for digging ground ; কোদাল। *Tools*—implements ; যন্ত্রপাতি। *Disturb*—destroy ; নষ্ট করা। *Ancient*—old ; পুরাতন ; অনেক দিনের। *Grassy*—covered with grass ; তৃণাচ্ছাদিত। *Knoll*—mound ; মাটির ঢিপি। *Overturned*—turned up ; খোঁড়া হল। *Spot*—place ; জায়গা। *Heaps*—piles ; স্তূপ। *Sod*—upper layer of grassy land ; ঘাসের চাপড়া। *Further afield*—to a distant field ; দূরবর্তী কোন মাঠে। **N.B.** The ground where the cow-boys used to play and graze their cows, was dug up by the workmen of the king. So the cow-boys had to take their cows to a distant land. রাখালরা যে মাঠটায় খেলত ও গরু চরাত, রাজার মজুররা সেটাকে খুঁড়ে ফেলায় রাখালদের গরু নিয়ে অন্য কোন দূরবর্তী মাঠে চলে যেতে হল।

Sorrowful—full of sorrow ; বিষাদপূর্ণ। *As if......away from him*—Deprived of their play-ground, the cow-boys had to remove their cows to another field. But this deeply shocked the cow-boy who used to play the part of a judge, for he got a mysterous inspiration when he ascended the mound. He took the place as his home. খেলার মাঠ থেকে বঞ্চিত হবার ফলে রাখালরা অন্য এক মাঠে তাদের গাভীগুলো নিয়ে যেতে বাধ্য হল। কিন্তু এর ফলে যে ছেলেটি বিচারকের অভিনয় করত, সে মর্মাহত হল। তার কারণ সে যখনই ঢিপিটাতে বসত তখনই একটা অলৌকিক অনুপ্রেরণা লাভ করত ; জায়গাটাকে সে নিজের বাড়ি বলেই মনে করত।

Came on—discovered ; দেখতে পেল ; আবিষ্কার করল। *Uncovered*—removed the covering from ; আবরণ খুলে ফেলল, অর্থাৎ মাটি সরিয়ে ফেলল। *Slab*—a thick, flat piece of anything ; পুরু চ্যাপটা কোন জিনিস। **Slab**—'thin flat usually square or rectan-

gular piece of stone or other rigid material'—(**C.O.D.**). ***Marble*** —fine limestone highly polished; মার্বেল পাথর। ***Supported***—borne; উত্তোলিত। *Outspread*—stretched out; প্রসারিত। *Stone angels*—figures of angels made of stone; পাথরে তৈরি দেবদূতের মূর্তি। *As if for flight*—looking ready for flying away; যেন উড়ে যাবার জন্য তৈরি।

Rejoicing—joy; festivity; আনন্দ; আনন্দোল্লাস। ***The city***—*i. e.* the capital of the King; রাজধানী। *Stood by*—stood near (to watch); (দেখবার) জন্য কাছে দাঁড়িয়ে থাকলেন। *Hall of justice*—hall or audience; বিচারকক্ষ। *Nation*—all the inhabitants of the country; সমগ্র জাতি। *Observe*—perform; পালন করা। ***Fasting***—abstaining from food; উপবাস। *Ascend*—mount on; আরোহণ করা। *Publicly*—in the presence of all men; সকলের সামনে; প্রকাশ্যে। *Justly*—fairly: ন্যায়সঙ্গত ভাবে।

Expl. : But the heart ....away from him.

The lines occur in Sister Nivedita's story, *The Judgment-Seat of Vikramaditya.*

The king of Malwa ordered his labourers to find out the Judgment-Seat of Vikramaditya from the playground of the cow-boys. They went to the place and dug the ground. The cow-boys were thus deprived of their playground. They had to leave it. At this the cow-boy who used to play the part of a judge, became very sad. Whenever he got on the mound, he felt a mysterious inspiration within him. The mound became his home, the abode of his soul. Now the mound was dug up, and he was deprived of it. This made his heart sorrowful.

ব্যাখ্যা : এই অংশটি ভগিনী নিবেদিতার গল্প *The Judgment-Seat of Vikramaditya* থেকে নেওয়া হয়েছে।

মালবের রাজা তাঁর শ্রমিকদের আদেশ দিলেন রাখালদের খেলার মাঠ থেকে বিক্রমাদিত্যের বিচারাসনটি খুঁজে আনবার জন্য। তারা গিয়ে মাঠটি খুঁড়ে ফেলল। রাখালরা তাদের খেলার মাঠ হারিয়ে সেটা ছেড়ে অন্যত্র চলে গেল। এর ফলে যে ছেলেটি বিচারকের অভিনয় করত সে অত্যন্ত দুঃখ পেল। যখনই সে ঢিপিটার ওপরে উঠেছে তখনই সে এক অলৌকিক অনুপ্রেরণা

অনুভব করেছে নিজের মধ্যে। ঢিপিটা তার বাড়িতে, তার আত্মার আবাসে পরিণত হয়েছিল। সেটা এবার খুঁড়ে ফেলা হল। ঢিপি থেকে বঞ্চিত হবার ফলে তার অন্তঃকরণ বিষাদময় হয়ে উঠল।

Grammar and Composition : *afield*—adverb.

• *As if* (also *as though*) is always followed by a veib **in plural past.**

Stone angels—stone is an epithet of 'angels'.
Turned—qualifying 'faces' as an adjective.
King himself—*himself* is **an** emphasizing pronoun.

অনুবাদ : তাই লোকজন কোদাল ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি নিয়ে গোচারণ-ভূমির দীর্ঘকালের শান্তি নষ্ট করতে এল। ঘাসে ঢাকা যে মাটির স্তূপের ওপর ছেলেরা খেলা করত সেটা উপড়ে ফেলা হল। সমস্ত জায়গাটা এখন স্তূপীকৃত মাটি, ভাঙ্গা কাঠ আর উপড়ানো ঘাসের চাপড়ায় ভরে গেল। গাভী-গুলোকে দূরের কোন মাঠে সরিয়ে নিয়ে যেতে হল। কিন্তু যে ছেলেটি বিচারকের ভূমিকা নিত তার অন্তঃকরণ বিষাদে পরিপূর্ণ হয়ে গেল, যেন তার আত্মার আবাসঘরখানাকেই তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যাওয়া হল।

অবশেষে মজুররা কিছু একটা দেখতে পেল। তারা তার উপরকার মাটির আবরণ সরিয়ে ফেলল, দেখা গেল সেটা একটা কালো মার্বেল পাথরের ফলক। ফলকটা বসানো ছিল পঁচিশটি পাথরে-তৈরি দেবদূতের হাত ও প্রসারিত ডানার ওপর, তাদের মুখগুলো বাইরের দিকে ঘোরানো—যেন তারা উড়ে যেতে চায়। এইটিই নিশ্চয় বিক্রমাদিত্যের বিচারাসন।

মহা আনন্দ-উল্লাসের সঙ্গে সেটা নগরে আনা হল, আর যখন সেটা দরবারকক্ষের প্রধান স্থানে রাখা হল তখন রাজা নিজে কাছে দাঁড়িয়ে থাকলেন। তারপর দেশবাসীদের তিন দিন ধরে উপাসনা ও উপবাস পালন করবার আদেশ দেওয়া হল, কারণ চতুর্থ দিনে রাজা সর্বসমক্ষে নতুন সিংহাসনে বসে ন্যায্যভাবে প্রজাদের বিবাদের বিচার করবেন।

Short Questions and Answers

Q. 1. *Who came to disturb the peace of the pastures ? How did they destroy the peace ?* [কারা গোচারণভূমির শান্তি নষ্ট করতে এল ? কি ভাবে তারা শান্তি নষ্ট করল ?]

Ans. The workmen of the king came to disturb the peace of the pastures. They dug up the whole ground where the cow-boys played and held their court.

[রাজার শ্রমিকরা গোচারণভূমির শান্তি ভঙ্গ করতে এল। রাখাল বালকরা যে মাঠটাতে খেলত এবং তাদের বিচারসভা বসাত, সেই মাঠের সবটা সেই শ্রমিকরা খুঁড়ে ফেলল।]

Q. 2. *Why were the cows driven further afield ?*

[গাভীগুলোকে দূরের মাঠে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হল কেন ?]

Ans. The labourers, sent by the king, dug up the field where the cows had been taken for grazing. The whole spot was now filled with heaps of earth, broken wood and upturned sod. Thus the grazing ground was destroyed and the cows had to be driven further afield.

[রাজার লোকজন গোচারণভূমিটাকে খুঁড়ে ফেলেছিল। সমস্ত জায়গাটা তার ফলে স্তূপীকৃত মাটি, ভাঙ্গা কাঠ ও উপড়ানো ঘাসের চাপড়ায় ভর্তি হয়ে যায়। এইভাবে গোচারণভূমিটা নষ্ট হয়ে যাওয়ায় গাভীগুলোকে দূরের মাঠে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।]

Q. 3. *Describe the Judgment-Seat of Vikramaditya.*

[বিক্রমাদিত্যের বিচারাসনের বর্ণনা কর।]

Ans. The Judgment-Seat of Vikramaditya was a slab of black marble supported on the hands and wings of twenty-five stone angels with their faces turned outwards.

[বিক্রমাদিত্যের বিচারাসনটি ছিল পঁচিশটি পাথরের দেবদূতের হাত ও ডানার উপর ভর করা একটা কালো মার্বেল পাথরের ফলক ; মূর্তিগুলোর মুখ বাইরের দিকে ঘোরানো।]

Q. 4. *Where was the Judgment-Seat of Vikramaditya placed ?* [বিক্রমাদিত্যের বিচারাসনটি কোথায় রাখা হল ?]

Ans. It was placed in the chief place in the hall of justice.

[সেটা দরবারকক্ষের প্রধান স্থানে রাখা হল।]

Q. 5. *Why did the king order the nation to observe three days of prayer and fasting ?* [রাজা দেশবাসীদের তিন দিন ধরে প্রার্থনা ও উপবাস করবার আদেশ দিয়েছিলেন কেন ?]

Ans. The king decided to ascend the Judgment-Seat of Vikramaditya. It was thought to be a symbol of wisdom and justice. So he ordered the nation to observe three days' prayer and fasting before ascending the throne.

[রাজা বিক্রমাদিত্যের বিচারাসনে আরোহণ করবেন বলে স্থির করে-

ছিলেন। এই সিংহাসনটিকে জ্ঞান ও ন্যায় বিচারের প্রতীক বলে মনে করা হত। তাই রাজা সিংহাসনে বসবার আগে দেশবাসীদের তিন দিন প্রার্থনা ও উপবাস করবার আদেশ দিয়েছিলেন।]

Paragraphs 24-27

Gist : On the fourth day the king came to ascend the throne. A large crowd gathered to see the sight. But when he was about to sit on the throne, one of the stone angels spoke out. It told him that if he had never wished to rule over other's kingdoms, then and then only was he fit to sit on it. The king searched his heart and confessed that he was not worthy. The angel advised him to pray and fast for three days more, and then it flew away.

সারার্থ : চতুর্থ দিন রাজা সিংহাসনে আরোহণ করতে এলেন। বিশাল জনতা হাজির হয়েছিল এই দৃশ্য দেখবার জন্য। কিন্তু তিনি সিংহাসনে বসবার উপক্রম করতেই পাথরের দেবদূতগুলির একটি কথা বলে উঠল। সে তাঁকে বলল যে তিনি যদি কখনও অপরের রাজ্য অধিকার করার ইচ্ছা পোষণ না করে থাকেন, কেবল তাহলেই তিনি এই সিংহাসনে বসবার উপযুক্ত হবেন। রাজা নিজের বিবেক অনুসন্ধান করার পর স্বীকার করলেন যে তিনি অযোগ্য। দেবদূত তখন তাঁকে আরও তিন দিন প্রার্থনা ও উপবাস করতে বলে উড়ে চলে গেল।

Notes, etc. : *The great morning*—the important morning ; গুরুত্বপূর্ণ সকাল। **N. B.** It was a very important morning for the king of Malwa because, on this morning, he was going to ascend the throne of Vikramaditya, the greatest judge in history. সকালটা মালবের রাজার জীবনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এই দিন সকালেই তিনি ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ বিচারক বিক্রমাদিত্যের বিচারাসনে বসতে চলেছেন। *Arrived*—came ; উপস্থিত হল। *Crowds*—a large number of people ; জনতা। *Assembled*—gathered ; জমায়েত হল। *Taking of the seat*—ascending the throne ; সিংহাসনে আরোহণ। **N. B.** Ascending the throne of Vikramaditya was a very great event, so the writer uses the capital letter 'T'. বিক্রমাদিত্যের সিংহাসনে আরোহণ এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা, তাই লেখিকা বড় হরফ 'T' ব্যবহার করেছেন।

Pacing—walking slowly ; ধীরে ধীরে হেঁটে। *Judges and priests followed by the sovereign*—The judges and priests walked slowly and the king came behind them. **N. B.** Ascending the throne of Vikramaditya was taken to be a holy occasion. So the priests, too, attended it. এটা একটা পবিত্র ঘটনা বা উৎসব বলে মনে করা হয়েছিল, তাই পুরোহিতরাও এদিন উপস্থিত ছিল। *Parted*—separated ; বিভক্ত হয়ে গেলেন। *Walked up the middle*—walked along the path formed between the two rows of the judges and priests. বিচারক ও পুরোহিতদের দুই সারির মাঝখান দিয়ে তিনি অগ্রসর হলেন। *Prostrated*—bowed by lying on the ground ; সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করলেন। **Prostrate**—'lying with face to ground as token of submission or humility'.—*C.O.D.* *Before it*—*i.e.*, before the throne. *Close*—very near ; খুব কাছে।

Was just about to sit down—at the very moment of going to ascend ; আরোহণ করতে যাওয়ার সময়। *Thinkest thou*—do you think ? আপনি কি মনে করেন ? *Worthy*—fit ; যোগ্য। *To bear rule*—to establish authority ; প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা বা বিস্তার করা। *Kingdoms that were not thine own*—kingdoms of others ; যে সব রাজ্য আপনার নয়।

Countenace—'Expression of face'—*C.O.D.* মুখমণ্ডলের ভাব। *Full of sorrow*—sorrowful ; sad ; বিষাদপূর্ণ।

At these words—at the words of the angel ; দেবদূতমূর্তির কথা শুনে। *Blazed up*—suddenly burst into a flame ; হঠাৎ জ্বলে উঠল। *Shown him*—revealed to him ; তাঁর মনে প্রকাশ পেল। *A long array of*—a large number of ; বহু সংখ্যক। *Tyrannical*—despotic ; নিপীড়নমূলক। *At these words......tyrannical wishes*—The angel's words suddenly roused the conscience of the king. He had cherished secret wishes to extend rule over others' kingdoms. Those wishes were now revealed in his mind. These wishes, he now understood, were despotic and so unjust. দেবদূতের কথাগুলি শুনে হঠাৎ রাজার বিবেক জাগ্রত হল। অন্যান্যদের রাজ্যে প্রভুত্ব বিস্তারের গোপন ইচ্ছা তিনি মনে মনে পোষণ করতেন। এখন সেই সব ইচ্ছা তাঁর কাছে প্রকট হয়ে ধরা দিল। তিনি এখন বুঝলেন সে-সব ইচ্ছা নিপীড়ন-

দুলক ও অন্যায়। *Knew*—understood ; বুঝলেন। *Unjust*—unfair ; অন্যায়। *Pause*—silence ; নিস্তব্ধতা। **N.B.** The king thought deeply for a long time, so he spoke after a long pause. অনেক সময় ধরে রাজা গভীরভাবে চিন্তা করেছিলেন বলেই তাঁর উত্তর দিতে দেরি হল।

Yet three days—three days more ; আরও তিন দিন। *Purify*—make pure ; পবিত্র করা। *Will*—mind ; desire ; মন ; ইচ্ছা। *Make good*—prove ; justify ; প্রমাণ করা ; প্রতিপন্ন করা। *Right*—claim ; দাবী। *Thereon*—*i.e.*, on the throne of Vikramaditya ; বিক্রমাদিত্যের সিংহাসনে। *With these words*—having said these words ; এই কথাগুলো বলে। *Lifted up*—raised ; তুললেন। *Speaker*—*i.e.*, the stone angel that spoke to the king ; অর্থাৎ পাথরের দেবদূত, যে রাজাকে কথাগুলি বলেছিল।

Expl. : **Thinkest thou......full of sorrow.**

These lines are from **Sister** Nivedita's story, ***The Judgment-Seat of Vikramaditya.***

The King of Malwa brought the Judgment-Seat of Vikramaditya to his palace. He wanted to sit on this throne so that he might judge justly. After three days of prayer and fasting the king came to ascend the throne before the judges and priests and other people of his city. But just as he was going to sit on it, one of the twenty-five stone angels supporting the throne, began to speak. It asked him if he was really fit to sit on Vikramaditya's throne. It asked him if he had never wished to rule over the kingdom of other kings. The question implies that King Vikramaditya had never wished to rule over others' kingdoms, and no one, having such desires, were allowed to sit on that throne. The face of the stone angel looked sad, because the attempt of an unworthy king to sit on the throne pained it very much.

Add notes on : *bear rule* ; *countenance.*

ব্যাখ্যা : এই লাইন কয়টি নিবেদিতার কাহিনী *The Judgment-Seat of Vikramaditya* থেকে নেওয়া হয়েছে।

মালবের রাজা বিক্রমাদিত্যের বিচারাসনটি নিজের প্রাসাদে এনেছিলেন। ন্যায়সঙ্গতভাবে বিচার করার ইচ্ছায় তিনি এই সিংহাসনে বসতে চেয়েছিলেন।

তিন দিন প্রার্থনা ও উপবাসে থাকার পর রাজ্যের বিচারকগণ, পুরোহিত সম্প্রদায় ও অন্যান্য লোকদের সামনে রাজা এলেন সিংহাসনে আরোহণ করতে। কিন্তু তিনি সিংহাসনে বসতে যেতেই সেটিকে ভর করে ছিল যে পঁচিশটি পাথরের দেবমূর্তি, তাদের মধ্যে একজন কথা বলে উঠল। সে রাজাকে জিজ্ঞাসা করল তিনি সত্যই সেই সিংহাসনে বসার উপযুক্ত কিনা। সে জানতে চাইল রাজা কখনও অন্য কারও রাজ্যে নিজের প্রভুত্ব বিস্তার করতে চেয়েছিলেন কি না। এই প্রশ্নের মধ্যে এই অর্থ নিহিত আছে যে, শ্রেষ্ঠ বিচারক রাজা বিক্রমাদিত্যের সিংহাসনে পররাজ্য-লোলুপ কারও বসবার অধিকার নেই, কারণ রাজা বিক্রমাদিত্য কোনদিন ঐরূপ অন্যায় কাজ করেন নি।

দেবদূতটির মুখমণ্ডল এই কারণেই বিষাদপূর্ণ দেখাচ্ছিল যে একজন অযোগ্য রাজা সিংহাসনে বসতে চেষ্টা করছেন—এতে সে মর্মাহত হয়েছিল।

Expl. : At these words......tyrannical wishes.
Or, **He knew that his own life .....not worthy.**

[S. F. 1968]

The lines are taken from Sister Nivedita's story, *The Judgment-Seat of Vikramaditya.*

The king of Malwa wanted to be a just judge. He brought the Judgment-Seat of Vikramaditya to his palace so that, sitting on it, he could decide disputes wisely and justly. But as he was about to ascend the throne after three days of praying and fasting, one of the stone angels supporting the throne, stopped him and asked him if he had never wished to dominate over the kingdoms of others. If he had ever cherished such wishes, he would have no right to sit on the throne of Vikramaditya.

These words of the angel roused the conscience of the king. He felt within himself that he was really guilty of cherishing unfair wishes to rule over others' kingdoms. So he understood that his own life was unjust and said that he was not worthy to sit on Vikramaditya's throne.

ব্যাখ্যা ঃ নিবেদিতার *The Judgment-Seat of Vikramaditya* নামে গল্প থেকে এই অংশটি নেওয়া হয়েছে। মালবের রাজার ইচ্ছা ছিল তিনি ন্যায়-বিচারক হবেন। বিক্রমাদিত্যের বিচারাসনটি তিনি নিজের প্রাসাদে এনেছিলেন যাতে তার ওপর বসে তিনি দক্ষতার সঙ্গে বিচার করতে পারেন। কিন্তু তিনি

দিন ধরে উপবাস ও প্রার্থনার পর যখন তিনি সিংহাসনে বসতে উদ্যত হলেন তখন সিংহাসন বহনকারী পাথরের দেবমূর্তিগুলির মধ্যে একজন তাঁকে বলে উঠল—তিনি কি কখনো অপরের রাজত্ব অধিকার করার ইচ্ছা পোষণ করেন নি? যদি সে ইচ্ছা তাঁর হয়ে থাকে তবে বিক্রমাদিত্যের সিংহাসনে বসবার কোন অধিকার তাঁর নেই।

এই কথায় রাজার বিবেক জাগ্রত হল। তিনি মনে মনে অনুভব করলেন সত্যই তিনি অপরের রাজ্যে প্রভুত্ব বিস্তারের অন্যায় বাসনা পোষণ করেছেন, এবং এজন্য তিনি দোষী। তিনি বুঝলেন যে তাঁর জীবন ন্যায়পরায়ণ নয় এবং সেই জন্য যে বিক্রমাদিত্যের সিংহাসনে বসবার যোগ্যতা তাঁর নেই।

Grammar and Composition : *Taking is* a verbal noun,

Prostrated himself—himself is a reflextve pronoun ; it refers to the subject 'he' and is used as an object of the verb 'prostrated.

Just about to sit down—Here *just* (adverb) is used before another adverb *about* and bears little or no meaning. It is enough to say 'about to sit down'. But the word is used to emphasize the idea—was about etc.

Tyrannical (adj.) ; tyrant, tyranny (noun) ; tyrannize (verb).

that thou mayest etc. Here *that* is a conjunction, introducing the subordinate clause 'thou mayest......thereon'. The word is used to suggest purpose.

অনুবাদ : অবশেষে সেই শুভ (স্মরণীয়) সকাল এসে গেল, এবং সিংহাসনে আরোহণ দেখবার জন্য বহু লোক জমায়েত হল। রাজ্যের বিচারকগণ ও পুরোহিতগণ দীর্ঘ দরবারকক্ষের মধ্য দিয়ে ধীর পদক্ষেপে এলেন, আর তাঁদের পিছনে এলেন রাজা। তারপর বিচার-সিংহাসনের কাছে পৌঁছে তাঁরা দুই সারিতে ভাগ হয়ে গেলেন। রাজা তখন সারি দুইটির মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে পাথরের ফলকটির সামনে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করলেন এবং তার খুব কাছে এগিয়ে গেলেন।

এরপর তিনি সিংহাসনে বসতে উদ্যত হওয়া মাত্র পঁচিশটি পাথরে তৈরি দেবদূতের একটি কথা বলতে শুরু করল। সে বলল, "থামুন। আপনি কি মনে করেন বিক্রমাদিত্যের বিচার-সিংহাসনে বসবার আপনি উপযুক্ত? আপনার নিজের নয় এমন কোনও রাজ্যের উপর প্রভুত্ব বিস্তারের বাসনা কি আপনি কোনদিন করেন নি?" পাথরের দেবদূতের মুখমণ্ডল বিষাদপূর্ণ দেখাল।

এই কথায় রাজার মনে হল যেন হঠাৎ একটা আলোক-শিখা তাঁর অন্তরে জ্বলে উঠেছে, এবং তাঁর মনের বহু পরপীড়নের ইচ্ছা প্রকাশ করে দিয়েছে। তিনি বুঝলেন যে তাঁর নিজের জীবন হল অন্যায়পরায়ণ। অনেকক্ষণ নিস্তব্ধতার পর তিনি বললেন, "না, আমি যোগ্য নই।"

দেবদূত বলল, "তাহলে আরও তিন দিন উপবাস ও প্রার্থনা করুন, যাতে আপনি আপনার অন্তরকে পবিত্র করে তুলতে পারেন এবং এই সিংহাসনে বসবার অধিকার অর্জন করতে পারেন।" এই কথা বলে সে ডানা মেলে উড়ে গেল। রাজা যখন মুখ তুললেন, দেখলেন সেই বক্তার (দেবদূতের) জায়গাটা শূন্য, মাত্র চব্বিশটি মূর্তি পাথরের ফলকটি ধারণ করে আছে।

Short Questions and Answers

Q. 1. *How did the king come to ascend the throne?*

[রাজা কিভাবে সিংহাসনে বসতে এলেন ?]

Ans. The judges and priests of the kingdom walked slowly through the hall of audience, and the king followed them. As they reached the throne, they parted into two rows The king walked along the middle of the rows and before going to ascend the throne, prostrated himself before it.

[রাজ্যের বিচারক ও পুরোহিতগণ দরবারকক্ষের ভিতর দিয়ে ধীর পায়ে অগ্রসর হয়ে এলেন, আর রাজা তাঁদের পিছনে এলেন। সিংহাসনের কাছে পৌঁছে তাঁরা দুই সারিতে ভাগ হয়ে গেলেন। তখন রাজা সেই সারিদুটির মাঝখান দিয়ে এগিয়ে গেলেন। সিংহাসনে বসতে যাবার আগে তিনি তার সম্মুখে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করলেন।]

Q. 2. *When did one of the stone angels begin to speak?*

[পাথরের দেবদূতদের মধ্যে একজন কখন কথা বলতে শুরু করল ?]

Ans. It began to speak when the king of Malwa was about to ascend the throne of Vikramaditya.

[মালবের রাজা যখন রাজা বিক্রমাদিত্যের সিংহাসনে বসতে উদ্যত হলেন তখন সে কথা বলতে শুরু করল।]

Q. 3. *What did the stone angel say to the king?*

[পাথরের দেবমূর্তি রাজাকে কি বলল ?]

Ans. The stone angel asked the king if he was really fit to sit on the throne. It asked him if he had never wished to rule over the kingdoms of other kings.

[পাথরের দেবমূর্তি রাজাকে জিজ্ঞাসা করল তিনি সত্যই এই সিংহাসনে বসবার উপযুক্ত কি না। সে তাঁর কাছে জানতে চাইল তিনি কখনও অন্য কোন রাজার রাজত্বে নিজের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন কি না।]

Q. 4. *Why was the countenance of the stone angel full of sorrow?* [পাথরের দেবদূতের মুখমণ্ডল বিষাদপূর্ণ ছিল কেন ?]

Ans. The king of Malwa cherished tyrannical wishes to dominate over others' kingdoms. He was going to ascend the throne of Vikramaditya who was wise and just, and had never wished to rule over the kingdoms of others. So the king of Malwa was unworthy to sit on his throne. The face of the stone angel became full of sorrow to see such an unworthy king coming to sit on the throne.

[মালবের রাজা মনে মনে অপরের রাজ্যে প্রভুত্ব বিস্তারের নিপীড়নমূলক ইচ্ছা পোষণ করতেন। বিজ্ঞ ন্যায়বিচারক রাজা বিক্রমাদিত্যের সিংহাসনে তিনি বসতে যাচ্ছিলেন। বিক্রমাদিত্য কখনও পররাজ্যলোলুপ ছিলেন না। কাজেই তাঁর সিংহাসনে বসার যোগ্যতা মালবের রাজার ছিল না। এই রকম এক অযোগ্য রাজাকে বিক্রমাদিত্যের সিংহাসনে বসতে উদ্যত দেখে দেবদূতের মুখমণ্ডল বিষাদপূর্ণ হয়ে উঠেছিল।]

Q. 5. 'He knew that his own life was unjust'.—*Who was 'he'? How did he know that his own life was unjust?*

[কাকে 'তিনি' বলা হয়েছে ? তিনি কিভাবে বুঝলেন যে, তাঁর নিজের জীবন অন্যায়পরায়ণ ?]

Ans. *'He'* refers to the king of Malwa. When he was about to sit on the throne of King Vikramaditya, one of the stone angels asked him if he had never desired to rule over others' kingdoms. These words suddenly burst into flames in the king's heart. He then realized that he was guilty of cherishing that unfair desire within him, and so his own life was unjust.

['তিনি' বলতে মালবের রাজাকে বোঝান হয়েছে। যখন তিনি রাজা বিক্রমাদিত্যের সিংহাসনে বসতে উদ্যত হলেন, ঠিক তখনই একটি পাথরের দেবদূত তাঁকে জিজ্ঞাসা করল কখনও তিনি অপরের রাজ্যে প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা পোষণ করেছেন কিনা। এই কথাগুলি হঠাৎ রাজার মনে এক আলোকশিখা জ্বালিয়ে দিল। তিনি বুঝলেন যে ঐরূপ ইচ্ছা পোষণের দোষে তিনি সত্যই দোষী এবং সেইজন্য তাঁর নিজের জীবন অন্যায়পরায়ণ।]

Q. 6. *What did the angel ask the king to do?*

[দেবদূত রাজাকে কি করতে বলল ?]

Ans. The stone angel asked the king to fast and pray for three more days to purify himself so that he could achieve the right to sit on the throne of Vikramaditya.

[পাথরের দেবমূর্তি রাজাকে আরও তিন দিন উপবাস ও প্রার্থনা করতে বলল, যাতে তিনি বিক্রমাদিত্যের সিংহাসনে বসবার অধিকার অর্জন করতে পারেন।]

Paragraphs 28-30

Gist : The king fasted and prayed for three more days. He came to ascend the throne on the fourth day. This time another stone angel asked him if he had never coveted the riches of others. The king admitted that he had done that. So he admitted that he was not worthy to sit on Vikramaditya's throne. The angel asked the king to fast and pray for three more days. Then it also flew away.

সারার্থ : রাজা আরও তিন দিন উপবাস ও প্রার্থনা করলেন। চতুর্থ দিনে তিনি সিংহাসনে আরোহণ করবার জন্য এলেন। এবার আর একটি প্রস্তর-নির্মিত দেবদূতমূর্তি তাঁকে জিজ্ঞাসা করল, তিনি পরধন-লাভে প্রয়াসী কি না। রাজা স্বীকার করলেন যে তাঁর ঐ দোষ আছে। অতএব তিনি জানালেন যে তিনি ঐ সিংহাসনে বসবার যোগ্য নন। তখন ঐ দেবদূতমূর্তি রাজাকে আরও তিন দিন উপবাস ও প্রার্থনা করতে বলে উড়ে চলে গেল।

Notes, etc. : *There............retreat*—*i.e.*, the king remained in seclusion for three more days in order to purify himself by fasting and prayer ; আরও তিন দিন রাজা নির্জনে কাটালেন। **Retreat**—withdrawing into privacy ; seclusion ; নির্জন বাস। *Prepared himself*—made himself ready ; নিজেকে প্রস্তুত করে তুললেন। **Essay**—attempt ; try ; চেষ্টা করা।

Even—the same ; একই রূপ। *It......before*—*i.e.*, the same thing happened. **Addressed him**—*i.e.*, spoke to him. **Searching**—"thorough, leaving no loopholes" (*C.O.D.*) ; penetrating ; keen ; অন্তর্ভেদী ; তীক্ষ্ণ। *Never*—on no occasion ; কখনই না। **Coveted**—wrongly desired to possess ; লোভ করেছিলেন। **To covet** is to "desire earnestly, usually what

belongs to another". **Riches**—wealth ; ধন। *Hast......another* —**N.B.** In the Sanskrit romance, দ্বাত্রিংশৎপুত্তলিকা, the angels (Apsaras) ask questions one after another and then each of them tells a story illustrating Vikramaditya's virtues. After that they make the following remark : 'ত্বয়ি এবমৌদার্য্যপরোপকার-ভূতয়ো গুণা বিদ্যন্তে চেৎ তর্হি অস্মিন্ সিংহাসনে সমুপবিশ।" সংস্কৃত কাহিনী 'দ্বাত্রিংশৎপুত্তলিকা'-য় বলা হয়েছে, দেবদূতেরা (অপ্সরা) প্রশ্ন করছে এবং প্রত্যেকেই বিক্রমাদিত্যের গুণ বর্ণনা করে একটা করে গল্প বলছে। তারপর তারা মন্তব্য করেছে—'যদি এরূপ ঔদার্য, পরোপচিকীর্ষা প্রভৃতি গুণ তোমাকে থাকে তাহলে এই সিংহাসনে উপবেশন কর।

At last he spoke—The king thought for some time before giving his answer. অবশেষে তিনি বললেন। *Yea*—yes. *Yea* is an archaic form of *yes. I have done this thing—i.e.*, I have coveted the riches of others. **Worthy**—fit ; যোগ্য। **Commanded**—ordered ; আদেশ করল। Yet *another three days*—for a further period of three days. **The blue**—*i.e.*, the blue sky ; নীল আকাশ। [*Blue*—the sky (*C.O.D.*).]

Grammar and Composition : *another three days of royal retreat*—the words together convey a sense in the singular ; so the verb 'was' is used.

Himself—a reflexi e pronoun.

Even—used as an adjective (meaning 'same') predicatively used to qualify 'it'.

Searching—noun, subjective complement of the verb 'was'.

অনুবাদ : তাই আরও তিন দিন রাজকীয় নির্জন বাস হল (রাজা নির্জনে কাটালেন), এবং পুনরায় এসে বিক্রমাদিত্যের বিচারাসনে বসবার জন্য প্রার্থনা ও উপবাস দ্বারা তিনি নিজেকে প্রস্তুত করে তুললেন।

কিন্তু এবারও আগের মতোই ঘটল। অপর একটি পাথরের দেবদূত তাঁকে সম্বোধন করে এমন একটি প্রশ্ন করল যা আরও বেশী অন্তর্ভেদী। সে বলল, "আপনি কি কখনও অপরের ধনসম্পদে লোভ করেন নি ?"

অবশেষে যখন তিনি মুখ খুললেন ও বললেন, "হাঁ, আমি একাজ করেছি, 'আমি বিক্রমাদিত্যের বিচারাসনে বসবার যোগ্য নই," তখন দেবদূত তাঁকে

আরও তিন দিন প্রার্থনা ও উপবাস করার আদেশ দিল এবং পাখা মেলে নীল আকাশে উড়ে গেল।

Short Questions and Answers

Q. 1. *What did the second stone angel say to the king?*

[দ্বিতীয় পাথরের দেবদূত রাজাকে কি বলেছিল ?]

Ans. The second stone angel asked the king if he had never desired to possess the riches of others.

[দ্বিতীয় দেবদূত রাজাকে জিজ্ঞাসা করল তিনি কখনও অপরের ধনসম্পদে লোভ করেছেন কি না।]

Q. 2. *What was the king's reply to the question of the second stone angel?* [দ্বিতীয় পাথরের দেবদূতের প্রশ্নের কি জবাব রাজা দিয়েছিলেন ?]

Ans. In reply to the question of the second angel, the king confessed that he had coveted others' riches and said that he was not worthy to sit on the throne of Vikramaditya.

[দ্বিতীয় দেবদূতের প্রশ্নের জবাবে রাজা স্বীকার করলেন যে অপরের ধনসম্পদ ভোগ করার লোভ তাঁর ছিল এবং তিনি বললেন যে বিক্রমাদিত্যের বিচারাসনে বসার যোগ্য তিনি নন।]

Paragraphs 31-35

Gist At last there remained only one angel to support the marble slab. The king came again to sit on the throne on the hundredth day with full confidence. But the last angel told him that he could sit on it only if his heart was as pure as that of a little child. The king said that he was not worthy. The angel then flew away carrying the throne on its head. The king thought over the matter and at last realized that only he whose heart was pure like that of a little child can be perfectly just.

সারার্থ : অবশেষে মাত্র একটি দেবদূত অবশিষ্ট থাকল পাথরের ফলকটি ধারণ করে। শততম দিনে রাজা পূর্ণ আত্মবিশ্বাস নিয়ে আবার এলেন সিংহাসনে বসবার জন্য। কিন্তু শেষ দেবদূতটি তাঁকে বলল যে তাঁর অন্তর যদি একটি ছোট্ট শিশুর মতোই পবিত্র থাকে তবেই তিনি ঐ সিংহাসনে বসবার উপযুক্ত হবেন। রাজা বললেন যে তিনি উপযুক্ত নন। তখন সেই দেবদূত পাথরের ফলকটি মাথায় করে আকাশে উড়ে গেল। রাজা সমস্ত ব্যাপারটা

ভেবে দেখলেন ; অবশেষে তিনি উপলব্ধি করলেন যে একমাত্র সেই ব্যক্তিই আদর্শ ন্যায়-বিচারক হতে পারেন, যাঁর হৃদয় ছোট একটি শিশুর মতো পবিত্র (কলঙ্কমুক্ত)।

Notes, etc. : *Four times twenty-four days*—ninety-six days. **N. B.** The king failed to sit on the throne for twenty-four times. Each time he fasted and prayed for three days and came to ascend the throne on the fourth day. But one or other of the angels prevented him from sitting on it. This went on for twenty-four times covering ninety-six days. রাজা চব্বিশবার সিংহাসনে বসতে ব্যর্থ হয়েছেন। প্রতিবারই তিনদিন করে উপবাস ও প্রার্থনা করার পর চতুর্থ দিনে তিনি এসেছেন সিংহাসনে বসতে, কিন্তু প্রতিবারই একটি না একটি দেবদূত তাঁকে বাধা দিয়েছে। চব্বিশবার এই রকম ঘটনা ঘটছে, ফলে তাঁর ৯৬ দিন পার হয়ে গিয়েছে।

Only one angel was left—There were twenty-five angels to support the marble slab. Twenty-four had flown away, and now remained the last angel. মোট পঁচিশটি দেবদূত পাথরের ফলকটিকে ধারণ করে ছিল। এদের মধ্যে চব্বিশটি উড়ে যাওয়ায় বাকী ছিল মাত্র একটি, শেষ দেবদূতটি।

Drew—came ; এলেন। *Confidence*—sure hope ; firm behief ; নিশ্চিত আশা ; দৃঢ় বিশ্বাস। *To take his place*—to sit on the throne ; সিংহাসনে বসতে।

Perfectly—completely ; সম্পূর্ণরূপে। *Pure*—sinless ; পবিত্র। *Will*—mind ; heart ; মন ; অন্তঃকরণ। *Unto*—to. **N.B.** *Unto* is the archaic form of *to.* *Is thy will...child* ?—Is your heart pure like that of a little child ? আপনার অন্তঃকরণ কি ছোট শিশুর মতো পবিত্র ? **N.B.** A child cannot commit a sin. Its heart is pure. No evil desire pollutes its mind. It has no selfish motive. So the angel said that to be perfectly just, the king's heart should be as pure as that of a child. Sister Nivedita had, in her mind, the teaching of Christ : "Verily I say unto you, Except ye be converted, and become as little children, ye shall not enter into the kingdom of heaven."

(Matthew XVIII).

শিশু পাপ কাজ করে না। অন্তর তার পবিত্র, নিষ্পাপ। কোন অসৎ প্রবৃত্তি তার মনকে কলুষিত করে না। স্বার্থপরতাও তার নেই। তাই দেবদূত

রাজাকে বলল যে সম্পূর্ণ ন্যায়পরায়ণ হতে হলে শিশুর মতো পবিত্র হতে হবে।

এখানে ভগিনী নিবেদিতা যিশুখ্রীষ্টের বাণীর কথা ভেবেছেন। যিশু বলেছিলেন, শিশুর মতো না হলে কেউ স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করতে পারবে না।

Searching—examining ; পরীক্ষা করে। *Conscience*—moral sense of right and wrong ; heart ; বিবেক ; অন্তঃকরণ। *Bar*—place at which a prisoner stands ; আসামীর কাঠগড়া। *Prisoner at bar*—accused person ; অভিযুক্ত ব্যক্তি। **N.B**. In a lawcourt, a platform or an enclosure is set apart for the prisoner. It is called the dock, it is generally fenced off by wooden or iron railings. The prisoner has to stand there during the trial. আদালতে অভিযুক্ত আসামীর জন্য একটা ঘেরা জায়গা আলাদা করা থাকে, তাকে বলা হয় 'কাঠগড়া' (dock)। তার চারধারে কাঠের বা লোহার রড দেওয়া থাক। মামলা চলা-কালীন আসামীকে সেই কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। *With great sadness*—very sorrowfully ; খুব দুঃখের সঙ্গে।

The air—the sky ; আকাশ। *Bearing*—carrying ; বহন করে।
Came to himself—recovered his senses ; আত্মসম্বিৎ ফিরে পেলেন। *Was alone*—*i.e.*, all his courtiers, priests and judges left him. *Pondering*—weighing mentally ; মনে মনে গভীর চিন্তা করে। *Matter*—affair ; বিষয়টি। *Mystery*—secret ; hidden truth ; রহস্য ; গোপন সত্য। **N.B.** The mystery is explained in the next two sentences. পরবর্তী বাক্য দুইটিতে এই রহস্য ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

Pure in heart—This implies that the heart or mind is free from any sinful thought. এর অর্থ হল অন্তঃকরণ যে কোনরকম পাপপূর্ণ চিন্তা থেকে মুক্ত। **N.B**. *So the emphasis is not on outward purity but on inward purity*. Fasting and prayer alone cannot make the heart pure. Jesus Christ preached to his disciples—"Blessed are the pure in heart, for they shall see God" (*Matthew*, ch. V' Verse 8)

N. B. Nivedita's language is almost Biblical. *That was why······sit*—The shepherd boy was pure at heart, so he could

sit on the throne. রাখাল বালকটির মন ছিল পবিত্র, তাই সে সিংহাসনে বসতে পেরেছিল।

Expl. : But when the king......the mystery.

This sentence occurs in Sister Nivedita's story, ***The Judgment-Seat of Vikramaditya.***

The king of Malwa wanted to sit on the Judgment-Seat of Vikramaditya so that he could be wise and just while giving judgments. He came to know that the simple cow-boy had shown uncommon wisdom and justice when he had sat on that seat. He thought, he too would be just and wise if he could sit on it. So he brought the throne to his palace. But he failed to sit on it. All the stone angels bearing the throne prevented him, one by one, from sitting on it. Each of them asked him a question which revealed that he was not fit to sit on Vikramaditya's throne. The king could not understand the matter. But the last angel's words explained the mystery. It told him that he could sit on the throne only if his heart was pure like that of a little child.

The king deeply thought over the matter when he was alone. He now saw the truth. Only those who were pure in heart like a little child, could be perfectly just. The cow-boy was as simple and pure in heart as a child, so he could sit on Vikramaditya's Judgment-Seat. But the king was not free from sin, not so pure in heart, and that was why he failed to sit on it.

ব্যাখ্যা : মালবের রাজা যখন জানতে পারলেন যে রাখাল-বালক বিক্রমাদিত্যের সিংহাসনে বসে অপূর্ব জ্ঞান ও ন্যায়-বিচারের অধিকারী হয়েছে, তখন তিনি সেই সিংহাসনটি নিজের প্রাসাদে আনলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল সেই সিংহাসনে বসে তিনি ন্যায়-বিচার করবেন। তাঁর ধারণা ছিল ওতে বসলে তিনিও জ্ঞানী ও ন্যায়-বিচারক হতে পারবেন। কিন্তু তিনি যখনই বসতে যান তখনই একটি করে পাথরের দেবদূত তাঁকে এমন প্রশ্ন করতে থাকল যা তাঁর অযোগ্যতা প্রমাণ করে দিল। ব্যাপারটা রাজা বুঝতে পারলেন না। কিন্তু শেষ দেবদূতটির কথায় তিনি এই রহস্যের ব্যাখ্যা খুঁজে পেলেন। সে তাঁকে জানাল যে, তাঁর অন্তঃকরণ শিশুর মতো পবিত্র হলে তবেই মাত্র তিনি সিংহাসনে বসবার যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন।

রাজা যখন একা ছিলেন তখন এই বিষয়টা গভীরভাবে ভাবতে লাগলেন। তখন তাঁর কাছে সত্য উদ্ঘাটিত হল। ছোট শিশুর মতো যার মন পবিত্র, কেবল সেই সম্পূর্ণ ন্যায়-পরায়ণ হতে পারে। রাখাল বালকের অন্তর ছিল পাপশূন্য, পবিত্র, তাই সে বিক্রমাদিত্যের বিচারাসনে বসতে পেরেছিল। কিন্তু তাঁর মন পবিত্র ছিল না বলেই তিনি ওতে বসতে পারেন নি।

Expl. : Only he who was .....perfectly just.

In this sentence, quoted from Sister Nivedita's story, ***The Judgment-Seat of Vikramaditya***, the moral of the story is expressed.

The king of Malwa was prevented by the stone angels from sitting on the Throne of Judgment of Vikramaditya. The last angel asked him if he was pure in heart like a little child. It also said that if he was perfectly pure in heart, he could sit on that throne. After a deep thought, the king realized the moral significance of the remark of the last angel. His heart was full of greed and ambition, and so he could not sit on the throne. The cow-boy could do that because he was as pure as a child. A selfish and ambitious man like him could not be perfectly just.

ব্যাখ্যা : *The Judgment-Seat of Vikramaditya* গল্প থেকে উদ্ধৃত এই অংশে গল্পটির নীতিকথা প্রকাশিত হয়েছে। মালবের রাজাকে বিক্রমাদিত্যের বিচারাসনে উঠতে বাধা দিয়ে শেষ পাথরের দেবদূতটি জিজ্ঞাসা করল তাঁর হৃদয় একটি ছোট্ট শিশুর মতো পবিত্র কিনা। সে আরও বলল, হৃদয় সম্পূর্ণ পবিত্র হলেই তিনি ঐ সিংহাসনে বসতে পারবেন। গভীর চিন্তা করে রাজা এই কথার তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারলেন। শিশুর মতো পবিত্র-হৃদয় ছিল বলেই রাখাল বালক ঐ বিচারাসনে বসতে পেরেছিল। কিন্তু তাঁর মন ছিল লোভাতুর ও উচ্চাকাঙ্খায় পূর্ণ, তাই তিনি ওতে বসতে পারেন নি। স্বার্থপর ও অপবিত্র মনের কোন ব্যক্তিই কখনো সম্পূর্ণ ন্যায়-বিচারক হতে পারেন না।

Grammar and Composition : *Near*—adverb, modifying 'drew'.

Other uses of ***near*** : Keep *near* to me. (***adverb***)
He went *near* the river. (***preposition***)
He is a ***near*** relation of Ram. (***adjective***)
He is ***nearing*** his end. (***verb***)

Since that day—*since* is used here as a preposition.

as an *adverb* : He came here in 1950, and has been living here ever *since*.

as a *conjunction* : *Since* I have no money, it is good to give up smoking.

অনুবাদ : অবশেষে ছিয়ানব্বই দিন (চব্বিশ দিনের চারগুণ) অতিবাহিত হয়ে গেল এবং এর পর আরও তিন দিন উপবাসে কাটল ; আজ শততম দিন। পাথরের ফলকটি বহন করবার মতো অবশিষ্ট ছিল আর মাত্র একটি দেবদূত। রাজা গভীর আত্মবিশ্বাস নিয়ে (বিচারাসনের কাছে) এগিয়ে গেলেন, কারণ আজ তাঁকে সিংহাসনে বসতে দেওয়া হবে বলে তিনি নিশ্চয়তা বোধ করছিলেন।

কিন্তু কাছে গিয়ে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করতেই শেষ দেবদূতটি বলে উঠল, "হে মহারাজ! তাহলে আপনি কি অন্তরে সম্পূর্ণ পবিত্র? আপনার মন কি একটি ছোট শিশুর মতো? তাই যদি হয়, তবে অবশ্যই আপনি এই আসনে বসবার যোগ্য!"

একজন বিচারক যেভাবে কাঠগড়ায় দণ্ডায়মান আসামীকে পরীক্ষা করেন, সেইভাবে পুনরায় নিজের বিবেককে পরীক্ষা করে রাজা অত্যন্ত ধীরে ধীরে ও অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বললেন, "না, আমি যোগ্য নই।"

এই কথা শুনে দেবদূতমূর্তি পাথরের ফলকটি মাথায় করে নিয়ে আকাশে উড়ে গেল, আর সেই দিন থেকে এটাকে আর কখনও পৃথিবীতে দেখা যায় নি।

রাজা যখন নিজের সম্বিত ফিরে পেলেন, এবং একা একা বিষয়টা নিয়ে গভীর চিন্তা করতে লাগলেন, তখন তিনি বুঝতে পারলেন যে শেষ দেবদূতমূর্তিটি এই রহস্যের প্রকৃত তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে দিয়েছে ; যার মন একটা ছোট্ট শিশুর মনের মতো পবিত্র, কেবলমাত্র সেই সম্পূর্ণ ন্যায়পরায়ণ হতে পারে। এই কারণে বনের একজন রাখাল বালক বিক্রমাদিত্যের বিচারাসনে বসতে পেরেছিল, যাতে পৃথিবীর অন্য কোন রাজাই বসতে পারেন নি।

Short Questions and Answers

Q. 1. *What did the king think when he came to sit on the throne on the hundredth day ?*

[শততম দিনে সিংহাসনে বসতে আসবার সময় রাজা কি ভেবেছিলেন ?]

Ans. The king thought that he would surely be allowed to sit on the throne.

[রাজা ভেবেছিলেন যে তাঁকে অবশ্যই সিংহাসনে বসতে দেওয়া হবে।]

Q. 2. *What did the last angel say to the king and what was the king's reply ?* [শেষ দেবদূতমূর্তি রাজাকে কি বলেছিল এবং রাজা কি উত্তর দিয়েছিলেন ?]

Ans. The last angel told the king that if he was pure in heart like a little child, he would be worthy to sit on the Judgment-Seat of Vikramaditya. The king replied that he was not worthy.

[শেষ দেবদূতমূর্তিটি রাজাকে বলেছিল যে তাঁর মন যদি ছোট্ট শিশুর মতো পবিত্র হয়, তবেই তিনি বিক্রমাদিত্যের সিংহাসনে বসবার যোগ্য হবেন। রাজা এর উত্তরে বলেছিলেন যে তিনি এতে বসার যোগ্য নন।]

Q. 3. *Why did the king answer with great sadness ?*

[রাজা অত্যন্ত বিমর্ষ মনে জবাব দিলেন কেন ?]

Ans. Searching his own conscience, the king discovered that he was really not pure in heart like a little child. And so he was not worthy to ascend the throne of Vikramaditya. That is why he answered with sadness.

[নিজের বিবেক অনুসন্ধান করে রাজা আবিষ্কার করবেন যে অন্তরে তিনি শিশুর মতো পবিত্র নন। কাজেই তিনি বিক্রমাদিত্যের সিংহাসনে বসবার উপযুক্ত নন। এই কারণেই তিনি বিমর্ষ মনে উত্তর দিয়েছিলেন।]

Q. 4. *What happened after the king had confessed that he was not worthy ?*

[রাজ নিজেকে অনুপযুক্ত বলে স্বীকার করার পর কি ঘটল ?]

Ans. The last angel flew away carrying the throne on its head.

[শেষ দেবদূতমূর্তি সিংহাসনটি মাথায় করে উড়ে চলে গেল।]

Q. 5. 'He saw that the last angel had explained the mystery'. —(*i*) *Who was he ?* (*ii*) *What was the mystery ?* (*ii*) *When did he understand the mystery ?* [(ক) 'তিনি' বলতে কাকে উল্লেখ করা হয়েছে ? (খ) রহস্যটা কি ছিল ? (গ) কখন তিনি রহস্যটা বুঝতে পারলেন ?]

Ans. (i) 'He' refers to the king of Malwa who tried to sit on the Judgment-Seat of Vikramaditya.

(ii) The king failed to sit on the Judgment-Seat even after so many days of prayer and fasting. But a common cow-boy was able to sit on it. That was the mystery. The last angel

explained the mystery. He who was pure in heart like a little child, could be perfectly just.

(iii) After the last angel had flown away with the throne, the king deeply thought within himself and understood the mystery.

[(ক) মালবের রাজাকে 'তিনি' বলে উল্লেখ করা হয়েছে ।তিনি রাজা বিক্রমাদিত্যের বিচার-সিংহাসনে বসতে চেষ্টা করেছিলেন। (খ) রাজা বহুদিন ধরে উপাসনা ও প্রার্থনা করেও সিংহাসনটিতে বসতে পারলেন না, অথচ সাধারণ একটি রাখালবালক তার ওপর বসতে পেরেছিল। এই ব্যাপারটাই ছিল তাঁর কাছে একটা রহস্য। শেষ দেবদূতটি এই রহস্য উদ্ঘাটন করে গেছে ঃ শিশুর মতো পবিত্র যার মন, কেবলমাত্র সেই সম্পূর্ণ ন্যায়পরায়ণ হতে পারে। (গ) শেষ দেবদূতটি সিংহাসন নিয়ে উড়ে চলে যাবার পর রাজা গভীরভাবে মনে মনে চিন্তা করলেন এবং রহস্যটি বুঝতে পারলেন।]

QUESTIONS AND ANSWERS

Q. 1. Briefly narrate the story of The 'Judgment-Seat of Vikramaditya'. [গল্পটি সংক্ষেপে বর্ণনা কর।]

Ans. See **Summary**.

Q. 2. Give the moral of the story, 'The Judgment-Seat of Vikramaditya'. [গল্পটির অন্তর্নিহিত নীতি বর্ণনা কর।]

Ans. See **The Moral**.

Q. 3. "But deep in the hearts of the Indian peoples, one name is held even dearer than those I have mentioned'.—**Whose name is spoken of here? Write what you know about him.** [এখানে কার নামের কথা উল্লেখ করা হয়েছে ? তাঁর সম্বন্ধে যা জান লেখ।]

Or,

"*He was like our King Arthur, or like Alfred the Great*".—**Who was he? What do you know about him?**

['তিনি' বলতে এখানে কাকে উল্লেখ করা হয়েছে ? তাঁর সম্বন্ধে তুমি কি জান ?]

Or,

Who was King Vikramaditya? Why was he deeply

loved by the Indian people? [রাজা বিক্রমাদিত্য কে ছিলেন? ভারতের জনসাধারণ তাঁকে কেন গভীর ভাবে ভালবাসত ?]

Ans. Vikramaditya was the king of Malwa. It is said that he reigned in 57 B. C., and his capital was Ujjain, a famous city in ancient India. Vikramaditya founded a new era known as the *Samvat.* He was famous throughout the country for his wisdom and perfect justice. He was known to be the greatest judge in history. He never punished any wrong man, but the guilty never escaped his punishment. They trembled before him because he had the insight to see their guilt. He had a Judgment-Seat, on which he used to sit for deciding cases. And he never faild to give the correct decision. This is why his Judgment-Seat had passed into a proverb. Whenever a judge showed wisdom in giving any judgment, people used to say that he must have sat on the Judgment-Seat of Vikramaditya.

Some historians, of course, hold the opinion that the popular legend of King Vikramaditya has been coloured by indistinct memories of the glories of King Chandragupta II of the Gupta dynasty, who took the title of Vikramaditya. He conquered Ujjain in the fourth century of the Christian era.

[See also **Introduction, Identity of Vikramaditya.**]

[বিক্রমাদিত্য ছিলেন মালবের রাজা। ৫৭ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে তিনি রাজত্ব করতেন বলে মনে করা হয়। তাঁর রাজধানী ছিল উজ্জয়িনী, বিক্রমাদিত্য একটি 'অব্দ' চালু করেন, যা 'সম্বত' নামে পরিচিত। গভীর জ্ঞান এবং ন্যায়-বিচারের জন্য সারা দেশে তিনি খ্যাতি অর্জন করেন। ইতিহাসে তিনি শ্রেষ্ঠ বিচারক বলে খ্যাত। কোন নির্দোষ ব্যক্তিকে তিনি কখনো শাস্তি দেন নি। কিন্তু দোষীরা তাঁর শাস্তি এড়িয়ে যেতে পারত না। তারা তাঁর সামনে এসে ভয়ে কাঁপত, কারণ তাদের দোষ বুঝে ফেলার মতো তাঁর অন্তর্দৃষ্টি ছিল। তাঁর একটি বিচারাসন ছিল, যার উপর বসে তিনি বিচার করতেন ও রায় দিতেন। নির্ভুল রায় দিতে তিনি কখনো ব্যর্থ হন নি। এই কারণেই তাঁর বিচারাসনটি একটি প্রবাদবাক্যে পরিণত হয়েছিল। যখনই কোন বিচারক বিজ্ঞের মতো কোন রায় দিতেন, তখনই লোকে বলত তিনি বিক্রমাদিত্যের বিচারাসনে বসেছেন।

কোন কোন ঐতিহাসিক এই মত পোষণ করেন যে চতুর্থ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত নামে গুপ্তবংশের যে রাজা রাজত্ব করতেন তাঁরই অস্পষ্ট

স্মৃতি নিয়ে রাজা বিক্রমাদিত্যের জনপ্রিয় কাহিনী রচিত হয়েছে। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত 'বিক্রমাদিত্য' উপাধি গ্রহণ করেছিলেন এবং উজ্জয়িনী অধিকার করেছিলেন।]

Q. 4. And when it is time to go home to village for the night, what a pretty sight they make !—**Whom does the word 'they' refer to ? Describe the 'pretty sight'.**

['They' শব্দটি দ্বারা কাদের উল্লেখ করা হয়েছে ? 'চমৎকার দৃশ্যটি' বর্ণনা কর।]

Ans. 'They' refers to the Indian cows.

The cow-boys take the cows to the grazing ground early in the morning. They graze there for the whole day and are brought back home in the evening. While returning home, one cowboy leads the cows in front, and another walks behind to drive the cows onwards. They come in a long procession between the two cow-boys along the dusty road. As they proceed, they kick up the dust which hangs like a cloud around them. The cows seem to be moving through a cloud that is reddened by the last rays of the setting sun. All this creates a pretty sight.

[তারা' বলতে ভারতীয় গাভীদের বুঝানো হয়েছে। ভোরবেলায় রাখালরা গাভীদের চরাবার জন্য নিয়ে যায় গোচারণভূমিতে। সেখানে সারাটা দিন চরাবার পর তাদের সন্ধ্যাবেলায় গ্রামে ফিরিয়ে আনা হয়। ফিরবার সময় একজন রাখাল চলে তাদের সম্মুখভাগে, আর অন্য একজন পিছনে চলে তাদের এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য। রাখাল দু'জনের মধ্যে গাভীগুলো গ্রামের ধূলো-ভরা রাস্তা দিয়ে লম্বা সার বেঁধে চলতে থাকে। পথ চলার সময় তাদের ক্ষুরের আঘাতে রাস্তার ধূলোগুলো উৎক্ষিপ্ত হয়ে একটা ধূলোর মেঘ সৃষ্টি করে, আর তার ওপর প্রতিফলিত হয় অস্তগামী সূর্যের লাল রশ্মিগুলো, মনে হয় মেঘের মধ্য দিয়ে গাভীগুলি চলেছে। এই দৃশ্যকেই 'চমৎকার' বলা হয়েছে।]

Q. 5. How does Sister Nivedita describe the cows of India ? What does Sister Nivedita say about the treatment of the cows in the homes of the Hindus ? How do the Indian cows live ?

[নিবেদিতা ভারতের গাভীদের সম্বন্ধে কিরূপ বর্ণনা দিয়েছেন ? ভারতীয় হিন্দুদের গাভীরা কিরূপ আচরণ লাভ করে বলে নিবেদিতা উল্লেখ করেছেন ? ভারতীয় গাভীরা কিভাবে বাস করে ?]

Ans. Sister Nivedita lovingly describes the Indian cows. Indian cows are "gentle, little creatures." Indian cows have "large wise eyes", and they have a great hump between their shoulders. European cattle are big, timid or wild. India's little cows are not timid; and they are not wild. For India's cows live in the homes of the Hindus; and every one in the family loves the cows. India is a hot, dry country. India's cows are very useful, very valuable. Cow's milk is very useful. In early morning, little girls pet the cows, give the cows food and hang flower garlands around the necks of the cows. Little girls say poetry to the cows. They throw flowers before the feet of the cows. Also the cows feel that they are members of the family.

In the villages, the cows love to feed on the grass in the wild land outside the villages. The cow-boys (রাখাল বালকগণ) go with the cows to frighten away the wild beasts, and they take care that the cows do not go too far. The cows wear little tinkling bells'. At evening time the cow-boys return with the cows to the village. The cows return in a long procession. The cows return and kick up the dust along the sun-baked path.

[ভারতীয় গাভীদের সম্বন্ধে ভগিনী নিবেদিতা একটি চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন। ভারতীয় গাভীরা শান্ত প্রাণী। তাদের চোখগুলো উজ্জ্বল ও বড় বড়, আর কাঁধের উপর রয়েছে একটা করে কুঁজ। ইউরোপের গাভীরা আকারে বড় কিন্তু তারা হয় ভীরু বা বন্য প্রকৃতির। ভারতীয় গাভীরা ভীরু বা বন্য নয়, কারণ তারা বাস করে হিন্দুদের বাড়িতে এবং বাড়ির লোকেরা তাদের ভালবাসে। ভারত হল গ্রীষ্মপ্রধান, শুষ্ক দেশ, এখানকার গাভীরা খুবই উপকারী। এদের দুধ খুবই কাজে লাগে। ভোরবেলায় ছোট ছোট মেয়েরা এসে গাভীদের আদর করে, তাদের খাবার দেয়, গলায় ফুলের মালা ঝুলিয়ে দেয়। মেয়েরা গাভীদের সামনে স্তব গান করে এবং তাদের পায়ের কাছে ফুল ছড়িয়ে দেয়। গাভীরাও নিজেদের সেই পরিবারেরই আপনজন বলে মনে করে।

গ্রামাঞ্চলে গাভীরা চায় গ্রামের বাইরে জঙ্গলভূমিতে গিয়ে চরে বেড়াবে। রাখাল বালকরা তাদের সঙ্গে যায় বন্যজন্তুদের তাড়িয়ে দেবার জন্য এবং গাভীদের দিকে নজর রাখবার জন্য যাতে তারা বেশী দূরে চলে না যায়। ছোট ছোট ঘণ্টা বেঁধে দেওয়া হয় গাভীদের গলায়। সন্ধ্যার সময় রাখালরা

তাদের গ্রামে ফিরিয়ে আনে। দীর্ঘ সারিবদ্ধভাবে তারা ফিরে আসে। তাদের ক্ষুরের আঘাতে রৌদ্রতপ্ত ধুলোগুলো উৎক্ষিপ্ত হতে থাকে।]

Q. 6. Give Sister Nivedita's description of an Indian twilight.

[ভগিনী নিবেদিতা ভারতীয় গোধূলি সম্বন্ধে যে বর্ণনা দিয়েছেন, তার উল্লেখ কর।]

Ans. Sister Nivedita gives a fine description of an Indian twilight (ভারতবর্ষের সন্ধ্যাকাল, গোধূলি সময়). In morning, Indian cows go out from the villages to feed on the grass in the wild land beyond the villages. The cow-boys (রাখাল বালকগণ) go with them to take care of the cows and protect them from wild beasts. Evening comes. The cow-boys return with the cows in a procession. The cows kick up the dust of the path. So Indians call twilight, the hour of cow-dust (গোধূলি, সন্ধ্যাকাল). This is a very peaceful time, a very pleasant time. The children are playing. We hear the sound of their playing. The men are resting and talking beneath some old tree. The women are gossiping or praying in their houses. Indian twilight is the time of rest and peace in an Indian village.

[ভারতের গোধূলি সময় সম্বন্ধে ভগিনী নিবেদিতা এক সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন। সকালে ভারতীয় গাভীরা গ্রামের বাইরে জঙ্গলভূমিতে যায় চরবার জন্য। রাখাল বালকরা তাদের সঙ্গে যায় তাদের দেখাশোনা করতে এবং বন্য জন্তুদের তাড়িয়ে দিতে। সন্ধ্যায় রাখাল বালকরা তাদের সারিবদ্ধভাবে নিয়ে মাঠ থেকে ফিরে আসে। আসবার সময় গাভীরা রাস্তার ধুলো পায়ের আঘাতে উড়োতে উড়োতে আসে। এই জন্যই ভারতীয়রা সন্ধ্যাকালকে বলে গোধূলি। এই সময় খুবই শান্তিপূর্ণ ও মনোরম। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা এসময় খেলাধুলা করে, বয়স্ক পুরুষরা কোন গাছতলায় বসে বিশ্রাম নেয়, আর স্ত্রীলোকরা খোসগল্প করে কাটায় অথবা বাড়িতে প্রার্থনা করে। ভারতের গ্রামাঞ্চলে তাই সন্ধ্যাকাল হল বিশ্রাম ও শান্তির সময়।]

Q. 7. "Such was the life of the shepherd boys in the villages about Ujjain". **Describe the life as narrated by Sister Nivedita.** **[C. U. 1945]**

[নিবেদিতার গল্পে রাখালদের জীবনধারার যে চিত্র অঙ্কিত হয়েছে তা বর্ণনা কর।]

Ans. The shepherd boys of the villages about Ujjain used to take their cows for grazing in the wild lands. They, of course, did not know that the ruins of Vikramaditya's palace lay near about that place. They brought the cows back to the villages in the evening, after tending them in the field throughout the day. They took care of the cows and would threaten away the wild beasts. But they got plenty of time for fun and sports. When evening came, one shepherd boy would call the cows from one end of the field, and another would go round to drive them towards him. Thus they brought the cows together and would start for home. This was the life led by the shepherd boys about Ujjain.

[উজ্জয়িনীর পার্শ্ববর্তী গ্রামসমূহের রাখালরা প্রতিদিন ভোরবেলায় বনভূমিতে গাভীগুলিকে নিয়ে যেত চরাবার জন্য। তারা অবশ্য জানত না যে তারই কাছাকাছি বিক্রমাদিত্যের রাজপ্রাসাদের ভগ্নাবশেষ ছিল। সারাদিন গাভী চরিয়ে তারা সন্ধ্যায় ফিরে আসত গ্রামে। গাভীদের তারা দেখাশুনা করত, যত্ন নিত, বন্য জন্তুদের ভয় দেখিয়ে তাড়িয়ে দিত। তবে খেলাধূলা ও কৌতুক করার সময়ও তারা যথেষ্ট পেত। সন্ধ্যা নেমে এলে একজন রাখাল মাঠের এক প্রান্ত থেকে গাভীদের ডাক দিত, আর অপর একজন ঘুরে গিয়ে তাদের প্রথম জনের দিকে তাড়িয়ে আনত। গাভীগুলো এক জায়গায় জড়ো হলে তারা বাড়ির দিকে রওনা হত। এই ছিল উজ্জয়িনী অঞ্চলের রাখালদের জীবনধারা।]

Q. 8. "I say, boys," he cried, "I'll be judge and you can all bring cases before me and we'll have trials."—**Who said this and to whom ? What was the occasion ? Describe how this boy played the part of a judge.** [একথা কে কাদের বলেছিল ? কি পরিস্থিতিতে কথাগুলি বলা হয়েছিল ? ছেলেটি কিভাবে বিচারকের ভূমিকা পালন করেছিল বর্ণনা কর।]

Ans. This was said by a cow-boy who used to play with his friends in the grazing ground near Ujjain. He said this to his friends.

The cow-boys of the villages about Ujjain used to take their cows to the grazing ground every morning. While taking care of the cows there, they had plenty of time for fun and sport among themselves. One day the cow-boys found a playground near the pasture. It was rough and uneven. They also saw a green mound in the middle of the field. The

mound looked like a judge's seat. One of the boys ran to the mound with a shout and took his seat on it. This was the occasion. The boy then said the above (quoted) words to his play-mates. He wanted to act the part of a judge.

The other boys saw the fun at once. Whispering among themselves they quickly made up a quarrel and asked the boy-judge to settle it. A strange thing happened. As soon as the boy heard the case, he became very grave, and he gave a very wise judgment. The boys put before him other concocted cases, and each time the boy-judge gave the wisest judgment. But the moment he came down from his seat, he became just a common cow-boy like others.

[একথা বলেছিল একজন রাখাল বালক তার বন্ধুদের কাছে। তারা উজ্জয়িনীর কাছে এক গোচারণভূমিতে গাভী চরাতে গিয়ে খেলাধূলা করত।

উজ্জয়িনীর আশপাশের গ্রামের রাখালরা প্রতিদিন সকালে গোচারণভূমিতে গাভী চরাতে নিয়ে যেত। গাভীগুলোকে যত্ন নেবার সময় তারা খেলাধূলা ও আমোদ করার প্রচুর সময় পেত। একদিন তারা একটা খেলার মাঠ আবিষ্কার করল। মাঠটা অসমান ও বন্ধুর ছিল। তার মাঝখানটায় ছিল ঘাসে ঢাকা একটা উঁচু মাটির ঢিপি। ঢিপিটা অনেকটা বিচারকের আসনের মতো দেখতে। ছেলেদের একজন দৌড়ে গিয়ে তার উপর উঠে বসল, এবং সঙ্গীদের বলল সে হবে বিচারক, তারা যেন তার কাছে মামলা নিয়ে আসে। এই হল প্রসঙ্গ, যখন উপরোক্ত কথাগুলো সে বলেছিল।

অন্যান্য ছেলেরা এটাকে মহা আনন্দের ব্যাপার মনে করে নিজেদের মধ্যে সলাপরামর্শ করল এবং একটা মামলা সাজিয়ে নিয়ে বালক-বিচারকের কাছে গেল তার নিষ্পত্তির জন্য। এই সময় এক অদ্ভুত ব্যাপার ঘটল। মামলাটা শোনামাত্র বিচারকের ভূমিকা গ্রহণকারী ছেলেটি হয়ে উঠল গুরুগম্ভীর, আর সে বিজ্ঞের মতো একটি রায় দিল। এরপর যতবারই রাখালরা তার কাছে বানানো মামলা নিয়ে গেল, ততবারই সে বিজ্ঞতম রায় দিল। কিন্তু যে মুহূর্তে ছেলেটি ঢিপি থেকে নেমে এল, তখনই সে অন্যান্যদের মতো এক সাধারণ রাখালে পরিণত হল।]

Q. 9. 'But now a strange thing made itself felt.'—**What was the strange thing** ? [অদ্ভুত জিনিসিটি কি ছিল ?]

Ans. See Answer to **Q. 6.**

Q. 10. "Why", he said, "that boy must have sat on the Judgment-Seat of Vikramaditya !" **(a) Who spoke these**

words ? What was the occasion ? (b) Why did the learned men say that the speaker spoke the truth ?
[(ক) কথাগুলি কে বলেছিলেন ? কি প্রসঙ্গে কথাগুলি তিনি বলেছিলেন ? (খ) বিদ্বান ব্যক্তিরা কেন বললেন যে বক্তা ঠিক কথাই বলেছেন ?]

Ans. (a) The king of Mâlwa said this. He came to know the cow-boy's strange power of wise judgment when he would sit on the mound. The cow-boys of the villages near Ujjain found a mound in a field. The mound looked like a judge's seat. Out of fun, one of the cow-boys sat on it to play the part of a judge in mock trials. But it was found that the boy became very grave and wise while deciding cases, and gave the wisest judgment in each case. The news spread among the villagers. Grown-up men of the villages began to bring their law-suits to be decided in that court. All their disputes were settled quite satisfactorily.

At last the king of Malwa came to know this. Without any deep thought he said that the cow-boy must have sat on the Judgment-Seat of Vikramaditya.

(b) The learned men around the king knew from the records of history that the ruins of Vikramaditya's palace lay buried in that ground, and the mound on which the boy-judge sat, was surely the Judgment-Seat of Vikramaditya that was covered with earth. So the learned men said that the king had spoken the truth.

[(ক) একথা বলেছিলেন মালবের রাজা। রাখাল-বালক ঢিপিটার উপরে বসে যে অদ্ভুত ন্যায়-বিচারের ক্ষমতা প্রকাশ করছিল একথা রাজা জানতে পেরেছিলেন। উজ্জয়িনীর পার্শ্ববর্তী গ্রামসমূহের রাখালরা মাঠে একটা উঁচু মাটির ঢিপি দেখতে পেয়েছিল, যেটা দেখতে ছিল একজন বিচারকের বিচারাসনের মতো। আমোদের ছেলে একজন রাখাল তার উপরে উঠে বিচারক সেজে বসল। দেখা গেল প্রতিটি বিবাদের বিচারের সময় সে অত্যন্ত বিজ্ঞ ও গুরুগম্ভীর হয়ে উঠছিল এবং দক্ষতার সঙ্গে রায় দিচ্ছিল। এই সংবাদ যখন গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ল, তখন বয়স্ক লোকেরাও তাদের মামলা হাজির করতে লাগল বালক-বিচারকের আদালতে। তাদের মামলাগুলোও অত্যন্ত সন্তোষজনকভাবে মীমাংসা হয়ে গেল।

অবশেষে রাজার কানে উঠল কথাটা। কোন রকম গভীর চিন্তা না করেই তিনি বললেন যে ছেলেটি নিশ্চয় রাজা বিক্রমাদিত্যের বিচারাসনে বসেছে।

(খ) রাজার দরবারে যে-সব বিদ্বান ব্যক্তিরা ছিলেন, তাঁরা ইতিহাসে বর্ণিত তথ্যগুলো থেকে জানতেন যে ঐ মাঠে রাজা বিক্রমাদিত্যের প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ চাপা পড়ে ছিল। রাখাল-বিচারক যে ঢিপিটার ওপর বসে বিচার করত সেটার নীচে ছিল বিক্রমাদিত্যের বিচারাসন। তাই তাঁরা বলেছিলেন যে রাজা ঠিক কথাই বলেছেন।]

Q. 11. (a) **Why did the king of Malwa bring Vikramaditya's Judgment-Seat to his palace?** (b) **Describe the Judgment-Seat.**

[(ক) মালবের রাজা বিক্রমাদিত্যের বিচারাসনটি তাঁর প্রাসাদে নিয়ে এলেন কেন? (খ) বিচারাসনটির বর্ণনা দাও।]

Ans. (a) The king of Malwa wished to be a just judge. But he often felt weak and ignorant in deciding difficult cases. He knew that the spirit of wisdom and justice would descend on him if he could sit on the Judgment-Seat of Vikramaditya. So he brought the Judgment-Seat to his palace.

(b) The Judgment-Seat was a slab of black marble. It was supported on the hands and wings of twenty-five stone angels. The faces of the angels were turned outwards, as if they were ready for flight.

[(ক) মালবের রাজা ন্যায়-বিচারক হতে চেয়েছিলেন। কিন্তু কঠিন কোন সমস্যার সমাধান করার সময় তিনি নিজেকে প্রায়ই দুর্বল ও অক্ষম অনুভব করতেন। তিনি জানতেন যে রাজা বিক্রমাদিত্যের বিচারাসনে বসতে পারলে জ্ঞান ও ন্যায়-বিচারের অলৌকিক ক্ষমতা তাঁর মধ্যে দেখা দেবে। তাই তিনি বিচারাসনটিকে নিজের প্রাসাদে নিয়ে এলেন।

(খ) বিচারাসনটি ছিল কাল মার্বেল পাথরের এটি ফলক। পঁচিশটি পাথরের দেবদূতমূর্তির হাত ও ডানার উপর বসানো ছিল। দেবদূত-মূর্তিগুলোর মুখগুলি সব বাহিরের দিকে ছিল ঘোরানো, যেন তারা উড়ে যাবার জন্য প্রস্তুত।]

Q. 12. "Hast thou never desired to bear rule over kingdoms that were not thine own?"—(a) **Who said this? When did the speaker say this?** (b) **What happened after that?**

[(ক) একথা কে বলেছিল? বক্তা একথা কখন বলেছিল? (খ) এর পর কি ঘটেছিল?]

Ans. (a) One of the twenty-five stone angels that supported the Judgment-Seat of Vikramaditya said this to the king of Malwa when he was about to ascend the Judgment-Seat. The king had brought the Judgment-Seat to his palace. He wished to sit on it and become a just judge. He spent three days praying and fasting and on the fourth day he came to ascend the throne. But as he was about to take his seat, one of the angels that bore the throne spoke out. It asked the king if he had never desired to dominate over other's kingdoms.

(b) At the words of the stone angel, the king felt that a light had burst into flames within him. He felt that he had oppressive wishes in his mind. So, after some time, he said that he was not worthy to sit on Vikramaditya's Judgment-Seat. The angel then advised him to fast and pray for three days more and flew away.

[(ক) যে পঁচিশটি পাথরের দেবদূতমূর্তি বিক্রমাদিত্যের বিচারাসনটি বহন করে ছিল, তাদেরই একজন রাজাকে একথা বলেছিল। রাজা নিজের প্রাসাদে বিচারাসনটি এনেছিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল এই সিংহাসনে তিনি বসবেন যাতে তিনি ন্যায়-বিচারক হতে পারেন। তিন দিন ধরে উপবাস ও প্রার্থনা করবার পর চতুর্থ দিনে রাজা যখন সিংহাসনটিতে বসতে উদ্যত হলেন, ঠিক তখনই দেবদূতমূর্তিটি তাঁকে জিজ্ঞাসা করল তিনি কখনও অন্যের রাজত্ব অধিকার করতে চেয়েছেন কি না।

(খ) দেবদূতের কথা শোনা মাত্র রাজা অনুভব করলেন যে তাঁর মধ্যে হঠাৎ একটা আলোক প্রজ্জলিত হয়েছে এবং তিনি অনুভব করলেন যে তাঁর মনে নিপীড়নমূলক প্রবৃত্তি ছিল। খানিকটা পরে তিনি তাই বললেন যে ঐ সিংহাসনে বসবার যোগ্যতা তাঁর নেই। তখন দেবদূতমূর্তিটি তাঁকে আরও তিন দিন উপবাস ও প্রার্থনা করতে বলে উড়ে চলে গেল।]

Q. 13. What was it that the shepherd boy in the forest could sit on the throne, while the king could not?

[C. U. 1944]

[কি কারণে বনের একজন রাখাল বালক সিংহাসনে বসতে সক্ষম হলেও রাজা তা পারলেন না?]

Or,

'The last angel had explained the mystery'.—**What was the mystery and how did the last angel explain it?**

[S. F. 1959]

[রহস্যটা কি ছিল এবং শেষ দেবদূতমূর্তিটি তা কিভাবে ব্যাখ্যা করেছিল?]

Ans. King Vikramaditya was the greatest and the wisest judge in history. He never made any mistake in his judgment. In course of time, his palace fell into ruins. The famous Judgment-Seat of Vikramaditya was hidden in the ruins. It lay under a mound.

A cow-boy used to sit upon the mound and give very wise decisions on most difficult disputes. The king of the country came to know this. He became sure that the cow-boy sat on the throne (Judgment-Seat) of Vikramaditya. He brought the throne to his palace because he wanted to sit on it and be a just judge. The throne was supported on the hands and wings of twenty-five stone angels.

But the king failed to sit on it. Each time he came to sit on the throne, one of the angels prevented him from doing that asking him a question which showed that he was not fit to sit on it.

The king was struck with wonder. A simple cow-boy could sit on Vikramaditya's Judgment-Seat, but he, the king of the country, was not allowed to take his seat there. **This was the mystery.**

The last angel, of course, explained the mystery. It told the king that he would be worthy to sit on the throne, if his heart was perfectly pure like that of a little child.

The king deeply thought over it and understood that 'he, who was pure in heart, like a little child, could be perfectly just.' He was not allowed to ascend the throne because he was not pure in heart like that simple cow-boy.

[রাজা বিক্রমাদিত্য ছিলেন ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ ও সর্বাপেক্ষা বিজ্ঞ বিচারক। বিচারকার্যে তিনি কখনও ভুল করেন নি। কালক্রমে তাঁর প্রাসাদ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। তাঁর বিখ্যাত বিচারাসন সেই ধ্বংসস্তূপের ভিতরেই এক উঁচু টিপির নীচে চাপা পড়ে ছিল।

টিপিটার ওপরে বসে রাখাল বালক খুব কঠিন বিবাদেরও অত্যন্ত ন্যায্য মীমাংসা করে দিত। দেশের রাজার কানে কথাটা উঠল। তিনি নিশ্চিত বুঝলেন যে ছেলেটি বিক্রমাদিত্যের সিংহাসনে বসেছিল। সিংহাসনটি তিনি নিজের প্রাসাদে নিয়ে এলেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল এতে বসে তিনি ন্যায়-বিচার করবেন। সিংহাসনটি বসানো ছিল পঁচিশটি পাথরের দেবদূতের হাত ও ডানার উপর।

কিন্তু রাজা সিংহাসনটিতে বসতে পারলেন না। যখনই তিনি তার ওপর উঠতে যান, তখনই দেবদূতমূর্তির একটি তাঁকে উঠতে বাধা দিয়ে কোন একটি প্রশ্ন করতে থাকে, যা থেকে প্রমাণ হয় যে ওতে বসবার যোগ্যতা তাঁর নেই।

রাজা অত্যন্ত আশ্চর্য হয়ে গেলেন। একটা সামান্য রাখাল ছেলে বিক্রমাদিত্যের বিচারাসনে বসতে পারল, আর তিনি রাজা হয়েও তা পারলেন না। এটাই ছিল রহস্য।

শেষ দেবদূতমূর্তিটা এই রহস্যের সমাধান করে দিয়েছিল। সেটা রাজাকে বলেছিল যে তাঁর অন্তঃকরণ যদি ছোট্ট একটা শিশুর অন্তঃকরণের মতো পবিত্র হয়, তবেই তিনি ঐ সিংহাসনে বসবার যোগ্য হতে পারবেন।

রাজা বিষয়টি গভীরভাবে চিন্তা করে বুঝতে পারলেন যে 'যার হৃদয় ছোট্ট শিশুর মতো পবিত্র, শুধু সেই সম্পূর্ণ ন্যায়পরায়ণ হতে পারে।' তিনি সিংহাসনে বসতে পারেন নি, কারণ রাখাল-বালকটির মতো তাঁর অন্তঃকরণ নিষ্পাপ ছিল না।

Q. 14. Explain the following with reference to the context :

(a) **Here lived······Shakespeare.** *(Para. 1)*
(b) **He was like our......gentle.** *(Para. 2)*
(c) **There had been......to forget.** *(Para. 5)*
(d) **Instead of that......their feet !** *(Para 8)*
(e) **As they go......hour of cowdust.** *(Para. 10)*
(f) **The spirit of····· other boys.** *(Para. 17)*
(g) **But the heart......away from him.** *(Para. 21)*
(h) **Thinkest thou......full of sorrow.** *(Para. 25)*
(i) **He knew that······not worthy.** *(Para. 26)*
(j) **But when the king······mystery.** *(Para. 35)*
(k) **Only he......perfectly just.** *(Para. 35)*

Ans. See **Explanations.**

Q. 15. Write notes on : Ujjain ; Kalidas ; Homer ; Dante ; Shakespeare ; Rajah Jey Singh of Jeypore ; Vikramaditya ; King Arthur ; Alfred the great ; *heaped-up ruins ; pasture ; brushwood ; sun-baked path ; twilight ; the hour of cowdust ; mound ; straightened his face ; frolicsome lands ; in-controvertible wisdom ; perplexing dispute ; lawsuits ; chronicles ;* **spirit of law and justice ; the spirit of Vikramaditya ;** *hall of justice ; marble slab ; countenance ; long array of tyrannical wishes ; royal retreat ; more searching ; the prisoner at the bar ; came to himself ; mystery.*

Ans. See **Notes, etc.**

Additional Notes for Teachers

I. *Opinions of historians regarding the identity of Vikramaditya*—(1) Sir William Hunter places Vikramaditya in the first century B.C. He observes that the name Vikramaditya is a title meaning a very sun of prowess, which has been borne by several kings in Indian history. "*But the Vikramaditya of the first century B. C. was the greatest of them*—great alike as a defender of his country against the Scythian hordes, as a patron of learning and as a good ruler of subjects."

The *Skanda Purana, Prabandha Chintamani* and the sacred Jaina book, *Tapagachha Pattabali,* seem to indicate that Vikramaditya reigned in the first century B. C. This is also the view held by Sir William Hunter and *Sister Nivedita's version agrees with this.*

(2) Vincent Smith observes that *Chandragupta* II (A.D. 375—A.D. 431) "*has a better claim than any other sovereign to be regarded as the original of the mythical king of that name who figures so largely in Indian legend.*"

Prof. A. B. Keith is in favour of associating Kalidas with Chandragupta II, who assumed the title of Vikramaditya.

(3) As Vikramaditya was said to have defeated the Scythians and assumed the title of *Sakari* (শকারি), some historians assign his reign to the period dating from 510 to 560 A. D. MaxMuller and Fergusson held that Vikramaditya's reign ended in 530 A. D. Malcolm's *History of Malwa* speaks of Vikramaditya's reign as the golden age of India.

Dr. Fleet's discovery of the Mandasar inscription confirms the tradition that the Samvat Era began in 57 B C. Prof. Cowell's researches lend support to Fleet's view that Vikrama ruled in 56 B.C. and Kalidas was his court poet.

II. *The conclusion to the story*—In the Sanskrit romance, দ্বাত্রিংশৎপুত্তলিকা, the end of the story is different. In it the last angel plainly says that there is no king on the earth equal to Vikramaditya. (সিংহাসনেঽস্মিন্ স বিক্রমার্ক উপবিষ্টুং ক্ষমঃ নান্যঃ, তত্র বিক্রমসদৃশো রাজা ভূমণ্ডলে নাস্তি"). Then all the angels fly away. But the throne is left behind and King Bhoja erects on it a temple, where the throne is worshipped every day,

"ততো ভোজরাজস্তত্র সিংহাসনোপরি দেবালয়ং কারয়িত্বা......প্রতিদিনং পূজাং কারয়তি ...।")

TEXTUAL GRAMMAR

Analysis

1. *For many centuries......city of Ujjain.* *(Para. 1)*
—Complex sentence having one subordinate clause.
(a) For many centuries......so famous—Principal Clause
(b) as the city of Ujjain (was)—Sub. adverb clause, modifying 'so famous' in (a)

2. *So one can see......city of Ujjain.* *(Para. 1)*
—Complex sentence having two subordinate clauses :
(a) So one can see—Principal Cl.
(b) What a great love all must feel for the ancient city of Ujjain—Sub. Noun Cl. object of 'can see' in (a).
(c) Who care for India—Sub. Adj. Cl. qualifying 'all' in (b).

3. *So we can judge........forgotten in India.* *(Para. 2)*
—Complex sentence having one subordinate clause :
(a) So we can judge for ourselves—Principal Cl.
(b) whether······in India—Sub. Noun Cl. object of 'can judge' in (a).

4. *The guilty trembled······into their guilt.* *(Para. 3)*
—Double sentence having two subordinate clauses :
(a) The guilty trembled—Principal Cl.
(b) when they came before him—Sub. Adv. Cl., modifying 'trembled' in (a).
(c) they knew—Principal Cl., co-ordinate to (a).
(d) that his eyes......guilt—Sub. Noun Cl., object of 'knew' in (c).
Connective—for.

5. *And those who······convince all.* *(Para. 3)*
—Double sentence having six subordinate clauses :
(a) And those were thankful to be allowed to come—Principal clause.
(b) who had difficult questions to ask—Sub. Adj. Cl., qualifying 'those' in (a).
(c) (who) wanted to know the truth—Sub. Adj. Cl., qualifying 'those in (a).

(d) they knew—Principal Cl., co-ordinate to (a).

(e) that their king would never rest—Sub. Noun Cl., object of 'knew' in (d).

(f) till he understood the matter—Sub. Adverb Cl., modifying 'would never rest' in (e).

(g) that then he would give an answer—Sub. Noun Cl., object of 'knew' in (d).

(h) that would convince all—Sub. Adj. Cl., qualifying 'answer' in (g).

Connective—for.

6. *In those days......land to graze.* (*Para.* 6)

—Complex sentence having one subordinate clause :

(a) In those days, the people of the villages used to send ......to graze—Principal Cl.

(b) as they do still—Sub. Adv. Cl., modifying 'used to send' in (a).

7. *And the cows......and dogs do.* (*Para.* 8)

—Complex sentence, having two subordinate clauses :

(a) And the cows......seem to feel—Principal Cl.

(b) as if they belonged to the family—Sub. Noun. Cl., object of 'seem to feel' in (a).

(c) Just as our cats and dogs do—Sub. Adv. Cl., modifying 'seem to feel' in (a).

8. *If they live......stray too far.* (*Para.* 9)

—Double sentence having two subordinate clauses :

(a) they delight in being......daytime—Principal Cl.

(b) If they live in the country—Sub. Adv. Cl., modifying 'delight' in (a).

(c) of course some one......and to see—Principal Cl., co-ordinate to (a).

(d) that they do not stray too far—Sub. Noun Cl., obiect of 'to see' in (c).

Connective—but.

9. *One cowherd stands......in their path.* (*Para.* 10)

—Multiple sentence consisting of four co-ordinate clauses :

(a) One cowherd stands—Principal Cl.

(b) (he) calls at the edge of the pasture—Principal Cl., co-ordinate to (a).

(c) another goes around......towards him—Principl Cl., co-ordinate to (a) and (b).

(d) so they......in their path—Principal Cl., co-ordinate to (a), (b) and (c),

Connectives—and, and, and.

10. *One of the boys thought so······on it.* (*Para. 13*)

—Multiple sentence consisting of the following three co-ordinate clauses :

(a) One of the boys thought so at last ;

(b) he ran.... .whoop ;

(c) (he) seated himself on it.

Connectives—and, and.

11. *The others......in the right ?'* (*Para. 14*)

Multiple sentence containing the following three co-ordinate clauses :

(a) The others saw the fun at once ;

(b) (they) whispering amongst......some quarrel ;

(c) (they) appeared......which is in the right ?'

Connectives—and, and.

N.B. In analysis, any *sentence* within quotation marks should be taken as *one word.* But that sentence should be analysed again.

May your worship......right ?—This is a complex sentence containing the following clauses :

(i) May your worship······and me—Principal Cl.

(ii) Which is in the right—Sub. Noun Cl., object of 'be pleased to settle'.

12. *Still they thought······another case.* (*Para. 16*)

—Multiple sentence with a complex part :

(a) Still they thought—Principal Cl.

(b) (that) it was fun—Sub. Noun Cl., object of 'thought'.

(c) (they) went away again—Principal Cl., co-ordinate to (a).

(d) with a good deal......another case—Principal Cl., co-ordinate to (a) and (b).

Connectives—and, and.

13. *The boy could never······put it to him.* (*Para. 17*)

Multiple sentence having three co-ordinate clauses with a complex part :

(a) The boys······that day—Principal Cl.

(b) they would set······mound—Principal Cl.
(c) (they would) put it to him—Principal Cl.
(d) Whenever they heard any perplexing dispute—Sub. Adv. Clause, modifying 'would set' in (b).
Connectives—and, and.

14. *So men with spades······was overturned.* *(Para. 21)*
—Double sentence with a complex part:
(a) So men with .. pastures—Principal Cl.
(b) The grassy knoll was overturned...Principal Cl., co-ordinate to (a).
(c) where the boys had played—Sub. Adj. Cl.,.qualifying 'grassy knoll' in (b).
Connective—and.

15. *Then, as they reached......marble slab.* *(Para. 24)*
—Multiple sentence containing four co-ordinate clauses and one subordinate clause:
Co-ordinate clauses
(a) then they parted into two lines ;
(b) he walked up the middle ;
(c) (he) prostrated himself before it ;
(d) (he) went close up to the marble slab.
Subordinate Adverb Clause—as they reached the throne of Judgment—modifying 'parted' in (a).
Connectives—and, (and), and.

16. *When he had······to speak.* *(Para. 25)*
—Complex sentence having two subordinate clauses:
(a) One of the stone angels began to speak—Principal Cl.
(b) When he had done this, however—Sub. Adv. Cl., modifying 'began to speak' in (a).
(c) (when he) was just about to sit down—Sub. Adv. Cl., modifying 'began to speak' in (a) and co-ordinate to (b).
Connective between the two co-ordinate Adv. Cl.—*and.*

17. *He knew······unjust.* *(Para. 26)*
Complex sentence having one subordinate clause:
(a) He knew—Principal Cl.
(b) that his own life was unjust—Sub. Noun Cl., object of 'knew' in (a).

18 *Another stone angel······searching.* *(Para. 29)*
—Double sentence with a complex part.
(a) Another stone angel addressed him—Principal Cl.

(b) (It) asked him a question—Principal Cl., co-ordinate to (a).

(c) which was yet more searching—Sub. Adj. Cl., qualifying 'a question' in (b).

Connective—and.

19. *At last four times......hundredth day.* (*Para. 31*)

—Multiple sentence consisting of the following three co-ordinate clauses :

(a) At last .....had gone ;

(b) still three······of fasting ;

(c) it was······hundredth day ;

Connectives—and, and.

20. *And at these words······upon the earth.* (*Para. 34*)

—Complex sentence having one subordinate clause :

(a) And at these words······his head—Principal Cl.

(b) so that······the earth—Sub. Adv. Cl. modifying 'flew up' in (a).

21. *Only he······perfectly just.* (*Para. 35*)

—Complex sentence having one subordinate clause :

(a) Only he could be perfectly just—Principal Cl.

(b) who was······little child—Sub. Adj. Cl., qualifying 'he' in (a).

22. *That was why······of Vikramaditya.* (*Para. 35*)

—Complex sentence having two subordinate clauses :

(a) That was—Principal Cl.

(b) Why the shepherd boy in the forest could sit on the Judgment-seat of Vikramaditya—Sub. Noun Cl., complement to the verb 'was' in (a).

(c) where no king······come—Sub. Adj. Cl., qualifying 'Judgment-Seat of Vikramaditya' in (b).

Change of Narration

1. 'I say, boys,' he cried, 'I'll be judge and you can all bring cases before me, and we'll have trials !' (*Para. 13*)

Indirect : Drawing the attention of the boys he said aloud that he would be judge and they could all bring cases before him, and they would have trials.

2. 'Why', he said······Vikramadity's palace !' (*Para. 19*)

Indirect : With an expression of surprise he said that the boy must have sat on the Judgment-Seat of Vikramaditya.

He spoke without thinking ; but all around him were learned men, who knew the chronicles. They looked at one another They said that the king spoke truth, and that the ruins in the meadows at some distance had been once Vikramaditya's palace.

3. 'Stop !' it said. 'Thinkest thou······not thine own ?' (*Para. 25*)

Indirect : It commanded him (the king) to stop. It inquired of him whether he thought that he was worthy to sit on the Judgment-Seat of Vikramaditya. It further asked him if he had never desired to bear rule over kingdoms that were not his own.

4. 'No', he said, 'I am not worthy.' (*Para. 26*)
Indirect : Answering in the negative he said that he was not worthy.

5. "Art thou, then,······on this seat !" (*Para. 32*)
Indirect : Addressing the king it asked him whether he was then perfectly pure in heart. It inquired of him whether his will was like that of a little child. Then it added that if that would be so, he was indeed worthy to sit on that seat.

Transformation of Sentences

1. For many centuries in Indian history there was no city so famous as the city of Ujjain. (*Negative*)

For many centuries in Indian History Ujjain was the most famous city. (*Affirmative*)

2. How many, many years ago must that be ! (*Exclamatory*)
That must be many, many years ago. (*Assertive*)

3. Never did he punish the wrong man. (*Negative*)
He always punished the right man. (*Affirmative*)

4. And they are not timid or wild, like our cattle. (*Simple*)
And they are not timid or wild as our cattle are. (*Complex*)

5. It is a very peaceful, a very lovely moment. (*Assertive*)
Is it not a very peaceful, a very lovely moment ? (*Interrogative*)

6. Oh, how delightful it was ! (*Exclamatory*)
It was really very delightful. (*Assertive*)

7. The ground under the trees was rough and uneven. (*Affirmative*)

The ground under the trees was not smooth and even. (*Negative*)

8. In the middle was a green mound looking like a judge's seat. (*Simple*)

In the middle was a green mound that looked like a judge's seat. (*Complex*)

9. One of the boys thought so at least, and ran forward with a whoop and seated himself on it. (*Multiple*)

Thinking so at least, one of the boys ran forward with a whoop and seated himself on it. (*Double*)

10. When the judge sat down on the mound, he was just a common boy. (*Complex*)

At the time of sitting on the mound, the judge was just a common boy. (*Simple*)

11 So all the disputes in that neighbourhood were settled. (*Affirmative*)

So no dispute in that neighbourhood remained unsettled. (*Negative*)

12. Pacing through the long hall came the judges and priests of the kingdom, followed by the sovereign. (*Simple*)

Pacing through the long hall came the judges and priests of the kingdom and the sovereign followed them. (*Double*)

13. Another stone angel addressed him, and asked him a question which was yet more searching. (*Double*)

Addressing him, another stone angel asked him a more searching question. (*Simple*)

Splitting of Sentences

1. *Here lived at one time······Shakespeare.* (*Para. 1*)

(a) Here lived at one time the Poet Kalidas.

(b) He was one of the supreme poets of the world.

(c) He was fit to be named with Homer, Dante and Shakespeare.

2. *And here worked······of Jeypore.* (*Para. 1*)

(a) Raja Jey Singh of Jeypore was an Indian king.

(b) He was also a great and learned astronomer.

(c) He was the greatest astronomer of his day.

(d) He worked and visited here only a hundred and fifty years ago.

3. *And those who had......convince all.* (*Para. 3*)

(a) Some people (they) had difficult questions to ask.
(b) They wanted to know the truth.
(c) They were thankful to be allowed to come.
(d) Their king would never rest.
(e) He would understand the matter.
(f) Then he would give an answer.
(g) The answer would convince all.
(h) This was known to them.

4. *Then men are seated......in their houses.* (*Para. 19*)

(a) Then men are seated round the foot of some old tree.
(b) They are talking.
(c) Some women are gossiping.
(d) Some women are praying in their houses.

5. *He was now full of......ever heard.* (*Para. 15*)

(a) He was now full of gravity.
(b) He did not answer in fun.
(c) He took the case seriously.
(d) He gave an answer.
(e) The answer was perhaps the wisest in that particular case.
(f) Man had never heard like that.

6. *And this went on......gravity and power.* (*Para. 16*)

(a) He sat on the judge's seat.
(b) Others propounded the questions.
(c) He listened to those questions.
(d) He always pronounced sentence with the same wonderful gravity and power.
(e) This went on for hours and hours.

7. *And always they......satisfied.* (*Para. 18*)

(a) They always received the judgment.
(b) Both sides understood a judgment.
(c) They went away satisfied.

8. *They uncovered it......of Vikramaditya.* (*Para. 22*)

(a) They uncovered it.
(b) It was a slab of black marble.
(c) It was supported on the hands and outspread wings of twenty-five stone angels.

(d) Their faces were turned outwards
(e) They seemed ready for flight.
(f) It was surely the Judgment-seat of Vikramaditya.

9. *Another stone angel......searching.* (*Para. 29*)
(a) Another stone angel addressed him.
(b) It asked him a question.
(c) The question was yet more searching.

10. *But when the king······the mystery.* (*Para. 35*)
(a) The king came to himself.
(b) He was alone.
(c) He was pondering over the matter.
(d) The last angel had explained the mystery.
(e) The king saw that.

Change of Voice

1. Never was he deceived. (*Passive*)
People never deceived him. (*Active*)

2. Never did he punish the wrong man. (*Active*)
The wrong man was never punished by him. (*Passive*)

3. All about the village can be heard the sound of the children playing. (*Passive*)
All about the village one can hear the sound of the children playing. (*Active*)

4. One day they found a playground. (*Active*)
One day a playground was found by them. (*Passive*)

5. So all the disputes in that neighbourhood were settled. (*Passive*)
So he settled all the disputes in that neighbourhood. (*Active*)

Phrases and Idioms

At one time (in the distant past ; সুদূর অতীতে) : Pataliputra, *at one time*, was the most important city in India.

Appeal to (request earnestly ; আবেদন করা) : We *appealed to* all for contributions.

Fall into (be reduced to ; পরিণত হওয়া) : There had been time for old palaces and fortresses of Ujjain to *fall into* ruins.

Plenty of (enough ; যথেষ্ট) : He helped me with *plenty of* money.

Instead of (in place of ; পরিবর্তে) : *Instead of* being angry with me, Father supported my action.

Here and there (at different places ; বিভিন্ন জায়গায়) : The dry leaves fell from the tree and scattered *here and there.*

Bring up the rear (to come last ; সকলের পিছনে আসা) : The boy started with the procession, *bringing up the rear.*

Make up (invent ; make good a loss ; আবিষ্কার করা ; বানানো ; ঘাটতি পূরণ করা) : He *made up* the story to deceive me. I need five rupees more to *make up* the loss.

A good deal (enough ; যথেষ্ট) : I spent *a good deal* of money to meet their demand.

Come on (find ; discover ; দেখতে পাওয়া ; আবিষ্কার করা) : While going across the forest, they *came on* something which was round and hard.

Blare up (burst into flames ; হঠাৎ আগুন জ্বলে ওঠা) : The day was hot and dry, so the fire *blared up* in the village.

Make good (prove ; প্রতিপন্ন করা) : Can you *make good* your right to inherit this property ?

Come to oneself (recover one's senses ; আত্মসম্বিত ফিরে পাওয়া) : He acted abnormally ; but when he *came to himself* he felt ashamed of what he had done.

Ponder over (think over deeply ; গভীরভাবে চিন্তা করা) : We *pondered over* the problem for a long time but failed to solve it.

H. H. MUNRO (1870-1916)

The Death-Trap

INTRODUCTION

The Author : Life and Works : Hector Hugh Munro was born at Akyab, Burma, in 1870. He started his career as a professional journalist, and early distinguished himself as a political satirist (বিদ্রূপাত্মক রচনাকারী), and sketch-writer in the *Westminster Gazette.* From 1902 to 1908 he worked as a correspondent of the *Morning Post.* He worked from Russia and then from France. He wrote many short stories and is known in English literature as a short-story writer. His first representative collection. *Not So Stories* appeared in 1902. This was followed by *Reginald* (1904) and then by *Reginald in Russia* (1911), all under the pseudonym (ছদ্মনাম) or pen-name of "Saki', and since then the pen-name has stuck to him, and he is generally talked of as "Saki' in literary circles. The year that saw the publication of the last-named collection also saw that of *The Chronicles of Clovis* (1911). Then appeared his *Beasts and Super-Beasts* (1914). He wrote only one novel, "*The Unbearable Bassington*", which was published in 1912. Munro died in action (যুদ্ধে মারা যান) in 1916, and his promising career came to an abrupt end. As a short story writer he applied *a highly stylised individudl wit to the English upper class social and domestic scene.*

The present piece, *'The Death-Trap'*, is a one-act play, which reveals the same stylised individual wit in the application of the dramatic technique to a one-act play theme. "The Death-Trap" is a triumph of his wit.

Munro, as a writer, belongs to the first decade of the twentieth century or the Edwardian Period, when a continental influence (ইউরোপীয় প্রভাব) rapidly affected English literature. Gilbert Phelps in his 'A Survey of English Literature" speaks of this period and incidentally of Munro. His words may be quoted here :

"Wells, Bennett, Galsworthy—these three may by said to represent a characteristic early twentieth century adaptation

in the English novel, in which foreign influences and 'modern themes were merged into forms that were predominantly traditional. On the whole it was an adaptation that the majority of minor novelists also favoured. Some of these, of course, were killed in the first World War before they had been given a chance to show how they might have developed. Among them might be included H. H. Munro (Saki) who was one of the most notable short story writers in a period when the short story was becoming a significant "art-form" (largely under the influence of Maupassant and Chekhov) instead of a bye-product or 'leftover' from more serious work. "Saki" also wrote one novel, *The Unbearable Bassington* (1912), which is an excellent example of Edwardian light satire, with something of Wilde's wit and sparkle......". So Munro remains the writer of an unfulfilled promise (যে সম্ভাবনা পূর্ণতা প্রাপ্তির সুযোগ পায়নি), which may be proved from an examination of the one-act play prescribed for our study.

লেখক পরিচয় : হেক্টর হিউ মুনরো ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে ব্রহ্মদেশের আকিয়াব শহরে জন্মগ্রহণ করেন। একজন পেশাদার সাংবাদিক হিসাবে তাঁর কর্মজীবন আরম্ভ হয়। তিনি রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে 'ওয়েস্টমিনস্টার গেজেট'-এ বিদ্রূপাত্মক রচনা লিখতেন। ১৯০২ থেকে ১৯০৮ পর্যন্ত তিনি ছিলেন 'মর্নিং পোস্ট'-এর একজন সংবাদ-পরিবেশক। তাঁর কর্মস্থল প্রথমে ছিল রাশিয়া, পরে ফ্রান্স'। তিনি অনেক ছোটো গল্প লেখেন, এবং ইংরেজী সাহিত্যে তিনি ছোটো গল্পলেখক বলেই খ্যাত। তাঁর প্রথম গল্পসঙ্কলন *Not So Stories* বার হয় ১৯০২ সালে। তারপরই আমরা পাই *Reginald* (১৯০৪), এবং *Reginald in Russia* (*1911*)। এই সব রচনায় তিনি 'সাকী' ব'লে যে ছদ্মনাম ব্যবহার করেছেন, তাই শেষে দাঁড়ায় যেন তাঁর প্রধান পরিচয়। এখনো সাহিত্যিক মহলে তিনি সাকী নামেই সমধিক পরিচিত। ১৯১৪ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর *Beasts and Super-Beasts.* তিনি একটি মাত্র উপন্যাস (*The Unbearable Bassington*) লেখেন, সেটি প্রকাশিত হয় ১৯১২ সালে। মুনরো ১৯১৬ সালে মাত্র ৪৬ বছর বয়সে যুদ্ধে মারা যান। লেখক হিসাবে তিনি যে প্রতিশ্রুতির পরিচয় দিয়েছিলেন, তা থেকে আমাদের মনে করবার কারণ আছে যে, তিনি বেঁচে থাকলে ইংরেজী সাহিত্যে একটা উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক বলে পরিগণিত হতেন।

ছোটোগল্পের লেখক হিসাবে তিনি একটি নিজস্ব শৈলী এবং বিদগ্ধ রসিক-

তার পরিচয় রেখেছেন। তাঁর গল্পগুলিতে ইংরেজ উচ্চ-বিত্ত সম্প্রদায়ের সামাজিক ও পারিবারিক জীবন চিত্রিত হয়েছে।

"The Death-Trap" ('মরণ-ফাঁদ') নামে বর্তমান রচনাটি একটি একাঙ্ক নাটিকা ('একাঙ্কিকা')। এতে তিনি তাঁর স্বভাবসুলভ বিদগ্ধ রসিকতা এবং তির্যক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়েছেন, এবং একাঙ্ক নাটিকা রচনার কলাকৌশলে তাঁর যে নিপুণ অধিকার ছিল তারও প্রমাণ রেখে গেছেন।

লেখক হিসাবে মুনরো বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকের অন্তর্বর্তী। এই সময়ে ইংরেজী সাহিত্যের উপর দ্রুত ইউরোপীয় প্রভাব এসে পড়ছিল। গিলবার্ট ফেল্‌পস্ তাঁর "A Survey of English Literature" গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন:

"ওয়েল্‌স্, বেনেট্, এবং গলস্‌ওয়ার্দি—এই তিনজন ইংরেজী উপন্যাসের প্রচলিত রূপ এবং আঙ্গিকের মধ্যে বিদেশী প্রভাব এবং আধুনিক বিষয়বস্তুর একটা সমন্বয় সাধন করেন। এঁরা ছাড়া দ্বিতীয় গোষ্ঠীর যাঁরা লেখক, তাঁরাও এই একই ধারায় অগ্রসর হচ্ছিলেন। এঁদের মধ্যে অবশ্য কয়েকজন ছিলেন তাঁদের অনুজ এবং যুদ্ধে তাঁরা নিহত না হ'লে হয়তো তাঁদের প্রতিভা নতুন পথে বিকশিত হতে পারত। এই রকম সম্ভাবনাপূর্ণ লেখকদের মধ্যে অবশ্যই মুনরোর নাম করা যেতে পারে।"—মুনরোর সম্পর্কে আমাদের ধারণার সমর্থন আমরা তাঁর নাটিকাটির আলোচনা থেকেই পাব।

Special features of the One-Act Play: A one-act play bears the same relation to a full-length drama of three or five acts as a short story does to a novel of many chapters But the relation is not only one of length—in fact, length is not even the most important thing. We cannot condense (সংক্ষিপ্ত করা) a long play into a short play, as we cannot condense a long novel into a short story and *vice versa*. The one-act play has a special character of its own—an inward difference from a full-fledged drama (পূর্ণাঙ্গ নাটক), a difference that is responsible for the outward differences in form between the two.

In the first place, the one-act play should deal with a single situation contained in a short space of time and occurring at the same place, as far as possible. The situation does not lead to another situation as in a long drama. Here it is complete in itself (স্বয়ংসম্পূর্ণ). So also it is with the characters.

The characters are to be depicted in action against the background of the particular situation, and not in a continuous process of development.

The writer of a one-act play must be very economical (সংযত, মিতব্যয়ী) in the use of words, and the characters he depicts must be made to express themselves in a minimum of gestures. Every word and gesture should be relevant (সঙ্গতিপূর্ণ) to the situation and character.

Generally there are only a strictly limited number of characters in a one-act play. Sometimes a one-act play is divided into two or three scenes but more often it is a single unit of dramatic action.

Popularity of One-Act plays: One-act plays have become highly popular in these days. One of the reasons is that men have little time now for the enjoyment or appreciation of a long play, which they often find boring (বিরক্তিকর).

The popularity of one-act plays has other reasons too. A small party of actors can perform a number of one-act plays on different nights singly or in a combined programme with other items on the bill,—and can thus introduce variety by choice. These advantages have given rise to the repertory (or *repertoire*) movement. Small troops of actors with a repertory of short plays move from place to place. The modern practice of holding programmes in institutions has incidentally helped the movement. A complete play (one-act) is preferred to a scene from a long play.

The one-act play began as a movement in the first years of the twentieth century. It has taken to life, that is, has taken contemporary life in fragments more easily and more quickly than a long play. It can dispense with an elaborate story or a complicated dramatic theme. A single dramatic situation is enough for it.

The one-act play seems to be as various as life itself. It cannot be classed as tragedy or comedy or tragi-comedy. It is so various—and so close in its approximation to life. It can be realistic (বাস্তবানুগ) as well as highly fantastic (কাল্পনিক),

It is, according to many competent critics, the crown and glory of modern literature.

একাঙ্কিকা বা একাঙ্ক-নাটিকার বৈশিষ্ট্য ঃ একটি পূর্ণাঙ্গ উপন্যাসের সঙ্গে একটি ছোটো গল্পের যে সম্পর্ক একটি পূর্ণাঙ্গ নাটকের সঙ্গে একটি একাঙ্কিকারও সম্পর্ক তদনুরূপ। কিন্তু দৈর্ঘ্যই এখানে প্রধান বস্তু নয়—উপন্যাস এবং ছোটো গল্পের ক্ষেত্রেও যেমন, দীর্ঘ নাটক এবং একাঙ্কিকার ক্ষেত্রেও তেমি দৈর্ঘ্য একটি গৌণ বিষয় মাত্র—বাইরের দিক থেকে বিচারে মূল্যবান, কিন্তু রসবিচারে তেমনটি নয়। আমরা একটা বৃহৎ উপন্যাসকে ছোটো গল্পের রূপ দিতে পারি না, আবার একটা ছোট গল্পকে বাড়িয়ে একটা উপন্যাসের রূপ দিতে পারি না। ঠিক তেমনই একটি দীর্ঘাঙ্গ নাটককে সংক্ষিপ্ত ক'রে একাঙ্কিকায় পরিণত করা যায় না—বা একাঙ্কিকাকে প্রসারিত ক'রে তিন-চার পাঁচ অঙ্কের নাটকে পরিণত করা যায় না। দৈর্ঘ্যটা আপেক্ষিক; উভয় ক্ষেত্রে গুণগত একটি পার্থক্যের দরুনই দৈর্ঘ্যের পার্থক্য ঘটে থাকে।

ছোটো গল্প এবং একাঙ্কিকার লেখক প্রধানতঃ একটি নাটকীয় মুহূর্ত বা ঘটনাকে বেছে নেন—যা বিবর্তনশীল নয়—অর্থাৎ নিজস্ব পরিবেশেই যা সম্পূর্ণ—সেই ঘটনা অন্য কোনো একটি ঘটনায় প্রসারিত হয় না। একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ ঘটনা—যার বিস্তার আপেক্ষিক ভাবে সীমিত, অ্যারিস্টটলের ভাষায় যার মধ্যমাংশ এবং পরিণতি ব'লে কিছু নেই এবং না থাকার জন্যেই যা একক একটি ঘটনা ব'লে স্বীকৃত হ'তে পারে—এমন একটি ঘটনা নির্বাচন করার মধ্যেই একাঙ্কিকা রচয়িতার সাফল্য নিহিত রয়েছে। তারপর সেই ঘটনাটিকে পরিস্ফুট করার জন্যে নাট্যকারকে অবশ্যই তাঁর সমস্ত কলাকৌশল প্রয়োগ করতে হবে—ঘটনাবলীর সঙ্গে বিভিন্ন চরিত্র সম্বন্ধে এ কথা প্রযোজ্য। স্বভাবতঃই একটি একাঙ্কিকায় চরিত্রের সংখ্যা থাকে কম।

ঘটনার সংস্থাপন এবং বিন্যাসে লেখক গ্রীক নাটকের তিন-ঐক্য তত্ত্ব অর্থাৎ সময়, স্থান এবং ঘটনার ঐক্যসূত্রকে মেনে চলেন, অর্থাৎ সমস্ত ঘটনাটিই একটি স্থানে এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়। তেমনি চরিত্র-চিত্রণেও তাঁকে যথেষ্ট মিতব্যয়ী হ'তে হয়—বাক্য এবং দৃশ্যের ব্যবহারে। মিতব্যয়িতা হচ্ছে একাঙ্কিকা রচনার আর একটি বড় কথা।

একাঙ্কিকা যেমন দীর্ঘায়ত ঘটনা-বৈচিত্র্য পরিবেশন করতে পারে না, তেমনি বহু চরিত্র বা চরিত্রের বৈচিত্র্য বা চরিত্রের ব্যবধান বা পরিবর্তন দেখানোও এর ক্ষুদ্র পরিসরে সাধারণতঃ সম্ভব হয় না।

একাঙ্কিকার জনপ্রিয়তা ঃ বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে একাঙ্কিকা রচনার শুরু এবং দ্রুত জিনিসটি তার নিজস্ব রূপ নিয়ে গড়ে উঠতে সমর্থ হয়। বিংশ শতাব্দীর মানুষ অনেকক্ষণ বসে একটা নাটক আর দেখতে চায় না—

সময়ের অভাব এবং ব্যস্ততা আছে। এই ব্যস্ততার ফাঁকে একটা ছোটো নাটক বা নাটিকা দেখা, পড়া বা শোনার মতো খানিকটা সময় হয়তো সে করতে পারে—কিন্তু বেশিক্ষণ নয়। এই সময়াভাব এবং ব্যস্ততা থেকেই জন্মলাভ করেছে ছোটো গল্প এবং একাঙ্কিকার প্রতি তার আসক্তি।

আবার, আরও কতকগুলি আনুষঙ্গিক কারণও আছে। বহুদৃশ্যবিশিষ্ট এবং বহু চরিত্রের সমাবেশে পরিকল্পিত নাটক উপস্থাপন করতে বহু ব্যক্তি ও বিস্তর সরঞ্জামের প্রয়োজন হয়, যেমন অর্কেস্ট্রাবাদ্য এবং দৃশ্য পরিচয় ইত্যাদি এবং তার জন্যে বহু অর্থের প্রয়োজন হয়ে থাকে। অর্থের অভাবে পেশাদারী মঞ্চ বা পেশাদারী অভিনেতাদের দল ছাড়া সাধারণ নাট্যামোদী বা সখের দলের পক্ষে কোনো কিছু একটা করা শক্ত—একাঙ্কিকার প্রচলন হ'তে এই ধরনের সখের দলের পক্ষে নাটক অভিনয় করা এবং মঞ্চস্থ করা সম্ভব হ'ল। জিনিসটা একটা আন্দোলনের রূপ গ্রহণ করলো—এবং শহরে এবং শহরের বাইরে অনেক দল ছড়িয়ে পড়ে তাদের মহড়া দেওয়া একাঙ্কিকার গুচ্ছ নিয়ে—এই সব গুচ্ছে নানান্ ধরনের এবং নানান্ রসের একাঙ্কিকা থাকত। বড় নাটকের তুলনায় একাঙ্কিকার এইখানে একটা সুবিধা, অর্থাৎ একই মঞ্চে পর পর কয়েকটি স্বয়ংসম্পূর্ণ নাটিকা অভিনয় করা যেতে পারে—দর্শকবর্গ যে যেমন পছন্দ করেন, তেমন নাটিকাটি বেছে নিয়ে দেখতে পারেন, বা পর পর কয়েকটি একাঙ্কিকা দেখতে পারেন।

এই ধরনের একাঙ্কিকাকে আমরা ট্র্যাজেডি বা কমেডি বলে চিহ্নিত করতে চাই না—জীবনের বৈচিত্র্যই এর সম্পদ। ছোটো ছোটো এক-একটি ঘটনায় জীবনের বৈচিত্র্যেই প্রকাশ করার এটা একটা চমৎকার মাধ্যম। জীবনের বাস্তবতার সঙ্গে এর যোগ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। অবশ্য কেবল কল্পনাধর্মী একাঙ্কিকাও রচিত হয়েছে যথেষ্ট।

একাঙ্ক নাটিকা রচনা ও পরিবেশনের যে আন্দোলন শুরু হয়, তার নাম "রিপার-টোয়ার" আন্দোলন। স্কুল-কলেজ এবং নানান্ প্রতিষ্ঠানের বাৎসরিক বাণ্মাসিক সূচিতে এর একটি নিজস্ব স্থান হয়ে গেছে—একটি দীর্ঘ নাটকের কোনো খণ্ডদৃশ্যের তুলনায় একটি সম্পূর্ণ একাঙ্কিকা বেশি পছন্দ হওয়া স্বাভাবিক।

The Background : The one-act play, "The Death Trap", is written against the background of dynastic quarrels and palace-conspiracies (রাজবংশে অন্তর্বিরোধ এবং প্রাসাদ ষড়যন্ত্র) prevalent in the Balkan states of Europe at the beginning of the twentieth century. The name 'Balkan' was commonly

applied to the states of Bosnia, Herzegovina, Serbia, Rumania and Bulgaria in the South-eastern part of Europe, separated from other parts of the continent by the Balkan ranges. The people living in these states were mostly Slavs (or Slavonic) in origin. They were the remnants (অবশিষ্ট) of the break-up the Austrian Empire. Russia wanted to spread her power and influence over these states. The common people in these areas were hardly conscious politically. The Balkans were a plague-sopt of Europe. It may be remembered that the first Great War (1914-18) sprang from a Balkan incident. The Austrian Archduke Ferdinand was murdered by a Serbian in Serajevo, the capital of Bosnia, on June 28, 1914. On July 4 the Austrian Government addressed an ultimatum to Serbia. That started the first World War. The story of the one-act play, 'The Death-Trap', is an imaginary story ; its characters are imaginary, but the theme is derived from facts. The episode of dynastic rivalry and palace-conspircy is a familiar one in the Balkan areas.

How far is it historical ? The one-act play, The Death-Trap' is certainly not historical. There never was a state by the name of Kedaria—and the events portrayed here never did actually happen. Kedaria is an imaginary state and the characters and events are imaginary too. But everything here has a strong resemblance (মিল) to facts. Kedaria might be the state of Serbia—its geographical position implies as much. There is the mention of the Balkan-mountains and the city of Vienna, the Austrian capital.

"Look out of the window at that fairyland of mountains with the forest running up and down all over it.' You can just see Grodvitz where I shot all last autumm, up there on the left, and far away beyond it all is Vienna,······" says the Prince of Kedaria in a reminiscent mood (অতীতের কথা স্মরণ করতে করতে).

After the state of Serbia had gained its independence in 1882, it had been perpetually in unrest. From 1882 to the outbreak of the First Balkan War (1912), the powerful Habsburgs of Austria, with their military force, were ever trying to annex (অধিকার করে নেওয়া) Serbia. The conditions within the palace of Serbia were surcharged with factionalism and treachery (বিভেদ ও বিশ্বাসঘাতকতা). Austria took advantage

of the situation, and they took sides. King Milan of independent Serbia had to abdicate in favour of his minor son Prince Alexander, and take up his abode in the Austrian capital of Vienna. In a few years, as soon as Prince Alexander attained majorhood, he was murdered, young and unmarried. He was the last of the Obrenovic dynasty. He was murdered in 1903. He also had a loyal friend and doctor. In our story prince Dimitri of Kedaria also came to the throne as a minor and the attempt was made on his life when he was only seventeen and unmarried and he was the last of a dynasty. The name of his rival, Prince Karl is of Austrian origin, and this prince Karl is a crafty man and he makes use of the Regiment in the familiar Austrian manner. The names of the officers are familiar in those regions. So it is a semi-historical play We may call it an imaginative reconstruction of history rather than fiction. It is a reconstruction of a foiled coup (বল প্রয়োগ ক্ষমতা দখলের ব্যর্থ প্রচেষ্টা).

পটভূমি : কতখানি ঐতিহাসিক : নাটিকাটি সম্পূর্ণ কাল্পনিক। কেদারিয়া নামে কোন রাজ্য নেই বা নাটিকায় বর্ণিত ঘটনা কোন জায়গায় ঘটেছে বলে জানা যায় না। তবু এর সমস্তটাই কাল্পনিক নয়। স্থান এবং ঘটনা কাল্পনিক হলেও ইতিহাস বা বাস্তবের সঙ্গে এ সম্পর্কহীন নয়। কেদারিয়া রাজ্যের যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে তা থেকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে রাজ্যটি একটি বল্কান্ রাষ্ট্র। যুবরাজ দিমিত্রির কথায় এ রাজ্যের অবস্থিতির একটা নির্দেশনা পাওয়া যাচ্ছে। রাজা ডাঃ স্ট্রোনেৎজকে দেখাচ্ছেন, জানালা থেকে মুখ বাড়ালেই যে পর্বতমালা দেখা যাচ্ছে—সেই পর্বতমালা বনে ঢাকা। গ্রোদ্‌ভিৎস্ এই পর্বতমালার একটা পাহাড়। গ্রোদ্‌ভিৎস্ থেকে আরও উত্তরে ভিয়েনা শহর—অস্ট্রিয়ার রাজধানী। আর যে ধরনের কাহিনী এই নাটিকায় পরিবেশন করা হয়েছে, তা হচ্ছে রাজপ্রাসাদের দু'টি পরিবারের মধ্যে আন্তঃপারিবারিক ষড়যন্ত্র। উত্তর 'ইউরোপে এই ধরনের আন্তঃ-পারিবারিক কলহের অবসান ঘটলেও, বল্কান্ রাজ্যসমূহে এই ধরনের কলহ ইতিহাসের অংশীভূত হয়ে আছে। প্রথম মহাযুদ্ধ (১৯১৪-১৮) এইরকম একটা পারিবারিক কলহ এবং হত্যাকাণ্ড থেকেই সূত্রপাত হয় এবং শেষ পর্যন্ত ইউরোপের অন্যান্য দেশ সেই কলহে জড়িয়ে পড়ে।

আমরা জানি ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে সার্বিয়া স্বাধীনতা পাবার পর থেকে সার্বিয়া এবং অস্ট্রিয়ার কলহ নিরন্তর লেগে ছিল। আর সার্বিয়ার মধ্যেও ছিল নানান

গোলমাল। রাজা মিলানকে তাঁর পুত্র যুবরাজ আলেকজান্দারের বরাবর রাজ্য ত্যাগ করতে হয়—এবং তিনি গিয়ে ওঠেন ভিয়েনায়। সেখান থেকে তিনি হৃত সিংহাসন ফিরে পাবার চেষ্টা করতে থাকেন। প্রিন্স আলেকজান্দার নাবালক অবস্থাতেই পিতার সিংহাসনে বসেন। সাবালক হওয়ার কিছুদিনের মধ্যেই গুপ্তঘাতকের হাতে ১৯০৩ সালে তিনি নিহত হন, এবং তাঁর সঙ্গে সঙ্গে সেই বংশেরও শেষ হয়। প্রিন্স আলেকজান্দারের সঙ্গে প্রিন্স দিমিত্রির বেশ একটা মিল আছে। সিংহাসনে আরোহণ এবং অল্পবয়সে নিহত হওয়া, এবং মৃত্যুর সঙ্গে বংশের বিলোপ. এছাড়াও আর একটি মিল রয়েছে, তা হচ্ছে প্রিন্স আলেকজান্দারেরও ছিল একজন অকৃত্রিম ডাক্তার বন্ধু।

The Story : Dimitri, the reigning Prince of Kedaria, a Balkan state, came to the throne at fourteen and he is now seventeen. He is the last of his dynasty. There is a faction (উপদল) within the state. We can call it the Karl faction, who wants to place Prince Karl belonging to another dynasty, in Prince Dimitri's place. The state has three Regiments and an Artillery. The Kranitzki Regiment is hostile to Prince Dimitri, and the Artillery is also disaffected. The Andrieff Regiment is loyal to him. The Lonyadi Regiment, if not equally devoted, is not quite hostile. The young prince lives in the palace at Tzern. The Kranitzki Regiment is on guard. The Andrieff Regiment is just on the point of marching out of the town to camp outside. The Lonyadi Regiment is to take its place. The young prince has been constantly watched and guarded against this hour. He has been suspecting his officers for long, but on one night at about ten o'clock, when he returns, he is caught unawares (আচমকা ফাঁদে পড়লেন).

Col. Girnitza, Major Vontieff, and Captain Shultz, the three conspiring officers of the Kranitzki Regiment, are waiting in the antechamber (বাইরের ঘর, যেখানে সাক্ষাৎকারীরা অপেক্ষা করে) for the Prince. They have been talking about what weapons they will use in doing away with him. They are fully prepared for it. Vontieff, of course, expresses pity that the Prince is too young, and he were better cleared by the finger of God. As they are talking amongst themselves, Prince Dimitri arrives—he is in his Cavalry undress. He goes straight into antechamber, begins taking a cigarette out of a case, and looks coldly at the three officers. He then tells them, they need

not wait, and they go away, shutting the door behind them. They are waiting for the moment when the Andrieff Regiment leaves the capital.

Just then Prince Dimitri hears a knock on the door and leaps to his feet. Enters Dr. Stronetz in civilian dress (অসামরিক পোষাকে). Dr. Stronetz belongs to the Kranitzki Regiment, but is a deep and loyal friend to the young prince, although much older than he. The Prince says that he is very glad to meet the doctor but Dr. Stronetz tells him that he was held at the entrance, questioned, and his revolver has been kept away, and these are no signs that the Prince is well disposed towards him. Then the Prince tells him that he too has been deprived of all his weapons and he is being closely guarded. He also tells the inside facts of the existence of a Karl faction within the state and asserts that the Kranitzki officers are at the head of the faction. He also tells him that his last hour is come (অন্তিম সময় ঘনিয়ে এসেছে). He has been caught unawares. These officers are waiting for the Andrieff Regiment to go out—and they will finish their job before the Lonyadi Regiment arrives—and the Lonyadi Regiment will take at least an hour to arrive. Dr. Stronetz shudders to hear it. He is astounded to see that the Prince is sitting so calm. The Prince tells him that he is sitting calm, for he knows he cannot escape. Not that he does not love life ; on the contrary he is deeply in love with nature and sports, and the more civilised arts. He really regrets that he is going to die a premature (অকালে) and ugly death and the nexr morning a fat stupid servant will be washing up a red stain in a corner of the room—probably he will be driven to a corner before he is set upon.

Dr- Stronetz is horrified at the idea that the lovely young Prince is going to die a violent death in the hands of his officers in the next few moments. He offers to give him a phial of poison which will kill him even before they could touch him. The Prince says that he will not take poison ; he has never seen a man killed before—he is not going to miss the opportunity of seeing this, even if the victim be himself.

Dr. Stronetz is astounded by the courage of the young prince. He too offers to die with him. You can see two men killed while you are about it, he says.

A band is heard playing a marching tune. The Andrieff Regiment is marching out. The Prince draws himself up tense in a corner by the stove. The officers rush in. Even before they have entered, Dr. Stronetz, struck by an idea, rushes to the Prince, tears open his tunic and begins testing his chest. As the officers step in, he tells them to keep silent and not interfere with the medical examination. The officers stare at him. Girnitza asks Dr. Stronetz to leave the room, for they have some grave business with His Royal Highness. Dr. Stronetz tells them solemnly (গাম্ভীর্যের সঙ্গে) that the business on his hand is far graver—the prince has developed a most fatal heart disease and he is not going to live for more than six days. Dr. Stronetz's solemn nanner is convincing enough, and they retire behind the door to consult whether they would do it with their hands or leave it to God. As soon as they have left, the Prince turns to thank Dr. Stronetz, "Spoofed them ! Ye Gods, that was an idea, Stronetz !"

But Dr. Stronetz tells him the saddest thing that ever could be said. Just when the Prince is thinking thatt the danget is over, and with the arrival of the Andrieff Regiment, the situation will be safer, Dr. Stronetz tells him that he caught the idea from a look in the face of the Prince himself—it was the look of a man affected by a mortal disease (মারাত্মক ব্যাধি)—and on examination he has found that his first suspicion is correct—the Prince is attacked by a fatal heart disease and he is not going to live for more than six days.

The Prince takes the declaration sportingly. He says that death seems to be in earnest and he has come twice for him. But he will not be kept waiting by Death, but like a monarch he will meet him at his own (Prince's) hour. So he has resolved to die and he now asks for the phial of poison from the doctor. Dr. Stronetz most reluctantly (অনিচ্ছায়) hands the phial over to him, and leaves the room covering his eyes with his hands. The Prince prepares to die—he wants to finish himself before his officers come back. He moves to the side table and takes out a goblet (পানপাত্র) for himself and is about to put the poison in his goblet of wine. He is suddenly struck by an idea—he puts the entire phial of poison in the bottle of wine, calls his three officers at the door, and when they come in,

tells them that when death is sure for him, the old feud (জ্ঞাতি-শত্রুতা) must be healed now. He invites them to drink to the health of the future king Prince Karl, who is to succeed him, and they drink from the poisoned cups. The officers show mock sorrow for the Prince and say that they will never serve a more gallant prince than Dimitri. The Prince tells them they are right—for they have drunk poison. The Prince also takes his poisoned cup to his lips and drinks it. He tells them that he knew they were about to kill him, but that they left him as they heard from Dr. Stronetz that Death had already claimed him. It was a vacuam—so to fill that vacuum, he planned to kill them and march into the next world like a monarch at the head of his loyal Krantizki guards. Then he tells them that they all will die in a minute or two ; and if they like they can take the extra trouble of striking at him for his end.

They fall down one by one and die. The Prince dies as he says addressing Girnitza : Col. Girnitza, I never thought death could be so amusing.

কাহিনী : কাল—বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক।

দিমিত্রি কেদারিয়া নামক একটি ক্ষুদ্র বল্কান রাজ্যের [কল্পিত রাজ্যের] তরুণ রাজা : তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন চোদ্দ বছর বয়সে, এখন তাঁর বয়স সতের। তিনি তাঁর বংশের শেষতম উত্তরাধিকারী। কেদারিয়ায় তাঁর বিরুদ্ধে এক ষড়যন্ত্র চলছে—তাঁকে হত্যা ক'রে তাঁর স্থানে অপর একটি বংশের রাজকুমার যুবরাজ কার্লকে বসাবার চেষ্টা হচ্ছে। এই ষড়যন্ত্রের নেতা হলেন ক্রানিৎসকি বাহিনীর তিন জন সামরিক নেতা—কর্নেল গিরনিৎসা, মেজর কভীব এবং ক্যাপ্টেন সুলৎস্। দেশের গোলন্দাজবাহিনীও অবশ্য যুবরাজ দিমিত্রির উপর তেমন সন্তুষ্ট নয়। আঁত্রিয়েক রক্ষীবাহিনী যুবরাজ দিমিত্রির প্রতি বিশেষ অনুরক্ত। আর একটি বাহিনী আছে—লোনিয়াভি বাহিনী। তারা যুবরাজের প্রতি সাধারণভাবে অনুগত। যুবরাজ থাকেন আর্ম শহরের দুর্গভবনে। রাত্রি দশটা, ক্রানিৎসকি বাহিনী দুর্গপ্রহরায় রত। আঁত্রিয়েক বাহিনী আর কিছুক্ষণের মধ্যেই শহরের বাইরে গিয়ে তাঁবু ফেলবে। ক্রানিৎসকি বাহিনীর সেই তিন অফিসার অনেক দিন ধ'রে ঠিক এই মুহূর্তের জন্যেই অপেক্ষা করছিল। সেই সুযোগ উপস্থিত। যুবরাজ তাদের সন্দেহ করেন, তাঁর চোখেমুখে সেটা টের পাওয়া যায়। কিন্তু তাতে তারা বিচলিত নয়। কেন-না আর কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা যুবরাজের ভবলীলা সাঙ্গ করে দেবে।

তাদের আলোচ্য হ'ল তারা কী অস্ত্র ব্যবহার করবে। মুলৎস্ রিভলভার পছন্দ করে। গিরনিৎসা পছন্দ করে তরোয়াল; ফস্তীব একটুকু ছেলের গায়ে অস্ত্রাঘাত করতে হবে ব'লে যেন ইতস্ততঃ করছে। গিরনিৎসা তাকে বোঝালে, এই তো ভালো। এখন হত্যা করলে, একজনকে হত্যা করলেই তাদের কাজ হতে। আর যদি যুবরাজকে বড় হতে দাও, তখন তার সন্তানাদি হবে—তখন গোটা একটা পরিবারকেই হত্যা করতে হবে—নইলে যুবরাজ কার্লের পথ পরিষ্কার হবে না। ফস্তীব বললে কথাটা ঠিক, তবু তার মন যেন খুঁত খুঁত করতে লাগলো। যুবরাজ দিমিত্রিকে সরাতে যদি তাদের হাত ব্যবহার করতে না হ'ত—ভগবানের হাত এসে যদি তাকে পথ থেকে সরিয়ে দিত, তাহ'লে বড় ভালো হ'ত;

অফিসার তিনজন যখন নিজেদের মধ্যে এইরকম আলোচনা করছে, সেই সময় দিমিত্রি এসে ঘরে ঢুকলেন। তাঁর পরনে অশ্বারোহী সৈনিকের আটপৌরে পোশাক। কেস থেকে তিনি একটা সিগারেট বার করলেন, অফিসারদের দিকে একবার নিরুত্তাপ চোখে তাকালেন, তারপর তাদের যেতে বললেন। তারা দরজা বন্ধ করে দিয়ে চলে গেল—যাবার সময় ক্যাপ্টেন মুলৎস্ তাঁর দিকে রূঢ় চোখে তাকাতে তাকাতে চলে গেল। বন্ধ দরজার দিকে তাকিয়ে যুবরাজ হঠাৎ বিমর্ষ হয়ে পড়লেন—হাতের উপর মাথাটা ধপ করে নামালেন। একটু পরেই দরজায় একটা মুঠোর আঘাত শুনতে পেলেন। বসে ছিলেন, তড়াক করে দাঁড়িয়ে পড়লেন—ভেবেছিলেন অফিসাররা আসছে বুঝি, এলেন ডাঃ স্টোনেৎজ, তাঁর বন্ধু। তাঁকে দেখে যুবরাজ খুব আনন্দিত হলেন।

স্টোনেৎজ্ আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন যুবরাজ তাঁকে দেখে আনন্দিত হয়েছেন, কিন্তু তাঁর ঘরে ঢুকতে তাঁকে রীতিমতো বেগ পেতে হ'ল কেন? এমনকি তাঁর রিভলভারটি পর্যন্ত রেখে আসতে হয়েছে। তখন যুবরাজ বললেন, তাঁর কাছ থেকেও ওরা সব অস্ত্র নিয়ে গেছে—তিনি একা নিরস্ত্র অবস্থায় আটক—এবং এখনি একটা কাণ্ড ঘটবে। যুবরাজ তাঁকে আরও বল্লেন যে, সিংহাসনে আরোহণ অবধি তারা সুযোগের অপেক্ষায় ছিল—আজকে তিনি তাদের হাতে অতর্কিতে বন্দী হয়ে পড়েছেন, তাঁর আর নিস্তার নেই। তিনি বেশ বুঝতে পারছেন তারা অপেক্ষা করছে আঁদ্রিয়েখ বাহিনীর চলে যাওয়ার জন্যে। যে মুহূর্তেই আঁদ্রিয়েক বাহিনী শহর ছাড়বে, সেই মুহূর্তেই তারা তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে—এরা হচ্ছে ক্রানিৎসকি বাহিনীর লোক; ক্রানিৎসকি বাহিনী হচ্ছে যুবরাজ কার্লের ভক্ত। তিনি হচ্ছেন তাঁর বংশের শেষ উত্তরাধিকারী,

সুতরাং তাঁকে হত্যা করতে পারলেই নির্বিবাদে কার্ল সিংহাসনে আরোহণ করতে পারবেন। শুনে ডাঃ স্ট্রোনেৎজ্ তাজ্জব বনে গেলেন। ষড়যন্ত্র খুব পাকা, এতটুকু ফাঁক নেই। কিন্তু এরূপ নিশ্চিত মৃত্যুর সামনে বসে যুবরাজ এতটুকু বিচলিত নন। যুবরাজের অপূর্ব আত্মসংযম তাঁকে অভিভূত করল। যুবরাজ তাঁকে বললেন তাঁর আক্ষেপ রয়ে গেল যে, তাঁকে এত অল্প বয়সেই মরতে হচ্ছে। তিনি জীবনকে ভালবাসেন, ভালবাসেন প্রকৃতিকে, ভালবাসেন খেলাধুলা শিকার, ভালবাসেন শহরের সভ্যতর কৃষ্টির প্রসাদ। কিন্তু কালই সকালে একটা স্থূলদেহ ভৃত্য এসে ঘরের কোণ থেকে খানিকটা রক্তের দাগ মুছে নিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সমস্ত পার্থিব অস্তিত্ব যাবে শেষ হয়ে।

এই লোমহর্ষক বর্ণনায় স্ট্রোনেৎজ্ চঞ্চল হয়ে উঠলেন, তিনি যুবরাজকে বললেন, মৃত্যু থেকে তিনি যুবরাজকে বাঁচাতে পারবেন না, কিন্তু তাঁর অফিসারদের হাতে খুন হওয়ার মতো জঘন্য নিষ্ঠুর মৃত্যুর হাত থেকে তিনি তাঁকে বাঁচাতে পারেন—এই বলে তিনি এক শিশি বিষ দিতে চাইলেন, যা নাকি তখনি ক্রিয়া করবে। যুবরাজ বললেন, না, তিনি কখনও কাউকে তাঁর চোখের সামনে খুন হ'তে দেখেন নি, এখন যখন সুযোগ পাওয়া গেছে, তিনি সে সুযোগের সদ্ব্যবহার করবেন—হ'ক না সে নিজের মৃত্যু। তখন স্ট্রোনেৎজ্ বললেন, তবে তিনিও যুবরাজের সঙ্গে মরবেন। তাহ'লে যুবরাজ দু'টি মৃত্যু দেখতে পাবেন।

এই সময়ে ব্যাণ্ডের আওয়াজ শোনা গেল—আঁদ্রিয়েফ বাহিনী শহর ছেড়ে চলে যাচ্ছে। যুবরাজ দিমিত্রি মৃত্যুর জন্যে তৈরি হ'য়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন। তারা এসে পড়ল।

এই সময়ে ডাঃ স্ট্রোনেৎজ্ একটা কাণ্ড করে বসলেন। যুবরাজ ছিলেন কোণে স্টোভটার কাছে দাঁড়িয়ে। তিনি দ্রুতপদে এগিয়ে গিয়ে তাঁর বুকের জামাটা ছিঁড়ে ফেলেই তাঁর বুক পরীক্ষা করতে লাগলেন—অফিসাররা এসে পড়তে তিনি অঙ্গুলি সংকেতে তাদের চুপচাপ থাকতে বললেন। অফিসাররা কিছুক্ষণ পরে তাঁকেই চলে যেতে বললে—বললে যুবরাজের সঙ্গে তাদের জরুরি কাজ আছে। তখন ডাক্তার স্ট্রোনেৎস্ যথোচিত গাম্ভীর্যের সঙ্গে বললেন, তিনি দুঃখের সঙ্গে জানাতে বাধ্য হচ্ছেন যে, তাঁরা হয়তো যুবরাজের বিপদে প্রাণ দিতেও প্রস্তুত। কিন্তু যুবরাজ এমন একটি বিপদের সম্মুখীন হয়েছেন, যেখানে তাঁর একান্ত বশংবদ অফিসারগণও কিছুই করতে পারবেন না, কেন-না যুবরাজ একটি মারাত্মক হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়েছেন এবং দিন দুয়েকের মধ্যেই মারা যাবেন—মৃত্যু তাঁর অনিবার্য।

অত্যন্ত শোকাবহ এই ঘোষণা শুনে তারা বললে, তাহ'লে তাদের কাজ আপাততঃ অপেক্ষা করতে পারে। শেষ পর্যন্ত তারা ঘর ছেড়ে চলে এল।

তারা চলে গেলেই যুবরাজ পরম উৎসাহে ডাঃ স্ট্রোনেৎজকে ধন্যবাদ দিতে গেলেন। বল্লেন, চমৎকার ফন্দি এঁটেছিলেন তো। আপাততঃ তো রক্ষা পেলাম। আর এক ঘণ্টার মধ্যেই লোনিয়াডি বাহিনী এসে পড়লে এরা কিছু করতে সাহস করবে না। আচ্ছা বোকা বানিয়েছেন তো ওদের।

ডাঃ স্ট্রোনেৎজ্ বলেন, তিনি ওদের বোকা বানান নি। মর্মান্তিক বেদনার সঙ্গে তিনি বল্লেন যে কথা তিনি ওদের বলেছেন, তা সবই সত্যি কথা। যুবরাজের চোখেমুখে একটা বিশেষ ভাব দেখেই তাঁর অবশ্য ঐরকম একটা ধাপ্পা দেওয়ার কথা মনে হয়েছিল, কিন্তু পরীক্ষার ভান করতে গিয়ে তিনি দেখলেন সত্যিসত্যিই যুবরাজ এক মারাত্মক হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়েছেন, এবং ওদের তিনি যা বললেন, সেই কথাই সত্যি যে তিনি আর দিন ছয়েকের মধ্যে অবশ্যই মারা যাবেন।

আশ্চর্য ধৈর্য এবং সংযমের অধিকারী এই যুবরাজ তখন ডাঃ স্ট্রোনেৎসকে বললেন তাহ'লে দেখছি মৃত্যু আজকে আমার জন্যে দু'দুবার উপস্থিত হ'ল। আপনি ওদের আমাকে হত্যা করতে দিলেই পারতেন। তাহ'লে আর মৃত্যুর জন্যে অপেক্ষা করতে হ'ত না। মৃত্যুর জন্যে অপেক্ষা ক'রে বসে থাকা, সে আরও অসহ্য। যাক, আপনি আমাকে নিষ্ঠুর ঘাতকের হাত থেকে রক্ষা করবার জন্যে বিষ দিতে চেয়েছিলেন, সেই বিষই এখন দিন; মৃত্যুর জন্যে অপেক্ষা ক'রে ব'সে থাকা আমার রাজকীয় ধাতে পোষাবে না। দিন আপনার বিষের শিশিটা।

যুবরাজের হাতে বিষের শিশিটা দিয়ে ডাঃ স্ট্রোনেৎজ্ হাত মোচড়াতে লাগলেন, কান্নায় প্রায় ভেঙ্গে পড়লেন, তারপর কোনোরকমে ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেলেন।

যুবরাজ বিষের শিশিটা নিয়ে পাশের টেবিলের দিকে গেলেন। একটা মদের পাত্র নিয়ে নিজের মতো মদ ঢাললেন, তাতে কয়েক ফোঁটা বিষ ঢালতে গিয়ে হঠাৎ থেমে গেলেন, তারপর দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন এবং অফিসারদের উচ্চৈঃস্বরে ডাকলেন। তারা এসে পড়বার আগেই বিষের শিশিটা মদের বোতলে উজাড় করে দিয়ে, শিশিটা পকেটে পুরে ফেললেন তিনি।

অফিসাররা এসে পড়াতে তিনি তাদের অভ্যর্থনা ক'রে বললেন যখন মৃত্যু তাঁর অবধারিত, তখন আর পুরাতন ঝগড়াটা জীইয়ে রেখে লাভ কী?

তারা আজকে একসঙ্গে মদ্যপান ক'রে ভাবী রাজা কার্লের স্বাস্থ্যকামনা করবেন; এই বলে তিনজনের পাত্রে মদ ঢেলে দিলেন। মদের পাত্র হাতে নিয়ে তারা বললে, আমরা এইরকম বীরমনা কোনো যুবরাজকে আর সেবা করার সুযোগ পাব না; এবং তারপরেই তারা সেই বিষপূর্ণ মদ পান করলে।

যুবরাজ তাদের এই প্রশংসার উত্তরে বললেন, তারা ঠিকই বলেছে, কেন-না কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা বিষক্রিয়ার ফলে মারা যাবে, সুতরাং দ্বিতীয় আর কোনো যুবরাজকে তাদের সেবা করতে হবে না। তারা সভয়ে নড়ে-চড়ে উঠল। যুবরাজ বললেন, তিনি একজন রাজার মতো তাঁর একান্ত অনুগত ক্রানিৎস্কি অফিসারগণের সমভিব্যাহারে যাবেন মৃত্যুর রাজ্যে।

তিনি জানতেন যে তারা আজ তাঁকে হত্যা করার জন্যে প্রস্তুত হয়ে এসেছিল, কিন্তু মৃত্যু তাদের আগেই তাঁকে এত্তেলা পাঠিয়ে দিয়েছে একথা ডাঃ স্ট্রেনেৎজের কাছে শুনে তারা তাঁকে হত্যা করতে বিরত হয়েছিল। সে যাই হোক, তিনি দেখলেন সন্ধ্যাটা মিছামিছি চলে যায়; তাই তাদের হত্যা ক'রে সন্ধ্যার শূন্যতা পূর্ণ করে দিলেন। যুবরাজ বললেন, আর দু'এক মিনিটের মধ্যে তাদের দেহ মৃত্যুর কোলে চলে পড়বে, এবং তিনিও তাদের সঙ্গে যাবেন; তবু তারা যদি ইচ্ছা করে তা'হলে একটু অতিরিক্ত পরিশ্রম ক'রে তাঁকে সম্পূর্ণ নিকেশ ক'রে দিতে পারে।

এই সময়ে লোনিয়াডি বাহিনীর শহরে মার্চ করে প্রবেশ করার ধ্বনি শোনা গেল। যুবরাজ দিমিত্রি একটি তলোয়ার নিয়ে মাথার উপর চক্র ঘোরালেন। কর্নেল গিরনিৎসা,, মৃত্যু যে এত মজার তা তো ভাবি নি,— এই কথা বলতে বলতে ঢলে পড়লেন যুবরাজ।

A Critical Analysis (with Critical Estimate) of the one-act play, 'The Death-Trap' : "The Death-Trap by H. H. Munro is a brlliant example of the one-act play which is a recent development. H. H. Munro wrote a good many short stories and a few one-act plays. His life was cut short. He is popularly known as "Saki, and most readers know him to be a short-story writer. The present one-act play shows that he was as successful in handling the art of one-act play as in dealing with that of the short story. This one-act play shows his mastery over the form of the one act play ; it also brings out his wit, and gives us an idea of his acquaintance with condition in southeastern Europe, where he worked as a journalist for some time.

This one-act play is quite short as one-act play. Everything happens in a few minutes' time and happens at the palace of Kedaria, an imaginary Balkan (or South-east European) state ; the characters concerned are the reigning Prince of Kedaria, his Doctor and three millitary officers. Here we have a perfect example of *the three unities* of the dramatic art (which are so very important in a one-act play)—the unities of time, place and action. Munro has made good use of the conversation to bring out the individual differences inherent in the characters he presents on the stage, as well as their attitudes to one another. The stage-directions are crisp and adequate. There is wit and there is poetry.

The Exposition : "The Death-Trap" has a brilliant exposition (উপস্থাপনা). It beigns with the conversation amongst three officers of the Kranitzki Regiment of the Palace Guards. Two of them are talking of the weapons they will use to do away with the reigning Prince Dimitri. One of them feels that it is a pity to kill such a young boy with one's own hands. He still wishes that the boy could be cleared out of the path by the finger of Heaven—a wish that ultimately comes to fruition. The ringleader of the faction (দলের পাণ্ডা) tells him that they must take the chance of killing him young, for he is the last of his dynasty ; if he is allowed to grow up and marry and have children, they would have to massacre a whole family to lay the way clear for Prince Karl. No reason for their disaffection with the reigning Prince and their affection for the other Prince is given—which suggests that it is not a popular revolt, it is simply a dynastic quarrel. But that precisely was the state of affairs in the Balkans on the eve of the First World War. All these point not only to the individual differences in the characters of the conspirators, but also give us a subtle hint (সূক্ষ্ম ইঙ্গিত) as to how things are going to sort themselves out. They are prepared for the hour when the Andrieff Regiment has marched out of the town. They think the Prince suspects them but that does not worry them—they are going to make a short shrift of the Prince.

And then the Prince enters his antechamber. How finely Munro has built up the situation and the moment—

when anything might happen. The Prince asks them to retire, which they do, but he knows that they will soon come back and kill him in cold blood. He is entrapped (ফাঁদে পড়েছেন) and there is nothing for him to do but to await the inevitable. This is shown by his attitude ; seated at the table, he bows his head on his arms in an attitude of despair.

Complication : The situation becomes complicated when Dr. Stronetz of the same Regiment forces his entry into the King's room by inventing a special call to visit him on a matter of health. He is allowed to enter but not before he is made to part with his revolver. Dimitri welcomes him with a short laugh—they are friends. Their conversation reveals more about the situation—that the officers belonging to the Kranitzki Regiment and the Artillery are equally disaffected, and though the Andrieff Regiment is loyal to the Prince, it is marching out to camp and another Regiment, the Lonyadi, that comes in to relieve it will take an hour to arrive. The Prince, for these three years since his coming to the throne at the age of fourteen, has been constantly watched and guarded against this moment and the moment has come and they have now caught him unawares. His weapons have been taken away from him one plea or another—and there is now no escape for him. The Prince says "They're not so damned silly" as to let slip this opportunity. [*Are they really so clever ?*] Here is a moment of suspense finely worked up. The Prince is expecting the officers to break in any moment.

Munro makes use of this piece of conversation to reveal the Prince's grasp of the situation, his cool and undisturbed self-control which astounds (বিস্মিত করেন) his senior friend Dr. Stronetz, and also reveals the young Prince's earnest love of life and his poetic sensibilities—his sportsmanlike habits —his love of travel, his cultural aspirations (সাংস্কৃতিক আকাঙ্ক্ষা). Altogether it gives us, in his own words, a picture of a marvellous young chap fit to be a King, and it increases *the pity of it* all. It gives us incidentally a romantic picture of the Balkan scene. The Prince has an imagination as also a sense of the grotesque (বীভৎসরসবোধ). He pictures to his friend

Dr. Stronetz what the next morning scene is going to be—the scene of a *fat stupid* servant washing up a red stain in a corner—he points to the corner. He has a hatred of death—and an equal harted for all stupid and ugly things. [*And is it going to happen ? Can Dr. Stronetz stop it ?*]

Dr. Stronetz's offer : Dr. Stronetz shrinks at the idea of such a death for his young friend. He offers him a phial of poison which will kill him even before they can lay their violent hands on him. [*Will the Prince take the offer ?*]

The Prince's Resolution & Dr. Stronetz's second offer :

The Prince is no coward. When he is sure to die, he will prefer to die with an experience. The Prince rejects the offer. He will prefer to see his own death through, for he has never seen a man killed. Here is a romantic young boy in love with experience. It is not a morbid love for death but a kind of poetic love for the violence and the bloodiness of it all. Dr. Stronetz is struck by the courage of the young Prince and he offers to die with him. "You can see two men killed while you are about it," he says. The Prince does not accept the offer and asks him to leave him immediately as he hears the sound of the Andrieff Regiment marching out. They are already come and Dr. Stronetz is still in the room. [*What will he do now ?*]

Dr. Stronetz does a startling thing :

Dr. Stronetz, struck by an idea, tears open the Prince'se tunic and begins to examine him. As the officers enter,—hy commands them into silence and declares most solemnls that the Prince is not going to live for more than six days. For the officers the news is too good to be true. They ask the doctor if he has not made a mistake. As the latter says no, they whisper to each other and decides to wait for the finger of Heaven to remove the Prince. The Prince, in a pretended collapse, asks them to withdraw, which they do.

The young Prince, relieved of the chance of imminen death, thanks Dr. Stronetz for his brilliant play-acting and then hopefully expects that, with the arrival of the Lonyadi the Kranitzki officers will not possibly dare to kill him. Dr. Stronetz in reply, tells him that he has not befooled the officers. He tells the Prince that the idea was inspired by a look in the Prince's eyes, and his examination revealed

the Prince had really the symptoms (চিহ্ন) of a fatal heart disease and all that he told the officers was true. This is a cruel setback to both their hapes. This also takes the audience by surprise. What shock ! [*What will the prince do now* ?]

The Prince finally resolves to die by poisoning himself : The Prince shows his courage. He says that Death has met him twice that evening and as it seems to be in earnest: he will not disappoint him. He will take the poison and die that evening. He tells Dr. Stronetz that he offered him a means of escape from a cruel death, a violent death at the hands of his officers. Let him now escape by the same means from a crueller death—patiently waiting for death to come. He is proud of himself. He says he is a monarch, he won't be kept waiting by death.

This part of the conversation adds to the glory of the Prince's characters. His self-possession (আত্মসংযম) and his acceptance of death are worthy of the bravest.

Dr. Stronetz leaves the Prince with the phial, wrings his hands, and rushes out of the room with his face hidden in his arm.

The End : Now it seems all is over but it is not really so. The dramatist gives it a fine twist, which lifts the end at once into a superior kind of melodrama (রম্য-নাটক) and pleases us while it saddens our hearts.

It comes as a flash. The Prince is pouring out wine into a goblet apparently for himself. Suddenly he stops and calls the officers, who are on the other side of the door, and before they come in, he empties the contents of the poison phial into the wine bottle. As soon as they come in the Prince tells them telling them that when he must die, they must sink their old differences in a cup of wine and drink to the health and long life of their future sovereign, Prince Karl They readily agree and the Prince serves the poisoned wine while keeping a glass of it for himself. It is height of *Machiavellianism* (কূট-রাজনীতি) but the strange nobility underlying it makes it different.

When Girnitza pays mock-compliment tothe Prince by saying that they will never serve a more gallant Prince than his Royal Highness the Prince, with a grim humour, he tells

him that he was speaking the truth ; surely they will never serve another prince, and he explains why : they have drunk poison and they are going to die with him. He tells him that he knew that they came to kill him--but it is a pity that they are forestalled and he is dying, but they too are dying with him. He means to go into the next world at the head of his Kranitzki Guards like a true monarch. They all startle (চমকে উঠল). But it is too late. The poison has begun to work, and the officers fall down one after another. The Lonyadi Regiment is heard marching in. It clicks with the moment of death. The Prince dies with a laugh, saying "Col. Girnitza, I never thought death.... .could be······so amusing."

The Characters : Although there is comparatively little scope for characterization, Munro has made maximum use of the available scope. This one-act play is chiefly one of incidents but the characters are not neglected. The most important character is of course, that of Prince Dimitri. He is young and brave, is in love with life, nature and sports and the civilised arts, although he is not yet ripe for love. He is clever enough to detect the conspiracy and ultimately to befool (বোকা বানানো) the conspirators. The most extraordinary feature of his character is conquest of the fear of death.

Dr. Stronetz is a real friend of the Prince. He is intelligent, analytical. and resourceful. His chief characteristic is his love for the Prince. [For a detailed study see ahead.]

আলোচনা : H. H. Munro-র লেখা *The-Death-Trap* (মৃত্যু-ফাঁদ) একটি উজ্জ্বল সার্থক একাঙ্ক-নাটিকা। মুন্‌রো অনেক ছোটো গল্প লিখেছেন, একাঙ্কিকা রচনা করেছেন সামান্য কয়েকখানি মাত্র। তাঁর জীবন অল্প বয়সেই শেষ হয়। তিনি ইংরাজী সাহিত্যে "সাকী" নামে পরিচিত। ছোটো গল্প রচনায় তাঁর দক্ষতা ছিল স্বীকৃত। বর্তমান একাঙ্কিকা প্রমাণ করবে যে, একাঙ্কিকা রচনাতেও তাঁর দক্ষতা সমান ; এর আঙ্গিকের উপর তাঁর সম্পূর্ণ অধিকার ছিল এবং সেই সঙ্গে তাঁর উজ্জ্বল কৌতুকবোধ এবং তাঁর সাংবাদিক জীবনের অভিজ্ঞতাকে কিভাবে তিনি সাহিত্য-রচনায় নিয়োজিত করেছেন, বিষয়বস্তুর নির্বাচনে তারই প্রমাণ পাওয়া যাবে।

একাঙ্কিকা হিসাবে বর্তমান রচনাটি বেশ ছোটো, কিন্তু এই অল্প পরিসরে

তিনি নাটকীয় রস পরিবেশন করতে সক্ষম হয়েছেন। নাটিকাটির প্রথম লক্ষণীয় বস্তু :

অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সমস্ত ঘটনা ঘটে যাচ্ছে এবং একটি সম্পূর্ণ পরিণতির মধ্যে সমাপ্ত হচ্ছে। ঘটনা ঘটেছে কেদারিয়ার রাজপ্রাসাদে—একটি জায়গায়। চরিত্রসংখ্যা অতি সীমিত—কেদারিয়ার বর্তমান রাজা যুবরাজ দিমিত্রি, তাঁর ডাক্তার বন্ধু ডাঃ স্ট্রোনেংজ এবং ক্রানিংসকি বাহিনীর তিনজন অফিসার। যদিও এই নাটিকায় ঘটনাই প্রধান, তবু চরিত্রের দিকে মুনরোর দৃষ্টি সজাগ। তিনি অল্প পরিসরে কথোপকথন এবং আচরণের মধ্যে দিয়ে দু'টি চরিত্রকে (যুবরাজ দিমিত্রি এবং ডাঃ স্ট্রোনেংজের চরিত্র) সমানভাবেই ফুটিয়েছেন [চরিত্রালোচনা দেখো]। তিনজন অফিসারের মধ্যেও চরিত্রের পার্থক্য দেখাতে ভোলেন নি তিনি। প্রত্যেকটি কথা, প্রত্যেকটি আচরণ, প্রত্যেকটি ভঙ্গীকে চরিত্র-উদ্‌ঘাটন এবং নাটকীয় রসসৃষ্টির জন্যে ব্যবহার করেছেন মুনরো।

বড় নাটকের যেমন তিনটি অংশ থাকে—আরম্ভ, মধ্যস্থল এবং শেষাংশ—এ ধরনের তিনটির কোনো সুনির্দিষ্ট ভাগ করে এই নাটিকা লেখা হয় নি। নাটিকাটির মধ্যে আছে একটি অখণ্ড প্রবাহ। তবু একটা ভাগের চেষ্টা আমরা করে দেখতে পারি, কিন্তু মনে রাখতে হবে এই ভাগ কখনই একটি বড় নাটকের ত্রিভঙ্গ-ভাগের অনুরূপ নয়।

আরম্ভ ও উপস্থাপনা : উপস্থাপনা-অংশে অফিসার তিনজনের কথা-বার্তার মধ্য দিয়ে আমরা বুঝতে পারছি তারা প্রস্তুত—তারা এই সুযোগের অপেক্ষা করছিল অনেকদিন থেকে, এবং এই সুযোগ তারা ত্যাগ করতে চায় না। যদিও তাদের মধ্যে একজন, মেজর ফস্তীয়েক, কাজটিকে ঈশ্বরের হাতেই ফেলে দিতে চায়; একজন ছেলে-মানুষের উপর হাত তুলতে যেন তার ভালো লাগছে না। তারা তিনজনেই চায় যুবরাজ দিমিত্রিকে খতম করে কার্লকে সিংহাসনে বসাতে—কার্ল অন্য এক বংশের লোক।

যুবরাজ এলেন। তিনি তাদের সন্দেহ করেন, আর তারাও জানে যে যুবরাজ তাদের সন্দেহ করেন। যুবরাজ এতদিন খুব সাবধানেই চলাফেরা করেছেন; কিন্তু সেদিন তিনি কিভাবে যেন অসতর্ক হয়ে পড়েছিলেন; এবং তিনি ঘরে ঢুকেই বুঝতে পারলেন আজকে তাঁর শেষ।……এইতো পরিস্থিতি। [আমরা সংশয়ের দোলায় দুলতে থাকলুম।]

মধ্যমাংশে এই জটিলতা বৃদ্ধি : রাজা এদের চলে যেতে বললেন, কিন্তু তিনি জানেন এখনই এরা ঘরে আসবে এবং তাঁকে শেষ করবে। এমন সময় ডাঃ স্ট্রোনেংজ ঘরে ঢুকলেন। [স্ট্রোনেংজ কি যুবরাজকে বাঁচাতে পারবেন ?]

যুবরাজের সঙ্গে কথা বলে তিনি বুঝলেন ষড়যন্ত্র মারাত্মক। যুবরাজের আর রক্ষা নেই। তাঁদের কথোপকথনের মধ্যে দিয়ে তাঁদের পারস্পরিক প্রীতি, উভয়ের বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা, যুবরাজের অদ্ভুত আত্মসংযম, জীবনপ্রীতি ইত্যাদির পরিচয় আমরা পাই। কিন্তু যুবরাজের মুক্তির কোনো হদিশ মেলে না। ডাঃ স্ট্রোনেৎজ তাঁকে একটা মারাত্মক বিষ দিতে চাইলেন, যা পান করে তিনি অন্ততঃ ঘাতকের হাতে মৃত্যুর মতো নিষ্ঠুর মৃত্যু এড়াতে পারবেন—বিষপানে মৃত্যু তার চেয়ে বরং ভালো। [যুবরাজ কি তাই করবেন ?]

না, যুবরাজ কিন্তু বিষপানের প্রস্তাব গ্রহণ করলেন না। [তবে তিনি কী করবেন ?]

তিনি এক আশ্চর্য কথা বল্লেন। বল্লেন, তিনি কোনোদিন হত্যাকাণ্ড দেখেন নি। এবার দেখবেন নিজের হত্যাকাণ্ড ! আশ্চর্য হয়ে গেলেন ডাঃ স্ট্রোনেৎজ। তিনি বল্লেন, যুবরাজ তাহলে একটা কেন দু'টো মৃত্যু দেখুন। তিনি নিজেও ঘাতকের হাতে মরতে চাইলেন রাজার সঙ্গে। [অপূর্ব প্রস্তাব। তা'হলে তাঁরা দু'জনেই কি মরবেন ?]

এদিকে ওরা এসে পড়েছে। স্ট্রোনেৎজ এক অদ্ভুত কাজ করলেন। একবার যুবরাজের মুখের দিকে তাকালেন, তারপর চট করে যুবরাজের টিউনিক ছিঁড়ে তাঁর বুক পরীক্ষা করতে লাগলেন। অফিসাররা আসতেই তাদের চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকতে বল্লেন। তিনি যেকথা বল্লেন, সে কথা শুনে তারা চলে গেল। স্ট্রোনেৎজ তাদের বল্লেন যে, যুবরাজ কঠিন হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়েছেন, দু'দিনের বেশি বাঁচবেন না। স্ট্রোনেৎজ ক্রানিৎসকি বাহিনীর অন্তর্গত ডাক্তার। সুতরাং তাঁর কথা তাদের বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হ'ল। তারা চলে গেল।

অফিসাররা চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাজা স্ট্রোনেৎজকে অভিনন্দন জানিয়ে বল্লেন, 'স্ট্রোনেৎজ, ওদের আচ্ছা বোকা বানিয়েছো তো!' [আমরাও তাই মনে করলাম ! কিন্তু নাট্যকার আমাদের সকলকেই বোকা বানিয়েছেন।]

স্ট্রোনেৎজ তখন দুঃখের সঙ্গে বল্লেন, তিনি যা বলেছেন তা সবই সত্যি। পরীক্ষা করতে গিয়ে মিথ্যেটা সত্যি হয়ে গেল। সত্যিই রাজা আর দু'দিনের বেশি বাঁচবেন না। কথাটা শোনবার পর যুবরাজ ডাঃ স্ট্রোনেৎজকে তিরস্কার করলেন, কেন তিনি ঘাতকের হাতে তাঁকে মরতে দিলেন না ? এখন প্রতি-মুহূর্তে মৃত্যুর জন্তে অপেক্ষা ক'রে বসে থাকা অসহ্য। তিনি ডাঃ স্ট্রোনেৎজের কাছে সেই বিষ চাইলেন, যে বিষ তিনি একটু আগে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। ডাঃ স্ট্রোনেৎজ যুবরাজের হাতে বিষের শিশিটা দিয়ে হাত মোচড়াতে

মোচড়াতে চলে গেলেন। [এরপর কী ? যুবরাজের বিষপানে আত্মহত্যা এরকম একটা শেষের জন্যেই আমরা অপেক্ষা করছি। কিন্তু মুনরোর জাগ্রত কৌতুক-বুদ্ধি ঘটনার পরিণতিতে এক অভাবনীয় নাটকীয় চাতুর্যের সৃষ্টি করেছে।]

শেষাংশ : যুবরাজ যখন বিষপান ক'রে আত্মহত্যা করতে যাবেন, তখন তাঁর খেয়াল হল তাঁর অফিসাররা কেন পড়ে থাকে। তিনি তাদের সমাদর করে ডাকলেন; বললেন যখন তাঁর মৃত্যু অবধারিত, তখন তাঁদের পুরাতন ঝগড়াটা মনে রেখে লাভ কী। একসঙ্গে মদ্যপানের প্রস্তাব করলেন, এবং ভবিষ্যৎ রাজা কার্লের স্বাস্থ্যপান করতে চাইলেন। অফিসাররা যুবরাজের চাতুর্য বুঝতে পারল না; তারা আর একবার বোকা বনল। যুবরাজ বিষমেশানো মদ তাদের পান করতে দিলেন, এবং নিলেও পান করলেন এবং একসঙ্গে শেষ সন্ধ্যায় মৃত্যুর রাজ্যে যাত্রা করলেন, রাজকীয় ভঙ্গীতে তাঁর একান্ত অনুগত ক্রানিৎসকি রক্ষীবাহিনীর অফিসারদের সমভিব্যাহারে।

মৃত্যুর ভয়াবহতা অনেকখানি ম্লান হয়ে গেছে এই শেষ পরিণতিতে। যুবরাজ ষড়যন্ত্রকারীদের প্রধান কর্ণেল গিরনিৎসাকে সম্বোধন করে বললেন, "কর্ণেল, মৃত্যুর মধ্যে যে এত মজা আছে তা আগে ভাবতে পারি নি।" তাঁর চাতুর্যের সাফল্যে তিনি পুলকিত। তাঁর নিজের অকাল-মৃত্যুকালীন দুঃখ মৃত্যুকালীন এই সার্থকতাবোধে ঢাকা পড়ে গেছে।

চরিত্র-চিত্রণ : একাঙ্ক-নাটিকার চরিত্র-চিত্রণের সুযোগ খুবই অল্প; বিশেষ করে বর্তমান নাটিকাটি একটি ঘটনাপ্রধান নাটিকা—ঘটনার গতি-পরিবর্তনই এই নাটিকার মুখ্য আকর্ষণ। তথাপি নাট্যকার যুবরাজ দিমিত্রি এবং যুবরাজের বন্ধু ডাঃ স্ট্রোনেৎজ-এর চরিত্র-চিত্রণে যথেষ্ট দক্ষতা দেখিয়েছেন, এবং অন্যান্য চরিত্র অর্থাৎ তিনজন ষড়যন্ত্রকারী অফিসারের চরিত্রের মধ্যেও পার্থক্য দেখাতে ভোলেন নি।

যুবরাজ দিমিত্রি একজন অল্পবয়স্ক যুবরাজ—যুবরাজ হিসাবে তিনি সকলেরই প্রীতিভাজন হ'তে পারেন নি, সেটা তাঁর দোষ নয়, বা চরিত্রে গুণের অভাবও নয়। পারিবারিক কলহের তিনি একজন শিকার। তাঁর তুলনায় প্রিন্স কার্ল যে খুব বেশি গুণবান তার কোনো ইঙ্গিত নেই। বয়স্ক যুবরাজ দিমিত্রি জীবন-প্রেমিক—প্রাকৃতিক সান্নিধ্য, খেলাধূলা, শিকার প্রভৃতিতে তাঁর যেমন উৎসাহ, তেমনি সভ্যতা এবং কৃষ্টির প্রতিও তাঁর প্রবল আকর্ষণ। তাঁর চরিত্রের সবচেয়ে আশ্চর্য গুণ মৃত্যু-ভয়কে জয় করবার ক্ষমতা। কী এক আশ্চর্য চারিত্রিক গুণে তিনি ঘাতকের হাতে মৃত্যুকে বরণ করে নিতে চান—মৃত্যুকে চেনবার জন্যে। তারপর যখন ঘাতকের হাতে মৃত্যুর সম্ভাবনা থেকে

তিনি বাঁচলেন, তখনই ডাক্তারের মুখ থেকে মর্মান্তিক ঘোষণা শুনতে হ'ল যে তিনি দু'দিনের মধ্যেই মারা যাবেন। রাজকীয় গর্ব এবং অহঙ্কার তাঁকে বিষপানে আত্মহত্যা করতে সাহস দিয়েছে। তাঁর রাজকীয় গর্ববোধ যেমন আছে, তেমনি আছে তীক্ষ্ণ কৌতুকবোধ; তিনি গিরনিৎসাদের যতই ঘৃণা করুন, নিছক ঘৃণার মধ্যেই তাদের হত্যা করেন নি, কৌতুকবশতঃই তিনি তাদের নিজের সহযাত্রী ক'রে নিলেন।

ডাঃ স্ট্রোনেৎজ একজন আত্মত্যাগী বন্ধু—তিনি যুবরাজের গুণগুলির বিশেষ সমঝদার ছিলেন। তাঁর তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, বিশ্লেষণী প্রতিভা, অভিনয়-দক্ষতা প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের যেমন অভাব নেই, তেমনি উদার প্রেম ও সহানুভূতির অভাব নেই। এই কোমল-স্বভাব ডাক্তার একজন সাধারণ মানুষ, কিন্তু চমৎকার মানুষ।

তিনজন অফিসারের মধ্যে গিরনিৎসা হ'ল প্রধান ষড়যন্ত্রকারী, মেজর ফস্তীয়েফ একটু স্বতন্ত্র। অল্পবয়স্ক যুবরাজকে হত্যা করতে ফস্তীয়েফ ইতস্ততঃ করছিল। তারা তিনজনেই একবার ডাক্তারের কাছে, আর একবার যুবরাজের কাছে, বুদ্ধিতে পরাজয় স্বীকার করল।

The Character of Prince Dimitri: Prince Dimitri is the reigning Prince of Kedaria, an imaginary state in the Balkans, and is therfore an imaginary character. He ascended the throne at the early age of fourteen and he is now seventeen. He lives in his castle (or palace) at Tzern. Prince Dimitri is the last descendant of his dynasty and is surrounded by enemies. There is a rival prince, Prince Karl, belonging to a different dynasty, and there is a faction in Kedaria, who are on his side. The Karl-faction, which is headed by some officers of the Kranitzki Regiment, wants to do away with Prince Dimitri and place Karl on the throne. The artillery is also disaffected with Prince Dimitri. The two other regiments, The Andrieff Regiment and the Lonyadi Regiment are loyal. The dramatist is silent about the exact reason why Prince Karl is preferred by the Kranitzki Regiment, or why the Artillery is disaffected with the reigning king. Perhaps the whole reason lies in the dynastic quarrels. Prince Karl must have been a shrewd (ধূর্ত) man and he must have taken advantage of Prince Dimitri's young age, and has won over the Kranitzki Regiment and the Artillery in his favour. But it is not clear from the drama.

[So far this is modelled on the life and career of Prince Alexander, the young Prince of Serbia, who came to the throne

at an early age, his father being forced to abdicate the throne in his favour. He was murdered in 1903 before he was old enough, and the Austrian Government is suspected to have a hand in the murder and was in league with the palace conspirators. Prince Dimitri is modelled on prince Alexander. Prince Karl has no exact historical parallel, but the name is Austrian and it suggests that he is an Austrian.]

We have said that the *Prince is not shrewd or intriguing by nature. But he is not unintelligent.* He has, all along, suspected the presence of this secret hostility and has understood that a death-trap has been laid for him by the Kranitzki officers. But it is too late and he is prepared for the inevitable (অনিবার্য পরিণতি). He has the courage to see through it. He remains calm and undisturbed. *He is a man of wonderful self-possession.* Dr. Stronetz, the Doctor of the Kranitzki Regiment, who is a senior friend of the Prince, comes to see him and in a few words the Prince makes him, understand the situation he is in. Dr. Stronetz is struck by the wonderful self-possession of the Prince, He says :

"But this is awful ! You sit there and talk as if it were a move in a chess game."

Dr. Stronetz offers to give him a phial of poison, which will cause immediate death and save him from a violent one in the hands of his officers. But the Prince refuses to die by taking poison. He wants to see through his own death—and a violent death at that—for he has never seen anybody killed before. He wants to have the experience. That makes him a romantic character with a streak of adventure in him. He can visualize (কল্পনা করতে পারেন) the spectacle of his own death, and he is not afraid of it.

His romantic nature has a positive side. He loves life tremendously—not as a wealthy prince of licentious habits (উচ্ছৃঙ্খল স্বভাবের). He is possessed of a keen imaginative sensibility. He is almost a poet. He tells his friend Dr. Stronetz :

"Oh Stronetz ! if you knew how I hate death ! I'm not a coward, but I do so want to live. Life is so horribly fascinating when one is young, and I've tasted so little of it yet. Look out

of the window at that fairy land of mountains with the forest running up and down all over it. You can just see Grodvitz where I shot all last autumn, up there on the left, and far away beyond it all is Vienna. Were you ever in Vienna, Stronetz? I've only been there once, and it seemed like a magic city to me. And there are other wonderful cities in the world that I've never seen."

The Prince is in love with nature, as well as with the fashionable life lived in the cities. He is a gallant young man, who likes the outdoor life of sports and hunting. Perhaps he is attracted to the cultural life of Vienna and not to the shallow fashions (হাল্কা আদব-কায়দা) of a city life. So it is not that he prefers death—or has a morbid love for death. He is just prepared to face the inevitable. He likes to die alone and rejects the offer of his friend to die with him.

The real courage of the Prince is proved when he is told by Dr. Stronetz that the examination was not a fake (মিথ্যা) but a real one, and his finding was that the Prince is going to die in six days. The Prince has just hoped that after Dr. Stronetz has successfully befooled the officers and got them out of the room, he may yet be saved, at least for this once, with the arrival of the Lonyadi Regiment in a few minutes' time. There is a hope—but this hope is blasted by Dr. Stronetz when he reveals the truth. The Prince, who loves life intensely, does not quail (ভয় পাওয়া) before this declaration. He regrets that his friend has saved him from a 'cruel' death only for him to die a crueller' death. By a 'crueller' death he means the waiting for death, knowing that death is sure to come. He wants to forestall death by taking the poison given by the Doctor.

While planning his own death he has the brilliant wit of planning it for his *true loyal* officers who planned his death. He bids adieu to Dr. Stronetz and asks his officers to drink with him the health of the future Prince and while drinking together the poisoned wine, he tells them they have been poisoned, because it is his intention to march at the head of his royal guards into the realm of death—he will abhor (ঘৃণা করা) to go singly like a poor soul. Here is the height of witty humour—grim humour though—for those tricky officers. So the intriguing (ষড়যন্ত্রকারী) officers are outwitted (বুদ্ধিতে হেরে গেল) by one

who is not intriguing by nature. Even victims could not but admire the Prince's nice performance.

Prince Dimitri has deep love for his friend Dr. Stronez and a strong hatred of these disloyal officers. He dies with a laugh that he has done with these disgraceful traitors.

The Character of Dr. Stronetz: Dr. Stronetz is attached to the Kranitzki Regiment of Guards of the state of Kedaria in the Balkans. He is an imaginary character as much as its ruler, the young Prince Dimitri is an imaginary character. Dr. Stronetz is faithful to the ruling Prince, a devoted friend and admirer of him though he is pretty senior to him in age. Prince Dimitri is modelled on a real Prince, namely Prince Alexander of Serbia who was murdered young in 1903 and he had a friendly doctor. Dr. Stronetz, is perhaps modelled on that friendly character. As far as this one-act play is concerned, Dr. Stronetz, who belongs to the Kranitzki Regiment of Guards, plays an important part in thwarting (ব্যর্থ করে দিতে) the murderous plot of the three Kranitzki officers.

Dr. Stronetz enters the Prince's ante-chamber without knowing that the officers have set up a death-trap for the young Prince. Dr. Stronetz finds it difficult to enter ; he is held at the gate by the guards. However, he quickly invents a plea, namely that he has been sent for on a matter of health. He is divested of his revolver and allowed to go in. Dr. Stronetz suspects that something is wrong and as soon as the Prince has said that he too has been divested of every weapon he possessed, he sounds the note of alarm. Then Prince Dimitri tells him that is right—he is trapped. Dr. Stronetz is surprised by the awful self-possession of the young Prince. He was always an admirer of the young Prince, but the manner the Prince tells him all about his own situation—imminent death at the hands of the gurads—almost overwhelms him (তাঁকে অভিভূত করল), He says :

"But this is awful ! you sit there and talk as if it were a move in a chess game"

Dr. Stronetz also knows how deeply the young Prince is in love with life and how variously does he want to enjoy life. Dr. Stronetz begins to admire the Prince more and more.

Dr. Stronetz has a logical mind—he does not make a fuss

অযথা গোলযোগ করা). With all his love for the young Prince, he knows he cannot save him and does not advise him to fly the place or to make any such attempt which is bound to fail. Dr. Stronetz advises him to choose a less painful and quicker death by self-poisoning, which will as well save him from the ingloriousness (অগৌরব) of being murdered by his own guards. Dr. Stronetz suggests it only because he finds no alternative.

Prince Dimitri does not take the phial of poison from his great sympathetic friend, for he will not use it. He will court violent death and see through it. This is more than Dr. Stronetz could expect. Dr. Stronetz declares that he will also die with the Prince the violent death ; he will not leave the place to let the Prince die alone. Dr. Stronetz conquers the fear of death and chooses to fall in with his young friend. This is more than what one can expect from a professional doctor—but Dr. Stronetz is a real friend. Here is a wonderful contrast (আশ্চর্য বৈপরীত্য) Some military men are ready to kill the Prince and another military officer, who is a doctor, is ready to kill himself for the sake of his friend.

They prepare to die as the band of the Andrieff Regiment marching out becomes fainter and fainter. They wait for death at any moment. And the military officers burst in. An idea strikes Dr. Stronetz and he sets to work immediately. He unfastens Dimitri's tunic and begins to examine him. Already he said at the gate that he had been called on a matter of health ;—so this falls in with his mission. But the idea, as he says afterwards, was not wholly an inspiration. A look in Dimitri's eyes suggested it. The Prince suddenly developed a look which meant certain death in the course of a few days. Anyway military officers are spoofed, they retire on hearing from Dr. Stronetz that the Prince is to die in six days' time. At least it saves the Prince from a violent death immediately. The Prince hopes that he can yet survive with the arrival of the Lonyadi Regiment which is loyal to him.

This time Dr. Stronetz has to perform a heart-rending job. He declares that the examination was, after all, a real one and the findings were real and the Prince had really not more than six days to live. Dr. Stronetz can say it as a professional man,

but he cannot but feel how it will affect the young Prince, who just now expected to survive.

Dr. Stronetz realizes his position. He feels himself as an instrument in the hand of fate, that he must announce to the Prince his delayed but sure death. The young Prince tells him that he has only saved him from a "cruel" death—this waiting for death is more terrible than being killed then and there—and it would have been over by this time—and he asks for the phial of poison, and Dr. Stronetz gives it to him most reluctantly.

Dr. Stronetz has the experience of his life when the young Prince chooses to die before death comes, and he can only have the greatest honour for this brave young Prince. He wrings his hands in pain that he cannot save the Prince from the hands of fate, and rushes out of the room with his face hidden in his arms.

Dr. Stronetz has a keen professional mind and a witty sense of situation, but he has also a tender personality (সুকোমল ব্যক্তিত্ব) and a loving heart that make him remarkable as a friend and as a man in atmosphere of faithlessness (বিশ্বাসহীনতা) and treachery.

The Character of the three Officers : The three officers, Col. Girnitza, Major Vontieff and Captain Shultz of the Kranitzki Regiment have patiently waited for an opportune hour to despatch Prince Dimitri. They are steadfast conspirators (সংকল্পবদ্ধ চক্রান্তকারী), but the cause of their hatred of so lovely a Prince is apparently an irrational prejudice against his dynasty. They are tools in the hands of Prince Karl—who must be a shrewd man. These three officers have some difference amongst them. Captain Shultz prefers the revolver, while Col. Girnitza prefers the sword. Major Vontieff is a milder man. He pities that the Prince is too young and he wishes that the Prince were cleared by the finger of God.

They are clever enough to have caught the Prince unawares, and the way they have divested the Prince of all his weapons and have guarded him against all aid from outside bespeaks (দেখাচ্ছে, প্রমাণ করছে) of their shrewdness. But they

are not above nervousness. Under such circumstances one naturally feels nervous. It must be due to nervousness that they come to believe in Dr. Stronetz's declaration. They take to his words as they brought them relief. The idea of Major Vontieff that God's finger may do it revived in their heads—and they saw in Dr. Stronetz's declaration a hint of God's finger at work. And then Dr. Stronetz belonged to their own Regiment. Any way they retreated leaving it to God.

But they are fated to die. They know that the Prince suspects them, but they cannot conceive of the idea that the Prince might trap them. Thus they are twice befooled. They speak mockingly of the Prince, that they will never serve a more gallant Prince than His Royal Highness and it proves to be too true for them. They are outwitted (বুদ্ধির লড়াইয়ে হেরে গেল) by the young Prince and they die with him by drinking the same poisoned wine with him at the same hour, which is a few minutes past 10 P. M. that evening.

যুবরাজ দিমিত্রির চরিত্র : কেদারিয়ার যুবরাজ দিমিত্রি মাত্র সতের বছরের যুবক ; কিন্তু এরই মধ্যে তিনি প্রাসাদ-চক্রান্তের শিকার হয়েছেন। প্রিন্স কার্ল সিংহাসনের অপর এক দাবীদার এবং রক্ষীবাহিনীর কোন কোন অংশ তাঁর পক্ষ নিয়ে দিমিত্রিকে ইহজগৎ থেকে সরিয়ে দেবার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। ক্রানিংসকি বাহিনী যে কেন কার্লের পক্ষ অবলম্বন করেছে, কেন যে গোলন্দাজ বাহিনী এই চক্রান্তের বিষয়ে নির্লিপ্ত, এসবের কারণ এই নাটকে আমাদের সামনে উপস্থিত করা হয় নি। হয়তো যুবরাজ কার্ল এক ধূর্ত ব্যক্তি এবং দিমিত্রির অল্প বয়সের পূর্ণ সুযোগ নিয়ে সামরিক বাহিনীর কোন কোন অংশকে নিজের পক্ষে টেনে নিতে পেরেছেন, কিন্তু এসব ব্যাপার নাটকে পরিষ্কার করা হয় নি।

যুবরাজ দিমিত্রি হয়তো ধূর্ত ছিলেন না, স্বভাবেও তিনি ষড়যন্ত্রকারী ছিলেন না ; কিন্তু তাঁর বুদ্ধির অভাব ছিল না। তাঁর বিরুদ্ধে যে গোপন এক ষড়যন্ত্র দানা বেঁধে উঠেছিল তা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, এবং ক্রানিংসকি বাহিনীর সামরিক নেতারা যে তাঁর বিরুদ্ধে এক মৃত্যু-ফাঁদ পেতেছিল তাও তিনি ধরতে পেরেছিলেন। তবে বড় দেরি হয়ে গিয়েছিল, তাই অনিবার্য পরিণতির জন্য তিনি প্রস্তুত হয়েছিলেন। এক অদ্ভুত আত্মপ্রত্যয়ে পূর্ণ তাঁর মন ; ধীর, স্থিরভাবে তিনি মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়াবার

জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত। তাঁরই বন্ধুস্থানীয়, ক্রানিৎসকি বাহিনীর ডাক্তার স্ট্রোনেৎজ্ যখন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসে তাঁর কাছ থেকে সমস্ত ঘটনা এবং আসন্ন মৃত্যুর জন্য দিমিত্রির প্রস্তুতির কথা জানতে পারলেন, তখন তিনিও অবাক হয়ে গেলেন যুবরাজের এই আত্মসংযম দেখে।

যুবরাজ দিমিত্রির মৃত্যুভয় নেই। তিনি বরং নিজের মৃত্যু দিয়ে প্রাণ-সংহারের অভিজ্ঞতা অর্জন করতে চান। এই মনোভাব থেকেই তাঁর দুঃসাহসিক কল্পনাপ্রবণ চরিত্রের পরিচয় পাওয়া যায়। এইজন্যই ঘাতকের হাতে নৃশংসভাবে যাতে তাঁর মৃত্যু না হয় সেজন্য যখন ডাঃ স্ট্রোনেৎজ্ তাঁকে এক শিশি উৎকট বিষ দিতে চাইলেন, যুবরাজ তা প্রত্যাখ্যান করলেন।

যুবরাজের এই কল্পনাপ্রবণ চরিত্রের ভিত্তি কোন নেতিবাচক চিন্তাধারার উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। তিনি মৃত্যুকে ভয় করেন না, কিন্তু জীবনকে তিনি ভালবাসেন। তাঁর এই জীবনপ্রীতি ধনসম্পদের সম্ভারে বিলাসী জীবনযাত্রার প্রতি কোন আকর্ষণ নয়, এর মূলে ছিল প্রকৃতির প্রতি ও নাগরিক জীবনের বহুমুখী সংস্কৃতির প্রতি তাঁর গভীর মমতা। এক সাহসী যুবক তিনি, খেলাধূলা, সাংস্কৃতিক কার্যকলাপ, শিকার—সব বিষয়েই তাঁর আকর্ষণ ছিল। তাই মৃত্যুকে তিনি চান নি, চেয়েছিলেন প্রকৃতির কোলে মানুষের মতো বাঁচতে। কিন্তু নিষ্ঠুর নিয়তির মুখোমুখি দাঁড়াতেও তাঁর ভয় ছিল না। তিনি বন্ধু স্ট্রোনেৎজ্‌কে তাই বলছেন,—"স্ট্রোনেৎজ্! তুমি যদি জানতে মৃত্যুকে আমি কত ঘৃণা করি! আমি কাপুরুষ নই, কিন্তু আমি বেঁচে থাকতে চাই। তরুণ বয়সে জীবন কত মধুর; কত আকর্ষণীয়! আর এই জীবনের আস্বাদ আমি খুব সামান্যই পেয়েছি।"

যুবরাজের সাহসের আরও পরিচয় পাওয়া যায় যখন ডাক্তার স্ট্রোনেৎজ্ তাঁকে বললেন যে যুবরাজের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে যে তিনি সত্যই আর মাত্র ছয় দিনের মধ্যেই মারা যাবেন। স্ট্রোনেৎজ্ যখন কৌশলে সামরিক নেতাদের তাঁর কাছ থেকে সরিয়ে দিয়েছিলেন তখন যুবরাজের আশা হয়েছিল যে এবার বোধ হয় তিনি বেঁচে যাবেন, কারণ কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁর বিশ্বস্ত লোনিয়াদি বাহিনী পৌঁছে যাবে। কিন্তু স্ট্রোনেৎজের কথা শুনে তাঁর বেঁচে থাকার শেষ আশাটুকুও আর থাকল না। ঘাতকের হাতে মৃত্যু না হলেও তিল তিল করে নিশ্চিত মৃত্যু এসে তাঁকে গ্রাস করবে, আর সে মৃত্যু আরও নিষ্ঠুর। তাই তিনি মন স্থির করে ফেললেন,—ডাক্তারের দেওয়া বিষ খেয়েই তিনি নিশ্চিত মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করবেন।

এবার যুবরাজ এক নতুন কৌশল নিলেন। যে সামরিক অফিসার তিনজন

তাঁকে হত্যা করার জন্য ফাঁদ পেতেছিল তিনি তাদের ডাকিয়ে আনলেন একত্রে মদ্যপানের জন্য। তাদেরও তিনি মৃত্যুর পথে সহযাত্রী করে নিতে চান। জীবনের শেষ প্রান্তে এসে ষড়যন্ত্রকারীদেরই তিনি মৃত্যুর ফাঁদে টেনে আনলেন। এটা যুবরাজের প্রখর বুদ্ধিরই পরিচয়। বিষমিশ্রিত মদ পান করলেন তিনি ও সেই সঙ্গে সেই সামরিক কর্তারাও। ষড়যন্ত্রকারীদের সমস্ত কূটকৌশল ব্যর্থ করে তিনি সেই তথাকথিত বিশ্বস্ত অনুগামীদের সঙ্গে করে পা বাড়ালেন, আর এই কথা তাদের কাছে প্রকাশও করলেন তিনি। এটা যুবরাজের চরম পরিহাস-প্রবণতার পরিচয়—তবে ষড়যন্ত্রকারীদের কাছে বড়ই মর্মান্তিক পরিহাস। বিশ্বাসঘাতক সমরনায়কদের এই কঠোর শাস্তিদান তরুণ যুবরাজের শত্রু-নিধনের দৃঢ় ইচ্ছাই প্রকাশ করে।

ডাঃ স্ট্রোনেৎজের চরিত্র : ডাঃ স্ট্রোনেৎজ্ ছিলেন ক্রানিৎসকি বাহিনীর সঙ্গে যুক্ত এবং যুবরাজের চেয়ে বয়সে যথেষ্ট বড়। কিন্তু তিনি ছিলেন যুবরাজের অকৃত্রিম বন্ধু ও হিতৈষী। ক্রানিৎসকি বাহিনীর নায়কদের ষড়যন্ত্রকে ব্যর্থ করে দেবার কাজে তাঁর ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য।

স্ট্রোনেৎজের উপস্থিতবুদ্ধির অভাব ছিল না। যুবরাজের বিরুদ্ধে যে মৃত্যু-ফাঁদ পাতা হয়েছিল সে বিষয়ে তিনি জানতেন না কিছুই। যুবরাজের সঙ্গে দেখা করতে এসে যখন তিনি বাধা পেলেন, তখন তাঁর মনে সন্দেহ দেখা দিল, মনে হল কিছু একটা গণ্ডগোল ঘটেছে। তিনি প্রহরীদের বললেন, যুবরাজ নিজেই তাঁকে ডেকে পাঠিয়েছেন স্বাস্থ্য পরীক্ষা করবার জন্য। তাঁর সঙ্গের আগ্নেয়াস্ত্র কেড়ে নেওয়া হল। যুবরাজের কাছে সব ঘটনা শুনে তিনি বুঝলেন যে, যুবরাজ মৃত্যুফাঁদে পড়েছেন। যুবরাজের আশ্চর্য আত্মসংযম লক্ষ্য করে তাঁর উপর ডাক্তারের শ্রদ্ধা বেড়ে গেল, তিনি অভিভূত হয়ে গেলেন।

ডাঃ স্ট্রোনেৎজের চিন্তাধারা ছিল যুক্তিনিষ্ঠ, বাস্তবানুগ। তিনি বেশ বুঝেছিলেন যে মৃত্যু-ফাঁদ থেকে বেরিয়ে যাওয়া বা পালিয়ে যাওয়া যুবরাজের পক্ষে সম্ভব নয়। সেরকম কোন পরামর্শও তাই তিনি দিলেন না। তবে নিজেরই অধীনস্থ প্রহরীদের হাতে নৃশংসভাবে মৃত্যুকে এড়াবার জন্য তিনি যুবরাজকে বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করতে বললেন।

যুবরাজ দিমিত্রি যখন স্ট্রোনেৎজের কাছ থেকে বিষ নিতে অস্বীকার করলেন, তখন স্ট্রোনেৎজ্ জানালেন তিনি তাঁকে ফেলে যাবেন না, তাঁর সঙ্গে তিনিও মৃত্যুকে বরণ করবেন। এটা স্ট্রোনেৎজের প্রগাঢ় বন্ধুপ্রীতির প্রমাণ। ক্রানিৎসকি বাহিনীর অপর কয়েকজন সমরনায়ক যখন যুবরাজকে হত্যা করবার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত, তখন সেই বাহিনীরই অপর একজন দায়িত্বশীল

ব্যক্তি ডাক্তার স্ট্রোনেৎজ তাঁকে বাঁচাবার জন্য, অথবা তাঁর সঙ্গে একত্রে মৃত্যুবরণ করতে আগ্রহী—বন্ধুর জন্য বন্ধুর আত্মত্যাগের এই আগ্রহ সত্যাই উদ্দীপনাময়।

ষড়যন্ত্রকারী সামরিক কর্মচারীরা যখন যুবরাজের ঘরে প্রবেশ করল, তখন তাদের ধোঁকা দেবার জন্যই স্ট্রোনেৎজ্ উপস্থিতবুদ্ধির জোরে যুবরাজের স্বাস্থ্যপরীক্ষা করতে আরম্ভ করলেন। তিনি ঘোষণা করলেন যুবরাজের মৃত্যু ছয়দিনের মধ্যে। সামরিক কর্মচারীরা বোকা বনে গেল, তারা আবার বাইরে গেল। যুবরাজের মনে এবার আশা জাগল বুঝি তিনি এবারের মতে বেঁচে গেলেন। কিন্তু স্ট্রোনেৎজ্ এবার মর্মান্তিক সত্য উদঘাটন করে বললেন যে যবরাজ সত্যাই আর ছয়দিনের মধ্যে মারা যাবেন। এবার স্থির সংকল্প নিয়ে যুবরাজ তাঁর কাছ থেকে বিষের শিশি চেয়ে নিলেন। স্ট্রোনেৎজ্ বুঝলেন তিনি নিয়তির হাতে এক যন্ত্রস্বরূপ হয়েছেন মাত্র।

কিন্তু এই বোধ সত্ত্বেও তাঁর মনে দেখা দিল নিদারুণ দুঃখ। যুবরাজকে বাঁচাতে পারলেন না, এই আক্ষেপে তিনি হাত মোচড়াতে লাগলেন, দুই হাতে মুখ ঢেকে তিনি ছুটে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে।

অবিশ্বাস আর ষড়যন্ত্রের আবহাওয়ায় ডাঃ স্ট্রোনেৎজের বাস্তববুদ্ধি ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন স্নেহময় হৃদয়—তাঁকে এক উল্লেখযোগ্য স্থান করে দিয়েছে এই নাটকে।

কর্নেল গিরনিৎসা, মেজর ক্রত্রীয়েক এবং ক্যাপ্টেন সুলৎজ : ক্রানিৎসকি বাহিনীর এই অফিসার তিনজন ছিল যুবরাজ কার্ল-এর হাতের পুতুল বিশেষ। তাদের যুবরাজ দিমিত্রির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে যোগ দেবার কারণ বুঝে ওঠা যায় না। মনে হয় ধূর্ত কার্ল-এর কারসাজিতেই এটা সম্ভব হয়েছে। একই উদ্দেশ্য-সাধনে তারা লিপ্ত হলেও এই তিনজনের মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। সুলৎজ্ চায় রিভলভার ব্যবহার করতে, গির্নিৎসা তরবারি পছন্দ করে আর ক্রত্রীয়েফ্ কিছুটা নরম স্বভাবের, সে এত অল্পবয়স্ক যুবরাজকে নিজ হাতে হত্যা করাটা পছন্দ করছে না।

এরা তিনজন যথেষ্ট চতুর, এবং বেশ কৌশলে যুবরাজকে নিরস্ত্র করে এমনভাবে নিজেদের আওতায় এনে ফেলেছে যাতে তিনি কারও সাহায্য লাভ করতে না পারেন। তবুও তারা কিন্তু সব দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে পারেনি, তাই ডাঃ স্ট্রোনেৎজ যখন জানালেন যে যুবরাজ আর ছ'দিনের মধ্যে মারা যাবেন, তখন তারা তাতে বিশ্বাস করে যেন স্বস্তি পেল। ঈশ্বরের হাতেই তার মৃত্যুর দায় ছেড়ে দিয়ে তারা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

দ্বিতীয়বার তারা বোকা বনে গেল যুবরাজের মৃত্যু-ফাঁদে। যুবরাজ তাদের বিষপান করিয়ে তাদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দিতে সক্ষম হলেন।

Title : The Death-Trap—মরণের ফাঁদ। A 'trap' is a contrivance (কৌশল) or a snare (ফাঁদ) to catch small or big game (animal) ; it also means a conspiracy (or an intellectual snare) to catch hold of a certain person or persons. In this one-act play the word 'trap' has been used in the sense of a conspiracy or an intellectual snare, and the intention is to cause death to the Prince of Kedaria ; so it is called 'The Death-Trap'. The 'death-trap' was laid by several officers of the Kranitzki Regiment of Guards. But as it often happens, the 'Death-trap' intended for the Prince recoils upon (ফিরে এল) the conspirators, so that they, too, die along with the Prince. It appears that Death itself is active over the place and has laid down the trap for the four, the Prince and his three disloyal officers. So the title has a double meaning.

['ফাঁদ' কথাটির অর্থ জাল বা কোনো যন্ত্র যা দিয়ে ছোটবড় শিকার ধরা যায়। শব্দটি 'ষড়যন্ত্র' অর্থেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এই একাঙ্কিকায় এটি দ্বিতীয় অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কেদারিয়ার রাজার অফিসাররা তাঁর মৃত্যু ঘটাবার জন্যে একটি ফাঁদ পেতেছিল, অর্থাৎ ষড়যন্ত্র করেছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই ফাঁদে তারা নিজেরাও ধরা পড়ল। রাজাও গেলেন, রাজার সঙ্গে ঐ দুষ্কৃতকারী অফিসার তিনজনও গেল। ঘটনা যেভাবে ঘটেছে, তাতে মনে হয় মৃত্যু নিজেই যেন ফাঁদ পেতেছিল—এবং সেই ফাঁদে রাজা এবং রাজার তিনজন অফিসার, সর্বসমেত চারজন ধরা পড়ল। এইদিক দিয়ে দেখলে বলতে হয় এই একাঙ্কিকার শিরোনামটি দ্ব্যর্থবোধক।]

Notes, Explanations, Reference, etc.

Lines 1—15 [THE DEATH-TRAP······**L Door in centre.**]

Trap—animal-catching apparatus or device ; ফাঁদ। *The Death-Trap*—a plot to cause the death of someone ; মরণ-ফাঁদ অর্থাৎ কারো মৃত্যু ঘটাবার ষড়যন্ত্র।

Characters—persons in (a novel or) a play ; (এখানে) নাটিকার পাত্রগণ (এটি স্ত্রীভূমিকাবর্জিত নাটিকা)।

Reigning—ruling ; শাসন করছেন এমন। *Prince*—(here) sovereign ; রাজা। **N. B.** Besides some male member of a royal

family (যুবরাজ), the term is also applied to the ruler of a feudatory State. But there is nothing in this play to suggest that Kedaria (an imaginary State no doubt) is feudally subject to an Emperor. *Prince* শব্দটির একটি অর্থ 'যুবরাজ' বা 'রাজকুমার' ; আর-এক অর্থ 'কোনো সামন্ত-রাজ্যের অধিপতি'। কিন্তু নাটিকাটিতে এমন কিছুর উল্লেখ নেই যা থেকে মনে করা যেতে পারে যে, কেদারিয়া (অবশ্য একটি কাল্পনিক রাজ্য) কোনো সম্রাটের অধীন। *Dimitri* —(the) *reigning prince of Kedaria*—কেদারিয়ার শাসনকারী রাজা দিমিত্রি।

Officers—functionaries ; holders of authority in the army etc. ; কর্মচারিগণ ; সেনাদল প্রভৃতিতে নায়কত্ব করার ক্ষমতা যাদের দান করা হয়েছে। *Regiment*—permanent unit of army consisting of several battalions or troops or companies ; কয়েকটি ব্যাটালিয়ন, কি ট্রুপ, নয় কোম্পানী নিয়ে গঠিত সেনাবাহিনীর একটি দল। *Guards*—soldiers protecting a place or a person or persons ; রক্ষিগণ। *Regiment of Guards*—রক্ষীবাহিনী। **N. B.** The Kranitzki Regiment guarded the Prince's palace-fort ; ক্রানিৎজকি বাহিনী রাজার দুর্গভবনের প্রহরায় নিযুক্ত ছিল। *Dr. Stronetz, Col. Girnitza, Major Vonticff, Captain Shultz* were officers of the palace guards ; ডাক্তার স্ট্রোনেৎজ, কর্ণেল গির্নিৎজা, মেজর ফন্টীয়েফ, ক্যাপ্টেন সুলৎজ, দুর্গভবনের রক্ষিবাহিনীর এক-একজন নায়ক। Colonel, Major, Captain সামরিক বাহিনীতে পদমর্যাদায় অবশ্য ঠিক সমকক্ষ নয়। ডাক্তার হলেন বাহিনীর চিকিৎসক। পদমর্যাদার দিক দিয়ে তাঁকেও ক্যাপ্টেন, মেজর ইত্যাদি শ্রেণীভুক্ত করা হয়। তবে বর্তমান নাটিকাতে সে বিষয়ের কোন ইঙ্গিত নেই। সামরিক বাহিনীতে পদমর্যাদা মোটামুটি এ ভাবে হয়ে থাকে—Field-Marshal, General, Lieutenant-Genral Major-General, Brigadier, Colonel, Lieutenant, Colonel Major, Captain Lieutenant, Second Lieutenant.

Scene—the hangings, etc., used in dressing up the stage ; দৃশ্যপট। *Ante-chamber*—a smaller room by the side of a larger one ; পার্শ্বকক্ষ ; কোনো বড় কক্ষে ঢুকতে হ'লে তার আগে যে ছোট কক্ষ পার হয়ে যেতে হয়। *Castle*—building designed to serve as both

residence and fortress ; দুর্গভবন । Tzern—জার্ন (একটি কল্পিত শহর, কেদারিয়ার রাজধানী) ।

Time—কাল : *The Present Day*—বর্তমান কাল (অর্থাৎ নাটিকাটি যখন রচিত হয় তার কাছাকাছি সময়) । নাটিকাটি রচিত হয় বিংশ শতকের গোড়ার দিকে । তখনও প্রথম মহাযুদ্ধ (১৯১৪-১৮) আরম্ভ হয় নি । তবে বলকান অঞ্চলে গোলযোগ লেগেই ছিল—প্রধানতঃ একদিকে অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী এবং অপরদিকে রুশিয়ার ক্ষুদ্র সার্বিয়া রাজ্যের উপর প্রভাব-বিস্তারের প্রচেষ্টার ফলে ।

The scene opens—the incidents the scene deals with occur ; এই দৃশ্যে যে ঘটনাবলী ঘটেছে তা শুরু হ'ল । *About ten o'clock in the evening*—রাত্রি দশটা নাগাদ । **N. B.** ইংরাজীতে সূর্যাস্ত থেকে শয্যাগ্রহণ না করা পর্যন্ত সময়কে (sunset to bedtime) বলে evening (সন্ধ্যাকাল) ।

Stage Direction : আধুনিক নাট্যকারেরা নিজেরাই মঞ্চ নির্দেশনা দিয়ে থাকেন । কাজটা নাটক অভিনয় করা এবং পড়ার পক্ষে সুবিধাজনক ।

Antechamber—অপেক্ষা করার কক্ষ । *Rather*—more truly ; বরং । *Sparsely*—scatteredly. *Sparsely furnished*—decked with a few pieces of furniture only ; অপেক্ষা করার কক্ষটি অল্প কয়েকটি আসবাবপত্রে সজ্জিত । *Rather sparsely furnished*—as a more accurate description the author says that the room (the antechamber) is not gorgeously decked with many pieces of furniture ; বরং সামান্যভাবে সজ্জিত, অর্থাৎ ঘরের যথার্থ বর্ণনায় বলতে হয় যে তাতে আসবাবপত্রের বাহুল্য নেই । *Some rugs of Balkan manufacture*—The Balkan countries are famous for the manufacture of rugs from sheepwool. A number of them are hanging on the walls—বলকানের তৈরী মূল্যবান কম্বল কয়েকটি দেওয়ালে টাঙানো রয়েছে । A *narrow table in* (the) *centre of the room*—ঘরের মাঝখানটিতে একটি টেবিল—টেবিলটা লম্বাটে । *Another table*—আরও একটি টেবিল আছে—তার উপর মদের বোতল এবং পানপাত্র সাজানো রয়েছে । *Goblets*—wine cups ; পানপাত্র । *Near* (the) *window, R*—এই টেবিলটি কক্ষটির ডান দিকের জানালার কাছে । *Some high backed chairs*—কয়েকটা উঁচু পিঠওয়ালা কেদারা । *Set here and there,*

etc.—ঘরের মধ্যে ওখানে সেখানে চেয়ারগুলো পাতা—সারিবদ্ধ ভাবে পাতা নয়। *Tiled stove, L*—a stove which is shut from top by tile; ঘরের মধ্যেখানে রয়েছে টাইলে ছাদঢাকা আগুনের স্টোভটি—কক্ষের মধ্যে বাম দিকে। *Door in* (the) *centre*—কক্ষটির দেওয়ালের মাঝখানে দরজা।

N. B. It should be **noted** that the stage-directions are brief and not always quite grammatical. মনে রাখতে হবে যে, মঞ্চ নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে সংক্ষেপে তাই সর্বত্র ব্যাকরণের নিয়ম মেনে চলা যায় নি।

Lines 16-41 : [Girnitza, Vontieff......by our hands.]

Gist : The three conspirators, Girnitza, Vontieff and Shultz, have assembled in an ante-chamber in Prince Dimitri's castle at Tzern. Girnitza thinks that the Prince suspects that they are planning to kill him and place Prince Karl on the throne of Kedaria. Shultz in reply says that, as they are going to murder him in half an hour's time, it matters little (কিছুই এসে যায় না) whether he has any suspicion of the plot or not. Girnitza asserts that as soon as the Andrieff Regiment has marched out of the town, they would fall upon him with their weapons. Shultz draws his revolver from the case and says he prefers shooting the Prince down. Girnitza prefers to despatch him with a stroke of his sword, which he half draws from the sheath. Vontieff, though not unwilling to proceed with the business, regrets that they have got to lay their violent hands upon so young a person. He would that the Prince were a grown-up man. Girnitza points out to him that, if the Prince were a grown-up man and had a family, their task would be more difficult, as then they would have to despatch his heirs also before laying the way clear for Prince Karl. Vontieff, however, wishes the Prince were cleared out of their path by the finger of Heaven rather than by their hands.

সারার্থ : গির্নিৎজা, ভন্টীয়েফ, এবং সুল্ৎজ, এই তিনজন চক্রান্তকারী জার্ন শহরে প্রিন্স দিমিত্রির দুর্গভবনের এক পার্শ্বকক্ষে সমবেত হয়েছে। গির্নিৎজার মনে হচ্ছে প্রিন্স বুঝি সন্দেহ করেছেন যে তারা তাঁকে হত্যা ক'রে প্রিন্স কার্লকে কেদারিয়ার সিংহাসনে বসাতে চায়; উত্তরে সুল্ৎজ বলে আর আধ ঘণ্টার মধ্যেই যখন তারা তাঁকে হত্যা করবে, তখন তিনি সন্দেহ

করলেও কিছু এসে যায় না। গিরনিৎজা বল্লে, আত্রীব-বাহিনী শহর ত্যাগ করামাত্রই তারা কুমারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। সুল্‌ৎজ তার রিভলবার বার করে বল্লে সে কুমারকে গুলি ক'রে শেষ করাই বেশি পছন্দ করে। গিরনিৎজা তার তরবারি কোষ থেকে অর্ধমুক্ত ক'রে বল্লে তার পছন্দ হচ্ছে তরবারির আঘাতে কুমারকে বধ করা। ফন্টীয়েফ এ কাজে অগ্রসর হতে অনিচ্ছুক না হ'লেও, দুঃখ ক'রে বল্লে অমন একজন ছেলেমানুষের প্রাণ নেওয়া বড়ই পরিতাপের বিষয়; কুমারের বয়স হ'লে ভালো হ'ত। গিরনিৎজা তাকে বুঝিয়ে দিলে যে কুমারের যদি বয়স হ'ত আর সন্তানসন্ততি থাকত তবে প্রিন্স কার্লের পথ মুক্ত করবার জন্যে তাদের খুন করতে হ'ত একটা গোটা পরিবারকেই। তবুও ফন্টীয়েফ বল্লে, কাজটা তাদের যদি নিজেদের হাতে করার বদলে ঐশী নির্দেশে সম্পন্ন হয়ে যেত তবে বড় ভালো হ'ত।

Notes, etc.: *Are talking together*—are holding a conversation amongst themselves; একত্র কথাবার্তা বলছে। *Curtain*—cloth suspended as screen; পর্দা; যবনিকা। *Curtain rises*—যবনিকা উত্তোলন করা হ'ল। *Girnitza, Vontieff and Shultz……as curtain rises*—অর্থাৎ যবনিকা উত্তোলনের সংগে সংগে দেখা গেল গিরনিৎজা, ফন্টীয়েফ, সুল্‌জৎ একত্র কথাবার্তা বলছে।

Suspects—had a doubt: সন্দেহ করছেন। *The prince……something*—কুমার একটা কিছু সন্দেহ করছেন। *Manner*—behaviour; ব্যবহার; চালচলন। *I can see……manner*—আমি তাঁর চালচলনে তা দেখতে পাচ্ছি।

Let him suspect—তিনি সন্দেহ করুন গে যান। *He'll know*=He will know—তিনি জানতে পারবেন। **For certain**—assuredly; নিশ্চিতভাবে। *In half an hour's time*—আধঘণ্টা সময়ের মধ্যে।* *He'll know……half an hour's time*—আধঘণ্টা সময়ের মধ্যেই তিনি নিশ্চয় ক'রে জানতে পারবেন। **N. B.** The plotters are going to kill him in half an hour. Why this interval? The next sentence

---

**Selections* (revised first edition)-এ আছে in 'half an hours' time. সেটা ভুল। পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে কখনো *Selections* থেকে Passage তুলে দিয়ে তা Punctuate করতে বলা হয়। সে ক্ষেত্রে সব সময় *Selections*-এ যেমনটি আছে তেমনটি লিখলে চলে না।

makes that clear. চক্রান্তকারীরা আধঘণ্টার মধ্যেই তাঁর প্রাণবধ করবে ঠিক করেছে। এটুকু বিরাম কেন? পরের কথাতেই তা পরিষ্কার হবে।

The moment—যে মুহূর্তে। *Has marched out of the town*—শহর (স্থান) থেকে মার্চ ক'রে বেরিয়ে গেছে (যাবে)। *Ready*—prepared; প্রস্তুত। *The moment.........ready for him*—যে মুহূর্তে আঁদ্রীব-বাহিনী মার্চ ক'রে শহর থেকে বেরিয়ে যাবে সেই মুহূর্তেই আমরা তাঁর জন্যে তৈরী থাকব, তাঁকে খুন করব। **N. B.** This is because the Andrieff **Regiment** is loyal to Prince Dimitri, and may rise in revolt **if** he is murdered in his palace, এর কারণ হ'ল আঁদ্রীব-বাহিনী কুমার দিমিত্রির প্রতি অনুরক্ত; তাঁকে তাঁর প্রাসাদে হত্যা করা হ'লে তারা বিদ্রোহ করতে পারে।

Drawing—pulling out; টেনে বার ক'রে। *Case*—bag or sheath; পেটি বা কোষ। *Drawing* (his) *revolver from* (the) *case*—পেটি থেকে রিভলবার টেনে বার ক'রে। **N. B.** The direction is in brief, hence the omission of certain words. *Aiming*—pointing; লক্ষ্য ক'রে, উদ্যত ক'রে। *Imaginary*—fictitious; কাল্পনিক। *Drawing revolver......imaginary person*—পেটি থেকে রিভলবার টেনে বার ক'রে, তা এক কাল্পনিক ব্যক্তির প্রতি লক্ষ্য করে। **N. B.** The imaginary person here is, of course, none other than Prince Dimitri. কাল্পনিক ব্যক্তিটি এখানে অবশ্য কুমার দিমিত্রি ছাড়া আর কেউ নয়।

And then—i.e., after the Andrieff Regiment has left the town; আর তারপর, আঁদ্রীব-বাহিনী শহর ত্যাগ করার পর। *Shrift*—shriving, i. e., giving absolution of ecclesiastical declaration of forgiveness of sins; পাপমোচনের ঘোষণা। *Short shrift*—a small interval between confession and forgiveness of sins; পাপ-স্বীকার এবং পাপমোচনের মধ্যে সামান্য কালের ব্যবধান। **N. B.** *Shrift* is now-a-days used only in *short shrift*, which expression has ironically come to mean 'a short time between indictment and punishment', *Shrift* শব্দটি আজকাল কেবল *short shrift* কথাটায়ই ব্যবহার করা হয়ে থাকে। কথাটির অর্থ শেষ ক'রে বলতে বলতে হয়ে দাঁড়িয়েছে 'দোষারোপ আর শাস্তি বিধানের

মধ্যে অল্প সময়ের ব্যবধান,' অর্থাৎ দোষারোপ ক'রেই—আত্মসমর্থনের কোনো সুযোগ না দিয়েই—শাস্তিবিধান, যেমন কাউকে 'পাষণ্ড' ব'লেই তার বুকে ছুরি বসিয়ে দেওয়া। *Royal Highness*—মহারাজকুমার। **N.B.** In European society a king is formally addressed 'Your Majesty', a prince is addressed 'Your Highness' or 'Your Royal Highness'. We don't have similar conventions; mere 'Maharaj', 'Kumar', etc. are enough in our society. ইউরোপীয় সমাজে রাজাকে সম্বোধন করতে হয় 'Your Majesty' বলে, রাজকুমারকে 'Your Highness' বা 'Your Royal Highness' বলে। আমাদের দেশে কেবল 'মহারাজ', 'কুমার', এই রকম সম্বোধনই যথেষ্ট। *And then......short shrift for your Royal Highness*—that is to say, when the Andrieff Regiment has left the capital, Shultz would shoot down the Prince with an oath. The Prince would have little time to defend himself; অর্থাৎ আঁদ্রীব-বাহিনী রাজধানী ত্যাগ ক'রে গেলেই Shultz একটা কটুবাক্য উচ্চারণ ক'রে কুমারকে গুলির ঘায়ে ধরাশায়ী ক'রে ফেলবে, কুমার আত্মরক্ষার চেষ্টার সময়ই পাবেন না। **N. B.** Shultz seems to be beside himself with rage. He is a blood-thirsty person. Shultz যেন রোষে আত্মবিস্মৃত ও লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে পড়েছে। সে রক্তপিপাসু রাক্ষস প্রকৃতির লোক। *I don't think*—আমার মনে হয় না। *Astray*—out of the right way; পথভ্রষ্ট। *I don't think......go astray*—a revolver contains several bullets. Shultz thinks that as he will begin to shoot, the Prince would try to dodge the bullets that will come out in quick succession, and if one or two of them miss the Prince, a few others will surely hit him. রিভলভারে একসঙ্গে কতকগুলো গুলি থাকে। Shultz-এর বিশ্বাস যে গুলি করতে আরম্ভ করলে কুমার সে-সব এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করবেন, কিন্তু দু'একটা গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হলেও, কতকগুলো তাঁকে আঘাত করবেই।

Favourite—habitually preferred; পছন্দসই। *Weapon*—অস্ত্র। *A favourite weapon*—প্রিয় অস্ত্র। *Of mine*—(double possessive) আমার। *Shall finish*—shall bring to an end; শেষ করব। *The job*—the job or work of doing away with the Prince. *Scabbard*—the case for the sword; তরবারির খাপ। *With a click*—তরবারির খাপের মধ্যে ঢোকাবার সময় ক্লিক্ ক'রে একটা শব্দ হ'ল।

Shall do for him—shall do what is needful for him, that is, I shall kill him, যা তাঁর জন্যে করতে হবে তা করব, অর্থাৎ তাঁকে খুন করব। **Right enough**—without doubt ; নিঃসন্দিগ্ধভাবে। *Pity*—regrettable fact ; পরিতাপের বিষয়। *It's a pity*—it is pitiable ; পরিতাপের বিষয় এই যে। *Such a boy*—so young of age. *Though*—that is, in spite of our wishing it ; যদিও আমরা চাই না। *A grown man*—an adult ; বয়স্ক লোক। *To deal with*—to tackle like a real opponent ; একজন সত্যিকারের প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে মোকাবিলা করা।

Chance—opportunity ; সুযোগ। *When we can find it*—when we find it come to us ; সুযোগ এসে পড়লে। *Grown men*—adults. *Breed*—beget ; জন্মদান করে। *Heirs*—persons entitled to property, rank, etc. ; উত্তরাধিকারিগণ। *Breed heirs*—beget children who will lay claim to their father's place, position, property, etc. ; সন্তান বা উত্তরাধিকারীর জন্মদান করে। *Massacre*—make too many murders ; অনেককে হত্যা করা, একসঙ্গে বা পরপর। *When we've killed*, etc.—or when we have killed etc. (Note the use of the present perfect tense to indicate near future). যুবরাজ দিমিত্রিকে হত্যা করলেই আমরা এই বংশের শেষতম ব্যক্তিকে সাবাড় করতে পারলাম। *Dynasty*—the royal family or branch to which prince Dimitri belongs. The name of the dynasty is not given. *The last of the dynasty*—the last person (or scion) living at that time (শেষ বংশধর)। *Laid the way clear for*—made out a clear way for ; পরিষ্কার বাধাহীন পথ রচনা করা। *Brood* family or dynasty ; বংশ। [from *breed* (vb.)] *Left*—অবশিষ্ট ; জীবিত। *Our good Karl*—The Kranitzki Regiment, at least their officers, are in favour of Prince Karl who belonged to another dynasty. Hence they speak of him as "good Karl". This is after all a dynasty quarrel. The word 'good' before Karl does not mean that Karl is really a good Prince, and Dimitri is a bad one. It merely bespeaks of their partisan spirit (দলীয় মনোভাব).

Win—secure; লাভ করা। *Throne*—royal seat; রাজকীয় সিংহাসন। *Still*—in spite of the fact that we are going to take the chance to kill him; তবুও অর্থাৎ আমরা যে তাকে বধ করার এই সুযোগ গ্রহণ করতে যাচ্ছি। *The boy*—namely, the young Prince Dimitri. *Could be cleared out*—could be removed from the path of Prince Karl. *By the finger of Heaven*—by the hand of God; by some supernatural intervention; ভগবানের নির্দেশে।

Note: Some such thing actually happens in the play. The Prince dies not at their hands but by his self-poisoning to avoid death from a heart disease that is to take him away in six days' time. But the Prince alone does not die, the officers also die the same death with him. ঘটনার পরিণতিতে কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাই ঘটল। রাজা মারাত্মক হৃদ্‌রোগে মৃত্যু এড়াবার জন্যে বিষপান ক'রে আত্মহত্যা করলেন। একে ঈশ্বরের হস্তক্ষেপ বলা যেতে পারে—কিন্তু ঈশ্বরের হস্তক্ষেপে কেবল তিনি নন, তাঁর সঙ্গে তাঁর অফিসাররাও ইহলোক থেকে অপসারিত হ'ল।

[The expression 'The finger of Heaven' reminds us of the finger on the wall that writes the doom of Balthazar, the son of Nebuchadnezzar.]

Expl: ***Vontieff: Oh, we shall do......with.*** **[Lines 30-32]**

These lines are taken from H. H. Munro's one-act play, *The Death-Trap*.

These words are said by Major Vontieff, one of the three treacherous military officers of the Kranitzki Regiment, who plan to kill the reigning Prince of Kedaria.

Major Vontieff talks third. Col. Girnitza and Captain Shultz have already talked of their respective favourite weapons with which they want to kill Prince Dimitri. Shultz will use the revolver. Girnitza prefers the sword. Major Vontieff does not bother (মাথা ঘামাচ্ছে না) about the weapons they would use. He does not mention what weapon he will use himself. He is sure that they are going to do away with the Prince—whether with a revolver or with a sword. But he is bothered about his age. He wishes that the Prince were older—a grown-up man. Killing a grown-up man seems to him a less cruel job.

Any way, this man, Major Vontieff, is a softer man than either Col. Girnitza or Captain Shultz. Below his military tunic

(সামরিক পোষাক) there is a *fatherly* heart that feels for the Prince's young boyish age.

ব্যাখ্যা : আলোচ্য অংশটি H. H. Munro লিখিত একাঙ্কিকা নাটক *The Death-Trap* (মৃত্যু-ফাঁদ) থেকে গৃহীত।

এই কথাগুলো বলেছে মেজর ভন্টায়েফ, ক্রানিৎজকি বাহিনীর তিনজন বিশ্বাসঘাতকদের একজন। তারা তিনজনে কেদারিয়ার তরুণ রাজা দিমিত্রিকে হত্যা করবার ষড়যন্ত্র করে।

কর্নেল গির্‌নিৎজা এবং ক্যাপ্টেন মুলংজ্‌ দু'জনে কথা বলছিল কোন্ অস্ত্র দিয়ে রাজাকে নিপাত করবে। মুলংজ্‌ রিভলভারের পক্ষপাতী, গির্‌নিৎজা তরবারির পক্ষপাতী। মেজর ভন্টায়েফ তারপর কথা বলল ; কী অস্ত্র ব্যবহার করবে, তা নিয়ে সে মোটেই মাথা ঘামাতে চায় না। যে কোনো অস্ত্র দিয়েই কাজ হ'তে পারে। তার মনে হচ্ছিল রাজার বয়সটা বড় কম। রাজার বয়স বেশী হ'লে তার মনে কোনো রকম ইতস্তত ভাব থাকত না। যেন একজন বয়স্ক ব্যক্তিকে হত্যা করার মধ্যে নিষ্ঠুরতা আছে অনেক কম।

যাই হ'ক এই ব্যক্তিটির মনে তবু কিঞ্চিৎ দয়া ছিল। অপর দু'টি চরিত্র থেকে কর্নেল ভন্টায়েফ কিছুটা স্বতন্ত্র।

Expl. : *Vontieff : Oh, I know this......hands,* [Lines 39-41]

These lines are taken from H. H. Munro's *The Death-Trap.* Here Major Vontieff, one of the three conspiring military officers of the Kranitzki Regiment, speaks.

The three officers have planned to do away with Prince Dimitri of Kedaria.

Major Vontieff seems to have taken pity on the young Prince because of his tender age. He wishes the Prince, who came to the throne as a boy of fourteen and is now only seventeen years of age, were an older man ; then he could have done the thing with little remorse (অনুশোচনা). Any way they must take their chance. He realizes the justification of an immediate action as Col. Girnitza points out to him that if the young Prince were allowed to grow up, he would marry and beget children, and then they would have to massacre the whole family to make the way clear for Prince Karl. So they must do it now.

While agreeing with Col. Girnitza that the Prince should be cleared out immediately, he wishes that the clearing were done by the finger of God, that is, by natural or super-

natural intervention, and not by their own hands. Major Vontieff hesitated to spill the blood of the Prince who was so young, but he would not mind if he died a natural death at God's bidding. He will then have no qualms of conscince.

ব্যাখ্যা : আলোচ্য অংশটি H. H. Munro লিখিত *The Death-Trap* (মৃত্যু-ফাঁদ) নামক একাঙ্কিকা থেকে গৃহীত।

এই পংক্তি কয়টি ক্রানিৎজ্‌কি বাহিনীর তিনজন বিশ্বাসঘাতক অফিসারের একজনের উক্তি। অফিসারটির নাম মেজর ফন্টীয়েফ। মেজর ফন্টীয়েফ কিছু আগে একটা মন্তব্য করেছিলেন, আহা রাজা যদি একটু বয়স্ক হত। কর্নেল গিবুনিৎজা তাঁকে বুঝিয়ে বললেন রাজাকে বড় হ'তে দিলে বিপদ আছে—রাজা বড় হ'লেই বিবাহ করবেন, এবং বিবাহ করলেই পুত্রকন্যা হবে—ক্রমশঃ একটা বৃহৎ পরিবার হ'য়ে দাঁড়াবে—তখন তাদের সবাইকে হত্যা না করলে যুবরাজ কার্লের পথ নিষ্কণ্টক হবে না। সুতরাং এখনই রাজাকে হত্যা করতে হবে। মেজর ফন্টীয়েফ গিবুনিৎজার যুক্তি অগ্রাহ্য করতে পারলেন না; তবু এই হত্যাকাণ্ডে যোগ দিতে তাঁর মন সরছিল না। তিনি অনুযোগ করে বল্লেন, ঈশ্বর যদি নিজের হাতে এই রাজাকে সরিয়ে দিতেন, এবং আমাদের যদি কোনো হাত লাগাতে না হ'ত তাহ'লে ভালো হ'ত।

Grammar and Composition **[Lines 1-41]**

in his manner—adverb-phrase qualifying 'can see'.

in half an hour's time—adverb-phrase qualifying 'will know'; *for certain*—adverb-phrase qualifying 'will know',

for your Royal Highness—adjective-phrase qualifying 'short shrift'.

laid the way clear—here *clear* is an adjective predicatively used of the object 'the way'.

Note the uses of *for certain* and *go astray* :

I don't know it *for certain* if it will rain tomorrow.

Don't *go astray* to court disaster.

অনুবাদ : [পংক্তি—১-৪১]

চরিত্র-সমাবেশ

মিখিত্রি—কেদারিয়া রাজ্যের শাসক যুবরাজ

ডাক্তার স্টে নেৎজ
কর্নেল গিবুনিৎজা
মেজর ফন্টীয়েফ
ক্যাপ্টেন সুলৎজ

—ক্রানিৎজ্‌কি রক্ষিবাহিনীর অফিসারগণ

ঘটনাস্থল : জার্ন (রাজধানী)-এর প্রাসাদদুর্গের একটি মূলকক্ষের সংলগ্ন প্রকোষ্ঠ।

সময় : বর্তমান কাল ; কোনো এক রাত্রিবেলা দশ ঘটিকা।

সংস্থাপনা : প্রকোষ্ঠটি অল্প পরিসর—অল্প কয়েকটি আসবাবপত্রে সজ্জিত—দেওয়ালে বল্কান দেশের তৈরি কম্বল কয়েকটি ঝোলানো রয়েছে—মাঝখানে একটা লম্বাটে কক্ষের ডানদিকে জানালার ধারে আর একটি টেবিল, তাতে মদের কয়েকটি বোতল এবং পাত্র—উঁচু পিঠওয়ালা কয়েকটি চেয়ার ইতস্তত: রাখা—টালি আচ্ছাদিত একটি উনুন বাম দিকে—মাঝখানে দরজা। পর্দা উঠতেই দেখা গেল গিরুনিংজা, কন্টীয়েফ এবং সুলংজ্ তিনজনে কথাবার্তা বলছে।

গিরুনিংজা : যুবরাজ বোধ হয় আমাদের সন্দেহ করছেন ; তাঁর চালচলনে সেই রকম মনে হচ্ছে।

সুলংজ্ : করুন সন্দেহ ; আর আধঘন্টার মধ্যে তো তিনি নিশ্চিতভাবে জানতে পাচ্ছেন।

গিরু : যে মুহূর্তে আঁদ্রীব বাহিনী শহর থেকে বার হয়ে যাচ্ছে, সেই মুহূর্তে আমরাও প্রস্তুত।

সুলংজ্ : [চামড়ার খাপ থেকে রিভলভার বার ক'রে এবং একজন কল্পিত ব্যক্তির দিকে রিভলভার তাক ক'রে সুলংজ্ বলতে আরম্ভ করল]—আর তখন, কতটুকু সময়ই বা আপনি পাবেন হে মাননীয় যুবরাজ, আমার ধারণা আমার বুলেটগুলোর অধিকাংশই লক্ষ্যভ্রষ্ট হবে না।

গিরু : রিভলভার আমার কোনোদিনই খুব প্রিয় অস্ত্র নয়। [তরবারির খাপ থেকে তরবারিটা অর্ধেকটা বার করে তারপর আবার একটা খট্ করে শব্দ করে ঢুকিয়ে দিয়ে গিরুনিংজা বললে] আমি কাজ সারবো এই অস্ত্র দিয়ে।

কন্টীয়েফ : নিশ্চয়, তার ব্যবস্থা আমরা ঠিকই করবো। বড়ই পরিতাপের বিষয় যে যুবরাজ বড় ছেলেমানুষ। যুবরাজ একজন বয়স্ক লোক হ'লে আমাদের কোনো ক্ষোভ থাকত না।

গিরু : সুযোগ এলে সে সুযোগের ব্যবহার করতে হবে। বয়স বাড়লেই মানুষ বিবাহ করে এবং তারপর একের পর এক সন্তান জন্মাতে থাকে যারা হবে তার উত্তরাধিকারী এবং তখন একজনের জায়গায় একটা পুরো পরিবারকে হত্যা করতে হবে। আমরা যদি এখনই এই বালককে হত্যা করি, তাহ'লে ওঁর বংশে আর কেউ থাকছে না, তিনিই তাঁর বংশের শেষতম ব্যক্তি, এবং তার পরে যুবরাজ কার্লের সিংহাসনে আরোহণের পথ পরিষ্কার।

যতক্ষণ এই বংশের একজনও থাকবে, ততক্ষণ আমাদের প্রিয় কার্ল সিংহাসনে আরোহণ করতে পারবেন না।

ফন্টীয়েফ : ঠিকই, আমি বুঝছি এই আমাদের পরম সুযোগ। তবু ভাবছি, আমাদের হাত দিয়ে না হয়ে বিধাতাপুরুষের অঙ্গুলি সংকেতে যদি পথের কাঁটা দূর হ'ত।

Short Questions and Answer

Q. 1. *Who were the conspirators? Whom did they want to kill?*

[চক্রান্তকারী ছিল কারা? তারা কাকে হত্যা করতে চেয়েছিল?]

Ans. Col. Girnitza, Major Vontieff and Captain Shultz, the three officers of the Kranitzki Regiment, were the conspirators. They wanted to kill Prince Dimitri of Kedaria.

[কর্নেল গিরনিৎজা, মেজর ফন্টীয়েফ এবং ক্যাপ্টেন্ সুলংজ, ক্রানিৎজকি বাহিনীর এই তিনজন অফিসার ছিল চক্রান্তকারী। তারা কেদারিয়ার যুবরাজকে হত্যা করতে চেয়েছিল।]

Q. 2. *Whom did they plan to place on the throne after killing Prince Dimitri?* [যুবরাজ দিমিত্রিকে হত্যা করে তারা কাকে সিংহাসনে বসাতে চেয়েছিল?]

Ans. They plained to place Prince Karl on the throne.

[তারা যুবরাজ কার্লকে সিংহাসনে বসাবার মতলব করেছিল।]

Q. 3. *When did the conspirators want to kill the Prince?*

[চক্রান্তকারীরা যুবরাজকে কখন হত্যা করতে চেয়েছিল?]

Ans. The conspirators wanted to kill the prince when the Andrieff Regiment would march out of the town.

[আঁদ্রীব বাহিনী শহরের বাইরে চলে গেলেই ষড়যন্ত্রকারীরা যুবরাজকে হত্যা করবে স্থির করেছিল।]

Q. 4. *How did Shultz like to do away with the Prince?*

[সুলংজ কিভাবে যুবরাজকে হত্যা করতে চেয়েছিল?]

Ans. Shultz wanted to shoot the Prince down.

[সুলংজ চেয়েছিল যুবরাজকে গুলি করে হত্যা করতে।]

Q. 5. *What was the weapon that Girnitza preferred to kill the Prince with?*

[গিরনিৎজা কোন্ অস্ত্র দিয়ে যুবরাজকে মারতে চেয়েছিল?]

Ans. Girnitza preferred a sword to kill the Prince with.

[যুবরাজকে হত্যা করার জন্য গিরনিৎজা তরবারি ব্যবহার করতে চেয়েছিল ।]

Q. 6. *Why did Vontieff hesitate to lay their violent hands upon the Prince ?*

[যুবরাজকে হত্যা করার কাজে কন্টীয়েফ ইতস্ততঃ করছিল কেন ?]

Ans. Vontieff hesitated because the Prince was very young in age.

[কন্টীয়েফ ইতস্ততঃ করছিল কারণ যুবরাজ বয়সে ছিল বড়ই তরুণ ।]

Q. 7. *Why did not Girnitza like to miss the chance ?*

[গিরনিৎজা যুবরাজকে হত্যা করার এই সুযোগটা ছাড়তে চাচ্ছিল না কেন ?]

Ans. Girnitza thought that if they allowed the Prince to be a grown up man, he would marry and have children, and then they would have to massacre a whole family to clear the way for Prince Karl. So Girnitza did not like to miss the chance.

[গিরনিৎজা মনে করল যে যদি যুবরাজকে বয়োপ্রাপ্ত হবার সুযোগ দেওয়া হয়, তবে তিনি বিয়ে করবেন এবং তাঁর সন্তানাদি হবে, আর সে অবস্থায় যুবরাজ কার্ল-এর সিংহাসন লাভের পথ পরিষ্কার করবার জন্য একটি গোটা পরিবারকেই শেষ করে দিতে হবে। এইজন্যই গিরনিৎজা এই সুযোগটা ছাড়তে রাজী ছিল না।]

Lines 42—76 : [Shultz. Hush ! Here he comes......an hour or so too late.]

Gist : The Prince enters and dismisses the three officers. Shortly after this enters Dr. Stronetz. The Prince is very glad to receive him and says so. The Doctor says he finds it difficult to believe that the Prince is really glad to see him ; for he was refused entry at the gate and had to invent a special order to visit the Prince on a matter of health. And yet he was made to leave his revolver with the guards. At this the Prince says that he too, has been divested of his weapons on one pretext or another (কোন-না কোন অছিলায়), and that he has been trapped unawares this time, although since his accession (সিংহাসনে আরোহণ) as a boy of fourteen, three years

ang, he was able for long to be on his guard. The plotters, he adds, seek to place Prince Karl on the throne. and they are only waiting for the time when the Andrieff Regiment marches out to camp. The Lonyadi Regiment, he further says, will come to relieve it an hour or so later. The doctor wants to know if the Lonyadi Regiment is loyal. The Prince replies that it might be so, but it will arrive an hour or so late to prevent his murder.

সারার্থ : কুমার কক্ষে প্রবেশ ক'রে অফিসার তিনজনকে বিদায় ক'রে দিলেন। খানিক পরেই এসে ঢুকলেন ডাঃ স্ট্রেনেৎজ্। তাঁকে দেখে বড় খুশির ভাব প্রকাশ করলেন কুমার। ডাক্তার বল্লেন, তাঁকে কুমারের সঙ্গে দেখা করে আসতে যে বেগ পেতে হয়েছে তা থেকে বরং মনে হয় তিনি মোটেই স্বাগত নন। রক্ষীদের তিনি বানিয়ে বলেছেন যে, কুমারের স্বাস্থ্য পরীক্ষার বিশেষ নির্দেশ পেয়েই তিনি আসছেন প্রাসাদে। তবুও তাঁকে তাদের কাছে রেখে আসতে হয়েছে তাঁর রিভলভার। কুমার বল্লেন, কোনো-না-কোনো ছুতোয় তাঁকেও সম্পূর্ণ নিরস্ত্র ক'রে ফেলা হয়েছে ; চক্রান্তকারীরা কুমার কার্লকে সিংহাসনে বসাতে চায়, তারা এখন কেবল অপেক্ষা করছে আঁদ্রীভ বাহিনী কখন রাজধানীর বাইরে শিবির স্থাপন করতে যাবে। আঁদ্রীভ বাহিনীর স্থান গ্রহণ করতে আসবে লোনিয়াডি বাহিনী ঘন্টাখানেক পরে। ডাক্তার জিজ্ঞেস করলেন লোনিয়াডি-বাহিনী রাজভক্ত কি না। উত্তরে কুমার বল্লেন, তা হতে পারে, কিন্তু সে বাহিনী এসে পৌঁছবে তাঁর হত্যাকাণ্ডের ঘন্টাখানেক পরে।

Notes, etc. : *Hush*—silence ; চুপ। *Here he comes*—Prince Dimitri arrives ; এই যে উনি (কুমার দিমিত্রি) আসছেন। *Enter, by* (the) *door,* (at the) *centre, Prince Dimitri*—কুমার দিমিত্রি মাঝখানের দরজা দিয়ে এসে প্রবেশ করলেন। *Undress*—Informal garments ; আটপৌরে পোষাক। *Cavalry*—horse-soldiers ; অশ্বারোহী সৈন্য। *Uniform*—standard dress ; উর্দি। *Coldly*—without warmth ; apathetically ; ভাবলেশহীন ভাবে।

Need—require ; প্রয়োজন হওয়া। *Wait*—(here) attend ; সঙ্গে সঙ্গে থাকা। *You needn't wait*—you are not required to attend me ; আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকবার আপনাদের কোনো প্রয়োজন নেই। **He dismisses them from his presence**—তিনি নিজের কাছ থেকে তাদের বিদায় দিলেন।

Bow—bend down or kneel in reverence ; নত হয়ে নমস্কার করা। *Withdraw*—retire ; ফিরে যাওয়া। *They bow and withdraw*—তারা নত হয়ে নমস্কার ক'রে ফিরে গেল। *Staring*—looking fixedly ; স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে। *Insolently*—insultingly ; offensively ; contemptuously ; বেয়াদপের মতো ; রূঢ়ভাবে। *Shultz going last*—Shultz গেল সবার শেষে। *Staring insolently at the prince*—কুমারের প্রতি রূঢ় স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে। *He seats himself at* (the) *table,* (in the) *centre*—তিনি মাঝখানে টেবিলের পাশে বসে পড়লেন। *As* (the) *door shuts……at it*—দরজা বন্ধ হবার সময় মুহূর্তকাল সেদিকে স্থিরদৃষ্টিতে চাইলেন। *Suddenly*—i.e., with a jerk ; that is, with a sudden realization of his coming end. *Bows his head on his arms*—তাঁর বাহু দুটির উপর মাথা নত করলেন। *Attitude*—posture of the body ; দেহের ভঙ্গী। *Despair*—hopelessness ; হতাশা। *Knock*—tap (at the door) ; দোরে করাঘাত। *In attitude of despair*—হতাশার ভঙ্গীতে। A *knock is heard*—বন্ধ দরজায় একটা করাঘাত শোনা গেল। *Leaps*—jumps ; লাফ দিয়ে উঠলেন। *Leaps to his feet*—লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। The Prince took it for a knock from those officers. But it was actually a knock from Stronetz, the friendly doctor. *Civilian*—of ordinary (non-military) citizen ; অসামরিক ব্যক্তিসুলভ। *Attire*—dress ; পোশাক। *In civilian attire*—in a common citizen's dress. Dr. Stronetz is a military doctor, belonging to the same Kranitzki Regiment, but he is very, very friendly to the Prince.

One wouldn't have thought so—the Prince has said he is very glad to see Dr. Stronetz. Dr. Stronetz knows that the Prince is usually glad to see him, but he would not have thought on that evening that the Prince liked his visit, if he actually considered the difficulty he had in entering the Prince's room.

In gaining admission—in getting an entry into the Prince's room ["admission" in formal English should be "admittance" ; 'admission' is used when enrolment is meant] রাজার সান্নিধ্যে উপস্থিত হ'তে ডাঃ ষ্ট্রোনেৎজ্ যে অসুবিধায় পড়েছিলেন যদি সেই অসুবিধার কথা ধরেন তাহ'লে তাঁর পক্ষে বিশ্বাস করা কঠিন হ'য়ে দাঁড়ায় যে যুবরাজ তাঁর উপস্থিতিতে আনন্দিত হয়েছেন।

Invent—think out ; imagine ; মাথা থেকে বার করা। *A special order*—an emergency call ; বিশেষ আদেশ ; তলব। *On a matter of health*—on the question of the Prince's health ; যুবরাজের স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত ব্যাপারে। It will be seen that the doctor makes use of this excuse and pretends to examine the Prince's chest in the presence of the Kranitzki officers who come to murder him, but ultimately this becomes true. So this is a kind of *Dramatic Irony*. পরে দেখানো হবে ডাঃ স্ট্রোনেৎজ্ মিছিমিছি যুবরাজের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করছেন ; আবার তারপরে দেখানো হবে যে যুবরাজ সত্যিসত্যি ভীষণ অসুস্থ ; যার জন্যে ডাঃ স্ট্রোনেৎজ এবং যুবরাজ কেউই প্রস্তুত ছিলেন না। এই ধরণের নাটকীয় কৌশলকে 'Dramatic Irony' বলে। *Give up*—relinquish ; দিয়ে দেওয়া। In other words he was divested (or relieved) of his weapon. *Regulation*—order or instruction ; rule of conduct ; নিয়ম।

Pretext—excuse ; ছল ; মিথ্যা কারণ। *Reset*—readjusted or sharpened ; মেরামত. করতে পাঠানো হয়েছে। *Cleaned*—dirt, slug etc. to be removed from inside of the revolver ; পরিষ্কার করতে পাঠানো হয়েছে। *Hunting knife*—a long knife used in hunting. *Mislaid*—removed from its proper place ; খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

Note : The Prince had generally with him his revolver, his sword, and the hunting knife, and all three have been taken away from him on this or that excuse ; একটা না একটা ছুতো করে তিনটি অস্ত্রই সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। The Prince is now quite defenceless.

Horrified—terror-stricken ; ভীতিবিহ্বল। Dr. Stronetz suspects that there is some foul intention (অসদুদ্দেশ্য) behind all this. He takes the two things together—(1) the Prince is relieved of all his weapons, and (2) Dr. Stronetz is also divested of his revolver.

You don't mean ?—Dr. Stronetz does not say what he thinks about the situation. He wants to see if the Prince also thinks the same thing about it.

Yes, I do, I am trapped—The Prince tells Dr. Stronetz that

his suspicion tallies with his own—and he is sure that he is trapped.

Trapped—(or entrapped) caught in a trap ; ফাঁদে ধরা পড়া ।

Since I came to the throne, etc. -the Prince says that he knew that this would come and he continually guarded himself against it, but on that evening he was caught unawares. Here are two or three facts told—

(1) That the Prince came to the throne at the age of fourteen and he has been three years on the throne – that is, he is now seventeen. [Situation is comparable to the historical situation of Prince Alexander of Serbia (See Introduction.)]

(2) That the Prince was not a fool—he had clearly known about the conspiracy and taken precautions. He was constantly watched and guarded by friendly guards as against the conspirators.

(3) That he had suddenly gone off his caution—and was caught in the trap of his enemies.

যুবরাজের কথা থেকে তিনটি প্রয়োজনীয় বিষয় জানা গেল। (১) তিনি চৌদ্দ বছর বয়সে সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং তিন বছর ধরে শাসন করছেন, অর্থাৎ তখন তাঁর বয়স ১৭। [সারবিয়ার যুবরাজ আলেকজান্ডারের বয়স এবং পরিবেশের অনুরূপে এই যুবরাজকে চিত্রিত করা হয়েছে।]

(২) যুবরাজ জানতেন যে তাঁর বিরুদ্ধে একটা ষড়যন্ত্র আছে, এবং তিনি সাবধানতা অবলম্বন করে আসছিলেন।

(৩) কিন্তু আজকের সন্ধ্যায় তিনি অসাবধান হয়ে পড়েন এবং শত্রুরা তার সুযোগ গ্রহণ করেছে।

Have been watched and guarded—that is, by friendly guards. *Against this moment*—so that this moment of insecurity does not come. *But it has caught me*—But the *moment* has caught him. *Unawares*—unprepared ; has taken him by surprise ; অসতর্ক অবস্থায় ।

But your guards !—Dr. Stronetz did not know who the enemies were. He thought the enemies were outsiders. So he questioned how he could be trapped in spite of the guards.

Did you notice the uniforms ?—Here is the explanation. The Prince was trapped by his own pretended guards. They were actually his enemies. The present guards belonged to the

Kranitzki Regiment, and the Kranitzki Regiment was hostile to him. *Uniforms*—উর্দি ; সৈন্যদের পোষাক। *The Kranitzki Regiment*—one of the three regiments in the state. A regiment is a permanent unit of the army. A regiment is usually commanded by a Colonel or Lieut-Colonel ; ক্রানিৎজ্‌কি বাহিনী। *Heart and soul*—whole-heartedly. *For Prince Karl*—On the side of Prince Karl, a rival Prince. So it is a dynastic quarrel —and the Prince has become a victim of a palace intrigue. *The Artillery*—the gunners ; গোলন্দাজ বাহিনী। *Equally*—as much as the Kranitzki Regiment. *Disaffected*—without love or affection for the Prince ; অন্তরঙ্গতাহীন বা শত্রুভাবাপন্ন। *The Andrieff Regiment*—It is the second regiment of the land army of the state ; আঁদ্রীব বাহিনী।

The only doubtful factor, etc.—the Andrieff Regiment was a half-hearted supporter of the conspiracy—at least the Kranitzki Regiment officers who were the ringleaders of the conspiracy could not rely on their participation (অংশগ্রহণ). So they waited for their going out of the town. *Doubtful*—uncertain ; unreliable ; অনিশ্চিত। *Factor*—part ; element ; অংশ। *To camp to-night*—The Andrieff Regiment goes out of the capital ; they will be enjoying a period of camping holiday.

The Lonyadi Regiment—the third regiment of the state ; লোনিয়াডি বাহিনী। *Comes in*—reaches the capital. *To relieve*—to take the place of the Andrieff Regiment which goes out. *An hour or so later*—They will be reaching the town not before an hour. So there will be an hour's gap when the town will be complctely under the command of the Kranitzki Regiment.

They are loyal surely ?—*Loyal*—faithful to the king ; যুবরাজের প্রতি অনুগত। This is an irrelevant question—as the Prince points out in his answer. It does not matter whether they are loyal or not, so far as the Prince's safety is concerned, for they will appear an hour later ; meanwhile the Kranitzki Regiment will have done their deed.

But their loyalty—that is the loyal soldiers of the Lonyadi

Regiment. (Abstract for Concrete) cf. His excellency, your kindness, etc. *Too late*—at least an hour late—by then the deed would be accomplished. The Lonyadi Regiment will not be there to interfere in the killing of the Prince—they will be then far off from the place of operation.

Expl. : Dim : Yes, but their loyalty......too late.
[Line 76 : H. S. 1972]

This line is taken from H. H. Munro's one-act play, ***The Death-Trap.***

Here Dimitri, the young Prince of Kedaria, speaks to his friend, Dr. Stronetz, about his own position.

Dr. Stronetz was stopped at the gate, and he had to invent an excuse for gaining admittance into the room. He was relieved of his revolver before he was allowed to enter. He suspected that there was something wrong, and entering the Prince's room, he realized that the situation was serious. The Prince said that he was at the mercy of the Kranitzki men who guarded his doors. They were hostile to him, and they had relieved him of all his weapons and were just waiting for the moment when the Andrieff Regiment would march out to camp. There would be none to give protection to him, for the Artillery were equally disaffected (অসন্তুষ্ট) and the Lonyadi Regiment, who were to take the place of the Andrieff Regiment, would take an hour or so to come.

Dr. Stronetz wished that the Lonyadi Regiment were loyal to him The Prince was amused. He had his sense of humour unimpaired even at that hour of imminent death (আসন্ন মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়েও তাঁর কৌতুকবোধ নষ্ট হয়নি) He said that the Lonyadi Regiment might perhaps be loyal, but their "loyalty", that is, the loyal soldiers of the Lonyadi Regiment, will come in an hour or so after the murder has been committed. So the question of their loyalty was irrelevant (অপ্রাসঙ্গিক).

Note the Prince's courage of heart and wit.

ব্যাখ্যা ঃ আলোচ্য অংশটি H. H Munro-র *The Death-Trap* নামক একাঙ্কিকার অন্তর্গত।

এই কয়েকটি পঙ্‌ক্তিতে যুবরাজ দিমিত্রি তাঁর বয়স্ক বন্ধু ডাঃ স্ট্রোনেৎজের কাছে তাঁর নিজের জীবন ও মৃত্যু সম্পর্কে তাঁর অনুভূতি প্রকাশ করছেন।

ডাক্তারকে বলতে হয়েছে যুবরাজের চিকিৎসা-সংক্রান্ত ব্যাপারে তিনি বিশেষভাবে আদিষ্ট হ'য়ে তাঁকে দেখতে এসেছেন ; এবং তাঁকে প্রবেশ-অধিকার দেবার আগে তাঁর রিভলভার তাঁকে খুলে রাখতে বলা হয়েছে। ডাঃ স্ট্রোনেৎজের মনে সন্দেহ হ'ল, এবং যুবরাজের ঘরে যুবরাজের মুখ থেকে যা শুনলেন তাতে যুবরাজের নিরাপত্তা সম্পর্কে ভীষণ চিন্তিত হ'য়ে পড়লেন। যুবরাজ তাঁকে বললেন তিনি এখন সম্পূর্ণভাবে ক্রানিৎজকি বাহিনীর অফিসারদের হাতের মুঠোর মধ্যে, তাঁর হাত থেকে অস্ত্রশস্ত্র সরিয়ে দেওয়া হয়েছে, তারা দরজায় পাহারা দিচ্ছে। আাগ্রীব বাহিনী চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে তারা তাঁকে আক্রমণ ক'রবে বলে তৈরি ; গোলন্দাজবাহিনী তাঁর উপর অসন্তুষ্ট সুতরাং তারা তাঁকে সাহায্য করতে আসবে না। অবশ্য আাগ্রীব বাহিনীর জায়গায় লোনিয়াডি বাহিনী আসবে, এক ঘন্টার মধ্যে।

ডাক্তার যেন আশার আলোক পেলেন ; তিনি আশা প্রকাশ করলেন, লোনিয়াডি বাহিনী নিশ্চয়ই তাঁর প্রতি বিশ্বস্ত।

যুবরাজ না হেসে পারলেন না ; এই মৃত্যুর মুহূর্তে দাঁড়িয়েও তাঁর সাহস অটুট, এবং তাঁর রসবোধ অক্ষুণ্ণ। তিনি বললেন, হ্যাঁ "তাদের আনুগত্য" এসে পৌঁছবে এক ঘন্টা পরে। ডাঃ স্ট্রোনেৎজ্ ব্যাপারটা খেয়াল করেন নি। যুবরাজকে স্মরণ করিয়ে দিতে হ'ল যে লোনিয়াডি বাহিনী তাঁর প্রতি অনুগত কিনা সে প্রশ্ন অবান্তর হয়ে দাঁড়াচ্ছে—কেন-না তারা পৌঁছবে এক ঘন্টা পরে।

Grammar and Composition : *Stronetz ! My God, how glad I am to see you* ! Notice the two notes of exclamation. The one that comes after "Stroretz", is an *apostrophe,* while the other one after 'you' is the mark of the *exclamatory how.*

the difficulty I had in gaining admission—Notice the difference in the structures that 'difficult' and 'difficulty' enter into : (a) I found it *difficult to gain* admission. (b) I found *difficulty in gaining* admission.

You don't mean
Yes, I do. —Remember that in reply to a "do you ?" or 'don't you ?' question we may say 'Yes, I do' or 'No, I don't', (but never 'Yes, I don't or 'No, I do')

it has caught me unawares—Notice that while 'unaware' is normally a predicative adjective, 'unawares' is an adverb.

an hour or so too late—You know the uses of 'too' as an adverb of degree, modifying adjective and adverb, meaning 'excessive', 'more than enough' etc.

But there are some other interesting uses of 'too'.
None too (not at all)—We were *none too* early for the train.
All too (very much)—The holidays were *all too* short.
Only too (very)—I'm *only too* pleased to help you.

অনুবাদ ঃ মুলংজ্ ঃ চুপ্, যুবরাজ এসে পড়েছেন।

[যুবরাজ দিমিত্রি মাঝখানের দরজা দিয়ে ঢুকলেন। অশ্বারোহী সৈনিকের আটপৌরে পোষাক (যুদ্ধকালীন পোষাক নয়) পরিহিত যুবরাজ। তিনি সোজা অর্থাৎ ইতস্ততঃ না ক'রে ঘরে ঢুকলেন। কেস থেকে সিগারেট বার করতে থাকেন ; অফিসার তিনজনের দিকে বিরক্তিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন।]

দিমিত্রি ঃ আপনাদের অপেক্ষা করতে হবে না।

[তারা মাথা নত ক'রে অভিবাদন ক'রে চলে গেল। মুলংজ্ গেল শেষে, যাবার সময় যুবরাজের দিকে তাকাল উদ্ধত দৃষ্টিতে। বাইরে থেকে দরজা বন্ধ হ'ল ; যুবরাজ বন্ধ দরজার দিকে এক মুহূর্ত তাকিয়ে রইলেন। তার পরক্ষণেই তাঁর হাত দু'টির উপর হতাশার ভঙ্গিতে তাঁর মাথাটা ঝুঁকে পড়ল। সেই মুহূর্তে দরজায় একটা আঘাত শুনতে পেলেন। দিমিত্রি তড়াক্ করে দাঁড়িয়ে পড়লেন (তিনি যেন ভেবেছিলেন গিরনিংজা প্রভৃতি ঢুকছে)। ঘরে ঢুকলেন স্ট্রোনেৎজ্—তাঁর পরিধানে সাধারণ নাগরিকের বেশ। (অর্থাৎ তিনিও একজন মিলিটারি অফিসার)।]

[দিমিত্রি টেবিলের সামনে বসে, হাতের উপর মাথা রেখে। দরজায় টোকা পড়তে দিমিত্রি চমকে উঠলেন ; ডাক্তার স্ট্রোনেৎজ্ ঢুকলেন।]

দিমিত্রি ঃ [আগ্রহের সঙ্গে] স্ট্রোনেৎজ্। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আসুন, আপনাকে দেখে আমি বিশেষ আনন্দিত হলাম।

স্ট্রোনেৎজ্ ঃ কিন্তু ঘরে ঢোকবার সময়ে যে রকম বাধা পেরিয়ে আসতে হ'ল সেকথা ভাবতে গেলে মনে হয় না আপনি সত্যিই আমার উপর প্রসন্ন। ঘরে ঢোকবার জন্যে আমাকে বানিয়ে বলতে হ'ল যে স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্যে আপনি জরুরী তলব ক'রে পাঠিয়েছেন এবং তারা আমার রিভলভার খুলে রেখে দিল ; বললে আজকাল এই নতুন নিয়ম হয়েছে।

দিমিত্রি ঃ [ছোট্ট করে হেসে] তারা আমারও সব অস্ত্র নিয়ে নিয়েছে একটা না একটা ছুতো করে। আমার তরোয়ালটা নাকি মেরামত করার দরকার ছিল, আমার রিভলভারটা পরিষ্কার করা দরকার ; আমার শিকারের ছুরিটাও নাকি পাওয়া যাচ্ছে না।

স্ট্রোনেৎজ্ ঃ [আতঙ্কিত হ'য়ে] সে কি ? দিমিত্রি, আপনি নিশ্চয়ই বলতে চান না যে—?

দিমিত্রি : হ্যাঁ, আপনি যা মনে করেছেন, আমি তাই বলতে চাই। আমি ফাঁদে বন্দী। তিন বছর আগে আমি সিংহাসনে যখন বসি, তখন আমার বয়স চৌদ্দ বছর, এবং শেষ অবধি আমি আমার শত্রুদের উপর লক্ষ্য রেখে চলেছি নিজেকে সাবধান করে, আজকের সন্ধ্যায় আমি বন্দী হয়ে পড়েছি সমস্ত সতর্কতা সত্বেও।

স্ট্রোনেৎজ্ : কিন্তু আপনার প্রাসাদরক্ষীরা! তারা কি করছিল?

দিমিত্রি : কেন, আসবার সময় প্রহরীদের য়ুনিফর্ম নজর করেছিলেন? প্রহরীরা সব ক্রানিৎজ্‌কি বাহিনীর—আর এই ক্রানিৎজ্‌কি বাহিনী যুবরাজ কার্লের একান্ত পক্ষাবলম্বী; আমার গোলন্দাজ বাহিনীও আমাকে প্রীতির চোখে দেখে না। আঁদ্রীব বাহিনীর উপর এরা সম্পূর্ণ নির্ভর করতে পারে নি—তাই আঁদ্রীর বাহিনীর শহর থেকে বেরিয়ে যাওয়া পর্যন্ত এরা অপেক্ষা করছে—আঁদ্রীর বাহিনী শহরের বাইরে গিয়ে শিবির গড়বে, এবং এদের জায়গায় লোনিয়াডি বাহিনী ঘণ্টাখানেক পরে এসে মোতায়েন হ'বে।

স্ট্রোনেৎজ্ : এরা নিশ্চয় আপনার অনুগত?

দিমিত্রি : এরা আমার অনুগত বটে, কিন্তু এদের আনুগত্য এসে পৌঁছবে বড্ড দেরিতে।

Short Questions and Answers

Q. 1. *Why did Prince Dimitri sit in an attitude of despair?*
[যুবরাজ দিমিত্রি হতাশার ভঙ্গিতে বসেছিলেন কেন?]

Ans. Prince Dimitri had been so long on guard against the conspirators. But now he was caught unawares in their trap. He knew that his end was near and at any moment the conspirators might fall on him. So he sat in an attitude of despair.

[যুবরাজ দিমিত্রি এ পর্যন্ত চক্রান্তকারীদের সম্বন্ধে সতর্ক ছিলেন। কিন্তু এখন তিনি নিজের অসাবধানতার ফলে তাদের ফাঁদে পড়ে গেছেন। তিনি জানতেন যে, তাঁর সময় ঘনিয়ে এসেছে এবং চক্রান্তকারীরা যে-কোন মুহূর্তে তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে, তাই তিনি হতাশার ভঙ্গিতে বসেছিলেন।]

Q. 2. *Why did the Prince leap to his feet when he heard a knock at the door?* [দরজায় একটি করাঘাতের শব্দ শুনে যুবরাজ তড়াক করে দাঁড়িয়ে পড়লেন কেন?]

Ans. The Prince took it for a knock from the

who, he knew were out to kill him on any opportune moment. So he leaped to his feet.

[যুবরাজ ভেবেছিলেন দরজায় আঘাত করেছে অফিসারগণ, যারা সুযোগ খুঁজছিল তাঁকে হত্যা করার জন্য। এই কারণেই তিনি তড়াক করে দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন।]

Q. 3. *Why did not Dr. Stronetz think that Prince Dimitri was glad to see him when he entered the room?*

[ডাঃ স্ট্রোনেৎজের একথা মনে হয়নি কেন যে তাঁকে ঘরে ঢুকতে দেখে যুবরাজ সন্তুষ্ট হয়েছেন?]

Ans. Dr. Stronetz was refused entry at the gate, and he had to invent a special excuse to visit the Prince on a matter of health. The guards then dispossessed him of his revolver. All this made him think that the Prince might not be glad to see him.

[ডাঃ স্ট্রোনেৎজকে ঘরে ঢোকবার সময় দরজায় বাধা দেওয়া হয়, এবং তাঁকে একথা বানিয়ে বলতে হয় যে যুবরাজের স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য বিশেষ হুকুমেই তিনি এসেছেন। তখন প্রহরীরা তাঁর কাছ থেকে রিভলভারটা কেড়ে নেয়। এই সব ঘটনা স্ট্রোনেৎজের মনে হয়েছিল যে, যুবরাজ হয়তো তাঁকে দেখে খুশি হন নি।]

Q. 4. *Who were the plotters and why did they trap the Prince?*

[ষড়যন্ত্রকারী ছিল কারা, এবং কেন তারা যুবরাজকে ফাঁদে ফেলেছিল?]

Ans. The plotters were the officers of the Kranitzki Regiment. They trapped the Prince to do away with him to clear the way for Prince Karl in occupying the throne.

[ষড়যন্ত্রকারীরা ছিল ক্রানিৎজ্‌কি বাহিনীর অফিসার। তারা যুবরাজ কার্ল-এর সিংহাসনলাভের পথ পরিষ্কার করার উদ্দেশ্যে যুবরাজ দিমিত্রিকে শেষ করতে চেয়েছিল; তাই তারা তাঁকে ফাঁদে ফেলেছিল।]

Lines 77-110 : [Stron. Dimitri ! You mustn't stay... ..while you are about it.]

Gist : Dr. Stronetz finds the Prince cool and c
(অবিচলিত) at the prospect of imminent death at the
the conspirators, and he suspects that the Prince does
life. The Prince, however, says how much in love
he is, and then he paints a lurid picture (বিষণ্ণ ছবি) of

that is staring him in the face. The Doctor is determined to save the Prince from such a violent death. So he offers him some poison that will cause his death before the conspirators come to lay their violent hands on him.

But the Prince refuses it. He prefers to die a violent death in order to have an experience of it. Then Dr. Stronetz, overwhelmed (অভিভূত হয়ে) with love and admiration for the young Prince, offers to die with him so that the Prince might have experience of two violent deaths at the same time.

সারার্থ ঃ ডাক্তার স্ট্রোনেৎজ্ দেখলেন চক্রান্তকারীদের হাতে তাঁর মৃত্যু আসন্ন জেনেও কুমার সম্পূর্ণ অবিচলিত। তাঁর মনে হ'ল কুমার বুঝি জীবনকে ভালোবাসেন না। কিন্তু কুমার নানা কথায় তাঁর সে ভুল ভেঙে দিলেন। ডাক্তার তখন তাঁকে এমন একটা বিষ দিতে চাইলেন যা পান করলে চক্রান্তকারীরা তাঁকে এসে স্পর্শ করার আগেই তিনি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়বেন। কুমার সে প্রস্তাব অগ্রাহ্য ক'রে দিলেন ; তিনি বল্লেন তিনি কখনো হত্যাকাণ্ড দেখেন নি, এবার নিজের নিষ্ঠুর মৃত্যুতে তাই প্রত্যক্ষ করবার সুযোগ লাভ করতে চান। ডাক্তার স্ট্রোনেৎজ্ তখন বল্লেন, তিনিও কুমারের সঙ্গে মৃত্যুবরণ করবেন, তা হ'লে একই সঙ্গে কুমার দু-দুটো হত্যাকাণ্ডের অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারবেন।

Notes, etc. : *You mustn't stay here*, etc.—Stronetz was anxious to save the Prince, but he was wrong to think that the conspirators had not taken steps to prevent the Prince's escape, as the Prince points out to him. স্ট্রোনেৎজ্ মনে করেছেন, যুবরাজ পালিয়ে বাঁচতে পারেন, কিন্তু তাঁর আশা যে ভুল তা যুবরাজ তাঁকে বুঝিয়ে দিলেন।

My dear good Stronetz, etc.—*For more than a generation*—that is, for more than twenty five years. *Generation*—step in pedigree or ancestral line : পুরুষানুক্রম। *The Karl faction*—the rival faction or party behind Prince Karl. The rival Prince is named Prince Karl, and the faction is named after him. It is, after all, a dynastic quarrel. Prince Karl, who must have been a man of advanced years, was trying to oust the young Prince Dimitri from the throne of Kedaria, by palace intrigues or *coups d'etat* (বলপ্রয়োগে হঠাৎ ক্ষমতা দখল). But the game was continuing for a generation or so. It was a quarrel not

between two Princes but between two dynasties (রাজবংশ). The dynasties are not named here. কুমার কার্লের অনুরাগী দল কুমার দিমিত্রিকে সরিয়ে কার্লকে সিংহাসনে বসাতে চায়। এই চেষ্টা চলছে এক পুরুষের বেশি দিন ধরে। এ হ'ল রাজবংশের বিভিন্ন শাখার মধ্যে দ্বন্দ্ব। *Faction*—party or caucus ; চক্রান্তকারী দল। *Karl*—Austrian for Charles. *Stamp out*—rob out ; মুছে ফেলা। *Our line*—the line of descent in a particular dynasty ; বংশধারা। *The last of the lot*—the last of the descendants in his line ; বংশের শেষতম প্রতিনিধি।

Do you suppose ?—the young Prince has no illusion, has no false hope. He is clear-sighted enough to see his *doom.* Dr. Stronetz is more optimistic. He can yet think of a chance of escape. তরুণ রাজকুমারের মনে কোনো সংশয় নেই। তিনি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছেন তাঁর অদৃষ্টের পরিণতি। ডাক্তার স্ট্রোনেৎজ্-এর মনে আশা আছে কুমার তখনো পলায়ন করতে পারবেন।

Slip out—get out as though with a sliding motion ; সুড়ুৎ ক'রে বেরিয়ে পড়া। *Claws*—pointed horny nails of beasts and birds ; পশুপক্ষীর নখর। *Let me slip out of their claws*—Prince Dimitri describes the Kranitzki officers as vultures or hawks with fierce claws. They have him now in their claws : there is no reason to think that they will allow the Prince to slip out of their claws ; (claws for hands) যুবরাজ দিমিত্রি ডাঃ স্ট্রোনেৎজ্‌কে বললেন, তাঁর আশা করা ভুল ; কেন-না তাঁর বিরুদ্ধদল অনেক দিন ধরেই চেষ্টা করছে। এক-আধ বছরের রেষারেষি এ নয়। দ্বিতীয়তঃ, তাঁর বংশের তিনি শেষতম বংশধর, অবিবাহিত এবং উত্তরাধিকারী-হীন, সুতরাং তাঁর মৃত্যুর সঙ্গেই তাঁর বংশধারা বিলুপ্ত হয়ে যাবে—এবং দ্বিতীয় রাজবংশের যুবরাজ কার্লকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করার কোনো বাধা থাকবে না। তৃতীয়তঃ, যুবরাজ দিমিত্রিকে তারা তাদের মুঠোর (নখর-যুক্ত থাবার) মধ্যে পেয়েছে—এই সুযোগের জন্যে তারা অপেক্ষা করছিল, এই সুযোগ তারা নিশ্চয়ই ছাড়বে না।

They're not so damned silly—this being their intention, they would act sillily (or foolishly), if they really allowed the Prince to escape. যদি যুবরাজকে এ যাত্রা ছেড়ে দেয়, তা'হলে তারা তাদের দিক

থেকে ভীষণ বোকামির পরিচয় দেবে। *Damned*—beyond redemption ; i.e., utterly ; একান্ত ; যার-পর নাই। *Silly*—foolish ; নির্বোধ।

But this awful !—by "this" Stronetz means the awful composure (ভয়ানক স্থৈর্য) of the young Prince Dimitri in the face of death. *Awful*—intolerable ; অসহ্য ; ভয়ানক। The doctor cannot stand it psychologically. Mark that in spite of his age and his professional experience as a doctor, he is a bit emotional—(he is not sentimental ; but he is prone to violent emotions of love, sorrow, admiration. etc.)—and he bursts out against the Prince. ডাঃ স্ট্রোনেৎজ্ বেশ একটু আবেগপ্রবণ লোক ; তিনি যেন যুবরাজ দিমিত্রির নির্বিচলিত অবস্থা সহ্য করতে পারছিলেন না। অসহিষ্ণুভাবে চীৎকার করে উঠলেন। *Move*—shift ; চাল।

Chess-game—an Indian game which has become an international pastime. The Russians are the world's experts in chess ; দাবা খেলা। *Talk as if it were*, etc.—It is not really a chess-game, but the Prince is talking of it as if it were so. He is talking of his own death as though it were an ordinary event in a game—it does not mean a violent end to his life. The doctor expected that the Prince could grow grey in fear or would become mad and make frantic efforts to escape. But the Prince was sitting in his room, explaining in an unshaken voice his conspirators' game to checkmate (কিস্তিমাৎ করা) him. যুবরাজ তাঁর ষড়যন্ত্রকারীদের পাতা ষড়যন্ত্রটি তুলে ধরলেন এমন অকম্পিত কণ্ঠে যে, ডাঃ স্ট্রোনেৎজের মনে হ'ল যুবরাজ যেন তাঁর নিজের মৃত্যুকে একটা বাজিমাৎ হয়ে যাওয়ার চেয়ে বেশি ব'লে মনে করেন না।

Dimitri—(rising)—Note the stage direction : so long the prince was talking seated. He now stands up. Obviously he is excited. The excitement, however, does not indicate fear. He is merely amused by his thoughts on life and all the joys it affords. He is going to bid farewell to that precious thing. এতক্ষণ কুমার ব'সে ব'সেই কথা বলছিলেন ; এখন উত্তেজনার বশে উঠে দাঁড়ালেন। এ উত্তেজনা ভয়ের নয়, জীবনের এবং বেঁচে থাকার আনন্দের স্মরণে এ উত্তেজনা। সেই মূল্যবান বস্তুকে তিনি বিদায়-সম্ভাষণ জানাতে যাচ্ছেন। *Hate*—dislike strongly ; ভয়ানক অপছন্দ করি। ***Oh ! Stronetz ! if you know how I hate death*** !—This reveals a facet

(একটা দিক) of the Prince's character. We have already seen that the Prince, in spite of his young years, is a sagacious (বিচক্ষণ) young man, bold and courageous ; he does not quaver at the prospect of immediate death. But we did not know so far his intense love of life, and his capacity to enjoy life in all its variety of engagements, demanding courage, hardihood, sense of beauty. It reveals further that he loves life not only in its wild and lovely aspects, but that he loves life, as it is lived in the fine cities—and the human arts that flourish in those cities. And no wonder that he hates death equally intensely as it means a blank ; কুমারের এই উক্তি তাঁর চরিত্রের একটি দিক উদ্‌ঘাটিত করেছে। আমরা দেখেছি তিনি বয়সে তরুণ হ'লেও বিজ্ঞ এবং সাহসী। মৃত্যু আসন্ন জেনেও তিনি কম্পমান নন। কিন্তু আমরা এতক্ষণ জানতাম না জীবনকে তিনি কত ভালোবাসেন। জীবনে সেই সব কাজ যাতে সাহস, শক্তিমত্তা এবং সৌন্দর্যপ্রিয়তার প্রয়োজন হয় সে সব কিছুর প্রতিই তাঁর প্রবল অনুরাগ আছে। আবার বড় বড় নগরে যেভাবে জীবন-যাত্রা চলে, যে-সব ক্ষেত্রে চলেছে ললিতকলার চর্চা, সে সবও তিনি ভালোবাসেন। সুতরাং মৃত্যুর শূন্যতাকে তিনি যে পরম বিরাগের চোখে দেখবেন, তাতে সন্দেহ নেই।

Coward—faint-hearted person ; ভীরু। *I'm not a coward*—He is not a coward in the sense that he is not afraid to die. ('Cowards die many times before their death" as Shakespeare has told)—yet he hates death because it is about to come so prematurely when he has just begun to taste life. তিনি ভীরু নন ; মরতে ভয় পান না। তবুও তিনি অল্প বয়সেই মরতে ইচ্ছুক নন। সবে তিনি জীবনের স্বাদ পেতে শুরু করেছেন। *Life*—means the actual living of life—the moments when you feel or think or do.

Horribly—awfully ; to the greatest degree [colloquialism.]

Fascinating—interesting ; charming ; মুগ্ধকর।

When one is young—The Prince speaks of himself. He is now seventeen. *I've tasted so little*—The Prince is just beginning to enjoy life as a young man.

[Goes to (the) window]—Note the stage direction.

Look out of the window—The Prince directs Dr. Stron

attention towards the mountains that can be seen on one side. একদিকে যে পর্বতমালা দেখা যাচ্ছে তার প্রতি ডাক্তারের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন কুমার। *Fairyland of mountains*, etc.—the mountainous countries in the Balkans are proverbially beautiful—fairylike ; পরীর দেশের মতো কমনীয় পাহাড় আর পাহাড়ের উপর ঘন সবুজ বন। The Prince has a sense of the wild beauty of nature.

Running up and down—it is a wavy line of the forest green that meets the eye ; শ্যামল বনানীর তরঙ্গায়িত রেখা। *Grodvitz*—a part of the woodlands on the Balkan hills. *Shot*—hunted wild game ; বন্যপশু শিকার করেছিলাম। The prince was a hunter and sportsman.

Last autumn—autumn is the season of hunting ; গত শরৎকাল।

Up there on the left—The Prince and Dr. Stronetz stand facing the mountains, and the Prince points out Grodvitz on their left-hand side. *Far away beyond it*—far away [beyond Grodvitz] on the left.

Vienna—the capital of Austria. These Balkan States, though striving for political freedom, recognized Vienna as their cultural centre. Vienna is one of the world's most cultured cities. ভিয়েনা তখনকার দিনে ছিল অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী সাম্রাজ্যের রাজধানী। এই সব বল্কান রাজ্য স্বাধীনতার জন্যে চেষ্টা করলেও, ভিয়েনাকে সমগ্র অঞ্চলটির সংস্কৃতি-কেন্দ্ররূপ জ্ঞান করত। বাস্তবিক এটি পৃথিবীর মধ্যে একটি সংস্কৃতিসম্পন্ন মহানগরীই বটে। *Like a magic city*—Vienna is really beautiful, with its fine natural beauty as well as architecture. The small word 'magic' epitomizes its charms ; ঐন্দ্রজালিক নগরী।

There are other wonderful cities in the world—Here is a Prince who wants to know the world at large. He has seen only one great city—nearer home and that has whetted his appetite (আকাঙ্ক্ষা বাড়িয়ে দিয়েছে) for seeing more. Perhaps like Ulysses he could say that he wanted to know 'cities of men, and manners, climates, councils, and Governments' but as yet a young Prince, he is attracted by the "magic" of the cities

—the lovelier and pleasurable aspects of city life. কুমার একটি-মাত্র মহানগরীই দর্শন করেছেন। পৃথিবীতে আরও কত মহানগরী আছে, সে সবও তিনি দেখতে চান। হয়তো ইউলিসিসের মতোই তিনিও বলতে পারতেন যে, তিনি চান জনগণ-অধ্যুষিত নগর নগরী, তাদের বিভিন্ন প্রকারের আচার-ব্যবহার, বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিচিত্র জলবায়ু, সভাসংসদ, শাসনসংস্থা প্রভৃতির প্রত্যক্ষ পরিচয়-লাভ। তবে এখনো তিনি বয়সে তরুণ, হয়তো নগর-নগরীর ঐন্দ্রজালিক প্রভাবেই তিনি অধিকতর আকৃষ্ট।

Think of it, etc.—The Prince has a wonderful imagination and a sense of contrast. He contrasts his position at that hour when he is talking with Dr. Stronetz to the next morning scene which will become a patch of clotted blood and a fat servant rubbing it off. কুমারের রয়েছে চমৎকার কল্পনাশক্তি, বৈচিত্র্যজ্ঞান। তখন যে অবস্থার মধ্যে তিনি রয়েছেন তার সঙ্গে পরদিন প্রভাতকালের পার্থক্যের প্রতি ডাক্তার স্ট্রোনেৎজ্-এর মনোযোগ আকর্ষণ করছেন তিনি। এখনো তিনি রয়েছেন বেঁচে, কিন্তু পরদিন প্রভাতে এই দৃশ্যের ঘটবে পরিবর্তন—কোনো এক স্থূলকায় নির্বোধ ভৃত্য সেখান থেকে জমাট রক্তের দাগ ঘসেঘসে তুলে ফেলতে থাকবে।

Red stain—the stain (দাগ) of blood. *Probably*—as far as he could predetermine his position in the room at the moment of being shot.

[*He points to corner near stove L*—Note the stage direction ; L is left.

But you must not be butchered—Dr. Stronetz has understood that there is no escape for the Prince, but he cannot bear to visualise the scene as painted by the prince—the next morning scene. *Butchered*—killed like an animal , killed savagely ; নিধনপ্রাপ্ত। *In cold blood*—the murderers will murder him in cold blood which is sheer buchery. [Animals are killed by the butchers in cold blood. So he will be]. Dr. Stronetz thinks the Prince would like to avoid such a horrible death. ঠাণ্ডা মস্তিষ্কে তারা এসে পশুর মতো তাঁর রক্তপাত করবে এবং শরীরে আঘাত ক'রে বা খণ্ডবিখণ্ড ক'রে হত্যা করবে [ভয়াবহ সেই দৃশ্য]।

I can give you a drug, etc.—Dr. Stronetz offers him a poison to kill himself. When death is certain, he can choose to kill himself painlessly by taking the poison even before they come

and murder him in cold blood, and hack his limbs. ডাক্তার স্ট্রোনেৎজ্‌ তাঁকে এমন একটা ওষুধ (বিষ) দিতে চাইলেন যা পান করলে, ঘাতকেরা এসে তাঁকে স্পর্শ করবার আগেই তিনি কষ্টভোগ না ক'রে মারা যাবেন। *Drug*—medicine. (here) poisonous medicine ; ওষুধ ; ভেষজ ; (এখানে বিষ)। It may be *Potassium Cyanide. Case*—medical box. *Speedy*—quick ; ত্বরান্বিত। A *speedy death*—a quick death. *Before they can touch you*—before those murderers come and strike the Prince ; ঘাতকেরা তাঁর অঙ্গে আঘাত করার পূর্বেই।

Thanks—The Prince offers him thanks for the offer. *No*—but he declines it at the same time. *Old chap*—A term of endearment and affection. 'বুড়ো ছোকরা' (প্রীতির সম্বোধন)। Dr. Stronetz, however, is senior to him by many years. *You had better leave*—Dimitri advises Dr. Stronetz to leave the room and to allow him to see it through by himself. দিমিত্রি ডাক্তারকে বল্লেন, সেখান থেকে তাঁর চলে যাওয়াই ভালো হবে ; কুমার নিজেই স্বচক্ষে সমগ্র ব্যাপারটা (তাঁর নিজের হত্যাকাণ্ড) প্রত্যক্ষ করবেন। *Before it begins*—before they come and begin the killing. *But I won't drug myself*—the Prince refuses to take poison and die painlessly ; কিন্তু আমি বিষপান করব না।

I've never seen anyone killed before, etc.—A strange answer from the Prince for which Dr. Stronetz is not at all prepared nor is the audience. It is a marvellous touch that ennobles the Prince. He is the Prince of life and death. He wants to see death as it comes to him, and live it or die it through. He is not to be intimidated by death—but must make death yield its quantum of thrill and sensation, horror and pity. কুমারের মুখ থেকে উচ্চারিত এক অদ্ভুত উত্তর। এর জন্যে না ডাক্তার স্ট্রোনেৎজ্‌, না শ্রোতৃবৃন্দ, কেউই প্রস্তুত ছিলেন না। এই একটি মাত্র তুলির টানে কুমারের মহত্ত্ব উদ্ঘাটিত হ'য়ে পড়েছে। জীবন ও মৃত্যু দুই-ই যেন তাঁর পায়ের ভৃত্য, তিনি একক অধীশ্বর। মৃত্যুভয়ে ভীত হবার পাত্র তিনি নন। মৃত্যু তাঁকে ঢেকে দেবে' তার ভাণ্ডার উজাড় করে। তার মধ্যে আছে যত শিহরণ, যত রোমাঞ্চ, যত ভীষণতা, যত পরিতাপ।

Then I won't leave you, etc.—Dr. Stronetz is overwhelmed

by the courage of the young Prince. A few moments ago he was not prepared to die with the Prince, but he is emotionally knocked over—he says a fine thing, the Prince can see two deaths at once, it will not be taking any extra trouble for he will be able to manage both within the stipulated time. He means that the ruffians will not keep him living longer so that by the time he finishes dying he will have seen another death. When he is so keen on experiencing death, he can have both. তরুণ কুমারের এই সাহসের পরিচয়ে মুগ্ধ, অভিভূত হয়ে পড়লেন ডাক্তার স্ট্রোনেৎজ্। মুহূর্তকয়েক আগেও তিনি কুমারের সঙ্গে মৃত্যুবরণের কথা চিন্তা করেন নি। কিন্তু ভাবাবেগে উৎক্ষিপ্ত হয়ে তিনি বল্লেন এক চমৎকার কথা—কুমার কোনোরূপ আয়াস স্বীকার না করেও যুগপৎ প্রত্যক্ষ করতে পারবেন দু'জনের মৃত্যু ; দু'টিই ঘটবে একই সময়ে। তিনি যখন মৃত্যু সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভের জন্যে এতই ইচ্ছুক, তখন ঘাতকরা তাঁকে বধ করলে কুমার তাঁর নিজের সঙ্গে ডাক্তারেরও হত্যাকাণ্ড প্রত্যক্ষ করতে পারেন।

Expl. : Stronetz. But this is!......game. [Lines 84-85]

These lines are taken from H. H. Munro's one-act play, *The Death-Trap*.

In these lines Dr. Stronetz expresses his amazement at the seeming callousness (ঔদাসীন্য) of the Prince about his own end, when faced with imminent death at the hands of the Kranitzki officers. The Prince told him that the palace was surrounded by hostile guards and all doors of escape were guarded. And he was relieved of all his weapons. The Kranitzki officers were just waiting for the Andrieff Regiment to march out of the town, for they were the only doubtful factor in their plan. The Artillery was equally dissatisfied. So there was no help for the Prince. The Lonyadi Regiment would be coming in about an hour later. They were loyal—but they would be too late to save him. They were expected to take their place not before an hour. The Kranitzki officers were certainly not going to miss this opportunity. He also disclosed the probable motive (সম্ভাব্য উদ্দেশ্য) behind this plan of murder. They wanted to replace him by Prince Karl.

Dr. Stronetz was astounded at the coolness and selfcomposure (আত্মসংযম) with which he laid out before him the

plan of his murder. The Prince saw it through, yet he talked of it as if he was talking of a move in a chess-game. The Prince was young, and yet he was so callous about his own death—a death he could see before him. Dr. Stronetz even suspected him of some morbid love of death.

ব্যাখ্যা : আলোচ্য অংশটি H. H. Munro-র একাঙ্কিকা *The Death-Trap*-এর অন্তর্গত।

মৃত্যুভয়হীন যুবরাজের দিকে চেয়ে ডাঃ স্ট্রোনেৎজ্ উপরিউক্ত কথাগুলো বলছেন।

ঘরে ঢোকবার পর যুবরাজের মুখ থেকে যা শুনলেন, তাতে তিনি যুবরাজের নিরাপত্তা সম্বন্ধে ভীষণ চিন্তিত হয়ে পড়লেন। যুবরাজ তাঁকে বলতে লাগলেন কিভাবে তিনি সমস্ত সতর্কতা সত্ত্বেও আজ ক্রানিৎজ্‌কি বাহিনীর অফিসারদের হাতে বন্দী, তাদের দয়ার উপর নির্ভর করছে তাঁর জীবন; নানান অজুহাতে তাঁকে নিরস্ত্র করে ফেলা হয়েছে, তাঁর গমনাগমনের সব পথ রুদ্ধ। তারা কেবল অাঁদ্রীব বাহিনীর শহর ত্যাগের মুহূর্তের জন্যে অপেক্ষা করছে; কেন-না অাঁদ্রীব বাহিনীর উপর তারা সম্পূর্ণ নির্ভর করতে পারছে না। কিন্তু তারা জানে গোলন্দাজবাহিনী যুবরাজের প্রতি তেমন অনুরক্ত নয়—সুতরাং সেদিক থেকে তাদের কোনো আশংকা নেই। তারা সমস্ত আটঘাট বেঁধে অগ্রসর হচ্ছে। তারা এইরকম একটি মুহূর্তের জন্যে তৈরি হচ্ছিল—এখন তারা নিশ্চয় এই মুহূর্তকে এমনি চলে যেতে দেবে না। লোনিয়াড়ি বাহিনী এক ঘণ্টা পরে এসে পেঁাছবে—লোনিয়াডি বাহিনী যুবরাজের প্রতি অনুরক্ত। সুতরাং তারা অাঁদ্রীব বাহিনী যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এবং লোনিয়াডি বাহিনী এসে পড়ার পূর্বেই তাদের কাজ সারবে—তা না হলে বলতে হবে তারা ভীষণ বোকা। যুবরাজ তাঁর নিজের পরিস্থিতি সম্পর্কে যেভাবে বলে গেলেন, তাতে মনে হ'ল তিনি দাবার একটা চালের বর্ণনা করলেন। ডাঃ স্ট্রোনেৎজ্ তাঁর দিকে চেয়ে আশ্চর্য হয়ে গেলেন। তাঁর সন্দেহ হ'ল তবে কি যুবরাজ জীবনকে ভালবাসেন না—তিনি কি মৃত্যুকেই পছন্দ করেন! মৃত্যু নিশ্চিত জেনে কিভাবে একজন লোক এইভাবে স্থির হয়ে থাকতে পারে, তিনি ভেবে পেলেন না। তিনি এইরকম আশ্চর্য আর কোনদিন হন নি।

Expl. : Dim. Oh, Stronetz !......yet. [Lines 86-89]

These lines are taken from H. H. Munro's *The Death-Trap.* Here Dimitri, the young Prince of Kedaria, tells his **friend**

Dr. Strnetz, his own feeling about life and death, faced with an immediate danger to his life.

Dr. Stronetz enters the Prince's chamber and learns from him the details of a plan laid out by the hostile Kranitzki officers for his murder. The Prince details out the plan before him and it seems there is no escape for the Prince. The Prince has no doubt that Kranitzki officers are going to execute (কার্যকরী করবে) their plan immediately after the Andrieff Regiment has marched out.

Dr. Stronetz is astounded to see how the Prince could sit calmly awaiting his moment of death, knowing how it was coming. The Prince appeared to be callous about his own life and death.

In answer to Dr. Stronetz, Prince Dimitri says it is wrong on the doctor's part to think that he is callous about his own life and death. On the contrary, he hates death, he hates to die so young. He is awfully in love with life. He is young—the little of life he has tasted has made him all the more eager for a fuller taste of life. He wants more and more of life. He is going to die just when he is beginning to taste life. But what could he do ? Knowing death to be inevitable (অবশ্যম্ভাবী) he must take it calmly.

ব্যাখ্যা ঃ আলোচ্য পংক্তিটি H. H. Munro-এর লেখা *The Death-Trap* নামক একাঙ্কিকার অন্তর্গত।

এই পঙ্‌ক্তি প্রিন্স দিমিত্রির উক্তি ঃ প্রিন্স তাঁর বন্ধু ডাঃ স্ট্রোনেৎজ্‌কে বলছেন।

ডাঃ স্ট্রোনেৎজ্‌ অতি কষ্টে যুবরাজের কক্ষে প্রবেশ করেছেন। তাঁকে দরজায় বাধা দেওয়া হয়েছিল, এবং যুবরাজ দিমিত্রি ডাঃ স্ট্রোনেৎজ্‌কে বুঝিয়ে দিলেন কিভাবে ষড়যন্ত্রকারীরা তাঁকে ঘিরে ফেলেছে, এবং তাঁর মৃত্যু অবধারিত। যুবরাজ তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের কথা যেভাবে বলে গেলেন তাতে ডাঃ স্ট্রোনেৎজ্‌ বিস্মিত না হয়ে পারলেন না। কোনো একজন মানুষ, বিশেষ করে যুবরাজ দিমিত্রির মতো একজন তরুণ যুবক, কিভাবে নিজের জীবন ও মৃত্যু সম্পর্কে এতখানি নিরুদ্বেগ হতে পারে? যুবরাজ যেন দাবার একটা চাল ব্যাখ্যা করছেন, এইভাবে ষড়যন্ত্রকারীদের নিশ্চিত পরিকল্পনা এবং তাঁর নিশ্চিত মৃত্যুর কথা ব'লে গেলেন। ডাঃ স্ট্রোনেৎজের মনে হ'ল যুবরাজ হয়তো জীবনকে ততো ভালোবাসেন না—মৃত্যুর প্রতি তাঁর এই আকর্ষণ ডাঃ স্ট্রোনেৎজের কাছে অস্বাভাবিক বলে মনে হ'ল।

তখন যুবরাজ দিমিত্রি তাঁকে বললেন তিনি জীবনকে গভীরভাবে ভালোবাসেন, তিনি সবেমাত্র জীবনকে উপভোগ করতে আরম্ভ করেছেন, এবং সামান্য উপভোগ করতেই তাঁর তৃষ্ণা বেড়ে গেছে। তিনি মৃত্যুকে ঘৃণা করেন—ঠিক এই সময় জীবনের প্রারম্ভে তাঁর মরতে খুব খারাপ লাগছে। মৃত্যুকে ঘৃণা করেন ব'লে তিনি মৃত্যুকে ভয় করবেন না—সাহসের সঙ্গে তিনি মরবেন।

Expl. : *Think of......corner.* [Lines 96-99]

These lines are taken from H. H. Munro's *The Death-Trap.*
In these lines Prince Dimitri visualises for himself as well as for his friend Dr. Stronetz the end that awaits him. It is a horrible end (ভয়াবহ পরিণতি).

Dr. Stronetz suspects that the young Prince could not be in love with life, from the manner in which he lays out the plan of his murder. He lays it out without a shudder of fear or a cry of despair (হতাশা). This astonishes Dr. Stronetz. Prince Dimitri corrects Dr. Stronetz. He tells the doctor how he loves life. He says that he is deeply in love with life—and he hates death, for it would cut him off from the enjoyment of life. Life is so sweet and romantic. And yet the end is sure to come. Then he visualises the moment. He presents the end of his life in contrast with this last moment when he is talking to Dr. Stronetz. Note the contrast. This evening he is quite alive and is talking to Dr. Stronetz. There is nothing unusual in this evening, no premonition (পূর্বাভাস). And the next morning the talker will not be there —nothing of him will remain except some blood spots on the corner, and he points out with his finger the corner where he might stand to face bullets—and he adds that the blood spots would not remain there. A fat stupid servant of the royal household would be washing them up—and with that the last vestiges of the Prince would go.

The Prince betrays a horrible power of imagination—and it is wonderful that in spite of this horrible power of imagination, he remains master of his own self.

Note also the pity of it. Such a noble young Prince dies an inglorious (হীন) death—the beauty and glory of his life wiped out by the hands of assassins and a fat stupid servant's brush.

ব্যাখ্যা : আলোচ্য অংশটি H. H. Munro-র *The Death-Trap* নামক একাঙ্কিকার অন্তর্গত।

এই কয়েকটি পংক্তিতে যুবরাজ দিমিত্রি তাঁর বন্ধু ডাক্তার স্ট্রোনেৎজ্‌কে বোঝাতে চাইছেন, তিনি কতখানি ভালবাসেন তাঁর এই তরুণ জীবনকে এবং মৃত্যুকে কতখানি ঘৃণা করেন।

ডাঃ স্ট্রোনেৎজ্‌ মনে করেছিলেন, তিনি বোধ হয় ততখানি জীবনানুরাগী নন, মৃত্যুর প্রতি তাঁর একটা প্রচ্ছন্ন অসুস্থ অনুরাগ থাকতে পারে ; তা না হ'লে তিনি নিজের নিশ্চিত মৃত্যুর একটি নিখুঁত পরিকল্পনার কথা জেনেও কিভাবে নিশ্চল হয়ে বসে আছেন এবং ডাক্তারকে সেই পরিকল্পনাকে দাবার একটি চালের মতো ক'রে বুঝিয়ে দিতে লাগলেন ? মৃত্যু সম্পর্কে স্বাভাবিক ভীতি তাঁর মুখেচোখে এবং কথাবার্তায় প্রকাশিত না হওয়াতেই ডাঃ স্ট্রোনেৎজের এই সন্দেহ।

সেই সন্দেহ ভঞ্জন করে তরুণ যুবরাজ দিমিত্রি ডাঃ স্ট্রোনেৎজকে বোঝালেন, তিনি জীবনকে কতখানি ভালোবাসেন। বর্ণনাচ্ছলে তিনি তাঁর বীভৎস মৃত্যুর কথা যেভাবে তুলে ধরেছেন, তাতে যে-কোনো লোকই শিউরে উঠবে। তিনি বলতে লাগলেন : এই যে তিনি আজ সন্ধ্যায় একজন প্রাণবন্ত যুবকরূপে ডাঃ স্ট্রোনেৎজের সঙ্গে কথা বলছেন, এই সন্ধ্যার পরিস্থিতি যা পুনঃপুনঃ আবর্তিত হয়েছে, এই সন্ধ্যা তাঁর জীবনের শেষ সন্ধ্যা হ'তে চলেছে, অথচ তার কোনো চিহ্ন পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত অনুপস্থিত। এবং আজকের এই ব্যক্তিটির কোনো চিহ্নই কাল সকালে আর থাকবে না—কেবল একটা কোণে (একটা কোণ আবার আঙুল দিয়ে দেখালেন) পড়ে থাকবে এক চাবড়া রক্তের দাগ —এবং একটা বোকা হাঁদা স্থূলকায় চাকর সেই রক্তের দাগটা মুছে ফেলবে —কে বুঝবে এই রক্তের দাগের সঙ্গে সঙ্গে একটা উদ্ভিন্ন জীবনের কোনো চিহ্নই রইল না।

জীবন ব্যঙ্গরসিক। যে জীবনের এত মূল্য, এত সমাদর, সেই জীবন কিভাবে আততায়ীর হস্তে বিনা প্রস্তুতিতে শেষ হয়ে যেতে পারে, এবং স্থূল হস্তাবলেপে জীবনের শেষ চিহ্ন মুছে যেতে পারে।

যুবরাজ দিমিত্রির যেমন আশ্চর্য কল্পনা তেমনি আশ্চর্য আত্মসংযম।

Grammar and Composition : *to be killed*—infinitive (passive) used adverbially to qualify 'must (not) stay'.

must get out quick—here *quick* is an adjective (**not an** adverb) predicatively used for the subject **'you'**.

for more than a generation—adverb-phrase qualifying 'have been trying'.

to stamp (*out*)—infinitive, object of 'have been trying'.

(*out*) *of existence*—adverb-phrase qualifying the infinitive 'to stamp (out)'.

to live—infinitive, object of 'do want'.

magic city—both are nouns, *magic* being epithet of *city*.

in cold blood—an adverb-phrase qualifying 'must (not) be butchered'.

to fight (*with*)—infinitive, used adjectively to qualify the pronoun 'nothing'.

অনুবাদ : স্ট্রোনেৎজ : দিমিত্রি ! আপনি এখানে বসে থাকলে আপনাকে ওরা হত্যা করবে। আপনাকে এখনই পালাতে হবে।

দিমিত্রি : প্রিয় স্ট্রোনেৎজ, এরা আমাদের পেছনে প্রায় এক প্রজন্ম (পঁচিশ বছর) ধরে ঘুরছে—এরা চায় আমাদের বংশকে নিঃশেষ করে দিতে। আমি বংশের শেষতম ব্যক্তি। আপনি কি মনে করেন তারা যখন একবার আমাকে তাদের হাতের মুঠোর মধ্যে পেয়েছে [তাদের থাবার মধ্যে] তখন তারা আমাকে ছেড়ে দেবে ? তারা নিশ্চয়ই ততো বোকা হবে না।

স্ট্রোনেৎজ : কিন্তু আমি আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি ; আপনি এখনও স্থিরভাবে যেন দাবার একটা চালের বর্ণনা করছেন, এইভাবে কথা বলছেন।

দিমিত্রি : [উঠে দাঁড়িয়ে] ও, স্ট্রোনেৎজ ! আপনি যদি জানতেন আমি মৃত্যুকে কি রকম ঘৃণা করি ! আমি কাপুরুষ নই, কিন্তু আমি বাঁচতে চাই। কম বয়সে জীবনের আকর্ষণ স্বভাবতঃই তীব্র হয় ; এবং আমি সেই জীবনের স্বাদ কতটুকুই বা গ্রহণ করেছি ! [জানালার দিকে এগিয়ে গিয়ে বললেন] বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখুন, ঐ বনে-ঘেরা পাহাড়ের দিকে—যেন পরীর দেশের শোভার সৃষ্টি হয়েছে। আপনি দেখতে পাচ্ছেন বনভূমির বাঁদিকের একাংশ, যে অঞ্চলটাকে গ্রোদ্‌ভিৎস বলে—আমি ঐ গ্রোদ্‌ভিৎসে গত বছর সারা হেমন্তকাল ধরে শিকার করে বেড়িয়েছি—এবং আরও আছে ভিয়েনা শহর। হ্যাঁ, স্ট্রোনেৎজ, আপনি কি কোনো দিন ভিয়েনা গেছেন ? আমি একবারই মাত্র গেছি। কি চমৎকার শহর এই ভিয়েনা ! আরও কত সুন্দর সুন্দর শহর রয়েছে এই পৃথিবীতে, সে সব তো আমি দেখিনি। আমি সত্যই বাঁচতে চাই। একবার ভেবে দেখুন, এই আমি এখানে বসে আছি আজকে সন্ধ্যাবেলা জীবন্ত এবং আপনার সঙ্গে কথা বলছি। ঐ রকম কথাবার্তা কতদিন বলেছি এই পুরাতন কুটিতে বসে (পিতৃপিতামহের ঘর), আর কাল একজন মোটা বোকা চাকর

ঘরের ঐ কোণ থেকে [তিনি ঘরের বাঁ দিকে স্টোভের কাছাকাছি কোণের দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলতে লাগলেন।] একটা লাল দাগ ধুয়ে মুছে তুলতে থাকবে।

স্ট্রোনেৎজ্ : না, কিছুতেই আপনি নিজেকে এইভাবে জবাই হ'তে দিতে পারেন না। যদি ওরা আপনার কাছ থেকে লড়াই করার মতো সব অস্ত্র কেড়ে নিয়ে থাকে, তা'হলে আমি আপনাকে আমার ওষুধের বাক্স থেকে একটা ওষুধ দিয়ে যাই, যা খেলে ওরা এসে ছোঁয়ার আগেই আপনি মারা যেতে পারবেন।

দিমিত্রি : ধন্যবাদ, হে প্রিয় বন্ধু। বরঞ্চ ব্যাপারটা আরম্ভ হবার আগেই আপনি এখান থেকে চলে যান ; ওরা আপনার গায়ে হাত দেবে না। আমি বিষ খেয়ে মরছি না। আমি কাউকে খুন হ'তে দেখি নি ; আমি এ সুযোগ ছাড়লে, আর কোনোদিন সুযোগ পাব না।

স্ট্রোনেৎজ্ : তাহ'লে আমি আপনাকে ছেড়ে দিতে পারছি না ; আপনি যে সময়ে একটা মৃত্যু নিয়ে ব্যস্ত থাকবেন, সেই সময়ের মধ্যেই [আপনার অতিরিক্ত সময় লাগবে না] একটার জায়গায় দু'টোই দেখবেন।

Short Questions and Answers

Q. 1. *What did Dr. Stronetz suggest to the Prince? What was the Prince's reply?* [ডাঃ স্ট্রোনেৎজ যুবরাজের কাছে কি প্রস্তাব দিলেন ? যুবরাজ তার কি উত্তর দিলেন ?]

Ans. Dr. Stronetz asked the Prince to get out of the trap quickly. The Prince told him that it was quite impossible because the plotters were not so fool as to let him slip out.

[ডাঃ স্ট্রোনেৎজ যুবরাজকে তাড়াতাড়ি ফাঁদ থেকে বাইরে চলে যেতে বললেন। উত্তরে যুবরাজ তাঁকে জানালেন যে সেটা সম্ভব নয়, কারণ চক্রান্তকারীরা এত বোকা নয় যে তাঁকে কেটে পড়তে দেবে।]

Q. 2. *What was 'awful' to Dr. Stronetz?*

[ডাঃ স্ট্রোনেৎজ-এর কাছে কোন্ বিষয়টা ভয়াবহ মনে হল ?]

Ans. Prince Dimitri's seeming callousness about his sure and imminent death in the hands of the Kranitzki officers astounded Dr. Stronetz. The Prince disclosed the situation in a self-possessed manner. This callousness and self-possession on the part of the Prince just before his death seemed to be awful to Dr. Stronetz.

[ক্রানিৎসকি বাহিনীর হাতে নিশ্চিত ও আসন্ন মৃত্যু জেনেও যুবরাজ

দিমিত্রি যেরূপ নির্লিপ্ত ভাব প্রকাশ করলেন তাতে ডাঃ স্ট্রোনেৎজ্ অবাক হয়ে গেলেন। যথেষ্ট আত্মসংযম নিয়েই যুবরাজ ডাক্তারের কাছে নিজের অসহায় অবস্থার কথা প্রকাশ করলেন। মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়েও তাঁর নির্লিপ্ত ভাব ও আত্মসংযম ডাঃ স্ট্রোনেৎজের যেন ভয়াবহ মনে হ'ল।]

Q. 3. *Was the Prince really callous about his own life? What was his feeling about life and death?*

[যুবরাজ কি সত্যই নিজের জীবন সম্বন্ধে উদাসীন ছিলেন? জীবনও মৃত্যু সম্বন্ধে তাঁর কিরূপ অনুভূতি ছিল?]

Ans. Prince Dimitri was not in the least callous about his own life. On the contrary, he wanted to live, he wanted to taste life fully. He was young and there remained so many charming pleasures of life not yet enjoyed by him. So he hated death.

[যুবরাজ দিমিত্রি নিজের জীবন সম্বন্ধে মোটেই নিরাসক্ত ছিলেন না। পরন্তু তিনি বাঁচাতেই চেয়েছিলেন, জীবনের আস্বাদ তিনি পুরোপুরি লাভ করতে চেয়েছিলেন। তিনি ছিলেন তরুণ, জীবনের কত কিছু মনোহর আনন্দ এখনও তিনি উপভোগ করে উঠতে পারেন নি। তাই তিনি মৃত্যুকে ঘৃণা করতেন।]

Q. 4. *Why did Dr. Stronetz offer the Prince some poison?*

[ডাঃ স্ট্রোনেৎজ্ যুবরাজকে বিষ দিতে চাইলেন কেন?]

Ans. Dr. Stronetz did not like the Prince to be killed in the hands of the plotters. But as there was no way left for escape, he offered him some poison which would cause a speedy death, and thus the Prince might avoid such an ignominous death in the hands of the conspirators.

[ডাঃ স্ট্রোনেৎজ্ চান নি যে যুবরাজ ষড়যন্ত্রকারীদের হাতে নিহত হন। কিন্তু পালাবার আর কোন উপায় ছিল না, তাই তিনি যুবরাজকে বিষ দিতে চাইলেন, যা তাঁর মৃত্যু ঘটাবে অতি দ্রুত, আর যার ফলে ষড়যন্ত্রকারীদের হাতে এইরকম ঘৃণ্য মৃত্যুবরণ এড়ানো যেতে পারবে।]

Q. 5. *On what plea did the Prince refuse to accept the poison?* [যুবরাজ কি যুক্তি দেখিয়ে বিষ নিতে অস্বীকার করলেন?]

Ans. The Prince refused to accept the poison on the plea that he wanted to have the experience of death, as he had never seen anyone killed before.

[যুবরাজ পূর্বে কখনও কাউকে নিহত হতে দেখেননি। তিনি মৃত্যুর অভিজ্ঞতা লাভ করতে চান, এই অজুহাতে রিক গ্রহণ করতে অস্বীকার করলেন ।]

Lines 111-141 : [A band is heard...finger of Heaven.]

Gist : The Andrieff Regiment marches out and a band is heard. Dimitri understands that his hour is come. He draws himself up, tense in a corner, and they come in. Stronetz rushes at the Prince—tears open his tunic and silencing the officers by a wave of his hand, begins to examine the Prince's chest. The officers tell Dr. Stronetz that they have grave business (জরুরী কাজ) with the Prince. Dr. Stronetz says that perhaps his business is the gravest. He tells them that he was called for some disquieting symptoms concerning the Prince's health which showed themselves, and that on examining the Prince's chest, he finds that the Prince will not live more than six days. The officers caution him that he may commit a mistake. But when he confirms, they retire (ফিরে গেল) declaring that their business may wait and sympathizing with the Prince by saying that it is but the finger of Heaven.

সারার্থ : অ্যান্ড্রীব-বাহিনী ব্যাণ্ড বাজাতে বাজাতে মার্চ করে শহরের বাইরে চলে গেল। কুমার আসন্ন মৃত্যুর অপেক্ষায় এক কোণে এসে ঋজু হয়ে দাঁড়ালেন। চক্রান্তকারীরা এসে ঢুকতে-না-ঢুকতেই ডাক্তার স্ট্রোনেৎজ্ উঠে কুমারের টিউনিক ছিঁড়ে খুলে ফেলে তাঁর বুক পরীক্ষা করতে লাগলেন। চক্রান্তকারীরা এসে ডাক্তারকে সেখান থেকে চলে যেতে বল্লে, তাদের না কি কুমারের সঙ্গে জরুরী কাজ আছে। ডাক্তার বল্লেন, তাঁর কাজ আরও জরুরী ; কুমারকে পরীক্ষা করে তিনি বললেন, তাঁর আর ছদিনের বেশি আয়ু নেই। চক্রান্তকারীরা জিজ্ঞেস করলে, ডাক্তারের ভুল হয় নি তো ? ডাক্তার বল্লেন, ভুল হলেই তিনি খুশী হতেন কিন্তু তিনি ভুল করেন নি। তখন চক্রান্তকারীরা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে বল্লে তাদের কাজ তখনকার মতো স্থগিত থাকতে পারে। তারা চলে যাবার সময় ফস্তীয়েফ কুমারকে ব'লে গেল, এ সবই ভগবানের হাত।

Notes, etc. : *A band*—the martial (or military) band ; সৈন্য-বাহিনীর ব্যাণ্ড। *Playing a march*—playing the marching tune ;

মার্চের সুর বাজাতে বাজাতে। It is the Andrieff Regiment marching out of the town.

Now—that is, when the Andrieff Regiment is on the march and has nearly marched out of the town. *They*—the Kranitzki officers. *Waste*—নষ্ট করা। *They won't waste much time*!—Dimitri knows that the Kranitzki officers are just waiting for this moment and they will be coming into his room immediately. *Tense*—taut ; আড়ষ্ট। *He draws himself up tense*—He is sure about their coming and their purposes ; so he prepares himself, not to defend himself, for he has no weapon with him with which he can fight. It is the attitude of a man who knows he must die but naturally shrinks from it ; যুবরাজ ঘরের এক কোণে আড়ষ্টভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন, ভয়ে নয়, মৃত্যুকে নিশ্চিত জেনে ও স্বাভাবিক শংকা ত্যাগ করতে না পেরে। *Hush*!—it is spoken to Dr. Stronetz. *They are coming*!—the Kranitzki officers. The Prince anticipates rightly and in come the three officers of the Kranitzki Regiment one by one.

Rushing suddenly, etc.—makes a sudden movement, because the thought comes suddenly to him ; হঠাৎ ছুটে গিয়ে (কেন-না বুদ্ধিটা চট্‌ করে তাঁর মাথায় খেলে গেল)। *Tunic*—a close-fitting jacket or uniform, a cavalry uniform. *Tear open*—tear your tunic at the breast and open it to me ; he is going to examine the Prince's chest. He only pretends to do it ; ছিঁড়ে খুলে ফেলুন। *Unfastens*—tears open. *Testing his heart*—হৃদযন্ত্র পরীক্ষা করা। *The door swings open*—it is a swinging door—you open it by pushing it, and when you leave it, it swings back to its original position : দোলায়মান দরজা। *Waves a hand*—moves his hand in a wavy fashion ; হাত নাড়িয়ে বলা (without using speech)। *Commanding silence*—asking the officers to keep silent as on command. *Continues his testing*—the doctor continues for some time to examine the Prince's chest with his stethoscope as the officers stand waiting for him to finish his testing.

Will you have the goodness, etc.—it is a polite way of command of the three officers ; আপনি কি অনুগ্রহ ক'রে ঘর থেকে চলে যাবেন ? Girnitza speaks—he is the seniormost officer and

the ringleader of the conspiracy. ***We have some business***, etc.—They are hiding their proper intentions—they pretend to have some *state* business on hand ; মহারাজকুমারের সঙ্গে আমাদের কিছু কাজ আছে। *With his Royal Highness*—with Prince Dimitri. *Urgent*—pressing ; জরুরী। *Urgent business*—they cannot wait —they must do their deed immediately.

[facing round]—the stage direction means that the Doctor has so-long been examining the chest—he has now done with testing and turns his face to answer Girnitza. মঞ্চ নির্দেশনার বোঝাচ্ছে যে, ডাক্তার এতক্ষণ ধ'রে কুমারের বুক পরীক্ষা করছিলেন; এখন পরীক্ষা ক'রে মুখ ঘুরিয়ে তাকালেন। *Grave*—serious ; demanding immediate attention. বিশেষ প্রয়োজনীয়। *I fear my business is more grave*—The Doctor stops the officers by telling them that his business is graver than their business and needs more immediate attention and he continues testing ; ডাক্তার এই ব'লে অফিসারদের থামিয়ে দিলেন যে, তাঁর কাজ আরও প্রয়োজনীয়। *I have the saddest of duties to perform*—He has already finished testing and he is going to declare the findings. He says that it is not merely a graver business he is engaged in, but he will have to perform a very sad duty in this connection. He does not say what it is. He says it in all seriousness. পরীক্ষা শেষ ক'রে তিনি তাঁর সিদ্ধান্ত ঘোষণা করতে গিয়ে বল্লেন, তাঁর কাজ যে কেবল একান্ত জরুরী তাই নয়, সবচেয়ে দুঃখজনকও বটে। *Saddest*—সবচেয়ে দুঃখের। *To perform*—to put into execution ; সম্পন্ন করা। *You*—He means the Kranitzki officers standing before him. *Would lay down*—would give up ; পাত করবেন। *Would gladly lay down your lives*—It is the height of irony. Dr. Stronetz knows that the officers intend to take the life of the Prince, and knowing that he describes them as most loyal servants of the Prince ready to sacrifice themselves for the Prince. আপনারা খুশী হয়ে আপনাদের প্রাণপাত করবেন। ডাঃ স্ট্রোনেৎজের কথাগুলো ব্যঙ্গের চূড়ান্ত উদাহরণ। ডাঃ স্ট্রোনেৎজ্ জানেন যে এরা দুষ্ট প্রকৃতির এবং যুবরাজকে হত্যা করবার জন্যেই এরা উপস্থিত; তথাপি তিনি এদের রাজানুগত বলে বর্ণনা করেছেন।

Perils—dangers ; বিপদ-আপদ। *Avert*—prevent ; ward off ; প্রতিরোধ করা ; এড়ানো। *Which even your courage*, etc.—You cannot prevent or ward off those dangers by courageously standing against them ; human courage is of no avail ; your readiness to sacrifice yourselves for the sake of the Prince will not stop that event. 'Your courage'—an abstract idea is used to mean concrete persons. এমন সব বিপদ-আপদও আছে আপনাদের সাহসিকতাও প্রতিরুদ্ধ করতে পারে না।

Puzzled—bewildered ; হতভম্ব। Girnitza is the ringleader of the conspiracy. He can't follow Dr. Stronetz and asks him to be more explicit. এই ষড়যন্ত্রের নায়ক গির্নিৎজা ডাক্তারের কথার মর্ম অনুধাবন করতে পারলেন না।

Sent for—called ; আহূত। *To prescribe*—A doctor prescribes medicines for his patients ; ব্যবস্থাপত্র দেওয়া। *Disquieting*—disturbing ; অশান্তিজনক। *Symptoms*—signs of the existence of some disease ; রোগলক্ষণসমূহ। *Disquieting symptoms*—symptoms or signs which disquietened or unnerved the Prince ; শংকা-জনক লক্ষণ। *That have declared themselves*—the symptoms have shown themselves ; আত্মপ্রকাশ করেছে। *My duty is a cruel one*—that is, the announcement will be very painful to the person or persons concerned. *I cannot give him six days to live*—that is, the Prince is to die in six days' time ; ইনি যে ছদিনও বাঁচবেন তা আমি বলতে পারি না। *Dimitri sinks into chair in a pretended collapse*—Note that Dimitri is clever enough ; he reacts most normally as he should, intending to make an impression on the officers. *Sinks*—sits suddenly down in nervousness. *Pretended*—false ; মিথ্যা ; ভাণ করা। *Collapse*—a state of failure of the nerves ; স্নায়বিক দৌর্বল্য। *Nonplussed*—astonished ; বিমূঢ়। *The officers turn to each other nonplussed*—they have never thought of it as a possibility, although Major Vontieff wished it. They are glad to think that it has happened ; and at the same time, they didn't know what they should do. অফিসাররা এর জন্যে প্রস্তুত ছিল না। তারা হতভম্ব হয়ে পড়ল। *You are certain?*—Girnitza wants to be sure of it ; আপনি নিশ্চিত তো ?

[*Laying his hand on Dimitri's shoulder* ; দিমিত্রির কাঁধে হাত রেখে ।]—*Would to God*—I pray to God. *I were*—that is, "I were making a mistake". He says it in answer to Girnitza's "You are not making any mistake ?" Dr. Stronetz says he would be glad if he were wrong, but sadly enough he is not wrong. He says it while sympathizing with the Prince, putting a hand on his shoulder, while he is sitting sunken in the chair. There is a seriousness in the attitude of Dr. Stronetz, which convinces the officers. ডাক্তার বল্লেন ভগবান করুন আমার যেন ভুলই হয়ে থাকে। তিনি কুমারের কাঁধের উপর হাত রাখলেন। ডাক্তারের কথাবার্তায় এমন একটা গুরুগাম্ভীর্য ছিল যে, তাতে ক'রে অফিসারদের তাঁর কথায় বিশ্বাস জন্মাল। [*The officers again turn, whispering to each other*]—They want to consult on this revelation ; অফিসাররা এ সংবাদে নিজেদের মধ্যে আলোচনার জন্যে ঘুরে দাঁড়াল।

It seems our business can wait—They talked of their business as urgent and wanted Dr. Stronetz to leave the room. Now they say that 'their business' can wait ; মনে হয় আমাদের কাজ স্থগিত থাকতে পারে।

Sire—Your Majesty ; [মহারাজ] ইংরেজীতে রাজাকে 'Sire' ('পিতা') ব'লে সম্বোধনের রীতি আছে] । *This is the finger of Heaven*—This may mean three things : (1) He expressed sympathy with the Prince—asks him to endure it as God's will ; (2) He expresses contempt for the Prince that God's hand is against him ; (3) that after all, God has heard his own prayer. It was Major Vontieff who wished that the Prince was a little bit older—he also wished that God's finger, instead of theirs, had removed him. এ উক্তিটির তিন রকমের ব্যাখ্যা হ'তে পারে : (১) ফন্টীয়েফ কুমারের প্রতি এই ব'লে সহানুভূতি প্রকাশ করছে যে, এ হ'ল ভগবানের মার, এ সয়ে যেতেই হবে ; (২) ভগবানও যে কুমারের বিপক্ষে—এই ইঙ্গিত ক'রে কুমারকে সে বিদ্রূপ ক'রে থাকতে পারে। (৩) ভগবান যে তার প্রার্থনা পূরণ করেছেন, স্বহস্তে কুমারকে সরিয়ে নিয়ে কার্লের পথ নিষ্কণ্টক ক'রে দিচ্ছেন, তার জন্যে সে সুখী হয়েছে। Then they salute the Prince and leave him to his fate.

N. B. The doctor started it as a pretence; but as soon as he put it on, he found real symptoms of danger, and so he continued while the officers stood silently before him. It is an excellent case of dramatic irony. He wanted to befool the officers with a false test, but he had to make a real test—and he was himself befooled by fate. Fate seemed to take a falsehood of his and twined it into a dire truth. As yet the Prince does not know anything of the dire truth, he takes it as a fine trick. To the audience the disclosure comes afterwards. ডাক্তার যুবরাজের স্বাস্থ্য-পরীক্ষা একটা ছল হিসেবেই শুরু করেন, কিন্তু দেখা গেল সত্যই যুবরাজ কঠিন রোগে আক্রান্ত। তিনি তাঁর পরীক্ষা চালিয়ে গেলেন, আর অফিসাররা চুপচাপ দাঁড়িয়ে তা লক্ষ্য করতে লাগেল। ঘটনাটা নাটকীয় ভাগ্য বিড়ম্বনার এক চমৎকার নিদর্শন। মিথ্যা অছিলায় তিনি অফিসারদের বোকা বানাতে গিয়েছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁকেই নিয়তির কাছে বোকা বনে যেতে হল। নিয়তি তাঁর মিথ্যাকে কঠোর সত্যে দাঁড় করিয়ে দিল। যুবরাজ এই নিষ্ঠুর সত্যের কিছুই জানতে পারেন নি, তাই তিনি এটাকে এক অভিনব কৌশল হিসাবেই মনে করেছেন। দর্শকদের কাছে কিছু পরেই অব্যর্থ সত্য উদঘাটিত হবে।

Expl. : *I know you would......avert.* [Lines 124-127]

These lines are from H. H. Munro's *The Death-Trap.* In these lines Dr. Stronetz tells the Kranitzki officers about a sad duty he has got to perform in connection with his obligations to the Prince.

Dr. Stronetz has heard from the Prince that he is caught in a trap. The Kranitzki Regiment officers will soon enter his room and kill him. Dr. Stronetz offers to give the Prince a drug to poison himself. The Prince prefers to stay and experience his own killing. Dr. Stronetz is overwhelmed with the Prince's courage. The Prince requests him to leave the room, but he does not. He stays with the Prince to be killed at the hands of the officers.

The Prince prepares himself by drawing himself up at a corner. Then the officers arrive. Suddenly Dr. Stronetz makes a move to the Prince, tears open his tunic and begins to examine his chest, and after some minutes, while the officers ask him to finish with it, he says that he has a grave duty to perform. Without saying what it is, he only tells them that he must tell them a very sad thing, and that in spite of their

most courageous and loyal efforts. They cannot prevent it happening to the Prince.

Note : Here is a fine piece of Irony. Dr. Stronetz knows they are disloyal officers and they are set on killing the Prince. The officers do not know that Dr. Stronetz knows it, and they take it for an innocent remark. Anyway, they have got to swallow it.

ব্যাখ্যা : আলোচ্য অংশটি H. H. Munro-র লেখা *The Death-Trap* নামক একাঙ্ক-নাটিকার অন্তর্গত।

আলোচ্য অংশটিতে ডাঃ স্ট্রোনেৎজ্ ক্রানিৎজ্কি অফিসারদের তাঁর নিজস্ব কর্তব্য সম্বন্ধে বলছেন।

তিনি বলছেন তাঁরা সবাই যুবরাজের প্রতি কর্তব্যে আবদ্ধ, কিন্তু তাঁকে অত্যন্ত দুঃখজনক একটা কর্তব্য করতে হবে।

ডাঃ স্ট্রোনেৎজ যুবরাজের মুখে শুনেছেন ক্রানিৎজ্কি বাহিনীর অফিসাররা তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছেন এবং তিনি তাঁদের ষড়যন্ত্রের জালে বন্দী। তাঁরা এখনই তাঁকে হত্যা করতে আসবেন। ডাঃ স্ট্রোনেৎজ্ যুবরাজকে বিষ দিতে চাইলেন, যে বিষপান করলে তারা এসে দেহে আঘাত করার আগেই তিনি মারা যেতে পারেন। কিন্তু যুবরাজ এই স্বেচ্ছামৃত্যু গ্রহণ করলেন না--তিনি বললেন তিনি 'খুন' হ'তে চান—তিনি কোনোদিন খুন দেখেন নি, অন্ততঃ নিজের খুনটা দেখে মরবেন। যুবরাজের সাহসে ডাঃ স্ট্রোনেৎজ্ মুগ্ধ হ'লেন। তিনিও যুবরাজের সঙ্গে খুন হবার সঙ্কল্প করলেন।

যুবরাজ মৃত্যুর জন্যে তৈরি হ'লেন। আগে থাকতেই তিনি এক কোণে গিয়ে টান হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। ইতিমধ্যে অফিসাররা এসে পড়ল। ডাঃ স্ট্রোনেৎজ্ হঠাৎ ছুটে যুবরাজের কাছে এগিয়ে এলেন, এবং তাঁর টিউনিক ছিঁড়ে তাঁর বুক পরীক্ষা করতে লাগলেন। অফিসাররা তখন দাঁড়িয়ে। তারা একটু পরেই তাঁকে ঘর থেকে চলে যাবার নির্দেশ দিলে। ইতিমধ্যে তিনি পরীক্ষা সমাপ্ত করেছেন। তিনি বললেন তাঁকে অত্যন্ত বেদনাদায়ক একটা কাজ করতে হচ্ছে—তাঁকে এমন একটা ঘটনার কথা বলতে হচ্ছে যা অফিসাররা তাঁদের সমস্ত সাহস এবং রাজানুগত্য দিয়েও প্রতিরোধ করতে পারবেন না—সে ঘটনা ঘটবেই। কী ঘটনা, সে কথা এখনও তিনি বলেন নি। এটি একটি মুখবন্ধ।

মন্তব্য : এই কয় পঙ্‌ক্তিতে একটা আশ্চর্য ব্যঙ্গ পরিবেশন করা হয়েছে। ডাঃ স্ট্রোনেৎজ্ জানেন এরা দূরভিসন্ধিপূর্ণ অথচ তিনি এদের সম্বোধন করছেন এমনভাবে যেন ওরা যুবরাজের প্রতি কত অনুগত, যুবরাজের জন্যে প্রাণত্যাগ

করতেও প্রস্তুত। যারা যুবরাজের প্রাণ নিতে এসেছে, তাদের এইসব কথা শোনানোর মধ্যে একটা চমৎকার ব্যঙ্গ আছে। তারাও মনে করছে ডাক্তার যদি তাদের মনের কথা জানতেন, তাহ'লে নিশ্চয়ই এ রকম কথা বলতেন না।

Grammar and Composition: *tense*—adjective. predicatively used of the subject 'he'.

tear open—here *open* is adjective, predicatively used of the object 'your tunic'.

swing open—here *open* is adjective, predicatively used of the subject 'the door'.

to leave—infinitive used adjectivally to qualify 'the goodness'.

to perform—infinitive used adjectivally to qualify 'the saddest of duties'.

Note the use of *send for* (=send a message requiring or requesting to come or be brought):

They *sent for* the doctor at once.

I sent for a carriage and took him to hospital.

He (Hamlet) *was sent for* by the Queen, his mother, to a private conference—LAMB.

অনুবাদ: [দূরে শোনা গেল কুচকাওয়াজের ব্যাণ্ড]

দিমিত্রি: আঁদ্রীব বাহিনী শহর ত্যাগ করে চলে যাচ্ছে। এখন আর ওরা বেশি সময় নষ্ট করবে না। [তিনি স্টোভের দিকের কোণে গিয়ে টান হ'য়ে দাঁড়ালেন] চুপ্। ঐ ওরা আসছে।

স্ট্রোনেৎজ্: [হঠাৎ ছুটে দিমিত্রির দিকে] তাড়াতাড়ি। তাড়াতাড়ি। একটা মতলব এসেছে। বুকের কাছটায় আপনার টিউনিক ছিঁড়ে খুলে ফেলুন। [তিনি যুবরাজের টিউনিক খুলে ফেললেন, এবং তাঁর হৃদ্‌যন্ত্র পরীক্ষা করতে লাগলেন; দরজা খুলে গেল এবং তিনজন অফিসার ঘরে এসে ঢুকল। স্ট্রোনেৎজ্ হাতনাড়া দিয়ে তাদের শান্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে বললেন এবং পরীক্ষা করতে লাগলেন। অফিসাররা তাঁর দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে রইল।]

গিরুনিৎস্কা: ডাঃ স্ট্রোনেৎজ্, আপনি কি যুবরাজের ঘর ছেড়ে গিয়ে আমাদের অনুগৃহীত করবেন? যুবরাজের সঙ্গে আমাদের একটু কাজ আছে। হ্যাঁ, জরুরি কাজ, ডাঃ স্ট্রোনেৎজ।

স্ট্রোনেৎজ্: [তাদের দিকে মুখ ঘুরিয়ে] ভদ্রমহোদয়গণ, আমি দুঃখিত যে আমার কাজ আরও বেশি গুরুতর। আমাকে অত্যন্ত দুঃখজনক কর্তব্য করতে হচ্ছে। আমি জানি আপনারা সকলেই যুবরাজের জন্যে প্রাণ পর্যন্ত

ত্যাগ করতে প্রস্তুত, কিন্তু এমন কতকগুলো বিপদ আছে যা সাহসের দ্বারাও প্রতিরোধ করা যায় না।

গিবৃনিৎজা : [বুঝতে না পেরে] আপনি কিসের কথা বলছেন, মহাশয় ?

স্ট্রোনেৎজ্ : তাঁর শরীরে উদ্বেগজনক লক্ষণ প্রকাশ পাওয়ায় যুবরাজ আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন ব্যবস্থাপত্রের জন্যে। আমার পরীক্ষা করা শেষ হয়েছে। যা হ'ক আমার কাজ অত্যন্ত নিষ্ঠুর—যুবরাজের আর দু'দিনের বেশি আয়ু আছে বলে মনে হচ্ছে না।

[দিমিত্রি চেয়ারে বসে পড়লেন যেন সত্যিসত্যিই ভেঙে পড়েছেন এইভাবে। অফিসাররা পরস্পরের দিকে তাকাতে লাগল, তারা হতভম্ব হয়ে গেছে।]

গিবৃনিৎজা : আপনি নিশ্চিত জানেন ? আপনি তো মারাত্মক কথা বলছেন। আপনি ভুল করছেন না তো ?

স্ট্রোনেৎজ্ : [দিমিত্রির কাঁধে হাত রেখে] ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, ভুলই যেন হয়ে থাকে।

[অফিসাররা আবার পরস্পরের দিকে তাকাল, চুপিচুপি কথাবার্তা বলতে লাগল।]

গিবৃনিৎজা : আমাদের কাজ বোধ হয় অপেক্ষা করতে পারে।

ফস্তীয়েক : [দিমিত্রির দিকে চেয়ে] মহারাজ, ঈশ্বরের হাত।

এই বলে হাত তুলে নমস্কার করে চলে গেল।

Short Questions and Answers

Q. 1. 'Now they won't waste much time'.—*Who says this and to whom? Who are 'they'? What does the speaker mean by this?* [এই কথা কে কাকে বলছেন ? 'তারা' বলতে কাদের বোঝাচ্ছে ? এই কথার দ্বারা বক্তা কি বোঝাতে চেয়েছেন ?]

Ans. Prince Dimitri says this to Dr. Stronetz. 'They' refers to the three officers of the Kranitzki Regiment, who are out to kill Prince Dimitri. The Andrieff Regiment that is on duty now is marching out to be replaced by another Regiment. The Kranitzki officers have been waiting for this moment to fulfil their mission, because they do not rely on the Andrieff Regiment. So the Prince is sure that the conspirators will be coming very soon to kill him. They will not miss this opportune moment.

[যুবরাজ দিমিত্রি এই কথা বলছেন ডাঃ স্ট্রোনেৎজকে। 'তারা' বলতে ক্রানিৎস্কি বাহিনীর তিনজন চক্রান্তকারী অফিসারকে বোঝানো হয়েছে, যারা

যুবরাজকে হত্যা করতে চায়। কর্তব্যরত আঁত্রীব বাহিনী এই সময় ছুটি পেয়ে বাইরে চলে যাচ্ছে। ক্রানিৎজকি অফিসাররা ঠিক এই সময়ের অপেক্ষাতেই আছে, কারণ আঁত্রীব বাহিনীকে তারা বিশ্বাস করতে পারছে না। এই কারণেই দিমিত্রির নিশ্চিত বিশ্বাস যে চক্রান্তকারীরা এই মুহূর্তেই এসে পড়বে, এই সুযোগ তারা কিছুতেই নষ্ট করবে না।]

Q. 2. *Why did Dr. Stronetz suddenly begin to examine the Prince's heart?* [ডাঃ স্ট্রোনেৎজ্ হঠাৎ যুবরাজের বুক পরীক্ষা করতে আরম্ভ করলেন কেন?]

Ans. The conspirators, who were about to enter the room, were out to kill the Prince. Dr. Stronetz loved the Prince and wanted to save him. So he quickly came up to the Prince and began to test his heart as a pretence only to befool the conspirators and to have an opportunity to save the Prince.

[যে ষড়যন্ত্রকারীরা যুবরাজকে হত্যা করতে উদ্যত, তারা ঘরে প্রবেশ করতে আসছিল। ডাঃ স্ট্রোনেৎজ্ যুবরাজকে ভালবাসতেন এবং তাঁকে রক্ষা করতে চেয়েছিলেন। তাই তিনি দ্রুত এগিয়ে এসে যুবরাজের বুক পরীক্ষা করতে আরম্ভ করলেন। ষড়যন্ত্রকারীদের বোকা বানাবার জন্য এবং যুবরাজকে বাঁচাবার একটা সুযোগ নেবার জন্যই স্ট্রোনেৎজ্ বুক পরীক্ষার ভান করেছিলেন।]

Q. 3. 'I fear my business is more grave.'—*Who said this and to whom? What was the occasion?*

[একথা কে কাকে বলেছেন? কি প্রসঙ্গে একথা বলা হয়েছে?]

Ans. Dr. Stronetz said this to the three conspirators of the Kranitzki Regiment. The officers entered the room to kill Prince Dimitri. But they saw Dr. Stronetz examining the chest of the Prince. Dr. Stronetz intended to save the Prince. The officers asked him to leave the room as they had some urgent piece of business with the Prince. At this Dr. Stronetz told them that his business was more grave as the Prince's health showed some disquieting symptoms.

[একথা ডাঃ স্ট্রোনেৎজ বলেছিলেন ক্রানিৎজকি বাহিনীর তিনজন চক্রান্তকারী অফিসারকে। তারা যুবরাজ দিমিত্রিকে হত্যা করবার জন্য ঘরে ঢুকেই দেখল যে ডাঃ স্ট্রোনেৎজ যুবরাজের বুক পরীক্ষা করছেন। ডাক্তারকে তারা ঘর

থেকে যেতে বলল, কারণ যুবরাজের সঙ্গে তাঁদের জরুরী কাজ রয়েছে। এরই উত্তরে ডাক্তার বললেন যে তাঁর কাজটা আরও ঢের বেশী জরুরী, কারণ যুবরাজের স্বাস্থ্যে কিছু উদ্বেগজনক লক্ষণ দেখা গেছে।]

Q. 4. *What did Dr. Stronetz mean by saying that his duty was a cruel one?* [তাঁর কর্তব্য নিষ্ঠুর—একথার দ্বারা ডাঃ স্ট্রোনেৎজ কি বলতে চেয়েছেন ?]

Ans. Dr. Stronetz began to test the Prince's chest to befool the officers. But he really found that the Prince was going to die within six days. It was a cruel truth. So he says to the officers that to reveal this truth was a cruel duty on his part.

[অফিসারদের বোকা বানাবার উদ্দেশ্যেই ডাঃ স্ট্রোনেৎজ যুবরাজের বুক পরীক্ষা শুরু করেছিলেন। কিন্তু দেখা গেল যুবরাজ আর ছয় দিনের মধ্যেই মারা যাবেন। এটা নিষ্ঠুর সত্য। তাই তিনি অফিসারদের বললেন যে এই সত্য প্রকাশ করাটা তাঁর পক্ষে এক নিষ্ঠুর কর্তব্য।]

Q. 5. *What did Prince Dimitri do when Dr. Stronetz declares the result of his examination?* [ডাঃ স্ট্রোনেৎজ যুবরাজের স্বাস্থ্য পরীক্ষার ফল ঘোষণা করার পর যুবরাজ কি করলেন ?]

Ans. On hearing the statement of Dr. Stronetz Prince Dimitri sank into the chair in pretended collapse.

[ডাঃ স্ট্রোনেৎজের কথা শুনে যুবরাজ মনের দুঃখে ভেঙ্গে পড়ার ভান করে চেয়ারে এলিয়ে পড়লেন।]

Lines 142-168 : [Dim. (brokenly) Leave me......give me that little bottle.]

Gist : The officers leave the room. Dimitri jubilantly (আনন্দের সঙ্গে) turns to Dr. Stronetz to thank him. He congratulates him on his brilliant idea and is glad that these officers have been befooled. Dr. Stronetz quietly tells him that it was not altogether an inspiration but a look in the Prince's eyes suggested it—he looked like a man stricken with a mortal disease. The Prince fails to realize the implications (তাৎপর্য). He thanks Dr. Stronetz all the same, and tells him that once he is saved from these officers, he may survive (বেঁচে যেতে পারেন). They will not dare do anything when the

Lonyadi Regiment arrives. Then Dr. Stronetz disillusions (মোহ ভঙ্গ করলেন) him by saying that the Prince is really stricken by a mortal disease and what he has told the officers is plain truth. The Prince is upset (দমে গেলেন). He complains that Dr. Stronetz should not have saved him from these ruffians. That would have been less cruel. This waiting for death is more cruel. Then he asks him to give him the bottle of poison he once refused.

সারার্থ : অফিসাররা প্রকোষ্ঠ থেকে বেরিয়ে গেল। দিমিত্রি সোৎসাহে ডাঃ স্ট্রোনেৎজকে ধন্যবাদ দিলেন তাদের বোকা বানাবার জন্যে। ডাক্তার তাঁকে বল্লেন, ব্যাপারটা তাঁর প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের নিদর্শন নয়, কুমারের চোখে তিনি একটা লক্ষণ দেখে তাঁর হৃদ্‌যন্ত্র পরীক্ষা করতে উদ্যত হন। কুমার ডাক্তারের কথায় ততটা আমল না দিয়ে, ফের তাঁকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন ক'রে বল্লেন, এ যাত্রায় তিনি যখন রেহাই পেয়ে গেলেন তখন আর তেমন ভয় নেই, লোনিয়াডি বাহিনী এসে পড়লে এই অফিসাররা আর কিছু করতে সাহস করবে না। ডাক্তার উত্তরে বল্লেন, বাস্তবিকই কুমার সাঙ্ঘাতিক পীড়ায় আক্রান্ত, দু-দিনও বুঝি বাঁচবেন না। এবার কুমার অসন্তুষ্ট হ'লেন; তিনি অনুযোগ করলেন অনর্থক কেন ডাক্তার তাঁকে তখন মৃত্যুর কবল থেকে রক্ষা করতে গেলেন, মৃত্যুর জন্যে অপেক্ষা ক'রে ব'সে থাকার চেয়ে এক কোপে কেটে যাওয়াই ঢের ভালো। তিনি কিছুক্ষণ আগে যে বিষের শিশি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, সেটা এবার চাইলেন।

Notes, etc. : *Brokenly*—ভেঙে পড়েছেন এই ভাবে। *Leave me*—আমাকে ছেড়ে চলে যান, অর্থাৎ আমার সামনে থেকে চলে যান। *They salute......withdraw*—তারা সেলাম ক'রে আস্তে আস্তে চলে গেল। *Slowly raises his head*—from a pretended position of collapse. *Springs*—jumps; লাফিয়ে উঠল। *Springs to his feet*—stands up from a position of sitting by a jerk; ঝাঁকুনি দিয়ে পায়ের উপর দাঁড়ালেন বসা অবস্থা থেকে। *Rushes to (the) door and listens*—in order to know whether or not those treacherous officers have gone to a safe distance or whether they are at the door eavesdropping. বিশ্বাসঘাতক অফিসাররা বাস্তবিক চলে গেছে, না কি আড়ি পেতে শুনছে, তাই বোঝাবার জন্যে কুমার দোরের পাশে ছুটে গিয়ে কান পেতে রইলেন।

Spoofed—befooled (colloquial); বোকা বানানো। (

sound indicates contempt). ***Ye gods***—Gods may **see it and** wonder ; হে দেবগণ ! *What an idea*—that is, a brilliant idea ; কী বুদ্ধি !

Quietly—Note the stage direction. Dr. Stronetz stands quietly and does not share the jubilation (or high glee) of Dimitri ; ডাক্তার কুমারের এই উল্লাসে উল্লসিত নন, তিনি শান্ত।

Altogether—completely ; wholesale ; একদম। *Inspiration*—an original idea without and external stimulus or source ; চিন্তা বা প্রেরণা যা সম্পূর্ণ অন্তর থেকে উৎসারিত। *Suggested*—prompted to the mind. ***Stricken with***—attacked by ; আক্রান্ত। *A mortal disease*—a fatal disease ; disease causing death ; সাংঘাতিক ব্যাধি বা কালব্যাধি।

Never mind—it does not matter ; it is all the same whether the idea is a true inspiration or derived. *The Lonyali Regiment*—It is a regiment loyal to the Prince. It will be in the town in an hour and take the place of the Andrieff Regiment. ***Girnitza's gang***—Girnitza and the two other officers and all those who are with him. *Gang*—a small party of violent and murderous men ; গুণ্ডা বা খুনের দল। *Daren't to risk anything*—কিছু করতে সাহস করবে না। *Fooled*—befooled ; made fool of.

Sadly—note the contrast ; while the Prince is overjoyed, Stronetz is very sad. *I haven't fooled them*—It comes as a baffling statement and the Prince does not understand it. So he looks at Dr. Stronetz with a long stare. আমি ওদের বোকা বানাই নি। ডাক্তারের এই উক্তির অর্থ বুঝতে না পেরে কুমার তাঁর দিকে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইলেন। *A real examination*—a real examination of the Prince's heart and not a fake one as the Prince took it for. *Those brutes*—those officers ; ঐ পশুরা। *Malady*—disease, here a heart-disease ; পীড়া।

Bitterly—The jubilant feeling of his heart quickly gives way to a sad and bitter feeling. He is sad that he is going to die—and bitter that it should come after hopes had been raised of escape from the conspirators ; তিক্তভাবে। যুবরাজ আশা করেন তিনি বেঁচে গেলেন। তারপরই বুঝলেন বেঁচে যাওয়াটা একটা

বিঃসনা, মৃত্যু তাঁর অবধারিত, সুতরাং তাঁর কণ্ঠে একটা তিক্ততার ঝাঁঝ। জীবনটা যেন একটা প্রচণ্ড পরিহাস।

Death—Here 'Death' has been personified. The Prince has been thinking of death as an evil angel. *I am afraid*—আমি শঙ্কিত; আমি বলতে কুণ্ঠিত। (a turn of speech). *Has come twice*—death came first with the Kranitzki officers but had to go back befooled by Dr. Stronetz. Death came immediately in the shape of a disease. মৃত্যু এসেছে দু' দুবার—প্রথমে ক্রানিৎস্কি অফিসারদের জিঘাংসার রূপ ধ'রে, তারপর পীড়ার আকারে। That shows Death is too serious about his business. এ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে (মৃত্যু) বড্ডই উৎসুক হয়ে উঠেছে কুমারকে নিয়ে যাবার জন্যে। *He*—Death, *Must be in earnest*—must be too serious in his intentions—that is, in taking away the Prince from this world He is not going to be baffled. যেন মৃত্যু দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে উপস্থিত, সে যুবরাজকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবেই। *Earnest*—serious; ardent, zealous; উৎসুক; আগ্রহশীল। *Passionately*—with anger and emotion in his voice; সরোষে; উদ্দীপ্ত হয়ে। *This 'to be left till called for' businss*—The Prince is told that he will die in six days that is, he has got to wait for death. Death may come at any time and call for him. This waiting for death is painful. It is a severe strain on the nerves (স্নায়ুর উপর প্রচণ্ড চাপ). It is crueller than death itself. The Prince tells Dr. Stronetz that he should have allowed those men to kill him, that were better than this waiting for death. মৃত্যুর জন্যে প্রতিমুহূর্ত অপেক্ষা করে থাকাটা মৃত্যুর চেয়ে বীভৎস। এই প্রতীক্ষা স্নায়ুগুলোতে এক অসহ্য যন্ত্রণার সৃষ্টি করবে—তার চেয়ে সদ্য মৃত্যু অনেক ভালো। *Paces*—advances step by step; এক পা এক পা করে এগিয়ে যাওয়া। *Turns suddenly*—হঠাৎ ফিরে দাঁড়ালেন। *Escape*—পালাবার পথ। *From a cruel death*—from a death in the hands of the Kranitzki officers, a bloody and violent death—a death that was already come; নৃশংস কিন্তু উপস্থিত মৃত্যু। *A crueller death*—a death that will have to be waited for is a crueller death—it works on nerves and that is more terrible than facing death immediately মৃত্যুর জন্যে অপেক্ষা করে থাকা মৃত্যুর চেয়ে কষ্টকর।

Monarch—an independent Prince, unaccustomed to such waiting etc., স্বাধীন রাজা। ***That little bottle***—bottle of poison which he once refused.

Expl. : *It was not altogether on inspiration, Dimitri. A look in your eyes suggested it.* **[H. S. '73]** [Lines 146-148]

These lines are taken from H. H. Munro's one-act play *The Death-Trap*. Dr. Stronetz said these words to Prince Dimitri after the conspirators had left the room having heard from Dr. Stronetz that the Prince would not live for more than six days.

When the conspirators burst into Prince Dimitri's room to kill him, Dr. Stronetz rushed to the Prince. He tore open his tunic and began testing his heart. The conspirators asked the doctor to leave the room as they had some important business with the Prince. But the doctor refused to do so, saying that his business with the Prince was much more important. And then he declared that the Prince would die of a fatal disease within six days. The conspirators then left the room thinking that they had no need now to kill the Prince.

The Prince was very glad to think that he was saved. He thanked Dr. Stronetz for his brilliant idea to befool the conspirators.

At this Dr. Stronetz said that he was not really prompted by any inspiration or ready wit to befool the officers. A look in the Prince's eyes suggested that he was struck with a mortal disease.

ব্যাখ্যা ঃ H. H. Munro-র লেখা একাঙ্ক নাটক *The Death-Trap* থেকে এই কয় পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত হয়েছে। ষড়যন্ত্রকারীরা যখন ডাঃ স্ট্রোনেৎজের কাছ থেকে যুবরাজের আসন্ন মৃত্যুর কথা শুনে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল তখন ডাক্তার এই কথাগুলো যুবরাজ দিমিত্রিকে বলেছিলেন।

যুবরাজকে হত্যা করবার উদ্দেশ্যে তাঁর ঘরে যখন ষড়যন্ত্রকারী অফিসাররা ঢুকল, তখন ডাঃ স্ট্রোনেৎজ্ ছুটে গিয়ে যুবরাজের জামা ছিঁড়ে ফেলে তাঁর বুক পরীক্ষা শুরু করলেন। অফিসাররা তাঁকে ঘরের বাইরে যেতে বললে ডাক্তার বললেন তাঁর কাজটা আরও জরুরী। তিনি তারপরই ঘোষণা করলেন যে যুবরাজ আর ছয়দিনের মধ্যেই মারাত্মক এক ব্যাধিতে মারা যাবেন। একথা শুনে অফিসাররা বাইরে চলে গেল, কারণ তাদের আর এ অবস্থায় যুবরাজকে মারবার কোন দরকার রইল না।

অফিসাররা চলে যেতেই যুবরাজ ভাবলেন তিনি এযাত্রা রক্ষা পেলেন। অফিসারদের বোকা বানাবার এই অপূর্ব কৌশলের জন্য তিনি ডাক্তারকে ধন্যবাদ দিলেন। এই সময়ই ডাক্তার তাঁকে বললেন যে অফিসারদের বোকা বানাবার কোন মতলব নিয়ে তিনি যুবরাজের বুক পরীক্ষা করেন নি। যুবরাজের চোখের দৃষ্টি দেখেই তিনি টের পেয়েছিলেন যে যুবরাজ এক মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হয়েছেন।

Expl. : *I am a monarch......death.* [Lines 167-68]

This is taken from H. H. Munro's ***The Death-Trap***. These words are said by Dimitri.

The Kranitzki officers enter the Prince's chamber with an intention to kill the Prince. But when they hear from Dr. Stronetz that the Prince has only six days more to live, they at once drop their plan, waiting for Providence to play the role in their place. The Prince thinks that Dr. Stronetz has 'spoofed' them or utterly befooled them. He comes forward to thank Dr. Stronetz for having saved his life and congratulates him on his brilliant idea.

Then the Doctor reveals to him that it has not been wholly an inspiration, but it has been suggested to his mind by a look in the Prince's eyes—the look of a man stricken with a mortal disease. The Prince does not realize the implications, and says that it does not matter. What matters is that he is saved from the Kranitzki officers, who will never dare do harm when the Lonyadi regiment arrives. Then Dr. Stronetz discloses (প্রকাশ করলেন) that he is really marked by doom and he is going to die in six days. He began falsely, but he ended by making a real examination and the examination has revealed that the Prince is under the shadow of death. So when he told the officers that the Prince was going to die in six days, he did not tell it to befool them : he told the plain truth.

The Prince now realizes the situation. He thought he was safe—once for all, and now he finds that he is not. It is heart-breaking. Yet the Prince endures (সহ্য করলেন) it. He complains that Dr. Stronetz should not have saved him. That would have been less cruel than this waiting for death. Then he says that he is a monarch and he will not be waiting for anybody—be it death, and so he will kill himself and make an end of this waiting business. With these words the Prince

asks him to give him the bottle of poison which the Prince refused to have sometime back.

ব্যাখ্যা ঃ আলোচ্য অংশটি H. H. Munro লিখিত *The Death-Trap* নামক একাঙ্কিকা থেকে গৃহীত। আলোচ্য পঙক্তিটি দিমিত্রির উক্তি।

যুবরাজ দিমিত্রিকে হত্যা করবার জন্যে ষড়যন্ত্রকারীরা তাঁর ঘরে প্রবেশ করবার আগে ডাক্তার স্ট্রোনেৎজ্ তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসেন ; তারপর যুবরাজের মুখে সব ব্যাপার শুনে ভীষণ ভয় পেয়ে যান। তিনি যুবরাজকে বিষ পান করে এই নৃশংস মৃত্যু এড়াবার পরামর্শ দেন, কিন্তু যুবরাজ সে পরামর্শ গ্রহণ করেন না। তখন ডাঃ স্ট্রোনেৎজ্ও কুমারের সঙ্গে মৃত্যুবরণ করার জন্যে তৈরি হন। এই সময়ে ষড়যন্ত্রকারীরা ঘরে প্রবেশ করে। ষড়যন্ত্রকারীরা প্রবেশ করতে না করতেই ডাঃ স্ট্রোনেৎজ্ ছুটে গিয়ে (যুবরাজ এক কোণে মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন) তাঁর টিউনিক ছিঁড়ে, তার বুক পরীক্ষা করতে আরম্ভ করেন, এবং পরে অপেক্ষমাণ ষড়যন্ত্রকারীদের বলেন যে, যুবরাজ মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েছেন এবং তিনি ছ'দিনের বেশি বাঁচবেন না। কথাটা শুনে ষড়যন্ত্রকারীরা তাদের হত্যাকাণ্ডের পরিকল্পনা ত্যাগ ক'রে ভগবানের মার বলে খুশি হয়ে চলে গেল।

তারা চলে যেতেই যুবরাজ ডাঃ স্ট্রোনেৎজকে প্রশংসা করে বলেছেন, আশ্চর্য তাঁর তৎপরতা এবং বুদ্ধির খেলা। ডাঃ স্ট্রোনেৎজ্ তাঁকে তাঁর জীবন দান করলেন। একবার লোনিয়াডি বাহিনী এসে পড়লে এই ষড়যন্ত্রকারীরা আর কিছু করতে সাহস করবে না।

ডাঃ স্ট্রোনেৎজ্ নিরুৎসাহিত ভাবে বললেন যে, এটা সম্পূর্ণ তাঁর বুদ্ধির খেলা নয় ; তিনি যুবরাজের চোখে এমন এক দৃষ্টি দেখেন যা তাঁর মাথায় এই বুদ্ধি জোগায়—অথবা বলা যায় তিনি ঐ রকম একটা ধোঁকা দিতে গিয়ে দেখেন সত্যিসত্যিই তিনি এক কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েছেন—তিনি ষড়যন্ত্রকারী অফিসারদের যা বলেছেন, তা একটুও বানিয়ে বলেন নি, পরীক্ষার ফলে যা পেয়েছেন, তাই বলেছেন। যুবরাজ সত্যি-সত্যিই আর ছ'দিনের বেশি বাঁচবেন না।

যে মুহূর্তে তিনি ভাবছেন বেঁচে গেলেন, সেই মুহূর্তে এই রকম একটা কথা শুনে যুবরাজ অবশ্যই ভীষণ মর্মাহত হলেন। তিনি প্রায় ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন। ডাঃ স্ট্রোনেৎজ্কে বললেন, কেন তিনি তাঁকে ষড়যন্ত্রকারীদের হাত থেকে বাঁচাতে গেলেন। সেই মৃত্যু তাঁর ভালো ছিল। তিনি এখনও মৃত্যুর জন্যে অপেক্ষা করতে পারবেন না—এ আরও ভীষণ, আরও নৃশংস, আরও নিষ্ঠুর।

তারপর সদন্তে বললেন—আমি রাজা। আমি কারুর জন্ত অপেক্ষা করতে পারব না। আমি এখনই মরব। এই ব'লে তিনি ডাঃ স্টোনেৎজের কাছে বিষের শিশিটা চাইলেন, যে শিশি তিনি কিছুক্ষণ আগে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।

Grammar and Composition : *inspiration*—noun, predicatively used of the subject 'It'.

with a mortal disease—adverb-phrase, qualifying 'were stricken'.

at any moment—adverb-phrase, qualifying 'will be here',

in earnest—adverb-phrase, qualifying 'must be'.

of escape—adjective-phrase, qualifying 'a way'.

waiting—present participle, used predicatively of the subject 'I'.

অনুবাদ : [তারা যুবরাজকে অভিবাদন ক'রে আস্তে আস্তে ঘর থেকে চলে গেল। দিমিত্রি আস্তে আস্তে মাথা তুললেন, তারপর ঝট করে দাঁড়ালেন, দরজার কাছে ছুটে গিয়ে কান পেতে শুনতে লাগলেন, তারপর ফিরলেন, মুখে হাসি ; ডাক্তারের দিকে ফিরে বললেন :]

দিমিত্রি : বেশ বোকা বানিয়েছেন। হে দেবগণ! স্টোনেৎজ্, একটা মতলব খাটিয়েছিলেন বটে।

স্টোনেৎজ্ [দিমিত্রির দিকে শান্তভাবে তাকিয়ে থেকে বললেন]—না, সম্পূর্ণ মনগড়া নয়, দিমিত্রি। আপনার চোখের দিকে তাকিয়েই আমার মতলবটা এল। এ দৃষ্টি যেন মারাত্মক ব্যাধিগ্রস্ত লোকের চোখে আমি দেখেছি।

দিমিত্রি : কিসের থেকে বুদ্ধিটা এল তা নিয়ে মাথা না-ই ঘামালেন। আপনি আমাকে বাঁচিয়েছেন। লোনিয়াডি বাহিনী এসে পড়লে গিরনিৎজার দল আর কিছু করতে সাহস করবে না। আপনি ওদের বোকা বানিয়েছেন, বোকা বানিয়েছেন।

স্টোনেৎজ্ [বিষণ্ণভাবে] : আমি ওদের বোকা বানাই নি, বাছা.....

[দিমিত্রি স্টোনেৎজের দিকে অনেকক্ষণ ধরে একদৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন।] আমি সত্যিসত্যিই আপনাকে পরীক্ষা করছিলাম যখন ঐ নরপশুগুলো দাঁড়িয়ে ছিল, এবং আমি ওদের যা বলেছি তা সত্যি কথা। আপনার শরীরে সেই মারাত্মক ব্যাধি সত্যিই বর্তমান।

দিমিত্রি [ধীরে ধীরে] : আপনি ওদের যা বলেছেন তা সবই সত্যি, বলছেন ?

স্ট্রোনেৎজ্: হ্যাঁ, সবটাই সত্যি। আপনি আর ছ'দিনের বেশি বাঁচবেন না।

দিমিত্রি: [তিক্ততার সঙ্গে] মৃত্যু আজ সন্ধ্যায় এই নিয়ে দু'বার এল, শেষটি মৃত্যু যেন মূর্তিমান। [উত্তেজিতভাবে] আপনি কেন ওদের আমাকে খুন করতে দিলেন না? এই যে কখন মৃত্যুর ডাক আসবে ততক্ষণ পর্যন্ত তার জন্যে অপেক্ষা করে থাকা, এহেন অবস্থার থেকে সেটা তো ভালো ছিল। [দিমিত্রি পরিমিত পা ফেলে জানালার দিকে এলেন, দক্ষিণের জানালার দিকে এবং বাইরে তাকালেন, তারপর আবার ডাঃ স্ট্রোনেৎজের দিকে ফিরলেন, ফিরে ডাঃ স্ট্রোনেৎজ্‌কে বললেন] স্ট্রোনেৎজ্, আপনি আমাকে এক নির্মম মৃত্যুর হাত থেকে পালাবার পথের সন্ধান দিচ্ছিলেন, এখন এই ভীষণতর মৃত্যু থেকে আমাকে বাঁচান। দিন আপনার বিষের ছোট্ট শিশিটা।

Short Questions and Answers

Q. 1. ***What did the Prince think when the conspirators left the room, having heard the statement of Dr. Stronetz?*** [ডাঃ স্ট্রোনেৎজের কথা শুনে চক্রান্তকারীরা যখন ঘর থেকে চলে গেল তখন যুবরাজ কি ভাবলেন।]

Ans. The Prince thought that Dr. Stronetz had befooled the conspirators by saying that the Prince was attacked with a mortal disease and would die within six days.

[যুবরাজ ভাবলেন যে চক্রান্তকারীদের কাছে তাঁর মারাত্মক ব্যাধির কথা বলে এবং তিনি যে আর ছয় দিনের মধ্যেই মারা যাবেন এই কথা প্রকাশ করে ডাঃ স্ট্রোনেৎজ তাদের বোকা বানিয়ে দিয়েছেন।]

Q. 2. ***What was the cruel truth that Dr. Stronetz disclosed to Dimitri after the plotters had left the room?*** [ষড়যন্ত্রকারীরা ঘরের বাইরে গেলে ডাঃ স্ট্রোনেৎজ্ যুবরাজের কাছে কি নিষ্ঠুর সত্য প্রকাশ করলেন?]

Ans. Dr. Stronetz told the plotters who came to kill Dimitri, that the Prince would die of a fatal disease within six days. The plotters left the room and the Prince was very glad to think that Stronetz had befooled the plotters. But Dr. Stronetz told him that his statement to those officers was not false. The Prince, he said, was really going to die within six days, as he was suffering from a fatal disease. This was a cruel truth.

[ষড়যন্ত্রকারী অফিসারেরা যখন যুবরাজকে হত্যা করতে এল, তখন ডাঃ স্ট্রোনেৎজ্ তাদের জানিয়ে দিলেন যে যুবরাজ আর ছয় দিনের মধ্যেই

মারাত্মক এক রোগে মারা যাবেন। অফিসাররা ঘর থেকে বেরিয়ে গেলে যুবরাজ এই ভেবে খুশি হলেন যে স্ট্রোনেৎজ্ তাদের বোকা বানিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু ডাঃ স্ট্রোনেৎজ্ তাঁকে বললেন যে তাঁর বিবরণ মোটেই মিথ্যা নয়। সত্য-সত্যই যুবরাজ এক মারাত্মক রোগে আক্রান্ত এবং আর ছয় দিনের মধ্যেই মারা যাবেন। এটাই ছিল এক নিষ্ঠুর সত্য।]

Q. 3. *How did the Prince react when Dr. Stronetz made him understand that he would die of a fatal disease in six days?* [যুবরাজ এক মারাত্মক ব্যাধিতে ছয় দিনের মধ্যেই মারা যাবেন এই কথাটা স্ট্রোনেৎজ্ তাঁকে বুঝিয়ে দিলে যুবরাজের কিরূপ প্রতিক্রিয়া হল ?]

Ans. The Prince at first could not realize the truth that he would really die within six days. He was glad to think that the conspirators were befooled and he might now survive. But Stronetz confirmed his own statement. The Prince, now conscious of the reality, became bitter. He complained that the doctor should have allowed him to be killed by the officers. To wait for death to come was unbearable. So he now asked Stronetz to give him the bottle of poison which he had refused to have some time back.

[যুবরাজ প্রথমে বিশ্বাস করতেই পারেন নি যে তিনি ছয় দিনের মধ্যে মারা যাবেন। ষড়যন্ত্রকারীরা বোকা বনে গেছে ভেবে খুশি হয়েছিলেন এবং ভেবেছিলেন তিনি বেঁচে গেলেন। কিন্তু ডাঃ স্ট্রোনেৎজ জানালেন তাঁর বক্তব্য নির্ভুল। বাস্তব সত্যকে বুঝতে পেরে এবার যুবরাজ তিক্ত হয়ে উঠলেন। তিনি অভিযোগ করলেন যে অফিসারদের হাতেই তাঁকে নিহত হতে দেওয়া উচিত ছিল। মৃত্যুর জন্যে অপেক্ষা করে থাকা অসহ্য। তাই তিনি কিছুক্ষণ আগেই স্ট্রোনেৎজের কাছ থেকে যে বিষের শিশি নিতে অস্বীকার করেছিলেন, তাই দিতে বললেন।]

Q. 4. *Which was a 'crueller death' to Prince Dimitri? Why was it crueller?* [যুবরাজ দিমিত্রির কাছে অধিকতর নিষ্ঠুর মৃত্যু ছিল কোন্‌টা? কেন সেটা অধিকতর নিষ্ঠুর ছিল ?]

Ans. Prince Dimitri was about to be killed brutally by the Kranitzki officers. That would be a cruel death. But Dr. Stronetz declared that the Prince would die of a mortal disease in six days. The officers went away without killing him. But now when Dr. Stronetz declared that his finding was real and no spoofing the Prince realized that he

would have to wait for a sure death owing to some mortal disease. This was a crueller death to him, because waiting for death to come was really unbearable.

[যুবরাজ দিমিত্রিকে নৃশংসভাবে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিল ক্রানিৎজ্‌কি অফিসাররা। সেটা হত নিষ্ঠুর মৃত্যু। কিন্তু ডাঃ স্ট্রোনেৎজ যখন ঘোষণা করলেন যে যুবরাজ এক মারাত্মক ব্যাধিতে আর ছয়দিনের মধ্যেই মারা যাবেন, তখন অফিসাররা হত্যাকাণ্ড থেকে বিরত হল। তবে যুবরাজকে এখন ব্যাধিতে মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করতে হল। এটাই ছিল নিষ্ঠুরতর মৃত্যু। কারণ এর জন্য অপেক্ষা করাটা ছিল অসহ্য।]

Lines 169-222 : [**Stronetz hesitates. ....curtain.**]

Gist : With some hesitation Dr. Stronetz gives a small bottle of poison to the Prince who then bids the Doctor good-bye. As the latter hurries out (দ্রুত বেরিয়ে গেলেন), his face hidden in his arm, the Prince gets ready to mix the poison with his wine, but, struck by a new idea, he pauses. Then he pours the poisoned wine into four goblets and calls for the Kranitzki officers. When they enter, the Prince asks them to be seated. He drinks along with them wishing to drown all dynastic feuds (বংশগত বিরোধ) before he dies, and wishes health of Prince Karl who is to succeed to the throne after his death. The officers praise him by saying that they will not serve a more gallant Prince in their life. Prince Dimitri says ironically they will not, because they are going to die with him and accompany him to the next world. They realize with horror that they have been poisoned. Dimitri is rightly amused. All four fall down one after another and die when the Lonyadi Regiment is heard marching into the city.

সারার্থ : খানিকক্ষণ ইতস্ততঃ করার পর ডাঃ স্ট্রোনেৎজ্‌ কুমারকে বিষের শিশিটা দিলেন। ডাক্তারকে বিদায় সম্ভাষণ জানালেন কুমার। ডাক্তার বাহুতে মুখ লুকিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেলেন। মদে বিষ মেশাতে গিয়ে, কী ভেবে একটু থমকে দাঁড়ালেন কুমার। তারপর বিষ-মেশানো মদ ঢেলে রাখলেন চারটে পানপাত্রে, আর অফিসার তিনজনকে হাঁক দিয়ে ডাকলেন।

তারা এলে কুমার বল্লেন, বংশগত বিরোধ পরিহার ক'রে ভাবী রাজা কার্লে'র কল্যাণে মদ্যপান করা যাক। অফিসাররা তাঁর উদারতায় মুগ্ধ হয়ে বল্লে, তাঁর চেয়ে মহান কোনো রাজাকে সেবা করার সুযোগ তারা আর পাবে না। কুমার ব্যঙ্গ করে বল্লেন, তারা ঠিকই বলেছে, কারণ তারাও আজ তাঁরই সঙ্গে পরলোকে প্রয়াণ করছে। তারা বুঝতে পারলে তাদের বিষ প্রদান করা হয়েছে। একে একে তারা ঢলে পড়ল। কুমার পরম প্রসন্ন। মুমূর্ষু অবস্থায় তাঁর কানে এল লোনিয়াডি বাহিনীর রাজধানীতে প্রবেশের বাদ্যধ্বনি।

Notes, etc. : *Hesitates*—shows indecision, দ্বিধা করতে লাগলেন। *Draws out a small case*—ছোট একটি পেটি টেনে বার করলেন। *Extracts*—takes out ; বার করলেন। *Ask for*—require ; চান। *Four or five······ask for*—আপনি যা চান তার জন্যে চার কি পাঁচ ক্রোটাতেই চলবে। *Good bye*—farewell ('God be with you') ; বিদায় ('ভগবান তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকুন')। *Brave*—courageous ; সাহসী। *May not keep it up*—may not maintain it (this bravery) ; তা (এই সাহস) রক্ষা ক'রে নাও চলতে পারি। *You've seen me ...keep it up*—আপনি আমার সামান্য সাহসের পরিচয় পেয়েছেন, কিন্তু আমি সে সাহস হারাতেও পারি। *I want you to remember me* আমি চাই আপনি আমাকে স্মরণ রাখবেন। *As being brave*—সাহসী ব'লে।

Wrings—squeezes and twists ; মোচড়াতে লাগলেন। *Uncorks* ছিপি খুলে ফেললেন। *To pour*—ঢালতে। *Is about to pour*—ঢালতে যাচ্ছেন। *Pauses*—makes a pause ; waits ; থেমে পড়লেন। *Struck* (here) attention being arrested ; মনোযোগ আকৃষ্ট হয়েছে এমন। *As if struck by a new idea*—যেন এক নতুন ফন্দিতে মনোযোগ আকৃষ্ট হয়েছে, অর্থাৎ যেন মনে এক নতুন ভাবোদয় হয়েছে। *Darting back*—going back like some missile ; তীরবেগে ফিরে এসে। *Entire*—whole ; সম্পূর্ণ। *Phial*—শিশি। *Thrusts*—pushes (into) ; ঢুকিয়ে দিলেন।

● *The Prince is dead—long live the Prince!*—This double sentence is an echo of the more familiar saying—'The King is dead, long live the King!' This is a kind of 'paradox (আপাতবিরোধী সত্য), The meaning is plain if we take the first

Prince to mean the reigning Prince and the second Prince to be another Prince who occupies the throne made vacant by the death of the first Prince. The first part is a statement concerning the death of the first Prince. The second part is an optative sentence, expressing good wishes for the new King. The two have been put together in order to emphasize the fact that the throne can never be vacant. The moment it is made vacant by the death of one, another is set upon it. It is true of monarchy (রাজতন্ত্র) as well as of any other form of organised government. Ordinarily it should not signify either contempt (বিদ্রূপ) or neglect for the one (who is dead) or honour for the other (who succeeds), but this is very often given a twist to mean it. The meaning is twisted to suggest that nobody worships the setting sun, everybody turns his face to worship the rising sun. (There is a story in English on this idea) In the present context what Prince Dimitri means is straight—at least to his officers—and he asks them to join him in wishing good of the future Prince when he himself (the reigning Prince) is sure to die. "রাজা মারা গেছেন,. রাজা দীর্ঘজীবী হউন"—এ কথার তাৎপর্য হল, যে রাজা রাজত্ব করছিলেন তিনি মারা গেছেন, এবং তাঁর জায়গায় যিনি নতুন রাজা হয়েছেন তাঁকে অভিনন্দন জানাই ; তিনি দীর্ঘজীবী হোন। এখানে দু'জন রাজার কথা বলা হয়েছে। প্রথম রাজা শব্দের দ্বারা মৃত রাজাকে এবং দ্বিতীয় রাজা শব্দের দ্বারা নতুন রাজাকে বোঝানো হয়েছে। এই উক্তির মধ্যে মৃত রাজার প্রতি কোনো প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ বা অবজ্ঞা আছে ব'লে মনে করবার কারণ নেই। কেননা এ কেবলমাত্র ঘটনার বর্ণনা। কোনো রাষ্ট্রের সিংহাসন খালি থাকে না—রাজা বা প্রধান শাসক মারা গেলেই তৎক্ষণাৎ আর একজন সেখানে বসেন, বা তাঁকে বসান হয়। কেবল রাজতন্ত্র নয়, সব তন্ত্র সম্পর্কেই এই কথা খাটে। যিনি শাসন করছিলেন সেই রাজা (বা প্রেসিডেন্ট) মারা গেছেন, সেই মৃত্যুকে স্বীকার ক'রে নিয়ে তাঁর স্থলাভিষিক্ত নতুন রাজাকে অভিনন্দন জানান হচ্ছে। কিন্তু এই কথাটি কখনও কখনও ব্যঙ্গচ্ছলেও প্রয়োগ করা হয়। মৃত রাজার প্রতি অবজ্ঞা এবং নতুন রাজার প্রতি আনুগত্য প্রকাশের প্রতিযোগিতা বোঝাবার জন্যে এইরকম একটি হেঁয়ালি উক্তি করা হয়। অস্তগামী সূর্যকে কেউ পূজা-অর্চনা করে না, সকলেই উদীয়মান সূর্যের দিকে মুখ ফেরায়—লোকচরিত্রের এ একটি শাশ্বত সত্য। শাশ্বত সত্যকে তুলে ধরা হয়েছে একটি ইংরেজি গল্পে, যার শিরোনামা হচ্ছে 'The King

is dead, long live the King'। বর্তমান প্রসঙ্গে দিমিত্রি অফিসারদের কাছে অন্ততঃ সেই ধরনের প্রচ্ছন্ন কোনো বিদ্রূপের ইঙ্গিত করছেন না। তিনি তাঁর অফিসারদের এই কথাই বোঝাতে চাইছেন, তাঁর মৃত্যু যখন অবধারিত তখন তারা মিলিতভাবে নতুন রাজাকে অভ্যর্থনা করতে পারে।

Feud—lasting mutual hostility; চিরন্তন বিরোধ। *The old feud*—the old dynastic quarrel between the two factions—one faction supporting the line of Dimitri and the other supporting the line of Prince Karl. (See Introduction) সিংহাসনের অধিকার নিয়ে দুই পক্ষের বিরোধ। *Healed*—cured; brought to an end; forgotten; ঝগড়ার সমাপ্তি ঘটানো। *There is no one left of my family*—Prince Dimitri is the last of his clan, and when he is going to die, it is very natural that he should think it proper to bring the quarrel to an end, before he dies. At last the wish sounds natural. So the officers do not suspect him. *To keep it on*—to perpetuate or carry it on from generation to generation; বংশপরম্পরাক্রমে টেনে নিয়ে যাওয়া।

(Must) succeed—(must) come after; উত্তরাধিকার লাভ করবেন। Prince Dimitri being the last of his line the only other claimant (দাবিদার) to the throne, Prince Karl, must come to the throne. Prince Dimitri points to the officers that as he cannot wish it otherwise, he shall bless the future King. কুমার দিমিত্রি তাঁর বংশের শেষজন ব'লে সিংহাসনের অপর দাবিদার হলেন কুমার কার্ল। দিমিত্রির অফিসারদের বুঝিয়ে দিলেন যে, তিনিও এর অন্যথা করতে পারেন না, তাই তিনি ভাবী রাজাকে আশীর্বাদ ক'রে যাচ্ছেন।

Long life io Prince Karl! etc.—কুমার দিমিত্রি আগেভাগেই কার্লের প্রতি তাঁর শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছেন। *Sovereign*—monarch; রাজা; অধীশ্বর। *Drink to your future sovereign*—Prince Dimitri. asks them to drink their wine (poisoned wine) wishing long life to Prince Karl who is going to be the King after Dimitri. আপনাদের ভাবী অধীশ্বরের কল্যাণে (মদ্য) পান করুন। *Glancing*—casting momentary look; ক্ষণকালের জন্যে চোখ বুলিয়ে। *After glancing at each other*—The officers cannot disobey Prince Dimitri. They have no earthly reason. They want to consult each other. They cannot do it in words. They exchange glances—and understand that they may. And then they drink the glasses. পরস্পরের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করার পর অফিসার তিনজন মদ্যপান করলেন।

Serve—be servant to ; do service to ; সেবা করা বা অধীনে কাজ করা। *Gallant*—courageous (heroic and generous) ; সাহসী এবং উদার। *A more gallant Prince*—The officers are apparently impressed by Prince Dimitri's courage to meet death and his generous impulse to forget the quarrel with Prince Karl and his party and to bless him in advance and, therefore, they break out in warm praise ; কুমার দিমিত্রির মৃত্যুবরণের সাহস এবং কুমার কার্লের প্রতি শুভেচ্ছা-জ্ঞাপনের মতো উদারতা দেখে অফিসাররা তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠল।

That is true—Dimitri takes Girnitza at his word and tells him that he has said it very rightly. It is true if not in his sense, but it is true in a very literal sense. The hints as yet do not become very clear to Girnitza or the other two. সেটা সত্যি। কুমার যে অর্থে গিরনিৎজার কথাটাকে সত্যি বল্লেন, তা সে এখনো বুঝতে পারলে না। *You will never serve another*—Dimitri tells Girnitza that his words are true in their very literal (আক্ষরিক অর্থে সত্য) sense. That is, if they are not going to serve any other Prince after Dimitri the question of serving a *more gallant Prince* does not arise, কুমার বল্লেন, তারা তাঁকে ছাড়া আর কোনো রাজারই সেবা করবার সুযোগ পাবে না (কেননা তারাও তাঁর সঙ্গে ভবলীলা সাঙ্গ করছে)। *Observe*--watch ; লক্ষ্য ক'রে দেখুন। *Fair*—in a fair manner ; ঠিকমতো ; উচিত মতো। *Observe, I drink fair !* [Drains goblet.] --The use of the word 'fair' emphasises the Prince's sense of irony. He drinks *fair* because he drinks the same wine and the same quantity of it with the officers -he does not serve himself otherwise. If the wine is poisoned, they are sharing it. It is being very fair, sharing the same wine and the same fate, with his officers. And the Kranitzki officers take him at his word. They find him generous in the drinking, but at the same time the Prince's words, "you will never serve another" puzzle Girnitza. দেখুন আমি ঠিকমতো পান করছি। কথাটায় শ্লেষ আছে : এর অন্তর্নিহিত অর্থ হ'ল এই যে, মদে বিষ মেশানো থাকলেও আমি উচিত মতো তা আপনাদের সঙ্গেই ভাগ ক'রে পান করছি। কিন্তু উপরে উপরে কথাটার অর্থ হ'ল : আমিও নিয়মমতো কুমার কার্লের কল্যাণে মদ্যপান করছি, আপনারাও করুন। *Drains*—draws off, i. e., drinks (the wine) to the dregs ; তলানি শুদ্ধ চুমুক দিয়ে সাবাড় করলেন।

What do you mean······never, serve another ?—Girnitza is puzzled by the Prince's words. He cannot follow the implications of the Prince's words. আর কখনো সেবা করব না- এ দিয়ে কী বোঝাতে চাচ্ছেন ? গির্‌নিৎজা কুমারের কথা ঠিক বুঝে উঠতে পারলে না।

I mean, etc.—Now Prince Dimitri explains himself to his officers—explains the meaning of his words : you will never serve another, etc. *At the head of*—in front of : পুরোভাগে। *My Kranitzki Guards*—the word "my" is ironical. The Prince speaks of the Kranitzki Guards as though they were very loyal to him, but he means the opposite. 'আমার ক্রানিৎস্কি রক্ষিবাহিনী' কথাটায় শ্লেষ আছে—যেন সে বাহিনী কুমারের বিশেষ অনুগত। *You came in here*, etc.—The Prince begins by declaring that he knew about their secret plot in coming upon him that evening. আপনারা আজ এখানে এসেছিলেন আমাকে খুন করতে। কুমার এখন সব কথা খুলে বলছেন। *They all start*—They are startled (চমকে ওঠা) to hear the Prince that he knew their intentions that evening. They suspected that the Prince might know but they did not care. They were so sure to kill him. Now they know that they were right. So they are startled ; তারা চমকে উঠল। গোড়া থেকেই তাদের সন্দেহ ছিল যুবরাজ তাদের অভিসন্ধি টের পেয়ে থাকতে পারেন—কিন্তু তারা সে বিষয়ে উদ্বিগ্ন ছিল না, কেন-না তারা সেই সন্ধ্যাবেলার মধ্যেই যুবরাজকে খতম করবে ব'লে নিশ্চিন্ত ছিল। এখন যুবরাজের মুখে কথাগুলো শুনে তারা চমকে উঠল এই ভেবে যে, তারা ঠিকই সন্দেহ করেছিল।

You found that Death has forestalled you—The Prince speaks in continuation of what he has already said to them. He says that, if they have not done it, it is not because they pity him or have understood they were going to commit a wrong. They desisted (বিরত হয়েছিল) on hearing Dr. Stronetz's declaration which made such murder unnecessary. যুবরাজ তাদের বলতে লাগলেন, তারা হত্যাকারী বলেই বিবেচিত হবে—যদি তারা শেষ পর্যন্ত তাঁকে হত্যা করবার চেষ্টা করে নি, সেটা তাদের চিত্তপরিবর্তনের কারণ-জনিত নয়।—ডাঃ স্ট্রোনেৎজের ঘোষণার পর অনাবশ্যক জেনেই তারা তাদের এই প্রস্তাবিত হত্যাকাণ্ড থেকে বিরত হয়েছে। *Forestalled*—anti-

cipated by somebody else—here by Death (Personified). Death had come and already marked him out as a man to die, thus rendering their efforts unnecessary ; মৃত্যুর দ্বারা পূর্বচিহ্নিত।

I thought it a pity—The Prince is here at the height of his irony. He says that he saw that the evening was going to be wasted without any killing being done. So out of pity for the planners and wishing that the evening should not be wasted he put the planners to death. He did not do it for the sake of revenge. He did it to fill up the gaps, as if it did not matter who were dying so long as killing was done. যুবরাজ চূড়ান্ত ব্যঙ্গের পরিচয় দিয়েছেন। যুবরাজ বললেন, এই সন্ধ্যায় যখন হত্যাকাণ্ডের একটা পরিকল্পনা ছিলই, তখন সন্ধ্যাটাকে মিছামিছি নষ্ট হ'তে দেওয়া উচিত হবে না, এই মনে করেই তিনি তাঁর অফিসারদের হত্যা করলেন—তিনি যে এইভাবে প্রতিশোধ নিচ্ছেন তা নয়, কেবল শূন্য সন্ধ্যাটাকে পূরণ করার জন্যেই যেন।

The wine! He's (He has) poisoned us!—The officers now realize that they have been poisoned by the Prince in their drink ; সুল্ৎজ-এর উক্তি : মদ, এ আমাদের বিষ খাইয়েছে। Shultz gives the first cry.

He draws his sword and makes a step towards Dimitri—The stage-direction makes him (Girnitza) funny, but natural. He is too late, he cannot save himself now by getting rid of the Prince—and then it is not necessary to do away with the Prince ; for the Prince too is going to die from poison. গিরনিৎজা তরোয়াল বার ক'রে কুমারকে আঘাত করতে এল। কিন্তু বড্ড দেরি হয়ে গিয়েছিল, তার দেহে তখন বিষের ক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে। মঞ্চ-নির্দেশনা তাকে বিদ্রূপের পাত্র করলেও, স্বাভাবিক ভাবেই চিত্রিত করেছে।

Oh, certainly, if you wish it—Dimitri is amused by this useless exercise on the part of Girintza ; he invites him to satisfy himself. গিরনিৎজার কাণ্ড দেখে কুমারের বেশ মজা লেগেছে। তিনি বলছেন, অবশ্যই, যদি আমায় আঘাত করতে ইচ্ছে হয় তো আঘাত করো, তাতে আর একটু বেশি খাটুনি হবে, তাতে কী। *An extra trouble*—this is not merely extra, but unnecessary ; for the Prince is going to die without the stroke. *Please yourself*—Yet Girnitza may please to strike him with his sword, just for the sake of giving vent to his impulse of hatred against the Prince.

[*The stage direction* : The stage direction gives three different pictures of the officers in dying. Girnitza *falls back into the chair*, dropping his sword and groaning , Shultz falls across (the) table and Vontieff *staggers* against (the) wall.]

Staggers—moves with unsteady steps; স্খলিত পদে হাঁটছে। Dimitri seizes the sword falling from Girnitza's hand and waves it. গির্‌নিৎজার হাত থেকে যে তরবারি খসে পড়ল তাই নিয়ে দিমিত্রি ঘোরাতে লাগলেন।

Aha !—Dimitri enjoys the fun of the situation. The misery of his own death is drowned in a sense of victory over the Kranitzki officers. অবস্থাটার অন্তর্নিহিত কৌতুকরস উপভোগ করতে লাগলেন দিমিত্রি। ক্রানিৎজ্‌কি বাহিনীর অফিসারদের উপর জয়লাভের চেতনায় তলিয়ে গেল তাঁর মৃত্যুর দুঃখ। *The Lonyadi Regiment marching in*—but he has now no use of the Lonyadi Regiment. লোনিয়াডি-বাহিনী শহরে এসে প্রবেশ করল। কিন্তু এখন আর তাঁর সে বাহিনীর প্রয়োজন নেই। *My good Kranitzki Guards*. etc. —The Kranitzki Guards have proved themselves too good by dying with him. He will take them with him. He has no need for the Lonyadi. The Kranitzki are more loyal. পরলোকে আমার ভক্ত ক্রানিৎজ্‌কি রক্ষীরাই আমার রক্ষণাবেক্ষণ করবে। *God save the Prince*—He expresses his parting good wishes for Prince Karl *Laughs wildly*—Dimitri laughs unrestrainedly in the face of death. He was unwilling to die, because he was dying so young. Now he is amused by the manner of death. Death proves interesting to him—because by his own death he could also bring about the death of these three officers with him. He then falls dying to the ground. মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যুবরাজ বিকটশব্দে হেসে উঠলেন। মরবার তাঁর ইচ্ছা ছিল না, কারণ তিনি তরুণ, মরবার বয়স তাঁর হয়নি। এখন মৃত্যুর ধরন দেখে তিনি কৌতুক বোধ করছেন,—নিজের মৃত্যুর দ্বারা তিনি একই সঙ্গে চক্রান্তকারী অফিসার তিনজনকেও মৃত্যুর কোলে ঠেলে দিয়েছেন। এর পরই তিনি নিজেও মাটিতে ঢলে পড়লেন।

Expl. : ***Dim : That is true because......fair !*** [Lines 196-97]

These lines are taken from H. H. Munro's *The Death-Trap*. Here Dimitri is speaking to his enemies, the three

Kranitzki officers. They planned to murder him that night but almost gave up the plan on hearing from Dr. Stronetz that the Prince was going to die in six days' time.

Prince Dimitri resolves to die even before death comes. He asks Dr. Stronetz to give him the phial of poison that he offered him just now. Dr. Stronetz gives him the phial and leaves the room. Prince Dimitri is about to pour wine into goblet for himself. He suddenly hits upon a plan, calls his Kranitzki officers, and before they come back he empties the phial of poison into the wine bottle and is prepared to receive them.

When the officers arrive he tells them of his purpose in calling them back. He tells them that as the doctor holds that he (the Prince) is not going to live for more than six days, then they should better forget their feudal quarrel and make friends—and he further tells them that he expresses his good wishes for Prince Karl who is going to succeed him, fills four goblets with wine and offers them the same wine. The officers take the words of Prince Dimitri as plain and simple words. They want to play nice to him, and so they praise him. They drink the wine and tell him in reply that they will never serve a more gallant Prince in their lives. Apparently they are struck by the bravery of the Prince in the face of death. The Prince takes them at their words and tells them they are right —for they are not going to serve any other Prince after him.

Thus saying, but without explaining why he tells them that he drinks fair with them and appears to be sincere in his declaration of friendship for them.

[The Prince then explains, and they realize that they are poisoned, but it is too late.]

ব্যাখ্যা ঃ আলোচ্য অংশটি H. H. Munro-র *The Death-Trap* থেকে নেওয়া হয়েছে।

যুবরাজ দিমিত্রিকে ডাক্তার স্ট্রোনেৎজ্ যখন বললেন যে, তিনি অফিসারদের সামনে যা বলেছেন, তা সবই সত্যি, অর্থাৎ যুবরাজ আর ছ'দিনের বেশি বাঁচবেন না, তখন প্রথমটা তিনি ভীষণ মুষড়ে পড়লেন ; তারপর মৃত্যুর জন্যে বসে থাকার চেয়ে আগে থাকতেই মরণ ভালো, অন্ততঃ অপেক্ষা করার যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাবেন, এই রকম স্থির ক'রে তিনি ডাঃ স্ট্রোনেৎজের কাছ থেকে বিষের শিশি চেয়ে নিলেন। তাঁকে চলে যেতে ব'লে তিনি এক পাত্র মদে

কয়েক ফোঁটা বিষ মেশাতে যাচ্ছিলেন। তারপর হঠাৎ এক মতলব নিয়ে তাঁর ক্রানিৎজ্‌কি অফিসারদের চেঁচিয়ে ডাকলেন এবং তারা আসবার আগেই মদের বোতলটা খুলে তাতে সমস্ত বিষটা মিশিয়ে দিলেন। তারা এলে তিনি তাদের কাছে প্রকাশ করলেন, যেহেতু তিনি নিশ্চয়ই মারা যাবেন, সেইহেতু তাঁদের মধ্যে বংশানুক্রমিক পুরানো ঝগড়ার আজই নিষ্পত্তি করবেন—এই ব'লে তিনি নিজে যুবরাজ কার্লের মঙ্গল কামনা করে মদ্যপান করার জন্যে গ্লাস তুলে নিলেন এবং ওদেরও পান করতে বললেন। অফিসাররা একবার চোখে চোখে চেয়ে সেই বিষমিশ্রিত পানীয় পান করে ফেললে।

তারা দিমিত্রির মৃত্যুকে নির্বিকারভাবে গ্রহণ করার মতো সাহস এবং ঔদার্য দেখে অভিভূত হয়ে পড়ল—এবং দিমিত্রিকে শুনিয়ে বললে দিমিত্রির চেয়ে সাহসী এবং উদার রাজাকে সেবার সুযোগ তারা আর পাবে না।

এই কথাগুলোর উত্তরেই দিমিত্রি বললেন, তা আপনারা ঠিকই বলেছেন, কেননা আপনারা আর কোনোদিন আর কারুর সেবায়ই লাগছেন না। এই দেখুন, আমি আপনাদের সঙ্গে সমানভাবেই পান করছি।

কথাগুলোর তাৎপর্য অফিসারদের তখনি হৃদয়ঙ্গম হ'ল না। তারা কথাগুলো শুনে একটু বিস্মিত হল। গিরূনিৎজা তাঁকে জিজ্ঞাসা করল, আপনি কী বলছেন? কেন আমরা আর কাউকে সেবা করব না? অবশ্য পরমুহূর্তেই দিমিত্রি তাদের অবস্থাটা বুঝিয়ে দিলেন।

Expl. : *I mean.........that's all.* [Lines 199-203]

These lines are taken from H. H. Munro's *The Death-Trap.* In these lines Prince Dimitri tells his officers of the Kranitzki Regiment why they are not going to serve another Prince in their lives.

The Kranitzki officers planned to kill Prince Dimitri and to instal Prince Karl in his place. The Prince was caught in their trap. But Dr. Stronetz revealed the truth that the Prince was going to die in six days of a fatal disease. The Prince took a phial of poison from the doctor to kill himself. But suddenly he made a plan. He called the officers, and offered them poisoned cups of wine. They drank the poisoned wine with him as they were quite in dark about the Prince's idea. They even acknowledged that they would not serve a more gallant Prince.

It was at this stage that Prince Dimitri told them that they were right, for they were not going to serve any one

else after him as by making them drink poisoned wine, he was going to take them along with him to the next world. He also told them that he knew that they had come that night to kill him. This startled (চমকিত করল) them. Then the Prince told them that only because they came to know that death had forestalled them (আগে থেকেই তাদের কাজটা করে তাদের পরিকল্পনা বানচাল করে দিয়েছে) and had already served his notice on him, that they retired. He thought that the evening should not be wasted and go without any killing, and just for the sake of honouring their previous plan for killing, he proposed to himself that he would as well kill the officers themselves and so he had poisoned them,—and they were now going to die in an instant. That would make the evening a very fruitful evening indeed.

Note: Prince Dimitri here shows a sinister humour (অশুভ কৌতুক) and craftiness (ধূর্ততা). The officers are foolish men and knaves—and they are trapped in their own trap. They lay a dreath-trap for the Prince and along with him they themselves are caught in the trap.

ব্যাখ্যা ঃ আলোচ্য অংশটি H. H. Munro-র *The Death-Trap* থেকে নেওয়া হয়েছে।

কথাগুলো দিমিত্রি তাঁর অফিসার তিনজনকে বলছেন, কেন তিনি তাঁদের বিষ খাওয়াতে গেলেন।

ক্রানিৎজকি বাহিনীর অফিসার তিনজন যুবরাজ দিমিত্রিকে হত্যা করে তাঁর স্থানে যুবরাজ কার্লকে বসাবার চক্রান্ত করেছিল। দিমিত্রি তাদের ফাঁদে পড়েছিলেন। কিন্তু ডাঃ স্ট্রোনেৎজ জানিয়ে দিলেন যে এক মারাত্মক ব্যাধিতে দিমিত্রি আর ছয় দিনের মধ্যেই মারা যাবেন। যুবরাজ তাঁর কাছ থেকে এক শিশি বিষ চেয়ে নিলেন আত্মহত্যা করবেন বলে। হঠাৎ তাঁর মাথায় এক বুদ্ধি খেলে গেল। তিনি অফিসার তিনজনকে ডেকে তাদের বিষ-মিশ্রিত মদ পান করতে দিলেন। তারা কিছুই বুঝতে না পেরে তাঁর সঙ্গে সেই বিষ-মিশ্রিত মদ পান করল। তারা একথা স্বীকার করল যে তাঁর চেয়ে বেশী সাহসী আর কোন যুবরাজের সেবা করার সুযোগ তারা পাবে না।

এর উত্তরে দিমিত্রি বললেন যে তারা ঠিকই বলেছে, কেন-না, তারা সত্যসত্যই আর কোন যুবরাজের সেবা করতে পারবে না; কারণ তাঁর সঙ্গে তারাও বিষ-মিশ্রিত মদ পান করেছে। তারপর বললেন যে তিনি জানতেন

যে তারা তাঁকে হত্যা করতে এসেছিল। কথাটা শুনে তারা চমকে উঠল। তারা আগে থাকতেই সন্দেহ করেছিল যে, যুবরাজ তাদের ভালো চোখে দেখছেন না। কিন্তু তারা নিশ্চিন্ত ছিল যে সেদিন রাতের মধ্যেই তারা যুবরাজকে হত্যা করবে। যুবরাজের মুখ থেকে একথা শোনবার জন্যে অবশ্য তারা প্রস্তুত ছিল না।

তারপর যুবরাজ তাদের বললেন যে, তারা যে তাঁকে হত্যা করা থেকে বিরত হ'ল, তা কেবল মৃত্যু তাদের আগেই তাঁকে চিহ্নিত করে গেছে এই কথা জেনে।

কিন্তু তাঁর নিজের খুব খারাপ লাগল যে সন্ধ্যাটা মিছিমিছি চলে যাবে। যখন একটা হত্যা সংঘটিত হবার কথা ছিল, অথচ হ'ল না, তখন সেকথা ভেবে তাঁর মনে হলো এটা হওয়া উচিত নয়। তাঁরাই তো রয়েছেন, সুতরাং পরিকল্পনা যাঁদের তিনি সেই অফিসারদের দ্বারাই সেই শূন্যতা পূরণ করা স্থির করেছেন মাত্র। হত্যাকাণ্ডের পরিকল্পনার জন্যে তাদের মৃত্যু খুব সমীচীন নয় কি? যুবরাজের কথাগুলো শুনে তারা বুঝতে পারলে, তারা নিজেদের ফাঁদেই নিজেরা ধরা পড়েছে। কিন্তু তাদের পক্ষে বড্ড দেরি হয়ে গেছে। ইতিমধ্যে বিষক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়েছে।

Expl. : Colonel Girnitza.. ...amusing. [Lines 219-220]

With these lines the one-act play, *The Death-Trap* of H.H. Munro closes.

In these lines Prince Dimitri, before he falls dead from self-poisoning, makes this interesting comment for Colonel Girnitza, ringleader (দলের পাণ্ডা) of the conspiracy against him.

Colonel Girnitza and two other officers of the Kranitzki Regiment planned to kill Prince Dimitri and place Prince Karl on the throne in his stead. They were about to perform it, when they dropped the plan, hearing from Dr. Stronetz that the Prince was going to die in six days' time.

The officers left the room, but after some time the Prince called them back. In the meantime he had poisoned the wine. Offering them the poisoned cup the Prince told them that he wanted to draw their feudal quarrel to a close over wine cups ; he even wished welcome for the future Prince, when it was certain that he was going to die. The officers unknowingly drank the poisoned cups.

The officers were struck by his gallantry before death and

warmly told him that they would never serve a more gallant Prince in their lives.

The Prince told them that they were right. He also revealed that they were poisoned and they were going to die with him.

The moment of death for Prince Dimitri was a very interesting moment. He hated death, but he now found it highly interesting. He died by poison and he met death without waiting for him. That would have been something too terrible. By meeting death beforehand he took away half the horror of dying. And then he enjoyed the fun of the situation. Those persons had come to kill him and laid a trap—and they were now caught in that trap. He told his officers that he did not like that the evening, scheduled for his killing, should go without any killing ; so let the killers be killed. He did it half in malice (বিদ্বেষ), and half in jest. Then he told Girnitza that he could make an extra effort to send him to death according to their previous plan, though that would be just unnecessary, for he too was going to die with them from poison. Anyway, he could have the satisfaction of striking him a blow. But he failed and reeled and dropped his sword on the table and fell back into the chair groaning. It amused the Prince before the moment of his death. The march of the Lonyadi Regiment was heard.

But he had no use for that guard now. He was going to the next world at the head of his Kranitzki officers who had after all proved loyal to him by dying with him and were accompanying him to death. With the hum of the Lonyadi drums in his ears, the Prince fell with these last words to Colonel Girnitza that he did not know that death could be so amusing after all.

ব্যাখ্যা ঃ আলোচ্য অংশটি H. H. Munro-এর লেখা *The Death-Trap*-এর সর্বশেষ অংশ।

যুবরাজ দিমিত্রি বিষমিশ্রিত পানীয় দিয়েছেন তাঁর অফিসারদের পান করতে। তাঁর মৃত্যু যখন অবধারিত, তখন আর পারিবারিক কলহ জিইয়ে রেখে লাভ কী? মৃত্যুর পূর্বাহ্ণে তিনি তাদের ডেকে বিরোধ মিটিয়ে নিতে চান এবং ভবিষ্যৎ রাজার জন্যে রেখে যেতে চান তাঁর অভিনন্দন। তাই তিনি ক্রানিৎজকি অফিসারদের হাতে মদের পাত্র তুলে দিয়ে সানন্দে তাদের সঙ্গে একত্র মদ্যপান করছেন। তারা সামান্য ইতস্ততঃ করে সেই

বিষমিশ্রিত মদ্য পান করল। তারা দিমিত্রিকে অভিবাদন করে বললে, তাঁর চেয়ে বীর ও উদার রাজাকে সেবা করার সুযোগ তারা আর পাবে না। যুবরাজ দিমিত্রি বললেন কথাটা সত্যি। কেন-না তারা এর পরে আর কোন রাজার সেবা করছে না। তিনি সঙ্গে করে তাদের নিয়ে যাচ্ছেন —মৃত্যুর রাজ্যে। তিনি যাবেন আগে আগে রাজার মতো—আর তাঁর অফিসাররা যাবেন পশ্চাৎ রক্ষা করে। কথাটার তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম হ'তেই তারা আঁৎকে উঠল। যুবরাজ আরও বললেন, সন্ধ্যাটা মিছিমিছি যাচ্ছিল। এই সন্ধ্যায় যখন তাদের একটা পরিকল্পনা ছিল, তখন সেই পরিকল্পনা কেন বৃথাই যায়—সুতরাং তিনি তাদের পরিকল্পনা চরিতার্থ করবার জন্যে তাদের নিয়োগ করেছেন এইমাত্র। কথাগুলোর মর্মান্তিকতা হৃদয়ঙ্গম হ'তে তারা বুঝল যুবরাজ তাদের বিষমিশ্রিত পানীয় দিয়েছেন এবং তারা সেই পানীয় পান করেছে। সুলৎজ্ এবং ফস্তীয়েফ বোতল এবং পাত্র পরীক্ষা করতে গেল। গিরনিৎজা ভীষণ ক্ষেপে গিয়ে তলোয়ার উঠিয়ে যুবরাজকে মারতে গেল। যুবরাজ বললেন, হ্যাঁ, ক্ষোভ রাখবেন না, ইচ্ছা থাকে এক ঘা মেরে নিন। যদিও আমি কয়েক দিনের মধ্যে রোগে মরতামই এবং তার আগেই বিষের ক্রিয়ায় মরব তথাপি রাগ যখন হয়েছে তখন রাগ চরিতার্থ করুন। গিরনিৎজার পা টলতে লাগল। তার হাত থেকে তলোয়ার খসে পড়ল। সুলৎজ্ টেবিলের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল এবং ফস্তীয়েভ টলতে টলতে দেয়ালে গিয়ে ধাক্কা খেল। যুবরাজ দিমিত্রি গিরনিৎজার তলোয়ারটা হাতে ক'রে নিয়ে ঘোরাতে লাগলেন।

এই সময়ে লোনিয়াডি বাহিনীর মার্চ করে শহরে প্রবেশ করার ধ্বনি শোনা গেল। দিমিত্রির খুব হাসি পেতে লাগল। তিনি খুব হাসতে লাগলেন। তিনি মুমূর্ষু গিরনিৎজাকে সম্বোধন ক'রে বলতে লাগলেন, মৃত্যু বড়ো মজার জিনিস। তিনি মৃত্যুকে ভয় করেছিলেন। মৃত্যুর প্রতি তাঁর ঘৃণাও ছিল অপরিসীম ; কিন্তু এখন দেখছেন মৃত্যু বড়ো রসিক।

Grammar and Composition : *I drink fair*—here *fair* is an adjective (and not an adverb) predicatively used of the subject 'I'. *to kill*—infinitive used adverbially to qualify 'come in here'.

God save the Prince !—the verb (*save*) is in the subjunctive mood.

fell dying—here *dying* is a present participle predicatively used of the subject 'he'.

Note the uses of *do* in the sense of ***answering an end*** :

That *will do.* (=that will be enough to serve the purpose).

It *did* very well (=it suited very well ; it was quite sufficient).

To look one way and row another *may do* on water, but not land.—GEIKIE

অনুবাদ ঃ [স্ট্রোনেৎজ ইতস্ততঃ করতে লাগলেন, তারপর একটা ছোট্ট বাক্স বার করলেন এবং তা থেকে বিষের শিশিটা বার করে যুবরাজের হাতে দিলেন, দিয়ে বললেন]

স্ট্রোনেৎজ্ ঃ এর চার পাঁচ-ফোঁটাই আপনি যা চান (অর্থাৎ তৎক্ষণাৎ মৃত্যু) তাই আপনাকে দিতে পারবে।

দিমিত্রি ঃ ধন্যবাদ। এখন, হে পুরাতন বন্ধু, বিদায়। তাড়াতাড়ি আপনি ঘর ছেড়ে চলে যান। আপনি আমাকে কিছুটা সাহসের পরিচয় দিতে দেখেছেন—আমি হয়তো সাহসও আর রাখতে পারব না। আমি চাই আপনি মনে রাখবেন আমাকে একজন সাহসী যুবক ব'লে, যে মৃত্যুকে ভয় করে না। বিদায়, হে আমার প্রিয়তম এবং সবচেয়ে উপকারী বন্ধু, আপনি এইবার যান।

[স্ট্রোনেৎজ্ হাত মোচড়াতে লাগলেন, তারপর এক হাতে মুখ ঢেকে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। দরজা বন্ধ হ'ল, দিমিত্রি মুহূর্তমাত্র অপেক্ষা ক'রে পাশের টেবিলের দিকে দ্রুত এগিয়ে গেলেন এবং মদের বোতলের ছিপি খুললেন—খুলে একটা পাত্রে কিছু মদ ঢালতে থাকেন। হঠাৎ কী মনে হ'ল, আর ঢাললেন না। দরজার দিকে গেলেন, দরজাটা খুলে দিলেন, কান পেতে শুনলেন, তারপর উচ্চৈঃস্বরে ডাকলেন, "গিরুনিৎজা, ফস্তীয়েক, সুলৎজ্"। তৎক্ষণাৎ তীরবেগে টেবিলে ফিরে গিয়ে বিষের শিশিটা খুলে ধরে সবটা বিষ মদের বোতলে ঢেলে দিলেন, এবং শিশিটা পকেটে পুরে ফেললেন। তিনজন অফিসার পুনঃপ্রবেশ, করল।]

দিমিত্রি ঃ [চারটে গ্লাসে বিষমিশ্রিত মদ ঢেলে অপেক্ষা করতে লাগলেন।]—যুবরাজ মারা গেছেন—নতুন যুবরাজ দীর্ঘজীবী হোন। [এই বলে তিনি বসলেন এবং বসে বলতে লাগলেন]—আমাদের মধ্যের পুরোনো ঝগড়াটা এখন ভুলে যাওয়াই ভালো, আমার পর আমার বংশে আর কেউ তো রইল না, যুবরাজ কার্ল'ই যখন আমার পর সিংহাসনের অধিকারী হবেন তখন আর ঝগড়া রেখে লাভ কী ? যুবরাজ কার্ল দীর্ঘজীবী হ'ন। ক্রানিৎজকি বাহিনীর অফিসারগণ, আপনাদের ভবিষ্যৎ রাজার কল্যাণে মদ্যপান করতে আপনাদের আহ্বান করছি।

[অফিসার তিনজন পরস্পরের দিকে তাকিয়ে তারপর গ্লাসে চুমুক দিলেন।]

গিরূনিৎজা: মহারাজ, আপনার চেয়ে সাহসী এবং উদারহৃদয় কোনো রাজাকে আর পাব না, যাঁর সেবা করব।

দিমিত্রি: ঠিকই বলেছেন, কেন-না [আমার পর] আপনারা আর কোনো রাজার সেবা করছেন না। এই দেখুন, আপনাদের সঙ্গে সমানভাবে পান করছি। [এই বলে তাঁর নিজের গ্লাসের সমস্ত পানীয়টুকু খেলেন।]

গিরনিৎজা: আপনি কী বলছেন, আর কোনো রাজার সেবা করব না?

দিমিত্রি: [চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে] হ্যাঁ, আমি বলতে চাই, আমি আমার ক্রানিৎজকি-বাহিনীর পুরোভাগে পরলোকে প্রয়াণ করছি। আপনারা আজ সন্ধ্যায় আমাকে খুন করতে এসেছিলেন। [কথাটা শুনে তারা চমকে উঠল] আপনারা দেখলেন মৃত্যু আপনাদের আগেই এসে তার উপস্থিতি জানিয়ে গেছে। আমি ভাবলাম কেন সন্ধ্যাটা মিছামিছি যায়—তাই আমি আপনাদের হত্যা করেছি। আর কিছু নয়।

সুলৎজ্: মদ! উনি আমাদের বিষ খাইয়েছেন। ফন্তীয়েক বোতলটা টেনে নিয়ে পরীক্ষা করে দেখতে লাগল, সুলৎজ্ খালি গ্লাসটা তুলে শুঁকে দেখল।]

গিরূনিৎজা: এ্যাঁ! বিষ খাইয়েছে। [তলোয়ার টেনে দিমিত্রির দিকে এগিয়ে গেল, দিমিত্রি তখন মাঝখানের টেবিলটার অপর পাশে বসে আছেন।]

দিমিত্রি: আহা, অবশ্যই আপনার যদি ইচ্ছা হয়ে থাকে। আমি অবশ্য রোগের প্রকোপে কয়েক দিনের মধ্যে মারা যেতাম, আর এখন বিষের ক্রিয়ায় দু'-এক মিনিটের মধ্যেই মারা যাব; তবুও যদি আমার অন্তিমক্ষণের জন্যে আপনার আর একটু শ্রমস্বীকার করতে ইচ্ছে হয়ে থাকে, সে ইচ্ছে চরিতার্থ করুন। [গিরূনিৎজা ইতিমধ্যেই টলতে আরম্ভ করেছে, হাত থেকে তলোয়ার খসে পড়ল টেবিলের উপর এবং গোঙাতে গোঙাতে সে চেয়ারে পড়লো ঢলে; সুলৎজ্ টেবিলের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল, ফন্তীয়েফ টলতে টলতে দেয়ালে গিয়ে ঠোক্কর খেলে। ঠিক সেই সময়ে একটা বাহিনীর কুচকাওয়াজের শব্দ শোনা গেল—কুচকাওয়াজের উৎসাহব্যঞ্জক আওয়াজটা ক্রমশঃ এগিয়ে আসছে। দিমিত্রি গিরূনিৎজার খসে-পড়া তলোয়ারটা ধরে ফেললেন এবং সেটিকে ঘোরাতে লাগলেন।]

দিমিত্রি: আঃ, ঐ তো লোনিয়াডি-বাহিনী আসছে! আসুক! আমার চিরবিশ্বস্ত ক্রানিৎজ্কি গার্ডরাই পরলোকে আমার সঙ্গদান করবে'খন। ভগবান্ (নতুন) রাজাকে দীর্ঘজীবী করুন। [হা হা ক'রে হাসতে লাগলেন।]

কর্নেল গিরনিৎজা, মৃত্যু যে এত মজার হবে……তা আমি কোনদিন ভাবি নি।
[বলতে বলতে দিমিত্রি মাটিতে ঢলে পড়লেন।]

যবনিকা

Short Questions and Answers

Q. 1. *What did Prince Dimitri do after Dr. Stronetz had given him the phial of poison and had gone out?* [ডাঃ স্ট্রোনেৎজ্ বিষের শিশিটা দিয়ে চলে যাবার পর যুবরাজ দিমিত্রি কি করলেন ?]

Ans. After Dr. Stronetz had hurried out of the room, the Prince poured the entire poison into the wine bottle and thrust the phial into his pocket. Then he poured the wine into four goblets—one for himself and the other three for the three officers.

[ডাঃ স্ট্রোনেৎজ্ ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে যাবার পর যুবরাজ সমস্ত বিষটুকুই মদের বোতলে ঢেলে ফেললেন। তারপর তিনি চারটি পানপাত্রে সেই মদ ঢাললেন—একটি নিজের জন্য, অপর তিনটি তিনজন অফিসারের জন্য।]

Q. 2. *What did Prince Dimitri say to the officers when they entered the room?* [অফিসাররা ঘরে প্রবেশ করলে যুবরাজ তাদের কি বললেন ?]

Ans. Prince Dimitri told the officers that the old dynastic quarrel would go now as he, the last of his line, was going to die. He wished long life for Prince Karl, his successor ; then the Prince asked them to drink to their future ruler.

[যুবরাজ দিমিত্রি অফিসারদের বললেন যে পুরানো বংশগত বিবাদ আর থাকবে না, কারণ তাঁদের বংশের শেষ ব্যক্তি তিনি শীগ্‌গিরই মারা যাচ্ছেন ; তিনি তাঁর পরবর্তী যুবরাজের দীর্ঘজীবন কামনা করে অফিসারদের ভবিষ্যৎ শাসকের মঙ্গল কামনায় মদ্যপান করতে বললেন।]

Q. 3. *What was the irony in the Prince's statement when he said to the officers, 'You will never serve another Prince'?* [যুবরাজ যখন অফিসারদের বললেন, "অন্য কোন যুবরাজকে তোমাদের আর সেবা করতে হবে না"—তখন তাঁর কথার মধ্যে পরিহাস কি ছিল ?]

Ans. While drinking the poisoned wine along with the Prince Girnitza, one of the conspirators who came to kill the Prince, praised him by saying that they would not serve more gallant Prince in their life. The Prince, of course, knew

that all the three officers would die with him because they took the same poisoned wine. So he said that really they would never serve another Prince. It was said in irony, as all of them would die in a moment.

[যুবরাজের সঙ্গে বিষ-মিশ্রিত মদ পান করতে করতে যুবরাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারীদের অন্যতম গির্‌নিৎজা যুবরাজকে এই বলে প্রশস্তি জানাল যে তারা তাঁর চেয়ে মহান্‌ কোন রাজার সেবা করার সুযোগ পাবে না। যুবরাজ অবশ্য জানতেন যে তারা তিনজনই মারা যাবে, কারণ তারা একই বিষাক্ত মদ পান করেছে। তাই তিনি বললেন যে সত্যই তারা আর অন্য কোন রাজার সেবা করতে পারবে না। কথাটা শেষের সঙ্গে বলা হয়েছিল, কারণ তারা সকলেই মুহূর্তের মধ্যে মারা যাবে।]

Q. 4. *Why did the officers startle?* [অফিসাররা চমকে উঠল কেন ?]

Ans. The officers startled because it was revealed that the Prince knew their intention.

[যুবরাজ তাদের অভিসন্ধি জানতে পেরেছেন একথা প্রকাশ পাওয়াতেই অফিসার তিনজন চমকে উঠলেন।]

Q. 5. *How did the three officers fall down dead after being poisoned by the Prince?* [যুবরাজ বিষ খাওয়াবার পর অফিসার তিনজন কিভাবে ঢলে পড়ল ?]

Ans. Girnitza drew his sword and stepped forward to kill the Prince, when he came to know that they had been poisoned by him. But he failed to come up to the Prince. His sword dropped down and he fell back into the chair groaning. Shultz fell across the table and Vontieff staggered against the wall.

[যুবরাজ তাদের বিষ খাইয়েছে বুঝতে পেরে গিরনিৎজা তলোয়ার বার করে তাঁর দিকে এগিয়ে গেল তাঁকে হত্যা করার জন্য। কিন্তু তা আর সম্ভব হল না। তার হাত থেকে তলোয়ার খসে পড়ল, সে গোঙাতে গোঙাতে চেয়ারের উপর ঢলে পড়ল। সুলৎজ্‌ পড়ে গেল টেবিলের উপর আড়াআড়ি ভাবে, আর ফন্তীয়েফ টলতে টলতে দেয়ালে গিয়ে ঠোক্কর খেল।]

QUESTIONS AND ANSWERS

Q. 1. Summarize the conversation amongst the Kranitzki officers, and show how it serves the purpose

of an exposition. What light does it throw on the character of the officers ?

[ক্রানিৎজ্‌কি বাহিনীর অফিসারদের কথোপকথনের সারমর্ম লেখো, এবং দেখাও নাটকের বিষয়বস্তু বোঝাতে তা কিভাবে সাহায্য করল। এই কথাবার্তা থেকে অফিসারদের স্বরূপ কতটা বোঝা যায় ?]

Ans. Prince Dimitri is the reigning chief of Kedaria and he lives in the castle at Tzern.

Three officers of the Kranitzki Regiment, one of the Regiments of Kedaria, are talking together in the antechamber of the Prince, while waiting for the Prince to come in. They are Colonel Girnitza, Major Vontieff and Captain Shultz.

Col. Girnitza, the ring-leader, begins the talk. He says that perhaps the Prince suspects them. Something in the Prince's manner tells it.

Captain Shultz says they do not care for it. They will settle it with him in the next half an hour and then the Prince will know what he has been suspecting—and know it for certain.

Col. Girnitza falls in with Shultz's view. He brushes aside (ঝেড়ে ফেলল) all fears, and makes sure that they are going to fall upon him the moment the Andrieff Regiment has marched out. So it is revealed (প্রকাশ পেল) that they cannot depend on the Andrieff Regiment, which is loyal to the Prince. It is going to camp outside the town. They do not bother about which regiment is going to take its place—for it will be a short while of business.

Then the officers fall into a discussion on how to do it, Captain Shultz says he will do it with his revolver. He hopes many of his bullets will not go astray.

Col. Girnitza says he has always favoured the sword—he half draws his sword and sends it back into his scabbard with a click—and he means to use it now. Major Vontieff is rather sorry that they will have to spill the blood of so young a Prince. He wishes the Prince were older and then they could have done the deed with little qualms of conscience (বিবেক). He wishes that the Prince were removed by the finger of Heaven.

This makes out a contrast amongst the three officers.

There is little difference between Colonel Girnitza and Captain Shultz. They are equally blood-thirsty. But Major Vontieff has a tender feeling—strange enough for a man who is in a conspiracy.

They further converse on the point. Col. Girnitza points out that they cannot let this moment escape (এই সুযোগ ছাড়তে পারে না). It is better that they should catch him young. If they allow the Prince to grow older, he will marry, and supposing he marries and begets children, then they will be put to the ugly necessity of making a largescale murder before they can lay the way to the throne clear for their Prince Karl.

In the midst of their conversation Prince Dimitri enters the chamber, looks coldly at them, asks them to withdraw. They bow and leave, Shultz going last and staring insolently at him.

[কুমার দিমিত্রি হ'লেন কেদারিয়ার রাজা। তিনি থাকেন জার্ণ-এর দুর্গভবনে।

কেদারিয়ার বিভিন্ন সৈন্যদলের মধ্যে ক্রানিংজকি-বাহিনীর তিনজন সেনানী কুমারের কক্ষে এসে নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলছে ; তারা কুমারের আগমনের অপেক্ষায় রয়েছে। তারা হ'ল কর্নেল গির্‌নিৎজা, মেজর ফন্টীয়েফ আর ক্যাপটেন সুলৎজ্।

পালের গোদা কর্নেল গির্‌নিৎজা কথা শুরু করে। সে বল্লে, কুমারের মনে বোধ হয় কিছু সন্দেহ দেখা দিয়েছে ; তাঁর চালচলনেই তা বোঝা যায়।

ক্যাপ্‌টেন সুলৎজ্ উত্তরে বল্লে, তাতে কিছু এসে যায় না ; আর আধ ঘন্টার মধ্যেই কাজ ফতে হবে, তখন তিনি নিশ্চয় ক'রে বুঝতে পারবেন এখন যা সন্দেহ করছেন তাই।

কর্নেল গির্‌নিৎজা সুলৎজ্-এর সঙ্গে একমত। ভয় ভাবনার কোনো আমল না দিয়ে সে স্থির করেছে রাজভক্ত আঁদ্রীব-বাহিনী রাজধানীর বাইরে শিবির স্থাপন করতে গেলেই তারা কুমারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। তারপর কোন বাহিনী আসবে, তা নিয়ে তাদের মাথা-ব্যথা নেই, কেন-না ততক্ষণে তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়ে গেছে।

তারপর সেনানী তিনজনের মধ্যে কথা হ'তে লাগল কিভাবে কাজ হাসিল করা হবে। ক্যাপ্‌টেন সুলৎজ বল্লে সে চালাবে তার রিভলবারের গুলি, তার বেশি গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হবে না।

কর্নেল গিরুনিৎজা বল্লে সে বসাতে চায় তরোয়ালের কোপ। বলেই সে কোষ থেকে তার তরোয়াল অর্ধমুক্ত ক'রে ফের তা ঝট ক'রে কোষের মধ্যে ঠেলে দিলে। কিন্তু কুমারের মতো একজন কচি ছেলেকে খুন করতে হবে ব'লে মেজর ফন্তীয়েফ-এর মন খারাপ হয়ে গেল। কুমারের বয়স বেশি হ'লে, তাকে বিবেকের দংশন অনুভব করতে হ'ত না। তার কামনা বিধির বিধানে কুমার অপসারিত হ'ন।

এতে ক'রে সেনানীদের মধ্যে চরিত্রগত পার্থক্য ফুটে উঠেছে।

কর্নেল গিরুনিৎজা আর ক্যাপ্‌টেন সুলৎজ্‌-এর মধ্যে পার্থক্য সামান্যই। তারা দু-জনই সমান রক্তপিপাসু। কিন্তু মেজর-এর প্রাণে মায়ামমতা আছে—একজন চক্রীর পক্ষে এটা বেশ একটু আশ্চর্যেরই ব্যাপার।

তারা এ নিয়ে আরও কিছু কথাবার্তা বললে। কর্নেল গিরুনিৎজা বুঝিয়ে দিলে এ সুযোগ তারা হেলায় হারাতে পারে না। কুমারকে কচি বয়সে মেরে ফেলাই বরং ভালো। তাঁকে বড় হয়ে উঠতে দিলে তাঁর বিয়ে হবে, বিয়ের পর ছেলেমেয়ে, তখন একসঙ্গে একটা গোটা পরিবারকেই হত্যা ক'রা দরকার হয়ে উঠবে, নইলে কুমার কার্ল-এর সিংহাসনের পথ নিষ্কণ্টক হবে না।

তারা কথাবার্তা বলছে, এমন সময় কুমার দিমিত্রি এসে কক্ষে প্রবেশ করলেন; তাদের দিকে কঠোর দৃষ্টিতে চেয়ে তিনি তাদের সেখান থেকে বিদায় ক'রে দিলেন। তারা অভিবাদন ক'রে চলে গেল; সুলৎজ্‌ কুমারের প্রতি রূঢ় দৃষ্টি হেনে স্থানত্যাগ করলে সবার শেষে।]

Q. 2. *"Still I wish the boy could be cleared out of our path by the finger of heavan rather than by our hands."*- **(i) Who is the boy here meant? (ii) When and where are these words spoken? (iii) What does the speaker here 'wish' to happen? (iv) Is his wish fulfilled?** [H. S. 1973]

[(ক) এখানে 'boy' বলতে কাকে বোঝানো হয়েছে? (খ) এই কথাগুলি কোথায় এবং কখন বলা হয়েছে? (গ) বক্তা এখানে কিরূপ ঘটনা ঘটুক বলে ইচ্ছা প্রকাশ করছে? (ঘ) তার মনোবাঞ্ছা কি পূর্ণ হয়েছে?]

Ans. (i) The word 'boy' here refers to Prince Dimitri of Kedaria. He is very young, aged only seventeen.

(ii) These words are spoken by Major Vontieff, one of the three Kranitzki officers who are out to kill Prince Dimitri and instal Prince Karl on the throne.

It is ten o'clock in the evening. The three conspiring officers of the Kranitzki Regiment are talking together in the

antechamber of the Prince. While waiting for the Prince to come, the three officers fall into a discussion on how to do away with him. Captain Shultz, one of them, suggests that he will use his revolver. Col. Girnitza says that he favours the sword. At this time Major Vontieff says these words.

(iii) Major Vontieff, the speaker of these words, does not like to spill the blood of so young a Prince. He wishes that the Prince were removed by the finger of Heaven.

(iv) Prince Dimitri does not die in the hands of the conspirators. Actually he dies by the hand of fate. Dr. Stronetz examines his chest and declares that the Prince is going to die of a fatal disease within six days. So he is fore-doomed by nature ; he is going to be removed by the finger of Heaven. The Prince dies by self-poisoning in anticipation of a death which will be coming in six days. So it can be said that Vontieff's wish was fulfilled.

[(ক) এখানে boy কথাটা কেদারিয়ার তরুণ যুবরাজ দিমিত্রিকে উল্লেখ করতে ব্যবহৃত হয়েছে। যুবরাজের বয়স মাত্র সতের বছর।

(খ) ক্রানিৎজ্কি বাহিনীর যে তিনজন অফিসার যুবরাজ দিমিত্রিকে হত্যা করে যুবরাজ কার্লকে সিংহাসনে বসাবার ষড়যন্ত্র করেছিল তাদেরই অন্যতম মেজর ফন্তীয়েফ এই কথাগুলো বলেছিল।

সন্ধ্যা ১০টার সময় ষড়যন্ত্রকারীরা যুবরাজ দিমিত্রির ঘরে বসে নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলছিল। যুবরাজের জন্যে অপেক্ষা করছিল তারা। কথাপ্রসঙ্গে যুবরাজকে কি ভাবে হত্যা করা যায় সে-বিষয়ে আলোচনা উঠতে ক্যাপ্টেন সুলৎজ জানাল সে রিভলবার দিয়ে কাজ সারতে চায়। কর্নেল গির্নিৎজা বলল সে তরবারিই পছন্দ করে। এই সময় মেজর ফন্তীয়েফ উদ্ধৃত কথাগুলি বলেছিল।

(গ) ফন্তীয়েফ ওরকম অল্পবয়স্ক যুবরাজের রক্তপাত ঘটাতে মোটেই ইচ্ছুক নয়। তার ইচ্ছা ঈশ্বরের বিধানেই তার মৃত্যু ঘটুক।

(ঘ) যুবরাজের মৃত্যু ষড়যন্ত্রকারীদের হাতে ঘটেনি, ঘটেছে নিয়তির হাতে। ডাঃ স্ট্রোনেৎজ্ তাঁর বুক পরীক্ষা করে জানালেন যে এক মারাত্মক রোগে ছয় দিনের মধ্যেই যুবরাজের মৃত্যু ঘটবে। সুতরাং তাঁর মৃত্যু নিয়তি-নির্দিষ্ট ছিল। ছয়দিনের মধ্যে মৃত্যু হবেই এই কথা বুঝতে পেরেই যুবরাজ বিষ-প্রয়োগে আত্মহত্যা করলেন। কাজেই বলা যায় যে ফন্তীয়েফ-এর ইচ্ছা পরিপূরণ হয়েছিল।]

Q. 3. "I am trapped." **Who says this and to whom? Describe the situation in which the speaker feels he is trapped.** ['আমি ফাঁদে পড়েছি'—একথা কে কাকে বলেছিলেন? যে পরিস্থিতিতে বক্তা ফাঁদে পড়েছেন বলে মনে করেছিলেন তা বর্ণনা কর।]

Ans. This is spoken by Prince Dimitri, the reigning Prince of Kedaria. He speaks it to his friend, Dr. Stronetz, who pays him a friendly visit at night.

Dr. Stronetz enters the Prince's room and he is enthusiastically (উৎসাহ সহকারে) welcomed. The Doctor is surprised, for he was not allowed to come in until he pleaded that he had been sent for on a matter of health. Even then the guards took away his weapon before they allowed him to enter.

With a short laugh the Prince listens to him and then he says that his own weapons have also been taken away from him on this and that pretext. He has been deliberately (ইচ্ছাকৃতভাবে) made defenceless.

Dr. Stronetz is horrified to hear it. He realizes that the Prince's life is in danger. The Prince also confirms it. He knows that he is trapped.

And then the Prince unfolds it at some length (বিস্তারিত ভাবে প্রকাশ করল).

The Prince tells him that he came to the throne as a boy of fourteen and that he is seventeen now. All these years the faction owing allegiance to Prince Karl has sought to murder him. He has kept a watch on himself, and so long he has been successful in warding off the danger, but this time he has unwarily (অসাবধানতার ফলে) walked into the trap.

Dr. Stronetz asks him how he can be so trapped when he has his guards.

The Prince tells Dr. Stronetz that possibly he did not notice the uniform of his guards. The guards belong to the Kranitzki Regiment which is hostile to him. The Artillery is equally disaffected with him.

The Andrieff Regiment was the only doubtful factor, and the Kranitzki Regiment officers were waiting for the Andrieff Regiment to quit the town. It is leaving the town and the Lonyadi Regiment is comming to take its place.

Dr. Stronetz anxiously questions whether this Lonyadi Regiment is loyal to the Prince.

The Prince assures him that the Lonyadi Regiment is loyal, but regrets that it is reaching the town at least one hour after the deed is done. He says that he finds no prospect (ভরসা) of escape. The Kranitzki officers are not such fools as to let slip this golden opportunity.

He tells Dr. Stronetz that as he is the last of his family, his death will clear the way for Prince Karl to the throne.

He can now only wait for his death.

[একথা বল্লেন কেদারিয়ার রাজা কুমার দিমিত্রি। রাতের বেলায় তাঁর বন্ধু ডাক্তার স্ট্রোনেৎজ্ যখন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসেন, তখন তিনি তাঁকে বলেন এ কথা।

ডাঃ স্ট্রোনেৎজ্ এসে প্রবেশ করলে কুমার তাঁকে সাদরে অভ্যর্থনা করলেন। তাতে ক'রে ডাক্তার বিস্মিত না হয়ে থাকতে পারলেন না; কেননা কুমার তাঁকে স্বাস্থ্যসংক্রান্ত বিষয়ে ডেকে পাঠিয়েছেন, একথা না বলা পর্যন্ত রক্ষীরা তাঁকে কক্ষে প্রবেশ করতে দেয় নি, এবং তখনো তারা তাঁর অস্ত্র তাদের কাছে রেখে দিয়েছে।

ডাক্তারের কথায় ঈষৎ হেসে কুমার বল্লেন, তাঁর অস্ত্রশস্ত্রও নানা ছুতোয় সরিয়ে ফেলে তাঁকে আত্মরক্ষায় অক্ষম ক'রে ফেলা হয়েছে।

এ কথা শুনে ডাক্তার স্ট্রোনেৎজ্ শঙ্কিত হয়ে পড়লেন। তিনি বুঝলেন কুমারের জীবন বিপন্ন। কুমারও তাঁর সঙ্গে একমত। তিনি বল্লেন, তিনি ফাঁদে পড়েছেন।

তারপর কুমার সবিস্তারে সব বিবৃত করতে লাগলেন।

কুমার তাঁকে বল্লেন, তিনি যখন চোদ্দ বছরের ছেলে তখন সিংহাসনে আরোহণ করেন, এখন তাঁর বয়স সতেরো। এই কয় বছর কুমার কার্লের অনুগত দল তাঁকে হত্যা করার চেষ্টা ক'রে আসছে। অতি সাবধানে এতদিন তিনি বিপদ এড়িয়ে চলেছেন, এবার অসাবধানে তাদের ফাঁদে পা দিয়েছেন।

ডাঃ স্ট্রোনেৎজ্ জিজ্ঞেস করলেন কুমারের রক্ষিদল থাকতে তিনি ফাঁদে পড়লেন কী ক'রে।

কুমার বল্লেন, ডাক্তার হয়তো তাদের উর্দি লক্ষ্য ক'রে দেখেন নি। তারা হচ্ছে তাঁর বিরুদ্ধবাদী ক্রানিৎস্কি বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত। গোলন্দাজবাহিনীও তাঁর প্রতি সমান বিরূপ।

একমাত্র আঁাত্রীব-বাহিনীই হচ্ছে সন্দেহের স্থল। তবে তা চলে যাচ্ছে শহরের বাইরে, আর তারই জন্যে অপেক্ষা করছে ক্রানিৎজ্‌কি বাহিনীর সেনানীরা। আঁাত্রীব বাহিনীর জায়গায় আসছে লোনিয়াডি বাহিনী।

ডাক্তার জিজ্ঞেস করলেন লোনিয়াডি বাহিনী রাজানুগত কি না।

কুমার বল্লেন, লোনিয়াডি-বাহিনী তাঁর অনুগত বটে, তবে তা এসে পৌঁছচ্ছে ঘণ্টাখানেক পরে, তারই মধ্যে কাজ ফতে হয়ে যাবে। পালাবার কোনো পথ নেই। ক্রানিৎজ্‌কি-বাহিনীর সেনানীরা এতটা নির্বোধ নয় যে এ সুযোগ ছেড়ে দেবে।

তিনি ডাক্তার স্ট্রোনেৎজ্‌কে বল্লেন, তাঁর পরিবারের তিনিই সর্বশেষ ব্যক্তি; তাঁকে হত্যা করলেই কুমার কার্লের সিংহাসনের পথ নিষ্কণ্টক হবে। তিনি এখন কেবল মৃত্যুর প্রতীক্ষা করতে পারেন।]

Q. 4. "Never mind what suggested it, and you have saved me"—**Who says this and to whom? Describe the circumstances referred to. Is he really saved?** [এ কথা কে কাকে বলেছিলেন? কোন্ পরিস্থিতিতে এ কথা বলা হয়েছিল তা বর্ণনা করো। সত্যই কি তিনি রক্ষা পেয়েছিলেন?]

Ans. Prince Dimitri says this to Dr. Stronetz. He expresses his sense of gratitude to Dr. Stronetz for what he considers to be a miraculous escape.

When the conspirators burst into the Prince's chamber to kill him, Dr. Stronetz springs up, tears open the Prince's tunic, and begins to test his heart. They would have the Doctor leave the room and so they say they have some business with the Prince. But the Doctor says his business is graver, and as soon as he finishes his test he solemnly (গুরুগম্ভীর ভাবে) declares that the Prince is stricken with a fatal disease that will carry him away before six days have elapsed. The Prince, too, sinks into a chair in pretended collapse (হতাশায় ভেঙ্গে পড়ার ভাণ করে). All this unsettles the plan of the conspirators, who think it unnecessary to spill blood (রক্তপাত ঘটানো) when the finger of Heaven is soon going to clear out Prince Dimitri so as to lay the way to the throne clear for Prince Karl. They withdraw.

When the conspirators have left, Prince Dimitri turns jubilantly to the good Doctor and compliments him for his

ready wit (উপস্থিত বুদ্ধি) or inspiration, as he calls it. The Doctor, he says, has effectively befooled them, and he may now be saved, for the loyal Lonyadi Regiment is arriving soon.

Dr. Stronetz cannot accept this compliment. He says this has not been altogether an inspiration—it has been a suggestion from a look in the Prince's eyes. He has seen such a look in the eyes of men struck with a mortal disease.

The Prince is in a jubilant mood. He pays no heed to what the Doctor has said. He repeats his thanks to Dr. Stronetz for having given him a breathing-space. He is almost certain he has crossed the dangerous moment. It does not matter whether it was wholly an inspiration or was partly a suggestion from outside his own self. The credit is his. The officers have been befooled.

Dr. Stronetz is in a very difficult position. He cannot accept this compliment, for it has not been exactly a case of befooling these officers. It was, as Dr. Stronetz gives out afterwards, a real examination and a real result.

[এ কথা বলেছেন কুমার দিমিত্রি ডাঃ স্ট্রোনেৎজ্‌কে। অদ্ভুত উপায়ে ডাক্তার তাঁকে আততায়ীদের হাত থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন ভেবে কুমার তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছেন।

চক্রান্তকারীরা যখন কুমারকে হত্যা করবার জন্যে তাঁর কক্ষে ছুটে এল, তখন ডাক্তার স্ট্রোনেৎজ্‌ লাফ দিয়ে উঠে, কুমারের টিউনিক টেনে খুলে ফেলে, তাঁর হৃদ্‌যন্ত্র পরীক্ষা করতে লাগলেন। তারা তখন চায় ডাক্তার সেখান থেকে চলে যান; তাই তারা বল্লে কুমারের সঙ্গে তাদের জরুরী কাজ আছে। ডাক্তার বল্লেন তাঁর কাজ আরও গুরুতর, তারপর পরীক্ষা শেষ ক'রে তিনি ঘোষণা করলেন যে, কুমার মারাত্মক হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়েছেন, দু'-দিনও বাঁচবেন না। এতে ক'রে চক্রীদের চক্রান্ত ঘুরে গেল; বিধির বিধানেই যখন কুমার দিমিত্রি কয়েক দিনের মধ্যে মারা গিয়ে কুমার কার্লে'র সিংহাসনের পথ পরিষ্কার ক'রে দিয়ে যাচ্ছেন, তখন রক্তমোক্ষণ অনাবশ্যক। তারা সেখান থেকে চলে গেল।

চক্রীরা চলে গেলে পর কুমার সোল্লাসে ডাক্তার স্ট্রোনেৎজ্‌-এর দিকে ফিরে তাঁর উপস্থিত বুদ্ধির, অথবা, তাঁর ভাষায়, প্রেরণার জন্যে তাঁর প্রভূত সাধুবাদ করতে লাগলেন। তিনি বল্লেন, এবার তিনি প্রাণে বেঁচে যেতে পারেন, কেন-না রাজভক্ত লোনিয়াডি-বাহিনী শীগগিরই এসে পৌঁচচ্ছে।

ডাঃ স্ট্রোনেৎজ্ এ সাধুবাদ গ্রহণ করতে পারলেন না। তিনি বল্লেন, এটা ঠিক প্রেরণা নয়; কুমারের চোখের দৃষ্টিতে এ ব্যঞ্জনা ফুটে উঠেছে; কাল-ব্যাধিতে আক্রান্ত লোকের চোখে এ দৃষ্টি তিনি দেখেছেন।

কুমারের মন উল্লাসে ভরপুর। ডাক্তারের কথায় তেমন আমল না দিয়ে তিনি তাঁকে পুনরায় ধন্যবাদ জ্ঞাপন করলেন—তাঁকে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলবার অবকাশ দেবার জন্যে। তাঁর প্রায় নিশ্চিত বিশ্বাস এই যে, তিনি ফাঁড়া কাটিয়ে উঠেছেন। ব্যাপারটা পুরোপুরি প্রেরণা, না কি আংশিকভাবে বাইরের কোনো ব্যঞ্জনা, তাতে কিছু এসে যায় না। বাহাদুরি তাঁরই। সেনানীরা বোকা বনে গেছে।

ডাক্তার কঠিন সমস্যায় পড়লেন। তিনি কুমারের সাধুবাদ গ্রহণ করতে পারেন না। তিনি সেনানীদের ঠিক বোকা বানান নি, সত্যিকার পরীক্ষা ক'রে যে সিদ্ধান্তে এসে উপনীত হয়েছেন, সে কথাই ব্যক্ত করেছেন।]

Q. 5. *"You offered me a way of escape from a cruel death just now. Let me escape now from a crueller one."*—**Who say this and to whom? What was the crusl death and what was the 'crueller' one? What was the means of escape offered to the speaker? How did the speaker utilize that means of escape?** [একটু আগেই তুমি আমাকে এক নিষ্ঠুর মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচবার উপায় বাংলেছিলে। এখন তার চেয়েও বেশি নিষ্ঠুর মৃত্যুর হাত থেকে আমাকে বাঁচতে দাও।"—একথা কে কাকে বলে-ছিলেন? 'নিষ্ঠুর মৃত্যু' ও 'নিষ্ঠুরতর মৃত্যু' বলতে কি বোঝাচ্ছে। বক্তাকে কি উপায়ে বাঁচবার পথ দেখানো হয়েছিল? ঐ উপায় বক্তা কি ভাবে ব্যবহার করেছিলেন?]

Ans. Prince Dimitri says this to Dr. Stronetz.

When the Doctor comes to visit the Prince and learns from him that the latter is trapped and is soon going to be murdered by some officers of the Kranitzki Regiment of Guards in his own castle, he, finding no way of escape for the Prince, offers him poison so that he might be spared the horror of a violent death. But the Prince refuses the offer. He says he has never seen a man killed, but now he will have that experience through his own violent death.

Not long after this, the three officers enter the room. Then it happens that Dr. Stronetz declares on examination that the Prince is going to die in six days' time. There is something in

the Doctor's manner which makes them believe it. They retire with the idea that they may do without spilling blood since the Prince is soon going to die.

As they retire, Prince Demitri congratulates the Doctor, on his inspiration. Dr. Stronetz cannot accept the congratulation—he says it was not pure inspiration—but a look into the eyes of the Prince suggested it. He saw in his eyes the look of a man stricken with a mortal disease.

The Prince does not comprehend (বুঝতে পারছেন না) it until the Doctor explains it at some length. It now dawns upon the Prince that he has been saved from a violent death only to die of heart disease in six days' time. It is at this juncture (এই সময়ে) that the Prince makes the remark quoted above.

He feels that it is far better to be done to death in an instant than to wait for death to come in a few days. This waiting is, to him, a crueller experience than to die instantaneously (মুহূর্তের মধ্যে) at the hands of assassins. Besides, it is compromising to his royal dignity (রাজকীয় মর্যাদা). He is a monarch. He will not be kept waiting even by death. He asks for the phial of poison he refused at first.

Dr. Stronetz gives it to him and goes out hiding his face in his arm.

The Prince then gets ready to mix the poison with his wine. Suddenly he stops, calls his three officers by name, and before they come, he empties the phial of poison into the bottle of wine. When they come, he tells them that, when he is certain to die, it is no use carrying on the old dynastic feud. He asks them to drink the health of the future king, and thus persuades (প্ররোচিত করেন) them to drink the poisoned wine. The Prince drinks with them, so that all four die.

[কুমার দিমিত্রি ডাঃ স্ট্রোনেৎজ্‌কে একথা বলেন।

ডাক্তার যখন কুমারের সঙ্গে দেখা করতে আসেন এবং শোনেন যে, কুমার ফাঁদে পড়েছেন, ক্রানিৎজ্‌কি রক্ষিবাহিনীর জনকয়েক সেনানী তাঁর দুর্গভবনে তাঁকে হত্যা করতে আসছে, তখন তিনি, কুমারের পালাবার কোনো পথ নেই দেখে, তাঁকে বিষ দিতে চাইলেন, যাতে ক'রে হত্যাকাণ্ডের ভয়াবহ হিংস্রতার সম্মুখীন তাঁকে না হতে হয়। কিন্তু কুমার তা প্রত্যাখ্যান ক'রে বল্লেন, তিনি

কখনো কোনো লোককে খুন হ'তে দেখেন নি, এবার নিজের হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়ে সেই অভিজ্ঞতা লাভ করতে চান।

কিছুক্ষণের মধ্যেই অফিসার তিনজন ঘরে প্রবেশ করল। ডাক্তার পরীক্ষার পর ঘোষণা করলেন যে কুমার ছ'দিনের মধ্যে মারা যাবেন। ডাক্তারের হাবভাবে এমন একটা কিছু ছিল যাতে ক'রে তারা তা বিশ্বাস করল। তারা এই সিদ্ধান্ত নিয়ে চলে গেল যে, যেহেতু কুমার শীঘ্রই মারা যাবেন সেহেতু রক্তক্ষরণ ছাড়াই তারা তাদের কাজ করতে পারবে।

তারা চলে গেলে, কুমার ডাক্তারের প্রেরণার জন্য তাঁকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করলেন। ডাক্তার বল্লেন, ব্যাপারটা প্রেরণা নয়, কুমারের চোখের দৃষ্টি থেকেই তিনি হৃদ্‌যন্ত্র পরীক্ষা করতে উদ্যত হন। কালব্যাধিগ্রস্ত লোকের চোখে এ দৃষ্টি তিনি দেখছেন।

কুমার প্রথমে কথাটার মর্ম উপলব্ধি করতে পারলেন না। ডাক্তার তখন আরও বিশদ ক'রে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিলেন। কুমার বুঝলেন, ডাক্তার তাঁকে হিংস্র মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচালেও, তিনি ছ'-দিনের মধ্যেই মারা যাচ্ছেন। তখনই তিনি উদ্ধৃত মন্তব্যটি করেন।

তাঁর মনে হ'ল এক নিমেষে হিংস্র মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়া, মৃত্যুর জন্যে দিন কয়েক অপেক্ষা ক'রে থাকার চেয়ে ঢের ভালো। এই অপেক্ষা করাটা, তাঁর কাছে হ'ল, আততায়ীদের হাতে নিমেষে প্রাণ হারানোর চেয়ে বেশি নিষ্ঠুর ব্যাপার। তা' ছাড়া, তা তাঁর রাজকীয় মর্যাদার পক্ষেও হানিকর। তিনি রাজা। মৃত্যুও তাঁকে অপেক্ষায় রাখতে পারে না। যে বিষের শিশি তিনি প্রথমে গ্রহণ করতে নারাজ ছিলেন, এখন তাই চাইলেন।

ডাক্তার স্ট্রোনেৎজ্ তা তাকে দিয়ে, বাহুতে মুখ লুকিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

তারপর কুমার নিজের মদে বিষ মেশাতে গিয়ে থমকে দাঁড়ালেন, হঠাৎ তাঁর মাথায় এক মতলব এল। তিনি নাম ধরে ডাক দিলেন সেনানী তিনজনকে, তারা এসে পৌঁছতে-না-পৌঁছতেই সমস্ত মদে বিষ ঢেলে দিলেন। তারা এলে পর তিনি বল্লেন, যখন কয়েক দিনের মধ্যেই তিনি মারা যাচ্ছেন তখন পুরানো বংশানুক্রমিক শত্রুতা জীইয়ে রেখে কোনো লাভ নেই। তিনি তাদের ভাবী রাজার কল্যাণে মদ্যপান করতে বল্লেন, নিজেও তা খেলেন, এইভাবে চারজনেরই মৃত্যু ঘটল।]

Q. 6. "You found that death had forestalled you." **(i) Who is the speaker ? (ii) What idea of him as a**

man do these words give? (iii) Whom had Death 'forestalled' and how? [H. S. 1972]

[(ক) কথাগুলো কে বলেছিলেন ? (খ) এই বক্তব্য থেকে বক্তার সম্বন্ধে মানুষ হিসাবে কিরূপ ধারণা পাওয়া যায় ? (গ) মৃত্যু এসে কাদের আগে থাকতেই তার উপস্থিতি জানিয়েছিল, এবং কিভাবে জানিয়েছিল ?]

Or, "You found that Death had forestalled you. I thought it is a pity that the evening should be wasted. So I've killed you ; that's all !"—**Who says this and to whom ? Describe the circumstances referred to and bring out the humour.**

[একথা কে কাকে বলেছিলেন ? যে পরিস্থিতির উল্লেখ করা হয়েছে তার বর্ণনা করো এবং এই বক্তব্যের মধ্যে যে ব্যঙ্গ প্রকাশ পেয়েছে তার উল্লেখ করো।]

Ans. Prince Dimitri says this to his treacherous officers who planned to kill him.

When Dr. Stronetz, after testing the Prince's heart, declares that he is going to die in six days' time, the would-be assassins (যারা যুবরাজকে হত্যা করতে চেয়েছিল) decide to leave him to his fate instead of besmearing their hands with blood (তাদের হাত রক্তরঞ্জিত করার পরিবর্তে). As they withdraw, the Prince asks of the Doctor for the bottle of poison which the latter offered him so that he might be spared the horrors of a violent death, and which he refused to have, as he wanted to have the experience of dying violently. Now he feels that he cannot wait for death. It is, to his mind, a crueller experience than to be done to death in an instant. Besides, it is beneath his royal dignity to be kept waiting even by death. The Doctor gives him the bottle and leaves the room with tearful eyes.

The Prince is about to mix the poison with his drink when he stops. He then goes to the door and calls for his officers by name. Before they enter the room, he empties the phial of poison into the bottle of wine. Then he welcomes them, and tells them that when he is sure to die, there is no use carrying on the old feud (পুরানো বংশগত বিরোধ). He expresses his good wishes in advance for the future king and asks them to drink to his health along with himself.

The officers are impressed by the gallantry of Prince

Dimitri and admiringly tells him that they will never serve a more gallant Prince than Dimitri.

The Prince tells them that they are speaking the truth, for they are not going to serve any other Prince on earth.

They appear to be puzzled.

Then the Prince explains himself. He tells them that he is going to march into the next world not alone, but at the head of his faithful Kranitzki guards.

Then he tells them that he knows that they came into his room to kill him and retired only because they were forestalled by Death. They certainly would have done their deed had not Dr. Stronetz made his declaration.

Then the Prince adds that he thought the evening that was selected for killing should not go without killing, and it is simply out of pity for the evening that goes empty that he put the officers to death. He had no previous intention to kill them—nor, he wanted to say, should it be taken as revenge. It is simply fun, if you like to call it, or fulfilling a promise whoever has made it and where. That's all.

[কুমারের হৃদ্‌যন্ত্র পরীক্ষা ক'রে ডাক্তার স্ট্রোনেৎজ্‌ যখন ঘোষণা করলেন যে কুমার ছ'-দিনের মধ্যেই মারা যাচ্ছেন, তখন তাঁকে যারা বধ করতে এসেছিল তারা অনর্থক নিজেদের হাত রক্তকলুষিত করার পরিবর্তে তাঁকে তার ভাগ্যের হাতে সমর্পণ করে দেওয়াই উচিত বিবেচনা করলে। তারা চলে গেল, কুমার ডাক্তারের কাছে সেই বিষের বোতলটি চাইলেন যেটি কুমারকে হিংস্র মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে ডাক্তার একটু আগে দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু নিজের হত্যাকাণ্ড স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করবার জন্যে কুমার সেটি গ্রহণ করতে নারাজ হয়েছিলেন। এখন তাঁর মনে হ'ল মৃত্যুর জন্যে তিনি অপেক্ষায় থাকতে পারবেন না। তাঁর চোখে এভাবে অপেক্ষা ক'রে থাকাটা এক মুহূর্তে শেষ হয়ে যাওয়ার চেয়ে বেশি নিষ্ঠুর মনে হ'ল। তা'ছাড়া, রাজা তিনি, মৃত্যুও যে তাঁকে অপেক্ষায় রাখবে, তাতে হবে তাঁর রাজকীয় মর্যাদার হানি। ডাক্তার তাঁকে বিষের বোতল দিয়ে সজল চোখে সেখান থেকে চলে গেলেন।

কুমার নিজের পানীয়ে বিষ মেশাতে গিয়ে থমকে দাঁড়ালেন, তারপর হাঁক দিয়ে ডাকলেন সেনানী তিনজনকে, আর তারা এসে ঢুকতে-না ঢুকতেই সবটুকু বিষ উজাড় ক'রে ঢেলে দিলেন মদের বোতলে। তারপর তিনি তাদের বল্লেন,

তিনি যখন কয়েক দিনের মধ্যেই মারা যাচ্ছেন, তখন পুরনো বংশানুক্রমিক দ্বন্দ্ব জীইয়ে রেখে লাভ নেই। ভাবী রাজার উদ্দেশ্যে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন ক'রে তিনি তাদের সেই রাজার কল্যাণে তাঁর সঙ্গে মদ্যপান করতে বল্লেন।

সেনানীরা কুমার দিমিত্রির সাহসিকতা ও উদারতায় অভিভূত হয়ে বল্লে, তারা কখনো তাঁর চেয়ে সাহসী ও উদার কোনো রাজার সেবা করতে পারবে না।

কুমার বল্লেন তারা সত্য কথাই বলেছে, কেন-না তারা আর কোনো রাজার সেবা করবে না।

তারা বিমূঢ় বোধ করল।

তখন কুমার বুঝিয়ে দিলেন। তিনি বল্লেন যে, তিনি তাঁর বিশ্বস্ত ক্রানিৎজ্‌কি রক্ষীদের পুরোভাগে পরলোকে প্রয়াণ করছেন। কথাটা শ্লেষ ক'রেই বল্লেন তিনি।

তারপর তিনি বলতে লাগলেন, তিনি জানেন তারা তাঁকে হত্যা করবার জন্যেই তাঁর কক্ষে এসেছিল, কেবল যখন বুঝতে পারল যে, তাদের আগেই মৃত্যু তাঁকে চিহ্নিত ক'রে রেখে গেছে, তখনই তারা কক্ষ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়। ডাঃ স্ট্রোনেৎজ্‌ তাঁর অবশ্যম্ভাবী মৃত্যু ঘোষণা না করলে, তারা নিশ্চয়ই তাদের কাজ হাসিল করত।

তারপর কুমার বলতে লাগলেন, তাঁর মনে হ'ল যে-সন্ধ্যাটা তাঁকে হত্যা করার জন্যে স্থির করা হয়েছিল, হত্যাকাণ্ডের অভাবে তা বিফলে যাওয়া ঠিক হবে না; তাই সেই সন্ধ্যার প্রতি মমতাবশতঃ তিনি সেনানীদের মৃত্যু ঘটালেন। তাদের হত্যা করার কোনো ইচ্ছা আগে তাঁর ছিল না,—তা' ছাড়া তিনি এ-ও বলতে চেয়েছেন যে ব্যাপারটাকে প্রতিশোধ ব'লে যেন মনে করা না হয়। এটাকে নিছক তামাসা বলা যেতে পারে, নয়তো বলা যেতে পারে প্রতিজ্ঞা পূরণ —তা সে প্রতিজ্ঞা যে-ই করে থাক, আর যেখানেই তা সে ক'রে থাকুক না কেন।]

Q. 7. "Colonel Girnitza, I never thought death...could be...so amusing."—**Who is the speaker of these words? What does he mean by saying that death could be amusing? Narrate the circumstances which make death amusing.**

[এ কথাগুলি কে বলেছিলেন? মৃত্যু এত আকর্ষণীয় হতে পারে—এ কথার দ্বারা বক্তা কি বোঝাতে চেয়েছেন? যে পরিস্থিতিতে মৃত্যুকে আকর্ষণীয় মনে হয়েছিল তা বর্ণনা করো।]

● **Ans.** This is said by Prince Dimitri to Col. Girnitza, the

ringleader of a conspiracy against him. He says this just at the moment of his death.

Prince Dimitri serves poisoned wine to his officers of the Kranitzki Regiment and they fall before him one by one. These officers planned to kill him.

Prince Dimitri is prepared to die at their hands rather than die by taking poison; for he is inclined not to miss the opportunity of seeing a man killed before him. Although it be himself, he will see it.

Then when he is ready for death, and stands drawn up in a corner, Dr. Stronetz rushes at him, tears open his tunic, begins to examine his heart, and declares that the Prince is attacked with a mortal disease and that he will die in six days' time.

The officers enter the Prince's room and hearing from Stronetz leave the room, without perpetrating (সম্পন্ন না করে) the crime, thinking it unnecessary.

The Prince is elated (উল্লসিত হলেন). He thinks that the danger is over. and he thanks Dr, Stronetz whole-heartedly for what he thinks to be a clever ruse (কৌশল, ছল) on the part of Dr. Stronetz. Then Dr. Stronetz tells him that he has not played a trick, he has said only the truth.

The Prince hates death. He has an intense love of life. But he is no coward. He wishes to gain experience of violent death through his own murder. But when it is revealed that he is stricken with a mortal disease and is going to die in six days and when his would-be assassins leave him to his fate, he cannot bear to wait for death. It seems to be a crueller ordeal than to be killed instanteously. Moreover, he, a king, cannot be kept waiting by anything, even if it be death. So he makes up his mind to die by taking poison, which Dr. Stronetz, seeing no way of escape for the Prince, offered him. The Doctor gives him the phial of poison and leaves silently weeping. The Prince has an idea. He pours the poison into the wine, calls back his would-be assassins, and makes them drink to the health of the future king, Karl, as he does himself.

He pleads that as it is certain he is going to die there is no use carrying on their ancient quarrel. The officers are

impressed by his gallantry and say that they will never serve a more gallant Prince. Dimitri tells them that they are quite right for they are not going to serve another Prince on this side of the earth ; for he is taking his faithtul Kranitzki Guards with him to the next world.

The officers realize to their horror (বুঝতে পেরে ভয় পেয়ে গেল) that they have been poisoned by the young Prince.

The Prince then says that as they planned to murder him in the evening but desisted (বিরত হয়েছিল) from the attempt on learning that he was going to die in a few days, the evening was running to waste. He wanted to fill it in, and that is why he has taken steps to kill his would-be killers.

When they realize they are poisoned, they can only roll in fruitless anger (নিষ্ফল আক্রোশে). Captain Shultz examines the bottle and Major Vontieff smells the glass, while Col. Girnitza raises his sword to strike the Prince, but moves staggeringly. Already the poison is acting.

Dimitri tells Col. Girnitza, although it is not at all necessary to put him (the Prince) to death, for he is going to die from poison along with them, yet he may very well satisfy his anger by striking a blow at him. Col. Girnitza reels and his sword drops. The Prince takes it up and waves it. He laughs wildly. Shultz falls across the table and Vontieff staggers against the wall.

The Lonyadi Regiment is heard marching in. It fills the Prince with a comic sense of life and death. The last hour is highly interesting to him. Death robs him of life, but at the same time allows him a good deal of laughter. And the Prince falls dying on the floor.

[কুমার দিমিত্রি কর্নেল গির্‌নিৎজাকে এ কথা বলেন। এই কর্নেলই ছিল তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের নায়ক। ঠিক মরবার সময় তিনি এ কথা বলে যান।

কুমার দিমিত্রি ক্রানিৎজ্‌কি-বাহিনীর সেনানীদের বিষাক্ত মদ দেন ; তাঁর চোখের সামনেই তারা একে একে ঢলে পড়ে। এরাই তাকে হত্যা করবে ব'লে অভিসন্ধি করেছিল।

কুমার দিমিত্রি বিষ খেয়ে মরার চেয়ে তাদের হাতে মরতে প্রস্তুত। হত্যাকাণ্ড প্রত্যক্ষ করার সুযোগ ত্যাগ করতে রাজী নন তিনি—হ'ক না তা তাঁর নিজেরই প্রাণহনন।

তারপর যখন মৃত্যুর প্রতীক্ষায় কুমার তাঁর কক্ষের এককোণে আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, তখন ডাক্তার স্ট্রোনেংজ তাঁর কাছে ছুটে গিয়ে তাঁর টিউনিক ছিঁড়ে হৃদ্‌যন্ত্র পরীক্ষা ক'রে ঘোষণা করলেন যে, কুমার কালব্যাধিতে আক্রান্ত, ছ'দিনও আর বাঁচবেন না।

সেনানীরা কুমারের কক্ষে প্রবেশ ক'রে ডাক্তারের কথা শুনে কুমারকে বধ করা অপ্রয়োজনীয় বিবেচনায় সে স্থান ত্যাগ করলে।

কুমার উল্লসিত। তাঁর মনে হ'ল বিপদ কেটে গেছে। ডাক্তারের বুদ্ধির খেলার জন্যে তাঁকে তিনি সর্বান্তঃকরণে ধন্যবাদ দিতে লাগলেন। তখন ডাক্তার তাঁকে বল্লেন তিনি চালাকি করেন নি, সত্য কথাই বলেছেন।

কুমার মৃত্যুকে ঘৃণা করেন। জীবনের প্রতি রয়েছে তাঁর গভীর আসক্তি। কিন্তু তিনি কাপুরুষ নন। নিজের হিংস্র মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে হত্যাকাণ্ডের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে চান তিনি। কিন্তু যখন জানা গেল তিনি কালব্যাধিতে আক্রান্ত, ছ'দিনের মধ্যেই মারা যাবেন, যখন তাঁকে হত্যা করা অনাবশ্যক বিবেচনায় তাঁকে যারা হত্যা করতে চেয়েছিল তারা চলে গেল, তখন তাঁর মনে হ'ল মৃত্যুর প্রতীক্ষায় থাকা তাঁর কাছে অসহ্য। নিমেষে শেষ হয়ে যাওয়ার চেয়ে মৃত্যুর জন্যে দিন গোণা ঢের বেশি কষ্টের ব্যাপার। তা ছাড়া, মৃত্যুর জন্যে অপেক্ষায় থাকাও তাঁর রাজমর্যাদার পক্ষে হানিকর। পলায়নের কোনো পথ নেই দেখে স্ট্রোনেংজ্ তাঁকে যে বিষের শিশি দিতে চেয়েছিলেন, এখন তিনি তাই চাইলেন। ডাক্তার তা দিয়ে নীরবে অশ্রুমোচন করতে করতে চলে গেলেন। কুমারের মাথায় একটা বুদ্ধি এল। তিনি মদে বিষ ঢেলে ষড়যন্ত্রকারীদের ডেকে ভাবী রাজা কার্লের কল্যাণে তাদের সেই মদ খাওয়ালেন, নিজেও খেলেন।

তাঁর কথা হ'ল এই যে, তিনি যখন কয়েকদিনের মধ্যেই মারা যাচ্ছেন তখন তাঁদের পুরাতন কলহের জের টেনে চলা বৃথা। সেনানীরা তাঁর বীর্যবত্তায় অভিভূত হয়ে বল্লে, তারা কখনো তাঁর চেয়ে বীরহৃদয় কোনো রাজার সেবা করতে পারবে না। কুমার বললেন তারা ঠিক বলেছে, কেননা মরজগতে তারা আর কোনো রাজার সেবা করবে না; কেননা তিনি তাঁর বিশ্বস্ত ক্রানিংজ্‌কি রক্ষীদের সঙ্গে ক'রে পরলোকে নিয়ে যাচ্ছেন।

সেনানীরা সভয়ে সচেতন হয়ে উঠল যে, কুমার তাদের বিষপ্রয়োগ করেছেন।

তারপর কুমার বল্লেন, তারা তাঁকে সন্ধ্যাবেলায় হত্যা করবে ঠিক ক'রেও যখন জানতে পারলে যে তিনি সামান্য কয়েকদিনের মধ্যেই মারা যাবেন তখন

সে চেষ্টা থেকে বিরত হ'ল ; সন্ধ্যাবেলাটা তখন অনর্থক কেটে যাবার উপক্রম হয় ; সেই ফাঁক ভরাট করার জন্যেই তিনি তাদের মৃত্যু ঘটাবার ব্যবস্থা করেছেন।

যখন তারা বুঝল তাদের বিষ দান করা হয়েছে তখন নিষ্ফল আক্রোশে গড়াগড়ি খাওয়া ছাড়া তাদের কিছুই করবার রইল না। ক্যাপ্টেন সুলংজ্ বোতলটা পরীক্ষা ক'রে দেখলে, মেজর ফস্তীয়েফ মদের গেলাস শুঁকলে, আর কর্নেল গিরনিংজা তরোয়াল হাতে কুমারকে আঘাত করতে গিয়ে টলে পড়ে গেল। বিষের ক্রিয়া তখন শুরু হয়ে গেছে।

কুমার কর্নেল গিবৃনিংজাকে বল্লেন, যদিও তাঁকে তরবারির আঘাত দেবার কোনো দরকার নেই, কেন-না তিনিও তাদের সঙ্গেই বিষের ক্রিয়ায় মারা যাচ্ছেন, তবুও ইচ্ছে হ'লে সে তাঁকে আঘাত ক'রে তার জিঘাংসা চরিতার্থ করতে পারে। কিন্তু গিবৃনিংজা টলতে টলতে পড়ে গেল, তার হাত থেকে তরোয়াল পড়ল খসে। কুমার তা তুলে নিয়ে পাগলের মতো হাসতে হাসতে তা ঘোরাতে লাগলেন। সুলংজ্ পড়ল টেবিলে হুমড়ি খেয়ে, ফস্তীয়েফ দেওয়ালের গা ঘেঁসে টলে পড়ল।

লোনিয়াডি-বাহিনীর শহরে প্রবেশের আওয়াজ শোনা যেতে লাগল। তাই শুনে কুমারের মনে জীবনমৃত্যু সম্বন্ধে এক কৌতুকাবহ ভাবের উদয় হ'ল। অন্তিমক্ষণটুকুও তাঁর কাছে হয়ে উঠল পরম চিত্তাকর্ষক। মৃত্যু এসে তাঁর জীবন অপহরণ ক'রে নিলেও তারই সঙ্গে তাঁকে দান করলে প্রভূত হাসির উপকরণ। কুমার মেজেতে পড়ে মারা গেলেন।]

Q. 8. 'It was all true—You have not six days to live'

(i) Who gave this report and on what occasion ?

(ii) What was the effect of this report upon the mind of the person spoken to ? [H. S. 1971]

["কথাটা পুরোপুরি সত্য—ছয়দিনের মধ্যেই আপনার মৃত্যু হবে"—(ক) কে এই সংবাদটি দিয়েছিলেন, এবং কোন্ অবস্থায় ? (খ) যাঁকে একথা বলা হল তাঁর মনে এই সংবাদ কিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল ?]

Ans. (*i*) Dr. Stronetz gave this report.

When the conspirators burst into Prince Dimitri's chamber to kill him, an idea struck Dr. Stronetz. He tore up the Prince's tunic, and began to test his heart. The conspirators said that they had some important business with the Prince and the doctor must leave the room at once. But the doctor said that

his business was more important, and as soon as he finished his test he solemnly declared that the Prince was stricken with a fatal disease (মারাত্মক রোগে আক্রান্ত) that would not allow him to live beyond six days. The conspirators then left the room thinking that they had no need to kill the Prince as he would not live more than six days any way. The Prince, who was overjoyed, congratulated the doctor.

This was the occasion.

(*ii*) When the doctor said that his report was not untrue after all, and that Dimitri had barely six days to live, the Prince looked very sad. He said that Dr. Stronetz should have allowed the conspirators to kill him. Death had come twice for him in one evening. He felt that it was better to be done to death in an instant than to wait for it for six days. This waiting is more excruciating (দুঃসহ) than sudden death. Besides, it would be compromising his royal dignity (রাজকীয় মর্যাদার পক্ষে হানিকর). He now asked for the poison which he refused to take minutes ago.

[(১) ডাঃ স্ট্রোনেৎজ্ এই বিবৃতি দেন।

ষড়যন্ত্রকারীরা রাজকুমার দিমিত্রির ঘরে তাঁকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে সহসা প্রবেশ করলে ডাঃ স্ট্রোনেৎজের মাথায় একটা ফন্দি এল। তিনি রাজকুমারের পোষাক টেনে ছিঁড়ে ফেলে তাঁর হৃৎপিণ্ড পরীক্ষা করে দেখতে লাগলেন। ষড়যন্ত্রকারীরা বলল যে রাজকুমারের সঙ্গে তাদের জরুরী কাজ রয়েছে, তাই ডাক্তার যেন তৎক্ষণাৎ ঐ স্থান পরিত্যাগ করেন। উত্তরে ডাক্তার বললেন যে তাঁর কাজও কিছুমাত্র কম জরুরী নয়। পরীক্ষা শেষ হলে তিনি বলে উঠলেন যে রাজকুমার এমন এক রোগে আক্রান্ত হয়েছেন যে দিন কয়েকের মধ্যেই তিনি মারা যাবেন। ষড়যন্ত্রকারীরা তখন ঘর থেকে বেরিয়ে গেল, তারা ভাবল যে রাজকুমার তো ছ'দিনের মধ্যে মারা পড়ছেনই, কাজেই তাঁকে আর হত্যা করার প্রয়োজন নেই। আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে রাজকুমার ডাক্তারকে অভিনন্দন জানালেন।

এই হল বিবৃতিটির প্রসঙ্গ।

(২) ডাক্তার যখন বললেন যে তাঁর বিবৃতি অসত্য নয়, দিমিত্রির আয়ু আর মাত্র ছ'দিন, রাজকুমারকে তখন অত্যন্ত বিষণ্ণ দেখাচ্ছিল। তিনি বললেন যে ডাক্তারের পক্ষে ষড়যন্ত্রীদের তাঁকে খুন করতে দেওয়াই উচিত ছিল। একটিমাত্র সন্ধ্যার মধ্যে মৃত্যু দু-দুবার তাঁর দ্বারপ্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছে। ছ'দিন

ধরে মৃত্যুর জন্য প্রতীক্ষা করার চেয়ে মুহূর্তের মধ্যে তাকে বরণ করাই শ্রেয়। সহসা মৃত্যুর চেয়ে এই মৃত্যু অনেক বেশি যন্ত্রণাদায়ক। তাতে তাঁর রাজকীয় মর্যাদাও ক্ষুন্ন হবে। যে বিষ তিনি সামান্যক্ষণ আগে গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন তাই তিনি এবার চেয়ে নিলেন।]

Q. 9. Sketch the character of the young Prince of Kedaria (Prince Dimitri). [কেদারিয়ার যুবরাজের চরিত্র বর্ণনা করো।]

Ans. [See **Characters (Introduction)**].

Q. 10. Sketch the character of Dr. Stronetz. [ডাঃ স্ট্রোনেৎজ্‌-এর চরিত্র বর্ণনা করো।]

Ans. [See **Characters (Introduction)**]

Q. 11. Give an idea of the characters of the three conspirators. Do you notice any difference in their attitude to the crime from one to another ?

[ষড়যন্ত্রকারী অফিসার তিনজনের চরিত্র সম্বন্ধে একটি ধারণা দাও। যে অপরাধ তারা সম্পন্ন করতে চেয়েছিল সে বিষয়ে তাদের মনোভাবে কোন পার্থক্য লক্ষ্য করে থাকলে তার উল্লেখ করো।]

Ans. [See **Ans. to Q. 1.**]

Q. 12. Do you think the play has any historical relevance ? [এই নাটকটির কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে বলে তুমি কি মনে করো ?]

Ans. [See **Introduction**].

Q. 13. Explain the following with reference to the context : [ব্যাখ্যা করো :]

(a) *Vontieff : Oh. we shall do.........with.* [Lines 30-32]
(b) *Vontieff : Oh, I know this......hands.* [Lines 39-41]
(c) *Dim :* **Yes, but their loyalty......late.** [Line 76]
(d) **Stronetz : But this is !......game.** [Lines 84-85]
(e) **Dim : Oh, Stronetz !......yet.** [Lines 86-89]
(f) *Think of it.........corner.* [Lines 96-99]
(g) *I know you would......avert.* [*Lines 124-127*]
(h) *Never mind what suggested......saved me.* [*Line 151*]
(i) *I am monarch......death.* [*Lines 167-168*]
(j) *Dim : That is true, because......fear !* [*Lines 196-197*]
(k) *I mean......that's all.* [*Lines 199-203*]
(l) **• Colonel Girnitza......amusing.** [*Lines 220-221*]

Ans. [See **Explanations**].

TEXTUAL GRAMMAR

Analysis

1. The moment the Andrieff Regiment......ready for him. [*Lines 22-23*]

—**complex sentence** containing one subordinate clause:

We are ready for him—**main clause** ;

(*i*) The moment the Andrieff Regiment has marched out of the town—**adverb clause** qualifying 'are ready'.

2. I don't think......go astray. [*Line 26*]

—**complex sentence** containing one subordinate clause ;

I don't think—**main clause ;**

(*i*) [that] many of my bullets will go astray—**noun-clause** object of 'do think'.

3. It's a pity......boy, though. [*Lines 30-31*]

—**complex sentence,** containing one subordinate clause :

It's a pity—**main clause** :

(*i*) he's such a boy, though—**noun clause,** same case with 'It'.

4. I would rather......to deal with. [*Lines 31-32*]

—**complex sentence** containing one subordinate clause :

I would rather—**main clause ;**

(i) we had a grown man to deal with—**noun clause,** object of 'would'.

5. We must take our chance......can find it. [*Line 33*]

—**complex sentence** containing one subordinate clause.

We must take our chance—**main clause ;**

(*i*) When we can find it—**adverb clause,** qualifying 'must take our chance'.

6. Grown men marry......whole family. [*Lines 33-35*]

—**multiple sentence** containing three co-ordinate parts.

(1) Grown men marry ;
(2) [they] breed heirs ;
Connective—*and* ;
(3) then one has to massacre a whole family ;
Connective—*and*.

7. When we've killed this boy......for Prince Karl.
[*Lines 35-36*]

—**double sentence** with a complex part :

(1) When we've killed this boy we've killed the last of the dynasty ,

(2) [We've] laid the way clear for Prince Karl :
Connective—*and* ;

But (1) is a **complex sentence** containing one subordinate clause :

We've killed the last of the dynasty—**main clause ;**

(i) when we've killed this boy—**adverb-clause** qualifying 'have killed the last of the dynasty'.

8. As long as there was one......win the throne.
[*Lines 37-38*]

—**complex sentence** containing one subordinate clause :

Our good Karl could never win the throne as long—**main clause ;**

(i) as there was one of this brood left—**adverb-clause** qualifying 'could never win the throne'.

9. Still I wish the boy could be cleared......rather than our hands. [*Lines 39-41*]

—**complex sentence** containing two subordinate clauses :

Still I wish—**main clause ;**

(i) [that] the boy could be cleared out of our path by the finger of Heaven rather—**noun-clause,** object of 'wish' ;

(ii) than [he be cleared out] by our hands—**adverb-clause** qualifying "could be cleared out by the finger of Heaven rather".

10. One wouldn't have thought so......gaining admission.
[*Lines 56-57*]

—**complex sentence** containing one subordinate clause :

One wouldn't have thought so, judging by the difficulty—**main-clause ;**

(i) [which I] had in gaining admission—**adjective-clause** qualifying 'the difficulty'

11. They have taken away......some pretext or another.
[*Lines 60-61*]

—**complex sentence** containing one subordinate clause :

They have taken away every weapon, under some pretext or another—**main clause** ;

(*i*) [that] I possess—**adjective-clause** qualifying 'every weapon'.

12. Since I came to the throne......caught me unawares. [*Lines 65-67*]

double sentence containing complex parts :

(1) Since I came to the throne three years ago as a boy of fourteen I have been watched and guarded against this moment ;

(2) it has caught me unawares ;

Connective—*but* ;

But (1) is a **complex sentence** containing two subordinate clauses :

I have been watched and guarded against this moment—**main clause** ;

(*i*) since I came to the throne three years ago—**adverb-clause** qualifying 'have been watched and guarded against this moment' ;

(*ii*) as a boy of fourteen [came to the throne]—**adverb-clause** qualifying 'came to the throne.'

13. Do you suppose.....their claws now ? [*Lines 81-82*]

—**complex sentence** containing one subordinate clause :

(*i*) that they are going to let me slip out of their claws now—**noun-clause,** object of 'do you suppose'.

14. You sit there and talk ....chess game. [*Lines 84-85*]

double-sentence with complex parts :

(1) You sit there ;

(2) [you] talk as if it were a move in a chess game

Connective—*and* ;

But (2) is a **Complex sentence** containing two subordinate clauses :

[You] talk—**main clause** ;

(*i*) as [you would talk]—**adverb-clause** qualifying 'talk' ;

(*ii*) if it were a move in a chess game—**adverb-clause** qualifying 'would talk.'

15. Life is so horribly fascinating......little of it yet. [*Lines 87-89*]

—**double sentence** with a complex part.

(1) Life is so horribly fascinating when one is young ;

(2) I've tasted so little of it yet.

Connective—*and*.

But (1) is a **complex sentence** containing one subordinate clause ;

Life is so horribly fascinating—**main clause ;**

(*i*) when one is young—**adverb-clause** qualifying 'is so horribly fascinating'.

16. You can just see Grodvitz......is Vienna. [*Lines 91-92*]

—**double sentence** with a complex part :

(1) You can just see Grodvitz where I shot all last autumn up there on the left ;

(2) far away beyond it all is Vienna.

Connective—*and* ;

But (1) is a **complex sentence** containing one subordinate clause :

You can just see Grodvitz up there on the left—**main clause** ;

(i) where I shot all last autumn—**adjective clause** qualifying 'Grodvitz'.

17. If they've left you nothing..... can touch you. [*Lines 102-104*]

—**complex sentence** containing three subordinate clauses :

I can give you a drug from my case—**main clause ;**

(*i*) if they've left you nothing to fight with—**adverb clause** qualifying 'can give' ;

(*ii*) that will bring you a speedy death—**adjective clause** qualifying 'a drug' ;

(*iii*) before they can touch you—**adverb clause** qualifying 'will bring'.

18. I know you would all gladly lay down......cannot avert. [*Lines 124-127*]

—**double sentence** with complex parts :

(1) I know you would all lay down your lives for your Prince ;

(2) there are some perils which even your courage cannot avert ;

Connective—*but*.

However, (1) is a **complex sentence** containing one subordinate clause :

I know—**main clause ;**

(*i*) [that] you would all lay down your lives for your Prince—**noun clause,** object of 'know' ;

And (2) is also **a complex sentence** containing one subordinate clause :

There are some perils—**main clause,**

(*i*) which even your courage cannot avert—**adjective clause** qualifying some perils'.

19. The Prince sent for me......declared themselves. [*Lines 129-130*]

—**complex sentence** containing one subordinate clause :

The Prince sent for me to prescribe for some disquieting symptoms—**main clause ;**

(*i*) that have declared themselves—**adjective clause** qualifying 'some disqueting symptoms'.

20. It is a grave thing you are saying. [*Line 135*]

—**complex sentence** containing one subordinate clause ;

It is a grave thing—**main clause ;**

(*i*) [that] you are saying—**adjective clause** qualifying 'a grave thing'.

21. Would to God I were. [*Lines 137-138*]

—**complex sentence** containing one subordinate clause :

[a] would to God—**main clause ;**

(*i*) I were [mistaken] **noun clause,** object of 'would'.

22. It seems our business can wait. [*Line 140*]

—**complex sentence** containing one subordinate clause :

It seems—**main clause ;**

(*i*) [that] our business can wait—**noun clause,** same case with 'It'.

23. I had seen......look like that. [*Lines 149-150*]

—**complex sentence** containing one subordinate clause :

I had seen men look like that—**main clause ;**

(*i*) who were stricken with a mortal disease—**adjective clause** qualifying 'men'.

24. It was a real examination......to kill you. [*Lines 156-157*]

—**complex sentence** containing two subordinate clauses :

It was real examination—**main clause ;**

(*i*) [that] I made—**adjective clause** qualifying 'a real examination' ;

(*ii*) while those brutes were waiting **there to kill you— adverb clause** qualifying 'made'.

25. I'm afraid he must be in earnest. [*Line 162*
—**complex sentence** containing one subordinate clause :

I'm afraid—**main clause ;**
(*i*) [that] he must be in earnest—**noun clause** (dependent statement).

26. I thought it a pity······that's all. [*Lines 202-203*]
—**multiple sentence** with a complex part ;
(1) I thought it a pity that the evening should be wasted ;
(2) so I've killed you ,
(3) that's all ;

Co-ordination without a conjunction (*so* is a sentence-adverb, and not a conjunction)

However, (1) is a **complex sentence** containing one subordinate clause :

I thought it a pity—**main clause ;**
(i) that the evening should be wasted—**noun clause,** same case with 'it'.

27. I never thought death could be so amusing. [*Line 220*]
—**complex sentence** containing one subordinate clause :

I never thought—**main clause ;**
(*i*) [that] death could be so amusing—**noun clause,** object of 'thought'.

Change of Voice

1. The Prince suspects something : I can see it in his manner. (*Active*)
Something is suspected by the Prince : it can be seen by me in his manner. (*Passive*).

2. I shall finish the job with this. (*Active*)
The job will be finished by me with this. (*Passive*)

3. You must not be butchered in cold blood like this. (*Passive*)
They must not butcher you in cold blood like this. (*Active*)

4. They have taken away every weapon I possess. (*Active*)
Every weapon possessed by me has been taken away by them. (*Passive*)
(It would, however, be more idiomatic to say 'Every weapon I possess has been taken away by them')

Narration

1. Gir. : The Prince suspects something : I can see it in his manner.

Shultz : Let him suspect. He'll know for certain in half an hour's time. *(Direct)*

Girnitza tells Shultz that the Prince suspects something. He can see it in the Prince's manner.

Making light of it Shultz says he might suspect now, but will know for certain in half an hour's time. *(Indirect)*

2. Stronetz : One wouldn't have thought so, judging by the difficulty I had in gaining admission. I had to invent a special order to see you on a matter of health. And they made me give up my revolver ; they said it was new regulation. *(Direct)*

Judging by the difficulty Stronetz had in gaining admission, he remarked that one wouldn't have thought so. He had to invent a special order to see him (Dimitri) on a matter of health. And they made him (Stronetz) give up his revolver ; they said that it was some new regulation.

3. Dim. : *(rising)* Oh, Stronetz ! If you knew how I hate death ! I'm not a coward, but I do so want to live. Life is horribly fascinating when one is young, and I've tasted so little of it yet. *(Direct)*

Rising, and with emotion in his voice, Dimitri wished that Stronetz knew how he hated death. He was not a coward, but he did so want to live. In his opinion life was horribly fascinating when one was young and he had tasted so little of it yet. *(Indirect)*

4. Girn : [*puzzled*]. What are you talking of, Sir ?

Stron : The Prince sent for me to prescribe for some disquieting symptoms that have declared themselves. I have made my examination. My duty is a cruel one. I cannot give him six days to live ! *(Direct)*

Feeling puzzled, Girnitza asked Stronetz what he was talking of.

Stronetz replied that the Prince had sent for him to prescribe for some disquieting symptoms that had declared themselves. He had made his examination. His duty was a cruel one. He could not give him six days to live. *(Indirect)*

5. Stron : [who stands quietly looking at Dimitri] It was not altogether an inspiration. Dimitri. A look in your eyes suggested it. I have seen men who were stricken with a mortal disease look like that.

Dim. Never mind what suggested it, you have saved me. The Lonyadi Regiment will be here at any moment and Girnitza's gang daren't risk anything then. You've fooled them Stronetz, you've fooled them. *(Direct)*

Stronetz, who stood quietly looking at Dimitri, said that it was not altogether an inspiration. A look in Dimitri's eyes suggested it. He had seen men who were stricken with a mortal disease look like that.

Dimitri sought to dismiss the idea of suggestion. To him the thing that mattered was that Stronetz had saved him. The Lonyadi Regiment would be there at any moment, and Girnitza's gang would not dare risk anything then. Addressing Stronetz with passion in his voice Dimitri repeatedly said that he had fooled them, i.e., Girnitza's gang.

6. Gir. : Sire, we shall never serve a more gallant Prince than your Royal Highness.

Dim. : That is true, because you will never serve another Prince. Observe, I drink fair ! [Drains goblet]

Gir. : What do you mean, never serve another Prince ?

Dim. : [Rises] I mean that I am going to march into the next world at the head of my Kranitzki Guards. You came in here to-night to kill me. [They all start]. You found that death had forestalled you ; I thought it a pity that the evening should be wasted, so I've killed you, that's all ! *(Direct)*

Girnitza told Dimitri respectfully but firmly that they would never serve a more gallant Prince than His Royal Highness.

Agreeing with him Dimitri said rather wistfully that that was true because they would never serve another Prince. He told him to observe that he drank fair. Saying this he at once drained the goblet.

Girnitza was rather puzzled and he asked what he (Dimitri) meant by saying that they would never serve another Prince.

Dimitri, rising, said that he meant that he was going to

march into the next world at the head of his Kranitzki Guards. They had come in there that night to kill him. As he said this all started. Continuing, Dimitri said that they found that Death had forestalled them. He thought it a pity that the evening should have been wasted, so he had killed them, and that was all.

Phrases and Idioms

1. **for certain** (নিশ্চিত ; definite): I know *for certain* that a man of such abilities will not fail.

2. **go astray** (বিপথে যাওয়া ; go in a direction not desirable or intended) : The rifle-shooter took his aim at the target with great care : but his bullet *went astray*.

3. **deal with** (আলোচনা করা : সমাধান করা ; discuss, solve, etc.) : This book *deals with* an abstruse theory. He can *deal with* many problems at a time.

4. **take one's chance** (সুযোগ নেওয়া : take advantage) : Don't be in a hurry ; better *take your chance* as soon as you find it.

5. **lay the way clear** (পথ পরিষ্কার করে রাখা : remove all hindrances). The agent provocateur is *laying the way clear* for future civil strife.

6. **clear out of one's path** (পথের কাঁটা সরান ; remove all obstructions to the fulfilment of some one's ambition) : The blackmarketer knew that the local boys would never allow him to carry on his shady business, and that is why he tried to *clear them out of his path* by trumping up false charge against them.

7. **guard against** (বিপদ থেকে রক্ষা করা ; keep out of harm's way) ; A country must *guard against* foreign invasion.

8. **keep one company** (সঙ্গ নেওয়া ; mix with) : Your rich friends will not *keep your company* in times of woe.

P. G. WODEHOUSE (1881–)

The Prize Poem

INTRODUCTION

The Author's life and Works : Pelham Grenville Wodehouse was born at Guildford, Englahd on October 15. 1881. He was educated at Dulwich College. He was in Hong Kong and Sanghai for two years as a bank employee. Wodehouse's first stories were school stories. "By the year of George V's coronation he was an idol of the minority of boys who like some flavour of realism in school stories." The power of his pen developed and was sharpened more and more. He began to write novels and also plays and earned fame. He visited America in 1909. There he sold two short stories, each for 300 dollars. Then his books began to appear in the *Saturday Evening Post*. Many of his books first appeared in this paper. Wodehouse is known and loved as a prolific writer of humorous stories.

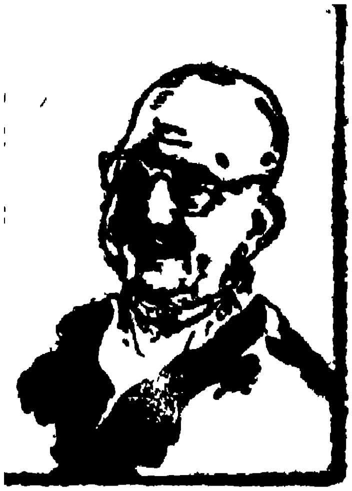

P. G. Wodehouse

Wodehouse has written more than seventy books. Among his novels may be mentioned *Love Among the Chickens* (1906) ; *Psmith in the City* (1910) ; *Uneasy Money* (1917) , *Picadilly Jim* (1918) ; *A Damsel in Distress* (1919) ; *The Indiscretions of Archi* (1921) ; *The Clicking of Cuthbert* (1922) ; *The Inimitable Jeeves* (1924) ; *Mating Season* (1949). *The Inside Stand* (1935) is a delightful play.

লেখকের জীবনী ও কীর্তি ঃ P. G. Wodehouse ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই অক্টোবর ইংল্যাণ্ডের গিল্ডফোর্ডে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি Dulwich College-এ শিক্ষালাভ করেন। ব্যাঙ্কের কাজ নিয়ে তিনি হংকং ও সাংহাই-তে দু' বছর কাটিয়েছিলেন। তাঁর প্রথম গল্পগুলি ছিল বিদ্যালয় বা ছাত্রদের সম্পর্কে। রাজা পঞ্চম জর্জের রাজ্যাভিষেকের সময় তিনি কিছু ছাত্রের মধ্যে প্রভূত জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। তাঁর রচনাশক্তি ক্রমে আরও প্রখর হয়ে

ওঠে। উপন্যাস ও নাটক লিখে তিনি খ্যাতি অর্জন করেন। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি আমেরিকায় যান। সেখানে তিনি দুইটি ছোট গল্প অর্থের বিনিময়ে প্রকাশকদের দিয়েছিলেন, প্রতিটি গল্পের মূল্য ৩০০ ডলার করে। এরপর Saturday Evening Post পত্রিকায় তাঁর বইগুলি নিয়মিত বার হতে থাকে। তাঁর বহু গল্পই প্রথমে এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। নানারকম হাসির গল্প লিখে তিনি খ্যাতি ও মানুষের ভালবাসা অর্জন করেছিলেন।

Wodehouse ৭০ খানারও বেশী বই লিখেছেন। তাঁর কয়েকখানি উপন্যাস হ'ল—Love among the Chickens (1906), Psmith in the City (1910), Uneasy Money (1917), Picadilly Jim (1918), A Damsel in Distress (1919), The Indiscretions of Archie (1921), The Clicking of Cuthbert (1922), The Inimitable Jeeves (1924), Mating Season (1949). The Inside Stand (1935), নামে তাঁর নাটকখানা বেশ তৃপ্তিদায়ক।

Wodehouse as a writer : P. G. Wodehouse is an English novelist and playwright. He is marked as a successful writer of humorous stories, "which please by their slow gravity and inconsequence, and good-natured display of common failings and absurdities." Richard Gordon, a renowned critic, has remarked that Wodehouse is "our greatest living humorous novelist and indeed one of our greatest writers". Mr. Bellock has called Mr. Wodehouse the best living writer of English. The characteristic feature of his humorous stories is the touch of realism, which makes an unreal event look real, an absurd proposition a probability.

P. N. Furbank, an eminent critic, has said : "Of comic novelists the best known and most lasting has been P. G. Wodehouse......What gives his work character, however, is its linguistic side. Over all his work hangs a comic pretence of verbal precision, an exhibition of lexicology......the whole style is a joke about literacy, an affectation of precision in defining the mental process of imbeciles and dilation into tautologies to express the most elementary of facts."

লেখক হিসাবে Wodehouse ঃ P, G. Wodehouse ছিলেন ঔপন্যাসিক ও নাট্যকার। হাসির গল্প রচনায় তিনি সার্থক লেখক হিসাবে পরিচিত হয়েছেন। তাঁর হাল্কা গল্পগুলোর অসংগতি এবং সাধারণ দুর্বলতা ও অসম্ভাব্যতাপূর্ণ সারল্য সকলকেই মুগ্ধ করে। হাস্যোদ্দীপক ইংরেজী উপন্যাস রচনাকারীদের মধ্যে কারও কারও মতে তিনিই সবচেয়ে সার্থক লেখক।

ইংরেজ লেখকদের মধ্যে তিনি বর্তমান সময়ে এক উচ্চ স্থান দখল করে আছেন। তাঁর হাস্যকৌতুকভরা গল্পগুলোর বৈশিষ্ট্য হল অবাস্তব বা অসম্ভব ঘটনাকে বাস্তব ও সম্ভাবনাপূর্ণ করে দেখাবার ক্ষমতা।

কৌতুকরস ফুটিয়ে তুলতে Wodehouse যথেষ্ট ভাষাগত দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর সব লেখার মধ্যেই এই বিশেষত্ব লক্ষ্য করা যায়। লেখাপড়ার ক্ষমতা এবং অক্ষমদের জ্ঞান জাহির করার ভান নিয়ে তিনি তাঁর রচনাগুলোর মধ্যে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করেছেন।

THE STORY

Summary : Not so long ago there was a rich man, who hated mankind. He wished to keep his memory alive after his death, and, at the same time worry (জ্বালাতন করা) a certain class of people. So he left a sum of money by his will for an annual prize for the best poem submitted by a student of the Sixth Form of St. Austin's College. The subject of the poem was to be selected by the Headmaster, and every boy of the form had to compete. This last condition, stated in his will, caused most of the boys no end of trouble, for they were no good at verse and had yet to try their hands at it.

Reynolds did not belong to the Sixth Form, but he dabbled in poetry (কবিতা লেখার বাতিক ছিল) and wanted to shine as a poet. But all his manuscripts had so far been rejected by periodicals to which he used to send them. He had been regaining his health in the sick-quarters of the school after an attack of German measles, when Smith, a bright boy of the Sixth Form, came to visit him. From Smith he heard that the subject of the poem for that year had already been chosen, and that the boys were to submit their compositions in a few days. The subject was The College. Smith wished he were in the sick-quarters, for he was no rhymester (ছন্দ মিলিয়ে কবিতা লেখায় সে ছিল অনভ্যস্ত). He was, moreover, certain that the prize would go to Rogers.

Reynolds had an idea. He proposed to write out a poem for Smith on condition that, if it was selected for the prize, Smith should tell the Headmaster all about it. And off-hand he composed the first four lines of his proposed poem.

Smith was delighted. With a suggestion that Reynolds

would do well to get in something about the M. C. C. match which the boys of St. Austin's College had lately won, he left.

Reynolds then wrote down the lines he had composed and began to rack his brains for devising a few more lines. After a few minutes he wrote another four lines, but crossed them out. Then he took out a fresh piece of paper, and copied out the first four lines again. He jotted down the two words 'boys' and 'joys' at the end of separate lines. Then he selected a third piece of paper, wrote the title 'An Ode to the College' in printed letters at the top, and copied out the original lines in his best hand-writing. As he was admiring the fair copy, Mrs. Lee pushed the door of the sick-room wide open, and entered with his tea. The papers containing the manuscript of the poem, were swept out of the open window by the wind. Then they settled (পড়ে থাকল) on the grass outside. Reynolds did not try to get them back. He preferred tea to poetry. Moreover, he knew that he could write out the lines from memory.

That afternoon Montgomery of the Sixth Form happened to pass by the sick quarters. A sudden gust of wind blew a piece of paper at him. He saw the words 'An Ode to the College' written at the top of it. Like Smith he too, was no versifier. He had already spent a wretched afternoon wrestling with poetical composition, but in vain. He jumped in joy at seeing four lines on the paper. He thought that all he needed now were two more lines. The words 'imposing pile' with which the unfinished poem in his hand began caught his fancy, and, seized by divine inspiration he succeeded, in less than three hours, in composing a couplet.

Two nights after, Morrison, also of the Sixth, was taking a nap at midday during his hours of preparation for the examination. A tap at the door roused him. Thinking that the House master had come, he snatched a dictionary and put on the airs of a studious boy. But the visitor was his fag, Evans, who entered with a piece of paper in his hand. Morrison had asked him to hunt up some tags for the prize poem, and Evans, having come across another sheet of paper on which Reynolds had scribbled his lines, came with it triumphantly. Morrison found the lines splendid, gave Evans his choice of

some apples in a box in the room, and extracted from him the confession, that the lines were not his own composition, but that he had found the piece of paper in the field between the pavilion and the sick-quarters.

On the following Sunday, Smith came to Reynolds to inquire if he had done the poem, which had to be submitted the next day. Reynolds, who had done only the first verse, proposed to send that one only, arguing that there was nothing in the rules about the length of the poem and so the Headmaster would have to pass it.

A few days later, the Headmaster, the Rev. Arthur James Perceval, M. A. sat at breakfast, uneasy in mind, and at last, unable to contain himself any longer, he confided (গোপনে বললেন) to his wife that he had received a rather flippant letter (বাচালের মত লেখা চিঠি) from Mr. Wells, a great College friend of his, to whom he had sent for examination the poems submitted for the Sixth Form Prize. Mr. Wells had written to him that the poem by Rogers, though very unequal in parts, was the best. He, however, felt intrigued by the three poets whose poems began with exactly the same four lines. No doubt, he deprecated scribbing (নকল করা অনুমোদন করেন নি), but he couldn't help admiring their daring. He was not sure if they had not been making sport of their venerable Headmaster.

It was too much for the Reverend James to believe that the boys had been trying to make game of him. He therefore suspected collusion. He summoned the three boys and began to cross-examine them. When Smith and Montgomery confessed that they had not composed the lines, the Headmaster freed Morrison from blame and regretted that the first fruit of the boy's brain had been plucked by others that did not toil for it. Morrison, however, said that he was not the author of the lines, but had found them in the field on a piece of a paper. He claimed the discovery for himself, because he did not like to bring poor Evans into the tangle. But Montgomery also claimed to have done the same thing. The Headmaster looked hard at Smith and asked him sarcastically if he, too, claimed to have come across the lines in the same manner. Smith said that he had got Reynolds to do them for him. At this point both Montgomery and Morrison said that they had

found the two pieces of paper near the sick-quarters where Reynolds was regaining his health. The Headmaster now asked Smith if he was to understand that the boy had resorted to such underhand means as that in order to gain the prize. To this Smith replied that if he had got it, he would have told the Headmaster all about it—about Reynold's part in the affair. Still the Headmaster wished to be satisfied as to the object of this deception. Smith said that according to the rules, everyone was to write out something, but as he could not write poetry at all, he had asked Reynolds to do it for him.

Smith expected that the storm would burst, but it did not. Mr. Perceval had a sense of humour deep down in his heart. He remembered Mr. Wells's letter and understood that there are few crueller things than to make a prosaic person write poetry.

At the next Board Meeting, the Headmaster's eloquent plea for altering the rules for the Sixth Form Poetry Prize was greatly appreciated, and it was decided that from then onward no one need compete unless he felt inclined to write poetry. This alteration was done after a period of twenty-seven years !

সারসংক্ষেপ : তেমন কিছু বেশিদিনের কথা নয়। এক ধনী ভদ্রলোক ছিলেন। মানবজাতির প্রতি তাঁর অন্তরে ছিল বিদ্বেষভাব। মৃত্যুর পর নিজের স্মৃতি অক্ষয় ক'রে রাখার এবং তারই সঙ্গে সঙ্গে বিশেষ এক শ্রেণীর লোকদের জ্বালাতনের কারণ হয়ে থাকবার এক উপায় উদ্ভাবন করলেন তিনি। সেণ্ট অস্টিন কলেজের ষষ্ঠ মানের ছাত্রদের লেখা সর্বোত্তম কবিতার জন্যে এক বার্ষিক পুরস্কারের ব্যবস্থা করে, তিনি দান করে গেলেন কিছু টাকা। শর্ত হল এই যে, কবিতার বিষয়বস্তু নির্বাচন করবেন প্রধান শিক্ষক মশাই, আর ষষ্ঠ মানের সমস্ত ছাত্রকেই প্রতিযোগিতায় নামতে হবে। এই শেষের শর্তটি অধিকাংশ ছাত্রের পক্ষেই ছিল এক কৃচ্ছ্রসাধনের ব্যাপার, কেন-না পদ্য রচনার হাত তাদের ছিল না অথচ পদ্য রচনায় বাধ্য হ'তে হ'ত তাদের সবাইকেই।

রেনল্ড্‌স ষষ্ঠ মানের ছাত্র ছিল না, কিন্তু পদ্য রচনার বাতিক ছিল তার। কবিখ্যাতি লাভের আগ্রহের তার অন্ত ছিল না। কিন্তু এ পর্যন্ত তার সমস্ত পাণ্ডুলিপিই নানা পত্রপত্রিকার কাছ থেকে অমনোনীত ব'লে ফেরৎ এসেছে। সে হামে আক্রান্ত হয়ে বিদ্যালয়ের রুগ্নাবাসে ছিল। তখন তার অসুখ সেরেছে,

তবে স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্যে আরও কিছুদিন সেখানেই থাকবার কথা। এমন অবস্থায় একদিন সকালে স্মিথ তাকে দেখতে এল। স্মিথ ছিল ষষ্ঠ মানের একটি রত্ন। তারই কাছ থেকে রেনল্ডস্ শুনতে পেল কবিতা-প্রতিযোগিতার কথা। শুনলে যে, কবিতার বিষয়বস্তু নির্বাচন হয়ে গেছে আর কয়েকদিনের মধ্যেই কবিতা পাঠাতে হবে। বিষয়-বস্তু হল তাদের কলেজ। স্মিথ বল্লে সে যদি রুগ্নাবাসে থাকত তবে এ দায় থেকে রেহাই পেত; কেন-না পদ্য-রচনায় তার হাত আসে না। তা ছাড়া, তার বিশ্বাস রোজার্স-ই পুরস্কার পাবে।

রেনলড্স্-এর মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। সে প্রস্তাব করলে, সে একটা কবিতা লিখবে, স্মিথ সেটা নিজের নামে পাঠাবে; যদি তার সে কবিতা পুরস্কারের যোগ্য বিবেচিত হয়, তবে তখন প্রধান-শিক্ষক মহাশয়ের কাছে সব কথা খুলে বলতে হবে স্মিথকে। তারপর সে তখনই চার ছত্র পদ্য বানিয়ে ফেল্লে।

এবারে স্মিথ উৎফুল্ল হয়ে উঠল। সে বললে, তাদের কলেজ যে এম. সি. সি. ম্যাচ জিতেছে, সে কথাটা যেন কোনো রকমে কবিতার মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। এই ব'লে সে বিদায় নিলে।

রেনলড্স্ তখন একখানা কাগজ টেনে নিয়ে সেই চার ছত্র লিখে ফেল্লে। তারপর আরও কয়েক ছত্রের জন্যে সে মুহুর্মুহুঃ ভাবের মাথায় লাঠি মারতে লাগল। কয়েক মিনিট পরে সে কয়েক ছত্র রচনা ক'রে, সে ক'টা দিল কেটে, আর নতুন এক তা কাগজ নিয়ে প্রথমে চার ছত্র নকল করলে। তারপর সে পর পর দুই ফাঁকা সারির শেষে লিখলে দুটি শব্দ—'boys' আর 'joys'—যাতে করে মিল বজায় রাখতে পারে সে। তারপর সে তৃতীয় একখানা কাগজ টেনে নিয়ে, তার মাথায় ছাপার হরফে লিখলে 'An Ode to the College' আর সেই মূল চারটি ছত্র খুব যত্ন করে লিখে ফেল্লে তার তলায়। লেখাটা তার বেশ পছন্দ হল, সে মুগ্ধ নেত্রে তা দেখছে এমন সময় মিসেস লী তার ঘরের দোর ফাঁক করে খুলে চা নিয়ে এসে ঢুকলেন। সঙ্গে সঙ্গে বাতাসের ঝাপটায় কাগজগুলো গেল উড়ে বেরিয়ে, গিয়ে পড়ে রইল বাইরে ঘাসের উপর। রেনলড্স সেগুলো তুলে আনবার চেষ্টা করলে না। পদ্যের চেয়ে চায়ের উপর তার হল বেশি মনোযোগ। তা'ছাড়া সে জানত:ছত্র চারটে তার মনে আছে, যখন খুশি লিখে ফেলতে পারবে।

সেদিন বিকেলবেলায় ষষ্ঠ মানের মণ্ট্গোমারী রুগ্নাবাসের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। এক দমকা হাওয়ায় তার কাছে এসে উড়ে পড়ল এক টুকরো

কাগজ। সে দেখলে তার উপরে লেখা 'An Ode to the College'. স্মিথের মতো তারও পদ্য-রচনার হাত ছিল না। পদ্য লেখবার দুশ্চেষ্টায় সে পুরো একটি বিকেল বহু দুর্ভোগ ভোগ ক'রে কাটিয়ে এসেছে। কিন্তু সবই হয়েছে বৃথা। কাগজখানার উপর চারটি ছত্র লেখা দেখে আনন্দে নেচে উঠল তার প্রাণ। তার মনে হ'ল এখন তার দরকার মোটে আর দু'টি ছত্র। রেনলড্‌স-এর লেখাটার প্রথম দুটি শব্দ তার মনপ্রাণ হরণ ক'রে নিলে। তা থেকে দৈবী প্রেরণা লাভ ক'রে, তিন ঘণ্টার কম সময়ের মধ্যেই সে রচনা করে ফেল্লে দুই ছত্র।

দুই রাত পরে মরিসন—সে-ও ষষ্ঠ মানেরই ছাত্র—দুপুরবেলায় পরীক্ষার পড়া তৈরির সময় বেশ আরামে ঘুমোচ্ছিল। দোরে কে যেন টোকা মারলে, তাইতে তার ঘুম ভেঙ্গে গেল। সে ভাবলে বুঝি হাউস-মাস্টার পড়াশোনা তদারক করতে এসেছেন। তাড়াতাড়ি একখানা অভিধান টেনে নিয়ে সে গভীর মনোযোগের সঙ্গে অধ্যয়নের ভাণ করতে লাগল। ঘরে এসে ঢুকল তার ল্যাংবোট ইভান্স। হাতে তার একখানা কাগজ। মরিসন তার উপর দিয়েছিল গোটাকয়েক কাব্যিক প্রবচন খুঁজেপেতে আনবার ভার, যাতে ক'রে সেগুলো প্রতিযোগিতার কবিতায় লাগাতে পারে। রেনলড্‌স্ যে-সব কাগজে তার ছত্রকয়টা লিখেছিল, তারই একখানা ইভান্সের নজরে পড়তে সে বিজয়গর্বে উল্লসিতের মতো সেখানা হাতে করে নিয়ে এসেছে। মরিসনের কাছে ছত্রকয়টি অপূর্ব বোধ হ'ল। সে জিজ্ঞাসাবাদ ক'রে জানলে সেগুলো ইভান্সের লেখা নয়, সে কাগজখানা কুড়িয়ে পেয়েছে তাঁবু আর রুগ্নাবাসের মধ্যেকার মাঠে। বিনিময়ে সে লাভ করলে মনের মতো বাছাই করা কতকগুলো আপেল।

পরের রবিবারে স্মিথ রেনল্ড্‌স্-এর কাছে এসে জিজ্ঞেস করলে কবিতার কতদূর হ'ল, পরের দিনই তা দাখিল করতে হবে যে। রেনলড্‌স্ শুধু প্রথম স্তবকটিই রচনা করেছিল, সে প্রস্তাব করল সেটিই পাঠানো হ'ক, কেন-না কবিতা কত বড় হ'তে হবে সে বিষয়ে কোনো নির্দেশ নেই, কাজেই প্রধান শিক্ষক মশাই তা পরীক্ষার জন্যে না পাঠিয়েই পারবেন না।

দিনকয়েক পরে প্রধান শিক্ষক রেভারেণ্ড আর্থার জেম্‌স্ পার্সিভ্যাল, এম. এ. মশাই ক্ষুব্ধচিত্তে প্রাতরাশে বসেছেন। শেষ অবধি আর থাকতে না পেরে তিনি তাঁর পত্নীকে বল্লেন যে, মিঃ ওয়েল্‌স্-এর কাছ থেকে তিনি একখানা লঘুভাবের চিঠি পেয়েছেন। মিঃ ওয়েল্‌স্ হচ্ছেন তাঁর কলেজ-জীবনের একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু। তাঁর কাছে তিনি পরীক্ষার জন্যে কবিতাগুলো

পাঠিয়েছিলেন। তিনি লিখেছেন যে, অনেক জায়গায় আবোল-তাবোল থাকলেও রোজার্স-এর কবিতাই হয়েছে সবচেয়ে ভালো। তবে তিনটে কবিতা দেখে তিনি বড়ই মজা বোধ করেছেন। সে তিনটেরই প্রথম চারটি ছত্র অবিকল এক। তিনি অবশ্য নকল করা সমর্থন করেন না, কিন্তু কবি তিনজন যে সাহস দেখিয়েছে তার প্রশংসা করতে ইচ্ছে করে তাঁর। তিনি বুঝে উঠতে পারছেন না, তারা তাদের মাননীয় প্রধান শিক্ষক মশাইকে নিয়ে একটু মজা করবার চেষ্টা করেছে কি না।

ছেলেরা যে তাঁকে নিয়ে একটু মজা করবে এ চিন্তার আমল দিলেন না প্রধান-শিক্ষক মশাই, তাতে তাঁর মর্যাদায় ঘা লাগে; তাই তিনি সন্দেহ করলেন তারা যোগসাজসে এ কর্ম করেছে। ছেলে তিনজনকে তলব ক'রে পাঠালেন তিনি, তাদের জর্জরিত ক'রে তুললেন প্রশ্নবাণে। স্মিথ আর মণ্টগোমারী যখন স্বীকার করলে যে, তারা পদ্যটা রচনা করে নি; তখন প্রধান-শিক্ষক মশাই মরিসনকে দোষমুক্ত ঘোষণা ক'রে এই দুঃখ প্রকাশ করেলেন যে, তার মস্তিষ্ক-প্রসূত প্রথম ফল বিনা শ্রমে অন্যেরা তুলে নিয়েছে। মরিসন তখন বল্লে যে, ও চারটি ছত্র তার রচনা নয়, সে মাঠের মধ্যে এক টুকরো কাগজ কুড়িয়ে পায়, তাইতে লেখা ছিল ঐ ছত্রকয়টি। আবিষ্কারটি সে নিজেরই ব'লে দাবি করলে এইজন্যে যে, বেচারা ইভান্সকে সে আর এই জট-পাকানো ব্যাপারের সঙ্গে জড়াতে ইচ্ছুক ছিল না। কিন্তু মণ্ট্গোমারীও তখন বল্লে যে, সেও ঐ কয়টি ছত্র-লেখা এক টুকরো কাগজ কুড়িয়েই পেয়েছিল। প্রধান-শিক্ষক মশাই তখন স্মিথ-এর দিকে কটমট ক'রে চেয়ে শ্লেষের সুরে জিজ্ঞেস করলেন, সে-ও কি সেভাবেই ছত্রকয়টি লেখা এক টুকরো কাগজ কুড়িয়ে পেয়েছিল। স্মিথ বল্লে, রেনল্ড্স্কে দিয়ে কবিতাটা লিখিয়ে নিয়েছিল সে। সঙ্গে সঙ্গে মণ্ট্গোমারী আর মরিসন দু জনেই বলে উঠল যে, তারা কাগজের টুকরো দু'টো কুড়িয়ে পেয়েছিল রুগ্নাবাসের কাছেই, আর সেই রুগ্নাবাসেই রয়েছে রেনল্ড্স্। প্রধান-শিক্ষক মশাই তখন স্মিথকে জিজ্ঞেস করলেন, তাঁকে কি এ কথাই বুঝতে হবে যে, পুরস্কার-লাভের আশায় সে এই অপকৌশল অবলম্বন করেছিল? স্মিথ উত্তরে বল্লে যে, রেনল্ড্স্-এর সঙ্গে তার এই শর্ত হয়েছিল যে, কবিতাটি যদি পুরস্কারের যোগ্য বিবেচিত হয় তবে স্মিথকে সমস্ত ব্যাপারটা প্রধান-শিক্ষক মশাইয়ের কাছে খুলে বলতে হবে—বলতে হবে যে ওটা রেনল্ড্স্-এরই রচনা। তবুও এই প্রতারণার উদ্দেশ্য কী ছিল সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হতে চাইলেন প্রধান-শিক্ষক মশাই। স্মিথ বল্লে, নিয়ম অনুসারে সবাইকে কিছু-না-কিছু লিখতে

হবে, অথচ সে কবিতা লিখতে পারে না। এই কারণেই রেনল্ড্‌স্‌কে দিয়ে লিখিয়ে নিয়েছে।

স্মিথের ভয় হ'ল এবার বুঝি তার মাথার উপর আকাশ ভেঙে পড়বে, কিন্তু তা হ'ল না। মিঃ পার্সিভ্যালের মনের গহনে লুকানো ছিল গভীর রসবোধ। মিঃ ওয়েলস্‌-এর চিঠির কথা তাঁর মনে পড়ল, তিনি বুঝলেন গদ্যময় লোককে পদ্য লিখতে বাধ্য করার চেয়ে নিষ্ঠুরতর কাজ সংসারে অল্পই আছে।

পর্ষদের পরবর্তী অধিবেশনে ৬ষ্ঠ মানের কবিতা-পুরস্কারের নিয়মাবলী পরিবর্তনের জন্যে প্রধান-শিক্ষক মশাইয়ের ওজস্বিনী বক্তৃতার প্রচুর প্রশংসা হ'ল এবং সেই থেকে নিয়ম হ'ল যে যার ইচ্ছে না হয় তার প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ না হলেও চলবে। এই পরিবর্তনটুকু সাধন করতে লেগে যায় সাতাশ বছর।

Critical appreciation of the story : *The Prize Poem* is a pleasant story with light humour. The author, with a keen sense of practical jokes, creates a ridiculous situation that cannot but rouse our laughter. The story starts with the absurd will of a rich misanthrope, wishing to harass a certain section of people. The students of the Sixth Form of St. Austin's College become his target. He leaves a sum of money by his will for an annual prize for the best poem submitted by a student of that Form. Every boy of the Form has to compete, and this condition causes most of the boys a great trouble because they are not good at verse.

The unpractical and absurd rules compel some of the competitors to take underhand means. Smith gets Reynolds in the infirmary to write a poem for him. Montgomery who spent fruitlessly a whole afternoon to write a poem, finds a paper on which were the four lines composed by Reynolds. At once he is seized with 'poetic afflatus' and succeeds to add 'two more lines in less than three hours'.

Morrison asks Evans, his fag, to hunt up some tags for the poem, and Evans brings him the same four lines.

Thus all the three poems submitted by those three boys are found to begin with the same four lines, though, of course, they have not done anything in connivance. The humour of the story comes to its climax when the Headmaster receives a 'flippant' letter from his friend, Mr. Wells, who has examined the poems. His suggestive remark that the

three boys have been pulling the dignified leg of their Headmaster is most embarrassing. The sense of dignity of the Headmaster prevents him from agreeing with that remark.

The Headmaster then cross-examines the boys and the truth comes out at last. Here, too, the writer shows his eloquent power of humour. It is now realised by the Headmaster that the root of all evils lies in the absurd rules that compel every boy to write poetry. He persuades the Board to change the rules.

The narrative is enlivened with humour. Its language is also facile. The lesson, if there be any lesson in it, is well expressed in the words : "There are few crueller things than to make a prosaic person write poetry."

সমালোচনা : কাহিনীটি হাল্কা কৌতুকে পূর্ণ এবং সুখপাঠ্য। লেখকের রসবোধ বেশ সূক্ষ্ম এবং কাহিনীটিতে তিনি যে হাস্যকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছেন, তা সকলেরই হাসির উদ্রেক করে। এক ধনী মানব-বিদ্বেষীর উইলের কথা দিয়ে গল্পটাকে আরম্ভ করা হয়েছে। ভদ্রলোক কিছু লোককে উত্যক্ত করার উদ্দেশ্যে কিছু টাকা উইল করে সেন্ট অস্টিন কলেজে দিয়ে গেলেন এই শর্তে যে, এ থেকে প্রতি বছর ঐ কলেজের ষষ্ঠ মানের ছাত্রদের লেখা শ্রেষ্ঠ কবিতার জন্য পুরস্কার দিতে হবে। প্রত্যেক ছাত্রকেই প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে হবে। এই শর্তটি ছাত্রদের কাছে ছিল বিরক্তিকর, কারণ তাদের অধিকাংশেরই কবিতা লেখবার কোন ক্ষমতা ছিল না।

এই অবাস্তব ও অসম্ভব নিয়মের ফলে কিছু কিছু প্রতিযোগী ছাত্র অসাধু উপায়ের আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। ষষ্ঠ মানের স্মিথ রুগ্নাবাসে গিয়ে রেনলড্‌স্‌ের দ্বারা একটি কবিতা লিখিয়ে নেবার ব্যবস্থা করল। মন্টগোমারী বহু চেষ্টা করেও কিছু লিখতে পারে নি। হঠাৎ মাঠের মধ্যে রেনল্ডস্‌ের লেখা চার ছত্র কুড়িয়ে পাওয়ায় তার কাব্যভাব জেগে উঠল। ঘণ্টা তিনেক চেষ্টা করে সে তার সঙ্গে আরও দুছত্র যোগ করল।

মরিসন তার এক চেলা ইভান্সকে কবিতার কোন সূত্র খুঁজে আনতে বলেছিল। ইভান্স তাকে রেনল্ড্‌সের লেখা ঐ চার ছত্রই এনে দিল।

এই তিনজন যোগসাজসে কিছু না করলেও ঘটনাচক্রে এদের কবিতার প্রথম চারছত্র একেবারে মিলে গেল। কাহিনীর কৌতুককর বর্ণনা আরও রসালো হয়ে উঠল যখন প্রধান শিক্ষক তাঁর বন্ধু মিঃ ওয়েল্‌স্‌-এর কাছ থেকে এক চিঠি পেলেন। কবিতাগুলো পরীক্ষা করে তিনি তাঁর চিঠিতে একটু লঘু

ভাবেই মন্তব্য করেছেন যে ঐ তিনজন প্রতিযোগী হয়তো তাদের প্রধান শিক্ষককে নিয়ে কিছু তামাসা করেছে। তাঁর এই অর্থপূর্ণ মন্তব্যে প্রধান শিক্ষক বিরক্তি বোধ করলেন। কিন্তু বন্ধুর মন্তব্যে সায় দিতে তাঁর মর্যাদায় বাধল।

ছাত্র তিনজনকে জেরা করার পর যখন সত্য ঘটনা প্রকাশ পেল, তখন প্রধান শিক্ষক বুঝতে পারলেন যে সকল অনিষ্টের মূল হল প্রত্যেক ছাত্রকে কবিতা লিখতে বাধ্য করার আইন। তিনি বোর্ডকে বুঝিয়ে শেষ পর্যন্ত এই আইন পরিবর্তন করালেন।

কাহিনীটি কৌতুকরসে বেশ প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। এর ভাষাও সাবলীল। এতে যদি কোন শিক্ষণীয় বিষয় আদৌ থাকে, তবে তা এই কয়টি কথায় প্রকাশ পেয়েছে: "বেরসিক লোকদের কবিতা লিখতে বাধ্য করার চেয়ে বেশী নিষ্ঠুর কাজ জগতে খুব কমই আছে।"

The Title : The story centres round the Prize Poem. Each boy of the Sixth Form in a College was to compose a poem on a particular subject and submit it for the prize competition. The rules were made as per the will of the donor. But most of the students could not write any poem. Incidentally, the poems of the three boys began with the same four lines. This ultimately, led to a change in the rules for the Sixth Form Poetry Prize. So the title suits the story.

শিরোনামা : পুরস্কারের জন্য কবিতা প্রতিযোগিতাকে কেন্দ্র করে গল্পটা রচিত হয়েছে। একটি কলেজের ষষ্ঠ মানের প্রত্যেক ছাত্রকেই একটি করে কবিতা লিখতে হবে এবং পুরস্কার প্রতিযোগিতার জন্য তা পাঠাতে হবে। পুরস্কারের অর্থ যিনি দান করেছিলেন তাঁর উইলমতোই এই নিয়ম করা হয়। কিন্তু অধিকাংশ ছাত্রই কবিতা লেখার ব্যাপারে একেবারে অক্ষম ছিল। ঘটনাচক্রে তিনজন ছাত্রের কবিতার প্রথম চার ছত্র হুবহু মিলে যায়। এই ঘটনা থেকেই শেষ পর্যন্ত প্রতিযোগিতার নিয়ম পালটাতে হয়। তাই শিরোনামাটি গল্পের উপযোগী হয়েছে।

Analysis : (a) *The Bequest* **:** There was a rich man. He was a hater of mankind. He wished to keep his memory alive after his death and also to worry a particular class of people. He set aside a sum of money to be spent on an annual prize for the best poem by a student of the Sixth Form of St. Austin's College. The subject was to be selected by the Headmaster, and everyone belonging to the Form was to compete. This last condition was a bugbear to most

of the boys, because they couldn't find a rhyme to the simplest of words and had yet to send in their poems. How this rule was set aside after a period of twenty-seven years is related in this story. [*Paras. 1-2*]

(b) *What passed between Reynolds and Smith*: Reynolds belonged to a lower form, but he could write verses. His great ambition was to see his lines in print, and he often sent them to various periodicals. But these always came back to him as rejected manuscripts at meal-times, and he hastily concealed them lest they should attract the attention of his fellows.

One day, while he had been convalescing in the infirmary after an attack of German measles, Smith, an ornament of the Sixth Form, came to pay him a visit. From him he heard about their victory over the M. C. C., and also of the prize poem. Reynolds became interested at once. Smith told him that the subject chosen for that year was their College. Smith was no poet and he wished he were in the infirmary. Reynolds, however, proposed to do him a poem on condition that, should it be selected for the prize, Smith would have to tell the Headmaster all about it. Smith in reply said that, so far as the prize was concerned, it would certainly go to Rogers. Reynolds did not give countenance to the idea. Off-hand he composed four lines, and asked Smith how they were for a beginning. Smith was delighted, and he suggested that Reynolds would do well to get in something about the M. C. C. match. He even went so far as to say for Reynold's help that he could make 'cricket' rhyme with 'wicket'. Smith's own ingenuity appeared to be very fine to himself, but Reynolds treated such a valuable suggestion with scorn. Smith then took his leave, saying that they had got a house match on. However, he didn't forget to thank Reynolds awfully in anticipation. [*Paras. 3-20*]

(c) *What the wind did to Reynold's Poem*: When Smith left, Reynolds drew up a chair and a table to the open window, and wrote down the lines he had already composed. Then he began chewing the pen. After a few minutes he wrote another four lines, and crossed them out. Then he took a fresh piece of paper, and copied out the first four lines again. Now he began biting his pen. When he had eaten it to a stump, he jotted down the two words 'boys' and 'joys' at the end of

separate lines. This made him take out a third piece of paper on which he wrote the title 'An Ode to the College' in printed letters at the top. It was as though a handsome edition in his best handwriting. He was admiring it, when Mrs. Lee, a lady of advanced years and energetic habits, who looked after the sick and wounded in the infirmary, pushed the door wide open and entered with his tea. At once the wind swept out of the room the papers on which the poem was written. Reynolds did not try to get them back. He attacked the tea instead. He knew that he could write out the lines again from memory [*Paras. 21-22*]

(d) *How the others got the copies*: That afternoon, Montgomery of the Sixth Form was passing by the infirmary, when a sudden gust of wind blew a piece of paper at him. He saw the words 'An Ode to the College' written at the top. He picked it up, and read the four lines. All he now needed, he thought, were only two more lines to complete the poem. The words 'imposing pile' at its beginning caught his fancy, and in less than three hours he succeeded in composing a couplet.

Two days afterwards, Morrison, also of the Sixth, was taking a nap at midday while he was supposed to have been preparing for the examination. A tap at the door roused him. He thought that the House-master had come to oversee. He hastily seized a dictionary and pretended to be studying hard. As he said, 'Come in,' there entered his fag, Evans, with a piece of paper in his hand. Morrison had asked him to hunt up some tags for the poem, and he had picked up a piece of paper on which the four lines were written. Morrison took the paper, read the poem, and knew that they could not have been composed by Evans. Evans also did not claim the authorship. He said he had come by the piece of paper in the field between the pavilion and the infirmary. He did not know who had written the lines. Morrison asked Evans to pick out some apples from his box. When Evans left with the apples, he again settled down to take his nap. [*Paras. 23-35*]

(e) *Smith submits the first four lines:* The following Sunday, Smith came to Reynolds to inquire if the latter had finished the poem. He had not. Only the first verse had been done, and Reynolds asked Smith to send it in, saying that

there was no rule about the length and so the Headmaster would have to pass it. Smith agreed to do as he was told.
[*Paras. 36-44*]

(f) *The Headmaster receives the examiner's report*: The Rev. Arthur James Perceval, M. A., was the Headmaster. He had sent the poems for examination to Mr. Wells, a great College friend of his. Mr. Wells had sent in his report, or rather his letter, which Mr. Perceval found to have been written in a flippant style. As he sat at his breakfast, he could not help disapproving of it with hum and ha. At last, unable to contain himself, he read out the letter to his wife. Mr. Wells had stated that, in spite of serious lapses here and there, the poem submitted by Rogers was the best. But he was puzzled by the three poems which began with exactly the same four lines. He deprecated scribbing, but could not help admiring the daring of the three competitors. He was not sure if they had conspired to make game of their Headmaster.

All this appeared extraordinary to Mrs. Perceval. Mr. Perceval, however, dismissed the idea that the boys had sought to make sport of him, for to admit that would be compromising his dignity. He suspected collusion. [*Paras. 45-55*]

(g) *The mystery explained*: The Headmaster summoned the three boys and began to question them severely. Smith confessed that he was not the author of the lines. So did Montgomery. This led him to declare that Morrison was not to blame. He even pitied the boy because the first fruit of his brain had been plucked by those who had not toiled for it. He told Morrison that he could go.

But Morrison said that he had not composed the lines, nor was he indebted for them to either Smith or Montgomery. He said he had found them written on a piece of paper lying in the field. He claimed the discovery for himself, because he did not like to implicate poor Evans.

At this point, Montgomery also claimed the discovery. The Headmaster was puzzled. He asked Smith sarcastically if he, too, claimed to have found the poem on a piece of paper in the field.

Smith said he had got Reynolds to do it for him. Montgomery then said that he had found the paper near the

infirmary, where Reynolds had been convalescing. Morrison also said that he had found the paper there.

Turning to Smith, Mr. Perceval asked if he was to understand that Smith had resorted to that underhand means in order to gain the prize. Smith denied the charge, saying that it had been understood between him and Reynolds that, if he had got the prize he would have told the Headmaster everything. He said that Reynolds would corroborate his statement.

Mr. Perceval was still not satisfied. He wanted to know what Smith's object was in pursuing the deception. Smith said that he could not write poetry at all and yet the rules obliged everyone to send in something, and that, as Reynolds liked it, he had asked him to do it. [*Paras. 56-85*]

(h) *The outcome of the confession*: Having confessed everything, Smith expected the storm to burst. But it did not burst. In the inmost heart of Mr. Perceval there lurked a sense of humour. He remembered the examiner's letter, and it dawned upon him that there are few crueller things than to make a prosaic person write poetry. He dismissed the boys.

At the next Board Meeting, the Headmaster made a strong plea for altering the rules for the Sixth Form Poetry Prize. It was decided accordingly that from thence onward no one need compete unless he felt that he had immortal fire in him. [*Paras. 86-88*]

বিশ্লেষণ : (ক) উইলের দানপত্র : মানব-বিদ্বেষী এক ধনী ব্যক্তির খেয়াল হল মৃত্যুর পর নিজের স্মৃতি অক্ষয় করে রাখতে হবে। এই সূত্রে এক শ্রেণীর লোককে জ্বালাতন করার ব্যবস্থাও তিনি করে গেলেন। তিনি কিছু টাকা দান করে গেলেন, যা থেকে সেণ্ট অস্টিন কলেজের ষষ্ঠ মানের ছাত্রদের লেখা শ্রেষ্ঠ কবিতার জন্য বার্ষিক পুরস্কার দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। কবিতার বিষয়বস্তু ঠিক করবেন প্রধান শিক্ষক মশাই, আর ষষ্ঠ মানের সকল ছাত্রকেই কবিতা লেখায় প্রতিযোগিতা করতে হবে—এই ছিল তাঁর শর্ত। দ্বিতীয় শর্তটা প্রায় সব ছাত্রদের কাছেই এক ভীতিপ্রদ ব্যাপার ছিল, কারণ তারা কবিতায় কোন রকম ছন্দের মিল করতে পারত না, অথচ কবিতা তাদের লিখতেই হবে। এই কঠোর নিয়মটা সাতাশ বছর পর কিভাবে শিথিল হল এই গল্পে তারই বর্ণনা করা হয়েছে।

(খ) রেনল্ড্‌স্ ও স্মিথের সাক্ষাৎকার ও তাদের মধ্যে আলোচনা :

রেনল্ড্স্ ছিল নিম্ন মানের ছাত্র। তবে তার কবিতা লেখার বাতিক ছিল। নানারকম সাময়িকীতে সে তার কবিতা পাঠাতো ছাপাবার জন্য, কিন্তু সেগুলো সবই ফেরৎ আসতো। হামে আক্রান্ত হয়ে সে বিদ্যালয়ের রুগ্নাবাসে ছিল। সে যখন আরোগ্যলাভ করছে, তখন একদিন ষষ্ঠ মানের এক কৃতী ছাত্র স্মিথ এল তার সঙ্গে দেখা করতে। তার কাছে কবিতা-প্রতিযোগিতার কথা শুনে রেনল্ড্স্ উৎসাহিত হয়ে উঠল। কবিতার বিষয় ছিল তাদের কলেজ। স্মিথ এ ব্যাপারে একেবারেই অক্ষম জেনে রেনল্ড্স্ তার জন্য একটি কবিতা লিখে দিতে চাইল, তবে এই শর্তে যে কবিতাটি পুরস্কারের জন্য নির্বাচিত হলে স্মিথকে প্রধান শিক্ষকের কাছে সব খুলে বলতে হবে, কোন কিছু গোপন করা চলবে না। স্মিথের কিন্তু ধারণা যে পুরস্কারটা পাবে রোজার্স। তার কথা কোন রকম আমল না দিয়ে রেনল্ড্স্ তখনই চার ছত্রের এক কবিতা রচনা করে ফেলল। এতে স্মিথ উল্লসিত হয়ে উঠল। সে রেনল্ড্স্যের কাছে প্রস্তাব করল যে কবিতার মধ্যে তাদের কলেজ যে এম. সি. সি. ম্যাচে জিতেছে সে বিষয়টাও যেন উল্লেখ করা হয়। এর পর রেনল্ড্স্কে ধন্যবাদ জানিয়ে সে বিদায় নিল।

(গ) **বাতাসের ঝাপটায় রেনল্ড্সের কবিতার কি হাল হল :** স্মিথ চলে যেতেই রেনল্ড্স্ খোলা জানালার সামনে চেয়ার টেবিল টেনে নিয়ে বসল, আর একখণ্ড কাগজে সেই চার ছত্র আবার লিখল। একটু ভেবে নিয়ে তার নীচে সে আরও চার ছত্র যোগ করল, কিন্তু পছন্দ না হওয়ায় নতুন ছত্রগুলো কেটে দিল। আর একখানি কাগজে সে প্রথম চার ছত্র আবার লিখে ভাবতে লাগল। কলমটা কামড়াতে কামড়াতে সে নতুন নতুন শব্দ ব্যবহার করতে আরম্ভ করল। আবার একখানা কাগজ টেনে নিয়ে তার মাথায় বড় বড় হরফে কবিতার একটা শিরোনামা দিল 'An Ode to the College' আর তার নীচে প্রথম চার ছত্র আবার লিখল সে। লেখাটা তার বেশ পছন্দসই হওয়ায় সে খুশি হয়ে সেদিকে তাকিয়ে ছিল, এমন সময়, রুগ্নাবাসের বর্ষীয়সী মহিলা মিসেস লী ঘরের দরজা ঠেলে ফাঁক করে তার জন্য চা নিয়ে এলেন। তৎক্ষণাৎ বাতাসের এক ঝাপটা এসে তার লেখা কবিতার দু'খানা সংস্করণ জানলা দিয়ে বাইরে উড়িয়ে নিয়ে গেল। রেনল্ড্স্ সেগুলো কুড়িয়ে আনবার কোন চেষ্টাই করল না, সে চায়ে চুমুক দিল, কারণ ছত্রগুলো তার মনে ছিল, আবার সে তা লিখে নিতে পারবে।

(ঘ) **সেই লেখাগুলো কিভাবে অন্যদের হাতে পড়ল :** সেই দিনই বিকেলের দিকে ষষ্ঠ মানের ছাত্র মন্ট্গোমারী রুগ্নাবাসের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল।

হঠাৎ একখানা কাগজ হাওয়ায় উড়ে এল তার সামনে। 'Ode to the College' কথাগুলো এর মাথায় দেখতে পেয়েই সে সেখানা কুড়িয়ে নিলে এবং চার ছত্রের কবিতাটা পড়ে ফেলল। তার মাথায় বুদ্ধি খেলে গেল, সে ঘণ্টা তিনেক চেষ্টা করে আরও ছটো ছত্র তার নীচে যোগ করে দিল।

এর দুদিন পরে ঐ শ্রেণীরই আর এক ছাত্র মরিসন দুপুরে তার ঘরে বসে পরীক্ষার পড়া তৈরি করার নামে ঘুমোচ্ছিল। হঠাৎ দরজায় টোকা মারার শব্দে সে ধড়মড়িয়ে উঠেই এক অভিধান টেনে নিয়ে পড়ার ভান করতে শুরু করল, কারণ সে ভেবেছিল বুঝি তার হাউস-মাস্টার এসেছেন। কিন্তু ঘরে ঢুকল তারই অনুচর ইভান্স। মরিসন তার উপর ভার দিয়েছিল কিছু কাব্যিক প্রবচন যোগাড় করে আনতে। সে হাতে করে নিয়ে এসেছে রেনল্ডস্-এর লেখা সেই চারছত্রের একটুকরো কাগজ। সে সেখানা তাঁবু আর রুগ্নাবাসের মাঝে এক মাঠের মধ্যে কুড়িয়ে পেয়েছিল। এই ছত্রগুলো কার লেখা তা সে জানতে পারে নি। লেখাটা পেয়ে মরিসন বেশ খুশি হল; সে ইভান্সকে কতকগুলি আপেল পুরস্কার দিয়ে বিদায় করল।

(ঙ) **স্মিথ প্রথম চার ছত্র পাঠিয়ে দিল:** পরের রবিবারে স্মিথ রুগ্নাবাসে এল রেনল্ড্সের কাছে জানতে সে কবিতাটা শেষ করেছে কিনা। রেনল্ড্স্ আর লেখেনি। সে সেই চার ছত্রই তাকে দিল পাঠিয়ে দেবার জন্য। সে বলল যে কবিতা কতটা বড় হবে সে বিষয়ে কোন নির্দিষ্ট নিয়ম নেই। স্মিথ তাই করল।

(চ) **প্রধান শিক্ষকের হাতে পরীক্ষকের রিপোর্ট এসে পৌঁছাল:** প্রধান শিক্ষক রেভারেণ্ড আর্থার জেমস্ পার্সিভ্যাল প্রতিযোগীদের কবিতাগুলো পরীক্ষা করবার ভার দিয়েছিলেন তাঁরই বিশেষ বন্ধু মিঃ ওয়েল্স্-এর উপর। মিঃ ওয়েল্স্ তাঁর যে রিপোর্ট তাঁর কাছে পাঠিয়েছেন সেটা লঘুভাবে লেখা হয়েছে বলে তাঁর মনে হল। প্রাতরাশের সময় তিনি তাঁর স্ত্রীকেও সেই রিপোর্টটা না শুনিয়ে পারলেন না। মিঃ ওয়েল্স্ লিখেছেন যে কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও রোজার্স-এর লেখা কবিতাটাই নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ হয়েছে। কিন্তু তিনটি কবিতা পড়ে তিনি তাজ্জব বনে গেছেন,—যে তিনটি আরম্ভ হয়েছে হুবহু একই চারটি ছত্র দিয়ে। নকল করা তিনি মোটেই পছন্দ করেন না, কিন্তু এই তিনজন প্রতিযোগীর সাহসকে তিনি প্রশংসা না করেও পারেন নি। তারা প্রধান শিক্ষকের সঙ্গে কিছু তামাসা করছে কিনা তা তিনি ঠিক বুঝে উঠতে পারছেন না। মিঃ পার্সিভ্যালের কাছে এসব বড় অদ্ভুত মনে হল। ছেলেরা যে তাঁর সঙ্গে কোন তামাশা করতে চায়, এই ধারণায় আমল দিলেন না তিনি,

কারণ সে কথা স্বীকার করতে তাঁর মর্যাদায় আঘাত লাগে। তাঁর সন্দেহ হল এরা যোগসাজসে এই কাজ করেছে।

(ছ) **রহস্য উদ্ঘাটন:** প্রধান শিক্ষক ঐ ছাত্র তিনটিকে তলব করে এনে তাদের প্রশ্নবাণে জর্জরিত করে তুললেন। তখন স্মিথ স্বীকার করল যে ছত্রগুলি তার নিজের রচনা নয়। মণ্টগোমারিও একই কথা বলল। এতে প্রধান শিক্ষকের ধারণা হল যে মরিসনই ছত্রগুলো লিখেছে, আর তার মস্তিষ্ক-প্রসূত প্রথম ফল অন্যেরা বিনা পরিশ্রমে তুলে নিয়েছে। মরিসনকে এজন্য দোষ দেওয়া যায় না। তিনি তাকে যেতে বললেন।

মরিসন কিন্তু প্রকাশ করে দিল যে সে নিজে ছত্রগুলি লেখেনি, আর স্মিথ বা মণ্টগোমারি কারু কাছ থেকেই সে লেখাটা নেয় নি। সে বলল যে মাঠের মধ্যে ঐ ছত্রগুলো লেখা একটুকরা কাগজ সে নিজে কুড়িয়ে পেয়েছিল—বেচারা ইভান্সকে এই ব্যাপারে জড়াবার ইচ্ছা তার ছিল না। এরপর মণ্টগোমারি বলল যে সেও এটা কুড়িয়ে পায়। প্রধান শিক্ষক হতভম্ব হয়ে গেলেন। ব্যঙ্গ করে তিনি স্মিথকে জিজ্ঞাসা করলেন, সেও তাদের মতো কবিতাটা মাঠের মধ্যে কুড়িয়ে পেয়েছিল কিনা। স্মিথ তখন স্বীকার করল সে রেনল্ড্স্-কে দিয়ে কবিতাটা লিখিয়ে নিয়েছিল। প্রধান শিক্ষকের এক ধমক খেয়ে সে বলল, রেনল্ড্স্-এর সঙ্গে তার এই রকম কথা হয়েছিল যে পুরস্কার লাভ করলে প্রধান শিক্ষককে সে সব কথা খুলে বলবে। রেনল্ড্স্-কে জিজ্ঞাসা করলেই তার এই বক্তব্য প্রমাণিত হবে।

প্রধান শিক্ষক এতেও সন্তুষ্ট হলেন না। এই রকম চাতুরি করার পিছনে স্মিথের কি মতলব ছিল তিনি জানতে চাইলেন। স্মিথ তখন তাঁকে জানাল যে নিয়মমতো প্রত্যেককেই কবিতা লিখতে হবে অথচ সে আদৌ কোন কবিতা লিখতে পারে না। কাজেই বাধ্য হয়ে তাকে রেনল্ড্স্-এর শরণাপন্ন হতে হয়েছে—যে কবিতা লিখতে ভালবাসে।

(জ) **স্বীকারোক্তির ফল:** সব কিছু প্রকাশ করার পর স্মিথের আশঙ্কা হল এবার বুঝি প্রধানশিক্ষক ক্রোধে ফেটে পড়বেন। কিন্তু তা হল না। মিঃ পার্সিভ্যালের হৃদয়ে ছিল গভীর রসবোধ। পরীক্ষকের চিঠির কথা তাঁর মনে পড়ে গেল। তিনি অনুভব করলেন যে গদ্যময় লোককে পদ্য লিখতে বাধ্য করার মতো নিষ্ঠুর কাজ সংসারে অল্পই আছে; ছেলেদের তিনি বিদায় দিলেন।

বোর্ডের পরবর্তী অধিবেশনে ষষ্ঠ মানের কবিতা-পুরস্কারের নিয়মাবলী পরিবর্তনের দাবিতে প্রধানশিক্ষক এক জোরাল যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা দিলেন।

সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হল যে এর পর থেকে যার ইচ্ছা হবে না, তাকে আর কবিতা প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে হবে না।

Notes, Explanations, References, etc.

• *The Prize Poem*—the poem that (has won or) deserves a prize ; (পুরস্কারপ্রাপ্ত বা) পুরস্কার প্রাপ্তির উপযুক্ত কবিতা।

Paragraphs 1-2

Gist : A wealthy misanthrope, wishing to perpetuate his memory after death and also to harass a particular section of mankind set aside by his will a sum of money to be spent on an annual prize for the best poem by a student of the Sixth Form of St. Austin's College. The subject was to be chosen by the Headmaster and everyone belonging to the Form was to compete. The majority of the students being incapable of writing anything in rhyme, bitterly hated the annual announcement of the subject chosen. The compulsion to compete for the prize was annulled after a period of twenty-seven years.

সারার্থ ঃ একজন ধনী মানব-বিদ্বেষী মৃত্যুর পর নিজের স্মৃতি অক্ষয় রাখবার এবং মানবজাতির এক বিশেষ অংশকে কষ্টদানের উদ্দেশ্যে কিছু টাকা রেখে যায়। সেই টাকা দিয়ে সেন্ট অস্টিন কলেজের ৬ষ্ঠ মানের কোনো ছাত্রের লেখা সর্বোত্তম কবিতার জন্যে একটি বার্ষিক পুরস্কার দান করা হ'ত। কবিতার বিষয়বস্তু নির্বাচন করতে হ'ত প্রধান শিক্ষক মহাশয়কে, আর কথা ছিল সমস্ত ছাত্রকেই প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হতে হবে। বেশির ভাগ ছাত্রেরই কবিতা রচনার কোনো ক্ষমতা ছিল না। তাই প্রত্যেক বছর বিষয়বস্তু নির্বাচনের সংবাদ ঘোষণা করা হ'লেই তাদের মন বিষিয়ে উঠত। সবাইকেই প্রতিযোগিতা করতে হবে, এ শর্ত উঠিয়ে দেওয়া হয় সাতাশ বছর পরে।

Notes, etc. : *Some quarter of a century*—i.e. about twenty-five years ; এক শতাব্দীর প্রায় সিকি ভাগ, অর্থাৎ বছর পঁচিশেক। *Period*—amount of time ; সময়। *Deals*—treats ; আলোচনা করছে। *Misanthropic*—having hatred for mankind ; মানবজাতির প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ। **Misanthrope**—'Hater of mankind ; one who avoids human society.'—(*C. O. D.*) মানববিদ্বেষী। *Was seized*—was possessed ; পেয়ে বসেছিল। *Was seized with a bright idea*—i.e., a bright idea had the mastery

of ; অর্থাৎ একটি চমৎকার ভাব (তাকে) পেয়ে বসল। *For perpetuating*—for preserving (his memory) for all time ; (তাঁর স্মৃতি) চিরন্তন করে রাখবার জন্যে। (*For*) *harassing*—(for) worrying ; জ্বালাতন করবার (জন্যে)। *Section*—part (of community) ; (সমাজের) অংশ। *Mankind*—মনুষ্যজাতি ; the race of man. **Set aside**—reserved ; নির্দিষ্ট ক'রে রাখল। *Portion*—share ; part allotted ; অংশবিশেষ। *Income*—receipt from one's work, lands, etc. ; আয়। *Member*—person belonging to a society ; সদস্য। *The Sixth Form*—the sixth class in a school ; ষষ্ঠ মান। **N. B.** The sixth form is supposed to be the highest class in a school. The arrangement of classes in British schools is different from that in our country generally. ষষ্ঠ মানকে বিদ্যালয়ের উচ্চতম শ্রেণী ব'লে ধরা হয়ে থাকে। ব্রিটিশ স্কুল-কলেজের শ্রেণীবিভাগ সচরাচর আমাদের দেশের স্কুল-কলেজের শ্রেণীবিভাগ থেকে স্বতন্ত্র। **Form**—'class in some British (grammar and public) schools, the youngest boys and girls being in the first *form* and the oldest in the sixth *form*'—(*C. O. D.*). *St. Austin's College*—**N. B.** Wodehouse (the author) has apparently invented this name for a missionary institution. A *Saint* (abbr. St.) is a canonized person. A *College* may be any corporation of scholars, or a school for boys, or any other educational institution. In the western countries there is no such rigid division between a school and a college as we in this country are familiar with. নামটি লেখকের কল্পনা-প্রসূত। *Saint* (সংক্ষেপে *St.*) বলতে বোঝায় খ্রীষ্টীয় চার্চের দ্বারা সাধু ব'লে স্বীকৃত ব্যক্তিকে। কলেজ বলতে যে কোনো রকমের শিক্ষায়তনকেই বোঝাতে পারে। আমাদের দেশে স্কুল আর কলেজের মধ্যে যে পার্থক্য সচরাচর দেখা যায়, পাশ্চাত্ত্য দেশে বহু ক্ষেত্রেই তা নেই। *Subject*—matter to be treated of ; বিষয়বস্তু। *To be selected*—to be chosen ; নির্বাচন করতে হবে। *The Headmaster*—প্রধান শিক্ষক। **N. B.** Even in some of our schools the head teacher is called the Principal (as in all our colleges). *Added*—supplemented ; আরও বল্লেন, অর্থাৎ তাঁর উইলে যা যা বিবৃতি ক'রে যান তার উপরে এ কথাও যোগ করেন। *Chuckling*—laughing quietly ;

making a sound of amusement with closed mouth ; চুপি চুপি হেসে ; মুখ টিপে খুশির শব্দ করতে করতে । *One seems to hear him chuckling to himself*—One who reads this term in his will imagines that when he put it down he felt delighted and laughed quietly to himself. Why this mirth ? Because he hated mankind and took delight in harassing people. The stipulation that everyone belonging to the Sixth Form was to send in a poem was calculated to give trouble to most of the boys, as they could not write poetry ; এই শর্তটির কথা যে পড়বে তারই মনে হবে সে যেন শুনতে পাচ্ছে লোকটা মনে মনে হাসছে । এ আনন্দ তার কেন ? কারণ লোকটা মানবজাতিকে ঘৃণা করত, আর লোককে কষ্ট দিয়ে মজা পেত । ৬ষ্ঠ মানের সবাইকেই পদ্য লিখতে হবে, এই শর্ত ক'রে সে বেশ মজা বোধ করতে লাগল এই জন্যে যে বেশির ভাগ ছেলেই পদ্য লিখতে পারে না, সুতরাং পদ্য লিখতে গিয়ে তারা গলদ্‌ঘর্ম হয়ে উঠবে । *Must compete*—must take part in the contest ; প্রতিযোগিতা করতেই হবে । *The evil......after them*—Men may die. Indeed they do die sooner or later. But the harmful things that they do in life do not cease to be at death. These bear fruit and do a lot of harm. লোক মারা যায়—দু'দিন আগে নয় দু'দিন পরে । কিন্তু যে সব অপকর্ম তারা ক'রে যায়, সে-সব তাদের মৃত্যুর সঙ্গে-সঙ্গেই নিঃশেষ হয়ে যায় না । সে-সব ফল প্রসব করে এবং প্রচুর ক্ষতি করে থাকে । **N. B.** This is a line from Shakespeare's *Julius Caesar*, Act III, scene 2, line 90. It forms part of the speech delivered by Mark Antony when he brought the dead body of Julius Caesar for burial. Some of Caesar's friends, led by Brutus and Cassius, had suspected him to have been aiming at being the king of Rome by superseding the republic, and so they had murdered him. They had permitted Antony to make the funeral oration—an opportunity he abused by working up the populace against them. The sentence Wodehouse uses here, is rounded off by another, and the two stand thus :

> The evil that men do lives after them ;
> The good is oft interred with their bones.

The sense in which Mark Antony in the play uses these is very different from that intended by Wodehouse in this story.

Wodehouse means to say, humorously though, that men do die but the evil that those like the misanthrope in his story do, continue to produce its effect even after their death. This of course, is the literal meaning of the sentence. But Mark Antony in the play, *Julius Caesar*, means to suggest that posterity remember, and therefore criticize, only the mistakes made by great men like Caesar, while they forget, as soon as they are buried, all the good done by them, and so do not remain grateful to them. এই মন্তব্যটা Shakespeare-এর *Julius Caesar* নাটক থেকে লেখক নিয়েছেন। এই নাটকের তৃতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে জুলিয়াস সীজারের মৃতদেহ কবর দিতে এনে Mark Antony যে বক্তৃতা করেন, তখন তাতে এইরূপ কথা বলেছিলেন। সীজার প্রজাতন্ত্রকে নষ্ট করে নিজে রাজা হবার চেষ্টা করছেন এই রকম সন্দেহ করে Brutus প্রভৃতি তাঁরই বন্ধুরা তাঁকে হত্যা করেন। তাঁদের অনুমতি নিয়ে Antony সীজারের মৃতদেহ কবরস্থ করবার পূর্বে এক বক্তৃতা দেন। তাঁর বক্তব্যে তিনি একথা বলেন যে মহৎ ব্যক্তিরা মারা গেলে তাঁদের ভুলগুলিই লোক মনে রাখে ও নিন্দা করে, কিন্তু তাঁদের ভাল কাজগুলি সবাই ভুলে যায়।

Wodehouse অবশ্য অন্য অর্থে এখানে কথাটা লিখেছেন। তিনি কৌতুকের সঙ্গে মন্তব্য করেছেন যে মানব-বিদ্বেষীরা মৃত্যুর আগে যে দুষ্কার্য করে যায়, তাদের মৃত্যুর পরেও লোকে তার ফল ভোগ করে থাকে।

Bards—poets ; (Celtic) minstrels—কবি ; চারণ কবি। **N. B.** Said mockingly. তামাসার ছলে বলা হয়েছে। *Goaded*—driven as though with a spiked stick in the manner cattle are urged ; যেন গরুর পালের মতো লাঠির ডগায় তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া। *Despair*—hopelessness ; হতাশা। *Bequest*—leaving by will, thing thus left ; উইল ক'রে দিয়ে যাওয়া ; উইল ক'রে দেওয়া জিনিস। *Each year saw a fresh band......by his bequest*—Each year a new group of students were promoted to the Sixth Form and according to the conditions stated in the will, all of them had to compete for the prize. But since most of them could not write poetry, and had yet to try their hands at it, they felt helpless or hopeless. Their condition has been humorously likened to that of a drove of cattle that are urged on by the goad inspite of themselves. প্রত্যেক বছর নতুন ছাত্রদের দল ৬ষ্ঠ মানে উঠত, আর উইলের শর্ত অনুসারে কবিতা প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করতে বাধ্য হ'ত। অথচ তাদের

মধ্যে অনেকেই কবিতা লিখতে পারত না ব'লে মনে মনে তারা হতাশ বোধ করত। তাদের অবস্থাকে রসিকতা ক'রে তুলনা করা হয়েছে পাঁচনবাড়ি দিয়ে তাড়িয়ে নিয়ে-যাওয়া গোরুর পালের সঙ্গে। অনিচ্ছুক হওয়া সত্ত্বেও উইলের শর্ত-মাফিক তাদের কাব্য-রচনার পথে চলতেই হ'ত। *True*—It is true that ; এ কথা সত্যি যে। *Hailed*—greeted ; saluted ; সম্ভাষণ করত ; সেলাম ঠুকত, অর্থাৎ সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করত। *Ready market*—*i.e.*, where things sell quickly ; তৈরি বাজার। **N. B.** Humorously spoken, because their poems were promptly accepted. *Sonnets*—সনেট। **N. B.** A sonnet is a piece of verse containing 14 ten-syllable lines rhymed according to one of several schemes. Any short poem is also loosely called a sonnet. বিশিষ্ট ধরণের চতুর্দশপদী কবিতা। সময় সময় যে-কোনো ছোট পদ্যকেও সনেট বলা হয়ে থাকে। *Odes*—গীতিকবিতা (বিশেষ ধরণের)। **N. B.** An ode is a lyric poem of exalted style and tone, often of varied or irregular metre. *Majority*—the greater number of a set of people (or things) ; সংখ্যাগুরু দল। *Barely*—scarcely ; কচিৎ। *To rhyme*—to find a rhyme (identity of sound) to another word ; মিল দিতে। *Dove and love*—These two words are very commonly used in rhymed verse. *Regarded*—considered ; মনে করত। *Announcement*—intimation ; ঘোষণা। *Disgust*—violent distaste ; তীব্র বিরক্তি।

The chains were thrown off—i.e. the terms (which bound every student of the 6th Form to compete for the prize) were withdrawn ; শৃঙ্খলমোচন করা হ'ল, অর্থাৎ ৬ষ্ঠ মানের প্রত্যেকটি ছাত্রকেই যে প্রতিযোগিতা করতে হবে এই শর্ত উঠিয়ে দেওয়া হল। *In this fashion*—in this manner ; এইভাবে।

Expl. : *But the evil......by his bequest.*

The lines are taken from P. G. Wodehouse's story, *The Prize Poem.* Here the author describes the helpless condition of the Sixth Form students of St. Austin's College, each of whom had to write a poem every year against his will.

A certain misanthrope had set aside by his will a sum of money to be spent on an annual prize for the best poem by a student of the Sixth Form of St. Austin's College. He also

laid the condition that everyone belonging to the Sixth Form was to compete. After the death of that man all the students of the Sixth Form were compelled each year to compete for the prize. But since most of them could not write poetry, they felt helpless. Their condition has been humorously likened to that of a drove of cattle that are urged on by the goad in spite of themselves.

Add notes on : unwilling bards ; goaded to despair ; bequest.

ব্যাখ্যা : উদ্ধৃত অংশটি P. G. Wodehouse-এর *The Prize Poem* গল্প থেকে নেওয়া হয়েছে। এখানে লেখক St. Austin's College-এর Sixth Form-এর ছাত্রদের অসহায় অবস্থার কথা বর্ণনা করছেন, যারা ইচ্ছার বিরুদ্ধে প্রতি বছর কবিতা লিখতে বাধ্য হত।

একজন মানব-বিদ্বেষী এক উইল করে কিছু টাকা রেখে যান এই উদ্দেশ্যে যে St. Austin's College-এর Sixth Form-এর ছাত্রদের লেখা শ্রেষ্ঠ কবিতার জন্য একটি পুরস্কার দেওয়া হবে। তিনি এই সর্ত দিয়ে যান যে ঐ শ্রেণীর প্রত্যেক ছাত্রকেই এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে হবে। ভদ্রলোকের মৃত্যুর পর Sixth Form-এর সকল ছাত্রকেই প্রতি বছর প্রতিযোগিতার জন্য কবিতা লিখতে হত। কিন্তু তাদের প্রায় কেউই কবিতা লিখতে পারত না, তাই তারা বড় অসহায় বোধ করত। তাদের অবস্থাকে রসিকতা করে তুলনা করা হয়েছে পাচনবাড়ি দিয়ে তাড়িয়ে-নেওয়া গরুর পালের সঙ্গে।

Grammar and Composition : *With which this story deals*—adjective clause, qualifying 'the period'.

One seems to hear......himself—a parenthetical expression having no grammatical relation with the sentence.

অনুবাদ : এই গল্পটিতে যে সময়ের কথা বলা হয়েছে, তার বছর পঁচিশেক আগে একবার একজন লোককে এক অদ্ভুত বুদ্ধিতে পেয়ে বসে। লোকটা ছিল ধনী আর মানব-বিদ্বেষী। মৃত্যুর পর নিজের স্মৃতিকে জীইয়ে রাখা, আর তারই সঙ্গে সঙ্গে মানবজাতির বিশেষ একটি সম্প্রদায়কে জ্বালাতন ক'রে মারা —একই ঢিলে এই দুই পাখী মারার একটা ফন্দি বার করল সে। এক উইল ক'রে লোকটা তার আয় থেকে কিছু টাকা আলাদা ক'রে রেখে গেল। শর্ত হ'ল এই যে, সেই টাকা থেকে সেন্ট অস্টিন কলেজের ৬ষ্ঠ মানের ছাত্রদের লেখা সর্বোত্তম কবিতার জন্যে একটি করে বার্ষিক পুরস্কার দান করা হবে। কবিতার বিষয়-বস্তু নির্বাচন ক'রে দেবেন হেডমাস্টার মশাই। আর ৬ষ্ঠ মানের

প্রত্যেকটি ছাত্রকেই এই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করতে হবে। এই শেষোক্ত শর্তটি যোগ করার সময়, মনে হয় লোকটা যেন আপন মনে মুখ টিপে টিপে হাসছিল। তারপর যথারীতি লোকটা মারা গেল। কিন্তু লোকে যে অপকর্ম সাধন করে যায়, তা' তাদের মৃত্যুর পরও দিব্যি টিকে থাকে। তাই বছর বছরই দেখা যেত, গোরুর পালকে যেমন ক'রে পাঁচনবাড়ির গুঁতোয় তাড়িয়ে নিয়ে চলতে হয়, তেমি করে তার সেই উইলের শর্ত অনুসারে অনিচ্ছুক চারণ-কবিদের এক-একটি নতুন দলকে ঠেলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে হতাশার মুখে। এ কথা অবশ্য ঠিক যে, তাদের মধ্যে এমন দু-একজন থাকত যারা তাদের সনেট আর ওডএর তৈরি বাজারকে খুশি হয়ে সেলাম ঠুকত। কিন্তু বেশির ভাগ ছেলেই dove-এর সঙ্গে love-এর মতো একটা চলতি শব্দের মিল খুঁজে বার করতে গলদ্‌ঘর্ম হয়ে উঠত ব'লে বিষয়বস্তু নির্বাচনের বার্ষিক ঘোষণাটিকে তারা দেখত যার-পর-নাই কু-নজরে।

দীর্ঘ সাতাশ বছর পরে এইভাবে তাদের এ বন্ধনদশা থেকে মুক্তি ঘটে।

Short Questions and Answers

Q. 1. *What was the 'bright idea' the wealthy misanthrope was seized with?* [ধনী মানব-বিদ্বেষী ব্যক্তিটির মাথায় কি চমৎকার মতলব এসেছিল ?]

Ans. The 'bright idea' that the wealthy misanthrope was seized with was to set aside by will a sum of money out of his income for an annual prize for the best poem by a student of the Sixth Form of St. Austin's College.

[ধনী মানব-বিদ্বেষী ব্যক্তিটিকে যে চমৎকার মতলবে পেয়ে বসেছিল তা হল উইল করে তার আয় থেকে সেন্ট অস্টিন কলেজের ষষ্ঠ মানের কোন ছাত্রের লেখা শ্রেষ্ঠ কবিতার জন্য একটি বার্ষিক পুরস্কারের ব্যয় সংকুলানের উপযুক্ত অর্থের সংস্থান করে যাওয়া।]

Q. 2. *Who was to select the subject of the poem?* [কবিতার বিষয়বস্তু কার দ্বারা স্থির করার কথা ?]

Ans. The subject was to be selected by the Headmaster of St. Austin's College.

[কলেজের প্রধান শিক্ষককে কবিতার বিষয়বস্তু স্থির করে দেবার কথা।]

Q. 3. *What was his object in making provision for the money in his will?* [উইলে এভাবে অর্থ বরাদ্দ করার পিছনে তাঁর উদ্দেশ্য কি ছিল ?].

Ans. His object was a two-fold one : he wished to keep his memory alive after death, and at the same time, to harass a particular section of mankind by forcing all of them to write poetry, whether they liked it or not.

[তাঁর ছিল দ্বিমুখী উদ্দেশ্য—মৃত্যুর পর তাঁর স্মৃতি অটুট রাখা, আর সঙ্গে সঙ্গে মানব জাতির এক বিশেষ অংশকে কবিতা লিখতে বাধ্য ক'রে তাদের জ্বালাতন করা—তা তারা কেউ সেটা পারুক বা নাই পারুক।]

Q. 4. *What was the evil that the misanthrope did before his death ? How did it live even after his death ?* [মানব-বিদ্বেষী ব্যক্তিটি তাঁর মৃত্যুর পূর্বে কি কুকাজটি করেছিলেন ? তাঁর মৃত্যুর পরেও তার ফল কিভাবে ফলেছিল ?]

Ans. The evil that the misanthrope did before his death was to introduce an annual prize for the best poem by a member of the Sixth Form of St. Austin's College on condition that every one of the Form was to compete for the prize —no matter, if he could write poetry or not. The evil thus done lived long after his death, as the terms and conditions laid down in his will compelled each year most of the fresh members of the Form to spend many a wretched hour toying to hammer out something that would pass muster in the poetry competition.

[মৃত্যুর পূর্বে সেই মানব-বিদ্বেষী যে অপকর্ম ক'রে গিয়েছিলেন, তা' হ'ল সেণ্ট অস্টিন কলেজের ৬ষ্ঠ মানের কোনো ছাত্রের লেখা সর্বোত্তম কবিতার জন্যে এই শর্তে একটি বার্ষিক পুরস্কারের ব্যবস্থা ক'রে যাওয়া যে, এই মানের প্রত্যেকটি ছাত্রকেই এর জন্যে প্রতিযোগিতা করতে হবে—তা' সে কবিতা লিখতে পারুক আর নাই-ই পারুক। এই যে অপকর্ম তিনি ক'রে যান, তা তাঁর মৃত্যুর পর দীর্ঘকাল টিকে থাকে ; কারণ তাঁর উইলের শর্ত অনুসারে বছর বছর এই মানের নতুন নতুন ছাত্রের বেশির ভাগকেই পদ্য প্রতিযোগিতায় দেওয়া যেতে পারে এমন যা' হোক কিছু লেখার জন্য ঘণ্টার পর ঘণ্টা চেষ্টায় একেবারে গলদ্‌ঘর্ম হতে হত।]

Q. 5. *How long did the effect of the will last ?* [উইলের ফলটা কতদিন বজায় ছিল ?]

Ans. It lasted for twenty-seven years.

[সাতাশ বছর ধরে এর ফল বজায় ছিল।]

Q. 6. *Who regarded the annual announcement of the chosen*

subject for the poem with feelings of deepest disgust? [পদ্যের বিষয়বস্তু নির্বাচনের বার্ষিক ঘোষণাটিতে কারা অত্যন্ত বিরক্ত বোধ করত?]

Ans. The majority of the students who could not find the easiest rhymes and were yet to compete for the Sixth Form Poetry Prize regarded the annual announcement of the chosen subject for the poem with feelings of deepest disgust.

[যে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ ছাত্রদল সোজা সোজা পদ্যের মিলও ভেবে বার করতে পারত না, অথচ প্রতিযোগিতায় নামতে বাধ্য হত, তারা পদ্যের বিষয়বস্তু নির্বাচনের বার্ষিক ঘোষণাটিকে যার-পর নাই বিরক্তির চোখে দেখত।]

Paragraphs 3-20

Gist: Reynolds of the Remove indirectly caused the chains to be broken. He had been convalescing in the infirmary after an attack of German measles, when Smith of the Sixth Form paid him a visit. From him Reynolds heard of their victory over the M. C. C., as well as of the subject of that year's 'prize poem'. Smith could not write poetry, Reynolds dabbled in it. He proposed to write out a poem for Smith on condition that, should it get the prize, Smith would have to tell the Headmaster all about it. Smith said that, so far as the prize was concerned, Rogers was sure to get it. Reynolds dismissed the idea and offhand composed four lines. Smith was struck by his friend's ingenuity. With a request that Reynolds would do well to get in something about the M. C. C. match, he left.

সারার্থ: নীচের ক্লাশের Reynolds হয়ে দাঁড়াল এই শৃঙ্খলমোচনের পরোক্ষ কারণ। কলেজের হাসপাতালে সে হাম থেকে সেরে উঠে স্বাস্থ্যোদ্ধার করছিল, এমন সময় একদিন ৬ষ্ঠ মানের Smith তাকে দেখতে এল। Smith-এর কাছে সে শুনলে এম. সি. সি.-কে তারা খেলায় হারিয়ে দিয়েছে, আর সে বছরের কবিতা প্রতিযোগিতার বিষয়বস্তু হয়েছে নির্বাচিত। Smith কবিতা লিখতে পারত না, কবিতা নিয়ে নাড়াচাড়া করার বাতিক ছিল Reynolds-এর। সে প্রস্তাব করলে Smith-এর হয়ে সে একটা কবিতা লিখে দেবে, আর যদি তার জন্য পুরস্কার পাওয়া যায় তবে হেডমাস্টার মহাশয়ের কাছে আসল কথা খুলে বলতে হবে Smith-কে। Smith বল্লে, পুরস্কার নাচছে Rogers-এর কপালে। সে-কথায় কোন আমল না দিয়ে Reynolds তখন তখনই

তার ছত্র কবিতা বানিয়ে ফেলে। Smith বন্ধুর ক্ষমতা দেখে অবাক। এম. সি. সি. ম্যাচ সম্বন্ধে কিছু তার কবিতায় উল্লেখ করার চেষ্টা করতে বলে, সে তখুনি বিদায় নিলে।

Notes, etc.: *The Remove*—an intermediate form (class) in some schools ; কোন কোন স্কুলের কোন মধ্যবর্তী শ্রেণী। **Remove**—(at some schools in Great Britain) promotion to a higher form at school ; certain form or division at school.—*Advanced Learner's Dictionary of Current English. Indirectly*—পরোক্ষভাবে। *Cause*—কারণ। *Infirmary*—sickquarters in a school ; স্কুলের রুগ্নাবাস **Infirmary**—hospital ; sick-quarters in school, work house, etc —*C. O. D. Convalescing*—recovering from sickness, recovering health after being cured ; স্বাস্থ্যোদ্ধার করছে এমন অবস্থাপন্ন। *Attack*—onset ; আক্রমণ। *German measles*—disease like mild measles ; সামান্য হামের মতো ব্যারাম। *Received a visit*—had a call ; সাক্ষাতের পাত্র হ'ল। *Ornament*—precious thing or adornment ; (here jocularly said of a bright boy) ; অলঙ্কার (এখানে তামাসার ছলে একজন সেরা ছেলের কথা বলা হয়েছে)।

By jove—**N. B.** It is an asseveration or solemn declaration. *Jove* is Jupiter, king of gods in Roman mythology ; এক রকমের শপথ। *Jove* হলেন রোমক পুরাণে বর্ণিত দেবরাজ। *Remarked*—said by way of comment ; মন্তব্য করলেন। *That gentleman*—jocosely spoken of Smith ; তামাসা করে স্মিথকে 'সেই ভদ্রলোক' বলে অভিহিত করা হয়েছে। *Gazing*—looking fixedly ; স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে। *Enviously*—feeling envy ; ঈর্ষান্বিত ভাবে। *They seem to do you pretty well here*—i. e., the authorities cater for you very well ; they provide you with all comforts and conveniences ; ওরা তোমায় বেশ সুখে-স্বচ্ছন্দে রেখেছে। **N. B. They do you well** is slang. Such expressions are common colloquial use but regarded as outside of Standard English.

Lately—not long ago ; in recent times ; সম্প্রতি। *Anything been happening lately ?*—Has anything been happening lately ? সম্প্রতি কিছু ঘটে চলেছে কি ? **N. B.** This is a way of putting a

question we are not familiar with. In such a situation we would rather ask, 'তারপর, খবর-টবর কি হে?'

Nothing much—তেমন কিছু নয়। *Beat*—defeated; হারিয়ে দিয়েছি। *The M. C. C.*—The famous Marylebone Cricket Club of England. *By a wicket*—i. e., with one batsman not out; এক উইকেটে, অর্থাৎ একজন ব্যাটসম্যান আউট হয়নি এই অবস্থায়।

Without enthusiasm—without ardent zeal; নিরুৎসাহ ভাবে। *Interested*—curious; আগ্রহী; উৎসুক। *Role*—(actor's part): one's task or function (অভিনেতার ভূমিকা); নিজস্ব কাজ। **Fancied himself**—had good conceit of himself; সে নিজেকে একটা কেউ-কেটা ঠাওরাত। N. B. This is a colloquial expression. *And, indeed there were a good many*—That is to say, Reynolds had good conceit of himself not only as a versifier but also as many other things; অর্থাৎ Reynolds নিজেকে যে শুধু কবি হিসেবেই একজন কেউ-কেটা বলে মনে করত তাই নয়, আরও অনেক কিছুই সে মনে করত নিজেকে। *Versifier*—one who makes verses; পদ্য-লেখক। *Ambition*—aspiration; উচ্চাকাঙ্ক্ষা। *To see some of his lines in print*—তার লেখা কোনো কোনো ছত্র (পদ্য) ছাপার হরফে দেখা। *Had contracted*—had formed; বাধিয়ে (তৈরি করে) ফেলেছিল। *Periodicals*—magazines (issued at fixed intervals); পত্রপত্রিকা। *With no result*—i. e., no line of his had appeared in print; কোনো ফল হয়নি, অর্থাৎ তার কোনো পদ্য পত্রিকায় ছাপা হয় নি। *So far*—up to that time; সে পর্যন্ত। *Arrival*—arriving; এসে পড়া। *Rejected*—put aside as not to be accepted, 'অমনোনীত'; যা গ্রহণ করা হবে না ব'লে ফেরৎ দেওয়া হয়েছে। *MSS*—manuscripts; পাণ্ডুলিপি। *At meal-time*—খাবার সময় (যখন খাবার ঘরে অনেক ছেলে উপস্থিত থাকত তখন)। *Embarrassingly*—preplexingly; হতবুদ্ধি করে এমন। *In embarrassingly long envelopes*—The envelopes that contained his rejected manuscripts were specially long in size: everybody knew them; so he felt embarrassed whenever they arrived. Note also that the postman delivered them at meal-time, when many boys were present in the dining hall to see them arrive. ভ্যাবাচ্যাকা ক'রে তোলে এমন সব লম্বা লম্বা খামে ক'রে তার যত অমনোনীত পাণ্ডুলিপি

ফেরত আসত। সবাই সে সব খাম চিনত, তাই সেগুলো ফিরে এলেই হ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যেত সে। এও লক্ষ্য করবার বিষয় যে, ডাক-হরকরা বেছে বেছে ঠিক খাবার সময়টিতেই সেগুলো দিয়ে যেত। তখন খাবার ঘরে থাকত অনেক ছেলে, তারা নিজেদের চোখেই দেখতে পেত যে, তার রচনাগুলো ফেরত আসছে। Note the spelling of *embarrassingly*, which has been wrongly given in the *Selections* (first edition). *Blushingly*—i. e., becoming red in the face ; লজ্জায় আরক্তিম হয়ে। *Concealed*—hid ; লুকিয়ে ফেলত। *With all possible speed*—i. e., as soon as he could manage to do it ; যথাসম্ভব দ্রুততার সঙ্গে ; যত তাড়াতাড়ি পারত।

Idiotic—foolish ; irrational ; নির্বোধ ; অযৌক্তিক। *Of all idiotic things*—the most idiotic of all idiotic things ; সমস্ত রকমের অযৌক্তিক বিষয়ের মধ্যে সবচেয়ে অযৌক্তিক। N. B. This was the opinion of Smith, who could not write poetry. He didn't find anything poetic in a subject like 'The College.' Perhaps he would have found something poetic in some such subject as 'The Rose', 'The Hills of Albion' or 'The Thames'. *Couldn't have a better subject for an ode*—You couldn't etc.—ওড (এক শ্রেণীর গীতিকবিতা) লেখার পক্ষে এর চেয়ে ভালো বিষয়বস্তু আর পেত না। N. B. Reynolds, unlike his friend, didn't find anything dry in a subject like 'The College.' *I wish I was in the Sixth*—আমার ইচ্ছে করছে আমি থাকতুম ৬ষ্ঠ মানে। N. B. Note that the sentence is grmmatically wrong and should not therefore be imitated. It is vulgar, too, like 'I says','It don't matter, chappie', 'You and me is man now etc'. The correct form will be : *I 'wish I were in the Sixth'*.

I *wish I was in the Infirmary*—আমার ইচ্ছে আমি থাকতুম হাসপাতালে। N. B. Smith would then have been exempted from the obligation. Note also that this too is an incorrect sentence. The correct form will be—'I wish I were in the infirmary.'

Was struck with an idea—i. e., an idea flashed on (him) ; অর্থাৎ তার মনে সহসা এক ভাবোদয় ঘটল (মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল)। **Look here**—N. B. It is a form bespeaking attention ; দেখো ; শোনো। *I'll do you a poem*—(colloq.) I will write out a poem

for you ; তোমার হয়ে আমি একটা পদ্য লিখে দেব। A *cert*—(slang) a certainty ; নিশ্চিত। **Cert**—n. (sl.) Event or result certain to happen—C. O. D. *Rogers is a cert for that*—i. e., It is beyond the possibility of doubt that Rogers would get the prize ; অর্থাৎ রোজার্স'ই যে পুরস্কারটা পাবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। *Asperity*—harshness of temper or tone ; কড়া মেজাজ কি সুর। N. B. To say that Rogers was undoubtedly going to get the prize was to belittle Reynolds That was why his tone and temper grew rather harsh. রোজার্স নিশ্চয়ই প্রাইজটা পাবে বলার মানে রেনল্ডসকে ছোট করা। তাই তার মেজাজ একটু চড়ে গেল, সুরেও ফুটে উঠল রুক্ষতা। *The old man*—i. e., the Headmaster, who was, of course, an elderly person. A term of disparagement ; তুচ্ছ তাচ্ছিল্য ক'রে উল্লেখ করার ধরন।

How's this for a beginning ?—আরম্ভের পক্ষে এটা কেমন, অর্থাৎ এভাবে শুরু করলে কেমন হয় ?

Imposing—impressive ; formidable ; মনে ছাপ রাখার মতন ; ভীষণাকার(বিরাট)। *Pile*—heap ; স্তূপ। *Imposing pile*—formidable heap (of bricks and mortar), that is to say, the huge building (school house) ; বিরাট স্তূপ [ইঁট-সুরকির অর্থাৎ স্কুলের বা কলেজের সৌধ]। *Reared up*—(Rhetorical) raised ; built ; উত্তোলিত ; নির্মিত। **Midst**—(poetical) amidst ; in the middle of ; মাঝখানে। N. B. it is unnecessary to begin the word with an inverted comma, although the learned editors of the *Selections* have chosen to do so.

Imposing pile......midst of pleasant grounds—আরামদায়ক (সুখকর) ক্ষেত্রের মধ্যভাগে উত্তোলিত বিপুলাকার স্তূপ (কলেজের প্রকাণ্ড সৌধটি নির্মিত হয়েছিল মনোহর ভূমিভাগে)। *Scene*—arena ; sphere of action ; কর্মক্ষেত্র (পটভূমি) *The scene......at football*—পরাভব ঘটেছে অথবা বিজয়লাভ হয়েছে এমন বহু ক্রিকেট বা ফুটবল ক্রীড়া-সংগ্রামের পটভূমি। *Full many a*—(Poetical for) many a ; বিস্তর ; বহু। *Full many a sun*—i. e., all the suns that have risen and set since the 'imposing pile' was 'reared up' ; অর্থাৎ যে-দিন 'বিরাট স্তূপ উত্তোলিত' হয়, সেদিন থেকে যত সূর্য উদয় হয়েছে আর অস্ত গেছে।

N.B. The young poetaster seems to imagine that each day has been a new (fresh ?) sunrise. *Has kissed*—চুম্বন করেছে। *Ere*—(arch.) before ; পূর্বে। *Day is done*—i. e., the day comes to a close ; দিন শেষ হয়। *Whose red walls......ere day is done*—অর্থাৎ প্রতিদিন দিন-শেষের পূর্বে সূর্য যার (কলেজ-সৌধের) রক্তিম প্রাচীরমালাকে চুম্বন করে গেছে।

Grand—splendid ; চমৎকার। *Couldn't you get in*—তুমি কি ঢোকাতে পার না ? *Could make cricket······wicket*—ক্রিকেটকে উইকেটের সঙ্গে মিল দিতে পার। *Entranced* (thrown into a trance ; বাহ্যজ্ঞান-বিরহিত) ; overwhelmed ; অভিভূত। *Ingenuity*—ingeniousness ; cleverness at contriving ; দক্ষতা ; নৈপুণ্য। *Smith sat entranced with his ingenuity*—স্মিথ নিজের গুণপনায় বাহ্যজ্ঞানশূন্যের মতো বিহ্বল হয়ে ব'সে রইল। N. B. He had never before had impression of the existence in him of such poetic ability. এর আগে তার মনে এ ধারণার উদয় কখনো হয়নি যে, তার নিজেরই মধ্যে এমন কবিত্ব-শক্তি লুকিয়ে আছে যে সে ক্রিকেটকে উইকেটের সঙ্গে মিল দিতে পারে। *The other*—i. e. Reynolds. *Treated*—dealt with ; ব্যবহার করলে। *So material*—such important or essential ; এমন সারবান। *Suggestion*—idea suggested or caused to present itself ; উদ্রিক্ত ভাব। *Scorn*—disdain ; contempt ; বিরক্তি ; তাচ্ছিল্য। *But the other treated ......with scorn*—কিন্তু অপর জন (Reynolds) এমন সারবান একটা ভাবকে তাচ্ছিল্য ক'রে উড়িয়ে দিল। N. B. Reynolds' self-conceit made him do so ; এটা তার আত্মম্ভরিতার নিদর্শন।

Must be off—must go away ; চলে যেতে হবে। *We*—i. e., Smith and the others who belonged to the same house. *House-match*—a match between two teams belonging to the same house or to two different houses. **N. B.** In residential schools and colleges the students are grouped in different houses. *Awfully*—(collo.) very much (very many) ; যার-পর-নাই ; বহু। **N. B.** *Thanks awfully* is a colloquial expression which is difficult to justify grammatically. The word *awfully*—no matter whatever be its meaning—is an adverb, while *thanks* here is a noun (plural). What does then *awfully* qualify ? *I thank you awfully* might be correct expression, but in that

case *thank* (and not *thanks*) becomes a verb. If we like to retain the word *thanks* here, we are forced to take *awfully* to mean 'very many', which, however, is absurd. *Thanks awfully* would then mean 'very many thanks'. But all this would be going out of bounds.

Grammar and Composition : *Convalescing*—Participial adjective, qualifying 'He'. *Gazing*—Participial Adj. qualifying 'gentleman'.

In which he fancied himself—adjective clause, qualifying 'one role'. *And, indeed......many*—A parenthetical expression.

Reynolds was struck with an idea—*Passive voice.*

An idea struck Reynolds—*Active voice.*

অনুবাদ : নীচের ক্লাশের Reynolds হয়ে দাঁড়াল এই পরিবর্তনের পরোক্ষ কারণ। হাম থেকে সেরে উঠে কলেজের রুগ্নাবাসে স্বাস্থ্যোদ্ধার করছিল সে, এমন সময় একদিন সকালে Smith তাকে দেখতে এল। Smith ছিল ৬ষ্ঠ মানের একটি অলঙ্কার।

রুগ্নাবাসে Reynold-এর ঘরখানার চারদিকে ঈর্ষার চোখে চেয়ে সে ব'লে উঠল, 'মাইরি ! তোমায় এরা বেশ সুখেই রেখেছে।'

Reynolds বল্লে, 'হ্যাঁ, তা' মন্দ রাখে নি, কী বল ? ব'সো। তারপর খবরটবর কী হে ?'

Smith বল্লে, তেমন কিছু নয়। বোধ করি তুমি শুনেছ আমরা এক ক্রিকেটে এম. সি. সি.-কে হারিয়ে দিয়েছি।'

'হ্যাঁ, তা শুনেছি বটে। আর কোন খবর আছে ?'

বিরস বদনে উত্তর দিলে Smith, 'পদ্য-প্রতিযোগিতা।' সে কবি ছিল না।

Reynolds কিন্তু কথাটা শুনেই উৎসুক হয়ে উঠল। যদি কোনো একটা বিশেষ ভূমিকায় (অবশ্য এমন ভূমিকার অভাব ছিল না তার) নিজেকে সে একজন কেউ-কেটা মনে করত, তবে তা ছিল ছড়া-বাঁধিয়ের ভূমিকা। তার প্রাণের আকাঙ্ক্ষা ছিল তার লেখা কোনো কোনো ছত্র সে ছাপার হরফে দেখতে পায়, আর তাই সে-সব নানা পত্রিকায় পাঠানোর এক অভ্যাস ক'রে ফেলেছিল, কিন্তু সে পর্যন্ত বিশেষ কোন ফল হয়নি, একমাত্র ফল এই হয়েছিল যে, সময় বুঝে ঠিক খাবার সময় হ'লেই লম্বা লম্বা খামে ক'রে সে সব রচনা অমনোনীত ব'লে তার কাছে ফেরৎ আসত। খামগুলোর চেহারা দেখলেই ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যেত সে, কেন-না সবাই সে চেহারা দেখলেই বুঝতে

পারত সেগুলো কিসের খাম। হাতে পাওয়ামাত্রই লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠে সে চটপট লুকিয়ে ফেলতে সেগুলো।

সে জিজ্ঞেস করল, 'এ বছরের জন্যে বিষয় কী ঠিক হয়েছে ?'

'কলেজ—আর বল কেন, যত সব আহাম্মুকি কাণ্ডের চূড়ান্ত।'

Reynolds বল্লে, 'এর চেয়ে ভালো বিষয় আর কিছু হতে পারে না। সত্যি বলছি! আমি যদি ৬ষ্ঠ মানে থাকতুম!'

Smith বল্লে, 'আমি যদি থাকতুম রুগ্নাবাসে।'

Reynolds-এর মাথায় চট করে একটা বুদ্ধি খেলে গেল।

সে বল্লে, 'দেখো স্মিথ, তোমার যদি পছন্দ হয় আমি তোমায় একটা পদ্য লিখে দেব, তুমি সেটা পাঠিয়ে দিতে পার। যদি সেটা প্রাইজ পায়—

Smith তাকে কথাটা শেষ করতে না দিয়ে ব'লে উঠল, 'সে পদ্য প্রাইজ পাবে না। এ বিষয়ে Rogers-এর জয় নিশ্চিত।'

একটু চড়া সুরেই কথাটার পুনরাবৃত্তি ক'রে বল্লে Reynolds, 'সেটা যদি প্রাইজ পায় তবে বুড়োর কাছে সব কথা খুলে বলতে হবে তোমায়। এদিয়ে শুরু করলে কেমন হয় ?—

'সুবিপুল স্তূপ, সু-উদ্যত সুখক্ষেত্র মাঝে,
জয়-পরাজয় কত ফুটবলে-ক্রিকেটে তারি রঙ্গভূমি।
প্রতিদিন নব নব রবি সন্ধ্যার প্রাকালে গেছে
আরক্ত প্রাচীর তব চুমি।'

পদ্য শুনে Smith উৎফুল্ল হয়ে উঠল, বললে, 'চমৎকার! আচ্ছা, এম.সি.সি. ম্যাচ সম্বন্ধে কিছু ঢুকিয়ে দিতে পার না ? ক্রিকেট কথাটাকে দিব্যি মিল দিতে পারবে তুমি উইকেট কথার সঙ্গে।' নিজের বাহাদুরিতে নিজেই অভিভূত হয়ে বসে রইল Smith, কিন্তু এমন একটা সারগর্ভ ভাবের আমলই দিলে না Reynolds.

Smith বললে, 'আচ্ছা এখন আমায় কেটে পড়তে হবে। আমাদের একটা হাউস ম্যাচ রয়েছে। পদ্যটার জন্যে অশেষ ধন্যবাদ।'

Short Questions and Answers

Q. 1. *Who was the cause of the change of rules about composing poems? Where was he?* [কবিতা-রচনার নিয়মাবলী পরিবর্তনের মূলে কে ছিল ? সে কোথায় ছিল ?]

Ans. Reynolds of the Remove was the cause of the

change. He was in the infirmary convalescing after an attack of German measles.

[নিম্নমানের ছাত্র Reynolds ছিল এই পরিবর্তনের মূলে। হামে ভুগে উঠে সে কলেজের রুগ্নাবাসে ছিল স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য।]

Q. 2. *In which role did Reynolds fancy himself?* [রেনল্ড্স্ কোন্ ব্যাপারে নিজেকে একজন কেউ-কেটা মনে করত?]

Ans. Reynolds fancied himself in various roles, but above all, in the role of a poet.

[নানা ব্যাপারেই রেনল্ড্স্ নিজেকে একজন কেউ-কেটা মনে করত, তবে সব কিছুর ওপর নিজেকে সে কবির ভূমিকায়ই বড় মনে করত।]

Q. 3. *What was the great ambition of Reynolds?* [রেনল্ডসের বিরাট আকাঙ্ক্ষা কি ছিল?]

Ans. His great ambition was to see some of his verses in print and thus gain recognition as a poet.

[তার প্রাণের আকাঙ্ক্ষা ছিল তার লেখা কোন পদ্য ছাপার হরফে বেরিয়েছে তা দেখতে পাওয়া, আর সেই ভাবে কবি হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করা।]

Q. 4. *What happened to the verses he sent to various periodicals?* [বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকায় পাঠান তার কবিতাগুলির কি হত?]

Ans. The verses he sent to various periodicals came back to him as rejected manuscripts.

[যেসব কবিতা সে নানা পত্রিকায় পাঠাত, সেগুলি অমনোনীত রচনা হিসেবে তার কাছেই ফেরৎ আসত।]

Q. 5. "Wish I was in the infirmary"—*Who said this? Why did the speaker say this?* [এ কথা কে বলেছিল? একথা বক্তা কেন বলেছিল?]

Ans. The speaker of these words was Smith, a student of the Sixth Form. Every student of the Sixth Form was to write a poem for the annual competition. But Smith could not write any poem. So, just before the annual competition for a prize poem, Smith felt embarrassed and told Reynolds, who was in the infirmary, that he wished to be in the infirmary to be exempted from the obligation.

[একথা বলেছিল ষষ্ঠ মানের ছাত্র স্মিথ। ষষ্ঠ মানের প্রত্যেক ছাত্রেরই বার্ষিক প্রতিযোগিতার জন্য একটি কবিতা লেখার কথা। কিন্তু স্মিথের কবিতা লেখার ক্ষমতা ছিল না। তাই বার্ষিক প্রতিযোগিতার ঠিক পূর্বমুহূর্তে সে অত্যন্ত বিরক্তি বোধ করছিল, এবং কলেজের রুগ্নাবাসে রেনল্ড্‌স্‌কে সে বলল যে তারও রুগ্নাবাসে থাকলে ভাল হত, এতে কবিতা লেখার দায় থেকে সে রেহাই পেত।]

Q. 6. 'Reynolds was struck with an idea'.—*What was the idea?* [রেনল্ডস্‌-এর মাথায় কোন্ বুদ্ধি খেলে গেল ?]

Ans. As Smith could not write a poem, Reynolds would write a poem for him. This was the idea that flashed on him.

[স্মিথ কবিতা লিখতে পারত-না বলে রেনল্ডস্ তার হয়ে একটা কবিতা লিখে দিতে চাইল। এই বুদ্ধিটাই তার মাথায় এসেছিল।]

Paragraphs 21-22

Gist : As Smith left, Reynolds sat facing the open window to compose the poem. He wrote down the lines he had already composed, and began to think hard. Then he wrote another four lines, crossed them out, and selected a fresh piece of paper. On it he copied out the first four lines, and began to think harder. After much thought, he jotted down the words 'boys' and 'joys' at the end of separate lines. This made him select a third piece of paper, on which he copied out the first four lines in his best hand-writing, with the title 'An Ode to the College' in printed letters at the top. He was admiring this handsome edition of his work, when suddenly Mrs. Lee pushed the door open and entered with his tea. Two pieces of paper were at once swept out of the window by the wind and lay on the grass outside. Reynolds preferred to attack the tea to getting back the draft copies. He was sure he could write out the poem again.

সারার্থ : স্মিথ চলে গেলে, Reynolds কবিতার রচনার জন্যে খোলা জানালার সামনে এসে বসল। যে চারটি ছত্র সে একটু আগে তৈরি করেছিল তা সে লিখে ফেললে। তার পর আরম্ভ হ'ল তার মাথা খাটানো। খানিকক্ষণ পরে আরও চার ছত্র লিখে, তা কেটে দিয়ে সে আর একখানা নতুন কাগজ নিয়ে তাতে ফের লিখলে সেই প্রথম চারটি ছত্র। তারপর ঢের মাথা খাটিয়ে সে আঁকা দুই ছত্রের শেষে লিখলো 'boys' এবং 'joys' শব্দ দু'টো। এর জন্যে আর-এক তা কাগজ নিতে হ'ল তাকে। তার উপর তার সবচেয়ে ভালো

হাতের-লেখায় নকল করে তুললে সে সেই প্রথম চারটি ছত্র, আর কবিতার মাথায় ছাপার হরফে লিখে দিলে তার শিরোনাম 'An Ode to the College'। তার রচনার এই সুদৃশ্য সংস্করণখানির দিকে মুগ্ধনেত্রে চেয়ে আছে সে, এমন সময় হঠাৎ ধাক্কা দিয়ে দোর খুলে ফেলে, তার চা নিয়ে ঘরে এসে ঢুকলেন মিসেস স্মী। সঙ্গে সঙ্গে বাতাসে দু-টুকরো কাগজ জানালা দিয়ে বাইরে উড়ে চলে গিয়ে ঘাসের উপর পড়ে রইল। কাগজগুলো উদ্ধার করার চেষ্টার চেয়ে চা পানে মন দেওয়াই বেশি পছন্দ হ'ল Reynolds-এর। তার বিশ্বাস ছিল কবিতাটা ফের লিখতে পারবে সে।

Notes, etc. : Left to himself—i.e., when Smith went away leaving Reynolds alone in the room ; একা হ'লে পর, অর্থাৎ যখন স্মিথ চলে গেল আর সে তার ঘরে একা রইল। **Set himself (to)**—applied himself (to) ; নিজেকে নিয়োজিত করলে, অর্থাৎ কাজে লেগে গেল। *Seriously*—earnestly ; আন্তরিকভাবে। *To the composing*—রচনায়। **Should do him justice**—should be worthy of his abilities ; তার ক্ষমতার উপযুক্ত হবে, অর্থাৎ যে যে ক্ষমতার অধিকারী তার নিদর্শনস্বরূপ হবে। **N. B.** Reynolds believed that he had great genius. So he wanted to produce something that would prove that he was really endowed with the qualities of a great poet. All this is, of course, humorously said. *Began chewing a pen*—একটা কলম চিবোতে লাগল। **N. B.** The word *chew* is also figuratively used in the sense of *meditate*—a sense which is derived from this obnoxious habit of many persons while thinking. *Crossed them out*—cancelled them ; সেগুলো কেটে দিলে। *Stump*—remnant of something ; কোনো কিছুর শেষাংশ (ছোট্টো টুকরো)। *After eating his pen to a stump*—তার কলমটা খেতে খেতে ছোট এক টুকরো ক'রে ফেলার পর। **N. B.** This humorous thrust shows how hard put to it he was to write a poem. *Jotted down*—wrote down briefly ; ছোট করে লিখলে (আঁচড় কাটলে)। *He jotted down......separate lines*—দুটি আলাদা সারির শেষে 'boys' আর 'joys' শব্দ দুটি আঁচড় কেটে বসালে। **N. B.** This shows how artificially some people write out verses. This is like doing a sum after looking up the answer page. *Produced*—brought about it ; manufactured ; তৈরি করল। **Edition**

deluxe—(foreign) handsome edition; শোভন সংস্করণ। **de luxe** —'of superior kind'—(*C.O.D.*). *Was admiring*—was looking with wonder and pleasure at; মুগ্ধ বিস্ময়ে নিরীক্ষণ করছিল। *Neat*—tidy; elegantly simple; nicely made; পরিচ্ছন্ন; চমৎকার অথচ সরল; চমৎকার ভাবে তৈরি। *Effect*—impression produced on seer (or hearer)—দ্রষ্টার (বা শ্রোতার) মনে যে ছাপ পড়ে। *Violently*—with impetuous force; সজোরে। *A lady of advanced years*—an elderly lady; বয়স্কা মহিলা। *And energetic habits*—and a lady of energetic habits—i.e., a vigorous lady who was very active; উদ্যমশীল মহিলা। *To minister*—to be serviceable, to wait or tend or feed; সেবা করা; খাওয়া-দাওয়া করানো। *Needs*—wants; requirements; অভাব; প্রয়োজন। **To minister to the needs (of)**—to supply the wants (of); প্রয়োজন মেটানো (পরিচর্যা করা)। *Flung*—threw (suddenly and violently); ধাক্কা দিয়ে খুলে ফেলে। *Thorough*—complete; radical; out and out: সম্পূর্ণ; মূলগত; সর্বাংশময়। *Draught*—current of air between apertures in a room; ঘরের ফাঁকগুলোর (খোলা দরজা জানালার) মধ্যে দিয়ে যে বায়ুস্রোত বয়। *A thorough draught*—a current of air passing without obstruction between two opposite openings in a room; কোনো ঘরের দুই বিপরীত দিকের খোলা জায়গায় (দরজা-জানালার মধ্যে দিয়ে অবাধে যে বায়ুস্রোত বয়। *Was established*—was set up; স্থাপিত হ'ল। *Thick*—crowded or packed (with); ভরতি। *Calm*—prevalence of calmness: windlessness; শান্তভাব; নির্বাত অবস্থা। *At length*—at last; after a long time; অবশেষে; অনেকক্ষণ পরে। *Succeeded*—came next after; followed; পরে এসে সে স্থান অধিকার করল। *When calm at length succeeded storm*—ঝড়ের পর যখন শান্ত অবস্থা দেখা দিল। N. B. The window was open, but the door opposite to it was shut. So the air on the outside of the door was pent up. The moment Mrs. Lee threw the door open, the pent-up air rushed into the room and blew towards the window. This gust is here humorously likened to a storm. Had Mrs. Lee opened the door slowly, the wind would not have rushed in so suddenly

or with such force. Calm was restored as soon as the pent-up fury was spent.

Attacked—fell upon (fell to) ; আক্রমণ করল (নিয়ে পড়ল) । *Attacked the tea*—fell to drinking the tea ; চা নিয়ে পড়ল, অর্থাৎ খেতে বসে গেল । N. B. *Tea* here means not merely tea, but a light meal at which tea is customarily the only drink. চা বলতে এখানে শুধু চা-ই বোঝাচ্ছে না, বোঝাচ্ছে 'জলযোগ'—যে জলযোগে চা ছাড়া অন্য পানীয় সচরাচর পান করা হয় না । *Without attempting*—not trying ; চেষ্টা না করে । *To retrieve*—to get back ; ফিরে আনতে ; উদ্ধার করতে । *Vanished*—suddenly disappeared ; সহসা অদৃশ্য হয়ে-যাওয়া । *Work*—production ; রচনা । *Poetry is good .....better*—কাব্য ভালো কিন্তু চা আরও ভালো । N. B. A humorous thrust. Most people prefer good eating to good poetry. *Argued*—maintained by reasoning ; যুক্তি দিয়ে বোঝালে । *Concerned*—affected ; interested ; সম্পর্কিত । আগ্রহান্বিত । *Closed book*—subject utterly out of one's reach ; (literally) book, pages of which have been shut since it need not be read ; অনধিগম্য বিষয় ; (আক্ষরিক অর্থে) পাঠ করা অনাবশ্যক বিবেচনায় যে বইয়ের পাতা বন্ধ করা হয়েছে । N. B. There is a delightful ambiguity in the expression. (1) Reynolds remembered the lines and could reproduce them whenever he liked. So he need not bother about the pieces of paper that were blown out of the room by the wind. In this sense the sheets of paper were a closed book to him. (2) The sheets of paper, swept out of the window by the wind, lay out of his reach, and so they were a closed sealed book as far as he was concerned.

Expl. : ***The air was thick......the grass outside.***

The lines are quoted from P. G. Wodehouse's story *The Prize Poem.*

Urged to write a poem for Smith, a student of the Sixth Form, Reynolds; who was in the infirmary, took up pen and papers and seriously began to compose a poem. Twice did he cross his composed lines and then he selected a third piece of paper. Just then Mrs. Lee who used to attend the sick, opened the door of the room and entered with his tea. At

once wind rushed into the room violently and swept out of the room the papers on which the poem was written. Two copies of the poem composed by Reynolds had settled on the grass outside when calm was restored.

ব্যাখ্যা ঃ এই লাইন ক'টি P. G. Wodehouse-এর The Prize Poem নামে গল্প থেকে উদ্ধৃত হয়েছে।

ষষ্ঠ মানের ছাত্র স্মিথের জন্য একটা কবিতা লেখবার আগ্রহে রেনল্ড্‌স্ কাগজ-কলম নিয়ে বসল। সে ছিল হাসপাতালে। দুবার সে তার লেখা কেটে তৃতীয় একখানা কাগজ নিয়ে লিখতে আরম্ভ করল। ঠিক এই সময় মিসেস লী দরজা খুলে ঘরে ঢুকলেন চা নিয়ে। তিনি রুগীদের দেখাশোনা করতেন। মিসেস লী ঘরে ঢোকা মাত্র বাতাসের ঝাপটা ঘর থেকে কাগজগুলো উড়িয়ে নিয়ে গেল। বাতাস থেমে গেলে দেখা গেল রেনল্ড্‌সের লেখা কবিতার দুইখানি পাতা বাইরের ঘাসের উপর গিয়ে পড়ে আছে।

Expl. : *So, as far as.........a closed book.*

This is quoted from *The Prize Poem*, a story by P. G. Wodehouse.

The copies of the poem composed by Reynolds were swept out of the room by a sudden gust of wind, when Mrs. Lee entered the room with tea for him. Reynolds busied himself with taking tea at once. The copies of the poem he composed were lost. But he did not bother about these because he was sure that he could write the lines again from his memory. And in this sense the sheets of paper were a closed book to him.

ব্যাখ্যা ঃ P. G. Wodehouse-এর The Prize Poem নামে গল্প থেকে এই অংশটি নেওয়া হয়েছে।

মিসেস লী যখন চা নিয়ে ঘরে ঢুকলেন তখন বাতাসের এক ঝাপ্‌টা এসে রেনল্ড্‌সের লেখা কবিতার কপিগুলি ঘর থেকে উড়িয়ে বাইরে নিয়ে গেল। রেনল্ড্‌স তখনই চা পান করতে লেগে গেল। তার লেখা কবিতার কাগজগুলো হারিয়ে গেলেও তা নিয়ে তার মাথা ব্যথা ছিল না, কারণ তার বিশ্বাস ছিল যে স্মৃতি থেকে সে পুনরায় সেটা লিখে নিতে পারবে। এই দিক থেকে সেই কাগজগুলো তার কাছে নিষ্প্রয়োজন হয়ে থাকল।

Grammar and Composition : *de luxe*—[French] used as an adjective qualifying 'edition'.

Of advanced years and *(of) energetic habits*—adjective phrases, qualifying 'a lady'.

Flung wide—here *wide* is an adverb, modifying 'flung'.

At length—adverb phrase.

অনুবাদ : একা হ'লে পর Reynolds গুরুগম্ভীরভাবে এমন একখানা ওড্ (গীতিকা) রচনায় আত্মনিয়োগ করলে যা তার কবি-প্রতিভার যথোপযুক্ত নিদর্শনস্বরূপ হয়ে থাকতে পারে, অর্থাৎ খোলা জানলার সামনে সে টেনে নিয়ে বসল একখানা চেয়ার আর টেবিল। আর একটু আগেই যে কয় ছত্র সে রচনা করে ফেলেছিল সে কয়টি লিখে ফেলে কলম চিবোতে লাগল। মিনিট কয়েক পরে আরও চারটি ছত্র লিখলে সে, কিন্তু সে-ক'টা কেটে দিয়ে হাতে নিলে এক তা নতুন কাগজ। তার উপরে প্রথম ছত্র চারটি ফের নকল করলে সে। তারপর কলম চিবোতে চিবোতে সেটাকে যখন সে ছোট একটা টুকরো করে ফেলেছে, তখন সে দুই আলাদা সারির শেষে লিখে রাখলে 'boys' আর 'joys' কথা দুটো। এর ফলে তাকে নিতে হ'ল তৃতীয় এক তা কাগজ। তার উপরে সে তার সবচেয়ে ভালো হাতের লেখায় তার মূল কবিতার এক রকমের এক শোভন সংস্করণ তৈরি করলে, আর তার মাথার উপরে ছাপার হরফে লিখে দিলে কবিতার নাম—An Ode to the College। সে ব'সে ব'সে মুগ্ধনেত্রে তারিফ করছে লেখাটার পরিচ্ছন্ন ছাপ, এমন সময় হঠাৎ দড়াম ক'রে দোর খুলে, আর তার চা খাবার নিয়ে ঘরে এসে ঢুকলেন মিসেস লী। মিসেস লী ছিলেন বয়স্কা আর করিতকর্মা স্বভাবের মহিলা। তাঁর উপর ছিল রুগ্নাবাসের অসুস্থ আর আহতদের পানাহারের বিধিব্যবস্থা করার ভার। তিনি রুগ্নকক্ষের দোরখানা ধাক্কা দিয়ে উদোম ক'রে খুলে ফেলার ফলে তৎক্ষণাৎ যাকে সচরাচর বলে 'অব্যাহত বায়ুস্রোত' তারই সৃষ্টি হ'ল ঘরময়। বাতাসে উড়তে লাগল রাশি রাশি কাগজের টুকরো, আর শেষ অবধি যখন ঝড় থেমে আবহাওয়া শান্ত হ'য়ে এল, 'An Ode to the College'-এর দু-দুটো সংস্করণ উড়ে গিয়ে পড়ল বাইরে ঘাসের উপর।

Reynolds তার অন্তর্হিত রচনার উদ্ধার সাধন করার কোন চেষ্টা না ক'রে চা আর খাবারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। কাব্যরস মধুর, কিন্তু চা খাবারের স্বাদ মধুরতর। তা' ছাড়া নিজের মনকে সে বোঝালে যে, সে যা যা লিখেছে তার সবই মনে আছে, সে আবার তা লিখে ফেলতে পারবে'খন। তাই, তার দিক থেকে, সেই তিনখানা কাগজ হয়ে রইল যেন অপাঠ্য গ্রন্থ।

Short Questions and Answers

Q. 1. *What did Reynolds do when he was left alone?*
[স্মিথ চলে গেলে রেনল্ড্স্ কি করল ?]

Ans. When he was left alone, Reynolds engaged himself seriously in writing a poem.

[একা হলে পর রেনল্‌ড্‌স্‌ গুরুত্বসহকারে একটি কবিতা রচনায় মন দিল।]

Q. 2. *How did Reynolds set himself seriously to the composing of an ode?* [রেনল্‌ডস্‌ কিরূপ গভীরভাবে কবিতা রচনার কাজে নিজেকে নিযুক্ত করেছিল?]

Ans. Reynolds drew up a chair and table to the open window, wrote down the four lines he had already composed, and started chewing his pen in token of hard thinking.

[রেনল্‌ড্‌স্‌ খোলা জানলার সামনে চেয়ার টেবিল টেনে নিয়ে ব'সে এর আগেই যে চার ছত্র তৈরি ক'রে ফেলেছিল তা লিখে ফেল্লে; তারপর যেন গভীরভাবে চিন্তা করছে এমন ভাব ধারণ করে তার কলম চিবোতে লাগল।]

Q. 3. *How did Reynolds produce a sort of edition de luxe of his work?* [রেনল্‌ডস্‌ কি ভাবে তার রচনার শোভন সংস্করণ তৈরি করল?]

Ans. After jotting down the words 'boys' and 'joys' at the end of separate lines, he took a fresh piece of paper and copied out the first four lines in his best handwriting with the title 'An Ode to the College' in printed letters at the top. This became a sort of edition de luxe of his work.

[দুই ছত্রের শেষে 'boys' ও 'joys' শব্দ দুটো লিখে ফেলার পর সে নতুন একখানা কাগজ নিয়ে তার সবচেয়ে সুন্দর হাতের লেখায় প্রথম চারটি ছত্র নকল করে তুলল, আর কাগজের মাথায় ছাপার হরফে লিখল কবিতাটির শিরোনাম, 'An Ode to the College'। এইভাবে তৈরি হল তার রচনার শোভন সংস্করণ।]

4. *Who was Mrs. Lee? When and why did she enter the sick room of Reynolds?* [মিসেস লী কে ছিলেন? কখন এবং কেন তিনি রেনল্‌ডসের ঘরে প্রবেশ করলেন?]

Ans. Mrs. Lee, an elderly lady, was in change of supplying the wants of the sick and wounded in the infirmary. She entered the room when Reynolds was busy composing the poem. She came to give him tea.

[বর্ষীয়সী মহিলা মিসেস লী কলেজের রুগ্নাবাসে অসুস্থ ও আহতদের

পানাহারের বিধিব্যবস্থা করার দায়িত্বে ছিলেন। রেনল্ডস্ যখন কবিতা লিখতে ব্যস্ত, তখন তিনি তাকে চা দেবার জন্য ঘরে প্রবেশ করেছিলেন।]

Q. 5. *How was his work lost while he was still at it ?*

[লেখবার সময় তার লেখাগুলো হারিয়ে গেল কি ভাবে ?]

Ans. Having produced a sort of edition de luxe of his unfinished work, he was admiring the net effect of it, when Mrs, Lee suddenly flung the door of the sick-room wide open, and entered with his tea. The window on the opposite side remaining open, the pent-up wind outside the door rushed violently inward, with the result that what is commonly called 'a thorough draught' was at once established. This swept away the manuscripts on the table out of the window, and they settled on the grass outside. Since Reynolds preferred to do justice to his tea instead of trying to get back the manuscripts, his work was irretrievably lost.

[তার রচনার শোভন সংস্করণ তৈরি ক'রে সে তারিফ করছে, এমন সময় মিসেস লী রোগীর ঘরের চওড়া দরজা হঠাৎ ধাক্কা দিয়ে উদোম ক'রে খুলে তার চা নিয়ে এসে ঘরে ঢুকলেন। বিপরীত দিকের জানালা ছিল খোলা। দোরের বাইরের আবদ্ধ বায়ু হঠাৎ ছাড়া পেয়ে সোঁ সোঁ ক'রে ঢুকে পড়ল আর চলতি কথায় যাকে বলে 'দমকা হাওয়ার টান' তারই ফলে টেবিলের উপরকার পাণ্ডুলিপি ক'খানা জানালা দিয়ে উড়ে বেরিয়ে গিয়ে বাইরে ঘাসের উপর পড়ে রইল। এদিকে সে সব কুড়িয়ে আনার চেয়ে রেনলডস্ চায়ের সংকারেই মন দেওয়া বেশি ভালো বিবেচনা করল ব'লেই তার রচনা গেল একদম হাতের বাইরে চলে।]

Q. 6. *Why did not Reynolds try to retrieve his vanished work ?*

[রেনলডস্ তার হারিয়ে যাওয়া কাগজগুলো উদ্ধারের আর চেষ্টা করল না কেন ?]

Ans. Reynolds loved poetry, but he loved tea more. He also liked it hot. So he, still an invalid, thought it unwise to run after his vanished work, leaving his tea to get cold. Moreover, he took comfort in the thought that he remembered all that he had written, and could write it out again. So he did not try to get his vanished work back.

[কবিতা ভালোবাসত Reynolds, কিন্তু চা ভালোবাসত সে আরও বেশি। তা' ছাড়া গরম চা-ই ছিল তার পছন্দসই জিনিস। তাই সে, তখনও রোগ-দুর্বল, তার চা জুড়িয়ে যাবে বলে তার অদৃশ্য রচনার পিছু ধাওয়া করা

যুক্তিযুক্ত মনে করল না। তা' ছাড়া নিজেকে সে এই ভেবে সান্ত্বনা দিলে যে, সে যা লিখেছে তার সবই তার মনে আছে, আবার তা লিখে ফেলতে পারবে। তার অদৃশ্য রচনা ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা না করার এ-ও ছিল একটা কারণ।]

Paragraphs 23-25

Gist: Late in the afternoon, Montgomery of the Sixth Form was passing by the infirmary. Suddenly a gust of wind blew a piece of paper at him. He picked it up and saw the title of the poem at the top. There were four lines on the paper. He had already spent a wretched afternoon racking his brain for writing out a few rhymed lines for the competition, but without success. The discovery was godsend to him. He thought that all that he now needed were two more lines. The words 'imposing pile' set his imagination on fire, and in less than three hours he was able to add the necessary couplet, although he felt that his grammar was rather shaky. However, he did not attach much importance to his grammar and went leisurely off to a neighbour's study to borrow a book.

সারার্থ ঃ বিকেলের শেষদিকে ৬ষ্ঠ মানের Montgomery রুগ্নাবাসের পাশ দিয়ে যাচ্ছে, এমন সময় হঠাৎ তার কাছে বাতাসে উড়ে এসে পড়ল এক টুকরো কাগজ। কাগজখানা তুলে নিয়ে সে দেখল তার উপরদিকে লেখা রয়েছে 'An Ode to the College', আর তাতে আছে চার ছত্র কবিতা. সে প্রতিযোগিতার জন্যে কবিতা লেখার দুশ্চেষ্টায় মাথা ঘামিয়ে বহুকষ্টে বিকেলবেলা কাটিয়েছে, ফল হয় নি কিছুই। কবিতাটা পেয়ে সে যেন হাতে স্বর্গ পেল। তার মনে হ'ল আর দুটো ছত্র হ'লেই দিব্যি তার কাজ চুকে যায়। 'সুবিপুল স্তূপ' শব্দ দুটো তার কল্পনায় যেন উদ্দীপনার আগুন ধরিয়ে দিল। তিন ঘন্টারও কম সময়ের মধ্যে সে আরও দু'টি ছত্র লিখে ফেললে—যদিও তার ব্যাকরণ ঠিক হয়েছে কি না সে বিষয়ে তার মনে সন্দেহ রয়েই গেল। যা হোক, সন্দেহের তেমন আমল না দিয়ে সে হেলেদুলে চলল পাশের একটি ছেলের কাছে একখানা বই নিয়ে আসবার জন্য।

Notes, etc.: *Later on*—on some later occasion; আরও পরে (কোনো ব্যাপারের পরে)। *Happened to be passing*—chanced to be passing; দৈবাৎ যাচ্ছিল। *Fate*—goddess of destiny; নিয়তি দেবী; ভাগ্যদেবী। *Aided*—helped; সাহায্যপ্রাপ্ত হয়ে। *Gust*—(sudden) violent rush (of wind); দমকা হাওয়ার দাপট। *Blew*—drove by

blowing ; উড়িয়ে নিয়ে এল। *Great Scott*—**N. B.** A jocular exclamation ; এটি হচ্ছে তামাসার উচ্ছ্বাসোক্তি। *Observed*—said by way of comment ; মন্তব্য ক'রে উঠল। *Was no expert in Poetry*—i. e., was quite prosaic ; অর্থাৎ গদ্যময় (অরসিক) ছেলে ছিল। *Wretched*—unhappy ; miserable ; অস্বস্তিকর ; কষ্টের। *To hammer out*—to devise (to produce with difficulty) ; ভেবে-চিন্তে বার করতে (কষ্ট করে তৈরি করতে)। **Would pass muster**—would be accepted as adequate ; যথোপযুক্ত ব'লে গণ্য হবে। [*Muster*—assembling of men for inspection ; পরিদর্শনের জন্যে লোকদের একত্রিত করা।] *Without the least success*—বিন্দুমাত্র সাফল্য ব্যতিরেকে [*Least*—smallest ; সামান্যতম]। *Capable*—having the necessary fitness ; যোগ্যতাসম্পন্ন। *Of being entered*—of being recorded or admitted ; গৃহীত হবার। *Fragment*—(part broken off) ; unfinished portion of some writing ; (খণ্ডিতাংশ) কোনো রচনার অসমাপ্ত অংশ। **Took his fancy**—caught his imagination ; তার কল্পনাকে আবিষ্ট ক'রে ফেল্লে। *Immensely*—vastly ; বিপুলভাবে। *Afflatus*—divine (poetic) inspiration ; মহাভাব, কবিত্বের প্রেরণা। **N. B.** Humorously spoken, as will be evident from what follows ; for no one seized with divine or genuine poetic inspiration needs about three hours to compose a couplet. তামাসা ক'রে বলা হয়েছে ; পরের কথায়ই তা স্পষ্ট ; মহাভাব বা যথার্থ কবিত্বের প্রেরণায় কারো দুই ছত্র লিখতে ঘণ্টা তিনেক সময় লাগে না। *Couplet*—pair of verses (belonging together) দ্বিক, অর্থাৎ পরস্পর সম্পর্কিত দুই ছত্র কবিতা।

How truly sweet—বাস্তবিক কত মিঠে। *For such as me*—আমার মতো সকলের পক্ষে। *To gaze on thee*—তোমার দিকে দৃষ্টি মেলে চেয়ে থাকা।

Dashed—composed ; written ; রচিত ; লিখিত। **N. B.** There is an implication of quickness in the word. *With satisfaction*—contentedly ; পরিতৃপ্তির সঙ্গে। *Whether "me" shouldn't be "I"*—"me" শব্দটি "I" হবে কি না। **N. B.** A question of grammar. It should be noted that all prepositions take the accusative case in modern English. Hence *for* here takes the accusative *such*,

and if *I* is substituted for *me*, no verb can be found of which *I* may be regarded as the subject. Hence *me* is here correct.

To lump—to class together ; to treat as all alike ; এক শ্রেণীভুক্ত করতে ; সমজ্ঞান করতে। *Anyhow*—in any way ; in any case ; যা-ই হ'ক না কেন। *Act*—decree (rule) ; আইন (নিয়ম)। *Within the meaning of the act*—as far as the rule or law can be stretched ; আইনের অর্থের মধ্যে। *Strolled off*—went off in a leisurely fashion ; হেলে দুলে হাঁটতে হাঁটতে চলে গেল। A *neighbour's study*—the room which a boy dwelling near him used for doing his lessons ; পাশের একটি ছেলের পড়ার ঘর। *To borrow*—to get for temporary use (of) ; ধার করতে (চেয়ে আনতে)।

Grammar and Composition : *Fate*—The word begins with a capital letter because it is personified here.

Poem competition—here *poem* is an epithet of *competition.*

To borrow—Gerundial Infinitive used as an adverb to qualify the verb 'strolled off' It expresses purpose.

অনুবাদ : এর পরে বিকেলবেলায় ৬ষ্ঠ মানের Montgomery ঘটনাচক্রে কুগ্নাবাসের পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল, এমন সময় এক দমকা হাওয়ায় ভর ক'রে ভাগ্যদেবী তার দিকে উড়িয়ে নিয়ে এলেন একফালি কাগজ। 'An Ode to the College' কথা কয়টির উপর চোখ পড়তেই 'ভাগ্যিস!' বলে একেবারে লাফিয়ে উঠল সে। স্মিথ-এর মতো তারও কবিতা লেখার হাত ছিল না। কবিতা প্রতিযোগিতার জন্যে যা হো'ক চলনসই গোছের একটা কিছু তৈরি করবার তাগিদে সে বেচারা একটা বিকেলবেলা ভাবের মাথায় লাঠি মেরে মেরে হয়রান হয়ে কাটিয়েছে ; কিন্তু বিন্দুমাত্র সফলকাম হতে পারে নি। কাগজখানায় লেখা ছিল চারটি ছত্র। তার মনে হ'ল আর মোটে দু'টি ছত্র জুড়ে দিতে পারলেই তা হয়ে উঠবে দস্তুরমতো একটি কবিতা, তা হলেই সেটা প্রাইজের জন্যে গৃহীত হবার উপযুক্ত বিবেচিত হবে। তার হস্তগত অসমাপ্ত রচনার প্রথম দুটি শব্দ 'সুবিপুল স্তূপ' একেবারে তার মন হরণ ক'রে নিল। দৈবী প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠে, তিন ঘণ্টার চেয়ে কম সময়ের মধ্যেই সে রচনা ক'রে ফেললে প্রয়োজনীয় চরণ দুটি :

'বাস্তবিক মিঠে কত আমা হেন সবাকার
কেবলি রহিতে চেয়ে দেখিতে তোমার।'

পাণ্ডুলিপিখানা তার দেরাজের মধ্যে পুরে রাখতে রাখতে পরম পরিতৃপ্তির

সঙ্গে মনে মনে বলে সে, 'আর পরিচ্ছন্ন রচনাও বটে। তবে ঠিক বুঝতে পারছি নে, 'আমা' (me) কথাটি 'আমি' (I) হবে কি না। তা' সবার সঙ্গে সমপর্যায়েই ফেলতে হবে এটাকে। যা-ই হ'ক, আইনের যা অর্থ তার মধ্যে এটাকে কবিতা ব'লেই মানতে হবে।' তারপর পড়বার একখানা বই চেয়ে আনবার জন্যে হেলতে দুলতে সে গিয়ে হাজির হ'ল তার পাশের একটি ছেলের পড়ার ঘরে।

Short Questions and Answers

Q. 1. *Who favoured Montgomery with a copy of* 'An Ode to the College' *? How was the favour done him ?*

['An Ode to the College'-এর একটি কপি পাওয়াতে মণ্টগোমারিকে কে সাহায্য করেছিল ? কিভাবে এই সাহায্য করা হয় ?]

Ans. It was fate that favoured Montgomery with a copy of the poem. As he happened to be passing by the infirmary that afternoon Fate, helped by a sudden gust of wind blew a piece of paper at him. As his eyes fell on the title of the poem, he, with an exclamation of surprise and joy, picked it up from the ground.

[ভাগ্যদেবী তাঁর প্রসাদস্বরূপ মণ্টগোমারিকে কবিতাটির একটি নকল দান করলেন। সেদিন বিকালে সে যখন রুগ্নাবাসের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল, তখন এক দমকা হাওয়ার সাহায্যে ভাগ্যদেবী তার দিকে একখানা কাগজ উড়িয়ে এনে ফেল্লেন। কবিতার শিরোনামের উপর তার চোখ পড়তেই সে বিস্ময় ও আনন্দের উচ্ছ্বাস ব্যক্ত করে কাগজখানা মাটি থেকে কুড়িয়ে নিল।]

Q 2. *What did Montgomery think when he saw that the poem he had come across was a fragment of only four lines?* [মণ্টগোমারি যখন দেখল যে কুড়িয়ে পাওয়া কাগজের কবিতাটি মাত্র চার লাইনের অসমাপ্ত লেখা তখন সে কি ভাবল ?]

Ans. When Montgomery saw that it was only an unfinished poem of four lines, he thought that only two more lines would be enough to complete it.

[মণ্টগোমারি যখন দেখল যে সেটি মাত্র চার ছত্রের এক অসমাপ্ত কবিতা, তখন তার মনে হল আর দুটো ছত্র শেষ করলেই সেটি সম্পূর্ণ হতে পারে।]

Q. 3. *What did Montgomery do with the fragment of poetry he found ?* [যে কবিতাংশটি মণ্টগোমারি পেল সেটা নিয়ে সে কি করল ?]

Ans. Montgomery tried for about three hours to complete the poem, and at last added two more lines with the fragment.

[কবিতাটি সম্পূর্ণ করার জন্য মণ্টগোমারি প্রায় তিন ঘণ্টা ধরে চেষ্টা করল এবং শেষ পর্যন্ত তার পিছনে দুই প্রঙক্তি যোগ করল ।]

Paragraphs 26-35

Gist : Two nights after this, Morrison, also of the Sixth, was taking a nap at midday, while he was supposed to have been preparing for his examination. A tap at the door of his study roused him. Thinking that the House-master had come to supervise, he hastily got hold of a dictionary and pretended to be absorbed in study. But it was his Junior, Evans who entered with a piece of paper in his hand and on his face. Morrison had asked him to hunt up some stock words and phrases for the poem, and during his hunt he had chanced upon the poem in the field between the pavilion and the infirmary. Morrison, pleased with the find, gave Evans the latter's choice of a few apples out of a box of his. As Evans retired with the apples, Morrison again continued his nap at the point where he had left off.

সারার্থ : দুই রাত পরে একদিন দুপুরবেলায় মরিসন—সে-ও ছিল ষষ্ঠ মানেরই—পরীক্ষার পড়া তৈরি করবার সময় তোফা ঘুমোচ্ছিল । হঠাৎ পড়ার ঘরের দোরে কে টোকা দিতেই ছুটে গেল তার ঘুম । সে ভাবলে, বুঝি হাউস-মাস্টার তদারকে বেরিয়েছেন । চট করে একখানা অভিধান টেনে নিয়ে, সে গভীর অধ্যয়নে রত থাকার ভাণ করতে লাগল । ঘরে এসে ঢুকল তার নীচু ক্লাশের ছেলে ইভান্স, হাতে তার একখানা কাগজ, মুখে সগর্ব হাসি । Morrison তাকে পদ্যের জন্যে গোটাকতক চলতি বুলি খুঁজে পেতে আনতে বলেছিল । খোঁজখবর করতে করতে তাঁবু আর রুগ্নাবাসের মাঝামাঝি মাঠের মধ্যে হঠাৎ সেই কাগজখানা তার চোখে পড়ে । গুপ্তধন হাতে পেয়ে খুশী হয়ে উঠল Morrison. Evans-কে সে তার নিজের বাক্স থেকে ইচ্ছেমতো কতকগুলো আপেল বেছে নেবার অধিকার দিলে । Evans আপেল নিয়ে চলে গেলে পর, Morrison যেখান থেকে তার তন্দ্রা ছুটে গিছল সেখান থেকে ফের ঘুমের আরাধনায় মগ্ন হয়ে পড়ল ।

Notes, etc. : *Was enjoying*—was having the pleasure (of) ; উপভোগ করছিল । *Usual*—customary ; habitual ; চিরপরিচিত ; অভ্যস্ত । *During-prep*—during preparation ; প্রস্তুতিকালীন । **N. B.** *preparation*, which here means 'time devoted to preparing school lessons' (ইস্কুলের পড়া তৈরি করার সময়), is abbre-

viated *prep* in schoolboy slang. *Siesta*—**midday rest** ; **দ্বিপ্রহর-কালীন বিশ্রাম । Siesta**—Midday nap or rest in hot countries. —*C. O. D. Tap*—light (blow or its) sound ; টোকা । *Roused* —awakened ; জাগিয়ে দিল । *Hastily*—hurriedly ; তাড়াতাড়ি । *Seizing*—getting hold (of) ; আঁকড়ে ধরে । *Lexicon*—dictionary ; অভিধান । **N. B.** The word is especially used of Greek, Hebrew, Syriac, or Arabic dictionary. Here the word is used with mock solemnity. *Assumed*—took upon himself ; ধারণ করলে । *Attitude*—posture of body ; অঙ্গভঙ্গী । *Seeker after knowledge*—জ্ঞানের সন্ধানী ; তত্ত্বান্বেষী । *House-master*—keeper of school boarding house ; ইস্কুল বোর্ডিং-এর পরিচালক । *Fag*—junior in school doing service for a senior ; নীচের ক্লাসের ছেলে যে উপর ক্লাসের কোন ছেলের কাজকর্ম ক'রে দেয় । **N. B.** A peculiar English system, something we are not familiar with. Fag—v. (at schools, of seniors) use the service of (juniors) ; (of juniors) do service of seniors. Fag—*n.* (at schools) junior who has to fag—*C. O. D. I saw*—**N. B.** This is an exclamation used to draw attention, open conversation, or express surprise ; মনোযোগ আকর্ষণ করা, কথাবার্তা শুরু করা, নয় বিস্ময় প্রকাশ করার একটি ধরণ এটি । **To hunt up**—to find by search ; খুঁজে পেতে বের করতে । *Tag*—trite quotation ; stock phrase ; বহু ব্যবহৃত উক্তি বা প্রবচন—(যা লোকের মুখে মুখে ফিরে যেন পচে গেছে) ; এই ধরনের উক্তি (যেমন—'মরা হাতী লাখ টাকা' ; 'প্রাণ রাখতে প্রাণান্ত') । **Will this do ?**—Will this serve the purpose ? এতে চলবে কি ?

Judicial—(here) critical ; সমালোচকের মতো ; বিচারকের মতো । *Air*—bearing ; ধরন । *With a judicial air*—looking like an impartial critic or judge ; নিরপেক্ষ সমালোচক বা বিচারকের ভঙ্গিতে ।

Ripping—(slang) splendid ; first-rate ; চমৎকার ; পয়লা নম্বরের । *As far as it goes*—to the extent to which its quality tends ; for what it is worth ; যতটা হ'তে পারে । **N. B.** It is interesting to note that, although Morrison calls it ripping (splendid), he does not give it unstinted praise. He plays

the part of an impartial judge. Isn't all this very funny—this inherent contrydiction? *Couldn't be better*—এর চেয়ে ভালো আর হ'তে পারে না। **N. B.** This remark of his heightens the fun still further. *Better take a few*=You had better take a few (apples)—তুমি গোটাকয়েক (আপেল) নিলেই ভালো করবে। **N. B.** A polite way of saying that he wants Evans to take a number (though not large) of apples instead of taking only one. Morrison was so pleased with the poem that he wished to reward him liberally. *Suspicion*—partial belief that something is wrong; সন্দেহ। *Made up*—composed; রচনা করেছে।

Venturing—summoning up courage to do; সাহস ক'রে কিছু করা। *Before venturing on a reply*—before having the courage to reply; উত্তর দেবার মতো সাহস পাবার আগে। **N. B.** Why didn't Evans give a reply at once? Because he apprehended that it would not be politic to give out the secret before getting hold of the apples. He didn't like to give Morrison a chance to change his mind. *Blushed*—became red in the face; মুখ লাল হয়ে উঠল। **N. B.** Why? Because Morrison would have thought highly of him if he had made up the poem himself. But in the interest of truth he could not lay claim to its authorship. *The junior school*—the lower grades which constitute an appendage to a high school or college. In our country also the primary and junior high sections now a-days, form such limbs of a full-fledged high school. *I didn't exactly*—ঠিক তা করি নি। **N. B.** The note of slight hesitation in what Evans says implies that he would have been glad if he could have truthfully said that he was the author of the lines.

Dunno—(childish and vulgar for) don't know=I do not know; জানি নে। *Pavilion*—(large peaked) tent; ornamental building (for spectators or players of outdoor games); বড় উঁচু তাঁবু; দর্শক কি খেলোয়াড়দের বসবার ঘর।

It doesn't matter much—তাতে এমন কিছু এসে যায় না। *Whereupon*—after which; এর পর। *Retired*—left; চলে গেল। *The richer by many apples*—অর্থাৎ অনেকগুলো আপেল লাভ ক'রে (আগের চেয়ে লাভবান হয়ে)। *Resumed*—began again; continued after interruption; ফের শুরু করল; বাধা কেটে গেলে আবার চালিয়ে যেতে

লাগল। *From where he had left off*—যেখানে সে ছেড়ে দিয়েছিল সেখান থেকে। **N. B.** A fine humorus imagery, as though sleep were a thing that could be put off and put on at will.

Grammar and Composition: *Hastily* (*adv.*); haste (*adj.*); haste (*n.* and *v.*); *hasten* (*v.*); hastiness (*n.*)

As a member of······of blushing—adv. clause modifying 'as much'.

Whereupon—adverb, used to introduce a sentence in a narrative passage.

অনুবাদ ঃ দু'টি রাত কেটে যাবার পর, মরিসন—সেও ছিল ৬ষ্ঠ মানেরই—পরীক্ষার পড়া তৈরি করার সময় তার নিত্যকার নিয়মমতো দুপুরবেলা তন্দ্রা-সুখ উপভোগ করছিল। দোরে একটা টোকা মারার শব্দে ঘুম তার ভেঙে গেল। তাড়াতাড়ি সে একখানা অভিধান টেনে নিয়ে জ্ঞান-তপস্বীর ভাব ধারণ ক'রে ব'লে উঠল, 'ভেতরে আসুন।' হাউস-মাস্টারের বদলে ঘরে এসে ঢুকল তার নীচু ক্লাশের ছেলে ইভান্স—কলেজের নিয়ম অনুসারে সে মরিসনের ফাই-ফরমাস খাটত। ইভান্সের মুখে গর্বের ছাপ, হাতে একখানা কাগজ।

সে বল্লে, 'বলি, তোমার তো মনে আছে একটা পদ্যের জন্যে তুমি আমায় কয়েকটা প্রবচন খুঁজে পেতে যোগাড় করতে বলেছিলে। এটাতে চলবে?'

মরিসন নিরপেক্ষ বিচারকের ভঙ্গীতে কাগজখানা নিলে। তাতে এই কয়টা কথা লেখা ছিল :

সুবিপুল স্তূপ, সু-উদাত্ত সুখক্ষেত্র মাঝে
জয়-পরাজয় কত ফুটবলে-ক্রিকেটে, তারি রঙ্গভূমি,
প্রতিদিন নব নব সাজে
সান্ধ্য রবি গেছে তব আরক্ত প্রাচীরমালা চুমি।

ছত্র কয়টি প'ড়েই বলে উঠল Morrison, 'পয়লা নম্বরের, অবশ্য যতদূর সম্ভব। তা' এর চেয়ে ভালো হ'তে পারে না। ঐ বাক্সটায় তুই কতকগুলো আপেল দেখতে পাবি। গোটাকয়েক বরং বেছে নি গে, যা।' তারপরই হঠাৎ তার মনে একটা সন্দেহ খেলে গেল, সে ব'লে উঠল, 'তা শোন্, আমার তো ঠিক মনে নিচ্ছে না যে, তুই-ই তৈরি করেছিস এটা। করেছিস না কি?'

চট ক'রে উত্তর দিতে ভরসা পেলে না Evans; তার আগে সে গোটাকয়েক আপেল বেছে নিলে। তার মুখ কুণ্ঠায় একটু লাল হয়ে উঠল—অবশ্য নীচু ইস্কুলের ছেলের পক্ষে যতটা কুণ্ঠা বোধ ক'রে মুখ লাল করা সম্ভব ছিল ঠিক ততটুকুই।

সে বলল, 'তা, আমিই যে এটা বানিয়েছি তা ঠিক নয়। তুমি তো আমায়, বুঝলে কি না, গোটাকয়েক প্রবচন যোগাড় ক'রে আনতে বলেছিলে। তুমি তো বল নি কী ক'রে তা যোগাড় করতে হবে।'

'কিন্তু এটা তুই পেলি কি ক'রে? কার এটা?'

'কী জানি। আমি এটা কুড়িয়ে পাই প্যাভিলিয়ন আর রুপ্পাবাসের মাঝখানে মাঠের মধ্যে।'

'তা, বেশ। তাতে কিছু আসে যায় না। আমি যা চেয়েছিলুম ঠিক তাই, সেটাই আসল কথা। ধন্যবাদ। দোর বন্ধ কর্, বুঝলি?' এরপর অনেকগুলো আপেল পেয়ে লাভবান হয়ে বিদায় নিলে Evans, আর সেই যেখান থেকে তার তন্দ্রা ছুটে গেছল ঠিক সেখান থেকে ফের ঘুম শুরু করলে Morrison.

Short Questions and Answers

Q. 1. *What was Morrison supposed to be doing about midday? What was he actually doing?* [দুপুর বেলায় মরিসনের কি করার কথা ছিল? আসলে সে কি করেছিল?]

Ans. About midday Morrison was supposed to be studying hard for the coming examination. But in point of fact, he was taking a nap.

[দুপুরবেলার দিকে মরিসনের পরীক্ষার পড়া করতে ব্যস্ত থাকার কথা, কিন্তু সে তন্দ্রাসুখ উপভোগ করছিল।]

Q. 2. *What roused Morrison? Why did he hastily seize a lexicon?* [মরিসনের ঘুম ভেঙ্গে গেল কিভাবে? সে তাড়াতাড়ি একখানা অভিধান টেনে নিল কেন?]

Ans. A gentle tap at the door of his study awakened him. Thinking that the House-master was going his rounds, he hastily got hold of a big dictionary and pretended to be studying hard.

[তার পড়ার ঘরের দোরে টোকার শব্দে তার তন্দ্রা ছুটে গেল। হাউস-মাস্টার তদারকের জন্য ঘুরতে বেরিয়েছেন মনে করে সে তাড়াতাড়ি একখানা মোটা অভিধান টেনে নিয়ে গভীর মনোযোগের সঙ্গে অধ্যয়নের ভাণ করতে লাগল।]

Q. 3. *Who entered the room and in what manner? Why did he enter in that manner?* [ঘরে কে ঢুকলো এবং কি ভাবে? ঐ ভাবে সে ঢুকেছিল কি কারণে?]

Ans. The one who entered was not the House-master, but Morrison's fag, Evans. The latter entered, proud of having achieved something notewothy, with a piece of paper in his hand. Morrison had asked him to search for some tags that might be useful in a composition for the Poetry Prize, and he was able to find four lines of a poem written on a piece of paper. That was why he entered the room triumphantly.

[ঘরে এসে ঢুকল মরিসনের ল্যাংবোট ইভান্‌স্‌। হাতে একখানা কাগজ নিয়ে সে এমন আত্মপ্রসাদের সঙ্গে ঢুকল যেন কত বড় একটি কাজ করে এসেছে। কবিতা-প্রতিযোগিতায় তার রচনায় ব্যবহার করা যায় এমন কয়েকটি প্রবচন খুঁজে বার করে আনতে বলেছিল মরিসন ইভান্‌সকে। ইভান্‌স চার ছত্র কবিতা লেখা একখানা কাগজ কুড়িয়ে পেয়েছিল। তাই সে ঘরে এসে ঢুকল যেন লড়াই জিতে এসেছে।]

Q. 4. *Where did Evans find the paper* ? [ইভান্‌স্‌ কাগজখানা কোথায় পেয়েছিল ?]

Ans. Evans found the paper in the field between the pavilion and the infirmary.

[ইভান্‌স্‌ কাগজখানা পেয়েছিল প্যাভিলিয়ান ও রুগ্নাবাসের মাঝখানে মাঠের মধ্যে।]

Q. 5. *Why did Morrison ask Evans to take a few apples* ? [মরিসন ইভান্‌স্‌কে কয়েকটি আপেল নিয়ে যেতে বলল কেন ?]

Ans. Morrison was so pleased with the poem that Evans brought to him, that he gave him some apples as reward.

[ইভান্‌স্‌ যে কবিতাটি মরিসনকে এনে দিয়েছিল, তাতে মরিসন এত খুশি হল যে সে তাকে কয়েকটি আপেল পুরস্কারস্বরূপ দিল।]

Q. 6. *What did Morrison do when Evans left* ? [ইভান্‌স চলে গেলে মরিসন কি করল ?]

Ans. As Evans left, shutting the door behind him, Morrison again gave himself up to sleep, as though he wished to continue it from the point where it had been broken.

[ইভান্‌স দরজা বন্ধ করে চলে গেলে মরিসন আবার ঘুমোবার ব্যবস্থা করল, যেন তার ইচ্ছে যেখানটিতে তা ভেঙেছিল ঠিক সেখান থেকেই সে তা চালিয়ে যেতে পারে।]

Paragraphs 36-44

Gist : On the following Sunday, Smith came to inquire if Reynolds had done the poem. The latter said that only the first verse had been done. Smith was appalled, for it had to be submitted the next day. Reynolds asked him to submit that verse only, arguing that, as there was nothing in the rules about the length of the poem, the Headmaster would have to pass it. So Smith had to leave with the fragment.

সারার্থ : পরের রবিবার স্মিথ এসে জিজ্ঞেস করলে পদ্যটা হয়েছে কি না। Reynolds বল্লে, শুধু প্রথম স্তবকটিই হয়েছে। Smith-এর মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ল—পরের দিনই যে তা দাখিল করতে হবে। Reynolds বল্লে, পদ্য কত বড় হবে সে বিষয়ে যখন নিয়ম নেই তখন Smith ওটুকুই দাখিল করুক, প্রধান শিক্ষক মশাইকে তা-ই মেনে নিতে হবে। বাধ্য হয়ে সেই অসমাপ্ত কবিতাটি নিয়েই স্মিথকে চলে যেতে হ'ল।

Notes, etc. : *Got that poem done yet ?*=Have you got that poem done yet—ও পদ্যটা তুমি শেষ ক'রে ফেলেছ ? *Pouring out*—ঢালতে ঢালতে। *Invalid*—invalid person enfeebled by illness (or disabled by injury) ; রোগ-দুর্বল ব্যক্তি। *On the following Sunday*—পরের রবিবারে।

Lump—compact mass ; ডেলা। *Two lumps*—i. e., two lumps of sugar ; দুই ডেলা চিনি। **N. B.** To oblige Reynolds, Smith was doing him some service ; Reynolds-কে আপ্যায়িত করবার জন্যে Smith তার একটু কাজ করে দিচ্ছিল।

No, not quite=No, I have not quite done it—না, ঠিক ক'রে উঠতে পারি নি।

Great Caesar—**N. B.** An exclamation of surprise, An expletive ; একটি শপথ।

- *Man*—**N. B.** This is often used in exclamations, e. g., Nonsense, man ! Quick, man ! *When'll*=when will ? *Do you think*—তোমার মনে হয় ? *It's got to go tomorrow*=It has got to go tomorrow—কালই এটাকে যেতে (এটাকে দাখিল করতে) হবে।

Frightfully sorry—ভীষণ দুঃখিত। **N. B.** *Frightful* and *frightfully*—are used in slang in the sense of 'great' and 'greatly'. *Got hold of a grand book*—একখানা চমৎকার বই হাতে পেয়েছিলুম

(তাই কবিতাটা আর লেখা হয়ে ওঠে নি)। *Ever read ?*—Have you ever read ? পড়েছ কখনো ?

The first verse—প্রথম স্তবক। *I'm afraid*—I am sorry ; আমি দুঃখিত (অর্থাৎ সখেদে বলছি)। **N. B.** In this context, *afraid* means sorry. *Keen*—eager ; উৎসুক। *Fairly decent*—passable ; good enough ; মোটের উপর বেশ ; চলতে পারে এমনতর।

Think=Do you think ?—তোমার কি মনে হয় ? *The Old 'Un*= The Old One—বুড়োটা। **N. B.** *'Un* is colloquial for 'one' A term of disparagement when applied to a respectable gentleman like the Headmaster. *He'll pass*—will accept as adequate ; যথোপযুক্ত ব'লে মেনে নেবে।

He'll have to=He will have to pass it. তাকে মেনে নিতেই হবে। *Length*—দৈর্ঘ্য।

I suppose it'll be all right !—I don't know, but I hope it will be all right ; ঠিক জানি নে, তবে আশা করি এই ঠিক আছে। **N. B.** Here *I suppose* is a form of hesitating assent. **So long** —farewell till our next meeting. এখনকার মতো বিদায় (আবার দেখা না হওয়া অবধি কুশলে থাকো)। **N. B.** A form of leave-taking.

Grammar and Composition : *Invalid* is used both as a *noun* and as an *adjective*. As an adjective it means 'enfeebled or disabled by illness.' As a noun it means 'person enfeebled by illness'. *Invalid* as an adjective also means, 'not valid', or, 'having no legal force.'

অনুবাদ ঃ পরের রবিবারে এক পেয়ালা চা ঢালতে ঢালতে Reynolds-কে জিজ্ঞেস করলে Smith, 'এর মধ্যে শেষ হয়ে গেছে তো পদ্যটা ?'

Reynolds, চায়ে চিনি মেশাতে দেখে, ব'লে উঠল, 'দুটো স্তবক মোটে, হ্যাঁ।' তারপর Smith-এর প্রশ্নের জবাবে সে বল্লে, 'না তা ঠিক হয় নি।'

Smith-এর মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল, সে ব'লে উঠল, 'কী সর্বনাশ, বাপু, কখন তৈরি হবে, তোমার মনে হয় ?'

Reynolds পদ্যটা আর লেখে নি, একটা অজুহাত দেখিয়ে বল্লে, 'বড্ড দুঃখিত হলুম, তবে কি না হাতে এসে গিছল চমৎকার একখানা বই। কখনো পড়েছ—?'

Smith জিজ্ঞেস করলে, 'এখনো কিছুই হয় নি ?'

Reynolds বল্লে, 'হয়েছে শুধু প্রথম স্তবকটা, বড়ই দুঃখের কথা। তা শোনো, তুমি তো আর প্রাইজ পাবার জন্মে উৎসুক হয়ে বসে নেই। তবে একটি স্তবকই পাঠাও না কেন ? মোটের ওপর বেশ ভাল কবিতাই হয়েছে সেটা।'

Smith-এর মনে সন্দেহের ছায়াপাত হ'ল, বল্লে সে, 'হুঁ! তোমার মনে হয় কি বুড়োটা তা ঠিক হয়েছে ব'লে মেনে নেবে ?'

Reynolds বল্লে, 'মেনে নিতেই হবে তাকে। পদ্য কত বড় হবে সে বিষয়ে কোনো নিয়ম নেই। এই যে, যদি নিতে চাও এটা।'

Smith তাকে ধন্যবাদ দিয়ে বল্লে, 'এতেই পুরোপুরি চলবে কি না কী জানি। ফের দেখা হবে, এখন আমায় যেতে হবে।'

Short Questions and Answers

Q. 1. *When did Smith come to Reynolds to inquire about the poem?* [স্মিথ কবিতাটির খোঁজ নিতে রেনল্ডসের কাছে কখন এসেছিল ?]

Ans. It was on Sunday, the day before the one on which the compositions for the Poetry Prize had to be sent in, that Smith came to Reynolds to inquire if the poem he had offered to write for him was ready.

[যেদিন পদ্য-পুরস্কারের জন্য রচনা পাঠাতে হবে তার ঠিক আগের দিন ছিল রবিবার। সেদিন স্মিথ রেনল্ডস্-এর কাছে জানতে এল, যে-কবিতাটি সে তার হয়ে লিখে দিতে চেয়েছিল, তা তৈরি হয়েছে কি না।]

Q. 2. *Why could not Reynolds complete the poem?* [রেনল্ডস্ কবিতাটি শেষ করতে পারেনি কেন ?]

Ans. Reynolds got a good book and was busy reading it. So he could not complete the poem.

[রেনল্ডস্ একখানা ভাল বই পেয়ে সেটা পড়তে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল, তাই সে কবিতাটি শেষ করে উঠতে পারেনি।]

Q. 3. *Why was Smith doubtful about the advisability of sending only the first verse of the proposed poem? How was he prevailed upon to send it?* [প্রস্তাবিত কবিতার মাত্র একটি স্তবক পাঠানোর ঔচিত্য সম্বন্ধে স্মিথের সন্দেহ ছিল কেন ? কিভাবে সে সেটা পাঠাতে সম্মত হয়েছিল ?]

Ans. Smith thought that the Headmaster would not accept only a single verse of four lines for a poem. But Reynolds argued that as there was no rule about length, he would have to pass it. Smith had therefore to enter it for the prize.

[স্মিথ ভাবল যে প্রধানশিক্ষক মশাই একটি পদ্যের বদলে একটিমাত্র স্তবক গ্রহণ করবেন না। রেনলড্‌স্ বলল, কবিতা কত বড় হবে সে বিষয়ে যখন কোন নিয়ম নেই তখন তাঁকে তা মেনে নিতেই হবে। তাই স্মিথকে সেই একটি স্তবকই দাখিল করতে রাজী হতে হ'ল।]

Paragraphs 45-55

Gist : The Headmaster, the Rev. Arthur James Perceval, M. A., was sitting at breakfast, ill at ease. He was turning a matter over in his mind. Suddenly he turned to his wife and said that he had received a rather flippant letter from Mr. Wells, a great College friend of his, to whom he had sent for examination the poems submitted for the Sixth Form Prize. He read out part of the letter, in which Mr. Wells had said that, despite ravings here and there, the poem by Rogers was the best. But Mr. Wells was unable to account for the motive of the three boys, each of whom began with exactly the same four lines. He deprecated cribbing, but he could not help admiring their reckless daring about it. He did not know if they had been practising on the credulity of their Headmaster for sport. All this appeared quite extraordinary to Mrs. Perceval. Mr. Perceval however, would not believe that the boys were making game of him. In spite of his wife, he put it down to a secret understanding among the boys to play him a trick.

সারার্থ : হেডমাস্টার রেভারেণ্ড আর্থার জেমস্ পার্সিভাল, এম. এ. ক্ষুব্ধচিত্তে প্রাতরাশে বসেছিলেন। মনে মনে কী একটা বিষয় যেন নাড়াচাড়া করেছিলেন তিনি। হঠাৎ তিনি তাঁর পত্নীর দিকে ফিরে বল্লেন, তাঁর কলেজ-জীবনের অন্তরঙ্গ সুহৃদ মিঃ ওয়েলস্-এর কাছ থেকে তিনি একখানা লঘুভাবের চিঠি পেয়েছেন। Mr. Wells-এর কাছে তিনি ৬ষ্ঠ মানের পুরস্কার প্রতিযোগিতার কবিতাগুলো পরীক্ষার জন্যে পাঠিয়েছিলেন। Mr. Wells লিখেছেন, মাঝে মাঝে আবোল-তাবোল থাকা সত্ত্বেও Regers-এর কবিতাই হয়েছে সবচেয়ে ভালো। কিন্তু যে-তিনজন ছেলে অবিকল একই চারটি ছত্র দিয়ে তাদের কবিতা কয়টা লিখেছে, তাদের উদ্দেশ্য তিনি বুঝে উঠতে পারছেন

না। নকল করা সমর্থন করেন না তিনি, কিন্তু ফলাফলের কোনো তোয়াক্কা না রেখেই, এ বিষয়ে তারা যে সাহসের পরিচয় দিয়েছে তার তারিফ না ক'রেও থাকতে পারছেন না তিনি। তিনি বলতে পারেন না, তারা তাদের হেডমাস্টার মশাইয়ের বিশ্বাসপ্রবণতায় সুড়সুড়ি দিয়ে, তাঁকে নিয়ে একটু রগড় করছিল কি না। Mrs. Perceval-এর কাছে আগাগোড়া ব্যাপারটা একান্তই অসামান্য বলে মনে হ'ল। কিন্তু Mr. Perceval এ-সম্ভাবনায় আমলই দিলেন না যে, ছেলেরা তাঁকে নিয়ে মজা করছে। তাঁর পত্নীর কথা থামিয়ে দিয়ে, তিনি সিদ্ধান্ত ক'রে বললেন যে, ছেলে তিনটি যোগসাজসে তাঁকে ঠকাতে চেষ্টা করেছে।

Notes, etc.: *Rev.*=Reverend—deserving reverence; শ্রদ্ধেয়। **N. B.** Here it is used as a prefix to a clergyman's name; এখানে শব্দটি ধর্মযাজকের নামের পূর্বে উপাধি হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। *Known to the world......the Old' Un*—অর্থাৎ বাইরের লোকদের কাছে তাঁর গুরুগম্ভীর পরিচয় হল 'শ্রদ্ধেয় আর্থার জেম্স্ পার্সিভ্যাল, এম. এ., বলে, কিন্তু ইস্কুলের ছেলেরা তাঁর আড়ালে তাঁকে বলত 'বুড়োটা'। *Stirring his coffee*—causing motion in his coffee (with a spoon); (চামচে দিয়ে) তাঁর কফি নাড়াচাড়া করতে করতে। *Marked perplexity*—noticeable or unmistakable bewilderment; স্পষ্ট হতবুদ্ধিভাব। *Dignified*—grave; solemn; গম্ভীর; গাম্ভীর্যময়। *Was not caused*—was not effected; দরুন হয় নি। *Which was excellent*—it (the coffee) was very good; তা ছিল খুবই ভালো। *Held*—kept fast; ধরেছিলেন।

Hum!—হুঁ! *Umph*—উঁঃ। *Protesting*—remonstrating; আপত্তি-সূচক। *Tone*—note; সুর। *As if*—as it were; যেন। *Had pinched*—had nipped with finger and thumb; চিমটি কেটেছে। *Finally*—at last; অবশেষে। *Vent*—a kind of small outlet or inlet; ছোট এক রকমের প্রণালী। **Gave vent (to)**—let his feeling have free expression; তাঁর মনোভাব অবাধে প্রকাশ করলেন। *Longdrawn*—prolonged; দীর্ঘায়িত (একটানা)। *Bass*—deep sounding voice; মোটা গম্ভীর কণ্ঠস্বর। **N. B.** *Bass* or *bass voice* is the grave voice of the lowest pitch in a musical scale; খাদের সুর।

Most extraordinary—absolutely out of the usual course;

quite exceptional ; surprising beyond measure ; সম্পূর্ণরূপে অনন্য-সাধারণ ; একেবারেই ব্যতিক্রমজনক ; সাতিশয় বিস্ময়কর। *Really*—truly ; বাস্তবিক। *Exceedingly*—i.e., exceedingly extraodinary ; very very uncommon ; বড়ই অদ্ভুত। *Um*—উঁ। *Sip*—one small mouthful (or spoonful) ; এক চুমুক। **Took a sip**—drank a small mouthful ; এক চুমুক খেলেন (পান করলেন)।

My dear—my beloved one ; প্রিয়া আমার। **N. B.** Used in addressing one's wife or some other loved person. *Started violently*—ভীষণ ভাবে কেঁপে উঠলেন। **N. B.** Why did she start so ? She was absorbed in sketching out a little dinner. *Had been sketcking out*—had been outlining, had been making a rough draft ; খসড়া তৈরি করছিলেন। *Dinner*—ডিনার (ডিনার হচ্ছে বিলিতি সমাজে দিন-রাতের মধ্যে সবচেয়ে বড় খাওয়া ; কেউ কেউ খায় দুপুর গড়িয়ে গেলে, কেউ কেউ খায় সন্ধ্যেবেলায়)। (*Had been*) *wondering*—(had been) puzzling ; ভেবে পাচ্ছিলেন না, বুঝে উঠতে পারছিলেন না। *Whether the cook would be equal to it*—if the cook would have adequate skill in preparing it ; তা তৈরি করার উপযুক্ত ক্ষমতা রাঁধুনির হবে কি না। **N. B.** This shows where Mrs. Perceval's real interest lay.

Communication—message ; বার্তা। **N. B.** Mr. Perceval, a dignified gentleman, loved to talk like a book, in highflown language.

Who is it from—কার কাছ থেকে তা (চিঠিখানা) এসেছে ? **N. B.** In the spoken language *who* serves for both subject and object.

Shuddered—experienced a spasm of shivering ; শিউরে উঠলেন। *Purist*—stickler for correctness (and avoidance of new or unauthorized or foreign words or constructions in language ; ভাষার বিশুদ্ধতা রক্ষার পক্ষপাতী।

From whom, you should say—তোমার বলা উচিত। "from whom" ("who from" নয়)। **N. B.** It is to be noted that for about four hundred years the form *whom* has been dropped from the spoken language. But *whom* is still used in Standard English writing. In all up to date books on English grammar, *whom* is given as the accusative of *who*.

Submitted—presented ; দাখিল করেছিলুম। *For examination*—পরীক্ষার জন্যে। **Sent in**—entered for competition ; প্রতিযোগিতার জন্যে দাখিল করা। *Flippant*—treating serious things lightly ; গুরুগম্ভীর বিষয় নিয়ে চটুলতা করে এমন। *Really, really*—positively, indeed ; বটে, বটে। **N. B.** Rather an exclamation of disgust or embarrassment. **We are not so young as we were,** i. e., we are ageing ; we have grown rather old ; আমাদের বয়স হয়েছে। **N. B.** This is a form of saying that the speaker (or speakers) is (are) losing vigour. *Ahem*—**N. B.** Interjection used to call attention or gain time. In fact, the sound of clearing the throat (আসলে গলা খাঁকারি দেবার শব্দ)।

To hand=is to hand—within reach ; পাওয়া গেছে। **May pull through**—may come safely through illness ; সেরে উঠতে পারি। *Even yet*—এখনো। **N. B.** humorous touch to suggest that Mr. Wells (as also his friend, Mr. Perceval) was no longer young. *Any good*—good in any degree ; যা হক কিছু ভালো। *That was Rogers's*—সেটা হ'লে রোজার্সের।

Er—অ্যা ; অ্যাঁ (কথার মধ্যে থেমে পড়ার শব্দ।) *Squiffy*—(slang) drunk ; মাতালে (কাণ্ডের মতো)। *Tut !*—দুৎ **N. B.** Interjection of impatience ; মিঃ পার্সিভ্যাল অভব্য *squiffy* শব্দের ব্যবহার দেখে অধৈর্য হয়ে উঠলেন। *In parts*—কোনো কোনো অংশে। **A long way better**—(collq.) ঢের ঢের ভালো। **Taking**—(collq.) attractive ; আকর্ষণ করে এমন ; মনোহরণ করে এমন। *Programme*—plan of intended proceeding ; কর্মসূচী। *Was afforded*—was supplied or furnished ; যোগান দেওয়া হয়েছে। *Comedians*—actors or writers of comedies ; (here) jokers ; তামাসাকারীরা। *Efforts*—(here) works ; রচনাবলী। *Enclose*—i.e. send with my letter , in the envelope ; খামে পুরে চিঠির সঙ্গে পাঠালুম। *Deprecate*—advise the avoidance of ; বিরত হবার উপদেশ দিই। *Cribbing*—plagiarizing ; copying without acknowledgement ; নকল করা ; অন্যের লেখা নিজের ব'লে চালিয়ে দেওয়া। *Can't help admiring*—cannot but admire ; তারিফ না ক'রে থাকতে পারি না। *Reckless*—rash ; regardless of conse-

quences ; ফলাফল-বিবেচনা-বর্জিত। *Daring*—adventurous courage ; দুঃসাহস ; অসমসাহস। *Fascinating*—irresistibly charming ; একান্ত মুগ্ধকর। *Horrible*—shocking ; (collq.) unpleasant ; excessive ; ভীষণ ; অস্বস্তিকর। *A horrible thought*—a most unpleasant thought ; ভারী অস্বস্তিকর চিন্তা। **Have been pulling your leg** —(slang) have been practising on your credulity for sport ; তোমার বিশ্বাসপ্রবণতায় সুড়সুড়ি দিয়ে একটু মজা করেছে (বোকা বানিয়ে মজা করেছে)। **By the way**—incidentally, i. e., in the course of doing something ; প্রসঙ্গতঃ, অর্থাৎ কোনো কিছু করতে করতে। **N. B**. Used as preface to irrelevant remark ; আসলে অপ্রাসঙ্গিক ভাবে অন্য কথা পাড়তে হ'লে এভাবে তার ভূমিকা করে।

James ! How extraordinary !—জেমস্ ! কী আশ্চর্য ! **N.B.** Mrs. Perceval, not directly concerned with such things, took it in a different light. Incidentally, it is to be noted that in western society man and wife call each other by their Christian names.

Reluctant—unwilling ; disinclined ; অনিচ্ছুক ; মনের ঝোঁক না থাকা। *Collusion*—fraudulent secret understanding between ostensible opponents ; কাউকে ঠকাবার জন্যে যারা দৃশ্যতঃ প্রতিযোগী তাদের মধ্যে গোপন বোঝাপড়া (কাউকে ঠকাবার জন্যে যোগসাজসে কিছুর ব্যবস্থা করা)।

Tentatively—by way of experiment or to feel the way ; তখনকার মতো (কিছু বলা বা কোনো প্রস্তাব করা)। **N. B.** What was Mrs. Perceval going to say ? Perhaps she was going to suggest tentatively that the boys had been trying to befool him.

Snapped—spoke with sudden irritation ; হঠাৎ বিরক্তির সুরে ব'লে উঠলেন। *The Reverend Jimmy*—**N. B**. This is speaking slightingly of Mrs. Perceval. *To recall*—to bring back to memory ; স্মরণ করতে। *The other possibility*—i. e., the possibility that the three boys had been 'pulling his leg'. অন্য সম্ভাবনাটি, অর্থাৎ ছেলে তিনজন যে তাঁকে বোকা বানিয়ে তামাসা করতে চেয়েছে সেই সম্ভাবনা।

Expl. : ***Finally, he gave vent......'Um very.***

The lines are quoted from the story, ***The Prize Poem*** by

P. G. Wodehouse. Here the author is briefly describing how the Headmaster of St. Austin's College was deeply perplexed by a letter from his friend, Mr. Wells.

The Headmaster, Arthur James Perceval, had sent the poems for examination to Mr. Wells, his old friend. The report of Mr. Wells seemed to have been written in a flippant style. As Mr. Perceval sat at his breakfast, he could not help disapproving of it with the expressions 'Hum ! and 'Umph !' He could not expect such an extraordinary letter from his friend which contained some unpleassant remarks affecting his prestige.

ব্যাখ্যা ঃ লাইন কটি Wodehouse-এর *The Prize Poem* নামে গল্প থেকে নেওয়া হয়েছে। Mr. Wells নামে এক বন্ধুর কাছ থেকে এক চিঠি পেয়ে St. Austin's College-এর প্রধান শিক্ষক কিরূপ বিমূঢ় হয়ে পড়েছিলেন এখানে লেখক সংক্ষেপে তা বর্ণনা করেছেন।

প্রধান শিক্ষক, Arthur James Perceval, প্রতিযোগিতার কবিতাগুলো পরীক্ষা করবার জন্য তাঁর পুরাতন বন্ধু Mr. Wells-এর কাছে পাঠিয়েছিলেন। Mr. Wells-এর কাছ থেকে যে উত্তর এসেছে তা তাঁর কাছে চটুল বলে মনে হয়েছিল। প্রাতরাশ করতে বসে Mr. Perceval 'হুঁ !' 'উঁ !' প্রভৃতি শব্দে সেই চিঠির বিষয়বস্তু সম্বন্ধে আপত্তি না জানিয়ে পারলেন না। চিঠিটাতে তাঁর সম্মান-হানিকর কিছু বক্তব্য ছিল, যা প্রধান শিক্ষকের কাছে অত্যন্ত অদ্ভুত মনে হয়েছিল এবং এরূপ অপ্রীতিকর মন্তব্য তিনি বন্ধুর কাছ থেকে আশা করতে পারেন নি।

Expl. : Of course, I deprecate······your dignified leg ?

These lines, quoted from *The Prize Poem*, a story by P. G. Wodehouse, form a part of the letter from Mr. Wells to Mr. Perceval, the Headmaster of St. Austin's College.

The Headmaster, the Rev. Arthur James Perceval, received a flippant letter from Mr. Wells, a College friend of his, to whom he had sent for examination the poems submitted for the Sixth Form Prize. While recommending the poem by Rogers to be the best, in spite of its shortcomings, Mr. Wells pointed out that the poems of three other boys had begun exactly with the same four lines. Mr. Wells deprecated cribbing, but as he had written, he could not help admirring the daring of these three competitors. He was not sure if they had conspired to make game of their Headmaster.

The Headmaster, however, did not agree with this comment. To admit that idea would be compromising his dignity. He suspected collusion.

ব্যাখ্যা : *The Prize Poem* নামে গল্প থেকে উদ্ধৃত এই লাইন ক'টি প্রধান শিক্ষককে লেখা Mr. Wells-এর চিঠির একটি অংশ।

প্রধান শিক্ষক ষষ্ঠ মানের পুরস্কার প্রতিযোগিতার জন্য লিখিত কবিতাগুলি তাঁর কলেজ জীবনের বন্ধু Mr. Wells-এর কাছে পাঠিয়েছিলেন পরীক্ষা করে দেখার জন্যে। Mr. Wells তাঁর চিঠিতে Rogers-এর কবিতাটিকেই নানা ত্রুটি সত্ত্বেও সবচেয়ে ভাল বলে অনুমোদন করেছেন। কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি তিনজন প্রতিযোগীর কবিতা সম্বন্ধে উল্লেখ করেছেন যে সেগুলির প্রত্যেকটির প্রথম চার ছত্র হুবহু একই লেখা। Mr. Wells নকল করাকে সমর্থন করেন না বটে, কিন্তু ঐ তিনজনের সাহসকেও তিনি প্রশংসা না করে পারেন নি। তিনি ঠিক বুঝে উঠতে পারেন নি যে ঐ তিনজন ছাত্র প্রধান শিক্ষকের সঙ্গে কোন রকম তামাসা করবার জন্যেই এরকম করেছে কি না।

প্রধান শিক্ষক অবশ্য এই মন্তব্যের সঙ্গে মোটেই একমত হতে পারলেন না। এই ধারণাটা স্বীকার করার অর্থ নিজেরই মর্যাদা নষ্ট করা। তাঁর সন্দেহ হল ওরা যোগ-সাজসে এটা করেছে।

Grammar and Composition : *Finally*—a sentence adverb. *Whether the cook......to it*—Noun clause, subject of '(had been) wondering'. *I may pull through even yet*—Noun clause, object of 'tells'.

There was only *one* any good at all—Here 'one' is a pronoun (not adjective). The full meaning is—There was only one which was any good at all. *That his dignified......pulled*—Noun clause, in apposition with 'possibility'.

অনুবাদ : সারা জগতের কাছে হেডমাস্টার মহাশয়ের পরিচয় হ'ল রেভারেণ্ড আর্থার জেমস পার্সিভ্যাল, এম. এ., কিন্তু ইস্কুলের ছেলেরা তাঁকে বলত 'বুড়োটা'। তিনি প্রাতরাশে ব'সে চামচ দিয়ে তাঁর কফি নাড়াচাড়া করছিলেন। তাঁর গুরুগম্ভীর মুখমণ্ডলে পড়েছিল বিমূঢ়তার স্পষ্ট ছাপ। তার কারণ তাঁর কফি নয়, তা ছিল চমৎকার, তার কারণ হ'ল একখানা চিঠি—সেখানা ধরে বসে ছিলেন তিনি তাঁর বাঁ হাতে।

তিনি বল্লেন, 'হুঁ!' তারপরই আপত্তির সুরে ব'লে উঠলেন, 'উঃ!'—যেন কে তাঁকে চিমটি কাটলে। তারপর খাদের গম্ভীর সুর টানতে টানতে বল্লেন তিনি, 'উ—। বড়ই অবাক কাণ্ড। ভীষণ—হ্যাঁ। উঃ। বেজায়!' এক চুমুক কফি খেলেন তিনি।

হঠাৎ ডাক দিলেন তিনি, 'ওগো!' ভীষণ চমকে উঠলেন মিসেস পার্সিভ্যাল। মনে মনে তিনি ছোটখাটো একটি ডিনারের ছক কাটছিলেন, আর বুঝে উঠতে পারছিলেন না রাঁধুনি ঠিকমতো তা ক'রে উঠতে পারবে কি না।

তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'অ্যাঁ?'

'দেখো, এ এক বড়ই অদ্ভুত খবর। ভীষণ রকমের। হ্যাঁ, খুবই।'

'কোত্থেকে এল এটা?'

শিউরে উঠলেন মিঃ পার্সিভ্যাল। বাক্যের বিশুদ্ধি রক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন তিনি, বল্লেন, 'কার কাছ থেকে, বলা উচিত তোমার। এটা এসেছে মিঃ ওয়েল্‌স্‌-এর কাছ থেকে, তিনি আমার কলেজ-জীবনের একজন বিশিষ্ট বন্ধু। আমি—আ—৬ষ্ঠ মানের পুরস্কারের জন্যে কবিতাগুলো পরীক্ষা করতে পাঠিয়েছিলুম তাঁর কাছে। তিনি আমায় লিখেছেন বড়ই চটুলভঙ্গিতে, বলতে হচ্ছে আমাকে। এই যে তাঁর পত্রখানা :—"ভাই জিমি, পদ্যগুলো পেয়েছি। সেগুলো পড়েও দেখেছি। এই চিঠি আমি লিখছি রোগশয্যায় শুয়ে। ডাক্তার বলছেন, এখনো না কি আমি ফাঁড়া কাটিয়ে উঠলেও উঠতে পারি। পদ্যগুলোর মধ্যে মোটে একটিই ছিল যা হ'ক কিছু ভালো, সেটি হচ্ছে রোজার্স-এর, যদিও জায়গায় জায়গায় তা হ'ল—অ্যাঁ—মাতলামিতে (হ্যৎ!) ভরা, তবুও অন্য সবকটার যে-কোনোটার চেয়ে সেটা ঢের ঢের ভালো। কিন্তু এই সমস্ত কাণ্ডকারখানার মধ্যে যে ব্যাপারটা আমার সবচেয়ে মনোহরণ করেছে, তার নাটের গুরু হচ্ছে তিনজন রসিক নাগর, তাদের হাতের কাজ এর মধ্যে জড়িয়ে পাঠালুম। তুমি দেখতেই পাবে যে, তাদের প্রত্যেকেই শুরু করেছে অবিকল একই চারটি ছত্র দিয়ে। আমি অবশ্য অন্যের লেখা নিজের বলে চালাবার চেষ্টা সমর্থন করি নে। কিন্তু এরকম ব্যাপারের তারিফ না ক'রে বাস্তবিক থাকতে পারবে না তুমি। এর মধ্যে রয়েছে এমন এক দুঃসাহস যা ফলাফলের কোনো তোয়াক্কাই রাখে না, এই জিনিসটি সোজাসুজি মনকে মুগ্ধ করে ফেলে। একটা নিদারুণ চিন্তা—ওরা কি তোমার শ্রীচরণে সুড়সুড়ি দিয়ে তোমায় কুপোকাৎ ক'রে তামাসা করেছে? সে যা-ই হ'ক, তোমার কি মনে পড়ে'—পত্রখানার অবশিষ্ট অংশ হচ্ছে—অ্যাঁ—অন্যান্য বিষয়-সংক্রান্ত।

'হ্যাঁ গা! কী অবাক কাণ্ড!'

'উ, হ্যাঁ। আমার ঠিক—অ্যা—যোগসাজস সন্দেহ করতে মন সরছে না, কিন্তু বাস্তবিক এ ক্ষেত্রে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। মোটেই কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। না, নেই।'

কী যেন বলতে গিয়ে শুরু করলেন মিসেস পার্সিভ্যাল 'যদি না—।'

সঙ্গে সঙ্গে খেঁকিয়ে উঠলেন হেভারেণ্ড তিনি, 'কোনো সন্দেহই নেই, গো, কোনো সন্দেহই নেই।' অপর সম্ভাবনাটির কথা মনে করতেই চাইলেন না তিনি যে, তাঁর শ্রীচরণে সুড়সুড়ি দিয়ে তাঁকে কুপোকাৎ করবার চেষ্টা করা হয়েছে।

Short Questions and Answers

Q. 1. *Who sent a letter to Mr. Perceval, the Headmaster? What was there in the letter?* [প্রধান শিক্ষক Mr. Perceval-কে কে চিঠি পাঠিয়েছিলেন? চিঠির বিষয়বস্তু কি ছিল?]

Ans. Mr. Wells, a great college friend of Mr. Perceval sent him the letter. He stated his comments on the poems composed by the boys of the Sixth Form, after examining them.

[চিঠিটা পাঠিয়েছিলেন Mr. Perceval-এর কলেজ-জীবনের এক বিশেষ বন্ধু Mr. Wells. ষষ্ঠমানের ছাত্রদের লেখা কবিতাগুলি পরীক্ষা করে তার উপর তাঁর মন্তব্য চিঠিতে জানিয়েছিলেন।]

Q. 2. *What caused the Headmaster's perplexity? Why did it do so?* [প্রধান শিক্ষকের হতবুদ্ধি হবার কারণ কি ছিল? কেন তা এরকম করেছিল?]

Ans. The letter from Mr. Wells caused the Headmaster great perplexity for a variety of reasons. In the first place, the letter, though from an elderly man of culture, was written in a very flippant style. It even used several slang words. It also brought to the notice of the Headmaster that three of the competitors had begun their poems with exactly the same four lines. Though Mr. Wells did not hold a brief for plagiarism, he could not help admiring their reckless daring. He even seemed to think, and also to enjoy the thought, that the three comedians, as he called them, were trying to make game of their revered Headmaster.

[মিঃ ওয়েল্‌স্‌-এর চিঠিখানা পেয়ে হেডমাস্টার মশাই কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর কাছেই তিনি পরীক্ষার জন্যে পাঠিয়েছিলেন কবিতাগুলো। তাঁর বিমূঢ়তার কারণ ছিল অনেক, প্রথমতঃ মিঃ ওয়েল্‌স্‌ বয়স্ক এবং শিক্ষাদীক্ষাসম্পন্ন ব্যক্তি হয়েও, চিঠি লিখেছিলেন সাতিশয় চপল ভাষায়। চিঠিতে তিনি কয়েকটি অশিষ্ট শব্দও প্রয়োগ করেছিলেন। তারপর তিনি

হেডমাস্টার মশাইকে জানিয়ে দেন সেই তিনটি ছেলের কথা যাদের প্রত্যেকেরই কবিতা অবিকল একই চারটি ছত্র দিয়ে শুরু হয়েছে। মিঃ ওয়েলস অন্যের লেখা নিজের বলে চালিয়ে দেবার চেষ্টাকে সমর্থন না করলেও, তাঁরই ভাষায় সেই তিনজন রসিকপ্রবরের হিতাহিতজ্ঞানশূন্য দুঃসাহসের তারিফ না করে থাকতে পারেন নি। তাঁর মনে হয়েছে, এবং সে ভাবনা তিনি বেশ উপভোগও করেছেন বলে মনে হয় যে, তারা তাদের শ্রদ্ধেয় প্রধান শিক্ষক মশাইকে নিয়ে একটু রগড় করবার চেষ্টা করেছে।]

Q. 3. *Why did Mr. Perceval shudder?* [Mr. Perceval শিউরে উঠেছিলেন কেন ?]

Ans. Mr. Perceval, a clergyman and Headmaster, was a purist in speech, and so he shuddered to find his wife speaking ungrammatically.

[Mr. Perceval ছিলেন একজন ধর্মযাজক ও প্রধান শিক্ষক। তিনি কথাবার্তায় বিশুদ্ধ ভাষা ব্যবহারের পক্ষপাতী ছিলেন। তাই পত্নীর কথায় ব্যাকরণ-ঘটিত অশুদ্ধি লক্ষ্য করে তিনি শিউরে উঠেছিলেন।]

Q. 4. *Why did Mr. Perceval object to the use by Mr. Wells of his name as Jimmy, although his Christian name was James and Mr. Wells was a great college friend of his?* [Mr. Perceval এর খ্রীষ্টান নাম ছিল James এবং Mr. Wells ছিলেন তাঁর কলেজের সহপাঠী বন্ধু। তা সত্ত্বেও তাঁকে Jimmy বলে সম্বোধন করায় Mr. Perceval-এর আপত্তি হল কেন ?]

Ans. Neither Mr. Wells nor Mr. Perceval was a boy any more. Both were now elderly gentlemen of good social standing. That is why Mr. Perceval did not like to be addressed by his friend as Jimmy.

[Mr. Wells অথবা Perceval কেউ আর ছেলেমানুষ ছিলেন না। দুজনেই বয়স্ক এবং প্রতিষ্ঠাবান ব্যক্তি হয়ে উঠেছিলেন। তাই Mr. Perceval-এর পছন্দ হয় নি যে তাঁর বন্ধু তাঁকে Jimmy বলে ডাকবেন।]

Q. 5. *Why did Mr. Perceval refuse to believe that the three boys whose poems began with the same four lines had been 'pulling his leg'? What did he think himself?* [যে তিনটি ছেলের কবিতায় প্রথম চার ছত্রে পুরোপুরি মিল দেখা গেল তারা যে Mr. Perceval-এর সঙ্গে তামাসা করেছে একথা তিনি স্বীকার করতে চাইলেন না কেন ? তিনি নিজে কি ভেবেছিলেন ?]

Ans. Mr. Perceval refused to believe that they were 'pulling his leg', because such a possibility would compromise his dignity. He thought that they had entered into a secret understanding to deceive their Headmaster.

[তারা যে তাঁকে বোকা বানিয়ে মজা করার চেষ্টা করেছে, একথা Mr. Perceval এইজন্য মানতে চাইলেন না যে, তাতে তাঁর মর্যাদা নষ্ট হয়। তাঁর মনে হল, তাঁরা তাকে ঠকাবার জন্যে যোগসাজসে এই কাজ করেছে।]

Paragraphs 56-86

Gist. Mr. Perceval summoned the three boys after morning school that day. He showed them their papers and demanded how it was that each of their compositions commenced with the same four lines. The three poets exchanged glances in speechless astonishment. The Headmaster asked Smith if the lines were his. Smith evasively replied that he had written them. The Headmaster saw through the game and inquired if he was the author of those lines. Smith replied in the negative. So did Montgomery when the same question was put to him. Thereupon the Headmaster concluded that Morrison was the author. He pitied the boy, saying that he had been very badly treated by the other two, who had plucked the first fruit of his brain without taking the trouble to produce anything original.

As Mr. Perceval discharged Morrison, the latter said that he was not the author of the four lines in question. Evidently he was then indebted to another for those lines, and Mr. Perceval inquired if he was indebted to Smith. To this he said no. Nor was he indebted to Montgomery. He had found the lines on a piece of paper in the field, he said, for he thought that Evans would not like to be mixed up with this affair. At this point Montgomery also claimed to have found the lines in the same manner.

Mr. Perceval now grew sarcastic, and wanted to know if Smith, too, would say the same thing. Smith, however, said that he had got Reynolds to do the poem for him.

Montgomery said that he had found the paper near the infirmary, where Reynolds was convalescing. Morrison also said the same thing.

The Headmaster then wanted to know if Smith had resorted to that underhand means in order to gain the prize.

Smith, replying in the negative, said that Reynolds would corroborate that, if he had gained the prize he would have told the Headmaster everything.

Mr. Perceval then wanted to be satisfied as to the object in pursuing this deception.

To this Smith replied that he could not write poetry at all, but Reynolds liked it, and yet the rule was that every-one of the Sixth Form was to send in a poem.

Having made this confession, Smith expected to be severely taken to task for the misguided step he had taken. But nothing of that sort happened. In the inmost heart of Mr. Perceval lurked a quiet sense of humour. He remembered Mr. Wells's letter, and it dawned upon him that few things are as cruel as to force a prosaic person to write poetry. He dismissed the three boys.

সারার্থ ঃ সেদিন সকালবেলা ইস্কুলের পরে, ছেলে তিনটিকে তলব ক'রে পাঠালেন মিঃ পার্সিভ্যাল। কাগজ ক'খানা তাদের দেখতে দিয়ে, তিনি জানতে চাইলেন, তাদের প্রত্যেকেরই রচনা সেই একই চারটি ছত্র দিয়ে শুরু হ'ল কী করে। কবি তিনজন নির্বাক বিস্ময়ে পরস্পরের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করলে। হেডমাস্টার মশাই স্মিথকে জিজ্ঞেস করলেন, ছত্র কয়টি তারই কি না। আসল কথাটা এড়িয়ে যাবার চেষ্টায় স্মিথ বল্লে, সে ক'টি সে-ই লিখেছে বটে। হেডমাস্টার মশাই তার চালাকি ধরে ফেল্লেন, জিজ্ঞেস করলেন তিনি, ছত্র কয়টি তারই রচনা কি না। স্মিথ বল্লে, তা নয়। মন্টগোমারীকে সেই একই প্রশ্ন করা হলে, সে-ও তাই বল্লে। তা থেকে হেডমাস্টার মশাই সিদ্ধান্ত করলেন, ছত্র কয়টি হচ্ছে মরিসনের রচনা। তিনি তার জন্যে দুঃখ করে বল্লেন যে, অপর দু'জন বিনা পরিশ্রমে তার মস্তিষ্ক-প্রসূত প্রথম ফল তুলে নিয়ে তার প্রতি বড়ই অন্যায় ব্যবহার করেছে।

মিঃ পার্সিভ্যাল মরিসনকে ছেড়ে দিলেন। মরিসন তখন বল্লে, ছত্র কয়টি তারও রচনা নয়। তা হ'লে স্পষ্টতঃই সেজন্যে সে হ'ল অপর কারো কাছে ঋণী। মিঃ পার্সিভ্যাল জিজ্ঞেস করলেন, সে কি স্মিথের কাছে ঋণী। সে বল্লে, না। মন্টগোমারীর কাছেও ঋণী নয় সে। মাঠের মধ্যে একখানা কাগজ সে কুড়িয়ে পায়, তাতেই লেখা ছিল ঐ চারটি ছত্র। তার মনে হ'ল এ ব্যাপারের সঙ্গে জড়িয়ে পড়লে অসন্তুষ্ট হবে ইভান্স। মরিসনের কথা শেষ হ'তেই মন্টগোমারীও দাবি করে বসল যে, সে-ও ঐ ভাবেই ছত্র কয়টি কুড়িয়ে পেয়েছে।

এ কথা শুনে শ্লেষের ভাব জেগে উঠল মিঃ পার্সিভ্যালের মনে। তিনি জানতে চাইলেন, স্মিথও সেই একথা বলতে চায় না কি। স্মিথ কিন্তু বল্লে যে রেনল্ড্স্‌কে দিয়ে সে কবিতাটা লিখিয়ে নিয়েছে।

মণ্টগোমারী বল্লে, কবিতাটা সে কুড়িয়ে পায় রুগ্নাবাসের কাছে, রেনল্ড্স্‌ স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্যে সেখানেই রয়েছে। মরিসনও তাই বল্লে।

হেডমাস্টার মশাই তখন জানতে চাইলেন, পুরস্কার লাভের আশায়ই কি স্মিথ এমন অন্যায়ের আশ্রয় নিয়েছে।

স্মিথ বল্লে, তা যে নয় সে কথার সমর্থন পাওয়া যাবে রেনল্ড্স্‌-এর কাছ থেকেই। সে যদি পুরস্কার লাভ করত, তবে সব কথা খুলে বলত হেডমাস্টার মশাইকে।

তবুও সংশয় ঘুচল না মিঃ পার্সিভ্যালের। তিনি জানতে চাইলেন এ প্রতারণার উদ্দেশ্য কী ছিল।

সে প্রশ্নের উত্তরে স্মিথ বল্লে, সে মোটেই পদ্য লিখতে পারে না, রেনল্ড্স্‌ তা লিখতে ভালোবাসে, অথচ এদিকে নিয়ম হল যে, ষষ্ঠ মানের সবাইকেই পদ্য লিখতে হবে।

এই স্বীকারোক্তি ক'রে, স্মিথের আশঙ্কা হল, সে যে ভ্রান্ত পথ অবলম্বন করেছিল তার জন্যে তাকে এবার ভীষণ তিরস্কারের পাত্র হয়ে উঠতে হবে। কিন্তু তেমন কিছুই হল না। মিঃ পার্সিভ্যালের মনের গহনে লুকানো ছিল গভীর রসবোধ। মিঃ ওয়েল্‌স্‌-এর চিঠির কথা তাঁর মনে পড়ল, আর সঙ্গে সঙ্গেই এ কথা খেলে গেল তাঁর মনে যে, বেরসিক লোককে পদ্য লিখতে বাধ্য করার মতো নিষ্ঠুর কাজ সংসারে বড় একটা নেই-ই। ছেলে তিনটিকে ছেড়ে দিলেন তিনি।

Notes, etc. : *Purpose*—aim ; উদ্দেশ্য। *Did summon*—did send for ; তলব ক'রে পাঠিয়েছিলেন। *Painful*—involving pain ; কষ্টকর। *Interview*—meeting of person (especially for the purpose of discussion) ; সাক্ষাৎকার। *Method*—way of doing something ; পদ্ধতি। *Distinct*—easily discernible ; of a definite kind ; স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় এমন ; নির্দিষ্ট প্রকারের। *Advantages*—strong points ; সুযোগ-সুবিধা। *Criminal*—guilty person ; দোষী লোক। *Nervous*—excitable ; agitated ; sensitive to fear, anxiety, etc. ; উত্তেজনা-প্রবণ ; ভীতি বা উদ্বেগ-পরায়ণ। *Disposition*—tendency ; inclination ; personal cast of temper ; প্রবণতা ; স্বভাব। **Would give himself**

away—would reveal himself involuntarily, নিজেকে হারিয়ে ফেলবে (ধরা পড়ে যাবে)। **Upon the instant**—at once ; সঙ্গে-সঙ্গেই ; তক্ষুণি। **In any case**—whatever the fact may be ; যা-ই হক না কেন। *Likely*—probable ; such as might well happen ; সম্ভবপর ; হ'তে পারে এমন। *To startle*—to give shock of surprise to ; চমকে দেওয়া। *Repeated*—said over again ; আবার বল্লেন। *Glittering*—shining with bright tremulous light ; sparkling ; ঝকঝকে (দীপ্তিমান)। **Fixing Smith with a glittering eye**—fastening on Smith with a sparkling eye ; তীব্র (প্রদীপ্ত) দৃষ্টিতে স্মিথকে বিঁধে।

Continued—went on saying ; বলে যেতে লাগলেন। **Desired information**—wished to know some fact ; একটা ব্যাপার জানতে চাই। *Which none but you can supply*—যা তুমি ছাড়া আর কেউ দিতে পারে না। **How comes it**—এটা ঘটল কী ক'রে ? *Compositions*—রচনা কয়টি। *Commences*—begins ; আরম্ভ হয়েছে। *In speechless astonishment*—নির্বাক বিস্ময়ে।

Resumed—began again ; ফের শুরু করলেন। *Inspection*—looking closely into ; পরীক্ষা। *Explanation*—accounting for ; কৈফিয়ৎ। *To offer*—to tender ; দেবার মতো।

Prevaricate—make evasive or misleading statements ; palter with the truth ; এড়িয়ে যাবার মতো কি ভুল বোঝানোর মতো কথা বলা ; কথার মারপ্যাঁচ ক'রে সত্যকে এড়িয়ে যাওয়া। *Author*—writer ; originator ; লেখক ; উদ্ভাবক।

Are exonerated—are freed (from blame) ; (দোষ থেকে) মুক্ত হ'লে। *Have been exceedingly badly treated*—সাতিশয় মন্দভাবে ব্যবহৃত হয়েছে ; অর্থাৎ তোমার প্রতি বড়ই অন্যায় আচরণ করা হয়েছে। *The first fruit of your brain*—তোমার (মস্তিষ্ক-প্রসূত) প্রথম ফল। *Has been plucked*—তুলে নেওয়া হয়েছে। *Toiled not*—did not toil ; খাটে নি ; পরিশ্রম করে নি।

Indebted—in debt ; ঋণী। *Claimed*—দাবি করলে। *Tangle*—confused state ; জটিল ব্যাপার। *This from Montgomery*—This

was from Montgomery—এ হ'ল মন্টগোমারীর কাছ থেকে, অর্থাৎ সে-ই কথা বলে। *Bewildered*—preplexed ; confused ; হতবুদ্ধি।

A metallic ring—a tone or sound produced by striking some metal ; কোনো ধাতুতে আঘাত দিলে যেমন শব্দ কি সুর হয় তেমি সুর কি শব্দ (অর্থাৎ কর্কশ সুর)। *Sarcasm*—a taunt ; a bitter or wounding remark ; শ্লেষ।

Circumstances—posture of affairs at a time and place ; ঘটনাচক্রজাল। *To what circumstances for the lines ?*—এই ছত্রকয়টির জন্যে কী রকম ঘটনাচক্রের কাছে ঋণী তুমি ? **N. B.** Something seems to be missing immediately before this question. When Mr. Perceval, with sarcasm in his voice, inquired of Smith if he too, claimed to have found the poem on a piece of paper in the field, Smith might not have uttered a word, but he must have shook his head at any rate, to indicate that he had not. Without at least this, Mr. Perceval's next question appears to be rather out of context. এখানে কিছু বাদ পড়েছে, মনে হয়। মিঃ পার্সিভ্যাল যখন শ্লেষের সুরে জিজ্ঞেস করলেন, স্মিথও পদ্য-লেখা কাগজখানা মাঠের মধ্যে কুড়িয়ে পেয়েছে কি না, তখন স্মিথ মুখ ফুটে কিছু না বলে থাকলেও থাকতে পারে, কিন্তু নিশ্চয়ই মাথা নেড়ে এই ভাব ব্যক্ত করতে চেষ্টা করেছিল যে, সেভাবে তা পায় নি। অন্ততঃ এটুকু ছাড়া মিঃ পার্সিভ্যালের পরের প্রশ্নটি অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে।

Ah ! Then to what circumstances......for the lines ?—আঃ। তা হ'লে এই ছত্রকয়টির জন্যে কী রকম ব্যাপারের (ঘটনাচক্রের) কাছে ঋণী তুমি ?

Reynolds is in there—রেনল্ডস্ সেখানকার মধ্যে (রুগ্নাবাসের মধ্যে) রয়েছে। *Incoherently*—in a disconnected manner ; অসংলগ্নভাবে।

Resorted to—adopted as expedient ; সুবিধাজনক বলে গ্রহণ করেছিলে (আশ্রয় নিয়েছিলে)। *Underhand means*—clandestine ways ; secret methods ; methods not above board ; গোপন উপায় ; অন্যায় কৌশল।

Agreed—concurred ; একমত হয়েছিলুম। *Object*—thing aimed at ; end ; purpose ; উদ্দেশ্য ; অভিপ্রায় ; লক্ষ্যবস্তু। *Pursuing*—following ; অনুসরণ (অবলম্বন) করা। *Deception*—deceiving ; dishonest trick ; প্রবঞ্চনা ; অপকৌশল।

To burst—to explode, to come upon suddenly ; ফেটে পড়তে ; সহসা তুমুল আকার ধারণ করতে। *Waited for the storm to burst*—ঝড় ফেটে পড়বে ভেবে অপেক্ষা করতে লাগল, অর্থাৎ আশঙ্কা করতে লাগল হেডমাস্টার মশাই রাগে ফেটে পড়বেন।

System—(the body as functional whole) ; mental constitution ; মানসিক গঠন। *Far down in Mr. Perceval's system*—in the inmost heart of Mr. Perceval ; মিঃ পার্সিভ্যালের অন্তরের গভীর স্তরে। *Lurked*—was hidden ; লুকিয়ে ছিল। *A quiet sense of humour*—এক প্রশান্ত রসবোধ। *Situation*—posture of affairs, the way things stand at a particular moment ; অবস্থা। *Penetrated*—passed into ; প্রবেশ করল। *The situation penetrated to it*—that is to say, he realized how it had all come about. অবস্থাটা সেখানে (তাঁর মনের গহনে) প্রবেশ করল, অর্থাৎ তিনি বুঝলেন কিসে কী হ'ল। **Dawned upon him**—grew clear in his mind ; তাঁর অন্তরে প্রতিভাত হ'ল। *Crueller*—more cruel ; অধিকতর নিষ্ঠুর। *A prosaic person*—an unromantic or a commonplace or dull person ; গদ্যময় লোক, অর্থাৎ অরসিক লোক।

Expl. : The method had......to startle him.

These lines are quoted from P. G. Wodehouse's story, *The Prize Poem.* Here the author describes how Mr. Perceval conducted an interview to bring out the truth.

It was found that the poems submitted by Smith, Montgomery and Morrison began with the same four lines. This puzzled Mr. Perceval, the Headmaster. He summoned the three boys and asked them to tell why he had summoned them. Generally he started a painful interview with this question. The advantage of this method was that it always startled the culprit, who, if of a nervous temperament, gave himself away at once.

ব্যাখ্যা : এই লাইন কয়টি নেওয়া হয়েছে P. G. Wodehouse-এর লেখা *The Prize Poem* নামে গল্প থেকে। মিঃ পারসিভ্যাল কিভাবে কোন সাক্ষাৎকার পরিচালনার সময় সত্যকথা বার করতে চাইতেন এখানে লেখক তার বর্ণনা করছেন।

এটা দেখা গেল যে স্মিথ, মন্টগোমারি ও মরিসন এই তিনজন যে

কবিতা দাখিল করেছিল সেগুলোর প্রথম চার ছত্র পুরোপুরি একই লেখা। ব্যাপারটা প্রধান শিক্ষক মিঃ পারসিভ্যালকে হতবুদ্ধি করে তুলেছিল। তিনি তাদের তিনজনকে ডাকিয়ে এনে প্রথমেই বলতে লাগলেন কেন তিনি তাদের ডেকেছেন। সাধারণতঃ কোন কষ্টকর সাক্ষাৎকারের সময় মিঃ পারসিভ্যাল এই রকম পদ্ধতিই অনুসরণ করতেন। এর সুবিধা এই ছিল যে অপরাধী এই প্রশ্নে হকচকিয়ে যেত, আর সে যদি ভীতু স্বভাবের হত তবে সঙ্গে সঙ্গে ধরা পড়ে যেত।

Expl. : Far down in......prosaic person write poetry.

These lines quoted from the story, *The Prize Poem*, reflect the sense of reality and humour of Mr. Perceval, the Headmaster of St. Austin's College.

The poems submitted by Smith, Montgomery and Morrsion began with exactly the same four lines. Mr. Perceval, the Headmaster, was really perplexed at this. He summoned them.

On cross-examining them he found that none of them could write poetry. As the rules compelled everyone of the Sixth Form to send in a poem, Smith took the help of Reynolds who was in the infirmary, to write a poem for him. This frank confession softened the heart of the Headmaster. He had a deep sense of humour in him. He now realized that few things are as cruel as to force a prosaic person to write poetry. He did not take the boy to task for the misguided step he had taken. He dismissed all of them.

ব্যাখ্যা : *The Prize Poem* গল্প থেকে উদ্ধৃত এই অংশে সেন্ট অস্টিনস্ কলেজের প্রধান শিক্ষক মিঃ পারসিভ্যালের বাস্তবতাবোধ ও রসজ্ঞানের পরিচয় দেওয়া হয়েছে।

প্রতিযোগিতার জন্য স্মিথ, মন্টগোমারি ও মরিসন এই তিনজন যে কবিতা পাঠিয়েছিল তার প্রত্যেকটির প্রথম চার ছত্র ছিল হুবহু একই। এতে প্রধানশিক্ষক হতবুদ্ধি হয়ে যান। তিনি তাদের ডেকে পাঠান। তাদের জেরা করে তিনি বুঝলেন যে তারা কেউই কবিতা লিখতে জানে না, অথচ নিয়ম ছিল ষষ্ঠ মানের প্রত্যেককেই একটা করে কবিতা পাঠাতে হবে। স্মিথ রুগ্নাবাসে গিয়ে রেনলডস্-এর কাছ থেকে একটি কবিতা নিজের জন্য লিখিয়ে আনে। তার এই স্বীকৃতিতে প্রধান শিক্ষকের মনটা নরম হয়ে যায়। তাঁর মধ্যে ছিল গভীর রসবোধ। তিনি বেশ বুঝতে পারলেন যে

রসবোধহীন কোন ব্যক্তিকে কবিতা লিখতে বাধ্য করার মতো নিষ্ঠুরতার কাজ জগতে খুব অল্পই আছে। স্মিথ ভ্রান্ত পথ অনুসরণ করলেও তাকে তিনি কোনরূপ শাস্তি দিলেন না। তিনি তাদের সকলকেই ছেড়ে দিলেন।

Grammar and Composition : *If the criminal were*—Here the verb is plural after 'if', as it is in the Subjunctive Mood.

None but you—*but* (=except) is used here as a preposition.

Other uses of *but* : *Adverb* : She is *but* (=only) a child.

Rel pron (negative) : There is no mother *but* (=that not) loves her child.

অনুবাদ ঃ সেদিন সকালবেলা ইস্কুলের পরে তাঁর নিজের কক্ষে Smith, Montgomery আর Morrison-কে জিজ্ঞেস করলেন মিঃ প্যার্সিভ্যাল, 'এখন, কোন্ অভিপ্রায়ে তোমাদের তিনজনকে তলব ক'রে এনেছি আমি ?' কোনো অস্বস্তিকর সাক্ষাৎকারের ব্যাপার হলেই তিনি সচরাচর এই প্রশ্ন দিয়ে তার মুখবন্ধ করতেন। এ পদ্ধতিটির কতকগুলো বিশেষ সুবিধে ছিল। অপরাধী যদি সন্ত্রস্ত স্বভাবের লোক হ'ত, তবে তক্ষুণি সে ধরা দিয়ে ফেলত। যা-ই হ'ক না কেন, এতে ক'রে থাকত তাকে ভড়কে দেবার সম্ভাবনা। স্মিথকে খরদৃষ্টিতে বিদ্ধ ক'রে ফের বল্লেন হেডমাস্টার মশাই, 'কোন্ অভিপ্রায়ে ?'

তারপর সেই কথারই জের টেনে ব'লে যেতে লাগলেন মিঃ পার্সিভ্যাল, 'আমিই বলছি তোমাকে। এর কারণ হচ্ছে এই যে আমি চাই তথ্য, তার তা তুমি ছাড়া কেউই সরবরাহ করতে পারবে না। এ ব্যাপার কী করে ঘটল যে, পদ্য পুরস্কারের জন্যে তোমাদের প্রত্যেকেরই রচনা শুরু হয়েছে অবিকল এই ছত্র দিয়ে ?' কবি তিনজন নির্বাক বিস্ময়ে পরস্পরের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করল।

ফের শুরু করলেন, তিনি, 'এই যে কাগজ তিনখানা। মিলিয়ে দেখো।' মিলিয়ে দেখা হয়ে গেলে জিজ্ঞেস করলেন তিনি, 'এখন, কী কৈফিয়ৎ দেবার আছে তোমাদের ? স্মিথ, এ কয়টি কি তোমার ছত্র ?

'আমি—অ্যাঁ—আঃ—ওগুলো লিখেছি, স্যার।

'সত্যের অপলাপ করবার চেষ্টা ক'রো না, স্মিথ। এগুলো কি তোমার রচনা ?'

'না, স্যার।'

'আঃ ? বেশ কথা। তবে কি তোমার, মণ্টগোমারী ?'

না, স্যার।'

'বেশ কথা। তা' হলে তুমি মরিসন, সমস্ত দোষ থেকে অব্যাহতি পেলে। তোমার প্রতি যার-পর-নাই অন্যায় আচরণ করা হয়েছে। তোমার মস্তিষ্ক-প্রসূত প্রথম ফল—আঃ—তুলে নিয়েছে অন্যেরা, তারা কোনো পরিশ্রম করেনি। তুমি যেতে পার, মরিসন্।'

'কিন্তু, স্যার—'

'তবে কী, মরিসন্?'

'আমি ও সব লিখি নি, স্যার।

'আমি—আঃ—তোমার কথা ঠিক বুঝে উঠতে পারছি নে, মরিসন। তুমি বলতে চাও কি যে, এ কয়টি ছত্রের জন্যে অপর কারো কাছে ঋণী তুমি?

'হ্যাঁ স্যার।'

'স্মিথের কাছে?'

'না, স্যার।

'মন্টগোমারীর কাছে?'

'না, স্যার।'

'তা হ'লে মরিসন, আমি কি জানতে পারি কার কাছে ঋণী তুমি?

'মাঠের মধ্যে একখানা কাগজে ছত্রকয়টি লেখা পড়ে রয়েছে দেখলুম, স্যার।' আবিষ্কারটা সে নিজেরই ব'লে জাহির করলে, কেন-না তার মনে হ'ল এই জট পাকানো ব্যাপারের বাইরে থাকাই ভালো মনে করবে ইভান্স।

'আমিও সেভাবেই পাই, স্যার।' এ হ'ল মন্টগোমারীর মুখের উক্তি। হতবুদ্ধির মতো দেখাতে লাগল মিঃ পার্সিভ্যালকে, বাস্তবিক তিনি হয়েও পড়েছিলেন তাই।

'আর তুমিও কি, স্মিথ, পদ্যটা কুড়িয়ে পেয়েছ মাঠের মধ্যে একখানা কাগজের উপর?' তাঁর কণ্ঠস্বরে শোনা গেল শ্লেষের কর্কশ সুর।

[মাথা নেড়ে 'না' বল্লে স্মিথ]

'আঃ! তবে ছত্রকয়টির জন্য কোন্ ঘটনাচক্রের কাছে ঋণী তুমি?'

'আমার জন্যে রেন্লডস্‌কে দিয়ে এটা করিয়েছিলুম স্যার।'

মন্টগোমারী কথা কইলে। 'রুগ্নাবাসের কাছে কাছেই কাগজখানা আমি কুড়িয়ে পাই, স্যার। রেন্ল্ডস্ সেখানেই আছে।'

অসংলগ্ন ভাবে ব'লে উঠল মরিসন, 'আমিও তেমিভাবেই এটা পাই স্যার।'

'তবে কি এ কথাই আমায় বুঝতে হবে, স্মিথ, যে পুরস্কার লাভের লোভে তুমি গোপনে এমন একটা কাণ্ড করেছিলে?'

'না, স্যার, আমরা এ বিষয়ে একমত ছিলুম যে, আমায় পুরস্কার পাবার

মতো বিপদে পড়তে হবে না। তবে নিতান্তই যদি তা' পেতুম, তা' হলে কথা খুলে বলতুম আপনাকে। রেনল্ড্‌স আপনাকে তাই বলবে, স্যার।'

'তবে এই প্রতারণার আশ্রয় গ্রহণের উদ্দেশ্য কি ছিল তোমার?'

'তা' স্যার, নিয়ম অনুসারে প্রত্যেককেই একটা কিছু দাখিল করতে হবে কিন্তু আমি মোটেই পদ্য লিখতে পারি নে, আর রেনল্ড্‌স্ তা ভালোবাসে তাই তাকে আমি ওটা করে দিতে বলেছিলুম।'

এই বুঝি উদ্যত রোষ তার মাথার 'পরে ভেঙে পড়ে, এই আশঙ্কায় কর গুণতে লাগল স্মিথ। কিন্তু তার কিছুই হল না। মিঃ পার্সিভ্যালের মনের গহনে লুকানো ছিল এক প্রশান্ত রসবোধ। সমস্ত ব্যাপারখানা সেখানে গিয়ে প্রবেশ করল। তারপর তাঁর মনে পড়ল পরীক্ষক মশায়ের চিঠিখানার কথা। এই সত্য তাঁর অন্তরে প্রতিভাত হয়ে উঠল যে অরসিক লোককে কবিতা লিখতে বাধ্য করার মতো নিষ্ঠুরতার কাজ সংসারে অল্পই আছে।

তিনি বল্লেন, 'তোমরা যেতে পার।' তারা তিনজন চলে গেল।

Short Questions and Answers

Q. 1. *Whom did the Headmaster summon in his office? Why did he summon them?* [প্রধান শিক্ষক তাঁর অফিসে কাদের ডেকে পাঠিয়েছিলেন? কেন তিনি তাদের ডেকেছিলেন?]

Ans. The Headmaster summoned Smith, Montgomery and Morrison, the three students of the Sixth Form of his school. The poem submitted by these three boys began with the same four lines. The Headmaster summoned them to this mystery.

[প্রধান শিক্ষক ডেকে পাঠিয়েছিলেন তাঁরই স্কুলের ষষ্ঠ মানের তিনজন ছাত্রকে—স্মিথ, মন্টগোমারি এবং মরিসন। এরা যে কবিতা দাখিল করেছিল তার প্রত্যেকটির প্রথম চার পঙক্তিতে হুবহু মিল দেখে এর রহস্য উদ্ঘাটনের জন্যই তিনি তাদের ডেকে পাঠান।]

Q. 2. 'He generally began a painful interview with this question'—*Who was 'he'? What was the question referred to here? What were the advantages of his method?* [তিনি বলতে কাকে বুঝাচ্ছে? এখানে কোন প্রশ্নকে উল্লেখ করা হয়েছে? তাঁর এই পদ্ধতির কি সুবিধা ছিল?]

Ans. Mr. Perceval, the Headmaster, is referred to here 'he'. He generally began a painful interview by inquiring

of the boys the purpose of summoning them to his presence. The advantage of this method was that it always startled the culprit, who, if of a nervous tempertment, gave himself up at once.

[এখানে প্রধান শিক্ষক মিঃ পারসিভ্যালকে 'তিনি' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কোন কষ্টকর সাক্ষাৎকারের সময় তিনি প্রথমেই ছেলেদের জিজ্ঞাসা করতেন, কেন তিনি তাদের ডেকে পাঠিয়েছেন। এ পদ্ধতির বিশেষ সুবিধা ছিল এই যে, অপরাধীকে তা হকচকিয়ে দিত। আর ভীরু স্বভাবের ছেলে হলে সঙ্গে সঙ্গে সে ধরা পড়ে যেত।]

Q. 3. *What was the Headmaster's conclusion when neither Smith nor Montgomery claimed the authorship of the four lines of the poem? What did he do then?* [স্মিথ বা মণ্টগোমারি কেউ-ই যখন সেই চার ছত্রের লেখক হিসাবে দাবী করল না, তখন প্রধান শিক্ষক কি সিদ্ধান্ত নিলেন? তারপর তিনি কি করলেন?]

Ans. When neither Smith nor Montgomery claimed the authorship of the four lines in question, the Headmaster naturally concluded that Morrison was the author. He pitied the boy, saying that he had been very badly treated by his class-fellows, who had plucked the first fruit of his brain without doing a stroke of real work themselves. He gave Morrison leave to go.

[যখন স্মিথ বা মণ্টগোমারী কেউই সে চার ছত্র পদ্যের রচয়িতা ব'লে নিজে দাবি করলে না, তখন হেডমাস্টার মশায় স্বভাবতই সিদ্ধান্ত করলেন যে, মরিসনই আসল লেখক হবে। তিনি দুঃখ ক'রে বল্লেন, মরিসনের সতীর্থরা তার মস্তিষ্কপ্রসূত প্রথম ফল বিনা শ্রমে তুলে নিয়ে তার প্রতি খুবই দুর্ব্যবহার করেছে। তিনি তাকে ছুটি দিলেন।]

Q. 4. *How did the truth come out at last?* [শেষ পর্যন্ত সত্য ঘটনা কিভাবে প্রকাশ পেল?]

Ans. Smith at last said that he had got the poem done by Reynolds, and both Montgomery and Morrison said that they had found the papers in the field near the infirmary where Reynolds was convalescing. Smith further said that it had been arranged between him and Reynolds that, if he had got the prize he would have told the Headmaster all about it. He had got it done by Reynolds because he could not write

poetry at all, and yet the rules compelled everybody to send in something.

[শেষ অবধি স্মিথ স্বীকার করল যে, সে রেনলড্‌স্‌কে দিয়ে পদ্যটা লিখিয়ে নিয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে মণ্টগোমারি আর মরিসন বলে উঠল, তারা রুগ্নাবাসের কাছেই মাঠে কাগজ দুখানা কুড়িয়ে পায়, আর রেনলডস্‌ সেখানেই আছে। স্মিথ এ কথাও বল্লে যে, তার আর রেন্‌লডসের মধ্যে স্থির হয়েছিল, পুরস্কার পেলে সে হেডমাস্টার মশায়কে সব কথা খুলে বলবে। সে মোটেই পদ্য লিখতে পারে না, অথচ নিয়ম আছে যে, প্রত্যেককেই কিছু না-কিছু লিখে পাঠাতে হবে, তাই সে অন্যকে দিয়ে ওটা লিখিয়ে নিয়েছিল।]

Q. 5. *What led the Headmaster to think that Smith pursued a dishonest way to win the prize?* [প্রধান শিক্ষকের এরূপ ধারণা কেন হল যে পুরস্কারের লোভে স্মিথ অসৎ পন্থা অবলম্বন করেছে ?]

Ans. Smith confessed before the Headmaster that he had the poem written by Reynolds for him and submitted it. This led the Headmaster to think that Smith took unfair means to win the prize.

[প্রধান শিক্ষকের কাছে স্মিথ স্বীকার করল যে, যে-কবিতাটি সে দাখিল করেছিল সেটা সে রেনল্ডস্‌কে দিয়ে লিখিয়ে নিয়েছে। এই কথা থেকেই প্রধান শিক্ষকের ধারণা হল যে স্মিথ পুরস্কারের লোভে অসদুপায় গ্রহণ করেছে।]

Q. 6. *Why did not the Headmaster flare up when Smith said that he had asked Reynolds to write the poem for him?*

[স্মিথ যখন স্বীকার করল যে সে রেনল্ড্‌স্‌কে দিয়ে কবিতাটি লিখিয়ে নিয়েছে, তখন প্রধান শিক্ষক রেগে উঠলেন না কেন ?]

Ans. On cross-examining the three boys the Headmaster found that none of them could write poetry but the rules compelled everyone of their class to send in a poem. He now realised that to compel prosaic persons to write poems was an act of injustice. It was a cruel thing. So he did not flare up at the frank confession of Smith.

[ছেলে তিনটিকে জেরা করে প্রধান শিক্ষক বুঝতে পারলেন যে তাদের কেউই কবিতা লিখতে পারে না, অথচ আইনে তাদের শ্রেণীর প্রত্যেককেই কবিতা লিখে পাঠাতে বাধ্য করা হত। তিনি উপলব্ধি করতে পারলেন যে বেরসিক লোককে কবিতা লিখতে বাধ্য করাটা একটা অবিচার, একটা নিষ্ঠুর কাজ। এই জন্যই স্মিথের খোলাখুলি স্বীকৃতিতে তিনি ক্রুদ্ধ হন নি।]

Paragraph 88

Gist : At the next Board Meeting, the Headmaster's plea for altering the rules for Sixth Form Poetry Prize was accepted and it was decided that from thence onward no one need compete unless he wanted to.

সারার্থ ঃ পর্ষদের পরবর্তী অধিবেশনে ৬ষ্ঠ মানের পদ্য প্রতিযোগিতার নিয়মাবলী পরিবর্তনের জন্যে হেডমাস্টার মশায়ের প্রস্তাব গৃহীত হওয়ায় স্থির হ'ল যে তখন থেকে আর যে প্রতিযোগিতা করতে চায় না তার প্রতিযোগিতায় না নামলেও চলবে।

Notes. etc. : *Board Meeting*—i. e., the meeting of the school committee ; অর্থাৎ যে পর্ষদের উপর স্কুল-পরিচালনার ভার তার অধিবেশন। *Was decided*—was settled ; স্থির করা হল। *Mainly*—principally ; প্রধানতঃ। **Owing to**—on account of ; জন্যে ; বশতঃ। *Influence*—power ; প্রভাব। *Eloquent*—fluent and powerful in the use of language ; অনর্গল ও ওজস্বিনী। *Speech*—lecture ; বক্তৃতা। *To alter*—to change in character ; পরিবর্তন করা। **So that**—যাতে করে। *From thence onward*—সেই থেকে তার পরবর্তী কাল পর্যন্ত। *No one need compete*—কাউকে প্রতিযোগিতা করতে হবে না। *Unless*—if not ; যদি না। *Felt*—had the feeling ; অনুভব করে। *Filled*—been full ; পরিপূর্ণ। *Immortal*—undying ; unfading ; অমর ; অবিনাশী। *The immortal fire*—the undying fire, i. e., poetic inspiration ; অনির্বাণ অনল, অর্থাৎ কাব্য-প্রেরণা। **N. B.** Humorously spoken.

Grammar and Composition : *Owing to*—preposition phrase. *Eloquent* (adj.) ; *eloquence* (n.) ; *eloquently* (adv.)

Note the difference between *alter* and *altar* : *alter* (v.)= change in character (পরিবর্তন করা) ; *altar* (n.)=flat-topped block for offering to deity (বেদী).

অনুবাদ ঃ পর্ষতের পরবর্তী অধিবেশনে হেডমাস্টার মশাই সাতিশয় ওজস্বিনী ভাষায় অনর্গল যে বক্তৃতা করে গেলেন, প্রধানতঃ তারই প্রভাবে ৬ষ্ঠ মানের পদ্য-প্রতিযোগিতার নিয়মাবলী পরিবর্তন করা হবে স্থির হল যাতে করে যে তার নিজেকে সেই অনির্বাণ অনলে পরিপূর্ণ ব'লে বোধ না করে এমন কারুরই সেই থেকে আর প্রতিযোগিতা না করলেও চলবে।

Short Questions and Answers

Q. 1. *What steps were taken to alter the rules for the Sixth Form Poetry Prize?* [ষষ্ঠ মানের কবিতা প্রতিযোগিতার নিয়মাবলী বদলাবার জন্যে কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল ?]

Ans. At the next Board meeting of the College, the Headmaster delivered a powerful speech in favour of altering the rules for the Sixth Form Poetry Prize. The members of the Board were influenced by that speech and it was decided that from thence onward no one need compete unless he wanted to.

[স্কুল কমিটির পরবর্তী বৈঠকে প্রধান শিক্ষক ষষ্ঠ মানের কবিতা প্রতিযোগিতার নিয়মাবলী পরিবর্তনের জন্যে এক জোরাল বক্তৃতা দেন। কমিটির সভ্যরা এই বক্তৃতায় প্রভাবিত হন, এবং সিদ্ধান্ত হয় যে তখন থেকে যার ইচ্ছা হবে না, তার প্রতিযোগিতায় না নামলেও চলবে।]

QUESTIONS AND ANSWERS

Q. 1. Give the story of 'The Prize Poem' in your own words. [The Prize Poem গল্পটা নিজের ভাষায় লেখো।]

Ans. [**See Summary**]

Q. 2. What was the misanthropic man's aim behind providing for an annual prize for the best poem by a member of the Sixth Form of St. Austin's College ? [St. Austin's College-এর ষষ্ঠ মানের ছাত্রদের বার্ষিক কবিতা প্রতিযোগিতার পুরস্কার স্বরূপ অর্থ গচ্ছিত রাখার পিছনে মানব-বিদ্বেষী লোকটির কি উদ্দেশ্য ছিল ?]

Ans. The man in question wished to kill two birds with one stone : (1) he wanted to keep his memory alive after death, and at the same time, (2) to harass a certain section of mankind.

[মানব-বিদ্বেষী সেই ব্যক্তিটি এক ঢিলে দুই পাখি মারবার মতলব করেছিলেন,—(১) তিনি মৃত্যুর পর নিজের স্মৃতি অক্ষয় রাখতে চেয়েছিলেন, এবং সেই সঙ্গেই (২) মানবজাতির একাংশকে জ্বালাতন করতে চেয়েছিলেন।]

Q. 3. How did the misanthropic man try to give effect to his dual purpose ? [মানব-বিদ্বেষী লোকটি তাঁর দ্বিবিধ মতলব কি ভাবে হাসিল করতে চেয়েছিলেন ?]

Ans. With a view to perpetuating his memory after death, and at the same time harassing a certain section of mankind, (1) the rich misanthrope set aside by will, a sum of money for an annual prize for the best poem by a student of the Sixth Form of St. Austin's College, on a subject to be selected by the Headmaster. (2) He also made it a condition that every member of the Form must compete for the prize.

[মৃত্যুর পরে নিজের স্মৃতিরক্ষা করার জন্য ও সেই সঙ্গে কিছু মানুষকে জ্বালাতন করতে মানব-বিদ্বেষী ধনী ব্যক্তিটি (১) উইল করে কিছু টাকা বরাদ্দ করে রাখলেন যা ব্যয় করা হবে সেণ্ট অস্টিন কলেজের ষষ্ঠ মানের ছাত্রদের লেখা শ্রেষ্ঠ কবিতার জন্য বার্ষিক পুরস্কার দেবার উদ্দেশ্যে। বিষয়-বস্তু ঠিক করে দেবেন প্রধান শিক্ষক। (২) তিনি একটি শর্ত করে দিলেন যে ষষ্ঠ মানের প্রত্যেক ছাত্রকেই এই প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে হবে।]

Q. 4. (a) **Who was indirectly responsible for altering the rules for Sixth Form Poetry Prize?** (b) **State in brief how he was responsible for it.** (c) **What alteration in the rules was made ?**

[(ক) ষষ্ঠ মানের কবিতা-প্রতিযোগিতার নিয়ম-কানুন পরিবর্তনের জন্য পরোক্ষভাবে দায়ী ছিল কে ? (খ) সে কিভাবে এর জন্য দায়ী ছিল তা সংক্ষেপে বর্ণনা কর। (গ) নিয়ম-কানুনের কিরূপ পরিবর্তন করা হয়েছিল ?]

Ans. (a) Reynolds of the Remove was indirectly responsible for altering the rules for the Sixth Form Poetry Prize.

(b) While he had been convalescing after an attack of German measles Smith of the Sixth Form paid him a visit at the infirmary, and in course of the conversation he heard from Smith that the subject for that year's poem had already been announced. It was The College. Smith could not write poetry, but Reynolds could, in a way though. He proposed to write a poem for Smith on condition that, if it got the prize, Smith would tell the Headmaster all about it. He also convinced Smith of his ability by composing four lines then and there. When Smith left, he sat down to finish the poem, but could not do so. Every time he felt frustrated, he made out a fresh copy of the original four lines. Suddenly the door flew wide open and in came Mrs. Lee with his tea. The manuscripts on the table were swept out of the window by the wind, and lay on the grass outside.

Without trying to get them back, Reynolds attacked the tea. These manuscripts were, later on, picked up by Montgomery of the Sixth Form and Evans, who had been asked by Morrison, also a member of that Form, to hunt up some tags for the poem. The day before the poems had to be submitted, Smith came to Reynolds for the promised poem, but received only the first four lines instead, for Reynolds had neglected to complete the fragment. Thus the three boys sent in their poems, each of which began with the same four lines.

When the examiner, Mr. Wells, drew the Headmaster's attention to it, the latter summoned the three boys, and began to question them severely. Montgomery and Morrison said that they had come across the four lines, at different times, on two pieces of paper in the field, and Smith confessed that he had got the poem done by Reynolds because he could not write poetry himself. Thus the Headmaster came to know that the real author of the lines was Reynolds. He also realized that there are few crueller things than to make a prosaic person write poetry.

(c) At the next Board Meeting, the Headmaster strongly pleaded for altering the rules of the Sixth Form Poetry Prize. It was accordingly decided that from thence onward no one who did not like to compete for the prize should be compelled to do so.

[(ক) ষষ্ঠ মানের কবিতা-প্রতিযোগিতার নিয়মকানুন পরিবর্তনের পরোক্ষ কারণ ছিল নিম্নশ্রেণীর Reynolds.

(খ) হামে আক্রান্ত হবার পরে Reynolds যখন কলেজের রুগ্নাবাসে আরোগ্য লাভ করছিল তখন একদিন ষষ্ঠমানের Smith এল তার সঙ্গে দেখা করতে। তার কাছ থেকে Reynolds জানতে পারল যে সেই বছরের কবিতা প্রতিযোগিতার বিষয়বস্তু নির্বাচিত হয়েছে 'কলেজ'। Smith আদৌ কবিতা লিখতে পারত না, তবে Reynolds-এর এ ব্যাপারে কিছু বাতিক ছিল। সে Smith-এর জন্য একটা কবিতা লিখে দিতে চাইল তবে এই সর্তে যে পুরস্কার পেলে প্রধান-শিক্ষকের কাছে সব কথা প্রকাশ করতে হবে। চার ছত্রের এক কবিতা সে লিখেও ফেলল। স্মিথ চলে গেলে সে কবিতাটা শেষ করতে বসল। কিন্তু বারবার কাগজ পাল্টে লিখতে গিয়েও ঐ চার ছত্র ছাড়া তার আর কিছু লেখা হল না। হঠাৎ Mrs. Lee তার চা নিয়ে ঘরে ঢুকলেন। দরজাটা

তিনি হাঁ করে খুলে প্রবেশ করতেই বাতাসের বেগে Reynolds-এর লেখা কবিতার কাগজগুলো জানালা দিয়ে উড়ে বাইরে চলে গেল। সেগুলো মাঠে পড়ে থাকল। Reynolds আর সেগুলো কুড়িয়ে আনবার উদ্যোগ করল না। ঘটনাচক্রে ঐ লেখা কবিতার একখানা ষষ্ঠ মানের ছাত্র Montgomery এবং আর একখানা ঐ শ্রেণীরই Morrison-এর অনুচর Evans কুড়িয়ে পেল। কবিতা দাখিলের আগের দিন Smith এল Reynolds-এর কাছে কবিতাটা নিতে। Reynolds ঐ চার ছত্রই তাকে লিখে দিল, কারণ কবিতাটা সে আর শেষ করে নি। এইভাবে তারা তিনজন যে কবিতাগুলো পাঠালো তার প্রথম চার ছত্র হুবহু একই থেকে গেল। কবিতা প্রতিযোগিতার পরীক্ষক এটা লক্ষ্য করলেন এবং ব্যাপারটা প্রধান-শিক্ষকের গোচরে আনলেন। প্রধান শিক্ষক ঐ তিনজনকে তলব করে এনে প্রশ্ন করতে শুরু করলেন। Montgomery ও Morrison বলল তারা রুগ্নাবাসের কাছে এই চার ছত্রের কবিতা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে কুড়িয়ে পেয়েছে। Smith স্বীকার করল যে নিজে কবিতা লিখতে জানে না বলে সে Reynolds-এর কাছ থেকে এই চার ছত্র লিখিয়ে নিয়েছে। প্রধান শিক্ষক এতক্ষণে বুঝলেন যে এই চার ছত্র রচনা করেছে Reynolds; তিনি এটাও অনুভব করলেন যে গদ্যময় লোকদের পদ্য লিখতে বাধ্য করার মতো নিষ্ঠুর কাজ অল্পই আছে।

(গ) বোর্ডের পরবর্তী সভায় ষষ্ঠ মানের কবিতা প্রতিযোগিতার নিয়ম পালটাবার জন্য প্রধান শিক্ষক জোরালো যুক্তি দিলেন। ফলে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হল যে তখন থেকে যার ইচ্ছা হবে না তাকে আর কবিতা লিখতে বাধ্য করা হবে না।]

Q. 5. Describe (a) how Reynolds tried to complete the fragment he had composed, and (b) how two editions of 'An Ode to the College' went out of his hand.
[বর্ণনা কর: (ক) Reynolds তার অসমাপ্ত কবিতাটি কি ভাবে সমাপ্ত করার চেষ্টা করছিল, এবং (খ) কি ভাবে 'An Ode to the College'-এর দুটি সংস্করণ তার হাতের বাইরে চলে গিয়েছিল?]

Ans. (a) When Smith left, Reynolds drew up a chair and table to the open window, and sat down to complete the fragment he had composed off-hand. The first thing he did was to write down the four lines that had already been spun out of his head. Then he began chewing a pen, as though he were deep in thought. After a few minutes, he wrote another

four lines, but as they were not to his liking, he immediately crossed them out, and got a fresh piece of paper. Now he copied out the first four lines again, and once again he fell to chewing his pen. When he had eaten the pen to a stump, he jotted down the two words 'boys' and 'joys' at the end of separate lines, so that when he would fill in the blanks he would not have to rack his brains for rhymes. This, however, led him to get a third piece of paper, on which he copied out the first four lines in his best handwriting, with the title 'An Ode to the College' in printed letters at the top. This became a sort of edition de luxe of his poem. He then began to admire the neat effect of this, like a connoisseur of beauty.

(b) As he was doing this, forgetful of everything else in the world, suddenly the door flew wide open, and in came Mrs. Lee, an elderly lady of energetic habits, whose duty it was to wait on and feed the sick and wounded in the infirmary, with his tea and titbits. As soon as the door of the sick-room was flung open, in rushed the pent-up wind and established what is popularly called 'a thorough draught'. The air was thick with flying papers, and when it was calm again two 'editions' of the Ode, swept clean out of the window by the wind, were lying on the grass outside.

Reynolds made no attempt to retrieve his vanished work, but preferred to do justice to his tea. As for him, those three sheets of paper were a closed book.

(ক) Smith বিদায় নেবার পরই Reynolds চেয়ার-টেবিল টেনে নিল খোলা জানালার পাশে এবং যে চার ছত্র কবিতাংশ সে লিখেছিল তা সম্পূর্ণ‍তে লেগে গেল। একখানা কাগজে ঐ চার ছত্র লিখে সে গভীর চিন্তামগ্ন হয়ে কলম চিবোতে লাগল। কিছুক্ষণ পরে সে আরও চার ছত্র লিখল, কিন্তু মনঃপূত না হওয়ায় সেগুলো কেটে দিল। আবার একখানা কাগজ নিয়ে সে প্রথম চার ছত্র আবার লিখল এবং পুনরায় কলম চিবোতে থাকল। কিছু পরে সে দুটো ছত্রের শেষে 'boys' এবং 'joys' লিখে নিল, যাতে ছত্র দুটো শেষ করলে শব্দের মিল করা সহজ হয়। এবার সে তৃতীয় একখানা কাগজ নিল, এবং তার ওপর শিরোনামা দিল 'An Ode to the College'—ছাপার অক্ষরের মতো করে। সে তখন সেদিকে তাকিয়ে নিজেই নিজের পরিশ্রমের ফলকে প্রশংসা করতে আরম্ভ করল।

(খ) Reynolds যখন নিবিষ্টচিত্তে কবিতা লেখায় ব্যস্ত, তখন হঠাৎ

একসময় তার ঘরের দরজাটা খুলে গেল, সঙ্গে সঙ্গে রুগ্নাবাসের কর্মতৎপরা বর্ষীয়সী মহিলা Mrs. Lee ঘরে প্রবেশ করলেন তার চা-জলখাবার নিয়ে। তাঁর কাজ ছিল অসুস্থ ও আহতদের দেখাশোনা করা ও খাওয়ানো। দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে এক দমকা বাতাস এসে Reynolds-এর লেখা কবিতার দু'খানা কাগজ জানলা দিয়ে বাইরে একেবারে মাঠে নিয়ে ফেলল। Reynolds ঐ কাগজগুলো উদ্ধার করার কোনরকম চেষ্টা না করে চা-পানে মন দিল, কারণ সে জানত ঐ চার ছত্র তার মনে থাকবে এবং আবার লিখে নিতে পারবে।

Q. 6. (a) How did Morrison come by the poem composed by Reynolds? (b) Did he make any change in it? [(ক) Morrison কি ভাবে Reynolds-এর লেখা কবিতাংশ পেয়েছিল? (খ) সে কি তার কোন পরিবর্তন করেছিল?]

Ans. (a) Morrison did not come by Reynold's poem himself, as Montgomery had done. He got it from his fag, Evans, whom he had asked to hunt up some tags he could use for his own composition. Evans had come upon it on a piece of paper in the field between the pavilion and the infirmary.

(b) Morrison, so much taken up with enjoying his siesta while he should have been preparing for the examination seems to have been too lazy to make any additions or alterations in the fragment on hand.

[(ক) Montgomery-র মতো Morrison নিজে Reynolds-এর লেখা কবিতা কুড়িয়ে পায় নি। সে ওটা পেয়েছিল তারই অনুচর Evans-এর কাছে। Evans-কে সে কাব্যরচনার রসদ যোগাড় করতে নিয়োগ করেছিল। Evans কবিতাটা কুড়িয়ে পেয়েছিল রুগ্নাবাস ও তাঁবুর মাঝামাঝি মাঠের মধ্যে।

(খ) পরীক্ষার পড়া তৈরি না করে Morrison ঘুমিয়ে সময় কাটাচ্ছিল। ঘুম-কাতর হওয়ায় সে আর কবিতাটিতে কিছুই যোগ করেনি, কোন সংশোধনও করেনি।]

Q. 7. Why did Smith send in only a fragment for the Poetry Prize instead of a complete poem?

[পূর্ণাঙ্গ কোন কবিতার পরিবর্তে Smith কেন কবিতা-প্রতিযোগিতার জন্য কবিতার শুধু একটি অংশ পাঠিয়ে দিল?]

Ans. Smith could not write poetry. Reynolds who had

offered to write a poem for him, had actually sat down to complete the fragment he had composed. But this he found very difficult to do. Every time he was baffled, he made a fresh copy of the original four lines on a fresh piece of paper. When Mrs. Lee threw the door of the sick room open and entered with his tea, the copies were swept out of the window by the wind. He made no attempt to retrieve them, but fervidly attacked the tea. He argued within himself that he remembered the lines he had written, and could easily write them out again. Thus, so far as he was concerned, the sheets of paper blown away by the wind were a closed book.

When on the following Sunday, Smith came to inquire about the poem, he as good as said that, having got hold of a grand book, he had forgotten all about it. He even sought to console Smith by saying that the latter was not keen on getting the prize. But as it was obligatory on the part of Smith that he should send in a poem he asked him to send the fragment only. To meet Smith's objection, he argued that as there was nothing in the rules about length, the Headmaster would have to pass it. Since the last day for its submission was the day following, poor Smith had no choice but to accept with thanks the four lines Reynolds so obligingly handed over to him. That was the reason why Smith was forced to send in only a fragment instead of a complete poem for the Poetry Prize.

[Smith কবিতা লিখতে পারত না বলে Reynolds তাকে একটা কবিতা লিখে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু Reynolds তার অসমাপ্ত কবিতা সমাপ্ত করতে গিয়ে দেখল কাজটা বড় শক্ত। বার বার সে ব্যর্থ হয়ে এক-একখানা নতুন কাগজ নিয়ে এই চারটে ছত্র লিখল। এই অবস্থায় Mrs. Lee যখন তার জন্য চা নিয়ে ঘরে ঢুকলেন তখন তার লেখা কাগজগুলো এক দমকা বাতাসে বাইরে উড়ে গেল। ছত্রগুলো তার মনে ছিল বলে সে তার লেখাগুলো উদ্ধার না করে চায়ের দিকে নজর দিল। সে জানত, যখন খুসি সে আবার সেগুলো লিখে নিতে পারবে। পরের রবিবারে Smith যখন তার কাছে কবিতাটা নিতে এল, তখন সে এক অজুহাত দেখিয়ে বলল যে সে একদম ভুলে গেছে ওটা লিখে রাখতে। তাছাড়া Smith তো পুরস্কার পাবে না বলেই জানে। কিন্তু যেহেতু Smith-কে যে কোন একটা কবিতা দাখিল করতেই হবে, সেইজন্য Reynolds তাকে সেই অসমাপ্ত কবিতাটাই পাঠাতে বলে দিল। সে যুক্তি দিল যে কবিতাটা কত বড় হবে সে বিষয়ে কোন নিয়ম করা নেই। বাধ্য হয়ে

বেচারা Smith-কে সেই চার ছত্রের অসমাপ্ত কবিতাটাই নিতে হল, কারণ পরদিনই তাকে ওটা পাঠাতে হবে। এইভাবে Smith-কে প্রতিযোগিতার জন্য অসমাপ্ত কবিতা পাঠাতে হয়েছিল।]

Q. 8. What were the causes of Mr. Perceval's perturbation on receiving Mr. Wells's letter ? [Mr. Wells-এর চিঠি পেয়ে Mr. Perceval কি কি কারণে বিরক্ত বোধ করলেন ?]

Ans. Mr. Perceval was an elderly clergyman and Headmaster of a big residential school. He was a purist in speech and as we can safely aver, a stern disciplinarian, and a lover of decorum, who would not tolerate any slovenliness in speech or conduct. He had submitted, for examination, the poems for the Sixth Form Poetry Prize to Mr. Wells, a great college friend of his. Having looked them over, Mr. Wells had written him a very flippant letter from his sick-bed. The flippancy was perhaps partly due to his illness, for sick people generally love to brood over memories of the past. But most certainly was it due to his novel experience while going over the poems of those whom he described in his letter as comedians. Like a school-boy, he addressed his friend as 'Dear Jimmy'. This the revered gentleman could not like. 'Really, really', he commented, 'he should remember that we are not so young as we were'. Mr. Wells also made free use of slang in his letter out of mere freak. This the dignified Mr, Perceval could not be expected to put up with. As though all this were not enough, Mr. Wells threw out the horrible suggestion in his letter that the three comedians, in sending in poems, each of which began with the same four lines, had been pulling their Headmaster's dignified leg, and he made no secret of the fact that he could not help admiring their impudence. All these absurdities perplexed and perturbed Mr. Perceval on receipt of his friend's letter.

[Mr. Perceval ছিলেন একজন বর্ষীয়ান ধর্মযাজক, এবং এক আবাসিক কলেজের প্রধান শিক্ষক। কথাবার্তায় তিনি ছিলেন ভদ্র, তাছাড়া শৃঙ্খলা ও আদব-কায়দা সম্পর্কে তিনি ছিলেন কঠোর, কথায় বা আচরণে কোনরূপ নোংরামি তিনি সহ্য করতেন না। ষষ্ঠ মানের পুরস্কার প্রতিযোগিতার জন্য কবিতাগুলিকে পরীক্ষা করে দেখবার ভার তিনি দিয়েছিলেন তাঁরই এক

once wind rushed into the room violently and swept out of the room the papers on which the poem was written. Two copies of the poem composed by Reynolds had settled on the grass outside when calm was restored.

ব্যাখ্যা ঃ এই লাইন ক'টি P. G. Wodehouse-এর The Prize Poem নামে গল্প থেকে উদ্ধৃত হয়েছে।

ষষ্ঠ মানের ছাত্র স্মিথের জন্য একটা কবিতা লেখবার আগ্রহে রেনল্ড্‌স্ কাগজ-কলম নিয়ে বসল। সে ছিল হাসপাতালে। দুবার সে তার লেখা কেটে তৃতীয় একখানা কাগজ নিয়ে লিখতে আরম্ভ করল। ঠিক এই সময় মিসেস লী দরজা খুলে ঘরে ঢুকলেন চা নিয়ে। তিনি রুগীদের দেখাশোনা করতেন। মিসেস লী ঘরে ঢোকা মাত্র বাতাসের ঝাপটা ঘর থেকে কাগজগুলো উড়িয়ে নিয়ে গেল। বাতাস থেমে গেলে দেখা গেল রেনল্ড্‌সের লেখা কবিতার দুইখানি পাতা বাইরের ঘাসের উপর গিয়ে পড়ে আছে।

Expl. : *So, as far as.........a closed book.*

This is quoted from *The Prize Poem*, a story by P. G. Wodehouse.

The copies of the poem composed by Reynolds were swept out of the room by a sudden gust of wind, when Mrs. Lee entered the room with tea for him. Reynolds busied himself with taking tea at once. The copies of the poem he composed were lost. But he did not bother about these because he was sure that he could write the lines again from his memory. And in this sense the sheets of paper were a closed book to him.

ব্যাখ্যা ঃ P. G. Wodehouse-এর The Prize Poem নামে গল্প থেকে এই অংশটি নেওয়া হয়েছে।

মিসেস লী যখন চা নিয়ে ঘরে ঢুকলেন তখন বাতাসের এক ঝাপ্‌টা এসে রেনল্ড্‌সের লেখা কবিতার কপিগুলি ঘর থেকে উড়িয়ে বাইরে নিয়ে গেল। রেনল্ড্‌স তখনই চা পান করতে লেগে গেল। তার লেখা কবিতার কাগজগুলো হারিয়ে গেলেও তা নিয়ে তার মাথা ব্যথা ছিল না, কারণ তার বিশ্বাস ছিল যে স্মৃতি থেকে সে পুনরায় সেটা লিখে নিতে পারবে। এই দিক থেকে সেই কাগজগুলো তার কাছে নিষ্প্রয়োজন হয়ে থাকল।

Grammar and Composition : *de luxe*—[French] used as an adjective qualifying 'edition'.

Of advanced years and *(of) energetic habits*—adjective phrases, qualifying 'a lady'.

Flung wide—here *wide* is an adverb, modifying 'flung'.

At length—adverb phrase.

অনুবাদ ঃ একা হ'লে পর Reynolds গুরুগম্ভীরভাবে এমন একখানা ওড্ (গীতিকা) রচনায় আত্মনিয়োগ করলে যা তার কবি-প্রতিভার যথোপযুক্ত নিদর্শনস্বরূপ হয়ে থাকতে পারে, অর্থাৎ খোলা জানলার সামনে সে টেনে নিয়ে বসল একখানা চেয়ার আর টেবিল। আর একটু আগেই যে কয় ছত্র সে রচনা করে ফেলেছিল সে কয়টি লিখে ফেলে কলম চিবোতে লাগল। মিনিট কয়েক পরে আরও চারটি ছত্র লিখলে সে, কিন্তু সে-ক'টা কেটে দিয়ে হাতে নিলে এক তা নতুন কাগজ। তার উপরে প্রথম ছত্র চারটি ফের নকল করলে সে। তারপর কলম চিবোতে চিবোতে সেটাকে যখন সে ছোট একটা টুকরো করে ফেলেছে, তখন সে দুই আলাদা সারির শেষে লিখে রাখলে 'boys' আর 'joys' কথা দুটো। এর ফলে তাকে নিতে হ'ল তৃতীয় এক তা কাগজ। তার উপরে সে তার সবচেয়ে ভালো হাতের লেখায় তার মূল কবিতার এক রকমের এক শোভন সংস্করণ তৈরি করলে, আর তার মাথার উপরে ছাপার হরফে লিখে দিলে কবিতার নাম—An Ode to the College। সে ব'সে ব'সে মুগ্ধনেত্রে তারিফ করছে লেখাটার পরিচ্ছন্ন ছাপ, এমন সময় হঠাৎ দড়াম ক'রে দোর খুলে, আর তার চা খাবার নিয়ে ঘরে এসে ঢুকলেন মিসেস লী। মিসেস লী ছিলেন বয়স্কা আর করিতকর্মা স্বভাবের মহিলা। তাঁর উপর ছিল রুগ্নাবাসের অসুস্থ আর আহতদের পানাহারের বিধিব্যবস্থা করার ভার। তিনি রুগ্নকক্ষের দোরখানা ধাক্কা দিয়ে উদোম ক'রে খুলে ফেলার ফলে তৎক্ষণাৎ যাকে সচরাচর বলে 'অব্যাহত বায়ুস্রোত' তারই সৃষ্টি হ'ল ঘরময়। বাতাসে উড়তে লাগল রাশি রাশি কাগজের টুকরো, আর শেষ অবধি যখন ঝড় থেমে আবহাওয়া শান্ত হ'য়ে এল, 'An Ode to the College'-এর দু-দুটো সংস্করণ উড়ে গিয়ে পড়ল বাইরে ঘাসের উপর।

Reynolds তার অন্তর্হিত রচনার উদ্ধার সাধন করার কোন চেষ্টা না ক'রে চা আর খাবারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। কাব্যরস মধুর, কিন্তু চা খাবারের স্বাদ মধুরতর। তা' ছাড়া নিজের মনকে সে বোঝালে যে, সে যা যা লিখেছে তার সবই মনে আছে, সে আবার তা লিখে ফেলতে পারবে'খন। তাই, তার দিক থেকে, সেই তিনখানা কাগজ হয়ে রইল যেন অপাঠ্য গ্রন্থ।

Short Questions and Answers

Q. 1. *What did Reynolds do when he was left alone?* [স্মিথ চলে গেলে রেনল্ড্‌স্ কি করল ?]

Ans. When he was left alone, Reynolds engaged himself seriously in writing a poem.

[একা হলে পর রেনল্‌ড্‌স্‌ গুরুত্বসহকারে একটি কবিতা রচনায় মন দিল।]

Q. 2. *How did Reynolds set himself seriously to the composing of an ode ?* [রেনল্‌ডস্‌ কিরূপ গভীরভাবে কবিতা রচনার কাজে নিজেকে নিযুক্ত করেছিল ?]

Ans. Reynolds drew up a chair and table to the open window, wrote down the four lines he had already composed, and started chewing his pen in token of hard thinking.

[রেনলড্‌স্‌ খোলা জানলার সামনে চেয়ার টেবিল টেনে নিয়ে ব'সে এর আগেই যে চার ছত্র তৈরি ক'রে ফেলেছিল তা লিখে ফেল্লে ; তারপর যেন গভীরভাবে চিন্তা করছে এমন ভাব ধারণ করে তার কলম চিবোতে লাগল।]

Q. 3. *How did Reynolds produce a sort of edition de luxe of his work ?* [রেনল্‌ডস্‌ কি ভাবে তার রচনার শোভন সংস্করণ তৈরি করল ?]

Ans. After jotting down the words 'boys' and 'joys' at the end of separate lines, he took a fresh piece of paper and copied out the first four lines in his best handwriting with the title 'An Ode to the College' in printed letters at the top. This became a sort of edition de luxe of his work.

[দুই ছত্রের শেষে 'boys' ও 'joys' শব্দ দুটো লিখে ফেলার পর সে নতুন একখানা কাগজ নিয়ে তার সবচেয়ে সুন্দর হাতের লেখায় প্রথম চারটি ছত্র নকল করে তুলল, আর কাগজের মাথায় ছাপার হরফে লিখল কবিতাটির শিরোনাম, 'An Ode to the College'। এইভাবে তৈরি হল তার রচনার শোভন সংস্করণ।]

4. *Who was Mrs. Lee ? When and why did she enter the sick room of Reynolds ?* [মিসেস লী কে ছিলেন ? কখন এবং কেন তিনি রেনল্‌ডসের ঘরে প্রবেশ করলেন ?]

Ans. Mrs. Lee, an elderly lady, was in change of supplying the wants of the sick and wounded in the infirmary. She entered the room when Reynolds was busy composing the poem. She came to give him tea.

[বর্ষীয়সী মহিলা মিসেস লী কলেজের রুগ্নাবাসে অসুস্থ ও আহতদের

পানাহারের বিধিব্যবস্থা করার দায়িত্বে ছিলেন। রেনল্ডস্ যখন কবিতা লিখতে ব্যস্ত, তখন তিনি তাকে চা দেবার জন্য ঘরে প্রবেশ করেছিলেন।]

Q. 5. *How was his work lost while he was still at it?*

[লেখবার সময় তার লেখাগুলো হারিয়ে গেল কি ভাবে?]

Ans. Having produced a sort of edition de luxe of his unfinished work, he was admiring the net effect of it, when Mrs, Lee suddenly flung the door of the sick-room wide open, and entered with his tea. The window on the opposite side remaining open, the pent-up wind outside the door rushed violently inward, with the result that what is commonly called 'a thorough draught' was at once established. This swept away the manuscripts on the table out of the window, and they settled on the grass outside. Since Reynolds preferred to do justice to his tea instead of trying to get back the manuscripts, his work was irretrievably lost.

[তার রচনার শোভন সংস্করণ তৈরি ক'রে সে তারিফ করছে, এমন সময় মিসেস লী রোগীর ঘরের চওড়া দরজা হঠাৎ ধাক্কা দিয়ে উদোম ক'রে খুলে তার চা নিয়ে এসে ঘরে ঢুকলেন। বিপরীত দিকের জানালা ছিল খোলা। দোরের বাইরের আবদ্ধ বায়ু হঠাৎ ছাড়া পেয়ে সোঁ সোঁ ক'রে ঢুকে পড়ল আর চলতি কথায় যাকে বলে 'দমকা হাওয়ার টান' তারই ফলে টেবিলের উপরকার পাণ্ডুলিপি ক'খানা জানালা দিয়ে উড়ে বেরিয়ে গিয়ে বাইরে ঘাসের উপর পড়ে রইল। এদিকে সে সব কুড়িয়ে আনার চেয়ে রেনলডস্ চায়ের সৎকারেই মন দেওয়া বেশি ভালো বিবেচনা করল ব'লেই তার রচনা গেল একদম হাতের বাইরে চলে।]

Q. 6. *Why did not Reynolds try to retrieve his vanished work?*

[রেনলডস্ তার হারিয়ে যাওয়া কাগজগুলো উদ্ধারের আর চেষ্টা করল না কেন?]

Ans. Reynolds loved poetry, but he loved tea more. He also liked it hot. So he, still an invalid, thought it unwise to run after his vanished work, leaving his tea to get cold. Moreover, he took comfort in the thought that he remembered all that he had written, and could write it out again. So he did not try to get his vanished work back.

[কবিতা ভালোবাসত Reynolds, কিন্তু চা ভালোবাসত সে আরও বেশি। তা' ছাড়া গরম চা-ই ছিল তার পছন্দসই জিনিস। তাই সে, তখনও রোগ-দুর্বল, তাঁর চা জুড়িয়ে যাবে বলে তার অদৃশ্য রচনার পিছু ধাওয়া করা

যুক্তিযুক্ত মনে করল না। তা' ছাড়া নিজেকে সে এই ভেবে সান্ত্বনা দিলে যে, সে যা লিখেছে তার সবই তার মনে আছে, আবার তা লিখে ফেলতে পারবে। তার অদৃশ্য রচনা ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা না করার এ-ও ছিল একটা কারণ।]

Paragraphs 23-25

Gist : Late in the afternoon, Montgomery of the Sixth Form was passing by the infirmary. Suddenly a gust of wind blew a piece of paper at him. He picked it up and saw the title of the poem at the top. There were four lines on the paper. He had already spent a wretched afternoon racking his brain for writing out a few rhymed lines for the competition, but without success. The discovery was godsend to him. He thought that all that he now needed were two more lines. The words 'imposing pile' set his imagination on fire, and in less than three hours he was able to add the necessary couplet, although he felt that his grammar was rather shaky. However, he did not attach much importance to his grammar and went leisurely off to a neighbour's study to borrow a book.

সারার্থ ঃ বিকেলের শেষদিকে ৬ষ্ঠ মানের Montgomery রুগ্নাবাসের পাশ দিয়ে যাচ্ছে, এমন সময় হঠাৎ তার কাছে বাতাসে উড়ে এসে পড়ল এক টুকরো কাগজ। কাগজখানা তুলে নিয়ে সে দেখল তার উপরদিকে লেখা রয়েছে 'An Ode to the College', আর তাতে আছে চার ছত্র কবিতা ; সে প্রতিযোগিতার জন্যে কবিতা লেখার দুশ্চেষ্টায় মাথা ঘামিয়ে বহুকষ্টে বিকেলবেলা কাটিয়েছে, ফল হয় নি কিছুই। কবিতাটা পেয়ে সে যেন হাতে স্বর্গ পেল। তার মনে হ'ল আর দুটো ছত্র হ'লেই দিব্যি তার কাজ চলে যায়। 'সুবিপুল স্তূপ' শব্দ দুটো তার কল্পনায় যেন উদ্দীপনার আগুন ধরিয়ে দিল। তিন ঘন্টারও কম সময়ের মধ্যে সে আরও দু'টি ছত্র লিখে ফেললে—যদিও তার ব্যাকরণ ঠিক হয়েছে কি না সে বিষয়ে তার মনে সন্দেহ রয়েই গেল। যা হোক, সন্দেহের তেমন আমল না দিয়ে সে হেলেদুলে চলল পাশের একটি ছেলের কাছে একখানা বই নিয়ে আসবার জন্য।

Notes, etc. : *Later on*—on some later occasion ; আরও পরে (কোনো ব্যাপারের পরে)। *Happened to be passing*—chanced to be passing ; দৈবাৎ যাচ্ছিল। *Fate*—goddess of destiny ; নিয়তি দেবী ; ভাগ্যদেবী। *Aided*—helped ; সাহায্যপ্রাপ্ত হয়ে। *Gust*—(sudden) violent rush (of wind) ; দমকা হাওয়ার দাপট। *Blew*—drove by

blowing; উড়িয়ে নিয়ে এল। *Great Scott*—**N. B.** A jocular exclamation; এটি হচ্ছে তামাসার উচ্ছ্বাসোক্তি। *Observed*—said by way of comment; মন্তব্য ক'রে উঠল। *Was no expert in Poetry*—i. e., was quite prosaic; অর্থাৎ গদ্যময় (অরসিক) ছেলে ছিল। *Wretched*—unhappy; miserable; অস্বস্তিকর; কষ্টের। *To hammer out*—to devise (to produce with difficulty); ভেবে-চিন্তে বার করতে (কষ্ট করে তৈরি করতে)। **Would pass muster**—would be accepted as adequate; যথোপযুক্ত ব'লে গণ্য হবে। [*Muster*—assembling of men for inspection; পরিদর্শনের জন্যে লোকদের একত্রিত করা।] *Without the least success*—বিন্দুমাত্র সাফল্য ব্যতিরেকে [*Least*—smallest; সামান্যতম]। *Capable*—having the necessary fitness; যোগ্যতাসম্পন্ন। *Of being entered*—of being recorded or admitted; গৃহীত হবার। *Fragment*—(part broken off); unfinished portion of some writing; (খণ্ডিতাংশ) কোনো রচনার অসমাপ্ত অংশ। **Took his fancy**—caught his imagination; তার কল্পনাকে আবিষ্ট ক'রে ফেল্লে। *Immensely*—vastly; বিপুলভাবে। *Afflatus*—divine (poetic) inspiration; মহাভাব, কবিত্বের প্রেরণা। **N. B.** Humorously spoken, as will be evident from what follows; for no one seized with divine or genuine poetic inspiration needs about three hours to compose a couplet. তামাসা ক'রে বলা হয়েছে; পরের কথায়ই তা স্পষ্ট; মহাভাব বা যথার্থ কবিত্বের প্রেরণায় কারো দুই ছত্র লিখতে ঘণ্টা তিনেক সময় লাগে না। *Couplet*—pair of verses (belonging together) দ্বিক, অর্থাৎ পরস্পর সম্পর্কিত দুই ছত্র কবিতা।

How truly sweet—বাস্তবিক কত মিঠে। *For such as me*—আমার মতো সকলের পক্ষে। *To gaze on thee*—তোমার দিকে দৃষ্টি মেলে চেয়ে থাকা।

Dashed—composed; written; রচিত; লিখিত। **N. B.** There is an implication of quickness in the word. *With satisfaction*—contentedly; পরিতৃপ্তির সঙ্গে। *Whether "me" shouldn't be "I"*—"me" শব্দটি "I" হবে কি না। **N. B.** A question of grammar. It should be noted that all prepositions take the accusative case in modern English. Hence *for* here takes the accusative *such*,

and if *I* is substituted for *me*, no verb can be found of which *I* may be regarded as the subject. Hence *me* is here correct.

To lump—to class together ; to treat as all alike ; এক শ্রেণীভুক্ত করতে ; সমজ্ঞান করতে। *Anyhow*—in any way ; in any case ; যা-ই হ'ক না কেন। *Act*—decree (rule) ; আইন (নিয়ম)। *Within the meaning of the act*—as far as the rule or law can be stretched ; আইনের অর্থের মধ্যে। *Strolled off*—went off in a leisurely fashion ; হেলে দুলে হাঁটতে হাঁটতে চলে গেল। *A neighbour's study*—the room which a boy dwelling near him used for doing his lessons ; পাশের একটি ছেলের পড়ার ঘর। *To borrow*—to get for temporary use (of) ; ধার করতে (চেয়ে আনতে)।

Grammar and Composition : *Fate*—The word begins with a capital letter because it is personified here.

Poem competition—here *poem* is an epithet of *competition.*

To borrow—Gerundial Infinitive used as an adverb to qualify the verb 'strolled off' It expresses purpose.

অনুবাদ ঃ এর পরে বিকেলবেলায় ৬ষ্ঠ মানের Montgomery ঘটনাচক্রে কুপ্লাবাসের পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল, এমন সময় এক দমকা হাওয়ায় ভর ক'রে ভাগ্যদেবী তার দিকে উড়িয়ে নিয়ে এলেন একফালি কাগজ। 'An Ode to the College' কথা কয়টির উপর চোখ পড়তেই 'ভাগ্যিস!' বলে একেবারে লাফিয়ে উঠল সে। স্মিথ-এর মতো তারও কবিতা লেখার হাত ছিল না। কবিতা প্রতিযোগিতার জন্যে যা হো'ক চলনসই গোছের একটা কিছু তৈরি করবার তাগিদে সে বেচারা একটা বিকেলবেলা ভাবের মাথায় লাঠি মেরে মেরে হয়রান হয়ে কাটিয়েছে ; কিন্তু বিন্দুমাত্র সফলকাম হতে পারে নি। কাগজখানায় লেখা ছিল চারটি ছত্র। তার মনে হ'ল আর মোটে দু'টি ছত্র জুড়ে দিতে পারলেই তা হয়ে উঠবে দস্তুরমতো একটি কবিতা, তা হলেই সেটা প্রাইজের জন্যে গৃহীত হবার উপযুক্ত বিবেচিত হবে। তার হস্তগত অসমাপ্ত রচনার প্রথম দুটি শব্দ 'সুবিপুল স্তূপ' একেবারে তার মন হরণ ক'রে নিল। দৈবী প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠে, তিন ঘণ্টার চেয়ে কম সময়ের মধ্যেই সে রচনা ক'রে ফেললে প্রয়োজনীয় চরণ দুটি :

'বাস্তবিক মিঠে কত আমা হেন সবাকার
কেবলি রহিতে চেয়ে দেখিতে তোমার।'

পাণ্ডুলিপিখানা তার দেরাজের মধ্যে পুরে রাখতে রাখতে পরম পরিতৃপ্তির

সঙ্গে মনে মনে বলে সে, 'আর পরিচ্ছন্ন রচনাও বটে। তবে ঠিক বুঝতে পারছি নে, 'আমা' (me) কথাটি 'আমি' (I) হবে কি না। তা' সবার সঙ্গে সমপর্যায়েই ফেলতে হবে এটাকে। যা-ই হ'ক, আইনের যা অর্থ তার মধ্যে এটাকে কবিতা ব'লেই মানতে হবে।' তারপর পড়বার একখানা বই চেয়ে আনবার জন্যে হেলতে দুলতে সে গিয়ে হাজির হ'ল তার পাশের একটি ছেলের পড়ার ঘরে।

Short Questions and Answers

Q. 1. *Who favoured Montgomery with a copy of 'An Ode to the College'? How was the favour done him?*

['An Ode to the College'-এর একটি কপি পাওয়াতে মণ্টগোমারিকে কে সাহায্য করেছিল? কিভাবে এই সাহায্য করা হয়?]

Ans. It was fate that favoured Montgomery with a copy of the poem. As he happened to be passing by the infirmary that afternoon Fate, helped by a sudden gust of wind blew a piece of paper at him. As his eyes fell on the title of the poem, he, with an exclamation of surprise and joy, picked it up from the ground.

[ভাগ্যদেবী তাঁর প্রসাদস্বরূপ মণ্টগোমারিকে কবিতাটির একটি নকল দান করলেন। সেদিন বিকালে সে যখন রুগ্নাবাসের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল, তখন এক দমকা হাওয়ার সাহায্যে ভাগ্যদেবী তার দিকে একখানা কাগজ উড়িয়ে এনে ফেল্লেন। কবিতার শিরোনামের উপর তার চোখ পড়তেই সে বিস্ময় ও আনন্দের উচ্ছ্বাস ব্যক্ত করে কাগজখানা মাটি থেকে কুড়িয়ে নিল।]

Q 2. *What did Montgomery think when he saw that the poem he had come across was a fragment of only four lines?* [মণ্টগোমারি যখন দেখল যে কুড়িয়ে পাওয়া কাগজের কবিতাটি মাত্র চার লাইনের অসমাপ্ত লেখা তখন সে কি ভাবল?]

Ans. When Montgomery saw that it was only an unfinished poem of four lines, he thought that only two more lines would be enough to complete it.

[মণ্টগোমারি যখন দেখল যে সেটি মাত্র চার ছত্রের এক অসমাপ্ত কবিতা, তখন তার মনে হল আর দুটো ছত্র শেষ করলেই সেটি সম্পূর্ণ হতে পারে।]

Q. 3. *What did Montgomery do with the fragment of poetry he found?* [যে কবিতাংশটি মণ্টগোমারি পেল সেটা নিয়ে সে কি করল?]

Ans. Montgomery tried for about three hours to complete the poem, and at last added two more lines with the fragment.

[কবিতাটি সম্পূর্ণ করার জন্য মন্টগোমারি প্রায় তিন ঘণ্টা ধরে চেষ্টা করল এবং শেষ পর্যন্ত তার পিছনে দুই পঙক্তি যোগ করল।]

Paragraphs 26-35

Gist : Two nights after this, Morrison, also of the Sixth, was taking a nap at midday, while he was supposed to have been preparing for his examination. A tap at the door of his study roused him. Thinking that the House-master had come to supervise, he hastily got hold of a dictionary and pretended to be absorbed in study. But it was his Junior, Evans who entered with a piece of paper in his hand and on his face. Morrison had asked him to hunt up some stock words and phrases for the poem, and during his hunt he had chanced upon the poem in the field between the pavilion and the infirmary. Morrison, pleased with the find, gave Evans the latter's choice of a few apples out of a box of his. As Evans retired with the apples, Morrison again continued his nap at the point where he had left off.

সারার্থ : দুই রাত পরে একদিন দুপুরবেলায় মরিসন—সে-ও ছিল ৬ষ্ঠ মানেরই—পরীক্ষার পড়া তৈরি করবার সময় তোফা ঘুমোচ্ছিল। হঠাৎ পড়ার ঘরের দোরে কে টোকা দিতেই ছুটে গেল তার ঘুম। সে ভাবলে, বুঝি হাউস-মাস্টার তদারকে বেরিয়েছেন। চট করে একখানা অভিধান টেনে নিয়ে, সে গভীর অধ্যয়নে রত থাকার ভাণ করতে লাগল। ঘরে এসে ঢুকল তার নীচু ক্লাশের ছেলে ইভান্স, হাতে তার একখানা কাগজ, মুখে সগর্ব হাসি। Morrison তাকে পদ্যের জন্যে গোটাকতক চলতি বুলি খুঁজে পেতে আনতে বলেছিল। খোঁজখবর করতে করতে তাঁবু আর রুগ্নাবাসের মাঝামাঝি মাঠের মধ্যে হঠাৎ সেই কাগজখানা তার চোখে পড়ে। গুপ্তধন হাতে পেয়ে খুশী হয়ে উঠল Morrison. Evans-কে সে তার নিজের বাক্স থেকে ইচ্ছেমতো কতকগুলো আপেল বেছে নেবার অধিকার দিলে। Evans আপেল নিয়ে চলে গেলে পর, Morrison যেখান থেকে তার তন্দ্রা ছুটে গিছল সেখান থেকে ফের ঘুমের আরাধনায় মগ্ন হয়ে পড়ল।

Notes, etc. : *Was enjoying*—was having the pleasure (of) ; উপভোগ করছিল। *Usual*—customary ; habitual ; চিরপরিচিত ; অভ্যস্ত। *During-prep*—during preparation ; প্রস্তুতিকালীন। **N. B.** *preparation*, which here means 'time devoted to preparing school lessons' (ইস্কুলের পড়া তৈরি করার সময়), is abbre-

viated *prep* in schoolboy slang. *Siesta*—midday rest ; **দ্বিপ্রহর-কালীন বিশ্রাম।** **Siesta**—Midday nap or rest in hot countries. —*C. O. D.* *Tap*—light (blow or its) sound ; টোকা। *Roused*—awakened ; জাগিয়ে দিল। *Hastily*—hurriedly ; তাড়াতাড়ি। *Seizing*—getting hold (of) ; আঁকড়ে ধরে। *Lexicon*—dictionary ; অভিধান। **N. B.** The word is especially used of Greek, Hebrew, Syriac, or Arabic dictionary. Here the word is used with mock solemnity. *Assumed*—took upon himself ; ধারণ করলে। *Attitude*—posture of body ; অঙ্গভঙ্গী। *Seeker after knowledge*—জ্ঞানের সন্ধানী ; তত্ত্বান্বেষী। *House-master*—keeper of school boarding house ; ইস্কুল বোর্ডিং-এর পরিচালক। *Fag*—junior in school doing service for a senior ; নীচের ক্লাসের ছেলে যে উপর ক্লাসের কোন ছেলের কাজকর্ম ক'রে দেয়। **N. B.** A peculiar English system, something we are not familiar with. Fag—v. (at schools, of seniors) use the service of (juniors) ; (of juniors) do service of seniors. Fag—*n.* (at schools) junior who has to fag—C. O. *D.* *I saw*—**N. B**. This is an exclamation used to draw attention, open conversation, or express surprise ; মনোযোগ আকর্ষণ করা, কথাবার্তা শুরু করা, নয় বিস্ময় প্রকাশ করার একটি ধরণ এটি। **To hunt up**—to find by search ; খুঁজে পেতে বের করতে। *Tag*—trite quotation ; stock phrase ; বহু ব্যবহৃত উক্তি বা প্রবচন—(যা লোকের মুখে মুখে ফিরে যেন পচে গেছে) ; এই ধরনের উক্তি (যেমন—'মরা হাতী লাখ টাকা' ; 'প্রাণ রাখতে প্রাণান্ত')। **Will this do ?**—Will this serve the purpose ? এতে চলবে কি ?

Judicial—(here) critical ; সমালোচকের মতো ; বিচারকের মতো। Air—bearing ; ধরন। *With a judicial air*—looking like an impartial critic or judge ; নিরপেক্ষ সমালোচক বা বিচারকের ভঙ্গিতে।

Ripping—(slang) splendid ; first-rate ; চমৎকার ; পয়লা নম্বরের। *As far as it goes*—to the extent to which its quality tends ; for what it is worth ; যতটা হ'তে পারে। **N. B.** It is interesting to note that, although Morrison calls it ripping (splendid), he does not give it unstinted praise. He plays

the part of an impartial judge. Isn't all this very funny—this inherent contrydiction? *Couldn't be better*—এর চেয়ে ভালো আর হ'তে পারে না। **N. B.** This remark of his heightens the fun still further. *Better take a few*=You had better take a few (apples)—তুমি গোটাকয়েক (আপেল) নিলেই ভালো করবে। **N. B.** A polite way of saying that he wants Evans to take a number (though not large) of apples instead of taking only one. Morrison was so pleased with the poem that he wished to reward him liberally. *Suspicion*—partial belief that something is wrong ; সন্দেহ। *Made up*—composed ; রচনা করেছে।

Venturing—summoning up courage to do ; সাহস ক'রে কিছু করা। *Before venturing on a reply*—before having the courage to reply ; উত্তর দেবার মতো সাহস পাবার আগে। **N. B.** Why didn't Evans give a reply at once? Because he apprehended that it would not be politic to give out the secret before getting hold of the apples. He didn't like to give Morrison a chance to change his mind. *Blushed*—became red in the face ; মুখ লাল হয়ে উঠল। **N. B.** Why? Because Morrison would have thought highly of him if he had made up the poem himself. But in the interest of truth he could not lay claim to its authorship. *The junior school*—the lower grades which constitute an appendage to a high school or college. In our country also the primary and junior high sections now a-days, form such limbs of a full-fledged high school. *I didn't exactly*—ঠিক তা করি নি। **N. B.** The note of slight hesitation in what Evans says implies that he would have been glad if he could have truthfully said that he was the author of the lines.

Dunno—(childish and vulgar for) don't know=I do not know ; জানি নে। *Pavilion*—(large peaked) tent ; ornamental building (for spectators or players of outdoor games) ; বড় উঁচু তাঁবু ; দর্শক কি খেলোয়াড়দের বসবার ঘর।

It doesn't matter much—তাতে এমন কিছু এসে যায় না। *Whereupon*—after which ; এর পর। *Retired*—left ; চলে গেল। *The richer by many apples*—অর্থাৎ অনেকগুলো আপেল লাভ ক'রে (আগের চেয়ে লাভবান হয়ে)। *Resumed*—began again ; continued after interruption ; ফের শুরু করল ; বাধা কেটে গেলে আবার চালিয়ে যেতে

লাগল। *From where he had left off*—যেখানে সে ছেড়ে দিয়েছিল সেখান থেকে। **N. B.** A fine humorus imagery, as though sleep were a thing that could be put off and put on at will.

Grammar and Composition: *Hastily* (*adv.*); haste (*adj.*); haste (*n.* and *v.*); *hasten* (*v.*); hastiness (*n.*)

As a member of……of blushing—adv. clause modifying 'as much'.

Whereupon—adverb, used to introduce a sentence in a narrative passage.

অনুবাদ ঃ দু'টি রাত কেটে যাবার পর, মরিসন—সেও ছিল ৬ষ্ঠ মানেরই—পরীক্ষার পড়া তৈরি করার সময় তার নিত্যকার নিয়মমতো দুপুরবেলা তন্দ্রা-সুখ উপভোগ করছিল। দোরে একটা টোকা মারার শব্দে ঘুম তার ভেঙে গেল। তাড়াতাড়ি সে একখানা অভিধান টেনে নিয়ে জ্ঞান-তপস্বীর ভাব ধারণ ক'রে ব'লে উঠল, 'ভেতরে আসুন।' হাউস-মাস্টারের বদলে ঘরে এসে ঢুকল তার নীচু ক্লাশের ছেলে ইভান্স—কলেজের নিয়ম অনুসারে সে মরিসনের ফাই-ফরমাস খাটত। ইভান্সের মুখে গর্বের ছাপ, হাতে একখানা কাগজ।

সে বল্লে, 'বলি, তোমার তো মনে আছে একটা পদ্যের জন্যে তুমি আমায় কয়েকটা প্রবচন খুঁজে পেতে যোগাড় করতে বলেছিলে। এটাতে চলবে?'

মরিসন নিরপেক্ষ বিচারকের ভঙ্গীতে কাগজখানা নিলে। তাতে এই কয়টা কথা লেখা ছিল:

সুবিপুল স্তূপ, সু-উন্নত সুখক্ষেত্র মাঝে
জয়-পরাজয় কত ফুটবলে-ক্রিকেটে, তারি রঙ্গভূমি,
প্রতিদিন নব নব সাজে
সান্ধ্য রবি গেছে তব আরক্ত প্রাচীরমালা চুমি।

ছত্র কয়টি প'ড়েই বলে উঠল Morrison, 'পয়লা নম্বরের, অবশ্য যতদূর সম্ভব। তা' এর চেয়ে ভালো হ'তে পারে না। ঐ বাক্সটায় তুই কতকগুলো আপেল দেখতে পাবি। গোটাকয়েক বরং বেছে নি গে, যা।' তারপরই হঠাৎ তার মনে একটা সন্দেহ খেলে গেল, সে ব'লে উঠল, 'তা শোন্, আমার তো ঠিক মনে নিচ্ছে না যে, তুই-ই তৈরি করেছিস এটা। করেছিস না কি?'

চট ক'রে উত্তর দিতে ভরসা পেলে না Evans; তার আগে সে গোটাকয়েক আপেল বেছে নিলে। তার মুখ কুণ্ঠায় একটু লাল হয়ে উঠল—অবশ্য নীচু ইস্কুলের ছেলের পক্ষে যতটা কুণ্ঠা বোধ ক'রে মুখ লাল করা সম্ভব ছিল ঠিক ততটুকুই।

সে বলল, 'তা, আমিই যে এটা বানিয়েছি তা ঠিক নয়। তুমি তো আমায়, বুঝলে কি না, গোটাকয়েক প্রবচন যোগাড় ক'রে আনতে বলেছিলে। তুমি তো বল নি কী ক'রে তা যোগাড় করতে হবে।'

'কিন্তু এটা তুই পেলি কি ক'রে ? কার এটা ?'

'কী জানি। আমি এটা কুড়িয়ে পাই প্যাভিলিয়ন আর রুগ্নাবাসের মাঝখানে মাঠের মধ্যে।'

'তা, বেশ। তাতে কিছু আসে যায় না। আমি যা চেয়েছিলুম ঠিক তাই, সেটাই আসল কথা। ধন্যবাদ। দোর বন্ধ কর্, বুঝলি ?' এরপর অনেকগুলো আপেল পেয়ে লাভবান হয়ে বিদায় নিলে Evans, আর সেই যেখান থেকে তার তন্দ্রা ছুটে গেছল ঠিক সেখান থেকে ফের ঘুম শুরু করলে Morrison.

Short Questions and Answers

Q. 1. *What was Morrison supposed to be doing about midday? What was he actually doing?* [দুপুর বেলায় মরিসনের কি করার কথা ছিল ? আদতে সে কি করেছিল ?]

Ans. About midday Morrison was supposed to be studying hard for the coming examination. But in point of fact, he was taking a nap.

[দুপুরবেলার দিকে মরিসনের পরীক্ষার পড়া করতে ব্যস্ত থাকার কথা, কিন্তু সে তন্দ্রাসুখ উপভোগ করছিল।]

Q. 2. *What roused Morrison? Why did he hastily seize a lexicon?* [মরিসনের ঘুম ভেঙ্গে গেল কিভাবে ? সে তাড়াতাড়ি একখানা অভিধান টেনে নিল কেন ?]

Ans. A gentle tap at the door of his study awakened him. Thinking that the House-master was going his rounds, he hastily got hold of a big dictionary and pretended to be studying hard.

[তার পড়ার ঘরের দোরে টোকার শব্দে তার তন্দ্রা ছুটে গেল। হাউস-মাস্টার তদারকের জন্য ঘুরতে বেরিয়েছেন মনে করে সে তাড়াতাড়ি একখানা মোটা অভিধান টেনে নিয়ে গভীর মনোযোগের সঙ্গে অধ্যয়নের ভাণ করতে লাগল।]

Q. 3. *Who entered the room and in what manner? Why did he enter in that manner?* [ঘরে কে ঢুকলো এবং কি ভাবে ? ঐ ভাবে সে ঢুকেছিল কি কারণে ?]

Ans. The one who entered was not the House-master, but Morrison's fag, Evans. The latter entered, proud of having achieved something notewothy, with a piece of paper in his hand. Morrison had asked him to search for some tags that might be useful in a composition for the Poetry Prize, and he was able to find four lines of a poem written on a piece of paper. That was why he entered the room triumphantly.

[ঘরে এসে ঢুকল মরিসনের ল্যাংবোট ইভান্‌স্। হাতে একখানা কাগজ নিয়ে সে এমন আত্মপ্রসাদের সঙ্গে ঢুকল যেন কত বড় একটি কাজ করে এসেছে। কবিতা-প্রতিযোগিতায় তার রচনায় ব্যবহার করা যায় এমন কয়েকটি প্রবচন খুঁজে বার করে আনতে বলেছিল মরিসন ইভান্‌সকে। ইভান্‌স চার ছত্র কবিতা লেখা একখানা কাগজ কুড়িয়ে পেয়েছিল। তাই সে ঘরে এসে ঢুকল যেন লড়াই জিতে এসেছে।]

Q. 4. *Where did Evans find the paper ?* [ইভান্‌স্ কাগজখানা কোথায় পেয়েছিল ?]

Ans. Evans found the paper in the field between the pavilion and the infirmary.

[ইভান্‌স্ কাগজখানা পেয়েছিল প্যাভিলিয়ান ও রুগ্নাবাসের মাঝখানে মাঠের মধ্যে।]

Q. 5. *Why did Morrison ask Evans to take a few apples ?* [মরিসন ইভান্‌স্‌কে কয়েকটি আপেল নিয়ে যেতে বলল কেন ?]

Ans. Morrison was so pleased with the poem that Evans brought to him, that he gave him some apples as reward.

[ইভান্‌স্ যে কবিতাটি মরিসনকে এনে দিয়েছিল, তাতে মরিসন এত খুশি হল যে সে তাকে কয়েকটি আপেল পুরস্কারস্বরূপ দিল।]

Q. 6. *What did Morrison do when Evans left ?* [ইভান্‌স চলে গেলে মরিসন কি করল ?]

Ans. As Evans left, shutting the door behind him, Morrison again gave himself up to sleep, as though he wished to continue it from the point where it had been broken.

[ইভান্‌স দরজা বন্ধ করে চলে গেলে মরিসন আবার ঘুমোবার ব্যবস্থা করল, যেন তার ইচ্ছে যেখানটিতে তা ভেঙেছিল ঠিক সেখান থেকেই সে তা চালিয়ে যেতে পারে।]

Paragraphs 36-44

Gist : On the following Sunday, Smith came to inquire if Reynolds had done the poem. The latter said that only the first verse had been done. Smith was appalled, for it had to be submitted the next day. Reynolds asked him to submit that verse only, arguing that, as there was nothing in the rules about the length of the poem, the Headmaster would have to pass it. So Smith had to leave with the fragment.

সারার্থ : পরের রবিবার স্মিথ এসে জিজ্ঞেস করলে পদ্যটা হয়েছে কি না। Reynolds বল্লে, শুধু প্রথম স্তবকটিই হয়েছে। Smith-এর মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ল—পরের দিনই যে তা দাখিল করতে হবে। Reynolds বল্লে, পদ্য কত বড় হবে সে বিষয়ে যখন নিয়ম নেই তখন Smith ওটুকুই দাখিল করুক, প্রধান শিক্ষক মশাইকে তা-ই মেনে নিতে হবে। বাধ্য হয়ে সেই অসমাপ্ত কবিতাটি নিয়েই স্মিথকে চলে যেতে হ'ল।

Notes, etc. : *Got that poem done yet ?*=Have you got that poem done yet—ও পদ্যটা তুমি শেষ ক'রে ফেলেছ ? *Pouring out*—ঢালতে ঢালতে। *Invalid*—invalid person enfeebled by illness (or disabled by injury) ; রোগ-দুর্বল ব্যক্তি। *On the following Sunday*—পরের রবিবারে।

Lump—compact mass ; ডেলা। *Two lumps*—i. e., two lumps of sugar ; দুই ডেলা চিনি। **N. B.** To oblige Reynolds, Smith was doing him some service ; Reynolds-কে আপ্যায়িত করবার জন্যে Smith তার একটু কাজ করে দিচ্ছিল।

No, not quite=No, I have not quite done it—না, ঠিক ক'রে উঠতে পারি নি।

Great Caesar—**N. B.** An exclamation of surprise, An expletive ; একটি শপথ।

Man—**N. B.** This is often used in exclamations, e. g., Nonsense. man ! Quick, man ! *When'll*=when will ? *Do you think*—তোমার মনে হয় ? *It's got to go tomorrow*=It has got to go tomorrow—কালই এটাকে যেতে (এটাকে দাখিল করতে) হবে।

Frightfully sorry—ভীষণ দুঃখিত। **N. B.** *Frightful* and *frightfully*—are used in slang in the sense of 'great' and 'greatly'. *Got hold of a grand book*—একখানা চমৎকার বই হাতে পেয়েছিলুম

(তাই কবিতাটা আর লেখা হয়ে ওঠে নি)। *Ever read?*—Have you ever read? পড়েছ কখনো?

The first verse—প্রথম স্তবক। *I'm afraid*—I am sorry; আমি দুঃখিত (অর্থাৎ সখেদে বলছি)। **N. B.** In this context, *afraid* means sorry. *Keen*—eager; উৎসুক। *Fairly decent*—passable; good enough; মোটের উপর বেশ; চলতে পারে এমনতর।

Think=Do you think?—তোমার কি মনে হয়? *The Old 'Un*= The Old One—বুড়োটা। **N. B.** *'Un* is colloquial for 'one' A term of disparagement when applied to a respectable gentleman like the Headmaster. *He'll pass*—will accept as adequate; যথোপযুক্ত ব'লে মেনে নেবে।

He'll have to=He will have to pass it. তাকে মেনে নিতেই হবে। *Length*—দৈর্ঘ্য।

I suppose it'll be all right!—I don't know, but I hope it will be all right; ঠিক জানি নে, তবে আশা করি এই ঠিক আছে। **N. B.** Here *I suppose* is a form of hesitating assent. **So long**—farewell till our next meeting. এখনকার মতো বিদায় (আবার দেখা না হওয়া অবধি কুশলে থাকো)। **N. B.** A form of leave-taking.

Grammar and Composition: *Invalid* is used both as a *noun* and as an *adjective*. As an adjective it means 'enfeebled or disabled by illness.' As a noun it means 'person enfeebled by illness'. *Invalid* as an adjective also means, 'not valid', or, 'having no legal force.'

অনুবাদ ঃ পরের রবিবারে এক পেয়ালা চা ঢালতে ঢালতে Reynolds-কে জিজ্ঞেস করলে Smith, 'এর মধ্যে শেষ হয়ে গেছে তো পদ্যটা?'

Reynolds, চায়ে চিনি মেশাতে মেশাতে, ব'লে উঠল, 'ছুটো ভেলা মোটে, হ্যাঁ।' তারপর Smith-এর প্রশ্নের জবাবে সে বল্লে, 'না তা ঠিক হয় নি।'

Smith-এর মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল, সে ব'লে উঠল, 'কী সর্বনাশ, বাপু, কখন তৈরি হবে, তোমার মনে হয়?'

Reynolds পদ্যটা আর লেখে নি, একটা অজুহাত দেখিয়ে বল্লে, 'বড্ড দুঃখিত হলুম, তবে কি না হাতে এসে গিছল চমৎকার একখানা বই। কখনো পড়েছ—?'

visit the house, and they might come in twos. Assured, the girls came to her one by one, put their arms round her waist, walked her off for a while, and whispered to her ear that Isabel was their best friend.

The Kelvey sisters, however, slipped away; they had nothing more to hear.

After school that day the girls began to come to see the doll's house. They came in twos every day and marvelled at the beauty of the doll's house. Isabel explained the details to them. (*Paras 17-22*)

(9) *The doll's house became the rage. All except the Kelveys saw the house*: It was the same story every day at school. Those who had seen the house were all praise for it. It was a rage indeed. As the girls chatted over cakes and sandwiches, the Kelvey sisters would get as close to them as possible, eating what little their mother had given them, and trying to overhear the girls. By then all had seen the doll's house. One day little Kezia asked her mother whether she could ask the Kelveys just once. The mother however snubbed her to silence. (*Paras. 23-28*)

(10) *Interest in the doll's house gradually flagged*: The children sat together at dinner. The Kelveys too were eating their dinner some distance away, listening intently to their stories. Emmie Cole, who had seen the doll's house on the very first day, whispered that Lil would become a servant-maid when she grew up. How awful indeed! The girls tittered. Lena Logan was accompanied by Emmie when she went to see the doll's house. She wanted to ask Lil whether their conjecture was correct. Another girl chipped in that Lena would not have courage enough to be so indecent. To disprove the aspersion on her, Lena roamed towards Lil and asked her whether she would really be a maid-servant when she grew up. Lil gave no answer, but only smiled shamefacedly. In an attempt to cover up her own uneasiness. Lena shouted that Lil's father was a jail-bird. (*Paras. 29-42*)

(11) *The Kelveys at last see the doll's house*: This was as though a great fun. Wild with joy, the girls danced and skipped all over the place. The Burnells received visitors. So the Burnell children hurried back home. Isabel and Lottie

in particular were enthusiastic about the visitors. They went upstairs to change their dress. Kezia however slipped out silently. She began to swing on the gate in the courtyard. She suddenly noticed two dots approaching her. When they came nearer, she found them to be the Kelvey sisters. She stopped swinging, and thought whether she should flee. But she hesitated. By then the Kelveys had come quite near. Kezia called them. They were astounded. Lil finally said that Kezia's mother had told their mother to make sure that Kezia never talked to them. Kezia had no reply. She simply said that they could come and see the doll's house, as nobody was keeping watch.

Lil shook her hea' violently—she would not come. Suddenly there was a little tug at Lil's skirt—there was little Else, who always held her elder sister by the skirt. Else was looking imploringly. Lil did not hesitate any more. Accompanied by her sister, Lil followed Kezia into the house.

Kezia showed them the doll's house and opened for them its door. Suddenly they heard a shrill voice. It was aunt Beryl calling out to Kezia. She drove out the Kelvey children as if they were chickens. (*Paras. 43-60*)

(12) *The Kelveys sat on the roadside* : Burning with shame, and her little sister dazed, Lil rushed out of the house. Aunt Beryl was still scolding Kezia. The two sisters sat down to rest on a roadside drainpipe. Lil was yet to overcome her sense of humiliation. She put off her hat and held it on her knee. By now Else had forgotten about the termagant. Sitting close to Lil and stroking her feather hat, little Else smiled softly. She said she had seen the lamp. They fell into silence. (*Paras. 61-67*)

সারসংক্ষেপ ঃ শ্রীযুক্তা হে বার্নেল পরিবারের সঙ্গে কিছুদিন ছিলেন। বাড়ি ফিরে তিনি বার্নেল শিশুদের জন্য একটি বিরাট পুতুল-বাড়ি উপহার পাঠালেন। কাঁচা রঙের ঝাঁঝালো গন্ধ থাকার জন্য কয়েকটা দিন সেটাকে বাড়ির ভিতরে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হলো না।

পুতুল-বাড়িটির ভিতর-বাহির উভয় দিকেই পুরু করে লাল, সাদা এবং হলুদ রং করা ছিল। সেটার দুটো প্রকোষ্ঠ ছিল, আরও ছিল দুটি ছোটো চিমনি, চারটে আসল জানালা, এবং সত্যিকারের একটি ছোটো গাড়িবারান্দা।

উগ্র কৌতূহলে বাচ্চারা কটু গন্ধ গ্রাহ্যই করল না। ঘর দিয়ে দরজাটি

খোলা হলে তারা দেখল যে বাড়িটার মধ্যে চারটি ঘর রয়েছে। সেই ঘর-গুলোতে কী আছে তাও তারা দেখতে পেল।

পুতুল-বাড়ির ভিতরটা দেখে বাচ্চারা একেবারে তাজ্জব হয়ে গেল। ওয়াল পেপারে আঁকা ছবি, মেজের উপরে লাল গালিচা, ঘরগুলোতে রঙীন চেয়ার, সত্যিকার চাদরে ঢাকা বিছানা, এমন কি একটা দোলনা আর স্টোভ—এত সব দেখে ওরা বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেল। কেজিয়া মুগ্ধ, বিশেষ করে খাওয়ার টেবিলের উপরের প্রদীপটা দেখে। উপরতলায় নিদ্রিত বাবা-মা এবং বাচ্চা-গুলোর চেয়েও এটা আরও বেশি বাস্তব।

স্কুলে গিয়ে অন্যান্য ছাত্রীদের পুতুল-ঘরের কথা বলার জন্য তারা অধীর হয়ে উঠল। তিন বোনের মধ্যে বয়সে বড় ইসাবেল। তাই কথা পাড়বার পর মেয়েদের নিমন্ত্রণ করে আনার অধিকার হল তারই।

কিন্তু প্রাণপণ চেষ্টা করেও পরদিন তিন বোন নাম-ডাকার আগে ইস্কুলে এসে পৌঁছতে পারল না। তাড়াতাড়ি করে সার দিয়ে দাঁড়াবার পর হাত দিয়ে মুখ ঢেকে ইসাবেল খুব গম্ভীর ভাবে রহস্যের ঢঙ করে তার পাশের মেয়েদের বলল, খেলার ছুটির সময় তাদের বলার মতো একটা কথা আছে তার।

খেলার ছুটি হল। মেয়েরা সব চারধার থেকে ঘিরে ধরল ইসাবেলকে। প্রত্যেকেই চায় ভিড় ঠেলে গিয়ে দাঁড়াবে তার পাশটিতে। মাঠের ধারে প্রকাণ্ড পাইন গাছের তলায় গোল হয়ে বসল মেয়েরা—যেন রানী ইসাবেলকে ঘিরে। শুধু দুটি মেয়ে রইল সেই গণ্ডীর বাইরে—তারা সব সময়েই বাইরে থাকত। তারা হল কেলভিদের দুটি মেয়ে—লিল আর এলসি। তাদের মা ছিল ধোবানী, আর বাবা—লোকে বলত জেলের কয়েদী। ইস্কুলে এরা দুই বোনই ছিল সবচেয়ে নীচু শ্রেণীর মেয়ে। অবশ্য অন্য সবাই যে একই শ্রেণীভুক্ত ছিল তা নয়। মাইল কয়েকের মধ্যে এই একমাত্র ইস্কুল; তাই এখানে সব শ্রেণীর মেয়েদেরই পড়তে আসতে হয়। তবে কোনো একটা জায়গায় তো পার্থক্যের অন্তঃসীমা টানতেই হবে; আর সে সীমা টানা হয়েছিল কেলভিদের পৃথক করে। সবাই তাদের অস্পৃশ্য বিবেচনা করত।

মুগ্ধ বিস্ময়ে মেয়েরা ইসাবেলকে ঘিরে বসে গিলছে তার কথা, আর সগর্বে সে বর্ণনা করে চলেছে তাদের পুতুল-বাড়িখানার কথা। সে বর্ণনা করছে কেমন তার মেজেতে রয়েছে গালচে পাতা, আরও আছে সত্যিকার চাদরে ঢাকা বিছানা। সব মিলিয়ে যেন সত্যিকারের বাড়ি। তার কথার পিঠে কথা বলে উঠল কেজিয়া, মনে করিয়ে দিলে, তাকে প্রদীপের কথা, যা বলতে ইসাবেল ভুলেই গেছল। কেজিয়ার কাছে কিন্তু সারা বাড়িটার মধ্যে

প্রদীপটাই সবচেয়ে বড় আকর্ষণীয়। ইসাবেল অবশ্য সেটার কথা মাত্র একবারই বলল। কোন্ দুজন মেয়েকে প্রথমে আসতে বলা হবে তা তারা তারপর স্থির করল। সে বাকী সবাইকে আশ্বাস দিয়ে বলল যে, দুজন দুজন করে যাবার পালা তাদেরও আসবে। আশ্বাস পেয়ে মেয়েরা সবাই একে একে তার কাছে এসে, তার কোমর জড়িয়ে ধরে তাকে নিয়ে খানিকক্ষণ ঘুরে বেড়াতে লাগল, আর প্রত্যেকেই তার কানে কানে বলল, ইসাবেলই তার প্রাণের সখী।

শুধু কেলভিরা দুই বোনই চুপি চুপি কেটে পড়ল সেখান থেকে। আর কিছুই শোনবার ছিল না তাদের দু'জনের।

সেদিন ইস্কুল ছুটি হওয়ার পর থেকে শুরু হল পুতুল বাড়ি দেখতে আসা। প্রত্যেকদিন আসে দু'জন করে, অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে, ইসাবেল তাদের সব দেখিয়ে শুনিয়ে বুঝিয়ে দেয়।

ইস্কুলেও রোজ সেই একই গল্প। যারা দেখে এসেছে, তারা পুতুল-বাড়ির বর্ণনায় পঞ্চমুখ। সে এক হৈ-হৈ রৈ-রৈ কাণ্ড। সবাই মিলে যখন তাদের কেক আর স্যাণ্ডউইচ খেতে খেতে গল্পে মেতে ওঠে, কেলভিরা দুটি বোনে তখন যতটা পারে তাদের কাছাকাছি এসে বসে তাদের মায়ের-দেওয়া সামান্য খাবার চিবোয় আর কান পেতে তাদের গল্প শোনে।

ততদিনে প্রায় সবারই দেখা হয়ে গেছে পুতুল-বাড়িখানা। এমন সময় একদিন ছোট্ট কেজিয়া তার মাকে জিজ্ঞেস করলে, কেলভিদের একদিন মাত্র এক লহমার জন্যে ডেকে আনলে দোষ কী। মায়ের ধমকে চুপ করে যেতে হল তাকে।

শুধু কেলভিরা বাদে আর সবাই এসে দেখে গেল সেই আশ্চর্য জিনিস। এখন আর পুতুল-বাড়ির গল্প তেমন জমে না। ডিনারের সময় মেয়েরা সব সারি বেঁধে বসে গেছে খেতে। কেলভিরাও খাচ্ছে তাদের ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে, আর একমনে শুনছে অন্যদের গালগল্প। এমি কোল প্রথমদিনই গিয়েছিল পুতুল-বাড়ি দেখতে, সে ফিস ফিস করে বলল, বড়ো হয়ে লিল নাকি ঝি-গিরি করবে। ভারী মজার খবর। শোনে আর হাসে মেয়েরা। লেনা লোগান পুতুল-বাড়ি দেখতে গিয়েছিল এমির সঙ্গে। কথাটা সত্যি না মিথ্যে তা লিলকে জিজ্ঞেস করে দেখবার জন্যে উতলা হয়ে উঠল সে। অন্য একজন মেয়ে টিপ্পনী কাটল, এতটা অসভ্যতা করবার মতো সাহস হবে না লেনার। সে কথা শুনে বাহাদুরের ভঙ্গীতে এগিয়ে এল লেনা, জিজ্ঞেস করল লিলকে,

বড়ো হয়ে সত্যিই সে ঝি-গিরি করবে না-কি। সে কথার কোনো উত্তর না দিয়ে শুধু তার মুখ-চোরা বোকা হাসি হাসল লিল্। লেনা হতবুদ্ধি হয়ে পড়ল। তাই দেখে মেয়েরা সব খিল্ খিল্ করে হেসে উঠল। নিজের অপ্রস্তুত ভাব চাপা দেওয়ার জন্য আক্রোশে ফেটে পড়ল লেনা, লিল্‌কে বলল, তার বাবা তো একজন জেলঘুঘু।

কতো বড়ো একটা রগড়ের কথা যেন! মেয়েদের স্ফূর্তি আর ধরে না। দিশেহারা হয়ে সবাই নাচানাচি শুরু করে দিল।

বাড়িতে লোকজন বেড়াতে এসেছেন। খবর পেয়ে গাড়িতে করে বাড়ি ফিরল বার্নেল পরিবারের মেয়ে তিনটি। আগন্তুকদের সঙ্গে মেলামেশায় বিশেষ উৎসাহ ছিল ইসাবেল আর লোটির। পোশাক বদলাবার জন্য তারা উপরতলায় গেল। কেজিয়া কিন্তু চুপিচুপি বেরিয়ে এল। সে উঠোনের গেটে চড়ে পাক খেতে লাগল। হঠাৎ তার চোখে পড়ল ছোটো ছোটো দুটি বিন্দু তার দিকে এগিয়ে আসছে। আরও খানিকটা কাছে এলে সে দেখল কেল্‌ভিরা দুটি বোন আসছে তারই দিকে এগিয়ে। পাক খাওয়া বন্ধ করে সেখান থেকে সরে পড়বে কিনা ভাবল সে। সঙ্গে সঙ্গে এল দ্বিধা। ততক্ষণে বেশ কাছে এসে পড়েছে ওরা। কেজিয়া ডাক দিল ওদের। হতভম্ব হয়ে থেমে পড়ল দু'বোন। কেজিয়া বলল, তাদের ইচ্ছে হলে তারা এসে দেখে যেতে পারে পুতুল-বাড়িটা। আরও বিমূঢ় হয়ে পড়ল তারা। শেষ অবধি লিল্ বলল যে, কেজিয়ার মা তার মাকে বলে দিয়েছে কেজিয়া যেন তাদের সঙ্গে কথা না বলে।

এর কোনো উত্তর এল না কেজিয়ার মাথায়। সে শুধু বলল, তারা ইচ্ছে করলে আসতে পারে, কেউ পাহারা দিচ্ছে না।

সজোরে মাথা নাড়ল লিল্— হঠাৎ তার স্কার্টে একটুখানি টান পড়ল; ছোটো এল্‌সি সব সময়ে দিদির স্কার্টের একপ্রান্ত মুঠোয় ধরে তার সঙ্গে ঘুরে বেড়াত। তার দিকে চোখ ফেরাল লিল্, দেখল ডাগর ডাগর চোখে ফুটে উঠেছে মূক মিনতি। সংশয় জাগল লিলের মনে। ফের তার স্কার্টে কুঁচকে ধরার টান লাগল। সংশয় কেটে গেল। বোনকে নিয়ে কেজিয়ার পিছু পিছু বাড়ির মধ্যে এসে ঢুকল লিল্।

পুতুল-বাড়িটা কেজিয়া দেখিয়ে দিল, তারপর খুলে দিল তার দরজা। সজোরে শ্বাস পড়তে লাগল লিলের, এলসি পাথরের মতো স্থির হয়ে গেল। হঠাৎ তাদের কানে এল কার তীব্র কণ্ঠস্বর। কেজিয়াকে হাঁক পেড়ে ডাকলেন বেরিল পিসী।

কেলভিদের কেন সে বাড়ির মধ্যে ঢুকতে দিয়েছে? মুরগীর ছানাদের যেমন লোকে হুস্‌হুস্‌ করে তাড়ায়, তেম্নি করে তাড়িয়ে দিলেন দুটি মেয়েকে। অভিভূত ছোটো বোনটিকে নিয়ে লজ্জায় আরক্তিম হয়ে বেরিয়ে এল লিল্। তখনো কেজিয়াকে ধমকাচ্ছেন বেরিল পিসী। উর্ধ্বশ্বাসে দীর্ঘপথ পেরিয়ে এসে একটু জিরোবার জন্য পথের ধারে একটা ড্রেনপাইপের উপর বসে পড়ল দুটি বোন। তখনো অপমানের গ্লানি কাটেনি লিলের। হ্যাটখানা খুলে সে হাঁটুর উপরে রাখাল। ততক্ষণে এলসি উগ্রচণ্ডীর কথা ভুলে গেছে। লিলের কাছে ঘেঁষে বসে তার পালকের টুপিটায় হাত বোলাতে বোলাতে ছোট্ট এলসি মৃদু হাসল। সে বলল যে, প্রদীপটা সে দেখে নিতে পেরেছে। তারা নীরব হয়ে পড়ল।

Criticism of Katherine Mansfield and her short story, The Doll's House. *Katherine Mansfield (1888-1923) has written some of the best short stories of our time.* She has written no full-length novel. Her early death at the age of thirty-five cut off a career of high promise. *Katherine Mansfield's interest is not in plot nor in crisis of the old-fashioned kind. Katherine Mansfield's interest is in characterisation, clear insight into character and intensity of emotion, subtle choice of details and well-chosen words and phrases.* In her short stories, she usually cares not much for a plot—in this, she is like many contemporary writers of short stories. In *The Doll's House*, we have the simple story of a big beautiful doll's house sent as a present to the children of the family of the Burnells. The present of the doll's house was sent by old Mrs. Hay after she went back to town. The story goes on to describe the effect the doll's house produced on the family of the Burnells and also the effect the doll's house produced on the girls of a school, where the children of the Burnells were reading. Some of the characters are the Burnell children—Isabel, the eldest sister and the two other sisters, Lottie and Kezia. Then there are the other girls of the school, Emmie Cole, Lena Logan Jessie May—also the two poor girls, Lil Kelvey and Else Kelvey, the daughter of a poor washerwoman. There is also Aunt Beryl. *Katherine Mansfield is a writer, full of love and sympathy. In telling the story, Katherine Mansfield expresses her keen sympathy with the people of the so-called lower classes of society, insulted and ill-treated by the so-called upper class*

people. Isabel and the school girls Emmie Cole and Lena Logan insult Lil Kevey and Else Kelvey, the daughters of a poor washerwoman. Aunt Beryl is the worst offender. This is social criticism (সমাজ-সচেতন সমালোচনা) by Katherine Mansfield, a loving artist (মমতাময়ী শিল্পী), pained at this stupid insulting treatment towards the Kelvey girls. The writerh as clear insight into the characters of the bossy Isabel, the rude girls, Emmie Cole and Lena Logan and the proud Aunt Beryl. She has loving insight into the characters of Lil Kelvey and Else Kelvey ('our Else') ; and with intense emotion she feels the insults and ill-treatment towards them. 'Our Else' is a little child with romantic imagination (রোমান্স-ধর্মী কল্পনামণ্ডিত শিশু এলসীর মানসলোক).

In spite of pain and sorrow, Katherine Mansfield finds and expresses Truth and Beauty in life.

"I seen the little lamp,' she said softly"—the little lamp is the symbol (প্রতীক) of romance and beauty (রোমান্স ও সৌন্দর্য) to 'our Else', and to Katherine Mansfield.

Katherine Mansfield loves England and English culture ; she loves London, and the London society and conversation of writers and artists. Katherine comes of an English family, settled in New Zealand. She loves also New Zealand, her childhood companions and scenes of childhood in New Zealand. *The Doll's House* is a story about English people in New Zealand, and is one of her best short stories.

সমালোচনা ঃ লেখিকা ছোট গল্পের একজন শ্রেষ্ঠ শিল্পী বর্তমান যুগের ইংরেজী সাহিত্যে। তাঁর ছোট গল্পগুলিতে কাহিনীকে—দৃঢ় বিন্যস্ত কাহিনীকে—লেখিকা বিশেষ গুরুত্ব দেন না—এখানে বর্তমান যুগের ইংরেজী সাহিত্যে ও ইউরোপীয় সাহিত্যে কয়েকজন শ্রেষ্ঠ ছোট গল্পস্রষ্টার সঙ্গে তিনি এক পথে চলেছেন ; চরিত্র-চিত্রণ, চরিত্র সম্পর্কে পরিচ্ছন্ন অন্তর্দৃষ্টি, হৃদয়-মাধুর্য, আবেগের গভীরতা ও তীব্রতা, এই সবই লেখিকার প্রধান বৈশিষ্ট্য। সমাজের তথাকথিত উচ্চস্তরের মানুষগুলি, এমন কী শিশুগুলির অপমান ও দুর্ব্যবহার তথাকথিত নিম্নস্তরের মানুষগুলি ও শিশুদের প্রতি—এই সামাজিক দুর্নীতিতে লেখিকা বড় বেদনা বোধ করেন। শিল্পশ্রীমণ্ডিত করুণ গল্পটিতে

তাই পাই। লেখিকা মনে করেন যে জীবনে বহু দুঃখ ও বেদনা আছে, তবুও জীবনে সত্য আছে, সৌন্দর্য আছে—এই তার মূল কথা। এল্‌সি ('our Else')কে গল্পটির প্রধান চরিত্র বলা যায়—ছোট ল্যাম্পটি রোমান্স ও সৌন্দর্যের প্রতীক তার কাছে। তার জীবন নিরর্থক নয়।

ছোট গল্পের আদর্শ রীতি সম্পর্কে বলা হয়, ছোট গল্প প্রথমত ছোট হওয়া চাই, দ্বিতীয়ত গল্প থাকা চাই। The Doll's House সে হিসাবে নিটোল সুন্দর একটি ছোট গল্প। আর সে গল্প কেবল ঘটনার বর্ণনা নয়। ঘটনার সূত্র ধরে লেখিকা একটা সমাজের আচার আচরণ মনোভাবের ভালো মন্দ চমৎকার ফুটিয়ে তুলেছেন স্বল্প কথায়। তারপর সঙ্গে সঙ্গে ছোট ছোট চরিত্র চিত্রণ। একটি পুতুল-বাড়ি উপহার পেল Burnell পরিবারের মেয়েরা, Isabel, Lottie, Kezia ; তাদের উৎসাহ, আনন্দ খুবই স্বাভাবিক ; স্কুলের অন্য মেয়েদের কাছে তাদের পুতুল-বাড়ির কথা বলবার জন্য তাদের আগ্রহও স্বাভাবিক। কিন্তু এই ছোট মেয়েরা যে সমাজে যে রকম পরিবারে মানুষ হয়েছে সেখানে সকলের সঙ্গে মেলামেশার ব্যাপারে বিষম সংকীর্ণতা যে কী ভয়ানক নিষ্ঠুর—লেখিকা সেটা চমৎকার ফুটিয়ে তুলেছেন। সমাজের তথাকথিত উচ্চ শ্রেণীর মেয়েরা তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর মেয়েদের সঙ্গে মিশতে পারবে না, কথা বলতে পারবে না, অবস্থাপন্ন ঘরের মেয়েরা ছোটবেলা থেকেই এই শিক্ষা পেয়েছে। এমন কী, স্কুলের শিক্ষয়িত্রীও তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর Kelvey মেয়ে দুটিকে তাচ্ছিল্য করেন। এই মেয়ে দুটি Lil আর Else স্কুলে একেবারে একলা। অন্য মেয়েরা কেবল তাদের এড়িয়েই যায় না, অপমানও করে—Lil Kelvey-কে Lena Logan আর সব মেয়েদের সামনে সম্পূর্ণ অকারণে নিষ্ঠুরভাবে অপমান করে আমোদ পেল। দোষ মূলত Lena Logan-এর নয়, সমাজের তথাকথিত উচ্চশ্রেণীর, তারাই তথাকথিত নিম্নশ্রেণী সম্পর্কে ঘৃণা ও অবজ্ঞার মনোভাব পোষণ করে, আর সেই মনোভাব তাদের ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের মনোভাবকে বিকৃত করেছে। তাই তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর ছোট্ট মেয়ে দুটি Lil আর Elseকে স্কুলের অন্য মেয়েরা মানুষ হিসেবে গণ্য করে না।

লেখিকার এই সমাজচিত্র নির্মম এবং বেদনাদায়ক। কিন্তু ওরই মধ্যে মমতা ও মাধুর্যের সুন্দর একটি আভাস Keziaর চরিত্রে। Kezia তার বড় বোন Isabel এর মত গর্বিত নয়, Kezia-র দরদ আছে। তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর মেয়ে Lil আর Elseকে পুতুল-বাড়ি দেখানোর প্রস্তাব Kezia তার মায়ের কাছে করেছিল, মা তাকে সেজন্য ধমক দিয়েছিলেন। তবুও

Kezia সকলের অলক্ষিতে Lil আর Elseকে পুতুল-বাড়িটা দেখাচ্ছিল। অহঙ্কারী কটু-স্বভাব খুড়ী Beryl হঠাৎ এসে Keziaকে শাসন করলেন, বেচারা Lil আর Elseকে দূর দূর করে তাড়িয়ে দিলেন। সমাজের তথাকথিত উচ্চশ্রেণীর গোঁড়ামি আর সংকীর্ণতার বিষাক্ত আবহাওয়ার মধ্যে Kezia-র স্বাভাবিক দরদ সুন্দর মানবিক গুণের একটুখানি উজ্জ্বল আশ্বাস। ' Keziaর মত দরদী শৈশবে Katherine Mansfieldও ছিলেন —এইটা মনে করা অসঙ্গত নয়।

, স্মরণীয় চরিত্র ছোট্ট Else, তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর মেয়ে, সব রকম আনন্দ-বঞ্চিত, কদাচিৎ কখনও মনের আনন্দে হাসেও নি। পুতুল-বাড়ির ভিতরের চমৎকার সুন্দর ছোট বাতিটা দেখতে পেয়ে ছোট্ট Elseএর মন কল্পনায় রোমাঞ্চ পুলক অনুভব করেছিল, সেই আনন্দে খুড়ী Berylএর নিষ্ঠুর অপমানজনক ব্যবহারের দুঃখও রোমান্সধর্মী কল্পনা-প্রবণ Else ভুলতে পেরেছিল। গল্পের শেষে সংক্ষিপ্ত একটি মাত্র বাক্যে শিশুমনের এই মাধুর্য বর্ণনা গল্পটিকে অপূর্ব শ্রীমণ্ডিত করেছে।

Central idea : The story contains no solemn sermonising. It is left to the reader to draw his lesson from the story. It tells of the class prejudice (বর্ণ বৈষম্য) that dehumanises (অমানুষ করে তোলে) even small children. The haves (বিত্তবানরা) array themselves against the have-nots (নিঃস্বদের বিরুদ্ধে), who are treated more like animals than like human beings. Even educational institutions are no immune from this plague. The higher-ups there inflict indignities upon the lower-downs and consider such action a great fun. But children are not so much to blame as their elders. It is from them that children take lessons. Adults in this story, as in life, teach them to be unkind to so-called low-class children, and they behave accordingly.

মূলভাব : এই গল্পে কোনো গুরু-গম্ভীর তত্ত্বোপদেশ দেওয়া হয় নি। পাঠকের উপর নির্ভর করছে সে কী শিক্ষা এ থেকে নেবে। যে শ্রেণী-বৈষম্য এমন কি শিশুদেরও অমানুষ করে তোলে তারই কথা এখানে বলা হয়েছে। যাদের অনেক আছে তারা নিঃস্বদের বিরুদ্ধে একতাবদ্ধ, আর সেই নিঃস্বদের তারা পশু বিবেচনা করে, মানুষ নয়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোও এই রোগ থেকে মুক্ত নয়। বিত্তবানরা সেখানে বিত্তহীনদের অবমাননা করে এবং এহেন কাজকে তারা রগড় বলে মনে করে। কিন্তু তার জন্য শিশুরা যত দোষী

তার চেয়ে অনেক বেশি দোষী হল বয়স্করা। এদের কাছেই শিশুরা শিক্ষা গ্রহণ করে। এই কাহিনীতে বর্ণিত বয়স্করা ঠিক বাস্তবে যেমন ঘটে তেমনিভাবেই তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর শিশুদের প্রতি হৃদয়হীন আচরণ করার শিক্ষা দিয়েছে, আর শিশরাও তদনুযায়ী আচরণ করেছে।

Title : To start with, the title is appropriate. The story centres round the doll's house. It naturally evokes a tremendous interest among all children irrespective of the class differences that plague social life. Children are children but this simple truth is lost on those who consider the poor untouchable. The doll's house described in the story is something more than a toy. Indeed it acts as a mirror to whole society. So it appropriately lends its name to the story.

শিরোনাম : প্রথমেই বলতে হয় যে গল্পের শিরোনাম যথোপযুক্ত হয়েছে। পুতুল-বাড়িকে কেন্দ্র করে এই গল্প। যে শ্রেণীবৈষম্য সমাজ জীবনকে বিষিয়ে তুলেছে, তা সত্ত্বেও এই বস্তুটি স্বাভাবিকভাবেই সকল শিশুমনে তীব্র কৌতূহল জাগিয়েছে। শিশুরা শিশুই এই সরল সত্যটি সেই সব ব্যক্তিরা ভুলে যায় যারা দরিদ্রকে অস্পৃশ্য বিবেচনা করে। গল্পে বর্ণিত পুতুল-ঘর পুতুল-ঘর মাত্র নয় : বাস্তবিকই এটি সারা সমাজের সম্মুখে দর্পণস্বরূপ। কাজেই সঙ্গত কারণে গল্পের নাম পুতুল-বাড়ি হয়েছে।

Notes, Explanations, References, etc.,

Paragraph I

Gist : Returning to town, old Mrs. Hay sent a doll's house as a present to the children of the Burnell family. It was a big doll's house. It was newly painted. The strong smell of the new paint was unpleasant. The doll's house was kept outside, in the courtyard. It would be taken inside when this strong smell would disappear.

সারার্থ : বুড়ী Mrs. Hay কিছুদিন অতিথি হয়ে থাকবার পর শহরে ফিরে গেলেন। শহরে ফিরে গিয়ে তিনি একটি পুতুল-বাড়ি পাঠিয়ে দিলেন উপহার হিসাবে Burnell পরিবারের শিশুদের জন্য। পুতুল-বাড়িটা নতুন রঙ করা, নতুন রঙের উগ্র গন্ধ। পুতুল-বাড়িটা উঠানে রাখা হল, সমস্ত গ্রীষ্মকালটা উঠানে থেকে উগ্র গন্ধটা কমে যাবে—তারপর পুতুল-বাড়িটাকে বাড়ির ভিতরে নিয়ে যাওয়া হবে।

Notes, etc. : Dear—beloved ; প্রিয়। **N.B.** The word 'dear' is used here as a matter of politeness. [**Dear**, a., n., adv. int. 1.

Beloved (often as merely polite......form in talk—C.O.D.] এখানে কথাটি কেবল ভদ্রতা প্রকাশের জন্য ব্যবহার হয়েছে। *Staying*—living for a few days ; অল্প দিনের জন্য বাস করা। *The Burnells*—the family having the title of "*Burnell*" ; বার্ণেল পরিবার। *After staying, etc.*—Mrs. Hay had spent some days as a guest in the house of the Burnell family. Then she went back to her house in the town. As a mark of affection, she sent the toy-house to the children of the Burnell family. *Doll's House*—a toy-house where live the dolls or puppets ; পুতুলদের থাকবার বাসগৃহ। *Carter*—the man who drives a cart ; গাড়ীর চালক। **Pat**—the servant of the house whose name was Pat. *Carried*—took inside. *Stayed*—remained ; থেকে গেল। *Propped up*—supported ; ঠেস দিয়ে রাখা হল। *Wooden boxes*—boxes made of wood. *Beside*—by the side of ; পার্শ্বে। **Feed-room**—room containing food for the animals of the house.

Harm—injury ; damage ; ক্ষতি। *It was summer etc.*—It was the summer season, and so the weather was good and the toy-house would not be damaged by rain or storm. গ্রীষ্মকালে জলবায়ু পরিষ্কার, কাজেই ঐ খেলা ঘরটি কোন রকমে নষ্ট হতে পারবে না। এই বিবেচনা করে ওটাকে বাইরে রাখা হয়েছিল। *Paint*—colour ; রঙ্। *Smell of paint*—Paint had been recently (সম্প্রতি) put upon it, so the strong smell of the paint came out of it ; সবে মাত্র ঐ পুতুল-বাড়ির উপর রঙ্ লাগান হয়েছিল। সেইজন্য রঙের উগ্র গন্ধ অনুভূত হচ্ছিল। *Would have gone off*—would pass away ; গন্ধ চলে যাবে। *Taken in*—carried inside the house.

Really—truly ; সত্যই। *Sweet*—dear ; প্রিয়। *Generous*—liberal ; সহৃদয়। *Sweet......generous*—Aunt Beryl's remarks about Mrs. Hay have been given here. She said that though the gift of the doll's house showed how generous Mrs. Hay was, yet nobody could endure (সহ্য করা) the unpleasant, sharp smell of the strong paint on the different parts of the toy-house ; খুড়ী Beryl বল্লেন Mrs. Hay খুব সহৃদয় সন্দেহ নেই, কিন্তু পুতুল-বাড়ির উপর যে রঙ লাগান রয়েছে তার গন্ধ ত' অসহ্য।

Enough—sufficient ; যথেষ্ট। *Make seriously ill*—The strong

and acute (তীব্র) smell of paint will cause illness ; বিষম অসুখ করবে। *Sacking*—the sack-cloth which covered the whole surface of the doll's house ; পুতুল-বাড়িটা যে চটের কাপড়ে মোড়া ছিল। *Taken off*—put aside ; removed ; খুলে ফেলা হলে।

And even before, etc.—The outer cover partly prevented the pungent (উগ্র) smell from coming out ; still the remaining portion of the smell was injurious to everybody's health. *And when it was*—Aunt Beryl suddenly stopped before finishing the sentence. She meant to say that if the covering were taken off, the smell would be terribly injurious.

Grammar and Composition : *When dear old Mrs. Hay ......with the Burnell*—adverb clause of time modifying 'sent'.

that the carter......courtyard—adverb-clause of result, qualifying 'was so big'.

staying—gerund, accusative case, governed by the preposition 'after'.

by the time—adverb-phrase, qualifying 'would have gone off'.

to make—infinitive used adverbially to qualify 'quite enough'.

অনুবাদ : যখন বৃদ্ধা Mrs. Hay কিছুদিন Burnell পরিবারের বাড়িতে থাকার পর শহরে ফিরে গেলেন তখন তিনি শিশুদের উপহারস্বরূপ একটা পুতুল-বাড়ি পাঠিয়ে দিলেন। গাড়ীর চালক এবং Pat দুজনে ধরাধরি করে ওটা উঠানে আনল। আর ওখানেই ওটা রইল বাড়ির পোষা জন্তুদের খাবার ঘরের দরজার পাশে দুটো কাঠের বাক্সের উপর দাঁড়িয়ে। তখন গ্রীষ্মকাল, সেজন্য ঝড় বাদলে পুতুল-বাড়িটার কোন ক্ষতি হবার সম্ভাবনা নেই। তারপর যখন ওটাকে ভিতরে নিয়ে যাওয়ার সময় হবে ততদিনে সদ্য-দেওয়া রঙের উৎকট গন্ধটা অনেক কমে যাবে। খুড়ী Beryl বল্লেন, "ধন্যবাদ বৃদ্ধা Mrs. Hay-কে, তাঁর ব্যবহার মিষ্টি ও উদার। কিন্তু এ যে রঙের উগ্র গন্ধের চোটে অসুখ হয়ে যায়। চটের আবরণ না খুলতেই এই (অর্থাৎ গন্ধের চোটে অসুখ হয়-হয়), —আর চটের আবরণটা খুললে না জানি কি হবে !"

Short Questions and Answers

Q. 1. *Who sent the doll's house and for whom ?* [পুতুল-বাড়িটা কে পাঠিয়েছিলেন ? কাদের জন্য পাঠিয়েছিলেন ?]

Ans. Old Mrs. Hay who had stayed in the house of the

Burnells as a guest for some time, sent the doll's house for the **Burnell** children.

[বার্নেল পরিবারে কিছুদিন অতিথি হিসাবে থেকে যাবার পর বৃদ্ধা মিসেস হে বার্নেল পরিবারের শিশুদের জন্য পুতুল-বাড়িটা পাঠিয়েছিলেন।]

Q. 2. *Why was the doll's house kept in the courtyard?*

[পুতুল-বাড়িটা বাড়ির উঠানে রাখা হয়েছিল কেন ?]

Ans. The doll's house was newly painted. The smell of the paint was strong and unpleasant. Aunt Beryl was of the opinion that the unpleasant smell might make anyone seriously ill. So the doll's house was kept in the courtyard for some time.

[পুতুল-বাড়িটায় নতুন রঙ করা হয়েছিল। রঙের গন্ধটা ছিল তীব্র ও অস্বোয়াস্তিকর। খুড়ী বেরিলের মতে এই কটু গন্ধে যে-কেউ অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে। তাই কিছুদিনের জন্য পুতুল-বাড়িটিকে বাড়ির উঠোনে রাখা হল।]

Q. 3. *What did Aunt Beryl say about the doll's house?*

[পুতুল-বাড়িটা সম্বন্ধে খুড়ী Beryl কি বললেন ?]

Ans. Aunt Beryl said that the unpleasant smell of the paint would make anyone seriously ill. She also said that dear Mrs. Hay was good and generous in sending the doll's house as a present to the Burnell children, but the smell of the paint was very bad.

[খুড়ী Beryl বললেন যে পুতুল-বাড়িটার রঙের উগ্র গন্ধে সবাই অসুস্থ হয়ে পড়বে। তিনি আরও বললেন যে মিসেস হে বার্নেল পরিবারের শিশুদের জন্য পুতুল-বাড়িটা পাঠিয়ে মহানুভবতার পরিচয় দিয়েছেন, তবে এর রঙের গন্ধটা খুবই খারাপ।]

Paragraphs 2-3

Gist: The doll's house was beautiful with its many colours—mainly green with patches of bright yellow, also red and white. It had two chimneys, a door, four windows and also a small porch. It was a perfect, little house to the children of the family.

সারার্থ: পুতুল-বাড়িটার রঙ সবুজ, মাঝে মাঝে হলদের ছোপ। ধোঁয়া বেরোবার জন্য দুইটি চোঙা (চিমনী)—সাদা ও লাল রঙ করা। দরজা একটা, চারটে জানালা, ছোট একটা ছাদ-ঢাকা বাড়ি ঢোকবার পথ। কী সুন্দর এই পুতুলের বাড়িটা। শিশুরা বড়ই আনন্দিত—আনন্দ তাদের আর ধরে না।

Notes, etc. : *Dark*—blackish ; কৃষ্ণাভ। *Oily*—soaked with oil ; তৈলাক্ত ; মসৃণ। **Spinach**—a kind of garden vegetable ; এক প্রকার শাক। **Picked out**—diversified ; বৈচিত্র্য সৃষ্টি করা। *Picked out with yellow*—yellow colour was added to green colour, to lend a fine variety of colour effect ; হলদে রঙ্‌ দিয়ে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করা হয়েছিল।

Solid—massive ; মজবুত। *Chimneys*—long tube-like structures on roofs for creating a passage for smoke coming out of a fire-place ; ধূম নির্গত হবার জন্য নলের মত ছাদের ঊর্ধ্বাংশ। *Glued*—attached ; সংলগ্ন। *Painted red and white*—portions of the chimneys were painted with red colour and portions were painted with white colour ; আংশিক লাল ও আংশিক সাদা রঙে রঞ্জিত। *Gleaming*—shining ; উজ্জ্বল। *Varnish*—a liquid substance giving a glow and polish to wood or metal ; বার্ণিশ ; পালিশ। *Slab*—a block ; খণ্ড। **Toffee**—a kind of sweetmeat made of sugar, butter, etc. which are thickened by boiling ; চিনি, মাখন প্রভৃতি দ্বারা প্রস্তুত এক প্রকার আগুনে পাক করা মিষ্ট খাদ্য। *Real windows*—true windows, as in real houses, and not windows as in pictures. *Panes*—divisions ; বিভাগ। *Broad*—wide ; প্রশস্ত। *Streak*—line ; রেখা।

Actually—truly ; as in a real house ; সত্যই অর্থাৎ একটা প্রকৃত বাড়িতে যেমন থাকে। *Tiny*—very small. **Porch**—gateway ; প্রবেশ পথ। *Lumps*—small masses ; খানিকটা টুকরো অংশ। *Congealed*—frozen ; ঘনীভূত জমাট। *Edge*—border ; প্রান্ত।

Perfect—without any defect ; সম্পূর্ণ সুন্দর ; নিখুঁত। *Possibly*—by chance. *Mind*—care for.

Expl. : But perfect, perfect little house !......of the newness. The passage is from Katherine Mansfield's story, *The Doll's House*. The children thought it was a very beautiful doll's house—'perfect, perfect, little house'. It had all things found in a real house. Old Mrs. Hay had sent a doll's house as a present to the children of the Burnell family. The doll's house was newly painted. It smelt strongly of the new paint. Aunt Beryl thought that the smell of the new paint would

make anyone ill. But the children did not think badly of the smell. The children thought that the smell of the paint was part of the joy in receiving the doll's house. The smell of the new paint was part of the newness of the doll's house ; it was part of the joy of the children in receiving the doll's house.

Add notes on : *perfect, perfect little house* ; *the newness.*

N. B. Katherine Mansfield is one of the best writers of short stories in our time. *The Doll's House* is one of her best short stories. In this story, Katherine Mansfield shows deep knowledge of the minds of children.

ব্যাখ্যা : এই লাইন কটি নেওয়া হয়েছে Katherine Mansfield-এর *The Doll's House* গল্পটি থেকে। Mr. Hay Burnell-মেয়েদের জন্য একটি পুতুল-বাড়ি উপহার পাঠিয়েছিলেন। সত্যিকারের বাড়িতে যে-সব জিনিসপত্র থাকে পুতুল-বাড়িটাতেও সেই রকম জিনিসপত্র সব ছিল। ছোট্ট মেয়েদের কাছে পুতুল-বাড়িটি চমৎকার নিখুঁত ছোট্ট একখানা বাড়ি মনে হয়েছিল। পুতুল-বাড়িটি নতুন (টাটকা) রং-করা। সেই নতুন রং-এর উগ্র গন্ধ। রং-এর উগ্র গন্ধ বয়স্কদের অপ্রীতিকর লাগছিল। Beryl খুড়ীর মতে রং-এর উগ্র গন্ধে অসুস্থ হয়ে যাবে। কিন্তু ছোট্ট মেয়েদের রং-এর গন্ধ খারাপ মনে হয়নি। পুতুল-বাড়িটি পাওয়ার যে-আনন্দ রং-এর গন্ধটা তারই অংশ, মেয়েরা তাই ভেবেছিল। নতুন পুতুল-বাড়িরই অংশ নতুন রং-এর গন্ধ। রং এর গন্ধটা মেয়েদের পুতুল-বাড়ি পাওয়ার আনন্দের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল।

Grammar and Composition : *Picked* (*out*)—past participle, qualifying 'the doll's house'.

Yellow—adjective, used predicatively of 'a tiny porch'.
Who could possibly mind the smell !—Exclamatory.
None could possibly mind the smell—Assertive.

অনুবাদ : পুতুলবাড়িটি কী সুন্দর দেখাচ্ছিল ! কী বিচিত্র রঙের সমাবেশ। ওটা ছিল spinach শাকের মত সবুজ, তার সঙ্গে ছিল উজ্জ্বল হলদে রঙের কিছুটা মিশ্রণ। সিরীষ দিয়ে ছাদে-আঁটা দুইটি ছোট চিমনী শাদা ও লাল রঙে চিত্রিত ছিল। চিমনী দুটি ধোঁয়া বের হওয়ার জন্য। ছোট দরজাটা হলদে পালিশে ঝক-ঝকে খাবার এক টুকরো টফির মত দেখতে। জানালা চারটির উপরিভাগটা সবুজ রঙের রেখা দ্বারা কয়েকটি অংশে বিভক্ত ছিল। পুতুল-বাড়িতে প্রবেশ করবার একটি ছোট ছাদে-ঢাকা পথও ছিল সত্যিকারের

বন্ধ—এটাও হলুদ বর্ণের, জমাট-করা রঙের টুকরোগুলি ধীরে ধীরে ঝুলছিল। পুতুল-বাড়িটি ছিল নিখুঁত, সব দিক দিয়ে সুন্দর ছোট্ট বাড়ি। (নূতন রঙের উগ্র) গন্ধটা কারোর মনে করবার কিছু ছিল না—গন্ধটা পুতুল-বাড়ি পেয়ে যে আনন্দ সেই আনন্দেরই অংশ, পুতুল-বাড়ির নতুনত্বেরই অংশ।

Short Questions and Answers

Q. 1 *How was the doll's house painted?* [পুতুল-বাড়িটা কিভাবে রঙ করা হয়েছিল?]

Ans. The doll's house was painted with different colours. It was of dark green and bright yellow. The chimneys were coloured red and white. The door was bright yellow. The windows were painted with green colour and the little porch was painted yellow.

[পুতুল বাড়িটা নানা রং-এ চিত্রিত ছিল। গাঢ় সবুজ ও উজ্জ্বল হলদে রং দেওয়া ছিল বাড়িটাতে। চিমনীগুলোতে লাল ও সাদা রং করা হয়েছিল। এর দরজাটার ছিল উজ্জ্বল হলদে রং। জানলাগুলো ছিল সবুজ, ছোট গাড়ি-বারান্দাটা ছিল হলদে রং-এর।]

Q. 2. 'It was part of the joy, part of the newness'.—*What does 'it' refer to? To whom was 'it' part of the joy and newness?* [এখানে 'it' বলতে কি বোঝাচ্ছে? কাদের কাছে তা আনন্দ ও নতুনত্বের অংশ?].

Ans. 'It' refers to the smell of the new paint on the doll's house. The smell was part of the joy and newness of the doll's house to the children of the Burnell family.

[পুতুল-বাড়ির নতুন রং-এর গন্ধকে 'it' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। বার্নেল পরিবারের শিশুদের কাছে নতুন রং-এর গন্ধটা বাড়িটা পাওয়ার আনন্দেরই অংশ, ওর নতুনত্বের অংশ বলে মনে হয়েছিল।]

Paragraphs 4-5

Gist : A hook kept fixed the front side of the doll's house. The hook was removed; and suddenly the whole inside of the house was open to everybody's eyes. One could see at once the drawing-room, the dining-rooms, the kitchen and the two bedrooms. This was the right way for a house to open. The children thought so and were joyful.

● সারার্থ : পুতুল-বাড়ির আংটাটা খুলে ফেলামাত্রই সমস্ত বাড়িটারই

ভিতরটা সবার চোখের সামনে দেখা যেতে লাগল। এক সঙ্গে সব দেখা গেল—বসবার ঘর, খাবার ঘর, দুটি শোবার ঘর, রান্নাঘর ইত্যাদি। একটি বাড়ি খুলে দেখবার এই ত উপযুক্ত উপায়, সব ভিতরটা যেন এক সঙ্গে দেখা যায়। শিশুরা এতে খুব খুশী হল।

Notes, etc. : *"Open it quickly"*—Someone shouted, asking that the house should be opened without delay. At once the house was opened ; একজন লোক চীৎকার করে বলল—"বাড়িটা খোলা হোক্।" তখনি বাড়িটা খোলা হল।

Hook—"Piece of metal or other material bent back or having sharp angle for catching hold or hanging things upon" (C.O.D.) ; হুক, ধরবার আঙটা। *Prised it open*—forced it open ; চাপ দিয়ে টিপে খুলে ফেলল। [**Prise** (or prize)—(v.) "force (lid etc. *up, out,* box, etc. *open*)"—*C.O.D.*] *Pen knife*—small knife. *Front*—fore-part ; বাড়ির সম্মুখ দিকটা। *Swung back*—moved back ; সরে গেল। *Gazing*—looking with eyes fixed on the object ; একদৃষ্টে তাকিয়ে দেখছে। *Drawing-room*—room for reception of outsiders ; বৈঠকখানা। *Dining-room*—room where the members of the house take their meals ; খাবার ঘর। *Bed-rooms*—rooms to sleep in ; শোবার ঘর।

That is, etc.—A house should be opened in this fashion (এইরূপে) to the view of a man standing outside ; *i.e.*, when it is opened everybody should be able to see every part of the house at once ; nothing should be kept hidden and private. এইভাবেই লোকের সামনে বাড়ির ভেতরের সব অংশ এক মুহূর্তে খুলে ফেলতে হয়, কিছুই ঢাকতে নেই।

Why not all houses, etc.—It would be a pleasant sight if the inside of all houses were at once visible (দৃশ্যমান) to all people. Such an open view of every part of a house would open everybody's heart to love and understanding ; (গভীর অন্তরঙ্গ সম্পর্ক স্থাপিত হয় এ রকম খোলাখুলি দেখাশোনা সম্ভব হলে)।

Exciting—thrilling ; passionate ; উত্তেজনাপূর্ণ। *Peering*—looking narrowly ; উঁকি দিয়ে দেখে। *Slit*—small opening ; ক্ষুদ্র ফাঁক। *Mean*—poor-looking ; নগণ্য; তুচ্ছ। *Hat-stand*—a rack for keeping hats ; টুপী রাখবার দাঁড়া।

Long—strongly desire ; প্রবল ইচ্ছা পোষণ করা। *Knocker*—a brass or iron handle attached to the door which is pushed against a metal plate to produce a sound for calling the men inside the house ; লোহা বা পিতলের হাতল। *Isn't it*—Is not it ? *i.e.*, is it not the proper method of opening a house and making it easily visible to anyone standing outside ?

Way—manner ; প্রণালী। *God opens houses*—God looks into the inside or the inner parts of a house by opening the whole house in the twinkling of an eye ; এই ভাবেই ঈশ্বর চক্ষের পলকে সমস্ত বাড়িঘর খুলে ফেলেন।(ভিতরের সব কিছু দেখেন)।

At *dead of night*—in the advanced hours of the night ; নিশীথ রাত্রে ; গভীর রাত্রে। *Taking a quiet turn*—walking calmly about ; নিঃশব্দে ভ্রমণের সময়।

With an angel—with a messenger who is God's servant and carries out the order of God ; দেবদূত।

Expl. : *That is the way for a house to open.* The passage is from Katherine Mansfield's story, *The Doll's House*. The children of the Burnell family got the doll's house as a present from old Mrs. Hay. The children thought that it was a perfect little house—it had rooms and other things like a real house. When the door of a real house opens, only the front room is seen. By opening a hook, the whole front of the doll's house swung back and at once, every one could see all the rooms of the doll's house. The children found this exciting and interesting. The children thought that it was the right way to open a house. In this respect, the doll's house was much better than real houses.

ব্যাখ্যা : Katherine Mansfield-এর গল্প The Doll's House থেকে এই বাক্যটি নেওয়া হয়েছে। Burnell পরিবারের মেয়েরা পুতুল-বাড়িটি উপহার পেয়েছিল Mrs. Hay-র কাছ থেকে। মেয়েরা পুতুল-বাড়িটি খুবই পছন্দ করেছিল—নিখুঁত ছোট্ট একখানা বাড়ি—সত্যিকারের বাড়ির মতই এর ঘর সব, আর জিনিসপত্র। সত্যিকারের বাড়ির দরজা খোলা হলে প্রথমে কেবল সামনের ঘরখানাই দেখা যায়। কিন্তু পুতুল বাড়ির একটা হুক খোলা মাত্র বাড়ির সদরটা সরে গেল, আর একবারে এক সঙ্গে ভিতরের সবগুলি ঘর দেখতে পাওয়া গেল। ছোট্ট মেয়েদের কাছে এটা খুবই মজার এবং উৎসাহের।

মেয়েরা ভাবে বাড়ির দরজা খুলে দেখবার এটাই ঠিক পদ্ধতি ; সে-দিক দিয়ে পুতুল-বাড়িটা সত্যি বাড়ির চাইতে অনেক বেশি ভালো।

Expl. : Perhaps it is the ...... with an angel.

The passage is taken from Katherine Mansfield's story, *The Doll's House*. It gives us some of the ideas in the children's minds, after getting the doll's house. A hook kept the doll's house, closed. The hook was removed ; and the whole front side of the house swung back. Now at once, the whole inside of the house could be seen by every one. Every one could see at the same time all the rooms in the house (with all the dolls in the house). This is very different from what a person sees when he opens the door of a real house. Opening the door of a real house, a person sees only one room—the front room (the hall). The way the doll's house opened was much better than the way a real house opens,—it was more exciting and romantic. The children imagined that with an angel, God had come down to the earth. God wanted to see houses and the men and women inside the houses. Perhaps God would open houses in the manner that the doll's house was opened. God would see at the same time all the rooms and all people in the house. That was the perfect way, the best way of opening a house.

Add notes on :—*dead of night* ; *a quiet turn.*

N. B. To children, a house opening and showing at once all the rooms in the house is more exciting and interesting than a house opening in the ordinary way. Katherine Mansfield has great knowledge of children's minds.

ব্যাখ্যা : এই লাইন ক'টি Katherine Mansfield-এর *The Doll's House* গল্পটি থেকে নেওয়া। পুতুল-বাড়িটা পেয়ে ছোট্ট মেয়েদের মনের কিছু ভাব এখানে প্রকাশিত হয়েছে। একটা হুক দিয়ে পুতুল-বাড়িটা বন্ধ করা ছিল। হুকটা খুলতেই পুতুল-বাড়ির সমস্ত সামনের দিকটা সরে গেল ; পুতুল-বাড়ির ভিতরটা সবই, পুতুলগুলি সমেত একবারে একসঙ্গে সকলে দেখতে পেল। সত্যিকারের বাড়ির দরজা খুললে যেটুকু যা দেখতে পাওয়া যায় তার থেকে এটা অন্যরকম। সত্যিকারের বাড়ির দরজা খোলা হলে প্রথমে কেবল সামনের ঘরখানাই দেখতে পাওয়া যায়। পুতুল-বাড়ির দরজা খুলে ভিতরের সব কিছু এক সঙ্গে দেখতে পাওয়াটা খুবই কৌতূহল এবং উৎসাহের ব্যাপার। ছোট্ট মেয়েরা কল্পনা করল, দেবদূতকে সঙ্গে নিয়ে ঈশ্বর

পৃথিবীতে নেমে এসে সব বাড়ি ঘর, বাড়ি ঘরের ভিতরের লোকজন দেখতে চাইলেন। ঈশ্বরও তখন সম্ভবত পুতুলবাড়ি যে-ভাবে খোলা হয় সেই ভাবে সব বাড়ি খুলে ভিতরের সব ঘর, সব কিছু এক সঙ্গে দেখবেন্। এই -ভাবে বাড়ি খুলে দেখাই সবচেয়ে নিখুঁত পদ্ধতি।

Grammar and Composition : *'Open it quickly, someone !'* —*Active Voice.*

Let it be opened quickly by someone. —*Passive Voice.*

That is the way for a house to open—Here ***to open*** is an infinitive, qualifying the noun 'way'.

The dead of might—dead, meaning 'still', is a noun here.

অনুবাদ ঃ "কে আছ, শীঘ্র দরজাটা খুলে দাও!" পুতুল-বাড়ির এক-দিকে আঙটাটা আটকে ছিল। চাকর Pat আঙটাটা খুলে দিল একটা ছোট ছুরি দিয়ে, আর পুতুল-বাড়ির সামনের অংশটা সব খুলে গেল। মুহূর্তে দেখা গেল একই সময়ে বাড়ির ভিতরের সব কিছু—বসবার ঘর, খাবার-ঘর, রান্নাঘর, দুটি শোবার ঘর ইত্যাদি। প্রত্যেক বাড়িটির দরজা ত এইভাবেই খোলা উচিত, সুন্দর হয়। অথচ ওভাবে সব বাড়ির দরজা খোলা হয় না কেন? লোকে দরজা খুলে দেয় এমন ভাবে যে বাড়ির দরজার ফাঁক দিয়ে একটি ছোট ঘর দেখা যায়, হয়ত সেখানে রয়েছে টুপী রাখবার জায়গা আর দুটো ছাতা, আর কিছু দেখা যাচ্ছে না। এর চেয়ে পুতুল-বাড়ি যেভাবে খোলা হল সেটা অনেক বেশি চিত্তাকর্ষক। ঠিক তাই নয় কি? (কারণ দরজার হাতলে হাত দিয়ে যখন তুমি ইচ্ছা করছ বাড়ির সবটা দেখে নেবে,—সে আশা মিটছে না)। হয়ত ঈশ্বর যখন কোন দেবদূতকে সঙ্গে নিয়ে পৃথিবীতে এসে মধ্যরাত্রে মানুষদের বাড়ি খোলেন, তখন তিনি এইভাবে একেবারে সব বাড়িটাই দেখে ফেলেন—যেমন দেখা গেল পুতুল-বাড়িটা মুহূর্ত মধ্যে এক সময়ে একসঙ্গে এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত।

Short Questions and Answers

Q. 1. *How many rooms were there in the doll's house?* [পুতুল-বাড়িটাতে কয়খানা ঘর ছিল?]

Ans. It had five rooms—a drawing room, a dining room, a kitchen and two bed-rooms.

[পুতুলবাড়িটাতে ছিল পাঁচখানা ঘর—একটা বৈঠকখানা, একটা খাবার ঘর, একটা রান্নাঘর আর দুটো শয়ন ঘর।]

Q. 2. ***How was the doll's house opened?*** [পুতুল-বাড়িটা কিভাবে খোলা হল ?]

Ans. The doll's house had a hook stuck to its side. It kept the house closed. The hook was removed by Pat with the help of a small knife, and at once the whole front side of the house swung back.

[পুতুল-বাড়িটার একপাশে একটা হুক আটকানো ছিল। এটা দিয়েই বাড়িটা ঢাকার ব্যবস্থা ছিল। একখানা ছোট ছুরি দিয়ে প্যাট সেই হুকটা সরানো মাত্র গোটা বাড়ির সামনেটাই সরে গেল, ভিতরটা দেখা গেল তখন।]

Paragraphs 6-7

Gist : It was a wonderful doll's house ! The rooms were papered ; and they had pictures on the walls. Red carpets covered all the rooms, except the kitchen. There were chairs, tables, beds, a cradle, a stove, a dresser with tiny plates and a big jug. There was a beautiful little amber lamp with a white globe standing on the dining-room table. Kezia liked this little amber lamp above all the other things. The father-doll and the mother-doll were in the drawing-room. The two child-dolls were sleeping upstairs.

সারার্থ : Burnell পরিবারের শিশুরা পুতুল-বাড়িটা দেখল। তাদের বিস্ময়ের আর সীমা রইল না। দেখতে পেল দেয়ালে ছবিগুলি, মেঝের উপর সুন্দর কার্পেট, চেয়ারগুলি, টেবিলগুলি, স্টোভটি, থালাগুলি এবং জলপাত্রটি। কিন্তু Kezia সব থেকে পছন্দ করেছিল একটি পীতাভ ল্যাম্প, সাদা কাচের গোলকে ঢাকা। নীচের তলায় বসবার ঘরে ছিল বাবা-পুতুল, মা-পুতুল, উপর তলায় ঘুমোচ্ছিল দুটি শিশু-পুতুল। ছোট মেয়ে Kezia একটা আনন্দের রোমাঞ্চ অনুভব করল ঐ আশ্চর্য ল্যাম্পটা দেখে।

Notes, etc. : *Oh—oh*—the words express great excitement of the girls of the family ; অসীম বিস্ময়সূচক শব্দ। *Sounded*—uttered loudly ; জোরে উচ্চারণ করেছিল। *As though*—as if ; যেন। *Despair*—despondency ; হতাশা। *Marvellous*—wonderful ; আশ্চর্যজনক। *Too much for them*—the beauty of the doll's house was so wonderful that they could not imagine it before ; আগে তারা ভাবতেই পারে নি যে এ পুতুল-বাড়ি এত সুন্দর হতে পারে। *Papered*—covered with paper ; কাগজে আবৃত। *Gold frames*—broders of

golden colour ; সোনালি রঙের প্রান্ত-বিশিষ্ট। **Plush**—"n. & adj. Kind of cloth of silk, cotton, etc.. with nap longer and softer than that of velvet" (*C.O.D.*) ; সিল্ক, তুলা প্রভৃতির তৈরি অতি কোমল বস্ত্র। *Real bedclothes*—*i.e.*, not painted pictures of bedclothes actually spread on the bed ; ছবিতে অঙ্কিত শয্যা-ঢাকা চাদর নয়, সত্যকার চাদর। *Cradle*—children's rocking bed ; দোলনা। **Dresser**—"n. Kitchen sideboard with shelves for dishes, etc." (*C.O.D.*) ; রান্নাঘরে ডিশ, বাসনপত্র, খাবার ইত্যাদি রাখবার টেবিল। *Jug*—water-pot ; জলের পাত্র। *Frightfully*—extremely ; অতি মাত্রায় (প্রচণ্ডভাবে)। (*Note*—it is a colloquial expression. *Frightful*—literally means "terrible" *i.e.*, extreme)]. *Exquisite*—extremely beautiful ; অতীব মনোহর। *Amber lamp*—ধুনার মত হলদে রঙের ল্যাম্প বাতি।

Amber—Yellow translucent fossil resin, found chiefly "on a shore of Baltic—(*C.O.D*) "fossil resin exuded (নির্গত) as gum by coniferous trees" (*Columbia Encyclopedia*). *Globe*—spherical or ball-like covering ; গোলাকার আধার (যার মধ্যে বাতিটি রক্ষিত ছিল)।

Sprawled—spread out their limbs in a leisurely manner ; হাত-পা ছড়িয়ে অলসভাবে অবস্থান করছিল। *Stiff*—hard, inflexible. *Fainted*—lay senseless ; মূর্ছা গিয়েছিল। *Asleep*—in a sleeping condition ; ঘুমন্ত। *Upstairs*—The doll's house had two storeys (দোতলা). The doll-children were sleeping on the second storey or the first floor ; পুতুল শিশু-দুটি ঘুমোচ্ছিল দোতলার ঘরে। *Too big for the doll's house*—In comparison with the size of the doll's house these dolls (*i.e.*, the children) seemed to be very large ; পুতুল-বাড়ির আয়তন অনুপাতে পুতুল-শিশু দুটির আকার যেন খুব বড়। *They did not......belonged*—the large size of the children was out of proportion to the size of the house (বাড়ির অনুপাতে খুব বেশি বড় দেখাচ্ছিল) and so they seemed to be not fit inhabitants of the house ; অতি বড় আয়তন হওয়ায়, তাদের ও-বাড়ির লোক বলে মনে হচ্ছিল না। **Perfect**—faultless ; completely beautiful ; নিখুঁত, সম্পূর্ণ সুন্দর।

It seemed to smile at Kezia—the little girl Kezia imagined that the lamp was smiling and talking with her. *The lamp was real*—The lamp looked like a real lamp as if it could give out real light.

Expl. : They didn't look as though they belonged...... The lamp was real'. The sentences are taken from Katherine Mansfield's story, *The Doll's House*. The children of the Burnell family got the doll's house as a present. They thought that it was a beautiful little doll's house. It had rooms and all things like a real house. The father-doll and the mother-doll and their two children lived in the house. The dolls were too big for the little house—'They didn't look as though they belonged'. The Burnell family had three children, three little girls, Isabel, Lottie and Kezia. Kezia was the youngest child. Kezia had more imagination than the two other girls. An amber lamp (with a white globe) stood on the dining-room table in the doll's house. Kezia did not like much the father-doll and the mother-doll and their two doll children. Kezia liked the little amber lamp very greatly. The little amber lamp was just the right size for the little doll's house. The lamp seemed to smile and to say that it had always lived in the house. The lamp seemed to be a real lamp. To Kezia, the lamp was a perfect little lamp. The lamp was a wonderful thing. Kezia loved and admired the little lamp very much.

Add a note on : *belonged.*

ব্যাখ্যা ঃ ক্যাথারিন ম্যান্স্‌ফিল্ডের *'The Doll's House'* নামে গল্প থেকে এই অংশ উদ্ধৃত হয়েছে। বার্নেল পরিবারের শিশুরা পুতুল-বাড়িটা উপহার পেয়েছিল। তারা এটাকে একটা সুন্দর ছোট পুতুলবাড়ি বলে মনে করেছিল। ঠিক একটা সত্যিকারের বাড়ির মতোই এতে ঘর ও অন্যান্য সব জিনিসই ছিল। বাড়িটাতে ছিল বাবা-পুতুল, মা-পুতুল ও তাদের দুই শিশু। অবশ্য পুতুলগুলো ছোট্ট বাড়িটার তুলনায় ছিল বড্ড বড়, বাড়িটার সঙ্গে তাদের যেন মানাচ্ছিল না। বার্নেল পরিবারে ছিল তিনটি মেয়ে—ইসাবেল, লোটি ও কেজিয়া। কনিষ্ঠ মেয়ে কেজিয়ার মন ছিল অন্য দুজনের চেয়ে বেশি কল্পনাপ্রবণ। পুতুল-বাড়ির খাবার ঘরের টেবিলের উপর ছিল একটা ছোট বাতি। কেজিয়ার কাছে অন্য সবকিছুর চেয়ে বাতিটাই মনে হল ভাল। পুতুল-বাড়িটার সঙ্গে বাতিটা বেশ মানানসই ছিল। মনে হচ্ছিল যেন বাতিটা মৃদু হেসে জানিয়ে দিলে যে ওটা সর্বদাই ঐ বাড়িতে

বাস করে। একটা সত্যিকারের বাড়ির মতোই ওটাকে দেখাছিল। কেজিয়ার মতো ওটা ছিল নিখুঁত একটা ছোট বাড়ি। ঐ অদ্ভুত সুন্দর বাড়িটাকে কেজিয়া পছন্দ করেছিল এবং ওটার প্রশংসা করেছিল।

Grammar and Composition : *Except the kitchen*—it would be more grammatical to say 'except that of the kitchen'.

Stiff—adjective, predicatively used of 'who'.

অনুবাদ : Burnell পরিবারের শিশুরা আনন্দে আত্মহারা হয়ে বিস্ময়ে, "ওহ্। ওহ্।" চীৎকার করে উঠল এমনভাবে যেন তারা হতাশ হয়েছে। এতটা বিস্ময়কর, এত সুন্দর হবে ঐ পুতুল-বাড়ি এ তারা ভাবতে পারে নি। এমন আশ্চর্য-সুন্দর জিনিস তারা কখনও দেখেনি। পুতুল-বাড়ির ঘরগুলির দেওয়ালগুলো সব ছিল কাগজ দিয়ে মোড়া, দেওয়ালের কাগজগুলির উপর ছিল সোনালি ফ্রেমে বাঁধানো ছবি সব। রান্নাঘর ছাড়া সব ঘরেরই মেঝেগুলো ছিলো লাল কার্পেটে ঢাকা, বসবার ঘরে ছিল লাল ভেল্‌ভেটের মত আস্তরণে ঢাকা কতকগুলি চেয়ার, আবার খাবার ঘরে ছিল সবুজ চেয়ার গুলি, কতকগুলি টেবিল, শয্যাগুলিতে সত্যিকারের শয্যার জিনিস। আর ছিল দোলনা, স্টোভ, টেবিল, ছোট ছোট প্লেট এবং জলের একটা বড় জাগ। কিন্তু Keziaর যেটা সব চেয়ে ভাল লেগেছিল সেটা হল amber রঙের ল্যাম্প বাতিটা। খাবার ঘরের টেবিলের মাঝখানে এই সাদা গোল ঢাকনার মধ্যে রাখা ল্যাম্প-বাতিটাকে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছিল। ল্যাম্প-বাতিটার ভিতর ছিল যেন তেলে পূর্ণ—তা বলে সত্যিকার আলোর মত এটাকে জ্বালাবার উপায় ছিল না। ল্যাম্প-বাতিটার ভিতরে তেলের মত কিছু একটা ছিল, এবং বাতিটা নাড়লে, সেটা নড়ত। বসবার ঘরে, পুতুলদের বাবা, মা হাত-পা ছড়িয়ে খুব শক্ত হয়ে পড়েছিল, যেন তারা মূর্ছা গেছে। পুতুল শিশুরা দোতালায় ঘুমুচ্ছিল। এরা আকারে ছিল বড্ড বড়—বাড়ির আয়তনের অনুপাতে মানাচ্ছিল না। যাই হোক্ ল্যাম্প-বাতিটা ছিল নিখুঁত সুন্দর। এটা যেন Keziaকে ডেকে বলছিল—"এই যে, আমি এখানে থাকি।" ল্যাম্প-বাতিটা ছিল যেন একেবারে সত্যিকারের। (আর সেটা পুতুল-বাড়ির সঙ্গে মানানসই ছিল এবং সুন্দর ছিল)।

Short Questions and Anwers

Q. 1. 'It was too much for them'—*What was 'it'? Why and for whom was it too much?* ['It' বলতে কি বুঝাচ্ছে? কেন এবং কাদের কাছে ধারণাতীত ছিল?']

Ans. 'It' refers to the wonderful doll's house. The Burnell children could not imagine that the doll's house could be so wonderful. So its beauty was too much for them.

[বিস্ময়কর পুতুল-বাড়িটাকে 'it' বলা হয়েছে। বার্নেল পরিবারের শিশুরা ভাবতেই পারে নি যে বাড়িটা এত সুন্দর হতে পারে। এর সৌন্দর্য তাদের ধারণাতীত ছিল।]

Q. 2. *Describe the rooms in the doll's house.* [পুতুল-বাড়ির ঘরগুলির বর্ণনা দাও।]

Ans. There were a drawing room, a dining room, a kitchen and two bed-rooms. All the rooms were papered. There were pictures painted on the wall-papers. The pictures were in gold frames. Red carpet covered all the floors except that of the kitchen. There were red chairs in the drawing room, and green chairs in the dining-room.

[বাড়িটাতে ছিল একটা বসবার ঘর, একটা খাবার ঘর, একটা রান্নাঘর এবং দুটি শোবার ঘর। ঘরগুলোর দেওয়াল ছিল কাগজে মোড়া, আর তার উপর ছবি আঁকা ছিল। ছবিগুলো সোনালী ফ্রেমে বাঁধানো। রান্নাঘর ছাড়া অন্যান্য ঘরের মেঝেতে লাল কার্পেট বিছানো ছিল। বসবার ঘরে ছিল কয়েকটা লাল চেয়ার আর খাবার ঘরের চেয়ারগুলো ছিল সবুজ।]

Q. 3. *What did Kezia like most?* [কেজিয়া কোন্ জিনিসটাকে সবচেয়ে বেশি পছন্দ করেছিল?]

Ans. Kezia liked the amber lamp most. It stood on the dining-room table with a white globe. It was filled with something like oil.

[কেজিয়া অ্যামবার বাতিটাকে সবচেয়ে বেশি পছন্দ করেছিল। খাবার ঘরের টেবিলে সেটা ছিল একটি সাদা গোল ঢাকনার মধ্যে। তেলের মতো একটা কিছু এতে ভরা ছিল।]

Q. 4. *Where and how were the father and mother dolls placed in the doll's house?* [বাবা-পুতুল আর মা-পুতুল দুটোকে পুতুল-বাড়ির কোথায় কিভাবে রাখা হয়েছিল?]

Ans. The father-doll and the mother-doll were placed in the drawing room of the do'lls house. They were plaeed in such a way that they seemed to spread out their limbs in a leisurely manner. [বাপ-পুতুল ও মা-পুতুলকে পুতুলবাড়ির বৈঠক-

খানায় রাখা হয়েছিল। এমন ভাবেই তাদের রাখা হয়েছিল যে তারা যেন হাত-ছড়িয়ে অলসভাবে অবস্থান করছিল।]

Q. 5. 'They didn't look as though they belonged'.—*Whom does the word 'they' refer to? Why did they not look as though they belonged?* [এখানে 'they' বলতে কাদের উল্লেখ করা হয়েছে? পুতুল-বাড়ির লোক বলে তাদের মনে হচ্ছিল না কেন?]

Ans. 'They' refers to the child-dolls of the doll's house. The child-dolls seemed to be very large in comparison with the side of the doll's house. That was why they did not look as though they belonged.

[শিশু-পুতুলদুটোকে 'তারা' বলা হয়েছে। পুতুল-বাড়িটার আকারের তুলনায় ও-দুটো বড্ড বড় বলে মনে হচ্ছিল। তাই তাদের পুতুলবাড়িটার লোক বলেই মনে হচ্ছিল না।]

Paragraphs 8-12

Gist: The Burnell famlly had three girls, Isabel (the eldest), Lottie and Kezia. The girls of the Burnell family were impatient to tell the girls of the school everything about the doll's house. Isabel was the eldest sister; she claimed the right to tell first. Lottie and Kezia submitted. Isabel also claimed the right to choose the two girls for the first day's visit to the doll's house. Isabel said that their mother had said that she might. Their mother's arrangement was that the girls of the school should visit the doll's house only two at a time.

সারার্থ: Burnell পরিবারে ছিল তিনটি মেয়ে—Isabel (সকলের বড়), Lottie এবং Kezia. Burnell পরিবারের মেয়েরা অধৈর্য্য হয়ে উঠল কখন তাদের পুতুল-বাড়ির কথা স্কুলের মেয়েদের বলবে। Isabel দাবী করল, সে-ই প্রথম স্কুলের মেয়েদের খবর দেবে—কারণ সে সবার বড় বোন। অন্য বোনরা এটা মেনে নিল। Isabel আরও দাবী জানালো যে সে-ই ঠিক করবে কোন দুটি মেয়েকে প্রথম পুতুল-বাড়ি দেখাতে আনবে। Isabel বলল তাদের মা বলেছে তাই হবে। তাদের মা নিয়ম করে দিয়েছিলেন যে এক সঙ্গে দুটি করে স্কুলের মেয়েকে পুতুল-বাড়ি দেখতে আনা হবে।

Notes, etc.: *Could hardly......next morning*—were unable to go as quickly to school as they wished; তারা চেষ্টা করছিল খুব তাড়াতাড়ি স্কুলে পৌঁছাবে, যাতে গিয়েই মেয়েদের কাছে পুতুল-বাড়ির

করতে পারে ; কিন্তু মন দ্রুত চলছিল, পা অত দ্রুত চলতে পারছিল না। *Hardly*—scarcely, "not" ; কদাচিৎ। *Could hardly walk to school*—could not walk to school. *Fast enough*—sufficiently quickly ; যথেষ্ট তাড়াতাড়ি।

Burned—was fired with a desire ; বলবার আগ্রহে আকুল হয়ে উঠেছিল। *Boast*—brag, tell proudly ; গর্ব করে বলা। *Rang*—sounded ; বেজেছিল।

Eldest—more advanced in years than each of you ; সর্বজ্যেষ্ঠ। *Join in*—add your own remarks to mine ; আমার বলার সঙ্গে সঙ্গে তোমরাও বলতে পার, কিন্তু আমিই হব প্রধান বক্তা।

There was......answer—The other two girls had nothing to say in reply, *i.e.*, they accepted Isabel's words ; অন্য মেয়ে দুটির এ কথার জবাব দেওয়ার ছিল না।

Bossy—in the manner of a boss or leader ; সর্দারী ; মুরুব্বির মত। [**boss**, n. master, person in authority—*C.O.D.*] *The powers......eldest*—They knew that the eldest child of a family naturally had more power ; ছোট বোনরা জানত বয়সে বড় যে তারই ক্ষমতা বেশি হয়।

Brushed—walked briskly ; তাড়াতাড়ি চলতে লাগল। *Buttercups*—A kind of yellow flowers. *Road-edge*—on one side of the road ; রাস্তার এক পার্শ্বে।

Arranged—fixed ; ব্যবস্থা করা হয়ে গিয়েছিল। *Courtyard*—উঠান। *Not to stay to tea, of course*—Among English people (in New Zealand), there are divisions of social classes, and all acquaintances could not be asked to stay to tea, as social equals. **Not traipsing**—not tramping, not moving with unclean skirts etc., flowing behind ; অপরিষ্কার কাপড় ইত্যাদি লুটাতে লুটাতে চলতে পারে না।

Pointed out—showed ; দেখিয়েছিল। *Beauties*—the fine or charming parts of the doll's house.

Grammar and Composition : *before the schoolbell rang*—Here *before* is a conjunction introducing the adverb clause 'the schoolbell rang'.

Before as a preposition (earlier than): The man was brought *before* the Magistrate.

as an adverb (at an earlier time) : I saw the boy *before*.

join in—*in* is an adverbial participle here.

to stand quietly—'quietly' is an adverb modifying 'stand'.

they might ask the girls……and look—Sub.-Noun clause, object of 'had been arranged'.

অনুবাদ ঃ পর দিন সকালে Burnell শিশুরা (কন্যারা) যত তাড়াতাড়ি (দ্রুত বেগে) হাঁটতে চায়, তত তাড়াতাড়ি হাঁটতে পারছিল না স্কুলে যেতে। তাদের বড় আগ্রহ স্কুলের মেয়েদের কাছে বলতে ও বর্ণনা করতে কী সুন্দর পুতুল-বাড়ি তারা উপহার পেয়েছে। স্কুলের ঘন্টা বাজার আগেই তারা স্কুলে হাজির হয়ে জানিয়ে দেবে এই সুসমাচার। তারা যেন সৌভাগ্যগর্বে ফুলে উঠতে লাগল।

"আমি বলব, জান, আমি সবার বড় বোন। আমি আগে বলব, তোমরা তার পরে কিছু কিছু বলতে পার,-কিন্তু আমি প্রথমে বলব।"

এর উপর আর বলবার কী থাকতে পারে। বড় বোন Isabel-এর সবেতেই ত' আছে মুরুব্বিয়ানা চাল (সর্দারী ভাব, মোড়লী ভাব)—সে যা বলবে অমনি মেনে নিতে হবে তাই-ই ঠিক। ছোট বোন দুটি Lottie ও Kezia জানত বড় হলে কত ক্ষমতার অধিকারী হওয়া যায়। তারা রাস্তার প্রান্তে ছড়ানো buttercup ফুলগুলোর গা ঘেঁসে তাড়াতাড়ি চলল স্কুলের দিকে, তারা কিছু বলল না।

Isabel আরও দাবী করল যে সে ঠিক করে দেবে প্রথম কোন দুটি স্কুলের মেয়ে পুতুল-বাড়ি দেখবার জন্য সে তাদের বাড়িতে ডেকে আনবে—মা এই বলেছে।

তাদের মা বলে দিয়েছিল যে যতদিন পুতুল-বাড়িটা উঠানে থাকবে ততদিন প্রতি বারে দু'জন দু'জন করে মেয়েকে পুতুল-বাড়ি দেখবার জন্য আনা যেতে পারে—স্কুলের মেয়েরা আসবে, তবে অবশ্যই তাদের চা-খেতে নিমন্ত্রণ করা হবে না, অথবা বাড়ির মধ্যে স্কুলের মেয়েরা আসবে না অপরিচ্ছন্ন ভাবে, অসভ্যভাবে। বাড়ির উঠানে স্কুলের মেয়েরা আসবে, দাঁড়াবে আর Isabel তাদের পুতুল-বাড়ির সুন্দর জিনিষগুলি সব দেখিয়ে দেবে, Lottie এবং Keziaকে দেখাতে হবে তারা খুশী।

Short Questions and Answers

Q. 1. *What showed that Isabel was bossy?* [ইসাবেল কিভাবে তার মাতব্বরি ফলাচ্ছিল ?]

Ans. The three Burnell girls, Isabel, Lottie and Kezia were very eager to tell their friends in the school all about the wonderful doll's house. But Isabel, being the oldest of the three, claimed that she would speak to their friends first and she would also select those school-girls who were to come and see first the doll's house.

[ইসাবেল, লোটি ও কেজিয়া বার্নেল পরিবারের এই মেয়েরা আশ্চর্য পুতুল-বাড়িটার বিষয়ে সব কথা স্কুলের বন্ধুদের জানাবার জন্য বড়ই ব্যগ্র হয়ে উঠেছিল। কিন্তু এদের মধ্যে ইসাবেল বয়োজ্যেষ্ঠ হওয়ায় দাবী করল যে বন্ধুদের-কাছে সে-ই প্রথম সব জানাবে, আর তাছাড়া স্কুলের কোন্ মেয়ে এসে পুতুল-বাড়িটা দেখে যাবে তাও সেই ঠিক করে দেবে।]

Q. 2. *What did Lottie and Kezia know too well?* [লোটি ও কেজিয়া ভালভাবেই কি জানত ?]

Ans. Lottie and Kezia knew well that the eldest child of a family naturally had more powers.

[লোটি ও কেজিয়া ভালভাবেই জানত যে পরিবারের জ্যেষ্ঠ সন্তানের ক্ষমতা বেশি থাকে।]

Q. 3. *What arrangement was made to show the school girls the doll's house?* [স্কুলের মেয়েদের পুতুলবাড়িটা দেখাবার কি ব্যবস্থা হয়েছিল ?]

Ans. It had been arranged that the girls of the school should visit the doll's house only two at a time while it stood in the court-yard. Isabel would show them the fine parts of the doll's house.

[এরূপ ব্যবস্থা হয়েছিল যে স্কুলের মেয়েরা দুজন দুজন করে এসে পুতুল-বাড়িটা দেখে যাবে, যে কদিন সেটা উঠোনে থাকবে। ইসাবেল তাদের পুতুলবাড়িটার সুন্দর অংশগুলি দেখাবে।

Paragraphs 13-15

Gist: The Burnell girls reached school after the bell had been rung. When the classes were over and play-time began, Isabel told the girls the story of the doll's house. All the girls

came quickly and surrounded her to hear about the doll's house. They all tried to win special favour from Isabel. Every one behaved as if she were Isabel's special friend. There was only one school in the neighbourhood. Girls of all social classes had to read in the same school. But there were two girls who always remained at a distance from these girls—they were Lil Kelvey and Else Kelvey who came from a very low social class. The girls of the so-called upper classes did not mix with the two Kelvey sisters. Many girls were not allowed by parents even to speak to the Kelvey sisters.

সারার্থ ঃ যখন Burnell মেয়েরা স্কুলে এল তখন ঘন্টা বাজছে। তাই ক্লাশ ভাঙ্‌বার আগে পর্যন্ত তাদের অপেক্ষা করতে হল। খেলার সময় Isabel পুতুল-বাড়ির গল্প শোনাল। সব মেয়েই তাড়াতাড়ি এসে তাকে ঘিরে দাঁড়াল গল্প শোনবার জন্য। প্রত্যেক মেয়ে চেষ্টা করল দেখাতে যে সে-ই Isabel-এর বিশেষ বান্ধবী। সেই অঞ্চলে আর অন্য স্কুল ছিল না—সেইজন্য সমাজের সকল স্তরের মেয়েরা এই একই স্কুলে পড়ত। কিন্তু স্কুলের দুটি মেয়ে ছিল, দুটি বোন Lil Kelvey এবং Else Kelvey—যারা এই মেয়েদের দলের বাইরে। তাদের ছিল সমাজে অতি নীচু স্থান, সেজন্য এই দুটি বোনকে অন্য মেয়েরা সবাই অবহেলা করত। অন্য মেয়েরা বোন দুটির সঙ্গে মেলা-মেশা করত না। বাড়ি থেকে নিষেধ ছিল অনেক মেয়ের, এই দুটি বোনের সঙ্গে এইজন্য অনেক মেয়ে কথা বলত না। তারা সবার থেকে দূরে দূরে থাকত।

Notes, etc. : *Hurry*—hasten ; go quickly. *Hurry as they might*—However swiftly they might go ; তারা যত তাড়াতাড়িই যাক না কেন। *Tarred*—painted with tar ; আলকাতরা-মাখানো। *Pailings*—"fence of pales" *i.e.*, pieces of wood with sharpened tops ; ছুঁচালো কাঠের টুকরো দিয়ে তৈরি বেড়া। *Jangle*—sound harshly ; কর্কশ শব্দ করা। *Whip off*—took off quickly ; জোরে খুলে ফেলল। *Fall into line*—join other students ; অন্য ছাত্রীদের সঙ্গে যোগ দিল। *Roll*—list of the names of students ; ছাত্রীদের নামগুলি।

Never mind—"It doesn't matter" ; কিছুই আসে যায় না। *Make up for it*—make amends or compensation for it ; পুষিয়ে নিতে চেষ্টা করেছিল। *By looking very important*—by taking a posture of personal gravity ; নিজেকে বেশ ভারিক্কী দেখানোর ভঙ্গি

নিয়ে। *Mysterious*—having some wonderful secret in her mind ; রহস্যভরা ভাব। *Whispering*—telling something in a low voice in the ear of another girl ; ফিসফিস করে বলছিল। *Got something ......playtime*—I have some important matter to tell you at the time of our games.

Surrounded—the girls made a circle and stood round Isabel to know the secret which she had promised to tell. *Fought*—struggled with one another ; ধস্তাধস্তি করেছিল। *To put......round her*—to entwine (জড়ান) their arms round the body of Isabel as a mark of great affection and intimacy (ঘনিষ্ঠতা) ; বাহু দ্বারা Isabelকে ঘিরে ধরেছিল। *Beam*—smile, look happy and cheerful ; হাসি-খুশী-ভাব দেখানো। *Flatteringly*—for the purpose of pleasing Isabel ; Isabelকে খুসী করবার জন্য। *The girls of her class......to be her special friend*—All the girls of the school gathered round Isabel. The girls of Isabel's class (*i.e.*, Isabel's classmates) wanted to come closer to Isabel, they tried hard to take hold of Isabel. Each one of Isabel's classmates wanted to have more attention from Isabel ; she wanted to show that she was more intimate with Isabel than the other school girls.

Court—meeting called by a king or queen ; রাজসভা। *Held quite a court*—she called an assembly under the trees as if she were a queen and the other girls were her subjects ; রাণীর মত যেন এক সভা আহ্বান করেছে মনে হচ্ছিল। *Huge*—big ; প্রকাণ্ড। *Pine trees*—"coniferous (মোচার মতো ছুঁচালো) pyramidal trees. The needle-like leaves are produced singly or in clusters ; they remain on the branch from two to ten years" (*Columbia Encyclopedia*) ; মোচার মত ছুঁচালো অগ্রভাগ বিশিষ্ট লম্বা দেবদারু জাতীয় গাছ।

Nudging—elbowing ; কনুই দিয়ে ঠেলে। *Giggling*—laughing with suppressed sound ; ফিক্ ফিক্ করে হাসছিল। *Pressed up*—crowded to the place ভিড় করে এসেছিল। *Close*—very near ; খুব নিকটে। *Ring*—circle গণ্ডী। *Always outside*—*i.e.*, outside the circle of other girls সর্বদাই গণ্ডীর বাইরে। *The little Kelveys*—

Kelvey পরিবারের ছোট মেয়ে দুটি। *To come anywhere......Burnells* —The Kelvey girls knew that the Burnells and other girls of higher social classes hated them and avoided their company ; so they did not come near them ; Kelvey মেয়েরা জানত যে Burnellরা এবং অন্য মেয়েরা তাদের নীচশ্রেণীর বলে ঘৃণা করে ; সেজন্য তারা Burnell-দের কাছে যেত না।

The fact was—The actual situation was ; আসল কথা এই। *If there had been any choice*—if they had the liberty to choose ; if there were any other alternative ; যদি তাঁদের ইচ্ছামত স্কুল নির্বাচন করবার সুযোগ থাকত। *It was the only school for miles*—within the area of several miles there was no other school except this one ; কয়েক মাইল এলাকার মধ্যে একটা ছাড়া আর স্কুল ছিল না।

Consequence—result ; ফল। *All......neighbourhood*—ঐ অঞ্চলের সব ছেলেমেয়েরা। *Milkman*—দুগ্ধবিক্রেতা। *Mix together*—come into close contact with one another ; ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করত। *Not to speak of*—No need of mentioning it ; this question may not be raised ; এ কথা নাই বা বললাম। **Rude**—vulgar ; unrefined ; অমার্জিত। *As well*—also ; অধিকন্তু।

But the line............somewhere—A limit must be put at a particular point in this sort of intermixture between the high and the low ; উচ্চ-নীচের মেলামেশার একটা সীমা রাখতে হয়। *It was ......Kelveys*—এই সীমারেখা টানা হয়েছিল Kelvey-দের আলাদা ধরে (অর্থাৎ Kelveyরা মেলামেশার সীমানার বাইরে।) *Allowed*—permitted.

Walked past the Kelveys—moved by the side of the Kelveys. *With their......air*—holding up their heads above as a sign of contempt (ঘৃণা) for these low class girls ; এই নীচুস্তরের মেয়েদের প্রতি অবজ্ঞা দেখিয়ে আকাশের দিকে মাথা উঁচু করে চলত। *Set the fashion*—created the fashion *i. e.*, their example was followed by others ; তাদের কার্যকলাপই সকলের রীতি বা নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছিল। *Shunned*—avoided ; পরিত্যক্ত হয়েছিল।

A special voice—had a separate tone of speech *i.e.*, spoke with them in a scornful tone ; তাদের সঙ্গে কথা বলত বিশেষ এক-

রকম (গলার) সুরে ; অবজ্ঞার সুরে। *Dreadfully*—terribly. *Bunch*—cluster ; গুচ্ছ।

Expl. : But the line had to..............speak to them. The passage is from Katherine Mansfield's short story, '*The Doll's House*'. Here is a description of the school in which the Burnell girls were reading.

In the place, there was only one school. People of different social classes lived there. Children of different-social classes had to read in the same school ; they were forced to read in the same school and to mix and talk with one another. But a dividing line had to be drawn among the girls of different social classes at some point or other. The Kelvey girls (Lil Kelvey and Else Kelvey) belonged to the lowest social class. The school girls of the so-called upper classes did not mix and talk with the Kelvey girls. Parents and other relations asked their girls not to mix with the Kelvey girls. Some children (including the Burnell children) were not allowed even to speak to the Kelvey girls.

Add a note on : *the line.*

N.B. New Zealand is a part of the British Commonwealth. Katherine Mansfield was born in New Zealand ; she came to England ; she wrote fine short stories. Katherine Mansfield strongly disliked the stupid and cruel treatment of the so-called inferior classes by the so-called higher classes. She had great loving sympathy for the so-called lowest class and the children of the so-called lowest class.

ব্যাখ্যা : Katherine Mansfield-এর ছোট গল্প 'The Doll's House' থেকে এই লাইন কয়টি নেওয়া হয়েছে। এখানে লেখিকা নিম্নশ্রেণীর Kelvey মেয়েদুটির প্রতি উচ্চশ্রেণীর মেয়েদের ব্যবহারের কথা বলছেন। স্কুলটিতে সমাজের সব স্তরের পরিবারের মেয়েরা পড়ত। সেজন্য সম্ভ্রান্ত Burnell পরিবারের মোটেই ইচ্ছা ছিল না মেয়েদের এই স্কুলে ভর্তি করবার। কিন্তু উপায়ান্তর ছিল না। শুধু অভিজাত শ্রেণীর ছেলে-মেয়েদের জন্য কোন স্কুল অনেক মাইলের মধ্যে ওই অঞ্চলে একটিও ছিল না। সেজন্য উচ্চবংশীয়দের মেয়েরা নিম্নবংশীয়দের মেয়েদের সঙ্গে ওখানে একসঙ্গেই পড়ত। কিন্তু উচ্চ ও নীচ বংশীয় ছেলেমেয়েদের পরস্পর মেলামেশার একটা সীমারেখা ত' মানতে হবে—উচ্চবংশীয়রা এই কথা ভাবত। অতি নীচুদের ত' অতি বড়

বংশীয়দের সঙ্গে অবাধে মেলা-মেশা করতে দেওয়া যায় না। Kelvey মেয়েরা সমাজের সব চেয়ে নীচু শ্রেণীর। সমাজের উঁচু শ্রেণীর অভিভাবকরা তাঁদের মেয়েদের Kelvey মেয়েদের সঙ্গে মিশতে নিষেধ করে দিয়েছিলেন।

Grammar and Compsition : *to put, to walk, to beam, to be*—infinitives modifying the verb 'fought'.

Pressed up close—up is an adverbial particle and *close* is an adverb modifying, 'pressed'. For the fact *was*—The Intransitive verb *was* (of Incomplete Predication) has for its complement the Noun clause : "(That) the school the Burnell children… …any choice."

Went *to*—The Preposition *to* has for its object the Relative Pronoun *which* understood after school.

The kind of place their parents *would have chosen*—'would have chosen' has for its object the Relative Pronoun *which* understood after the Noun *place*.

The consequence *was*—The Verb *was* has for its complement the Noun clause "(that) all the children……to mix together."

There *being* an equal number—*Being* is a Gerund, object to the Preposition 'of' in the phrase 'not to speak of.'

অনুবাদ : কিন্তু যত তাড়াতাড়িই তারা (Burnell কন্যারা) করুক, তারা ছেলেদের খেলার মাঠের আলকাতরা-মাখান রেলিংগুলোর কাছে যখন পৌঁছেছে তখনই স্কুলের ঘণ্টা বাজছে শুনতে পেল। তখন তাড়াতাড়ি স্কুলে ঢুকে টুপী খুলে ফেলে নিজ নিজ জায়গায় বসে গেল। শীঘ্রই নাম ডাকা হল। (Isabel-এর আর কারু সঙ্গে কথা বলার সুযোগ হল না।) Isabel সেটা পুষিয়ে নিতে চেষ্টা করল, দেখাল যেন সে একটা কেউ, মেয়েদের Isabel নিজ চাহনি দিয়ে ইঙ্গিত করল যে তার অদ্ভুত ও গুরুত্বপূর্ণ কিছু বলবার আছে। নিকটবর্তী মেয়েদের ফিসফিস করে সে বলল "একটা কথা আছে। খেলার ঘণ্টা বাজবার পর বলব।"

খেলার সময় এল। মেয়েরা সব Isabelকে ঘিরে ফেলল। Isabel-এর ক্লাসের মেয়েরা প্রায় মারামারির ব্যাপার করল Isabelকে জড়িয়ে ধরতে হাত দিয়ে, Isabelকে খুশী করতে মেয়েরা হাসিমুখে খোসামোদের ভাবে, প্রত্যেক মেয়েটি দেখাতে চাইল যে সেই Isabel-এর বিশেষ বান্ধবী। খেলার মাঠের কাছে, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দেবদারু গাছগুলোর তলায় রাণীর মত মেয়েদের নিয়ে যেন সভা করে বসেছে Isabel, মেয়েরা

কনুই দিয়ে পরস্পরকে ঠেলে, ফিক্ ফিক্ করে হাসতে হাসতে এসে জমায়েত হয়েছে। কিন্তু দুটি মেয়ে রইল এই সভার বাইরে—তারা চিরকালই গণ্ডীর বাইরেই থাকত। এরা হল Kelvey পরিবারের ছোট্ট মেয়ে দুটি। Kelvey পরিবারের এই মেয়ে দুটি জানত যে তাদের Burnell পরিবারের মেয়েদের কাছে যাওয়া চলবে না। কারণ ব্যাপারটা হল এই, তথাকথিত অভিজাত Burnell পরিবারের মেয়েরা যে স্কুলে পড়ত তাদের বাপ মার সেখানে মেয়েদের ভর্তি করবার ইচ্ছা মোটেই ছিল না, যদি তাঁদের পছন্দমত স্কুল সেখানে থাকত। সেখানে তাঁদের পছন্দমত স্কুল ছিল না। অনেক মাইলের মধ্যে এইটেই ছিল একমাত্র স্কুল। তাই এই স্কুলে সব রকম পরিবারের মেয়েরা পড়ত। যথা, জজের ছোট মেয়েরা, ডাক্তারের মেয়েরা, দোকানদারের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা, দুগ্ধব্যবসায়ীর মেয়ে ইত্যাদি। উচ্চ, নীচ সব মেয়েদের সঙ্গেই মেলামেশা করতে হয় এই স্কুলে। এই স্কুলে আরও ছিল প্রায় সমসংখ্যায় ছোট ছেলেগুলি, যারা অসভ্য ও দুরন্ত। কিন্তু নিম্নশ্রেণীর সঙ্গে মিশলেও তারও একটা সীমারেখা টানতে হবে ত। অতি-নিম্নদের সঙ্গে ত' আর মেশা চলে না। Kelvey পরিবারের কন্যাদের আলাদা ধরে টানা হয়েছিল সীমারেখা। বড় ঘরের মেয়েদের (তাদের মধ্যে Burnell পরিবারের মেয়েরা ছিল) অভিভাবকদের নিষেধ ছিল এই Kelvey কন্যাদের সঙ্গে তাদের কন্যারা যেন না মেশে, এমন কি যেন কথা না বলে। Burnell মেয়েরাই ছিল সবার অগ্রণী, তারা যেমন চাল-চলন দেখাত সেটাই সবার অনুকরণীয় হয়ে দাঁড়াত। যখন তারা Kelvey মেয়েদের কাছ দিয়ে যেত তখন তাদের দিকে না তাকিয়ে ঊর্ধ্বে আকাশের দিকে চোখ রেখে তারা সগর্বে চলে যেত। তাই Kelvey মেয়েদের অন্য সব মেয়েরা এড়িয়ে যেত, তাদের সঙ্গে কেউই মিশত না এবং কথা বলত না। শিক্ষয়িত্রী পর্যন্ত Kelvey পরিবারের মেয়ে দুটিকে অবজ্ঞা করত। তাদের সঙ্গে কথা বলবার সময় শিক্ষয়িত্রী একরকম বিশেষ কণ্ঠস্বর (অবজ্ঞার কণ্ঠস্বর) ব্যবহার করতেন, আর যখন Lil Kelvey অতি সামান্য ধরণের ফুল নিয়ে শিক্ষয়িত্রীর টেবিলের কাছে আসত তখন অন্যান্য মেয়েদের দিকে তাকিয়ে শিক্ষয়িত্রী এক বিশেষ ধরণের হাসি হাসতেন।

Short Questions and Answers

Q. 1. *Who surrounded Isabel at playtime? Why did they surround her?* [খেলার সময় কারা ইসাবেলকে ঘিরে ধরেছিল? কেন তারা ঘিরে ধরেছিল?]

Ans. The school fellows of Isabel surrounded her at playtime. Isabel had told them in the class that she had something to tell them at playtime. Naturally, when the playtime came all the girls came quickly and surrounded her to know what that 'something' was.

[ইসাবেলের স্কুলের বন্ধুরা খেলার সময় তাকে ঘিরে ধরল। ইসাবেল ক্লাসে তাদের বলেছিল যে খেলার সময় তাদের কাছে তার কিছু বলার আছে। স্বভাবতই খেলার সময় সমস্ত মেয়েরা তাড়াতাড়ি এসে তাকে ঘিরে ধরল সেই 'কিছু'-টা জানবার জন্য।]

Q. 2. *Who stayed outside the ring of the girls? Why did they stay outside the ring?* [মেয়েদের গণ্ডীর বাইরে থাকল কারা? কেন তারা গণ্ডীর বাইরে ছিল?]

Ans. The two Kelvey girls stayed outside the circle of other girls. The Kelvey girls came of a so-called low-class family. They always stayed outside the circle of the Burnells and other girls of higher social classes because they hated the Kelveys and avoided their company.

[কেলভি পরিবারের দুইটি মেয়ে অন্যান্য মেয়েদের গণ্ডীর বাইরে থাকত। কেলভি পরিবারের মেয়েরা তথাকথিত নিম্নশ্রেণীতে জন্মেছিল। তারা সর্বদাই বার্নেল পরিবারের মেয়েদের এবং অন্যান্য উচ্চশ্রেণীর মেয়েদের গণ্ডীর বাইরে থাকত, কারণ তারা কেলভি শিশুদের ঘৃণা করত এবং তাদের সঙ্গ এড়িয়ে চলত।]

Q. 3. 'But the line had to be drawn somewhere.'—*What does the word 'line' mean? Who wanted to draw a line? Where was the line drawn?* [এখানে 'line' কথাটির অর্থ কি? কারা সীমারেখা টানতে চেয়েছিল? কোথায় সেই সীমারেখা টানা হয়েছিল?]

Ans. The word 'line' means a dividing line or a line of separation to keep apart the children of the lower classes from those of the upper classes. Children of different social classes had to read in the same school. Parents of the children of upper classes did not like that their girls should mix with the low-class girls. So they wanted to draw a demarcation line between the high and the low.

The line of demarcation was drawn at the Kelveys. The two Kelvey girls belonged to the lowest social class. So the other girls were asked not to mix with them.

['সীমারেখা' কথাটির দ্বারা উচ্চশ্রেণীর মেয়েদের থেকে নিম্নশ্রেণীর মেয়েদের আলাদা করে রাখার সীমা বোঝানো হয়েছে। নানাশ্রেণীর ছেলে-মেয়েরা একই স্কুলে পড়তে বাধ্য হত। উচ্চশ্রেণীর শিশুদের পিতামাতা চাইতেন না যে তাঁদের সন্তানেরা নিম্নশ্রেণীর মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশা করুক। তাই তাঁরা উচ্চ ও নিম্নশ্রেণীর মেয়েদের মধ্যে একটা সীমারেখা টানতে চেয়েছিলেন।

এই সীমারেখা টানা হয়েছিল কেল্‌ভি পরিবারের মেয়েদুটিকে আলাদা করে দিয়ে। কেল্‌ভিরা ছিল সমাজের একেবারে নিম্নশ্রেণীর মেয়ে। তাই অন্যান্য মেয়েদের তাদের সঙ্গে মেলামেশা করতে নিষেধ করা হয়েছিল।]

Q. 4. *How did the teacher treat Kelvey girls ?*

[শিক্ষিকা কেল্‌ভি মেয়েদের সঙ্গে কেমন ব্যবহার করতেন ?]

Ans. The teacher treated the Kelvey girls scornfully.

[শিক্ষিকা মেয়েদের প্রতি অবজ্ঞাসূচক ব্যবহার করতেন।]

Paragraph 16

Gist : These Kelvey children were the daughters of a washerwoman. As for their father, he was not seen by anybody. It was rumoured that he was in jail. The mother of the Kelvey children made dresses for them with things given in charity to her by her customers. So the Kelvey children had odd-looking dresses.

Lil's dress was made out of the old table cloth given by the Burnell family ; and the sleeves were made from the old curtains of the Logan family. Her hat was an old hat rejected by a grown-up lady. It was too large for Lil. Lil was a stout, plain child. Indeed she looked very odd (strange-looking) in such ridiculous dress (হাস্যোদ্দীপক পোষাক). Our Else, the younger sister, was equally odd-looking in her dress. She wore a long white dress (like a night-gown) and a little boy's boots. Else was a thin, little child. Else had large, solemn eyes. She smiled rarely ; she spoke rarely. The two Kelvey sisters were in perfect sympathy with each other ; they understood each other very well.

সারার্থ : এই Kelvey মেয়েদুটি ছিল একটি খুব কর্মব্যস্ত ধোবানীর মেয়ে। মেয়েদুটির বাপকে কেউ দেখেনি। গুজব যে, তাদের বাবা নাকি জেল খাটছে। তাদের মা যেরকম কাপড়-চোপড় পরিয়ে তাদের স্কুলে পাঠাত তাতে তাদের অদ্ভুত দেখাত। Lil-এর পোষাক তৈরি করা হয়েছিল Burnell-

মের টেবিল-ঢাকা কাপড় কেটে, তার জামার হাতা Logan পরিবারের দরজার পরদা কেটে। তার টুপীটা ছিল এক বয়স্কা মহিলার বাতিল করা টুপী। এ-রকম হাস্যোদ্দীপক পোষাকে তাকে বড়ই অদ্ভুত দেখাত। Else-নামের ছোট বোনটাকেও অদ্ভুত দেখাত। সে পরত একটা সাদা নয়া পোষাক ও ছোট ছেলের এক জোড়া বুটজুতা। Elseর ছিল বড় বড় চোখ, গাম্ভীর্য-ভরা। Else হাসত খুব কম, কথা বলত খুব কম। দুই বোন পরস্পরকে সম্পূর্ণই বুঝত, তাদের মধ্যে গভীর ভালবাসা ছিল।

Notes, etc. : Spry—active ; lively (*C.O.D.*) ; কর্মরত ; কর্মঠ ; প্রাণবন্ত। *Hard-working*—laborious ; শ্রমশীল। *Washerwoman*—laundress ; রজকিনী ; ধোবানী। *Awful*—terrible ; ভয়াবহ। *This was awful enough*—This thing was a suffcient cause for fear. The parents feared that the company of a washerwoman's daughter was harmful to their own daughters ; বাপ-মা'রা মনে করতেন ধোবানীর মেয়েদের সঙ্গ তাদের মেয়েদের পক্ষে খুব অনিষ্টকর।

For certain—definitely ; নিশ্চিতভাবে। *In prison*—*i. e.*, in jail as a convict ; কোন অপরাধের জন্য জেল খাটছে। **Gaolbird**—a man often in jail for repeated (বার বার) crimes committed by him ; জেল-ঘুঘু, দাগী আসামী। *Very nice, etc.*—said ironically (বিদ্রূপের ছলে বলা হচ্ছে). *Very nice*—that means "the opposite of nice" ; কী সুন্দর সঙ্গ। অর্থাৎ কী কুৎসিত সঙ্গ। (বিদ্রূপচ্ছলে উচ্চ, ভদ্র শ্রেণীর লোকেরা এ কথা বলবে).

They looked it—it was clear from their very look or appearance ; তাদের চেহারা দেখেই বোঝা যেত তারা অতি নিচু শ্রেণীর। **Conspicuous**—prominent, attracting the notice of people ; দৃষ্টি আকর্ষণকারী। [**conspicuous,** a. attracting notice—*C. O. D.*] *Bits*—little parts ; ছোট ছোট টুকরা। *For instance*—for example ; যথা। **Stout**—strong ; robust ; বলিষ্ঠ। *Plain*—ordinary ; not beautiful ; সাধারণ ; সুন্দরী নয়। **Freckles**—brown spots on the face ; মুখের দাগ। [**freckle,** n. light brown spot on skin—*C.O.D.*] *Art-serge*—artificial serge cloth ; কৃত্রিম serge কাপড়। *Table cloth*—cloth for covering tables ; টেবিল ঢাকবার কাপড়। **Plush**—velvet-like soft cloth ; ভেলভেটের মত নরম এক ধরণের

কাপড়। *Sleeves*—the portion of dress which covers the arms; জামার হাতা। *Curtains*—screens; পরদা।

Perched—placed; বসান। *Forehead*—কপাল। *Trimmed*—adorned; সজ্জিত। *Scarlet*—brightly red; উজ্জ্বল লাল রঙের। *Quill*—feather; পালক।

Guy—grotesquely dressed person; অদ্ভুত, হাস্যকর পোষক-পরা মানুষ। [**guy** n.. grotesquely dressed person—*C.O.D.*] *Looked*—appeared. *Wore*—put on; পরিধান করত। *Night-gown*—dress used by a woman at night.

Tiny—small; ক্ষুদ্র। **Wishbone**—"The furcula or wishing bone in the breast of a fowl." (Brewer's Dictionary of Phrase and Fable); the name *wishbone* comes from the superstitious belief that a man obtaining the longer part of this bone when broken into two pieces, will have every wish fulfilled; পাখীর ঘাড় ও বুকের মধ্যস্থলে অবস্থিত হাড়; **Tiny wishbone of a child**—মুরগীর বুকের ছোট হাড়টির মতই ছোট মেয়েটি।

Cropped—clipped short; ছোট করে ছাঁটা। **Enormous**—very large; খুব বড় বড়। [**enormous**, adj.; very large—(*C.O.D.*)] **Solemn**—grave; গম্ভীর। **A little white owl**—An owl has large, solemn eyes. Else had large, solemn eyes and she was little and she was dressed in a white gown; so Else looked like a little white owl. *Holding on to Lil*—clinging to Lil; Lilকে আঁকড়ে ধরে। **Skirt**—woman's outer garment shaped like petticoat from waist downwards (*C.O.D.*); পাশ্চাত্য মেয়েদের পোষাক, কিছুটা পেটিকোটের মত। *Screwed*—entwined; জড়ানো। *Marching in front*—going forward before; সামনে এগিয়ে চলে।

Out of breath—short of breath; দম ফুরিয়ে যাওয়ার উপক্রম হলে। *Twitch*—jerk; ঝাঁকানি। *The Kelveys......each other*—The two Kelvey sisters perfectly understood each other for they greatly loved each other; পরস্পরের মনোভাব সম্পূর্ণ বুঝতে পারত।

Expl.: *Only when she wanted anything......each other.*

Or, *The Kelveys never failed to understand each other.*

While describing in detail the clothes, the manner, and

even the nature of the two Kelvey sisters, Lil and Else, Katherine Mansfield, the writer of the story, *The Doll's House*, here tells us of the deep love and sympathy that these two felt for each other. Neglected by the world about them (with the exception of their mother) these two unfortunate children of lower class parents clung to each other with a pathetic sort of affection. There was a good deal of difference between the two in their appearance and nature. But the close tie of sisterly love was a very strong bond between the two. The younger one, Else, almost dumb and helpless with her rickety (রোগা) health, clung to her elder sister for support and guidance. She held on to the skirts of Lil when they walked along. If she ever wanted anything or felt breathless after walking some distance, she tugged at her sister's skirt, which she held tightly in her grasp, Lil at once stopped and could understand what the little helpless sister wanted. With her own heart overflowing with affection for the helpless children of the so-called lower classes, the writer here presents before us a most touching sight of two such children tied close to each other with a deep affection, the little one completely and helplessly dependent upon her sister, Lil. It was for the sake of this little one that Lil had to court disgrace (অবমাননা), that heartless treatment of poor children what the writer wants to condemn.

ব্যাখ্যা : The Doll's House গল্পটির লেখিকা ক্যাথারিন ম্যানসফিল্ড এই অংশটিতে বর্ণনা করেছেন দুটি কেল্‌ভি বোনের। ছোটো বোন এল্‌জি সম্পূর্ণ নির্ভর করত তার দিদি লিলের উপর। এই ছোটো মেয়েটি কি স্বভাবে কি চেহারায় সম্পূর্ণ আলাদা ধরনের ছিল তার দিদি থেকে। দিদি ছিল মোটাসোটা, গোবদা, হাসিখুসী ধরনের, ভড়বড়ে, কিন্তু ছোটো বোনটি ঠিক তার বিপরীত—চেহারা ও স্বভাব দুয়েতেই। চেহারাটি তার পাখীদের গলার যে চেরা হাড়টা থাকে তারই মতো রোগা ডিগডিগে—শরীরটা মাঝখানের হাড় বা কাঠির মতো, আর দু'দিকে দুটো হাত বেরিয়ে থাকত—ঐ চেরা হাড়ের দু'টো অংশের মতো, (বলতে পারা যায় আমাদের ত্রিশূলের মতো) মনে:হতো যেন গায়ে না ছিল এক রত্তি মাংস—বা এতটুকু চর্বির লেশমাত্র। আর স্বভাবটা একেবারেই ভালো মানুষের মতো আর অসহায়। যেমন অন্ধ কোনো ভিখারী চলে সামনের একজনের পিছন দিকে ধরে রাখা লাঠি ধরে ধরে, আমাদের এই এলজি তেমনি ভাবেই ধরে থাকত দিদির জামার

নীচের দিকটা। তাই ধরে ধরে চলত সে—আমরা যাকে ল্যাংবোট বলি তার মতো। এইভাবে চলবার সময় তার মুখে কথা ফুটত না। কখনও হাঁপিয়ে পড়লে বা কিছু দরকার হলে সে দিদির সেই জামার নীচেটায় হেঁচকা টান দিত। এই বোনটির জন্যই তাদের লাঞ্ছিত হতে হয়েছিল শেষকালে।

Grammar and Composition : The truth *was*—The verb *was* has for its complement the Noun clause : "(**that**) they were······she worked."

Wishbone *of* a child—Such use of the preposition *of* is called Appositional, as in such common expressions as 'The city *of* Calcutta'.

Had ever seen her *smile*—here *smile* is an infinitive without '**to**', used as one of the two objects of the verb 'had seen', the other object being 'her'.

অনুবাদ : Kelvey-পরিবারের মেয়ে দুটি ছিল একজন ছোট-খাটো গড়নের, সজীব, পরিশ্রমী ধোবানীর মেয়ে। ওদের মা সারাদিন বাড়ি বাড়ি ঘুরত (কাপড় নিয়ে আসত)। এটাই অতি সাংঘাতিক কথা। (ধোবানীর মেয়েরা অন্য মেয়েদের সমপাঠি,—অন্য মেয়েদের তাদের সঙ্গে মেশা ত' চলে না।) কিন্তু Kelvey-পরিবারের মেয়েদুটির বাবা কোথায়, কেউ ত' তাই সঠিক জানে না। কিন্তু সবাই বলাবলি করত ওদের বাবা নাকি জেল খাটছে। তা হলে এরা হল ধোবানী এবং জেলের কয়েদীর মেয়ে। Kelvey পরিবারের মেয়ে দুটি ভদ্র ঘরের সন্তানদের চমৎকার সঙ্গী বটে। আর এই মেয়ে দুটিকে দেখাতও ঠিক সেই রকম। তাদের মা তাদের আরও চোখে-পড়ার মত বস্তু করেছিল, কারণ মা তাদের জামা কাপড় তৈরি করে দিয়েছিল সে যে সব বাড়িতে কাজে যেত, তাদের দেওয়া যত সব পুরাণো কাপড়ের টুকরাগুলো সংগ্রহ করে। যেমন Lil মেয়েটি—যে ছিল মোটাসোটা, সাধারণ চেহারার শিশু আর যার মুখে ছিল হালকা বাদামী দাগ—সে পরত এমন একটি পোষাক যা Burnell পরিবারের টেবিল-ঢাকা কাপড় কেটে করা। আবার তার জামার হাতা দুটি তৈরি করা হয়েছিল Logan নামে মহিলার দেওয়া পরদার কাপড় কেটে। তার টুপীটা তার উচ্চ কপালের উপর বসান ছিল—ওটা এক বয়স্কা মহিলার টুপী ছিল, অর্থাৎ ডাকঘরের কর্মকর্ত্রী Miss Leckyর টুপী। টুপীটা ছিল পিছন দিকে গুটান এবং টুপীটায় ছিল একটি লাল পালক। এই পোষাকে কী অদ্ভুত তাকে (Lilকে) দেখাত, কী বিশ্রীভাবে বেমানান। এ মূর্তি দেখে লোকে না হেসে থাকতে

পারে না। আর এর ছোট বোন আমাদের Else পরত একটা নৈশ পোষাকের মত দেখতে লম্বা শাদা পোষাক। আর তার পায়ে ছিল ছোট ছেলের বুট জুতা। আমাদের Else যাই পরুক্ তাকে অদ্ভুত দেখাবেই। Else-র চেহারা বড় শীর্ণ, কঙ্কালসার। তার চুল ছোট করে কাটা। চোখ খুব বড় বড়, গম্ভীর ভাব-ব্যঞ্জক। তাকে ঠিক একটা ছোট শাদা পেঁচার মত দেখাত। কেউ কখন তাকে হাসতে দেখে নি। সে বড় একটা কথাও বলত না। সে সর্বদাই (Else সব সময়) দিদির গা ঘেঁসে থাকত আর হাতে করে জড়িয়ে ধরে রাখত দিদির পোষাকের একটি অংশ। যেখানেই Lil যাবে সেখানেই সঙ্গে সঙ্গে যাবে আমাদের Else, খেলার মাঠে, স্কুলে যাওয়া-আসার পথে, সর্বত্রই সামনে যাচ্ছে Lil আর পিছনে আসছে আমাদের Else, কেবল কিছু দরকার হলে অথবা চলতে চলতে ক্লান্তি বশতঃ হাঁপাতে লাগলে সে দিদির পোষাকের অংশটাকে টেনে এক হেঁচকা টান দিত আর Lil তখনই থামত ও ফিরে চাইত। Kelvey বোন দুটির মধ্যে পরস্পরকে বোঝাবুঝিতে কখনও ব্যর্থতা হত না (কোন ভুল কখন হয় নি)।

Short Questions and Answers

Q. 1. *Who were the parents of the Kelvey sisters?* [কেলভি বোনদের বাবা-মা কারা ছিলেন ?

Ans. The mother of Lil and Else Kelvey was a washer-woman, very active and hardworking. Mr. Kelvey, the father of the girls, was not seen by anybody, but the rumour went that he was in jail.

[লিল ও এলজি কেলভির মা ছিলেন একজন কর্মঠ ও পরিশ্রমী ধোবানী। তাদের বাবা, Mr. Kelvey-কে কেউ দেখে নি, তবে গুজব শোনা যেত যে সে ছিল জেলখানায়।]

Q. 2. 'Very nice company for other people's children!—*Who are referred to as 'nice company?' Why are they so called?*

[*Very nice......children* !—এখানে 'nice company' (চমৎকার সাথী) বলতে কাদের বোঝাচ্ছে ? তাদের সম্বন্ধে একথা বলা হয়েছে কেন ?]

Ans. The two sisters—Lil Kelvey and Else Kelvey are referred to as the 'nice company'. They were very poor. Their mother Mrs. Kelvey, was a washerwoman and their father, Mr. Kelvey, was said to be in jail. Being the daughters of such parents, the Kelvey girls were hated by other girls and their

parents. Here 'very nice company' has been said sarcastically to express the sentiments of the so-called higher-class people.

[লিল ও এলজি এই দুজন কেলভি পরিবারের মেয়েকে 'চমৎকার সঙ্গী' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এরা ছিল খুবই গরীব। এদের মা ছিল ধোবানী আর বাবা জেল-কয়েদী ছিল বলে শোনা যায়। এই রকম মাতাপিতার সন্তান হওয়ায় অন্যান্য মেয়েরা ও তাদের মাতাপিতারা তাদের ঘৃণা করত। তথাকথিত উচ্চশ্রেণীর লোকদের মনোভাব প্রকাশ করবার জন্যেই শ্লেষের সুরে এখানে তাদের 'অতি চমৎকার সঙ্গী' বলা হয়েছে।]

Q. 3. *Describe the appearance of the Kelvey girls.* [কেলভি বোন দুটির আকৃতি বর্ণনা কর।]

Ans. Lil Kelvey, the elder sister, was stout and plain in her appearance. She had a high forehead and had brown spots on her face. Else Kelvey, the younger one, was a small, thin child. Her hair was cropped and her eyes were big and solemn. She looked like a little white owl.

[বড় বোন লিল কেলভি ছিল মোটাসোটা আর সাধারণ চেহারার মেয়ে। তার কপালটা ছিল উঁচু আর মুখে ছিল হালকা বাদামী দাগ। ছোট বোন এলজি ছিল ছোটখাটো আর রোগা। তার মাথার চুল সব ছোট করে ছাঁটা, চোখদুটো ড্যাবডেবে আর গম্ভীর ধরনের। তাকে দেখাতো ছোট একটা সাদা পেঁচার মতো।]

Q. 4. *Describe the loving relationship between Lil and Else Kelvey.* [Lil ও Else Kelvey এই দু'জনের মধ্যে যে স্নেহের সম্পর্ক ছিল তার বর্ণনা দাও।]

Ans. The two sisters, Lil and Else Kelvey, deeply loved each other and they understood each other. The younger sister Else always followed Lil holding a piece of her skirt. Whenever Else wanted anything, she pulled Lil's skirt and Lil at once stopped, because she understood and loved her sister Else.

[দুই বোন Lil ও Else Kelvey পরস্পরকে বুঝতে পারত, ভালবাসত। ছোট বোন Else সবসময় Lil-এর পিছনে পিছনে চলত তার জামার প্রান্তভাগ ধরে। তার কিছু দরকার হলেই জামাটা ধরে টান দিত, আর সঙ্গে সঙ্গে Lil থেমে যেত, কারণ সে ছোট বোনকে বুঝত, তাকে ভালবাসত।]

Paragraphs 17—22

Gist. : Isabel described the many beauties of the doll's house—the carpet, the stove and the beds with real bed-clothes. Kezia said that Isabel had forgotten the lamp. Isabel spoke about the lamp. Kezia thought that Isabel did not admire enough the beautiful little lamp. From a distance, the Kelvey sisters heard Isabel's story of the doll's house. Isabel then selected two girls (Emmie Cole and Lena Logan) for the first day's visit to the doll's house. All schoolfriends of Isabel were to be allowed to see the doll's house, later on. Only the two Kelvey sisters were not given any attention.

সারার্থ ঃ Isabel যখন পুতুল-বাড়ির সৌন্দর্য বর্ণনা করছিল তখন Lil Kelvey ও Else Kelvey দূরে দাঁড়িয়ে চুপি চুপি সব শুনছিল। যখন Isabel কার্পেটের কথা বলল তখন মেয়েদের মধ্যে হুলুস্থুল পড়ে গেল। সে বিছানা, স্টোভ ইত্যাদি সমস্ত বর্ণনা করল। কিন্তু Kezia Isabelকে ল্যাম্পের কথা স্মরণ করিয়ে দিল। তখন Isabel ল্যাম্পটির বর্ণনা করল। Kezia ভাবল যে ল্যাম্পের সৌন্দর্যের অর্ধেকও Isabel বলল না। তারপর Isabel সেই দিন পুতুল-বাড়ি দেখবার জন্য দুটি মেয়েকে বাছাই করল। অন্য মেয়েরাও শুনল যে তারা পালা করে পুতুল-বাড়ি দেখতে পাবে। তখন মেয়েরা Isabel-এর প্রতি ভালবাসা দেখাতে লাগল, প্রতিটি মেয়ে দেখাতে লাগল যেন সেই Isabel-এর বিশেষ বান্ধবী। কেবল ঐ Kelvey বোনদের দিকে কেউ দৃষ্টিপাত করল না।

Notes, etc. : Hovered—loitered about ; ঘুর ঘুর করছিল। *At the edge*—at an extreme corner; দূর প্রান্তে। *Listen*—hear attentively ; মনোযোগের সহিত শোনা। *Stop them listening*—prevent them from hearing ; তাদের শোনা বন্ধ করা। *Sneered*—বিদ্রূপ করছিল। *Silly*—foolish ; নির্বোধ। *Shamefaced*—লজ্জাগ্রস্ত।

Sensation—excitement ; উত্তেজনা ; হুলুস্থুল্ কাণ্ড। *Oven*—"brick or stone or iron receptacle for baking bread" (*C. O. D.*) ; রুটি সেঁকবার আধার। *Broke in*—joined the conversation ; কথাবার্তায় যোগ দিল। **Tiny**—thin, small in size ; ক্ষুদ্র। *You couldn't...... lamp*—You could not distinguish it from a real lamp ; it was exactly like a real lamp ; এটাকে একটা সত্যকারের ল্যাম্প থেকে আলাদা রকম মনে হয় না। *Isabel wasn't making......little lamp*—i.e.,

Isabel was not praising the beautiful lamp as much as the lamp deserved ; বাতিটার সৌন্দর্য সম্পর্কে যতখানি বলা উচিত ছিল Isabel তার অর্ধেকও বলে নি। *Chance*—opportunity ; সুযোগ। *Nice*—full of friendly feeling ; বন্ধুভাবাপন্ন। *They couldn't be......Isabel*—কী করে যে Isabel-কে ভালবাসা জানাবে বুঝতে পারছে না। *Put their......waist*—showed their great love for her by entwining their arms round her waist. *They had .....secret*—they always seemed to have some secret thing to tell in the ear of Isabel alone *i.e.*, they thought that nobody was such a great friend to them as Isabel.

"*Isabel's my friend*"—Their feelings about Isabel are expressed here. Each seemed to think that Isabel was more friendly to her than to any other girl. Every girl thought so, every girl pretended (ভান করেছিল) to think so ; তাদের মনের ভাবখানা হ'ল যেন Isabel শুধু তারই বন্ধু। *Forgotten*—neglected ; অবহেলিত।

Expl. : Now they hovered······looked.

These lines are from Katherine Mansfield's short story, "*The Doll's House.*" The Burnell girls (Isabel, Lottie and Kezia) got a beautiful doll's house as a present. The Burnell girls went to their school. Isabel was describing the beautiful doll's house to the girls of the so-called upper classes. These girls formed a group around Isabel. The girls of the so-called upper classes did not mix with the Kelvey girls (Lil Kelvey and Else Kelvey) ; and some of them were not allowed to speak to the Kelvey girls. The Kelvey girls were outside the group. The Kelvey girls belonged to a so-called very low social class. The Kelvey girls loitered near the group. They were eager to know about the doll's house. The little girls of the so-called upper classes smiled contemptuously. They spoke contemptuous words to the Kelvey girls. But what did the Kelvey girls do ? In reply, Lil Kelvey smiled her foolish smile. She had no imagination. Else Kelvey (Our Else), the younger sister, was silent. She was an imaginative child. Little Else did not smile. She did not speak. She only looked. Little Else had her own thoughts ; and she had her own imagination.

[Add notes on : hovered ; sneered ; silly ; shame-faced smile.]

N. B. Katherine Mansfield describes the attitudes of Lil Kelvey, Else Kelvey and the little girls of the so-called higher classes. She has great sympathy for little Else Kelvey, the imaginative child.

ব্যাখ্যা : এই লাইন কয়টি Katherine Mansfield-এর ছোট গল্প The Doll's House থেকে নেওয়া হয়েছে। স্কুলের মেয়েরা গল্পটা শুনছিল। তারা সবাই সমাজের উচ্চশ্রেণীর পরিবারের মেয়ে। Kelvey বোন দুটি একটু দূরে দাঁড়িয়েছিল। পুতুল-বাড়ির গল্প তারাও শুনতে চায়, কিন্তু তারা সমাজের নিচু শ্রেণীর মেয়ে, অন্য সব মেয়েরা তাদের সঙ্গে মিশত না। Kelvey বোন দুটি তাই দূরে থেকে গল্পটা শোনার চেষ্টা করছিল। অন্য মেয়েরা গর্ব ও তাচ্ছিল্য ভরে মাঝে মাঝে Kelvey বোন দুটির দিকে তাকাচ্ছিল। যখন মেয়েরা বড় বোন Lil-এর দিকে তাকাচ্ছিল তখন সে নির্বোধের মত, লাজুক-ভাবে হাসছিল। কিন্তু ছোট বোন Else হাসে নি। Else কল্পনা-প্রবণ শিশু, সে নিজ কল্পনাতে বেশ কিছুটা মগ্ন ছিল, সে শুধু দেখছিল।

Grammar and Composition: Stop them *listening*—*listening* is here a participle qualifying 'them'. There is no need of understanding *from* so as to make it 'stop them *from* listening', in which case *listening* would be a gerund.

Nice *enough*—*enough* is here an adverb modifying the adjective 'nice'.

A *secret*—*secret* (a noun) is in apposition to the noun 'something'.

অনুবাদ : অন্য মেয়েরা যখন পুতুল-বাড়ির গল্প শুনছিল Isabel-এর কাছে সেই জায়গার কাছাকাছি ঘোরা-ফেরা করছিল Kelvey পরিবারের এই মেয়ে দুটি। শুনতে ত' তাদের কেউ বাধা দিতে পারে না। যখন অন্য মেয়েরা মুখ ফিরিয়ে বিদ্রূপের হাসি হাসছিল, কথা বলছিল, তখন Lil-এর মুখে তার সচরাচর নির্বোধের লাজুক হাসি দেখা যাচ্ছিল, কিন্তু আমাদের Else শুধু তাকিয়েছিল।

Isabel তার কাহিনী গর্বিত সুরে বলে যাচ্ছিল। কার্পেটটা কী সুন্দর, এ কাহিনী শোনা মাত্রই হুলুস্থুলু পড়ে গেল। পুতুল-বাড়ির শয্যাগুলি, শয্যাগুলির চাদর প্রভৃতি, স্টোভ, স্টোভের মধ্যে রুটি সেকার জায়গা (যা খোলে) সব নিয়েই (মেয়েদের) হুলুস্থুলু।

তখন Kezia বলে উঠল "ল্যাম্প বাতির কথা যে ভুলে গেলে।"

"হ্যাঁ, ঠিক বলেছ। আর আছে একটা ছোট্ট ল্যাম্প-বাতি। এটা হলদে কাচের তৈরি এবং শাদা কাচের আবরণে ঢাকা। পুতুলের খাবার ঘরের টেবিলে এটা জ্বলছে। এ আলোটা আসল আলো থেকে অন্য রকম বলে মনেই হবে না।"

Kezia বলে উঠল, "ঐ ল্যাম্প-বাতিটাই সব থেকে ভাল।" সে ভাবছিল ঐ ছোট্ট বাতিটা সম্পর্কে Isabel (যা বলবার তার) অর্ধেকও বলেনি। কিন্তু কেউ তাতে মনোযোগ দেয় নি। Isabel ঠিক করল দুটি মেয়ে, Emmie Cole এবং Lena Logan, ঐ দিন বিকালে পুতুল-বাড়ি দেখতে যাবে। অন্য মেয়েরা যখন শুনল সবাই পালাক্রমে পুতুল-বাড়ি দেখবার সুযোগ পাবে, তখন তারা যত রকমে পারে Isabelকে ভালবাসা জানাতে লাগল। প্রত্যেকে Isabel-এর কোমর জড়িয়ে ধরে টেনে নিয়ে যেতে লাগল। তাদের সকলেরই Isabelকে গোপনে কিছু বলবার ছিল, (সেটা হল) "Isabel আমারই বন্ধু!" কেবল ছোট্ট Kelvey বোন দুটি সরে গেল, তাদের কথা কেউই মনে করেনি। তারা বাদ পড়ে গেল; আর কিছু তারা শুনতে পাবে না।

Short Questions and Answers

Q. 1. *How did the Kelvey girls react when the other school girls sneered at them?* [স্কুলের অন্যান্য মেয়েরা বিদ্রূপ করলে কেলভি মেয়ে দুটি কি করছিল ?]

Ans. When the girls sneered at them, Lil Kelvey smiled her foolish smile and Else Kelvey only looked, she did not speak.

[মেয়েরা বিদ্রূপ করলে লিল কেলভি বোকার মতো হাসতো এবং এলজি কেলভি কেবল তাকিয়ে থাকত, কোন কথা বলত না।]

Q. 2. *Who described the doll's house to the school girls?*

[স্কুলের মেয়েদের কাছে পুতুল-বাড়িটার বিবরণ দিল কে ?]

Ans. Isabel, the eldest of the Burnell girls, described the doll's house to the school girls.

[বার্নেল পরিবারের বড় মেয়ে ইসাবেল স্কুলের মেয়েদের কাছে পুতুল-বাড়িটার বিবরণ দিয়েছিল।]

Q. 3. "The lamp's best of all'—*Who said this? What was the occasion?*

[*'The lamp's best of all'*—একথা কে বলেছিল ? কখন বলেছিল ?]

Ans. This was said by Kezia, the youngest Burnell girl. While describing the doll's house to the school-mates, Isabel, the eldest Burnell girl praised its carpet, the beds and the stove. She also spoke about the little lamp that stood on its dining table when Kezia reminded her of it. But Kezia thought that Isabal did not admire enough the beautiful lamp which, in her opinion, was the best of all things in the doll's house. So she (Kezia) intervened and spoke these words.

[এই কথাগুলি বলেছিল বার্নেল পরিবারের ছোট মেয়ে কেজিয়া। স্কুলের সাথীদের কাছে পুতুল-বাড়ির বিবরণ দেবার সময় বার্নেল পরিবারের বড় মেয়ে ইসাবেল কার্পেট, বিছানাপত্র আর আগুন জ্বালাবার উনুনটার প্রশংসা করছিল। কেজিয়া তাকে খাবার টেবিলের উপরকার ছোট আলোটার কথা মনে করিয়ে দিলে সেটার কথাও ইসাবেল বলল। কিন্তু কেজিয়ার মনে হল ঐ চমৎকার আলোটার যথেষ্ট প্রশংসা কেজিয়া করেনি। কেজিয়ার মতে পুতুল-বাড়িটার সবচেয়ে ভাল জিনিস ছিল ঐ সুন্দর আলোটা। তাই সে এই কথা-গুলো বলে উঠল।]

Q. 4. ***Whom did Isabel choose first to show the doll's house?***

[পুতুল-বাড়িটা দেখাবার জন্য ইসাবেল প্রথমে কাদের বেছে নিয়েছিল ?]

Ans. Emmie Cole and Lena Logan were chosen by Isabel to see the doll's house first.

[ইসাবেল এমি কোল ও লেনা লোগানকে প্রথমে বেছে নিল পুতুল-বাড়িটা দেখে যাবার জন্য।]

Paragraphs 23-41

Gist: More girls saw the doll's house, and the fame of the doll's house spread. It became the one subject of talk. The girls talked about the doll's house even in their dinner time. The Kelvey sisters listened to this talk from a distance. Kezia was a good girl; she had sympathy for the Kelvey sisters. Kezia asked her mother if she could show the doll's house to the Kelvey sisters. Mother refused her permission. The so-called upper classes had their social prejudices. The parents of the so-called upper class girls had taught them to treat as inferiors the girls of the so-called lower classes. One day and it was during the dinner time, that one of the so-called upper class girls wanted to insult the Kelvey girls of the so-called lower class. Emmie Cole whispered that Lil Kelvey

would be a servant when grown-up. Another girl, Lena, wanted to show her boldness. Lena Logan went to Lil Kelvey. She asked Lil if she were going to be a servant, after growing up. Lil gave no reply ; she smiled her silly smile. Lil did not take Lena's words as an insult ; she did not mind. This made Lena Logan angry. Lena now spoke more insultingly ; and she told Lil that Lil's father was in prison. The foolish upper class girls thought that Lena had showed great boldness. They thought that it was a wonderful thing. The foolish upper class girls were greatly excited. They were wild with joy.

সারার্থ : স্কুলের মেয়েরা পর পর পুতুল-বাড়ি দেখল ; পুতুল-বাড়ির খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল। মেয়েগুলির নিজেদের মধ্যে গল্প করবার একমাত্র বিষয়বস্তু হল পুতুল-বাড়িটি। দুপুরের খাবারের সময়ও হত পুতুল-বাড়ির গল্প। Kelvey বোন দুটি গল্প শুনত একটু দূরে থেকে, গোপনে। Kezia মেয়েটির মনটি ছিল সহানুভূতিপূর্ণ। Kezia তার মাকে একবার জিজ্ঞাসা করেছিল সে Kelvey বোনদের কিছুক্ষণের জন্য বাড়িতে ডেকে এনে পুতুল-বাড়িটা দেখিয়ে দেবে কিনা। মা অসম্মতি জানিয়েছিলেন। সমাজের তথা-কথিত উচ্চস্তরের মানুষেরা তথা-কথিত নিম্নস্তরের মানুষদের হীন ও নিকৃষ্ট মনে করত। এই পক্ষপাতদুষ্ট প্রতিকূল ধারণা তথাকথিত উচ্চস্তরগুলির মানুষেরা তাদের সন্তানদের শেখাত। একদিন দুপুরে খাবার সময়ে তথা-কথিত উচ্চস্তরের মেয়েগুলি মতলব করল যে তথা-কথিত নিম্নস্তরের Kelvey বোন দুজনকে অপমান করবে। প্রথমে Emmie Cole ফিস্ ফিস্ করে বলল যে Lil Kelvey বড় হয়ে ঝি-গিরি করবে। তারপর আর একটি মেয়ে Lena Logan বলল সে ভয় করে না এবং সে সোজা গিয়ে Lil Kelveyকে এই কথা জিজ্ঞাসা করবে। Lena এগিয়ে গেল এবং Lil Kelveyকে জিজ্ঞাসা করল যে সে বড় হয়ে ঝি-গিরি করবে কি না। Lil উত্তর দিল না ; একটা বোকা হাসি হাসল। Lil কিছু মনে করল না, আর সে Lena-র কথাগুলিতে অপমান বোধ করল না। অপমান করার জন্য Lena কথাগুলি Lilকে বলেছিল—Lil অপমান বোধ না করাতে Lena-র রাগ হল। Lena আরও অপমানসূচক ব্যবহার করল Lil-এর প্রতি—Lena বলল Lilকে যে Lil-এর বাবা জেল খাটছে। তথাকথিত উচ্চস্তরের বুদ্ধিহীনা মেয়েগুলি ভাবল যে Lena আশ্চর্য সাহস দেখিয়েছে—মেয়েগুলি অত্যন্ত উত্তেজিত হল, এবং আনন্দে উন্মত্তপ্রায় হয়ে উঠল।

Notes, etc. : *Fame......spread*—the beauty of the *doll's*

house came to be widely known to the people of the **locality.** **Rage**—"object of widespread temporary enthusiasm or fashion" (*C.O.D.*) ; সাময়িক উদ্দীপনাপূর্ণ আকর্ষণীয় বস্তু। *Lovely*—beautiful ; সুন্দর।

Given up—used ; নিয়োজিত হয়েছিল। *Mutton*—meat of sheep ; ভেড়ার মাংস। **Sandwiches**—"two slices of bread with meat or other relish between" (*C.O.D.*) ; মাঝখানে মাংস প্রভৃতির পুর-দেওয়া দুটি রুটির টুকরো দিয়ে তৈরি খাদ্য বিশেষ। *Slabs*—lumps ; খণ্ডগুলি। **Johnny cake**—cake made of maize or wheat meal ; ময়দার তৈরি কেক। *Chewed*—crushed with the teeth ; চিবিয়ে খাচ্ছিল। *Jam*—fruit boiled with sugar ; ফল ও চিনি পাক-করা মোরব্বা। *Soaked*—wet ; ভিজা। *Blobs*—coloured marks ; রঙের দাগ।

Ask—request to visit the doll's house.

N. B. The little girl Kezia has much sympathy for the two Kelvey sisters. Kezia-র শিশু হৃদয়ে সহানুভূতি আছে এবং বেচারা Kelvey বোন দুটির জন্য দরদ আছে।

Certainly not—you. must not invite these low class girls to our house ; নিশ্চয়ই না।

Run away—quickly go away from me ; তাড়াতাড়ি আমার সামনে থেকে চলে যাও। *You know······not*—I have told you many times why you should avoid the company of these two girls ; তুমি বেশ জানো, তোমাকে অনেকবার বলা হয়েছে কেন ওদের বাড়িতে ডাকতে পারবে না।

Flagged—fell off in interest ; (আগ্রহ) ঝিমিয়ে পড়েছিল। *Out of their paper—i. e.,* out of the newspaper packing (in which the poor little Kelvey sisters brought their food). কাগজের মোড়ক থেকে। **Horrid**—"rough" (*C.O.D.*), রূঢ় ; অভদ্র। *Started*—began. *Whisper*—conversation in a very low voice ; কানাকানি কথা। **Made eyes at**—অর্থপূর্ণ চোখে তাকাল। *Swallowed*—let the food pass down the throat ; গিলে ফেলল। *In a very meaning way*—খুব অর্থপূর্ণ ভাবে। *Nodded*—bent her head ; মাথা নাড়ল। *She'd*—she had. *Lena Logan······snapped—i.e.* her eyes

showed eagerness ; (কিছু বলবার জন্য) আগ্রহে চোখ চকচক করে উঠল। *Shall I ask her ?*—Up to this time, the girls were talking among themselves. Lena went a step further ; she wanted to say these unpleasant things to Lil Kelvey ; ওকে (Lilকে) জিজ্ঞাসা করব ?

Bet—"risk (an amount) against another on the result of a doubtful event" (*C.O.D.*), বাজি ধরা। *Bet you don't*—I risk money on the point that you will not be able to say this to her face ; আমি বাজী রাখছি তুমি কখনো Lil-এর মুখের উপর একথা বলতে পারবে না। **Pooh**—an exclamation of contempt ; অবজ্ঞাসূচক অব্যয়। *Frightened*—ভীত। *Squeal*—shrill cry ; তীক্ষ্ণস্বরে চীৎকার (এখানে উত্তেজনায়)। [squeal, n., shrill cry of child from pain., fear, anger, joy, etc.—*C.O.D.*)]. *In front of*—before ; সম্মুখে।

Watch—see attentively ; মনোযোগের সঙ্গে দেখ। *Sliding*—going softly ; ধীরগতিতে গিয়ে। *Gliding*—moving smoothly. *Dragging*—pulling along with force ; পা টেনে টেনে ফেলে। **Giggling**—"laughing like an affected, ill-bred or undisciplined girl" (*C.O.D.*) ; অসভ্য ভাবে ফিক ফিক করে হেসে।

Wrapped—covered ; ঢেকে ফেলল। *The rest*—the remaining portion of the food not yet eaten by her ; অবশিষ্ট খাবারটা, যা সে খায় নি। *What······now*—Lil and Else wondered what Lena was about to do ; Lena কী করতে চায় এই ভেবে তারা অবাক হচ্ছিল।

Shrilled—cried in a high-pitched voice ; তীক্ষ্ণ স্বরে চেঁচিয়ে উঠল। *Dead*—complete ; সম্পূর্ণ। *Dead silence*—সম্পূর্ণ নিস্তব্ধতা। *Mind*—take seriously ; গুরুতর কিছু মনে করা। **Sell**—"(colloquial) disappointment" (*C.O.D.*) ; নৈরাশ্য।

- *What a sell for Lena*—It was a great disappointment for Lena. Lena had hoped that the question would make Lil very angry. But Lil remained calm and quiet. Lena was sorry because she failed to provoke (উত্তেজিত করতে) Lil. Lena হতাশ হল এইজন্য যে Lil তার অপমানসূচক কথায় রাগ না করে শুধু শান্ত ভাবে কথাটা শুনে গেল। **Titter**—"laugh in restrained manner" (*C.O.D.*) ; মৃদুভাবে হাসা।

Stand—bear ; সহ্য করা। *Hips*—নিতম্ব ; পাছা। [**hip**, n. Projection of pelvis and upper part of thigh-bone—*C.O.D.*] ; পাছা। *Shot forward*—ran forward with great speed ; বেগে এগিয়ে গেল। *Yah*—an exclamation of scorn ; ঘৃণাসূচক শব্দ। *Hissed*—said with a hissing sound. *Marvellous*—wonderful ; আশ্চর্যজনক। *Rushed*—went away speedily ; বেগে চলে গেল। *In a body*—together ; একসঙ্গে। *Excited*—agitated ; উত্তেজিত। *Deeply, deeply*—very intensely ; অতি গভীর ভাবে। The word is repeated to express emphasis. *Wild with joy*—could not control themselves in their joy ; আনন্দে উদ্দাম। *Skipping*—jumping. Skipping is a common pastime (ক্রীড়া) among girls. *Daring*—courageous ; সাহসের কাজ।

Expl. : *This was such a......deeply excited, wild with joy.* This incident describes the behaviour (ব্যবহার) of the little girls of the so-called higher social classes to the little Kelvey girls in the school. The Kelvey girls belonged to the so-called lower social class. The little girls of the so-called upper classes cruelly ill-treated the little Kelvey girls. The upper class girls had seen the beautiful doll's house. They had admired it. They had talked about it. After some time, the doll's house lost its interest as a subject of talk. It was the dinner hour. The girls of the upper classes saw the Kelvey girls taking their poor dinner. The girls wanted to insult the Kelvey girls in a cruel manner. Emmie Cole said that Lil Kelvey was going to be a servant, after growing up. Lena Logan asked Lil Kelvey if she was going to be a servant, when grown-up. Lil Kelvey did not feel the insult. She spoke no words. She smiled her foolish smile. The little girls laughed at Lena Logan's failure. This made Lena Logan angry. Lena Logan used more insulting words. She said to She that her father was in prison. The littlegirls of the upper classes thought that Lena Logan had done a bold and wonderful thing. They rushed away from the place. They were very much excited. Their joy was great—it was a joy without control and restraint.

ব্যাখ্যা ঃ উদ্ধৃত অংশের বর্ণনা থেকে বুঝা যায় যে স্কুলের তথাকথিত

উচ্চশ্রেণীর মেয়েরা কেলভি বোন দুটির প্রতি কিরূপ আচরণ করত। কেলভি মেয়ে দুটি ছিল তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর। উচ্চশ্রেণীর মেয়েরা তাদের সঙ্গে অত্যন্ত নির্মম ব্যবহার করত। উচ্চ শ্রেণীর মেয়েরা সবাই পুতুল-বাড়িটা দেখেছে, তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছে। তবে কিছুদিনের মধ্যেই পুতুল-বাড়িটা সম্বন্ধে তাদের কৌতূহল গেল কমে। একদিন স্কুলে খাবার সময় অন্যান্য মেয়েরা কেলভী মেয়েদের অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে অপমান করতে চাইল। বোন দুটি তাদের অতি নগণ্য খাবার খাচ্ছিল। Emmie Cole তার বন্ধুদের বলল যে বড় হয়ে লিল কেলভি চাকরানী হবে। Lena Logan লিলকে এসে জিজ্ঞাসা করল কথাটা সত্য কি না। লিল কোন উত্তর দিলনা। সে এই অপমানটা বোধ করতেই পারল না, কেবল বোকার মতো হাসল। এতে Lena Logan রেগে গেল, সে এবার তাকে বলল যে তার বাবা তো জেল খাটছে। উচ্চশ্রেণীর অন্যান্য মেয়েরা মনে করল এই কথা বলে Lena Logan বড় সাহসের পরিচয় দিয়েছে। উত্তেজিত হয়ে তারা ছোটাছুটি করতে লাগল। তাদের আনন্দ যেন আর ধরে না।

Grammar and Composition : *Talking*—Gerund, object to the preposition 'to'.

While always etc.—This looks like an adverb clause, but is not, for here *while* means "and all that time."

Rather—Adverb modifying the verb 'flagged'. *By themselves*—adverb phrase qualifying 'eating'. *Meaning way*—*meaning* has been here used as Adjective in the sense of 'meaningful', significant. Seen her mother *do*—*do* infinitive without 'to'. *Chewing*—Gerund, object to the verb 'stopped's Instead of *answering*—*answering* is a Gerund, object to the preposition "of".

Marvellous thing *to have said*—'To have said' is a Perfect Infinitive when some action is implied as completed. This sort of Infinitive has to be used as in the sentence, 'He was *to have done* this before Monday.

Never did they skip—'Never' being put at the beginning of the sentence for the sake of emphasis, the Past Tense form of the verb 'to skip' has been formed by the addition of 'did' before it. So also in the Present Tense, as in—'Never *do* I ask him for anything.

অনুবাদ : যত দিন যেতে লাগল, যতই আরও বেশি মেয়েরা পুতুল-বাড়ি

দেখল, ততই (পুতুল-বাড়ির) খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল। এটাই আলোচনার একমাত্র বিষয়, হুজুগ বা ফ্যাশন হয়ে দাঁড়াল। সবার মুখে এই একমাত্র প্রশ্ন, "Burnell-দের পুতুল-বাড়ি দেখেছ? ওঃ, কী সুন্দর না। দেখোনি? বলো কী!"

এমন কী দুপুরে খাবার সময়টাও ওই আলোচনা চলল। ছোট মেয়েরা পাইন গাছের তলায় বসে খেত। তাদের খাবার হল ভেড়ার মাংসের ঘন পুর-দেওয়া sandwich এবং মাখন-মাখান cake-এর বড় বড় টুকরো। Kelvey-মেয়ে দুটি সব সময়ই যতটা পারে ওদের কাছাকাছি বসত, আমাদের Else Lil-কে ধরে থাকত আর ওদের কথাবার্তাও শুনত, সেই সঙ্গে তারা বড় বড় লাল ভিজে ছোপ লাগা খবরের কাগজের (মোড়ক থেকে) বার করে জ্যাম-মাখানো sandwich চিবুত।

Kezia মাকে জিজ্ঞাসা করছিল, "মা, আমি কি একবারটি Kelvey মেয়েদের বাড়িতে আসতে বলতে পারি না?"

"নিশ্চয়ই না, Kezia."

"কিন্তু, কেন নয়?"

"যাও, যাও, Kezia! তুমি বেশ জানো কেন নয়!"

অবশেষে সবাই পুতুল-বাড়ি দেখল, কেবল ঐ Kelvey মেয়েদুটি ছাড়া।

সেদিন ও-বিষয় সম্পর্কে উৎসাহ কতকটা ঝিমিয়ে পড়েছিল। তখন দুপুরে খাবার সময়। পাইন গাছের তলায় মেয়েরা এক সঙ্গে দাঁড়িয়ে ছিল। হঠাৎ তারা যেই দেখল খবরের কাগজ থেকে তুলে Kelvey মেয়েরা খাবার খাচ্ছে, যেমন তারা একলা-একলা খায় সব সময় আর কান পেতে কথা শোনে, অমনি মেয়েগুলির ইচ্ছা হল তাদের (Kelvey বোনদুটির) সঙ্গে বিশ্রী ব্যবহার করতে। Emmie Cole কানাকানি সুরু করে দিল। বলল—"Lil Kelvey বড় হলে ঝি-এর কাজ করবে।"

Isabel Burnell বলল—"কী ভয়ানক!" আর Emmie-র দিকে অর্থপূর্ণ চোখে তাকাল। Emmie খুব অর্থপূর্ণ ভঙ্গি করে ঢোক গিলল আর Isabel-এর দিকে মাথা নাড়ল, ঠিক যে-ধরণে তার মাকে মাথা নাড়তে দেখেছে এ-রকম সব উপলক্ষে। সে বলল, "এটা সত্যি, সত্যি, সত্যি!"

তখন Lena Logan-এর ছোট ছোট চোখ (আগ্রহে) চকচক করে উঠল, সে ফিস্ ফিস্ করে জিজ্ঞেস করল, "ওকে (Lilকে) কথাটা জিজ্ঞাসা করব না কি?"

Jessie May বলল—"বাজী রাখছি তুই পারবি না জিজ্ঞাসা করতে।"

Lena বলল—"ইঃ, আমি ভয় পাই না।" হঠাৎ সে একটু চীৎকার করে উঠে অন্য মেয়েদের সামনে নাচল আর বলল, "দ্যাখ, আমাকে দ্যাখ, দ্যাখ এখন আমাকে।" এই বলে Lena আস্তে আস্তে চলতে চলতে, টলতে টলতে, পা টেনে টেনে, মুখে হাত চাপা দিয়ে, অসভ্যভাবে ফিক ফিক করে হাসতে হাসতে Kelvey মেয়েদের কাছে এগিয়ে গেল।

Lil খাবারটা থেকে মুখ তুলে উপর দিকে তাকাল। বাকী খাবারটা কাগজে তাড়াতাড়ি মুড়ে ফেলল। আমাদের Else খাবার চিবুনো বন্ধ করল। (Kelvey মেয়েদের মনে জিজ্ঞাসা)—ব্যাপারটা কী হচ্ছে এখন ?

Lena তীক্ষ্ণ স্বরে জিজ্ঞাসা করল—"Lil Kelvey, কথাটা সত্যি নাকি, তুই বড় হলে ঝি-এর কাজ করবি ?"

সব একদম চুপ। Lil কোন উত্তর না দিয়ে তার বোকা-বোকা লাজুক হাসি হাসল। মনেই হল না যে, সে ঐ প্রশ্নটার একটুও আপত্তি করছে। Lena-র পক্ষে কী বিষম আশা-ভঙ্গ ! মেয়েরা মুচকি হাসতে লাগল।

Lena-র এটা সহ্য হল না। সে পাছায় (কোমরে) হাত রেখে জোরে এগিয়ে গেল, ফোঁস ফোঁস করে বলল--"ছ্যাঃ! তোর বাপ তো জেল খাটছে।"

এটা এমন একটা আশ্চর্যজনক কথা বলা হল যে, মেয়েরা সবাই একসঙ্গে ছুটে চলে গেল। তারা খুবই উত্তেজিত এবং আনন্দে উদ্দাম হয়েছিল। একটি মেয়ে একটা লম্বা দড়ি পেল। তখন তারা skipping করতে লাগল। সেদিন সকলে যেমন সাহসের কাজ করেছে, যেমন উঁচু লাফ দিয়েছে, যেমন জোরে দৌড়াদৌড়ি করেছে তেমন আর কখনও করেনি।

Short Questions and Answers

Q. 1. 'It became the one subject, the rage.'—*What was the one subject of discussion ? Among whom was that a subject of discussion. How did they show their deep interest for that ?* [কোন্ ব্যাপারটা আলোচনার একমাত্র বিষয় হয়ে দাঁড়াল ? কাদের মধ্যে সেটা আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়াল ? এ বিষয়ে কিভাবে তারা তাদের ঔৎসুক্য প্রকাশ করল ?]

Ans. The doll's house was the subject of discussion among the school-girls who had seen that. They talked about the doll's house even in their dinner time.

[স্কুলের মেয়েদের মধ্যে পুতুলবাড়িটাই একমাত্র আলোচ্য বিষয় হয়ে দাঁড়াল। এমন কি দুপুরে খাবার সময়েও তারা ঐ বিষয়ে গল্প করত।

Q. 2. *Describe the food taken by the girls at dinner-time in school.* [স্কুলে মেয়েরা যে খাবার খেত তার বিবরণ দাও ।]

Ans. The girls of upper class families ate thick mutton sandwiches and big pieces of cakes covered with butter. But the poor Kelvey girls ate jam sandwiches carried in a dirty bit of newspaper.

[বড় ঘরের মেয়েরা ভেড়ার মাংসের ঘন পুর দেওয়া স্যাণ্ডউইচ এবং মাখন-মাখানো বড় বড় কেক খেত । কিন্তু গরীব কেলভি পরিবারের মেয়ে-দুটি ময়লা খবরের কাগজে করে যে জ্যাম-মাখানো স্যাণ্ডউইচ আনত, তাই খেত ।]

Q. 3. *What was Kezia's request to her mother? Why did she feel the urge for the request? Did her mother agree?* [কেজিয়া তার মাকে কি অনুরোধ জানিয়েছিল ? কেন সে এই অনুরোধ জানিয়েছিল ? তার মা কি সম্মতি দিয়েছিলেন ?]

Ans. Kezia requested her mother to let her bring in the two poor Kelvey girls just once to show them the doll's house.

The Kelvey girls belonged to a so-called low class family. They were very poor. The so called upper class girls always avoided them. The poor girls were not allowed to see the doll's house. But unlike her sisters Kezia was full of sympathy for the Kelvey girls. This is why she asked her mother's permission to bring in the Kelvey sisters to show them the doll's house. But her mother refused.

[কেলভি মেয়ে দুটিকে অন্ততঃ একবার ডেকে এনে পুতুলবাড়িটা দেখাবার জন্য কেজিয়া তার মার কাছে অনুরোধ জানাল । কেলভি মেয়েদুটি ছিল এক তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর পরিবারের মেয়ে । তথাকথিত উচ্চশ্রেণীর মেয়েরা সর্বদা তাদের এড়িয়ে চলত । বেচারা কেলভিদের পুতুলবাড়িটা দেখতে দেওয়া হয়নি । কিন্তু কেজিয়া ছিল তার বোনদের থেকে স্বতন্ত্র প্রকৃতির । তার মন কেলভি মেয়েদের প্রতি সহানুভূতিতে পূর্ণ ছিল । এইজন্যই সে তাদের পুতুল-বাড়ি দেখাবার জন্য মায়ের কাছে অনুমতি চাইল । তার মা এই অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করলেন ।]

Q. 4. 'They wanted to be horrid to them'—*(i) Who were 'they'? (ii) To whom did they want to be horrid? (iii) Who started the fun and how? (iv) What did Lena Logan do*

to insult' them? [(*i*) 'They' বলতে কাদের বোঝাচ্ছে? (*ii*) কাদের প্রতি তারা রূঢ় হতে চেয়েছিল? (*iii*) কে কৌতুকটা আরম্ভ করল এবং কি ভাবে? (*iv*) তাদের অপমান করবার জন্য লেনা লোগান কি করল?]

Ans. (i) 'They' refers to the girls of the upper class. (ii) They wanted to be horrid to the two Kelvey girls who belonged to a low class family. (iii) The fun was started by Emmie Cole by whispering that Lil Kelvey was going to be a servant when she grew up. (iv) Lena Logan went forward to the Kelvey girls and to insult them asked Lil if she was really going to be a servant when she grew up.

[(১) 'তারা' বলতে উচ্চ শ্রেণীর মেয়েদের বোঝানো হয়েছে।

(২) তারা নিম্নশ্রেণীর পরিবারভুক্ত কেলভি মেয়েদের প্রতি রূঢ় হতে চেয়েছিল। (৩) এমি কোল কৌতুকটা আরম্ভ করল ফিস ফিস করে এই কথা বলে যে বড় হয়ে লিল কেলভি চাকরানী হবে। (৪) লেনা লোগান কেল্ভি বোনদের কাছে এগিয়ে গেল এবং তাদের অপমান করবার উদ্দেশ্যে লিলকে জিজ্ঞাসা করল সে বড় হয়ে চাকরানী হবে কিনা।]

Q. 5. 'Lena couldn't stand that.'—*What could not Lena stand and why?* [লেনা কি সহ্য করতে পারল না? কেন পারল না?]

Ans. At the instigation of her friends, Lena Logan asked Lil Kelvey whether she was going to be a servant when she grew up. This she did in order to insult Lil, the so-called low class girl, before the other girls. But Lil said nothing. She seemed not to mind the question at all. Lena was utterly disappointed in her attempt to insult Lil. Other girls also laughed at her. Lena could not stand this failure.

[বন্ধুদের প্ররোচনায় লেনা লোগান লিল কেলভিকে জিজ্ঞাসা করল বড় হয়ে সে চাকরানী হবে কিনা। তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর মেয়ে লিলকে অপমান করবার জন্যই সে প্রশ্নটা করল। কিন্তু লিল কিছুই বলল না। মনে হল সে প্রশ্নটা গায়ে মাখল না। লিলকে এইভাবে অপমান করবার চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে লেনা একেবারে হতাশ হয়ে গেল। অন্যান্য মেয়েরাও তাকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করল। এই ব্যর্থতা লেনা সহ্য করতে পারল না।]

Q. 6. *What made the friends of Lena Logan deeply excited and wild with joy.* [লেনার বান্ধবীরা কেন উত্তেজিত ও আনন্দে উন্মত্ত হয়ে উঠল?]

Ans. In her attempt to insult Lil Kelvey, Lena Logan asked her if she was going to be a servant when she grew up. But Lil only smiled foolishly and did not seem to mind the question. Being angry at this failure, Lena Logan used more insulting words. She told Lil that her father was in prison. This cruel statement made Lena's friends deeply excited and wild with joy.

[লিল কেলভিকে অপমান করবার চেষ্টায় লেনা লোগান তাকে জিজ্ঞাসা করল বড় হয়ে সে চাকরানী হবে কিনা। কিন্তু লিল কেবল বোকার মতো হাসল, প্রশ্নটা যেন গায়েই মাখল না। এই ব্যর্থতায় রেগে গিয়ে লেনা লোগান আরও অপমানজনক কথা ব্যবহার করল। সে লিলকে বলল যে তার বাবা জেলে আছে। লেনার এই নিষ্ঠুর কথায় তার বন্ধুরা খুবই উত্তেজিত এবং আনন্দে উন্মত্ত হয়ে উঠল।]

Paragraphs 42-63

Gist : The Burnell children (Isabel, Lottie and Kezia) came back from their school in a carriage. There were guests in their house. But Kezia did not go upstairs. She was swinging on the big gates of the courtyard. Suddenly Kezia noticed the Kelvey sisters at a distance. They came nearer. Kezia asked the Kelvey sisters to enter and see the doll's house. Lil Kelvey (the elder sister) told Kezia that Kezia's mother did not allow her children to speak to the Kelvey sisters. Lil did not want to see the doll's house. But Else Kelvey (the younger sister) wanted very much to see the doll's house. So Lil had to agree. Lil and Else followed Kezia and entered the house. Kezia opened the doll's house and showed the drawing-room and the dining-room—the Kelvey sisters saw and admired. Then suddenly they heard Aunt Beryl cry in an angry voice, 'Kezia !' Aunt Beryl had strong social prejudices. Aunt Beryl told Kezia that she was not allowed to speak to the Kelvey girls. Then with insults, Aunt Beryl drove away the Kelvey sisters (Lil Kelvey and Else Kelvey) from the house.

Lil Kelvey and Else Kelvey walked away from the house to some distance. They sat down to rest on a big red drainpipe by the roadside. Lil felt the insults, her cheeks were burning. The younger sister Else (our Else) soon forgot the insults and the angry lady (Aunt Beryl). She smiled one of her rare

smiles. Else said softly, 'I seen the little lamp.' The beautiful little lamp was a wonderful thing to Else. It was a symbol of romance and beauty to Else. Our Else was a child of romantic imgination. Then the two sisters were silent.

সারার্থ : বার্নেল পরিবারের মেয়েরা (Isabel, Lottie, Kezia) ঘরের ছোট একটা ঘোড়ার গাড়ি করে স্কুল থেকে বাড়ি ফিরে এল। কারণ বাড়িতে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিরা এসেছিলেন। কিন্তু Kezia উপরতলায় না গিয়ে উঠানের গেটে দোল খেতে লাগল। হঠাৎ সে Kelvey বোনেদের দুজনকে দেখতে পেল। সে তাদের পুতুল-বাড়ি দেখাতে চাইল। বড় বোন Lil আসতে চাইল না, কারণ Kezia-র মা রাগ করবেন। Lil বলল যে Kezia-র মা Lil-এর মাকে বলেছিলেন Kezia ও তার বোনেরা যেন Kelvey বোনেদের সঙ্গে কথা না বলে। কিন্তু ছোট বোন Else-র প্রবল আগ্রহ বুঝল Lil, তখন Lil সম্মত হল। Lil এবং Else Kezia-র পিছনে পিছনে বাড়িতে ঢুকল। Kezia মনের আনন্দে পুতুল-বাড়ির দ্রষ্টব্য জিনিষগুলি দেখাচ্ছিল ; Lil ও Else দেখছিল, বিস্ময়মিশ্রিত আনন্দের সঙ্গে। এমন সময় পিসী Beryl-এর গলার স্বর শোনা গেল। পিসী Beryl জোরে ডাকলেন, 'Kezia' পিসী Beryl গর্বিতা এবং সমাজের তথা-কথিত নিম্নস্তরের মানুষদের অবজ্ঞা করতেন। তিনি Keziaকে বললেন রাগ করে যে, Kezia ত জানে যে Keziaকে Kelvey বোন দুজনের সঙ্গে কথা বলতে বাড়ির নিষেধ আছে। তারপর সমাজের তথা-কথিত উচ্চস্তরের মানুষ গর্বিতা পিসী Beryl তথা-কথিত নিম্নস্তরের Kelvey বোন দুজনকে অপমানসূচক ভাবে বাড়ি থেকে বার করে দিলেন।

Notes, etc.: Buggy—"light vehicle for one or two persons" (*C. O. D.*) ; ছোট গাড়ি। *Visitors*—guests. **Pinafores**—"child's washable covering worn over frock to protect it from dirt" (*C.O.D.*) ; ছোটদের পরা পোষাক ঢাকবার আবরণ। *Thieved out*—secretly went out like a thief ; গোপনে বাইরে চলে এল। *Swing*—make the gates move to and fro or move herself to and fro ; নাড়া দেওয়া বা দোল খাওয়া।

Presently—very soon ; শীঘ্রই। *Dots*—points ; বিন্দু। *Close*—near ; নিকটেই। *Slipped off*—hastily came down ; তাড়াতাড়ি নেমে পড়ল। *Hesitated*—showed want of decision ; ইতস্তত করছিল। ***Stretching*—extending ; বিস্তৃত হয়ে।** *Right*—directly ; একেবারে।

Their shadows very long—As the sun goes down in the afternoon, shadows (ছায়াগুলি) become longer and longer. **Buttercups**—buttercup plants with bright yellow flowers. [*buttercup*, n. a wild plant with bright yellow flowers shaped like cups—A Learner's Dictionary of Current English]. হলুদ রঙের ফুল-বিশিষ্ট পুষ্পবৃক্ষ ; বাটারকাপ্ ফুলের গাছ।

With their hands......buttercups—the heads of their shadows fell on the place where the flower-plants called buttercups were standing ; তাদের যে ছায়া পড়েছিল তার মাথাগুলি দেখা যাচ্ছিল বাটারকাপ ফুলগাছের উপর লম্বমান হয়েছে। **Clambered**—climbed with difficulty using the hands as well as the feet. (A Learner's Dictionary of Current English) ; কষ্টে-সৃষ্টে, হাঁচড়-পাঁচড় করে করে চড়ে বসল (আরোহণ করল)। *Make up her mind*—was determined ; মনঃস্থির করে ফেলল। *Swung out*—moved forward with a swinging motion (*C.O.D.*) ; দুলতে দুলতে এগিয়ে গেল।

Hullo—an interjection used for drawing attention ; মনোযোগ আকর্ষণের জন্য ব্যবহৃত হঠাৎ অনুভূতি প্রকাশক শব্দ ; "ওগো !" "শুনছ ?" *Passing*—moving ; going on ; চলমান। *Astounded*—astonished ; আশ্চর্যান্বিত হয়েছিল। *Stopped*—halted ; থামল। *Silly*—foolish ; বোকার মত। *Started*—"looked fixedly with eyes open from surprise" (*C.O.D.*) ; আশ্চর্য হয়ে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল।

If you want to—i.e., if you want to see ; যদি দেখতে ইচ্ছা কর। *Toe*—digit of foot ; পায়ের আঙুল। *Dragged*—pulled ; আকর্ষণ করল। *At that*—on hearing that ; সে কথা শুনে। *Turned red*—her face became red ; মুখ লাল হয়ে উঠেছিল। *Shook her head*—moved her head as a sign of her unwillingness to come ; মাথা নাড়িয়ে অনিচ্ছা প্রকাশ করেছিল। *Quickly*—swiftly ; দ্রুত। *Why not*—why will you not come ? **Gasped**—"caught breath, strained for air or breath with open mouth as in exhaustion or astonishment" (*C.O.D.*) ; বিস্ময়ে নিঃশ্বাস রুদ্ধ হয়ে হাঁপাতে থাকল। *Ma*—mamma ; mother. *Wasn't......to us*—were not ; you were forbidden to speak to us ; আমাদের সঙ্গে তোমাদের কথা বলা মানা।

Didn't know what to reply—had not a word to say in reply because what Lil said was quite true ; কী জবাব দেবে বুঝছিল না, কারণ Kezia-র উত্তর দেবার কিছু ছিল না। *It doesn't matter*—never mind this ; তাতে কিছু যায় আসে না। *All the same*—nevertheless ; তবুও। *Come on*—follow me ; আমার সঙ্গে এস। *Nobody is looking*—nobody is watching or noticing you when you enter the house ; কেউ তোমাদের দেখছে না। *Still harder*—with greater force ; আরও জোরে। *Shook her head*—moved her head, expressed unwillingness ; মাথা নাড়ল, অর্থাৎ অসম্মতি জানাল। **Twitch**—a sudden, sharp pull (The Shorter Oxford English Dictionary) ; হঠাৎ আকর্ষণ ; হেঁচকা টান। **Tug**—violent pull (*C.O.D.*) ; জোরে আকর্ষণ। *Imploring*—entreating ; অনুনয়পূর্ণ। **Frowning**—"knitting brows" (*C.O.D.*). ভ্রূকুঞ্চিত করছিল। *She wanted to go*—she (Else) had a great desire to go ; তার যাবার খুব ইচ্ছা ছিল। *Doubtfully*—with a mind unresolved ; সঙ্কোচের সঙ্গে। *Started forward*—advanced ; অগ্রসর হল। *Led the way*—showed the way by going in front of them ; সামনে চলতে চলতে পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে লাগল।

Stray—"separated from companions or proper place" (*C.O.D.*) ; দলছাড়া ; পথহারা।

There it is—Kezia shows the doll's house to the Kelvey sisters by directing their attention to the place where it was ; Kezia তাদের পুতুল-বাড়ির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করছে এবং পুতুল-বাড়িটা দেখতে বলছে। *Pause*—lull ; interval of silence ; কথাবার্তার বিরাম। *Breathed loudly*—drew her breath forcibly so that there was a loud sound. This shows how excited she was ; অতি আনন্দ ও বিস্ময়ের উত্তেজনাবশতঃ জোরে, সশব্দে নিঃশ্বাস ফেলছিল। *Still*—motionless ; নিশ্চল। *Still as stone*—motionless like stone ; পাথরের মত নিশ্চল। **Snort**—"make explosive noise due to sudden forcing of breath through nose" ; (*C.O.D.*) here expressing excitement ; সজোরে শব্দ করে নিঃশ্বাস নেওয়া, এখানে উত্তেজনায়। *Said Kezia kindly*—This shows the soft-hearted nature of Kezia.

Undid—opened ; খুলে দিল। *Start*—"sudden movement of surprise". (*C.O.D.*) ; চমকে ওঠা। *What a start......gave*—the loud word of the aunt startled the girls ; উচ্চস্বরে ডাক শুনে মেয়েগুলি কী রকম চমকেই না উঠেছিল। *Turned round*—ঘুরে দাঁড়াল।

How dare you, etc.—How did you have the courage to disobey your parents and bring the Kelvey girls inside the house ? কী করে তোমার এত সাহস হল যে Kelvey মেয়েদের বাড়ির ভিতরে উঠানে আসতে বলেছ ?

Furious—very angry. *Stepped into*—entered ; প্রবেশ করলেন। **Shooed them out**—scared them away with frightening sounds ; ভয়-দেখানোর মত শব্দ করে ওদের তাড়িয়ে দিলেন। [**Shoo** (v.)—utter sound used to frighten birds away ; drive away thus (*C.O.D.*) ; পাখিদের ভয় দেখিয়ে তাড়ানোর জন্য শব্দ ; ওই ভাবে তাড়ানো।]

Shrinking—drawing back ; flinching ; সঙ্কুচিত হয়ে ; জড়োসড়ো ভাবে। *Huddling along*—hurrying ; তাড়াতাড়ি করে। *Dazed*—puzzled ; হতবুদ্ধি। *Squeezed*—pushed or forced their way ; ঠেলেঠুলে চলে গেল। *Wicked*—bad ; vicious ; দুষ্ট। *Disobedient*—going against the order of superiors ; অবাধ্য। *Bitterly*—roughly ; কর্কশভাবে। *Slammed*—shut with a loud noise : জোরে শব্দ করে বন্ধ করে দিলেন।

Expl. : Burning with......white gate.

The passage is from Katherine Mansfield's story called *The Doll's House.* Invited by Kezia, and urged by her sister Else, Lil entered the courtyard of the Burnells to have a look at the doll's house. But aunt Beryl drove them away like chickens.

Lil and Else were stupified (হতভম্ব হয়ে গেল) at this inhuman treatment (অমানুষিক আচরণ). Lil, the elder sister, winced (কাতর হল) in shameful agony. Very much like their mother, who had to visit rich people's house on business, they occupied as little space there as they could and then rushed out fast.

[**Comment** : Obviously, affluence (ঐশ্বর্য) had dehumanized Aunt Beryl.]

ব্যাখ্যা : এই অনুচ্ছেদটি ক্যাথারিন ম্যানসফিল্ড রচিত দ ডল্‌স্ হাউস নামক কাহিনী থেকে গৃহীত। কেজিয়ার আমন্ত্রণে এবং তার ছোটো বোনের পীড়াপীড়িতে পুতুলবাড়িটি দেখার উদ্দেশ্য নিয়ে লিল বার্নেলদের বাড়িতে ঢুকেছিল। কিন্তু বেরিল পিসী তাহাদের মুরগীর বাচ্চার মতো হুস্‌হুস্ করে ভাগিয়ে দিলেন।

এই অমানুষিক আচরণে লিল আর এলসি হতভম্ব হয়ে পড়ল। বড় বোন লিল লজ্জায় কাতর হয়ে পড়ল। কাজের জন্য তাদের মাকে বড় লোকদের বাড়ি যেতে হত, অনেকটা তার মতো তারাও যতদূর সম্ভব কম জায়গায় দাঁড়িয়েছিল, তারা সেখান থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল।

মন্তব্য : স্পষ্টতঃই ঐশ্বর্য বেরিল পিসীকে অমানুষ করে তুলেছিল।

Grammar and Composition : They drove *home*—Here *home* is an adverbial object. 'Home' is a noun, but it is used here as adverb-equivalent. Nobody was *about*—*about* is an adverbial participle. *Presently*—sentence adverb. *To where the doll's house stood*—adverb-clause qualifying 'followed across the courtyard'.

Couldn't believe *what she saw*—"what she saw" is a Noun clause, object of the verb 'believe'.

Dare you *ask*—'ask' is an Infinitive without 'to'.

অনুবাদ : বিকালে Pat বগি-গাড়ি নিয়ে এল Burnell মেয়েদের বাড়ি নিয়ে যাবার জন্য এবং তারা গাড়ি করে বাড়ি গেল। বাড়িতে অতিথিরা এসেছিলেন। Isabel এবং Lottie বাড়িতে লোকজন (অতিথি) আসা পছন্দ করত, তারা তাদের পোষাক (বহির্বাস) বদলানোর জন্য উপরতলায় গেল। কিন্তু (Kezia) চোরের মত চুপি চুপি পিছনের দিকে চলে গেল। সেখানে কেউ ছিল না। সে আঙ্গিনার মস্ত শাদা গেটের উপর দোল খেতে শুরু করল। কিছুক্ষণ পরেই রাস্তা-বরাবর তাকাতেই ছোট দুটি ফুটকির মত কিছু Kezia দেখতে পেল। সে-দুটি ক্রমেই বড় হতে লাগল এবং তারা তার দিকেই এগিয়ে আসছিল। এখন Kezia দেখতে পেল, তাদের একটি সামনে আসছে, আর একটি আসছে ঠিক পিছন-পিছন। এবার বুঝতে পারল, এরা সেই Kelvey বোনেরা। Kezia দোল খাওয়া বন্ধ করল, সে গেট থেকে নেমে পড়ল যেন সে পালিয়ে যেতে চায়। কিন্তু তার পরেই সে ইতস্ততঃ করতে লাগল। Kelvey বোন দুটি আরও কাছাকাছি এল আর তাদের পাশে পাশে তাদের ছায়াও চলছিল, সুদীর্ঘ ছায়াদুটি রাস্তার এপার-ওপার ছাড়িয়ে

(ছায়া-মূর্তির) মাথাদুটি বাটারকাপ ফুল গাছগুলির উপরে গিয়ে পড়েছিল। Kezia আবার গেটের উপর কষ্টে-সৃষ্টে চড়ল, সে মন স্থির করে ফেলেছিল। সে দুলতে দুলতে এগিয়ে এল। পাশ-দিয়ে-যাওয়া Kelvey বোনদের ডাকল, "এই যে!" তারা এত আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল যে তখনি থামল। Lil তার সেই বোকা-বোকা হাসি হাসল, আমাদের Else বড় বড় চোখে (অর্থাৎ অবাক ভাবে) চেয়ে রইল।

Kezia বলল—"তোমরা ইচ্ছা করলে আমাদের পুতুল-বাড়ি দেখে যেতে পার।" এই বলে সে তার পায়ের একটি আঙ্গুল মাটিতে ঘেঁষড়াল। কিন্তু Kezia-র কথাতে Lilএ-র মুখ লজ্জায় লাল হয়ে উঠল, সে তৎক্ষণাৎ মাথা ঝাঁকাল।

Kezia বলল, "কেন আসবে না?"

Lil গভীর নিঃশ্বাস ফেলে বলল "তোমার মা আমার মাকে বলেছেন যে তোমরা আমাদের সঙ্গে কথা বলবে না।"

"তাই তো!" Kezia কী যে জবাব দেবে বুঝছিল না। Kezia বলল, "ওতে কিছু এসে যায় না। তবু তোমরা পুতুল-বাড়িটা দেখে যেতে পার। চলে এসো। কেউ এখন দেখছে না।"

কিন্তু Lil আরও জোরে মাথা ঝাঁকাল। "তোমরা দেখতে চাও না?" Kezia জিজ্ঞাসা করল।

হঠাৎ টান পড়ল Lilএর পোষাকের খুঁটে। Lil পেছন ফিরে দেখল,— আমাদের Else বড় বড় চোখ নিয়ে মিনতিপূর্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাচ্ছে। আমাদের Else ভ্রূকুটি করছিল, সে (পুতুল-বাড়ি দেখতে) যেতে চায়। Lil একটুক্ষণ খুব অনিশ্চিতভাবে আমাদের Else-এর দিকে চেয়ে রইল। কিন্তু Lil-এর পোষাক ধরে আমাদের Else আবার টান দিল। তখন সে এগোল, Kezia পথ দেখিয়ে আগে আগে চলতে লাগল। ছোট দুটি পথ-হারানো বিড়ালের মত Kelvey বোন দুটি (Kezia-র) পিছু পিছু আঙ্গিনা পার হয়ে পুতুল বাড়ি যে জায়গাটায় সেখানে গেল।

"ঐ যে ওখানে," Kezia বলল। খানিকক্ষণ সব চুপ চাপ। Lil সজোরে নিঃশ্বাস নিতে লাগল, প্রায় ঘোঁত ঘোঁত শব্দই করছিল ; আমাদের Else পাথরের মত নিশ্চল। (Kelvey বোন দুইটির মনে প্রবল উত্তেজনা পুতুল-বাড়ি দেখে)।

"আমি তোমাদের খুলে দেখাচ্ছি।" এই বলে Kezia পুতুল-বাড়ির আঙ্‌টাটা খুলল, আর তারা ভিতরে তাকাল।

"ঐ হল বসবার ঘর, ঐ খাবার ঘর আর ঐ হল—" (হঠাৎ শোনা গেল)—"Kezia!" আহা, ওরা কী রকম চমকেই না উঠল। (আবার শোনা গেল)—"Kezia"।

পিসী Beryl-এর কণ্ঠস্বর। তারা ঘুরে দাঁড়াল। পিছনের দরজায় দাঁড়িয়ে আছেন পিসী Beryl. তিনি একদৃষ্টে এমন ভাবে তাকিয়ে আছেন মনে হচ্ছে যেন তিনি যা দেখছেন সেটা সত্যি বলে বিশ্বাসই করতে পারছেন না।

প্রচণ্ড নির্মম স্বরে বললেন—"(Kezia,) কী করে তোমার সাহস (আস্পর্ধা হল) Kelvey মেয়েদের (বাড়ির) আঙ্গিনার ভিতরে ডেকে আনতে? আমি যেমন জানি, তুমিও জান, ওদের সঙ্গে তোমার কথা বলা বারণ। এই মেয়ে-দুটো! তোরা পালা, এক্ষুনি পালা। আর কখনো এখানে আসবি না!" এই কথা বলে তিনি আঙ্গিনায় নেমে এলেন আর পাখিদের ভয় দেখিয়ে তাড়াতে যে রকম শব্দ করা হয় সে-রকম ভয়-দেখানো শব্দ করে Kelvey মেয়েদের তাড়িয়ে দিলেন, যেন তারা মুরগীর বাচ্চা।

নির্মম, দেমাকী সুরে আবার হাঁক দিলেন পিসী Beryl, "তোরা এই মুহূর্তে দূর হ!"

তাদের দুবার বলার দরকার ছিল না। লজ্জায় জ্বলতে জ্বলতে, একসাথে জড়োসড়ো হয়ে Lil তার মার মত ত্বরিত গতিতে আর আমাদের Else হতবুদ্ধিভাবে কোন রকমে মস্ত আঙিনাটা পার হল আর শাদা ফটক দিয়ে ঠেলেঠুলে বেরিয়ে চলে গেল। পিসী Beryl Keziaকে কড়া সুরে বললেন, "দুষ্টু, অবাধ্য মেয়ে!" আর পুতুল-বাড়ির দরজাটাও দড়াম শব্দ করে বন্ধ করে দিলেন।

Short Questions and Answers

Q. 1. ***Why did not Kezia go upstairs with her sisters to meet the visitors?*** [কেজিয়া তার বোনেদের সঙ্গে কেন উপরতলায় অতিথিদের কাছে গেল না?]

Ans. Kezia did not like a visitors as her sisters did. [বোনেদের মতো কেজিয়া অতিথিদের ততটা পছন্দ করত না।]

Q. 2. ***Why did Kezia hesitate to face the Kelvey girls?*** [কেলভি বোনদের মুখোমুখি হতে কেজিয়া ইতস্ততঃ করছিল কেন?]

Ans. Unlike her sisters, Kezia had sympathy for the poor Kelvey sisters who, she knew, were ill-treated by her sisters

and other upper class girls. Kezia felt herself guilty for that. So at first she hesitated to face them.

[বেচারা কেলভি বোনেদের জন্য কেজিয়ার কষ্টটা সহানুভূতি ছিল, যা তার বোনেদের ছিল না। কেজিয়া জানত তার বোনরা এবং অন্যান্য উচ্চশ্রেণীর মেয়েরা কেলভি বোনদের প্রতি দুর্ব্যবহার করত। এজন্য কেজিয়া নিজেকেও দোষী মনে করত। এইজন্যই সে প্রথমে তাদের মুখোমুখি হতে ইতস্ততঃ করছিল।]

Q. 3. *Why were the Kelvey sisters astounded at the call of Kezia?* [কেজিয়ার ডাক শুনে কেলভি বোনেরা অবাক হয়ে গেল কেন?]

Ans. The upper class girls never spoke to the poor Kelvey girls. They hated them and often insulted them. That very day Lena had cut them to the quick. So it was quite natural for the poor girls to be astounded at the call of Kezia who also belonged to a very rich family.

[বড় ঘরের মেয়েরা গরীব কেলভি পরিবারের মেয়ে দুটির সঙ্গে কখনো কথা বলত না। তারা ওদের ঘৃণা করত, প্রায়ই অপমান করত। ঐ দিনই লেনা লোগান তাদের অন্তরে দারুণ ঘা দিয়েছে। কাজেই এটা খুবই স্বাভাবিক যে বড় ঘরের মেয়ে কেজিয়ার ডাকে তারা আশ্চর্য হয়ে যাবে।]

Q. 4. *Why did Lil Kelvey agree to go and see the doll's house in spite of her unwillingness?* [অনিচ্ছাসত্ত্বেও লিল কেলভি পুতুল-বাড়িটা দেখতে যেতে রাজী হল কেন?].

Ans. When Kezia requested Lil and Else Kelvey to come and see the doll's house, Lil refused to go in because Kezia's mother would be angry. But suddenly Else expressed her eagerness to see the doll's house by pulling Lil's skirt from behind. So Lil had to change her mind and agree to go in and see the doll's house.

[কেজিয়া যখন লিল ও এলজি কেলভিকে পুতুলবাড়িটা দেখে যাবার জন্য অনুরোধ জানাল তখন কেজিয়ার মা রাগ করবেন বলে লিল সে কথায় রাজী হল না। কিন্তু হঠাৎ পিছন থেকে লিলের জামা টেনে ধরে এলজি পুতুলবাড়ি দেখার প্রবল আগ্রহ প্রকাশ করল। কাজেই লিলকে তার মত পরিবর্তন করে পুতুলবাড়ি দেখবার জন্য ভিতরে যেতে রাজী হতে হল।]

Q. 5. "Wicked, disobedient little girl!"—(i) *Who spoke these words and to whom?* (ii) *Why did the speaker address*

the girl as wicked and disobedient ? [(i) এই কথাগুলি কে কাকে বলেছিলেন ? (ii) বক্তা মেয়েটিকে দুষ্টু ও অবাধ্য বলে সম্বোধন করলেন কেন ?]

Ans. (i) The words were spoken by Aunt Beryl to Kezia.

(ii) The Burnell girls were strictly forbidden to mix with and talk to the Kelvey girls. But little Kezia, the youngest Burnell girl, disobeyed her mother and called in the Kelvey sisters to show them the doll's house. Aunt Beryl suddenly appeared and was very angry with Kezia for her disobedience. So she called Kezia a wicked and disobedient girl.

[(i) কথাগুলি পিসী বেরিল বলেছিলেন কেজিয়াকে।

(ii) বার্নেল পরিবারের মেয়েদের নিষেধ করা হয়েছিল যেন তারা কেলভি মেয়েদের সঙ্গে না মেশে ও কথা না বলে। কিন্তু বার্নেলদের ছোট মেয়ে কেজিয়া মায়ের নিষেধ অমান্য করে কেলভি বোন দুটিকে পুতুল-বাড়িটা দেখাবার জন্য ভিতরে ডেকে নিয়ে এসেছিল। হঠাৎ সেখানে পিসী বেরিল উপস্থিত হলেন। কেজিয়ার অবাধ্যতার জন্য তার ওপর তিনি ভীষণ চটে গিয়ে তাকে দুষ্টু ও অবাধ্য মেয়ে বললেন।]

Paragraphs 64-67

Gist : The Kelvey sisters went to some distance ; there they could not be seen from the house of the Burnells. The Kelvey sisters sat there on a big red drainpipe by the side of the road. Lil's cheeks were still red-hot with shame. Both Lil and Else were looking on vacantly (আনমনাভাবে). But little Else soon forgot Aunt Beryl's unkind and insulting behaviour. Else came up close to Lil. And Else also smiled. It was her rare smile. But, for once Else was happy because she had seen the beautiful little lamp in the doll's house. 'I seen the little lamp',—she said softly. Else said this to Lil, her elder sister. Then Lil and Else were silent again.

সারার্থ : Burnellদের বাড়ি থেকে বেশ কিছু দূরে গিয়ে Kelvey বোন দু'টি রাস্তার ধারে ময়লা জল নিকাশের একটা বড় লাল পাইপের উপর বিশ্রাম করতে বসল। Lil Kelveyর মন অপমানে খুব আহত হয়েছিল, তার গালগুলি তখনও যেন জ্বালা করছিল। খানিকক্ষণ দুই বোন আনমনাভাবে এদিক ওদিক দেখছিল। তারপর শীঘ্রই ছোট বোন Else ভুলে গেল রাগান্বিত পিসী Berylকে এবং তাঁর অপমানসূচক ব্যবহার। ছোট বোন Else বড়

বোন Lilএর কাছ ঘেঁসে এল, বড় বোনকে একটু আদর করল এবং বড় বোনকে আস্তে আস্তে মৃদু গলায় Else বলল 'দিদি, আমি ছোট ল্যাম্পটি দেখেছি'। ছোট ল্যাম্পটি যেন একটি আশ্চর্য জিনিস—ছোট, সুন্দর ল্যাম্পটি যেন সৌন্দর্যের ও রোমান্সের প্রতীক Elseএর কাছে। তার পর দুই বোন চুপ করল আবার।

(স্পষ্টই বোঝা যায় যে লেখিকার হৃদয় এই সামাজিক নিষ্ঠুরতায় অত্যন্ত মর্মপীড়া বোধ করে এবং লেখিকার সম্পূর্ণ সহানুভূতি অপমানিত Else এর প্রতি এবং Elseর কল্প-লোকের প্রতি।)

Notes, etc.: *Out of sight*—not to be seen ; নজরের বাইরে। *Well out of······house*—at such a distance that they could not be seen from the house of the Burnells ; Burnellদের বাড়ি থেকে তাদের দেখতে পাওয়া যায় না এতটা দূরে। *Drainpipe*—pipe carrying away waste liquid, etc. (*A Learner's Dictionary of Current English*) ; ময়লা নিকাশের নল। *Cheeks······burning*—Lil's cheeks were still red-hot with shame ; (অপমানের) লজ্জায় Lil-এর গাল দুটি তখনও জ্বলছিল (আরক্ত হয়েছিল)। *Took off*—put off ; doffed ; খুলে ফেলল। *Dreamily*—as if in a dream ; স্বপ্নাবিষ্টভাবে। *Hay*—grass cut off and dried ; একপ্রকার শুষ্ক ঘাস ; খড়। **Paddock**—'small field' (*C. O. D.*) ; ক্ষুদ্র মাঠ। **Creek**—"short arm of river" (*C.O.D.*) ; নদীর নালা ; খাড়ি। *Wattles*—"interlaced rods and twigs as material of fences" (*C.O.D.*) : বেড়া তৈরির জন্য জোড়া-দেওয়া ডালপালা। *Group of wattles*—a number of sticks to be used for constructing a fence ; বেড়া তৈরি করবার জন্য রক্ষিত কতকগুলি ডালপালা বা কঞ্চি। *Logan's cows*—cows belonging to the Logan family.

Presently—soon ; শীঘ্রই। *Nudged*—pushed with the elbow ; কনুই দিয়ে ধাক্কা দিয়েছিল। *Cross*—irritable ; খিটখিটে। *Cross lady*—*i.e.*, proud, angry Aunt Beryl. *Stroked*—gently passed her hand ; মৃদুভাবে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল।

Rare smile—smile that is very seldom seen ; বিরল হাসি। Katherine Mansfield has already told us that our Else never smiled. But now she smiled because she had seen the beauti-

ful little lamp in the doll's house. This made her happy; and this was why she smiled her rare smile. লেখক আগেই উল্লেখ করেছেন যে Else কখনও হাসত না। কিন্তু এখন সে হাসল, কারণ সে পুতুল-বাড়ির সেই সুন্দর ছোট বাতিটা দেখেছে। বাতিটা দেখে সে খুবই খুশি হয়েছে, তাই তার বিরল হাসি দেখা গেল।

Expl. : Presently our Else nudged up.........she said softly. This passage is from Katherine Mansfield's excellent short story, *The Doll's House.* The Burnell children (Isabel, Lottie and Kezia) had got a beautiful little doll's house as a present. Little Kezia had asked the little Kelvey sisters to enter the courtyard of their house. Lil Kelvey and Else Kelvey entered. Kezia opened the doll's house ; she began to show the doll's house to the little Kelvey sisters—the drawing room, the dining room—. Kezia had to stop. Suddenly, proud Aunt Beryl came there. Aunt Beryl thought that the little Kelvey sisters belonged to a very low social class. She drove away the little Kelvey girls with insults. In the passage, we have a description of what little Else felt and did after a little time. Driven out of the Burnell house, the Kelvey sisters walked some distance and were soon out of sight of the Burnell house. They rested on a drain-pipe by the road-side. Dreamily they looked on the things before them. What were they thinking about ? Soon little Else had forgotten the angry old lady, Aunt Beryl. Little Else went closer to her sister ; she lovingly stroked the quill on her sister's hat. She smiled—and she smiled but rarely, and only when she was very happy.

In a low voice, little Else ('our Else') said that she had seen the little lamp with its wonderful beauty.

[Add notes on : *Our Else* ; *the little lamp* ; *softly.*]

N. B. Katherine Mansfield loves little Else, a sweet, imaginative child. So she lovingly calls her 'our Else'. Else belongs to a so-called lower social class. She is a child with romantic imagination (রোমান্সধর্মী কল্পনা-প্রবণ শিশু সে). To Else's imagination, the little lamp is a wonderful little lamp, a symbol of beauty and romance (রোমান্স ও সৌন্দর্যের প্রতীক ছোট ল্যাম্পটি)।

ব্যাখ্যা : এই অংশটি Katherine Mansfield-এর *"The Doll's House"* গল্পটি থেকে উদ্ধৃত হয়েছে। অংশটি ভাবপূর্ণ ; গল্পটি একটি উৎকৃষ্ট ছোট গল্প, সমাজ-সচেতন আবার রোমান্সধর্মী। Kelvey মেয়ে-দুটি Burnellদের বাড়িতে রাগী, গর্বিতা পিসি Beryl-এর অপমানসূচক ব্যবহারে মর্মাহত হয়ে বেরিয়ে এসে দূরে একটা ময়লা জল নিকাশের পাইপের উপর আনমনে বসেছিল। Kezia সবেমাত্র পুতুল-বাড়ির ভেতরটা তাদের দেখাচ্ছিল, এমন সময় পিসী Beryl এসে তাদের দূর দূর করে তাড়িয়ে দেন। Kelvey বোন দুটির মধ্যে বড়, Lilএর গাল দুটি অপমানে লজ্জায় জ্বলছিল। Lil আর Else দু'বোনই ড্রেনপাইপের উপরে বসে উদাস ভাবে দূরের দিকে তাকিয়েছিল। কিছু পরে ছোট বোন Else কাছে সরে এসে বড় বোনের গা ঘেঁষে মৃদুভাবে কনুই এর ধাক্কা দিল। ছোট্ট Else তখন খিটখিটে পিসী Beryl এর কথা ভুলে গেছে। Elseএর মুখে কখন হাসি দেখা যেত না, সেই Elseএর মুখে এখন তার বিরল হাসি। Else নরম গলায় বলল তার দিদিকে, "আমি ছোট্ট বাতিটা দেখেছি।" পুতুল-বাড়ির সেই চমৎকার সুন্দর ছোট বাতিটা দেখতে পেয়েছে বলে Elseএর মন আনন্দে ভরে গেছে, তাই তার মুখে বিরল হাসি। ছোট্ট Elseএর মন রোমান্স-ধর্মী কল্পনা-প্রবণ, পুতুলবাড়ির ছোট্ট বাতিটা তাই Elseএর কাছে অপূর্ব রোমান্স-কল্পনার জিনিস।

Grammar and Composition : *by the side of*—preposition phrase, having for its object 'the road'.

Presently—sentence adverb. *Smile*—cognate object.

অনুবাদ : Burnellদের বাড়ি থেকে দেখা যায় না বেশ এতখানি দূরে যখন তারা পৌছল, তখন তারা (Kelvey বোন দুটি) রাস্তার পাশে জল নিকাশের মস্ত একটা লালরঙের পাইপের (নলের) উপর বসে পড়ল বিশ্রাম করবার জন্য। Lilএর গাল দুটি তখনও লজ্জায় আরক্ত হয়েছিল। সে তার সেই পালক-আঁটা টুপীটা খুলে হাঁটুর উপর রাখল। শুকনো ঘাসের ছোট ছোট মাঠের ওপারে নালাটা ছাড়িয়ে ডালপালায় তৈরি বেড়াটার ধারে যেখানে Loganদের গরুগুলি দাঁড়িয়েছিল দুধ-দুয়ে নেওয়ার অপেক্ষায়, তারা স্বপ্নাচ্ছন্ন ভাবে সেইদিকে তাকিয়েছিল। তারা ভাবছিল কী? কিছু পরেই আমাদের Else তার দিদির কাছে ঘেঁষে কনুই দিয়ে ধাক্কা দিল। এখন কিন্তু সেই খিটখিটে মহিলার কথা Else ভুলে গেছে। একটা আঙুল বাড়িয়ে সে তার দিদির টুপীর পালকটায় টোকা দিল ; সে তার বিরল হাসি হেসে নরম সুরে বলল, "আমি ছোট বাতিটা দেখেছি।' তারপর দুজনেই আবার নীরব।

Short Questions and Answers

Q. 1. *Why were Lil's cheeks burning ?* [লিলের গালদুটো জ্বলছিল কেন ?]

Ans. Aunt Beryl drove away Lil and Else Kelvey from the courtyard of the Burnell's like chickens. Lil could not forget the disgrace of being ill-treated in that cruel and inhuman way. So her cheeks were still burning with shame.

[পিসী বেরিল লিল ও এলজি কেলভিকে বার্নেলদের উঠান থেকে মুরগীর মতো তাড়িয়ে বের করে দিয়েছিলেন। এই রকম নিষ্ঠুর ও অমানুষিক আচরণ লিল ভুলতে পারছিল না। তাই লজ্জায়, অপমানে তার গালদুটো জ্বলছিল।]

Q. 2. 'She smiled her rare smile'.—*Who was 'she' ? Why did she smile her rare smile ?* ['She' বলতে কাকে বোঝাচ্ছে ? কেন সে তার বিরল হাসি হাসল ?]

Ans. Else Kelvey is referred to as 'she'. Else rarely smiled. She was very happy to see the beautiful little lamp in the doll's house. It made her so happy that she even forgot the cruel behaviour of Aunt Beryl and smiled her rare smile.

[এলজি কেলভিকে 'সে' বলা হয়েছে। এলজি কদাচিৎ হাসত কিন্তু পুতুল-বাড়ির সুন্দর ছোট বাতিটা দেখে সে এত খুশি হয়েছিল যে সে পিসী বেরিলের নিষ্ঠুর আচরণের কথা ভুলে গিয়ে তার বিরল হাসি হাসল !]

QUESTIONS AND ANSWERS

Q. 1. Describe the doll's house. [পুতুলবাড়িটার বর্ণনা দাও।]

Ans. It was a perfect little doll's house to the children *of the Burnell family*. It was a present from old Mrs. Hay. The doll's house was freshly painted in green and bright yellow colours. The smell of the paint was part of the joy and newness to the children. The doll's house had two little chimneys, four windows and a door and a tiny porch. The two little chimneys were painted red and white. The tiny porch was painted yellow. The doll's house was kept closed with a hook. When the hook was forced open, all the parts of the inside of the house were seen at one and the same moment (পুতুল-বাড়ির ভিতরের সবগুলি অংশই একেবারে দেখা যায়)।

Inside the doll's house, there were a drawing-room, a dining-room, a kitchen and two bedrooms. The walls were papered ;

and there were pictures painted on the paper. Red carpet covered all the floors except the kitchen. There were chairs (plush chairs and red chairs) and tables and beds with real bed clothes. There were a cradle, a stove and a dresser with tiny plates and one big jug. The doll's house had people (dolls) living in it. The father and mother dolls sat in the drawing-room ; their two little children (two baby dolls) slept upstairs. The dolls were too big for the doll's house.

On the dining-room table, there was a beautiful little amber lamp, with a white globe. The lamp was perfect. Like a real house, the doll's house had rooms and all things and also people living in the house. And the doll's house was more beautiful than a real house.

It was a perfect, perfect little house to the children of the Burnell family.

[**পুতুল-বাড়িটি সত্যই, চমৎকার, নিখুঁত একখানি ছোট্ট বাড়ি।** সবুজ এবং উজ্জ্বল হলদে টাটকা রঙ্-করা। পুতুল-বাড়িটির ছিল দুটি চিমনী, চারটে জানালা, আর ছোট একটি ছাদ-ঢাকা প্রবেশ-পথ। পুতুল-বাড়িটি একটা হুক (আঙ্টা) দিয়ে বন্ধ ছিল, হুকটা খুলতেই পুতুল-বাড়িটির ভিতরের সব অংশই একবারে একসঙ্গে দেখা যায়। পুতুল-বাড়িটির ভিতরে ছিল একটি বসবার ঘর, একটি খাবার ঘর, রান্নাঘর, আর দুটি শোবার ঘর। দেওয়ালগুলি কাগজ-মোড়া, দেওয়ালের কাগজে আঁকা ছবি সব। রান্নাঘর ছাড়া আর সব ঘরের মেঝে লাল কার্পেট-মোড়া। এ-ছাড়া ছিল চেয়ার, টেবিল, খাট, বিছানা, একবারে সত্যি বিছানার চাদর ইত্যাদি। একটি দোলনা, একটা স্টোভ, একটা রান্নাঘরের আসবাব, তাতে ছোট ছোট প্লেট আর বড় একটা জগ্‌ও ছিল। সত্যিকারের বাড়িতে সত্যিকারের ঘরগুলি এবং জিনিস-পত্র যেমন, পুতুল-বাড়িতেও ঠিক তাই ছিল। খাবার ঘরের টেবিলের উপরে ছিল স্ফটিকের তৈরি চমৎকার ছোট একটি বাতি এবং তাতে লাগানো সাদা একটা গোলক। বসবার ঘরে বাপ ও মা পুতুল দুটি বসে আছে আর উপর-তলায় ঘুমুচ্ছে তাদের বাচ্চা-পুতুল দুটি। পুতুল বাড়িটি সত্যিকারের বাড়ি-গুলির চেয়ে অনেক বেশি সুন্দর ছিল।]

Q. 2. Write a note on the "exquisite little amber lamp with a white globe". [শুভ্র গোলকের ভিতর অপূর্ব সুন্দর স্ফটিক-নির্মিত ছোট বাতিটার বর্ণনা দাও।]

Ans. There was a little lamp standing on the middle of the dining-room table in the doll's house. It was a beautiful little amber lamp. It had a white globe. Inside the lamp there was something like oil and this oil-like substance moved when the lamp was shaken. The doll's house was beautiful. But to Kezia the little lamp in it was most beautiful—"But the lamp was perfect". "The lamp's best of all", Kezia told the schoolgirls. Kezia was an imaginative child. Poor little Else Kelvey was very happy ; she was filled with joy as she had seen the beautiful little lamp inside the doll's house. Else Kelvey was a child of romantic imagination (Else-এর মন রোমান্স-ধর্মী, কল্পনা-প্রবণ)

[পুতুলবাড়ির খাবার ঘরে টেবিলের উপর দাঁড় করানো ছিল ছোট্ট একটা বাতি। এটা ছিল স্ফটিক নির্মিত একটা সুন্দর ছোট বাতি। একটা শুভ্র গোলকের মধ্যে ছিল এটা। বাতিটার মধ্যে তেলের মতো কিছু একটা ছিল, আর বাতিটা নড়ালেই সেই মতো পদার্থটাও নড়ত। পুতুল-বাড়িটা সুন্দর ছিল, তবে কেজিয়ার মতে এই বাতিটাই ছিল সব চেয়ে সুন্দর। সে স্কুলের মেয়েদের কাছে সেই কথাই বলেছিল। কেজিয়া ছিল এক কল্পনা-প্রবণ মেয়ে। গরীব ছোট Else-ও এই বাতিটা দেখে খুশি হয়েছিল। Else-ও ছিল কল্পনা-প্রবণ মেয়ে।]

Q. 3. "They did not look as though they belonged. But the lamp was perfect." Who thought so ? Why ?

["ওগুলো দেখে মনে হয় না যে পুতুল-বাড়ির উপযুক্ত। তবে বাতিটা নিখুঁত।"—একথা কার মনে হয়েছিল ? কেন মনে হয়েছিল ?]

Ans. The doll's house had rooms and all things and people like a real house, And the doll's house was more beautiful than a real house. The children thought so. But the father and mother dolls and their two little children were too big for the little doll's house. That is why "they didn't as though they belonged" properly to the little doll's house. But the little amber lamp (with its white globe) on the dining table in the doll's house was just the right size for the little doll's house. The little lamp was real. The little lamp was beautiful. So the little lamp was perfect—little Kezia, the youngest girl of the Burnell family, thought so.

[সত্যিকারের বাড়িতে যেমন থাকে, তেমনই পুতুল বাড়িতেও ছিল ঘর-দোর, অন্যান্য জিনিস এবং বাড়ির লোকজন। শিশুদের মনে হয়েছিল ওটা

সত্যিকারের বাড়ির চেয়েও সুন্দর। তবে বাবা ও মা-পুতুল এবং দুটি শিশু-পুতুল বাড়িটার তুলনায় ছিল বড্ড বড়। এই জন্যই তাদের দেখে মনে হচ্ছিল যে ওরা পুতুল-বাড়ির উপযুক্ত নয়, মানানসই নয়। কিন্তু পুতুল-বাড়ির খাবার ঘরের টেবিলে যে ছোট্ট বাতিটা ছিল, সেটা ছিল খুবই মানানসই। এটা যেন সত্যিকারের একটা বাতি, বড় সুন্দর। বার্নেল পরিবারের কনিষ্ঠ মেয়ে কেজিয়া তাই ভেবেছিল ছোট্ট বাতিটা হল নিখুঁত।]

Q. 4. *How does the Doll's House figure in the developments that follow its arrival at the courtyard of the Burnells? Trace the development with special reference to the Kelvey children.*

[পুতুলবাড়িটা বার্নেল পরিবারের উঠোনে পৌঁছবার পর এটাকে নিয়ে কি কি ঘটনা ঘটল? কেলভি মেয়েদুটির বিষয়ে বিশেষভাবে উল্লেখ করে ঘটনাগুলির বর্ণনা দাও।]

Ans. The central part of the story—its exact core or its *motif* (মূল উপাদান বা প্রসঙ্গ) concerns the poor Kelvey girls most of all. As a perfect story-teller Katherine Mansfield keeps them away quite a long while. We do not meet them till the other girls on the playground are to be told by Isabel, the eldest Burnell girl, about the wonders of the Doll's House. They (the Kelveys) are treated as untouchables (অস্পৃশ্য). They are not to mix with the other girls as their mother is a washer-woman and their father probably a gaol bird. Others are taken in batches of two to see the Doll's House in the courtyard of the Burnells but the Kelveys are not to pollute (নোংরা করতে) the courtyard of that respectable family by their presence. However, the youngest Burnell girl, Kezia, felt for these unfortunate two. They are taken before the wonderful thing when none is about. But Aunt Beryl soon appears at the back door, takes Kezia to task (তিরস্কার করলেন) and shoos the Kelveys away as if they were stray chickens, and not human beings. Kezia has done something outrageous (ভয়ানক অন্যায়) according to this hard-hearted woman, full of the poison of class prejudice (শ্রেণীভেদের কুসংস্কার, নিম্নশ্রেণীর প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ). The Burnell children have been forbidden even to speak to the Kelvey girls. Inviting them into the countyard

and showing them the Doll's House are unthinkable. Aunt Beryl cannot therefore even believe what she sees before her own eyes.

The closing scene is full of pathos (করুণ ভাব). The two Kelvey children walk away fast. They do not stop till they are well out of the sight of the Burnells. Then they rest on a drain-pipe by the roadside. Lill is still burning with shame. The little one, Else, with rare smile, tells her that she has seen the little lamp on the dining table. This may give some comfort (সান্ত্বনা) to her sister, who has suffered all this for her sake. Then they are silent again. The darkness of evening gathers about them. It tells us of the darkness of their whole life.

Thus the Doll's House is a sort of medium (মাধ্যম, যার মধ্যে দিয়ে দেখা যায়) through which we see the vice of class prejudice (শ্রেণী-বিদ্বেষ) in all its utter nakedness.

[কেলভি কন্যারাই গল্পের কেন্দ্রবিন্দু। খাঁটি কাহিনীকার হিসাবে ক্যাথারিন ম্যান্সফিল্ড অনেকক্ষণ পর্যন্ত তাদের গল্পে এনে হাজির করেন নি। খেলার মাঠে বার্নেল কন্যা ইসাবেল পুতুলবাড়ির চমকপ্রদ বর্ণনা দেওয়ার পূর্বে আমরা তাদের সাক্ষাৎ পাই না। কেলভিরা অন্ত্যজ বলে বিবেচিত হত। তাদের মা ধোবানী আর বাবা কয়েদী বলে কেউ তাদের সঙ্গে মিশত না। অন্য মেয়েরা দলে দলে বার্নেল পরিবারের উঠোনে গিয়ে পুতুলবাড়ি দেখে এসেছিল। কিন্তু তারা গিয়ে বাড়ির উঠান অপবিত্র করে ফেলবে, তা তো বরদাস্ত করা যায় না। অবশ্য বার্নেলদের ছোট মেয়ে কেজিয়া এই অভাগা মেয়ে দুটির জন্য দরদ বোধ করেছিল। সকলের অনুপস্থিতিতে সে তাদের সেই বাড়িটা দেখাতে গিয়েছিল। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই বেরিল পিসী দোরগোড়ায় এসে উপস্থিত হলেন। তিনি কেজিয়াকে তিরস্কার করলেন আর কেলভিদের মুরগীর ছানার মতো দূর দূর করে ভাগিয়ে দিলেন। এই কঠিন হৃদয়ের মহিলার মতে কেজিয়া এক দারুণ অন্যায় করে ফেলেছে। তিনি নিচু শ্রেণীর লোকের প্রতি দারুণ বিদ্বিষ্ট। বার্নেল পরিবারের বাচ্চাদের বারণ করে দেওয়া হয়েছিল তারা যেন কেলভিদের সঙ্গে কথা না বলে। তাদের বাড়ির মধ্যে ডেকে এনে পুতুলবাড়ি দেখানোর কথা তো ভাবাও যেত না। বেরিল পিসী স্বচক্ষে যা দেখলেন তাও তিনি তাই বিশ্বাস করতে পারছিলেন না।

শেষ দৃশ্যটি বড়ই করুণ। কেলভি কন্যাদ্বয় তাড়াতাড়ি হেঁটে চলে গেল। বার্নেলদের চোখের আড়ালে যাওয়ার আগে তারা থামল না। তারপর পথের ধারে নর্দমার পাইপের উপরে বসে তারা দম ফেলল। লিল তখনও লজ্জায় জ্বলছিল। ছোট এলজি তার সরল হাসিটুকু হেসে বলল যে খাবার টেবিলের উপরের বাতিটা সে দেখে নিয়েছে। তারই জন্যে তারই বোনের এত হেনস্থা—সে হয়ত এ থেকে সান্ত্বনা পেতে পারে। তারপর তারা নিস্তব্ধ হয়ে গেল। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এল। এ থেকে তাদের সমগ্র জীবনের অন্ধকারের আভাসই পাওয়া যায়।

অতএব পুতুলবাড়ি একটি মাধ্যম যার সাহায্যে আমরা নগ্ন শ্রেণীবিদ্বেষের পরিচয় পাই।]

Q. 5 (a) Write a note on the central idea of the story, *The Doll's House.*

Show that loving compassion is a chief element in this beautiful story.

(b) **What is the place of Else Kelvey in the story ?**

[(ক) *The Doll's House* গল্পটির অন্তর্নিহিত ভাব বর্ণনা কর এবং দেখাও যে প্রীতিপূর্ণ সমবেদনাই এই কাহিনীর প্রধান উপাদান।

(খ) এই গল্পে Else Kelvey-র স্থান নির্ণয় কর।]

Ans. (*a*) *The Doll's House is a children's story. It is also a deeply human story about the foolish pride and cruelty of the so-called upper classes.* The so-called upper social classes show this foolish pride and cruelty in their attitude towards the so-called lower social classes. Parents of the so-called upper social classes teach even their children this cruelty and foolish pride—as in this story, *The Doll's House.* **These are some of the ideas in the story.** It is clear that **Katherine Mansfield believes in the ideal** (ব্যক্তিগত জীবন এবং সমাজ জীবনের আদর্শ) **of loving sympathy as between all men, women and children of all social classes.** *Loving compassion* (স্নেহময় সমবেদনা) *is an important element in this story.*

The main characters of the story are children—schoolgirls of the so-called upper classes and schoolgirls of the so-called lowest class. The Burnells, the Coles and the Logans belong to the so-called upper classes; the Kelveys belong to the

so-called lowest class. They all go to the same school because there is only one school in the locality. The so-called upper class families do not like it. They do not like their children to mix with children of the so-called lower classes. The upper class people look down upon the lower class people. So the children of the upper class families are not allowed to mix and talk with the children (Lil Kelvey and Else Kelvey) of the so-called lowest class. The Burnell girls, and Emmie Cole and Lena Logan and many other children have been taught by their parents and relations not to mix and talk with the Kelvey girls, daughters of a washerwoman. The girls of upper class families, Isabel Burnell, Emmie Cole and Lena Logan treat the poor little Kelvey girls cruelly and without any cause. The so-called upper class girls enjoy this even. They are wild with joy after cruelly insulting the poor little Kelvey girls.

However, *there is a ray of hope in little Kezia's loving compassion for the poor Kelvey girls.* Kezia is the youngest daughter of the Burnells, a proud upper class family. But Kezia is completely different from her eldest sister, Isabel. Kezia has sympathy for the poor little Kelvey girls. Kezia asks her mother's permission to let the Kelvey girls come just once and see the doll's house. Her mother refuses. Still Kezia brings in the Kelvey girls to show them the doll's house.

(b) *Katherine Mansfield makes Else Kelvey the centre of interest and attraction, and almost the heroine of the story.* Else suffers as a result of the social prejudices of the so-called upper social classes. Else Kelvey has more imagination than the other children, though she belongs to the lowest social class. To Else the little lamp is the symbol of beauty and romance. Katherine Mansfield lovingly describes Else as "our Else.". *Kezia's compassion for the poor Kelvey girls is a pleasing element of the story.*

[(ক) **The Doll's House** গল্পটির মূল বক্তব্য এবং জীবন-আদর্শ পাশ্চাত্য সভ্য সমাজে তথা-কথিত উচ্চশ্রেণীর বুদ্ধিহীন অহঙ্কার ও অপমান-সূচক ব্যবহার তথা-কথিত নিম্নশ্রেণীর প্রতি, সমাজের একটি প্রচণ্ড কলঙ্ক, গল্পটির এইটি মূল বক্তব্য। প্রীতিপূর্ণ করুণা ও সমবেদনা এই সুন্দর গল্পটির ব্যক্তিগত-জীবন ও সমাজ-জীবনের আদর্শ এবং একটি প্রধান উপাদান।

গল্পটির প্রধান চরিত্রগুলি স্কুলের ছোট ছোট মেয়েরা—সমাজের তথাকথিত

উচ্চশ্রেণীর ও নিম্নশ্রেণীর মেয়েরা। Burnell, Cole, Logan পরিবারের মেয়েরা উচ্চশ্রেণীর, Kelvey মেয়েরা নিম্নশ্রেণীর। তথাকথিত উচ্চ-নীচ সব শ্রেণীর মেয়েরা একই স্কুলে পড়ে। কারণ এই অঞ্চলে একটাই স্কুল। উচ্চশ্রেণীর পরিবারগুলির এটা ভারী অপছন্দ, তাঁদের ছেলেমেয়েদের নিম্নশ্রেণীর ছেলেমেয়েদের সঙ্গে মেলামেশা করাটা উচ্চশ্রেণীর পরিবারের বাপ, মা, অভিভাবকরা মোটেই পছন্দ করেন না। তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর প্রতি তাঁদের প্রচণ্ড অবজ্ঞা ও ঘৃণা। কাজেই এক:স্কুলে পড়লেও Burnell, Cole, Logan এবং আরও অনেক উচ্চশ্রেণীর পরিবারের মেয়েদের সমাজের নিম্নশ্রেণীর Kelvey-মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশা, কথা বলা পর্যন্ত একেবারে বারণ। উচ্চশ্রেণীর মেয়েরা তাদের বাপ-মায়ের কাছ থেকে এই কুশিক্ষাই পেয়েছে। সমাজের তথাকথিত উচ্চশ্রেণীর অহঙ্কার ও সংকীর্ণ মনোভাব তাদের ছোট ছোট মেয়েদের মন পর্যন্ত এইভাবে বিষাক্ত করেছে। Kelvey মেয়েদের মা ধোবানী, তাই বেচারা Lil আর Else Kelveyর সঙ্গে স্কুলে কেউ কথা বলে না ; শিক্ষয়িত্রী পর্যন্ত তাদের তাচ্ছিল্য করেন। Burnell মেয়েরা তাদের পুতুল-বাড়ির কথা স্কুলের অন্য সব মেয়েদের বলল, পুতুল-বা[illegible]দেখাল, কিন্তু Kelvey মেয়েদের একেবারে বাদ দিল, কারণ তারা কিনা সমা[illegible] নিম্নশ্রেণীর মেয়ে। উচ্চশ্রেণীর মেয়েদের সামান্য মমতা পর্যন্ত নেই বেচারা Kelvey মেয়ে দুটির প্রতি। Isabel Burnell, Emmie Cole, Lena Logan সম্পূর্ণ অকারণে Lil এবং Else Kelveyকে নিষ্ঠুরভাবে অপমান করল। উচ্চশ্রেণীর মেয়েদের তাতেই কী উদ্দাম আনন্দ! সমাজের উঁচুতলার লোকদের, এমন কী তাদের ছোট ছেলেমেয়েদের মূঢ় অহঙ্কার ও শ্রেণী-গত সংকীর্ণতা যে কতদূর নিষ্ঠুর, অমানুষিক হতে পারে *The Doll's House* গল্পটিতে সেটা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এটাই গল্পটির মূল বক্তব্য।

তবে এই শ্রেণী-গর্ব ও হৃদয়হীনতার মধ্যেও কিছুটা আশার আলো ছোট Keziaর সমবেদনা-বোধ। Kezia তথাকথিত উচ্চশ্রেণীর Burnell পরিবারের মেয়ে। কিন্তু Kezia তার বড় বোন Isabel এর মত অহঙ্কারী, হৃদয়হীন নয় ; বেচারা Kelvey মেয়ে দুটির জন্য Keziaর দরদ আছে। Kezia Kelvey মেয়েদের একবার বাড়িতে এনে পুতুল-বাড়িটা দেখাতে চেয়েছিল। Keziaর মা অনুমতি দেন নি। Kezia তবু একদিন তার মায়ের নিষেধ উপেক্ষা করে Kelvey মেয়ে দুটিকে বাড়িতে ডেকে এনে পুতুলবাড়িটা তাদের দেখাচ্ছিল। বেশ বোঝা যায় তথাকথিত উচ্চশ্রেণীগত অহঙ্কার আর সংকীর্ণতা Keziaর মনকে বিষাক্ত করতে পারে নি। **Keziaর দরদ, তথাকথিত নিম্ন-**

শ্রেণীর Kelvey মেয়ে দুটির জন্য সমবেদনা-বোধ The Doll's House গল্পটির একটা বিশিষ্ট উপাদান।

(খ) লেখিকা Else Kelvey-কে এই গল্পের সর্বপ্রধান আকর্ষণীয় চরিত্র করে তুলেছেন। কেলভি শিশুরা উচ্চশ্রেণীর সংকীর্ণ সমাজ-বোধের শিকার হয়েছে, বহু লাঞ্ছনা ভোগ করেছে। কিন্তু নিম্নশ্রেণীর ঘরে জন্মেও Else-এর মন ছিল অন্যান্য উচ্চশ্রেণীর মেয়েদের চেয়ে বেশি কল্পনা-প্রবণ। ছোট্ট বাতিটা তার কাছে মনে হয়েছে সৌন্দর্যের প্রতীক। লেখিকা স্নেহবশতঃ Else-কে 'Our Else' (আমাদের Else) বলে উল্লেখ করেছেন।]

Q. 6. Give a brief description of the dress of each one of the two Kelvey children. [কেলভি বোনদুটির পোষাকের বর্ণনা দাও।]

Ans. The mother of the Kelvey children was a washer-woman. Her husband being in jail, she had to work hard to maintain herself and her two children—the little girls, Lil and Else. But she could not earn enough to be able to dress them properly. So they were dressed in all sorts of odd things their mother got from the people for whom she worked. Lil's school dress was made from a green art serge table-cloth of the Burnells, the sleeves of this made from the red plush curtains of the Logans. The postmistress, a grown up lady, had given her an old hat to be used by Lil. Being too big for Lil's small head it was turned up at the back. It was however, adorned (শোভিত) with a large deep red quill (that must have made it more comic to look at). In all such odd dress, Lil looked quite a guy. It was impossible not to laugh when one looked at her.

Little Else wore a long white dress that looked like a night-gown. She was given a pair of little boy's boots, as no girl's boots could be had from any family to suit her small feet. In such an odd dress, Else looked like a little white owl.

[কেলভি কন্যাদের মা ছিল ধোবানী। তার স্বামী হাজতে থাকায়, তার নিজের আর শিশুদুটির প্রতিপালনের জন্য তাকে কঠোর পরিশ্রম করতে হত। তবু তাদের পোশাক-আশাকগুলো জুটোবার মতো যথেষ্ট উপার্জনটুকু সে করতে পারত না। যাদের কাছে সে কাজ করত তাদের কাছ থেকে সে যা কিছু পেত তাই জোড়াতালি দিয়ে তাদের জামা বানিয়ে দিত। বার্নেল

পরিবারের টেবিলের কাপড় দিয়ে লিলের স্কুলে যাওয়ার পোশাক তৈরি হয়েছিল, আবার সেই জামার হাতা তৈরি করা হয়েছিল লোগানদের বাড়ি থেকে পাওয়া লাল কাপড় দিয়ে। সেখানকার ডাকঘরের অধ্যক্ষা লিলের জন্য তাঁর পুরণো টুপিটা দিয়ে দিয়েছিলেন, লিলের ছোট মাথাটায় সেটা উলটো করে পরতে হত। তা থেকে আবার মস্ত বড় একটা ঘন লাল পালক বেরিয়ে এসেছে। এই কিম্ভূতকিমাকার পোশাকে লিলকে রীতিমত উদ্ভট দেখাত। তার দিকে তাকালে হাসি চাপা যেত না।

এলসির খোলা সাদা পোশাকটাকে রাত্রির গাউন বলে মনে হত। তার পায়ের মাপের জুতো কেনার ক্ষমতা তাদের ছিল না, তাই তাকে ছেলেদের জুতো পরতে দেওয়া হয়েছিল। এই পোশাকে এলজিকে ছোট সাদা প্যাঁচার মতো দেখাতো।]

Q 7. "But I'm to tell first."—*Who was the speaker? Why was the speaker to tell first? To whom was the speaker saying this? Why did the hearers agree?* [একথা কে বলেছিল? বক্তা কেন প্রথমে বলতে চেয়েছিল? বক্তা একথা কাদের কাছে বলেছিল? শ্রোতারা একথায় সম্মতি জানাল কেন?]

Ans. *Isabel was the speaker.* She was the eldest of the three Burnell girls. Lottie and Kezia were the other sisters—Kezia was the youngest. The Burnell girls had received a beautiful doll's house as a present. They were eager to tell the girls of their school about their doll's house. Isabel said that she was to tell first, because she was the eldest *Isabel said this to her younger sisters, Lottie and Kezia.* Lottie and Kezia had to agree (রাজী হতে বাধ্য হল). They had to agree because Isabel was 'bossy' (সর্দারী মেজাজের), also she was the eldest. Lottie and Kezia knew that the eldest had more power and authority (ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব).

[একথা বলেছিল বার্নেল পরিবারের বড় মেয়ে Isabel. অন্যান্য বোনেরা ছিল Lottie ও Kezia. এই মেয়েরা একটা সুন্দর পুতুলবাড়ি উপহার পেয়েছিল। পুতুলবাড়িটার কথা স্কুলের অন্যান্য মেয়েদের কাছে বলবার জন্য তারা অস্থির হয়ে উঠেছিল। Isabel তার অন্য দুই বোনকে (Lottie ও Kezia) জানাল যে, সে-ই এ-কথা মেয়েদের বলবে, কারণ সে হল সকলের বড়। Lottie ও Kezia-কে এই কথায় রাজী হতে হল, কারণ Isabel-এর মেজাজটা

ছিল সর্দারি করার মতো, আর তা ছাড়া সে সকলের বড়। ছোট দু'বোন বুঝত যে সবার বড় যে, তারই ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব বেশি হয়।]

Q. 8. "They knew better than to come anywhere near the Burnells". *Who were 'they'? How did they know 'better'?* [তারা ভাল ভাবেই জানত যে বার্নেল পরিবারের মেয়েদের ধারে-কাছেও আসা চলে না। তারা বলতে কাদের বোঝাচ্ছে? কেমন করে তারা ও-কথা ভাল করে জানত?]

Ans. *'They' were the two little Kelvey girls, Lil and Else.* The Kelvey girls were the daughters of a washerwoman—they belonged to the lowest social class. The Kelvey girls and the Burnell girls read in the same school. There was no other school in that area. But the Burnells and other girls of the so-called upper classes never talked or mixed with the poor little Kelvey girls. When Isabel Burnell was talking about the beautiful doll's house, all other schoolgirls gathered round her. But the poor little Kelvey girls did not join. They did not come anywhere near the Burnell girls. The little Kelvey girls knew that the girls of the so-called upper classes were not allowed even to speak to them.

[কেলভি পরিবারের দুটি বোন—Lil ও Else-কে 'তারা' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তারা ছিল এক ধোবানীর মেয়ে, সমাজের নিম্নতম শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। ওরা বার্নেল পরিবারের মেয়েদের সঙ্গে স্কুলে পড়ত। ঐ স্কুলের বার্নেলদের মেয়েরা বা অন্যান্য উচ্চ শ্রেণীর ঘরের মেয়েরা কেলভি বোন দুটির সঙ্গে মিশত না, কথাও বলত না। Isabel যখন অন্যান্য মেয়েদের কাছে পুতুলবাড়ির গল্প করত, তখন সবাই তার পাশে জড়ো হত, কিন্তু বেচারা কেলভি বোন দুটি তাদের সঙ্গে যোগ দিত না, তাদের কাছেও আসত না। তারা ভালভাবেই জানত যে বার্নেল পরিবারের মেয়েদের ও অন্যান্য বড় ঘরের মেয়েদের তাদের সঙ্গে এমন কি কথাও বলতে দেওয়া হত না।]

Q. 9. *Describe Lil Kelvey and Else Kelvey—*

(a) *their appearance,* (b) *their clothes,* (c) *and their father and mother,* (d) *the loving relationship between Lil Kelvey and Else Kelvey.* [লিল কেলভি ও এলজি কেলভি সম্বন্ধে লেখো : (ক) তাদের চেহারা ; (খ) তাদের পোষাক পরিচ্ছদ ; (গ) তাদের পিতামাতা ; (ঘ) তাদের দুজনের মধ্যে প্রীতিপূর্ণ সম্পর্ক।]

Ans. (a) Lil Kelvey was stout and plain. There were

big freckles on her face. She had a high forehead. She was somewhat foolish. Else Kelvey's appearance was even more peculiar (অদ্ভুত). She was a small, thin child. She had cropped hair (ছোট করে ছাঁটা চুল). Her eyes were very big and solemn (গম্ভীর). She wore a long white dress. Else looked like a little white owl. She never smiled. She scarcely spoke Lil was the elder sister.

(b) Lil and Else Kelvey were dressed in peculiar clothes. Their poor mother dressed Lil and Else Kelvey in bits (টুকরো সব) of clothes given to her by the people for whom she worked Their poor mother was a washerwoman (ধোবানী).

Lil's dress was made from a green art-serge tablecloth given by the Burnells. This dress had red sleeves made from the curtains used by the Logan family. Lil wore a grown-up woman's hat ; this hat once belonged to Miss Lecky, the postmistress. The hat had on it a large bright-red quill (পালক). Lil's dress was very peculiar and odd (বড় অদ্ভুত ও বেমানান). Lil looked funny (হাস্যকর).

Little Else wore a long white dress ; it looked like a night-gown. She wore a pair of little boy's boots. Else also looked strange, in her dress as in her appearance.

(c) Lil and Else Kelvey's mother was a hard-working washerwoman. Nobody knew where their father, Mr. Kelvey, was. But everybody said that he was in jail.

(d) *Lil Kelvey and Else Kelvey, the two little sisters, fullyun derstood each other. They greatly loved each other.* They were always together. Little Else followed Lil, holding a piece of Lil's skirt (পোষাকের প্রান্তভাগ) in her hand. Where Lil went, Else followed. When little Else wanted anything, she pulled at Lil's skirt and Lil understood. Lil was the elder sister ; she always took loving care of her younger sister, Else. Kezia asked Lil and Else to come in and see the doll's house. Lil at first refused. But little Else was eager to see the doll's house. She pulled at Lil's skirt. Then Lil agreed. Lil was almost like a little mother to her little sister, Else. And little Else was full of loving trust (বিশ্বাস) in Lil.

[(ক) লিল কেলভি ছিল শক্ত-সমর্থ এবং সরল। তার মুখে ছিল তামাটে দাগ। কপালখানা তার প্রশস্ত। সে কিছুটা বোকা। এলজির চেহারাটা ছিল আরও অদ্ভুত। আকারে সে ছিল ছোট ও পাতলা। চুল তার ছোট ছোট করে ছাঁটা, আর চোখ দুটো বড় বড় ও গম্ভীর ভাবপূর্ণ। সে এক লম্বা সাদা পোষাক পরত। তাকে দেখতে একটা ছোট সাদা পেঁচার মতো। সে কখনো হাসত না। কদাচিৎ সে কথা বলত।

(খ) তারা দুই বোনই অদ্ভুত পোষাক ব্যবহার করত। তাদের মা ছিল গরীব ধোবানী। বিভিন্ন বাড়ির লোক তাকে যে-সব কাপড়-জামা দান করত, তারই টুকরো দিয়ে সে দুই মেয়ের জামা করে দিত। বার্নেলদের বাড়ি থেকে পাওয়া একটা সবুজ টেবিলক্লথ থেকে লিলের পোষাক তৈরি করা হয়। তার জামার হাতা দুটো তৈরি হয়েছিল লোগানদের বাড়ি থেকে পাওয়া জানলার পর্দা দিয়ে। একজন বয়স্ক লোকের টুপি সে ব্যবহার করত। সেটা ছিল একজন পোস্টমিস্ট্রেসের। টুপির ওপরে আবার বড় পালক আঁটা থাকত। এইরকম এক অদ্ভুত ও বেমানান পোষাকে তাকে বড় হাস্যকর দেখাত। ছোট বোন এলজি পরত এক ঢিলে সাদা পোষাক, যেটা দেখাত একটা রাতের পোষাকের মতো। তার জুতোটা ছিল একটা ছোট ছেলের। চেহারা ও পোষাকে তাকেও বড় অদ্ভুত দেখাত।

(গ) মেয়ে দুটির মা ছিল কঠোর পরিশ্রমী এক ধোবানী। তাদের বাবা যে কোথায় তা কেউ জানত না। তবে লোকে বলত সে জেলখানায় আছে।

(ঘ) লিল ও এলজি পরস্পরকে বেশ ভালভাবেই বুঝতে পারত। তাদের মধ্যে খুব ভালবাসাও ছিল। সব সময় তারা একত্রে থাকত। লিলের পোষাকের প্রান্তভাগ ধরে এলজি চলত তার পিছন পিছন। তার কোন দরকার পড়লেই সে জামাটা ধরে টান দিত, লিলও তা বুঝতে পারত। বড় বোন লিল সব সময় এলজিকে স্নেহ করত। কেজিয়া যখন পুতুল-বাড়িটা দেখবার জন্য তাদের বলে, তখন লিল তা প্রত্যাখ্যান করে। কিন্তু এলজির ইচ্ছা দেখে শেষে সে রাজী হয়। লিল এলজির মায়ের মতোই ছিল। এলজিও তাকে ভালবাসত, বিশ্বাস করত।]

Q. 10. "But the line had to be drawn somewhere. It was drawn at the Kelveys." What does it mean?
["কিন্তু কোথাও একটা সীমা-রেখা টানার দরকার ছিল। কেলভিদের নিয়েই তা টানা হয়েছিল।"—এর তাৎপর্য কি ?]

Ans. There was only one school in the locality (এলাকা) where the Burnell family lived. The Burnell family belonged

to the so-called upper social class." There was no separate school for children of the so-called upper classes. So the children of the so-called upper classes and the children of the so-called lower social classes had to read in the same school. The judge's little girls, the doctor's daughters, the storekeeper's children and the milkman's children had to mix together in the school. The Burnells and other so-called upper class families did not like this at all. The Burnells and other so-called upper class families did not want their children to mix with the children of the so-called lower class families. But it was difficult to draw a line, to divide and separate the children of so many different social classes, in the same school. The so-called upper class families did still draw a line. The Kelvey girls, Lil and Else, belonged to the lowest social class. Their mother was a washerwoman; and everybody said that their father was in jail. So the parents of the Burnell girls and the parents and relations of other children of the so-called upper classes decided that their children must not mix and talk with the Kelvey girls. Even the teacher treated the Kelvey girls with contempt. "The Kelvey girls were shunned (বর্জিত, পরিত্যক্ত হয়েছিল) by everybody." This was how the so-called upper class families and their children drew a line completely separating the Kelvey girls.

[বার্ণেল পরিবারটি ছিল তথাকথিত উচ্চ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। তাদের এলাকায় মাত্র একটাই স্কুল ছিল, উচ্চ শ্রেণীর শিশুদের জন্য কোন আলাদা স্কুল ছিল না। কাজেই তথাকথিত উচ্চ শ্রেণী ও কথাকথিত নিম্নশ্রেণী সব ঘরের ছেলে-মেয়েদেরেই একই স্কুলে পড়তে হত। জজের মেয়েরা, ডাক্তারের মেয়েরা, স্টোরকীপারের শিশুরা এবং গোয়ালার শিশুরা—সবাই স্কুলে মেলামেশা করত। উচ্চ শ্রেণীর লোকেরা এটা আদৌ পছন্দ করত না। বার্ণেল পরিবার এবং অন্যান্য তথাকথিত উচ্চ শ্রেণীর পরিবারের কর্তারা চাইতেন না যে তাঁদের শিশুরা তথাকথিত নীচু জাতের শিশুদের সঙ্গে মেলা-মেশা করুক। সমাজের এত সব লোকের মধ্যে কোনরূপ ভাগাভাগি করাও ছিল কঠিন। তবুও বড় ঘরের কর্তারা একটা সীমারেখা টেনেছিলেন। লিল ও এলজি ছিল সমাজের সবচেয়ে নীচু স্তরের পরিবারভুক্ত মেয়ে। মা তাদের ধোবানী, বাবা জেলে আছে বলে শোনা যেত। কাজেই বার্ণেল ও অন্যান্য উচ্চশ্রেণীর শিশুদের পিতামাতা ও আত্মীয়স্বজন স্থির করলেন যে তাঁদের ঘরের মেয়েদের কখনই কেলভি পরিবারের মেয়েদের সঙ্গে মিশতে দেওয়া

হবে না। এমন কি শিক্ষয়িত্রীও মেয়ে দুটির সঙ্গে বিরূপ ব্যবহার করতেন। কেলভি বোনেরা সকলের দ্বারাই পরিত্যক্ত হয়েছিল। এইভাবেই তথাকথিত উচ্চ শ্রেণীর পরিবারগুলি ও তাদের শিশুরা একটা সীমা-রেখা টেনেছিল কেলভি মেয়েদের সম্পূর্ণরূপে দূরে সরিয়ে দিয়ে।]

Q. 11 "They wanted to be horrid to them." (a) **Who were the girls that wanted to be 'horrid'? To whom did the girls want to be 'horrid'? (b) Describe the parts played by Isabel, Emmie Cole and Lena Logan. (c) What does the writer, through this incident, suggest about her own opinions and sentiments?** ["তারা ওদের প্রতি রূঢ় ব্যবহার করতে চাইল।"—(ক) কারা রূঢ় ব্যবহার করতে চাইল এবং কাদের প্রতি? (খ) এ ব্যাপারে Isabel, Emmie Cole এবং Lena Logan-এর ভূমিকা বর্ণনা কর। (গ) এই ঘটনার মধ্য দিয়ে লেখিকা তাঁর নিজের কিরূপ মতামত ও মনোভাব প্রকাশ করেছেন?]

Ans. (a) The girls of the so-called upper classes wanted to be "horrid" (cruel and insulting) to the little Kelvey girls who belonged to the so-called lowest class.

(b) One day at school, and it was dinner hour, some of the girls of the so-called upper classes decided to insult the poor little Kelvey girls. Emmie Cole began it; she whispered that Lil Kelvey was going to be a servant when she grew up. Isabel looked meaningly at Emmie Cole. Lena Logan was even more cruel and bolder. Lena Logan went forward to the Kelvey girls, and she asked Lil Kelvey if she was really going to be a servant when she grew up. Lil Kelvey did not take Lena's words as an insult; she smiled her foolish smile. Lena felt disappointed. Other girls laughed at Lena. This made Lena Logan angry. Lena now spoke more insultingly; she told Lil Kelvey that Lil's father was in jail. The foolish upper class girls thought that Lena had showed great boldness. The foolish upper class girls were wild with joy.

(c) The writer, Katherine Mansfield, has only described the incident; she has made no comment of her own (নিজে কোন মন্তব্য করেন নি). But the description of the incident (ঘটনাটির বর্ণনা) shows that the writer, Katherine Mansfield, strongly dislikes (খুব অপছন্দ করেন) the foolishly cruel behaviour

of the so-called upper class girls to the Kelvey girls, belonging to a so-called very low social class. The mother of the Kelvey girls was a washerwoman. Even the children of the so-called upper class families were taught by their parents to look down upon the children of the so-called lower classes. The so-called upper class people and their children were cruel and inhuman. *This was very bad—the writer, Katherine Mansfield shows her opinions and sentiments by describing the incident.*

[(ক) তথাকথিত উচ্চ শ্রেণীর মেয়েরা নিষ্ঠুর ও অপমানজনক ব্যবহার করে রূঢ় হতে চেয়েছিল কেলভি বোন দুটির উপর; যারা ছিল তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর মেয়ে।

(খ) একদিন স্কুলে খাবার সময় উচ্চ শ্রেণীর মেয়েরা ঠিক করল নিম্নশ্রেণীর কেলভি বোন দুটিকে আচ্ছা করে অপদস্থ করবে। শুরু করল Emmie Cole। সে ফিসফিস করে তার বন্ধুদের বলল যে বড় হয়ে Lil Kelvey চাকরানী হবে। Isabel তার দিকে ইঙ্গিতপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করল। Lena Logan আর এক ধাপ এগিয়ে গেল নিষ্ঠুরতার ব্যাপারে। সে Lil-এর কাছে জিজ্ঞাসা করল সত্যিই সে বড় হয়ে চাকরানী হবে কি না। কিন্তু Lil এই অপমানটা গায়ে মাখল না, সে বোকার মতো একটু হাসল। Lena Logan বড় হতাশ হয়ে গেল। অন্যান্য মেয়েরা Lenaকে ঠাট্টা করলে সে চটে গেল। এবার সে Lil-কে স্পষ্টই বলল যে তার বাবা জেলে কয়েদী। অন্যান্য উচ্চ শ্রেণীর মেয়েরা মনে করল Lena খুবই সাহসের পরিচয় দিয়েছে; তারা দারুন খুশিতে মেতে উঠল।

(গ) এই ঘটনা বর্ণনা করবার সময় লেখিকা নিজে কোন মন্তব্য করেন নি। কিন্তু তাঁর বর্ণনা থেকেই বুঝা যায় যে তথাকথিত নীচু বংশের মেয়ে দুটিকে এইভাবে অপমান করাটা তিনি খুবই অপছন্দ করেন। উঁচু বংশের মেয়েদের তাদের বাবা-মা-ই শিক্ষা দিয়েছে নীচু বংশের ছেলেমেয়েদের ঘৃণা করতে। উঁচু বংশের লোকেরা ও তাদের শিশুরা এই জন্যই হয়ে উঠেছে নিষ্ঠুর। এটা অত্যন্ত অন্যায়, অশোভন; —লেখিকার এই মনোভাবই প্রকাশ পেয়েছে ঘটনার বর্ণনার মধ্য দিয়ে।]

Q. 12. 'This was such a marvellous thing to have said that the little girls rushed away in a body, deeply, deeply excited and wild with joy'—**What was the marvellous thing? Who said this, to whom, when and why? Why were the other girls wild with joy?** [চমৎকার

জিনিসটা কি ছিল ? এ কথা কে কাকে, কখন এবং কেন বলেছিল ? অন্যান্য মেয়েরা কেন আনন্দে উন্মত্ত হয়ে উঠল ?]

Ans. The marvellous thing was telling Lil, the elder Kelvey girl that her father was in prison. Lena Logan said this to Lil. It came to be said in this way. One day at 'dinner' time, the school girls took it into their heads to be 'horrid' to the Kelveys by way of fun at their cost. One of the girls, named Emmie Cole, started this by remarking that Lil was going to be a maid-servant when she grew up. In a spirit of bravado (বাহাদুরী) another girl, Lena Logan, went up to the Kelveys and put this question straight to Lil if she would be a maid-servant later on. But Lil did not protest, did not show any sign of being offended. So the other girls took this as Logan's failure in her great mission. They began to titter. Then Logan, blind with rage, told Lil that heir father was in prison.

This was hailed as a great triumph, a worthy achievement. The other girls celebrated this by skipping higher than ever and doing other most daring things.

[কেলভি কন্যা লিলকে বলা হলো যে তার বাবা হাজতে বাস করছে—এইটাই হল চমৎকার জিনিস। কথাটা লেনা লোগান বলেছিল লিলকে। কথাটা বলা হয়েছিল এইভাবে। একদিন খাবার সময়, ছাত্রীরা ফন্দি আঁটল যে কেলভিদের নিয়ে একটু তামাসা করতে হবে। এমি কোল নামে একটি মেয়ে ব্যাপারটা শুরু করল ফিসফিসিয়ে যে, বড় হয়ে লিল ঝি-গিরি করবে। বাহাদুরী দেখিয়ে লেনা লোগান লিলের কাছে গিয়ে কথাটা জিজ্ঞাসা করল। লিল কিন্তু প্রতিবাদ করল না, বা অপমানিত হওয়ার কোনো লক্ষণ পর্যন্ত দেখালো না। অন্য মেয়েরা মনে করল লেনা যেন ব্যর্থ হয়েছে। তারা ফিকফিক করে হাসতে লাগল। লোগান তখন ক্রোধান্ধ হয়ে লিলকে বলল যে তার বাবা তো দাগী আসামী।

এই ব্যাপারটা বিরাট বিষয় বলে গণ্য হল। লাফালাফি নাচানাচি করে সবাই আনন্দ প্রকাশ করতে লাগল।]

Q. 13. 'How dare you ask the little Kelveys into the courtyard' ?—**Who said this, to whom, when and why ? What followed this** ?—[একথা কে বলেছিলেন কাকে, কখন এবং কেন ? এর পর কি ঘটল ?]

Ans. Aunt Beryl said this (put this question) to Kezia, the youngest Burnell girl, when she found her showing the little Kelveys the doll's house in the courtyard. Kezia and the other Burnell children had been told not to speak to the low-born Kelveys, who were the daughters of a washer-woman. The Kelveys were far below the social scale of the Burnells. So it would be hateful like a contamination (খারাপ কিছুর সংস্পর্শে) to have anything to do with them (of course, they had got their clothes washed by that low class woman, Mrs. Kelvey). Aunt Beryl therefore felt like having their own child Kezia degraded (অধঃপাতিত, নীচে নেমে যাওয়া) by such close contact (সংস্পর্শ) and intimate (ঘনিষ্ঠ) talk with them. She chided Kezia very severely and shooed the Kelveys away as though they were two stray chickens.

The Kelveys were stunned (পাথরের মতো হয়ে গেলো) by this humiliation (অপমান). They somehow crossed the courtyard and squeezed out through the gate. They rested only when they were well out of sight of the Burnells. Lil's cheeks were burning with shame. Perhaps to comfort her, the little girl Else smiling her rare smile, said to her, "I seen the little lamp." Then they were silent again, sitting still till the darkness of evening covered them up.

[এই কথা বেরিল পিসী কেজিয়াকে বলছিলেন। কথাটা তিনি বলেন যখন বার্নেল পরিবারের কনিষ্ঠা কন্যাটি উঠোনে রাখা পুতুল-বাড়িটা কেলভি কন্যাদের দেখাচ্ছিল। কেলভিদের মেয়েরা নীচ-বংশসম্ভূত ; তাদের মা ধোবানী। কেলভিরা বার্নেলদের তুলনায় একেবারেই নিচু শ্রেণীর। তাই তাদের সঙ্গে কোনো রকম সংস্রব রাখা নিতান্তই নিন্দনীয়। তাদের সঙ্গে এত ঘনিষ্ঠভাবে কথা বলায় বেরিল পিসীর বিবেচনায় তাঁদের সন্তান Kezia একেবারে অধঃপাতে যাচ্ছিল। তিনি কেজিয়াকে কড়া ভাষায় তিরস্কার করলেন, এবং মুরগীর ছানাদের মতো কেলভিদের হুস্‌হুস্‌ করে ভাগিয়ে দিলেন।

কেলভিরা অপমানে একেবারে পাথর হয়ে গেল। কোনরকমে উঠোন পার হয়ে তারা সদর দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল। বার্নেলদের দৃষ্টির বাইরে গিয়ে তারা বসে বিশ্রাম করতে লাগল। লজ্জায় লিলের মুখ জ্বালা করছিল। তাকে যেন সান্ত্বনা দেওয়ার জন্যই এলজি তার বিরল হাসি হেসে-

বলল, "আমি ছোটো বাতিটা দেখে নিয়েছি।" যতক্ষণ সন্ধ্যার অন্ধকার এসে তাদের গ্রাস না করল ততক্ষণ তারা সেখানে চুপ করে বসে রইল।]

Q. 14. "Presently our Else mudged up close to her sister. But now she had forgotten the cross lady."—**Who is the 'cross lady'? Where did Else meet her? Why did Else go there? What did she say softly to her sister?** [**S. F. 1973**] ['Cross lady' (বদমেজাজী মহিলা) বলতে কাকে বোঝাচ্ছে? এলজি তাঁকে কোথায় দেখেছিল? সেখানে এলজি কেন গিয়েছিল? সে নরম সুরে তার দিদিকে কি বলল?]

Ans. The 'cross lady' refers to Aunt Beryl of the Burnell family. Else Kelvey met her in the courtyard of the Burnells when Kezia was showing her and her sister the doll's house. Kezia requested them to see the doll's house and assured them that there was no one to see them. So Else went there to see it with her sister.

Else said softly to her sister, "I seen the little lamp."

[এখানে বার্ণেল পরিবারের পিসী বেরিলকে 'cross lady' বলা হয়েছে। এলজির সঙ্গে তাঁর দেখা হয় বার্ণেলদের উঠোনে, যখন কেজিয়া তাকে ও তার দিদিকে পুতুলবাড়িটা দেখাচ্ছিল। কেজিয়া পুতুলবাড়িটা দেখবার জন্য তাদের অনুরোধ করে এবং নিশ্চয়তা দেয় যে কেউ তাদের দেখতে পাবে না। তাই এলজি তার দিদির সঙ্গে সেখানে গিয়েছিল পুতুলবাড়িটা দেখতে।

এলজি নরম সুরে তার দিদিকে বলল, 'আমি ছোট বাতিটা দেখেছি]।

Q. 15. 'I seen the little lamp', she said softly. Then both were silent once more.—**Who said softly and in what circumstances?** [কে, কোন্ পরিস্থিতিতে নরম সুরে বলেছিল?]

Ans. Little Else Kelvey said this softly. She said that she had seen the beautiful little lamp inside the doll's house.

The little Kelvey girls were cruelly insulted and driven out of the house of the Burnells. Kezia was showing Lil and Else Kelvey the beautiful doll's house in the Burnell house. Aunt Beryl noticed it and became very angry. She drove out Lil and Else Kelvey. Burning with shame, the poor little Kelvey girls went out of the Burnell house. They went some distance and out of sight of the Burnell house; and then they sat down to rest on a big drainpipe by the side of the road. They were sitting silently and looking dreamily on the scene

before them. Soon little Else forgot the angry lady, Aunt Beryl. Else Kelvey was a very imaginative child—she was full of imagination, romantic imagination. Little Else smiled her rare smile ; and she said softly to her elder sister Lil, that she had seen the beautiful little lamp inside the doll's house.

To little Else, the beautiful little lamp was a symbol (প্রতীক) *of beauty and romance.*

[ছোট্ট Else Kelvey এ-কথা বলেছিল। সে বলল যে সে পুতুল-বাড়ির ভিতরে ছোট সুন্দর বাতিটা সে দেখে নিয়েছে।

ছোট কেলভি শিশুরা বার্ণেলদের বাড়ি থেকে নিষ্ঠুরভাবে অপমানিত ও বিতাড়িত হয়েছিল। কেজিয়া লিল ও এলজিকে বার্ণেলদের বাড়িতে সুন্দর পুতুল-বাড়িটি দেখাচ্ছিল। বেরিল পিসী তা দেখে খুব ক্রুদ্ধ হয়ে লিল ও এলজি কেলভিকে তাড়িয়ে দিল। লজ্জায় লাল হয়ে বেচারা কেলভি শিশুরা বার্ণেলের বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল। তারা বার্ণেলের বাড়ির দৃষ্টির বাইরে কিছুদূর গিয়ে রাস্তার পাশে একটা বড় পাইপের উপর বসে বিশ্রাম করতে লাগল। তারা নিঃশব্দে তাদের সামনের দৃশ্য দেখছিল। ছোট এলজি শীঘ্রই ক্রুদ্ধ বেরিল খুড়ীকে ভুলে গেল। এলজি কেলভি ছিল কল্পনাপ্রবণ শিশু। সে তার বিরল হাসি হেসে তার দিদি লিলকে নরম সুরে বলল যে, সে পুতুল-বাড়ির ভিতরে সুন্দর বাতিটা দেখেছে।

ছোট এলজির কাছে সুন্দর ছোট বাতিটা ছিল সৌন্দর্যের প্রতীক।]

Q. 16. "You can come and see our doll's house if you want to."—*Who said this and to whom ? What happened after this ?* [একথা কে কাকে বলেছিল ? এর পর কি ঘটেছিল ?]

Ans. Kezia said this to poor Kelvey girls, Lil and Else. One afternoon Kezia was sitting on the front gate of their house. Soon she saw the Kelvey girls passing that way. Kezia told them that they could come in and see the doll's house.

But Lil Kelvey refused to come in because Kezia's mother would be angry. Kezia requested again and said that nobody was seeing them. Little Else was eager to go in and see the doll's house. So her sister, Lil, agreed. Kezia was showing Lil and Else the many beautiful things inside the doll's house. Suddenly Aunt Beryl appeared and shouted angrily.

Aunt Beryl rebuked Kezia for bringing in the Kelvey girls. She then drove the two little Kelvey girls out of the Burnell house with insults and frightening noises.

[একথা Kezia বলেছিল কেলভি বোন দুইটিকে—Lil ও Elseকে। একদিন বিকালে Kezia তাদের বাড়ির সম্মুখের গেটের উপরে ছিল। এক সময় সেই পথ দিয়ে কেলভি মেয়েদুটিকে যেতে দেখে তাদের ডেকে Kezia বলল যে তারা এসে পুতুলবাড়িটা দেখে যেতে পারে।

কিন্তু Lil এই অনুরোধে রাজী হল না, কারণ তাহলে Kezia-র মা রাগ করবেন। Kezia আবার তাদের আসতে বলে জানাল যে কেউ তাদের দেখছে না। ছোট বোন Else-এর কিন্তু বড় ইচ্ছা পুতুলবাড়িটা দেখার। কাজেই Lil-কে রাজী হতে হল। Kezia তাদের নিয়ে গিয়ে যখন পুতুলবাড়িটা দেখাচ্ছে, তখন হঠাৎ পিসী Beryl হাজির হয়ে ক্রোধে চিৎকার শুরু করলেন। তিনি Kezia-কে তিরস্কার করে Kelvey বোন দুটিকে অপমান করে, ভয় দেখিয়ে বার্নেলদের বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিলেন।]

Q. 17. Describe briefly the characters of (a) Else Kelvey and (b) Kezia. [সংক্ষেপে চরিত্র বর্ণনা কর: (ক) Else Kelvey এবং (খ) Kezia.]

Ans. Else Kelvey is the younger daughter of a poor hardrworking washerwoman. She is thin (শীর্ণ). She wears a long white gown and a pair of little boy's boots. She looks strange in both appearance and dress (চেহারায় এবং পোষাকে অদ্ভুত). Else is shy (লাজুক) and grave (গম্ভীর). She never smiles. She scarcely speaks. Little Else entirely depends (সম্পূর্ণ নির্ভর করত) on her elder sister, Lil. "Wherever Lil went, Else followed." There is deep understanding between the two sisters (দুই বোনের মধ্যে গভীর মনের মিল ছিল). Lil is almost like a mother to her little sister, Else. *But little Else is more imaginative than her sister, Lil. Else is full of imagination and romance. The beautiful little lamp (in the doll's house) is a symbol (প্রতীক) of beauty and romance to little Else.*

(b) **Kezia** is the youngest daughter of the Burnells. Kezia belongs to a so-called upper class family. But Kezia is not proud and heartless like the other members of the Burnell

family. *Kezia is not heartless* (নিষ্ঠুর) *like her elder sister Isabel.* Kezia is more imaginative than Isabel; and she has much compassion (করুণা) for Lil Kelvey and Else Kelvey, who belonged to a very low social class. Kezia shows the doll's house to Lil Kelvey and Else Kelvey. *Kezia has a keener sense of beauty than Isabel.* The most beautiful thing in the beautiful doll's house is the little amber lamp with a white globe. Kezia's sense of beauty quickly finds this—"The lamp's best of all."

[(ক) Else Kelvey ছিল এক দরিদ্র ও কঠোর পরিশ্রমী ধোবানীর ছোট মেয়ে। খুব শীর্ণ মেয়ে, গায়ে দিত এক লম্বা সাদা জামা এবং ব্যবহার করত ছোট ছেলেদের একজোড়া জুতো। চেহারা ও পোষাকে তাকে অদ্ভুত দেখাত। Else ছিল লাজুক ও গম্ভীর, সে কখনো হাসত না, আর কথা বলত কদাচিৎ। Else তার বড় বোন Lil-এর ওপর পুরোপুরি নির্ভর করত, সব সময় তার সঙ্গে সঙ্গে চলত। দুই বোনের মধ্যে গভীর মনের মিল ছিল। Lil ছিল Else-এর প্রায় মায়ের মতো। কিন্তু বড় বোনের তুলনায় Else ছিল বেশি কল্পনাপ্রবণ মেয়ে, রঙীন কল্পনায় তার মন ছিল পূর্ণ। তার কাছে পুতুলবাড়ির ছোট বাতিটা ছিল সৌন্দর্যের প্রতীক।

(খ) Kezia হল বার্নেল পরিবারের ছোট মেয়ে। এই পরিবারটি ছিল তথাকথিত উচ্চশ্রেণীর। কিন্তু পরিবারের অন্যান্যদের মতো Kezia গর্বিতা ও হৃদয়হীনা ছিল না। বড় বোন Isabelও ছিল হৃদয়হীনা। তার তুলনায় Kezia ছিল বেশি কল্পনাপ্রবণ, এবং নিম্নশ্রেণীর Lil ও Else Kelvey-র প্রতি তার যথেষ্ট দরদ ছিল। সে তাদের পুতুলবাড়িটা দেখাতে নিয়ে গিয়েছিল। Isabel-এর চেয়ে Kezia-র সৌন্দর্যবোধ ছিল অনেক বেশি। এই বোধ থেকেই সে বুঝতে পেরেছিল যে পুতুলবাড়িটার মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর জিনিস ছিল ছোট্ট বাতিটা।]

Q. 18. Explain the following passages with reference to the context [সপ্রসঙ্গ ব্যাখ্যা কর।] **:—**

(a) **But perfect, perfect little house······part of the newness.** (Paragraph 3)

(b) That is the way for a house to open. (Paragraph 5)

(c) **Perhaps it is the way God......with an angel.** (Paragraph 5)

(d) They didn't look as they......The lamp was real. (Paragraph 7)

(e) But I'm to tell first. (Paragraph 9)

(f) And I'm to choose......I might. (Paragraph 11)

(g) **But the line had to be drawn......speak to them.** (Paragraph 15)

(h) **The Kelveys never failed......each other.** (Paragraph 16)

(i) Now they hovered......looked. (Paragraph 17)

(j) This was such a marvellous......wild with joy. (Paragraph 41)

(k) **Presently our Else mudged up.........'I seen the little lamp,' she said softly.** (Paragraphs 65-66)

Ans. See *Explanations.*

Q. 19. *Write notes on* :—Propped up ; feed-room ; sacking ; glued ; slab ; pane ; streak ; lump ; congealed , **prised** ; peering ; slit ; **dresser** ; **amber** ; globe ; sprawled ; **bossy** ; **traipsing** ; whip off ; court ; **giggling** ; nudging ; beam ; shunned ; **spry** ; **gaol-bird** ; trimmed ; **wishbone** ; hovered ; shamefaced ; **rage** ; blobs ; flagged ; **horrid** ; snapped ; squeal ; gliding ; hissed ; spitefully ; buggy ; clambered ; imploring ; **stray** ; **snorted** ; start ; staring ; **shooed** ; huddling ; dazed ; slammed ; **paddock** ; **creek** ; wattles ; cross ; stroked.

Ans. See *Notes, etc.*

Textual Grammar

1. Analyse the following sentences :—

(i) When dear old Mrs. Hay went back to town after staying with the Burnells she sent the children a doll's house. (*Paragraph 1*)

(ii) It was so big that the carter and Pat carried it into the courtyard, and there it stayed, propped up on two wooden boxes beside the feed-room door. (*Paragraph 1*)

(iii) And perhaps the smell of paint would have gone off by the time it had to be taken in. (*Paragraph 1*)

(iv) Its two solid little chimneys, glued on to the roof, were painted red and white, and the door gleaming with yellow varnish, was like a little slab of toffee. (*Paragraph 2*)

(v) Perhaps it is the way God opens houses at the dead of night when He is taking a quiet turn with an angel. (*Paragraph 5*)

(vi) But what Kezia liked more than anything, what she liked frightfully, was the lamp. (*Paragraph 6*)

(vii) But there was something inside that looked like oil and moved when you shook it. (*Paragraph 6*)

(viii) They burned to tell everybody, to describe, to—well —to boast about their doll's house before the schoolbell rang. (*Paragraph 8*)

(ix) Isabel was bossy, but she was always right, and Lottie and Kezia knew too well the powers that went with being eldest. (*Paragraph 10*)

(x) For it had been arranged that while the doll's house stood in the courtyard they might ask the girls at school, two at a time, to come and look. (*Paragraph 10*)

(xi) But hurry as they might, by the time they had reached the tarred palings of the boys' playground the bell had begun to jangle. (*Paragraph 13*)

(xii) And the only two who stayed outside the ring were the two who were always outside, the little Kelveys. (*Paragraph 14*)

(xiii) For the fact was, the school the Burnell children went to, was not at all the kind of place their parents would have chosen if there had been any choice. (*Paragraph 15*)

(xiv) They walked past the Kelveys with their heads in the air, and as they set the fashion in all matters of behaviour, the Kelveys were shunned by everybody. (*Paragraph 15*)

(xv) Why Mrs. Kelvey made them so conspicuous was hard to understand. (*Paragraph 16*)

(xvi) Where Lil went, our Else followed. (*Paragraph 16*)

(xvii) Only when she wanted anything, or when she was out of breath, our Else gave Lil a twitch, and Lil stopped and turned round. (*Paragraph 16*)

(xviii) The carpet made a great sensation, but so did the beds with real bedclothes, and the stove with an oven door. (*Paragraph 18*)

Answers

(i) This is a complex sentence consisting of the following clauses :

(a) She sent......doll's house—Principal Clause.
(b) When dear old......Burnells--Sub. Adverbial Clause modifying the verb "sent" in (a).

(ii) This is a Mixed (Compound) Sentence consisting of the following clauses :

(a) It was so big—Principal Clause.
(b) That······courtyard—Sub. adverbial clause, modifying the adverb "so" in (a).
(c) There it stayed......door—Principal Clause, co-ordinate with (a).

Connectives—that, and.

(iii) This a Complex Sentence.

(a) Perhaps the smell.........time—Principal Clause.
(b) It had been.........in—Sub. adj. clause qualifying the noun "time" in (a).

(iv) This is a Compound Sentence consisting of the following co-ordinate clauses :

(a) Its two solid.........white—Principal Clause.
(b) The door gleaming.........toffee—Principal clause, co-ordinate with (a).
Connective—and.

(v) This is a Complex Sentence consisting of the following clauses :

(a) Perhaps it is the way—Principal clause.
(b) Good.........night—Sub. adj. clause qualifying the noun "way" in (a),
(c) When·········angel—Sub. adj, clause qualifying the noun "dead of night" in (a).

(vi) This is a Complex Sentence.

(a) What Kezia.........lamp—Principal clause.
(b) What Kezia.........anything—Sub. noun clause ; subject to the verb "was' in (a).

(c) What she.........frightfully—Sub. noun clause subject to the verb "was" in (a)—it is co-ordinate with (b).

(vii) This is a Complex Sentence consisting of the following clauses :

(a) But there·········inside—Principal clause.

(b) That looked.........oil—Sub. adj. clause, qualifying the noun, "something" in (a)

(c) (That) moved—Sub. adj. clause qualifying the noun "something" in (a), co-ordinate to (b).

(d) When you shook—it—Sub. adverbial clause modifying the verb "moved" in (c).

(viii) This is a Complex Sentence consisting of the following clauses :

(a) They burned·········doll's house—Principal clause.

(b) Before the.........rang—Sub. adverbial clause modifying the verb "tell" in (a).

(ix) This is a Compound (Multiple) Sentence consisting of the following clauses :

(a) Isabel...... bossy—Principal Clause.

(b) She was.........right—Principal Clause, co-ordinate with (a).

(c) Lottie·········powers—Principal Clause, co-ordinate with (b).

(d) That went with·········eldest—Sub. adj. clause qualifying the noun "powers" in (c),

Connectives—but, and.

(x) This is a Complex Sentence consisting of the following clauses :—

(a) For it had.........arranged—Prin. Clause.

(b) That they might ask.........look—Sub. noun clause. nom. case in apposition to "it" in (a).

(c) While the·········courtyard—Sub. adverbial clause, modifying the verb "might ask" in (b).

(xi) This is a Complex Sentence.

(a) But the bell.........jangle—Prin. clause.

(b) By the time they had reached.........playground—Sub. adv. clause modifying the verb "jangle" in (a).

(c) Hurry·········might—Sub. adverbial clause modifying the v. "jangle" in (a).

(xii) This is a Complex Sentence.

(a) And the only two were the two, the little Kelveys—Prin. Clause.

(b) Who stayed.........ring—Sub. adj. clause qualifying the pronoun "two" (subject) in (a).

(c) Who.........inside—Sub. adj. clause qualifying the pron. "two" (predicate) in (a).

(xiii) This is a Complex Sentence.
(a) The fact was—Prin. Clause.

(b) The school was not at all the kind of place—Sub. noun clause in apposition to "fact" in (a).

(c) (which) the Burnell children went to—Sub. adj. clause qualifying "school" in (b).

(d) (which) their.........chosen—Sub. adj. clause qualifying the noun "place" in (b).

(e) If there.........choice—Sub. adverbial clause modifying the verb "would have chosen" in (d).

(xiv) This is a Mixed (Compound) Sentence.
(a) They walked ....air—Prin. Clause.
(b) The Kelveys .....everybody—Prin. clause, co-ordinate with (a).
(c) As they set......behaviour—Sub. adv. clause modifying the verb "were shunned" in (b).

(xv) This is a Complex Sentence.
(a) (It) was hard to understand—Principal Clause.
(b) Why......conspicuous—Sub. noun clause, in apposition to 'It' (understood) in (a).

(xvi) This is a Complex Sentence.
(a) Our Else followed—Principal Clause.
(b) Where .....went—Sub. adv. clause modifying the verb "followed" in (a).

(xvii) This is a Mixed (Compound) Sentence.
(a) Our Else gave Lil a twitch—Prin. Clause.
(b) Lil stopped—Prin. Clause, co-ordinate with (a).
(c) (Lil) turned round—Prin. clause, co-ordinate with (b).
(d) Only when......anything—Sub. adv. clause modifying the verb "gave" in (a).

(e) When she was out of breath—Sub. adv. clause modifying the verb "gave" in (a).
Connectives : or and, and.

(xviii) This is a Compound Sentence.

(a) The carpet......sensation—Prin. Clause.

(b) So did......bed-clothes—Prin. Clause, co-ordinate with (a).

(c) (So did) the stove......door—Prin. Clause, co-ordinate with (a).

Connectives—but, and.

2. Change the narration of the following :

(i) "Open it quickly, someone !" (*Paragraph 4*)

(ii) "I'm to tell," said Isabel, "because I'm the eldest. And you two can join in after. But I'm to tell first." (*Paragraph 9*)

(iii) "Oh yes," said Isabel, "and there's a teeny lamp, all made of yellow glass, with a white globe that stands on the dining-room table. You couldn't tell it from a real one."

(iv) "Mother," said Kezia, "can't I ask the Kelveys just once ?"

"Certainly not, Kezia."

"But why not ?"

"Run away, Kezia ; you know quite well why not."

(v) "Lil Kelvey's going to be a servant when she grows up."

"O-oh, how awful !" said Isabel Burnell, and she made eyes at Emmie.

Emmie swallowed in a very meaning way and nodded to Isabel as she'd seen her mother do on those occasions.

"It's true—it's true—it's true," she said.

(vi) "You can come and see our doll's house if you want to," said Kezia, and she dragged one toe on the ground. But at that Lil turned red and shook her head quickly. "Why not ?" asked Kezia.

Lil gasped, then she said, "Your ma told our ma you wasn't to speak to us."

"Oh, well", said Kezia. She didn't know what to reply. "It doesn't matter. You can come and see our doll's house all the same. Come on. Nobody's looking."

(vii) "Kezia !"
Oh ! What a start they gave !
"Kezia !"
It was Aunt Beryl's voice.

"How dare you ask the little Kelveys into the courtyard !" said her cold, furious voice. "You know as well as I do, you're not allowed to talk to them. Run away, children, run away at once. And don't come back again," said Aunt Beryl.

Answers

(i) The speaker ordered someone to open that quickly.

(ii) Isabel said that she was to tell because she was the eldest. She added that they two could join in after. But she insisted that she was to tell first.

(iii) Isabel exclaimed and replying in the affirmative said that there was a tiny lamp, all made of yellow glass, with a white globe that stood on the dining-room table. She added that they could not tell that from a real lamp.

(iv) Addressing her mother Kezia asked whether she could not ask the Kelveys just once. The mother emphatically answered in the negative. Kezia asked why she could not. The mother ordered Kezia to run away. She also said that she (Kezia) knew quite well why she could not.

(v) Emmie Cole said whisperingly that Lil Kelvey was going to be a servant when she grew up. At this Isabel Burnell exclaimed with a pretended shudder that the idea was very awful, and she made eyes at Emmie. Emmie swallowed in a very meaning way and nodded to Isabel as she had seen her mother do on those occasions. Repeating thrice she said that it was true.

(vi) Kezia said to Lil that the latter could come and see their (Burnells') doll's house if they wanted to, and she dragged one toe on the ground. But at that Lil turned red and shook her head quickly. Kezia asked Lil why she would not come and see. Lil gasped, then she said that Kezia's ma had told their ma that Kezia was not to speak to them. Kezia fumbled for a moment. She did not know what to reply. Then she said that it did not matter. Lil could come and

see their doll's house all the same. She requested her to come on and added that nobody was looking.

(vii) The Aunt called out to Kezia angrily. Oh! What a start they gave! Again she called out to Kezia. It was Aunt Beryl's voice. She enquired in her cold, furious voice how Kezia dared to ask the little Kelveys into the courtyard. She said that she (Kezia) knew as well as she did that she was not allowed to talk to them. She repeatedly ordered the children to run away and asked them not to come back again.

3. Split up into simple sentences :

(i) When dear old Mrs. Hay went back to town after staying with the Burnells she sent the children a doll's house.

(ii) And perhaps the smell of paint would have gone off by the time it had to be taken in.

(iii) Perhaps it is the way God opens houses at the dead of night when He is taking a quiet turn with an angel.

(iv) And the only two who stayed outside the ring were the two who were always outside, the little Kelveys.

(v) They walked past the Kelveys with their heads in the air, and as they set the fashion in all matters of behaviour, the Kelveys were shunned by everybody.

(vi) Why Mrs. Kelvey made them so conspicuous was hard to understand.

(vii) This was such a marvellous thing to have said that the little girls rushed away in a body, deeply deeply excited, wild with joy.

(viii) Isabel and Lottie, who liked visitors, went upstairs to change their pinafores.

Answers

(i) Dear old Mrs. Hay went back to town after staying with the Burnells. She sent the children a doll's house.

(ii) It had to be taken in after some time. By then, the smell of paint would have gone off.

● (iii) God is taking a quiet turn with an angel at the dead of night. Perhaps He opens houses in the way. Perhaps it is His way of doing so.

(iv) Only two stayed outside the ring. They were always outside. They were the little Kelveys.

(v) They walked past the Kelveys with their heads in the air. They set the fashion in all matters of behaviour. So the Kelveys were shunned by everybody.

(vi) Mrs. Kelvey made them very conspicuous. It was hard to understand the reason.

(vii) This was a marvellous thing to have said. Hearing this the little girls rushed away in a body. They were deeply, deeply excited. They were wild with joy.

(viii) Isabel and Lottie liked visitors. They went upstairs. They wanted to change their pinafores.

4. Punctuate :

(i) I'm to tell said Isabel because I'm the eldest and you two can join in after but I'm to tell first. *(Paragraph 9)*

(ii) Playtime came and isabel was surrounded the girls of her class nearly fought to put their arms round her to walk away with her to beam flatteringly to be her special friend. *(Paragraph 14)*

(iii) Mother said kezia can't I ask the Kelveys just once certainly not Kezia but why not run away kezia you know quite well why not. *(Paragraphs 25-28)*

(iv) Lil Kelvey's going to be a servant when she grows up o-oh how awful said isabel burnell and she made eyes at emmie emmie swallowed in a very meaning way and nodded to Isabel as she'd seen her mother do on those occasions it's true it's true it's true she said then Lena Logan's little eyes snapped shall I ask her she whispered. *(Paragraphs 30-34)*

(v) There it is said Kezia there was a pause Lil breathed loudly almost snorted our Else was still as stone I'll open it for you said Kezia kindly she undid the hook and they looked inside there's the drawing-room and the dining-room, and that's the Kezia oh what a start they gave Kezia. *(Paragraphs 52-58)*

Answers

(i) 'I'm to tell,' said Isabel, 'because I'm the eldest. And you two can join in after. But I'm to tell first'.

(ii) Playtime came and Isabel was surrounded. The girls of her class nearly fought to put their arms round her, to walk away with her, to beam flatteringly, to be her special friend.

(iii) 'Mother,' said Kezia, 'can't I ask the Kelveys just once ?'

'Certainly not, Kezia.'

'But why not ?'

'Run away, Kezia ; you know quite well why not.'

(iv) 'Lil Kelvey's going to be a servant when she grows up.' 'O-oh, how awful !' said Isabel Burnell, and she made eyes at Emmie.

Emmie swallowed in a very meaning way and nodded to Isabel as she'd seen her mother do on those occasions.

'It's true—it's true—it's true,' she said. Then Lena Logan's little eyes snapped. 'Shall I ask her ?' She whispered.

(v) 'There it is,' said Kezia.

There was a pause. Lil breathed loudly, almost snorted ; our Else was still as stone.

'I'll open it for you,' said Kezia kindly. She undid the hook and they looked inside.

'There's the drawing-room and the dining-room, and that's the—'

'Kezia !'

Oh, what a start they gave !

'Kezia !'

5. Combine the following sentences into a single sentence :

(i) Dear old Mrs. Hay stayed with the Burnells.
Thereafter she went back to town.
On going back to town she sent the children a doll's house.

(ii) Her hat was a grown-up woman's hat.
It was perched on top of her high forehead.
The hat was once the property of Miss Lecky.
Miss Lecky was the postmistress.

(iii) The Kelveys came nearer.
The shadows of the Kelveys walked beside them.
The shadows were very long.
They stretched right across the road.
The heads of the shadows were in the buttercups.

(iv) The Kelveys were well out of sight of Burnells.'
Then the Kelveys sat down.
They rested on a big red drainpipe.
The drainpipe was by the side of the road.

Answers

(i) When dear old Mrs. Hay went back to town after staying with the Burnells she sent the children a doll's house.

(ii) Her hat, perched on top of her high forehead, was a grown-up woman's hat, once the property of Miss Lecky, the postmistress.

(iii) The Kelveys came nearer, and beside them walked their shadows, very long, stretching right across the road with their heads in the buttercups.

(iv) When the Kelveys were well out of sight of Burnells', they sat down to rest on a big red drainpipe by the side of the road.

6. Change the voice of the following sentences :

(a) Perhaps it is the way God open houses at the dead of night when He is taking a quiet turn with an angel.
(Paragraph 5)

(b) It had been arranged that while the doll's house stood in the courtyard they might ask the girls at school, two at a time, to come and look. *(Paragraph 12)*

(c) Why Mrs. Kelvey made them so conspicuous was hard to understand. The truth was they were dressed in 'bits' given to her by the people for whom she worked.
(Paragraph 16)

(d) But nobody paid any attention. Isabel was choosing the two who were to come back with them that afternoon and see it. *(Paragraph 21)*

(e) But now she had forgotten the cross lady. She put out a finger and stroked her sister's quill. *(Paragraph 65)*

(f) The hook at the side was stuck fast. Pat prised it open with his penknife, and the whole house front swung back. *(Paragraph 5)*

(g) They had never seen anything like it in their lives. All the rooms were papered. *(Paragraph 6)*

(h) It was even filled all ready for lighting, though of course, you couldn't light it. *(Paragraph 6)*

(i) But the line had to be drawn somewhere. It was drawn at the Kelveys. Many of the children, including the Burnells, were not allowed even to speak to them. *(Paragraph 15)*

(j) Nobody knew for certain. But everybody said he was in prison. *(Paragraph 16)*

Answers

(a) Perhaps it is the way houses are opened by God at the dead of night when a quiet turn is being taken by Him with an angel.

(b) They had arranged that while the doll's house stood in the courtyard the girls at school might be asked, two at a time, to come and look.

(c) Why they were made so conspicuous by Mrs. Kelvey was hard to understand. The truth was Mrs. Kelvey dressed them in 'bits' which the people for whom she worked had given her.

(d) But no attention was paid by anybody. The two who were to come back with them that afternoon and see it were being chosen by Isabel.

(e) But now the cross lady had been forgotten by her. A finger was put out and her sister's quill was stroked by her.

(f) They had stuck the hook at the side fast. It was prised open by Pat with his penknife, and the whole house front swung back.

(g) Nothing like it had ever been seen by them in their lives. They (the manufacturers) papered all the rooms (of the doll's house).

(h) They (the manufacturers) even filled it all ready for lighting, though, of course, it could not be lighted by you.

(i) But they had to draw the line somewhere. They drew it at the Kelveys. They did not allow many of the children, including the Burnells, even to speak to them.

(j) It was not known by anybody for certain. But it was said by everybody that he was in prison.

7. Transformation of Sentences

1. Pat prised it open with his penknife, and the whole house front swung back. (*Double*)

When Pat prised it open with his penknife, the whole house front swung back. (*Complex*)

2. They had never seen anything like it in their lives. (*Negative*)

Had they ever seen anything like it in their lives? (*Interrogative*)

3. Playtime came and Isabel was surrounded. (*Double*)
Isabel was surrounded at playtime. (*Simple*)

4. The Kelveys never failed to understand each other. (*Negative*)

The Kelveys could always understand each other. (*Affirmative*)

5. Suddenly she gave a little squeal and danced in front of the other girls. (*Double*)

Suddenly giving a little squeal she danced in front of the other girls. (*Simple*)

6. But instead of answering, Lil only gave her a silly shame-faced smile. (*Simple*)

Lil did not answer but only gave her a silly shamefaced smile. (*Double*)

7. What a sell for Lena! (*Exclamatory*)
It was great sell for Lena. (*Assertive*)

Additional Notes

1. Katherine Mansfield—*a biographical note.*

MANSFIELD, KATHERINE—Kathleen Mansfield Beauchamp (1888-1923): Short story-writer; b. Wellington, New-Zealand, daughter of a banker; educated at Queen's

College School, London ; planned a musical career, but married George Bowden, 1909 ; met John Middleton Murry (q.v.), 1911, whom she married after obtaining a divorce from her first husband in 1913 ; ill-health forced her to travel much in France and Germany ; first collection of short stories *In a German Pension*, 1911 ; *Bliss* (1920) established her reputation ; subsequent collections were published under the titles, *The Garden Party* (1922) and *The Dove's Nest* (*1923*) ; after her death, Murry edited and published her poetry, journals, and letters.

2. Katherine Mansfield and the short story. The short story, The Doll's house.

It does not matter whether or no Katherine Mansfield was directly influenced by Tchekov. Middleton Murry, her husband and editor of her excellent Journal and letters, has denied it. She certainly greatly admired the work of Tchekov and her handling of the form was akin to his......*Above all, "all must be deeply felt", she must get "the deepest truth out of the idea".*

Katherine Mansfield had come from New Zealand, and it was in the nature of her genius that she should produce her best in stories which drew on the stored memories of her childhood and early youth in that country.

......Of the stories set in New Zealand at least two others stand out, *The Doll's House* and *The Garden Party.*

......The essence of The Doll's House is in its end, which crystallizes the wondering joy with which a small child cherishes in its heart the vision of a special beauty gained after yearning at the expense of fear and shame...

The perfect simplicity of "I seen the little lamp", makes an ending which on first reading seems unexpected but which immediately is felt to be the true and the to-be-expected ending. ......*the satire* upon pride as it appears variously in the children and their elders, *which at first seems a leading theme gives way to the deeper reality of childish emotion, and the final effect blends our sense of a child's thrill in life with our sense of pity." (English Literature of the Twentieth Century)—A. S. Collins, Ph. D. M. A.*

সামাজিক অসাম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ

—নজরুল ইসলাম, রবীন্দ্রনাথ।

জগতে নানা দেশের সমাজ-ব্যবস্থায় সাম্যের অভাব, সমবেদনার অভাব, তথাকথিত নিম্নস্তরের নর-নারীর ও শিশুর নিপীড়ন এবং অনাচার-অত্যাচারের বিরুদ্ধে কথা-শিল্পীদের, কবিদের তীব্র ক্ষোভ ও আবেগময় প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে।

নজরুল ইসলাম ও রবীন্দ্রনাথ থেকে কয়েকটি লাইন দেওয়া হল—

১। **শান্তির জয় হোক, সাম্যের জয় হোক!**
সত্যের জয় হোক, জয় হোক, জয় হোক!

দুনিয়াতে আবার সর্বভ্রাতৃত্ব সমন্বয় হোক।
—জয় হোক! জয় হোক!

২। দরিদ্র মোর ব্যথার সঙ্গী, দরিদ্র মোর ভাই;
আমি যেন মোর জীবনে নিত্য কাঙালের প্রেম পাই।
তাদের সাথে কাঁদিব, তাদেরে বাঁধিব বক্ষে মম;
দরিদ্র মোর পরমাত্মীয়, দরিদ্র প্রিয়তম।

—দরিদ্র মোর পরমাত্মীয়
—নজরুল রচনা-সম্ভার

আনন্দময়ীর আগমনে,
আনন্দে গিয়েছে দেশ ছেয়ে।
হেরো ওই ধনীর দুয়ারে,
দাঁড়াইয়া কাঙালিনী মেয়ে

ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েগুলি
ভাইবোন করি গলাগলি,
অঙ্গনেতে নাচিতেছে ওই;
বালিকা দুয়ারে হাত দিয়ে,
তাদের হেরিছে দাঁড়াইয়ে,
ভাবিতেছে নিশ্বাস ফেলিয়ে—
আমি তো ওদের কেহ নই।

অনাথ ছেলেরে কোলে নিবি
জননীরা আয় তোরা সব,
মাতৃহারা মা যদি না পায়
তবে আজ কিসের উৎসব !

—কাঙালিনী (রবীন্দ্ররচনাবলী, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ ; প্রথম খণ্ড)

ALDOUS HUXLEY (1894—1963)

Bose Institute

INTRODUCTION

The Author's Life and Works: One wonders how Huxley could write so much so well. Good writing results from a good deal of practice. But it was almost impossible for Huxley to burn midnight oil to pore over books and brush up his English. His eyesight was poor, so much so that once he even went blind.

Aldous Huxley

In fact it was his determination not to concede defeat to fate (ভাগ্যের কাছে পরাজয় মেনে নেওয়া) that accounts for Huxley's success as a prolific writer. The story of his life and achievements should inspire all students in general and those in particular who have a physical handicap (দৈহিক অক্ষমতা) to cope with. His eyes were bad : he exercised them (he has an illuminating book on the subject). He could not read at night ; he read a lot before the sun-down with the frequent breaks in between in order not to overstrain the eyes.

His family tradition must have been a source of inspiration. Born in 1894, Aldous Huxley came of a family of great talent. His grandfather Thomas Henry Huxley was a famous scientist. His father Leonard Huxley, who happened to be the editor of *The Cornhill Magazine*, was a renowned journalist. Dr. Julian Huxley, another famous scientist, was his brother. He was educated at Eton and Balliol (Oxford), and before he became whole-time writer he worked for some time as a journalist and dramatic critic.

Huxley tried his hand at many departments of literature. As a novelist and short story writer his place among the Immortals is secure, and as an essayist and biographer too he is more brilliant than many of his contemporaies (সমসাময়িক ব্যক্তিগণ). He is no mean poet either. With the publi-

cation of a volume of stories he came to be acknowledged as a writer who mattered. He followed this up with a provoking, though amusing, novel called *Chrome Yellow*, and a little later with some more stories in the same humorous vein, *Mortal Coils.* His next novel *Antic Hay*, a brilliant satire, told of the aimless life that the intellectualls were obliged to lead after the First World War (1914-18). *Those Barren Leaves*, too, speaks of the same social unrest *Point Counter Point*, which brought this early period to its climax, was followed by *Brave New World*, which ruthlessly satirized (নির্মমভাবে বিদ্রূপ করা হয়েছে) the popular idea of 'progress'. These apart, two other remarkable novels, written before the Second World War (1939-45) were *Eyless in Gaza* and *After Many a Summer.*

A versatile writer of his age. Huxley wrote many delightful and thought provoking essays. Two volumes in this series are *Music of Night* and *Jesting Pilate.* "Bose Institute" occurs in *Jesting Pilate.* It is a travel book.

About the time the Second World War broke out, Huxley had emigrated to America, where he died in 1963.

লেখকের জীবনী ও রচনাবলী : এত বেশি এবং এত ভালো লেখা হাক্সলি যে কী করে লিখলেন তা ভাবতে বিস্ময় লাগে। বহুদিনের সাধনার পর ভালো করে লেখা যায়। কিন্তু রাত জেগে পড়া বা লেখার চর্চা করা হাক্সলির পক্ষে প্রায় অসম্ভব ছিল। তাঁর দৃষ্টিশক্তি এতই ক্ষীণ ছিল যে তিনি একবার অন্ধ হয়ে পড়েছিলেন।

বস্তুতঃ ভাগ্যের কাছে পরাজিত না হওয়ার দৃঢ় সঙ্কল্পই ছিল হাক্সলির সাহিত্যিক জীবনে সাফল্যের অন্যতম কারণ। তাঁর জীবনকাহিনী ও সাফল্যের ফিরিস্তি ছাত্রসাধারণকে—বিশেষ করে যাদের কোনো-না-কোনো শারীরিক অপটুতা আছে তাদের—অনুপ্রাণিত করতে পারে। দৃষ্টিশক্তির ক্ষীণতার জন্যে হতোদ্যম না হয়ে, দৃষ্টি প্রখর করার চেষ্টা তিনি করতেন। এ বিষয়ে তিনি একটি চমৎকার বইও লিখেছেন। তিনি রাত্রে পড়তে পারতেন না—তাতে কী, চোখের ক্ষতি না করে দিনের বেলায় তিনি অনেক পড়তেন।

পারিবারিক ঐতিহ্যও হাক্সলিকে অনুপ্রাণিত করেছে। ১৮৯৪ সালে এক খ্যাতনামা পরিবারে অলডাস হাক্সলি জন্মগ্রহণ করেন। অলডাসের বাবা 'দি কর্ণহল ম্যাগাজিনের' সম্পাদক হিসেবে একজন বিখ্যাত সাংবাদিক ছিলেন।

তাঁর ঠাকুর্দা টমাস হেনরি হাক্সলি এবং ভাই জুলিয়ান হাক্সলি ছিলেন ইংল্যাণ্ডের দু'জন খ্যাতনামা বিজ্ঞানী। অলডাস নিজে ইটন এবং অক্সফোর্ডের ব্যালিয়ল কলেজে পড়াশুনা করেন। সারা সময়ের জন্যে সাহিত্যচর্চা করার আগে তিনি কিছুকাল সাংবাদিকতা এবং নাট্যসমালোচনা করেছেন।

সাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগে হাক্সলি তাঁর হাত পাকিয়েছিলেন। ঔপন্যাসিক ও ছোটো গল্পের রচয়িতা হিসাবে হাক্সলি অমর হয়ে থাকবেন, এবং প্রাবন্ধিক ও জীবনীকার হিসেবেও হাক্সলি তাঁর অনেক সমসাময়িকের চেয়ে দক্ষতর ছিলেন। কবি হিসেবেও তিনি মোটেই তাচ্ছিল্যের পাত্র নন। তাঁর প্রথম গল্প-সংকলন প্রকাশিত হওয়ার পরই তিনি সাহিত্যে গণ্যমান্য বলে বিবেচিত হন। এর পর প্রকাশিত হ'ল 'ক্রোম-ইয়েলো' এবং 'মর্টাল কয়েলস'—প্রথমটি উপন্যাস, দ্বিতীয়টি গল্পসংগ্রহ। তারপর 'অ্যান্টিক হে' নামে স্যাটায়ারের রীতিতে একটি চমকপ্রদ উপন্যাস তিনি লেখেন—এই উপন্যাসের উপজীব্য হ'ল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের (১৯১৪-১৮) পর বুদ্ধিজীবীদের ছন্নছাড়া জীবন। 'দোজ ব্যারেন লীভস্' নামক উপন্যাসে ঐ একই সামাজিক অস্বস্তির কথা বলা হয়েছে। হাক্সলির সাহিত্য-জীবনের একটি পর্ব শেষ হয় 'পয়েন্ট কাউন্টার পয়েন্ট' প্রকাশের পর। তারপর তিনি লেখেন 'ব্রেভ নিউ ওয়র্ল্ড'—এই উপন্যাসে প্রগতি সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণাকে কষাঘাত করা হয়েছে। এসব ছাড়া দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের (১৯৩৯-৪৫) প্রাক্কালে রচিত তাঁর দু'খানা উল্লেখযোগ্য উপন্যাস হ'ল 'আইলেস ইন গাজা' এবং 'আফটার মেনি এ সামার'।

হাক্সলি তাঁর বহুধা-বিস্তৃত সাহিত্যিক জীবনে অনেকগুলি চিত্তাকর্ষক ও মননশীল প্রবন্ধ লিখেছেন। এই জাতীয় দু'টি গ্রন্থের নাম হ'ল 'মিউজিক অ্যাট নাইট' এবং 'যেস্টিং পাইলেট'। 'বোস ইন্‌সটিটিউট' যেস্টিং পাইলেটের অন্তর্গত। এটি ভ্রমণকাহিনী।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় হাক্সলি আমেরিকায় গিয়ে বাস করতে থাকেন। সেখানেই ১৯৬৩ সালে তাঁর মৃত্যু হয়।

The Source: Aldous Huxley travelled far and wide. Some of the countries he visited were Italy, India, the West Indies, Central America and the United States. After his visit to India he wrote a travel book called *Jesting Pilate*, in which he recorded his impressions of the sights he saw and the people he met. In his essay entitled *Bose Institute*, which occurs in *Jesting Pilate*, Huxley gave an account of the fascinating experiments that were being made by Sir Jagadish Chandra

Bose at his research laboratories on the Upper Circular Road in Calcutta.

প্রবন্ধের উৎস ঃ অলডাস হাক্সলি বহু দেশ ভ্রমণ করেছেন। যে সব দেশে তিনি গেছেন তার কয়েকটি হ'ল ইটালি, ভারত, প্রতীচ্য দ্বীপপুঞ্জ (West Indies), মধ্য-আমেরিকা এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। ভারত ঘুরে যাওয়ার পর তিনি 'যেস্টিং পাইলেট' নামে একখানি বই লেখেন। ভারতের মাটি ও মানুষ সম্বন্ধে হাক্সলির ধারণা ও বক্তব্য এই বই এ বিবৃত হয়েছে। স্যার জগদীশচন্দ্র বসু আপার সারকুলার রোডে অবস্থিত গবেষণাগারে যেসব চমকপ্রদ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছিলেন তারই বর্ণনা হাক্সলি তাঁর যেস্টিং পাইলেটের অন্তর্গত 'বোস ইন্সটিটিউট' প্রবন্ধে দিয়েছেন।

THE ESSAY

Summary : While in Calcutta, Huxley visited the Bose Institute. Sir J. C. Bose, the great experimenter himself, showed the visitor round the laboratories. Huxley marvelled at the researches on plant life being made there. A needle automatically traced on a sheet of smoked glass the growth of a plant, which showed the definite sign of being shocked by an electric current. A bell or rather the frequency of its ringing, proved that under favourable conditions, the presence of sunshine being the most important of them, the plant fed well, while under unfavourable ones it lost its appetite. It was also capable of being stimulated or depressed according to the conditions present. Like any other living being, the plant could be operated upon, and in such an operation, too, surgical precision was a matter of life and death. *(Para. 1)*

Believe it or not, the plant has a 'heart', which goes on beating so long as life is there in it. This was shown by certain highly delicate and sensitive levers which recorded the minute pulsations in the layer of tissue just below the outer rind of the stem. In fact, Sir J. C. Bose's instruments revealed much more than even the most powerful miscroscope could reveal. Normally the 'heart beat' of a plant was very slow, but it could be speeded up, as Bose's experiments proved, by a stimulant like caffeine or camphor. At this point, again, plant life and animal life touched each other. In another experiment a plant was given a mortal dose of chloroform. At once the ups and downs of the graph on the smoked glass

straightened out, showing that the poor-thing was in its death throes. A few minutes later the needle stopped. The plant was dead. (*Para. 2*)

It is painful to see how life ebbs away from a dying animal not-withstanding its struggle for life. The pain is of the one who dies. But we can sense it. The death of a plant as painful though as any death, leaves us unmoved. This callousness results from our ignorance of the fact that even plants have life. Our eyes fail to see the agony of a dying plant. But perhaps we would be kinder to the plant if only we had the power to see what happens when it dies. Sir J. C. Bose's instruments give us exactly this power. With the help of them we can perceive the anguish of a dying flower, which less sharply than a man gasping for breath.moments before his senses no death. (*Para. 3*)

The sight of an animal being killed has converted many people to vegetarianism. They live on only vegetables because they believe that plants are lifeless things and therefore, feel no pangs when they are cut and cooked. A visit to the Bose Institute perhaps would turn them to a strictly mineral diet. But even then there is no hope of being guiltless. Thanks to Sir J. C. Bose's earlier researches on metals, it can now be proved that even matter has life. (*Para. 4*)

বিষয়-সংক্ষেপ : কলকাতায় এসে হাক্সলি বোস ইন্সটিটিউট দেখে যান। বিখ্যাত গবেষক স্যর জে. সি. বোস স্বয়ং তাঁকে পরীক্ষাগারগুলি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখান। উদ্ভিদ্-জীবন সম্বন্ধে যে গবেষণা সেখানে চলছিল তা দেখে হাক্সলি চমৎকৃত হন। একখণ্ড কালো কাচের উপর একটি সূচ যে রেখা টেনে চলেছিল তাই থেকে বোঝা যাচ্ছিল গাছ কতখানি বাড়ছে। বিদ্যুৎ-তরঙ্গ গাছকে কীভাবে আঘাত করছে তাও যন্ত্র দিয়ে নির্ণীত হচ্ছিল। একটি ঘণ্টা কত দ্রুত বাজে তাই থেকে বোঝা যাচ্ছিল যে, অবস্থা অনুকূল হলে গাছ ভালোভাবে খাদ্য গ্রহণ করতে পারে, আর প্রতিকূল অবস্থায় তার মোটেই খাদ্যে রুচি থাকে না। অনুকূল অবস্থার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হ'ল সূর্যকিরণ। অবস্থাবিপাকে গাছ আবার উত্তেজিত হ'তে পারে, কিংবা দমে যায়। অন্যান্য প্রাণীর মতো গাছের উপর অস্ত্রোপচার করা চলে, কিন্তু অস্ত্রোপচারক কুশলী না হ'লে গাছের মৃত্যু অনিবার্য।

বিশ্বাস কর আর নাই কর, গাছের 'হৃদয়' আছে, এবং যতক্ষণ গাছ বেঁচে থাকে ততক্ষণ তার 'হৃৎস্পন্দন' চলতে থাকে। অতি সূক্ষ্ম যন্ত্রের সাহায্যে

এই স্পন্দন ধরা হচ্ছিল। এই স্পন্দন আসছিল কাণ্ডের ছালের ঠিক নীচ থেকে। প্রকৃতপক্ষে স্যর জে. সি. বোসের যন্ত্রপাতি অণুবীক্ষণ যন্ত্রের চেয়েও অনেক বেশি সূক্ষ্ম ছিল। এদের সাহায্যে এটা স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিল যে, গাছের 'হৃৎস্পন্দন' অতি মৃদু হলেও তা ক্যাফিন বা কর্পূর জাতীয় কোনো উত্তেজক দ্রব্যের সাহায্যে অনেকাংশে বাড়ানো যায়। আর একটি পরীক্ষায় একটি গাছকে বিপজ্জনক মাত্রায় ক্লোরোফরম দেওয়া হ'ল। তৎক্ষণাৎ ঐ গাছের সঙ্গে সংযুক্ত সূচটির গতি মন্থর হয়ে পড়ল। কয়েক মিনিট মৃত্যু-যন্ত্রণার পর সব শেষ হয়ে গেল।

জীবনসংগ্রাম সত্ত্বেও মৃত্যুযন্ত্রণায় কাতর কোনো প্রাণীর দিকে চেয়ে থাকা বড়ো বেদনাদায়ক। যদিও দৈহিক যন্ত্রণা ভোগ করে মুমূর্ষু প্রাণী নিজে, তাহ'লেও যারা তাকে চেয়ে দেখে তারা সে-যন্ত্রণা অন্ততঃ মর্মে মর্মে অনুভব করতে পারে। কিন্তু গাছের মৃত্যুও একই রকম যন্ত্রণাদায়ক হলেও, তা আমাদের কোনোরকম ভাবান্তর ঘটায় না। তার কারণ হ'ল আমরা জানি না যে, গাছেরও প্রাণ আছে। আমাদের চোখ মুমূর্ষু গাছের যন্ত্রণা দেখতে পায় না। সম্ভবতঃ গাছের প্রতি আমরা সদয় হতাম যদি গাছ কত কষ্ট পেয়ে মরে তা দেখার ক্ষমতা আমাদের থাকত। স্যর জে. সি. বোসের যন্ত্রপাতি আমাদের এই ক্ষমতাই দিয়েছে। কেবল খনিজদ্রব্য খেয়ে প্রাণধারণ করলেও সম্পূর্ণ অহিংস বা নিরপরাধী হওয়া যাবে না। কারণ স্যর জে. সি. বোস তাঁর আগেকার গবেষণায় দেখিয়েছেন যে, ধাতুরও প্রাণ আছে।

Critical Appreciation : *Bose Institute* records Huxley's impressions about Sir J. C. Bose's researches in plant life, after his visit to the Institute. It is of particular interest to us because we want to know what foreigners think of our land and people. Especially *Bose Institute* has avid (আগ্রহী) readers in Bengal, as this essay concerns one of the few Bengali scientists who have earned world-wide fame by their researches in fundamental science.

Huxley did not like all the people he met and all the sights he saw in India. But for Sir Jagadish Chandra Bose he had only unmixed respect and admiration. He called Bose "the great experimenter" and seemed to consider himself fortunate in that the experimenter himself showed him round the laboratories. The experiments that Bose was making, as also the cleverly devised instruments with which they were being performed roused his curiosity. so much so that Huxley felt

obliged to remark : "Through all an afternoon we followed him from marvel to marvel."

That Huxley enjoyed every experiment is clear from his slightly humorous and yet touching description of the plant's reaction (প্রতিক্রিয়া) to it. According to him, the plant's reaction to an electric shock is "shuddering". Transplanting is generally "fatal" to a full-grown tree , it is sure to die of "shock". But in the hands of Sir J. C. Bose, the life of a tree being transplanted is safe ; he knows how to guard it against shock with the right dose of an anesthetic (অসাড় করবার কোন ওষুধ) (e. g., chloroform).

Huxley startles us most when he says that one of Bose's instruments can record " 'the beating of a plant's 'heart'." What is more, while the 'heart beat' of the normal vegetable is very slow, it becomes tremendously fast as soon as it is given a stimulant (উত্তেজক পদার্থ) like caffeine or camphor. By means of a needle stuck to the plant, its reaction to a stimulant or depressant can be graphically traced on a sheet of smoked glass. The graph, again, will tell one how and under what conditions a plant dies, and how excruciating (বেদনাদায়ক) its death throes (মৃত্যু-যন্ত্রণা) are.

Having seen all these experiments, Huxley is forced to the conclusion that cutting a plant into two, or pulling it out of the soil, is nothing but cold-blooded "murder". And if only we could see "the spasms" of the "murdered creature", we would be aghast (সন্ত্রস্ত).

Thanks to Bose's marvellous researches, it can be proved beyond doubt that even matter has life. "Metals respond to stimuli, are subject to fatigue and react to poisons very much as living vegetable and animal organisms do". Such experiments easily fascinate the observer, but one who has to look at them through cold print is at a disadvantage. But there is something in Huxley's description that obviates the disadvantage.

What is that 'something' ? It is the simplicity and straightforwardness of his prose. While he omits no important point, he takes care not to weary the reader with minute details. He expresses the facts of science in clear style. He says just

as much as will bring alive the laboratories before the mind's eye of the readers who has never been to the Bose Institute. In his description he mingles pathos with humour—the pathos generates love for the plant and the humour prevents that love from being tearful.

সমালোচনা ঃ স্যার জগদীশচন্দ্র বোস তাঁর গবেষণাগারে গাছপালার জীবন সম্পর্কে যেসব বৈজ্ঞানিক গবেষণা চালাচ্ছিলেন, সেইসব দেখবার পর হাক্সলি তাঁর অভিজ্ঞতা ও ধারণাগুলো 'বোস ইন্‌স্টিটিউট' নামক প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ করেছেন। বিদেশীরা আমাদের দেশ ও জনসাধারণ সম্বন্ধে কী ভাবে তা জানতে চাই ব'লে এই প্রবন্ধটি আমরা স্বভাবতঃই পড়তে আগ্রহী। বিশেষ করে বোস ইন্সটিটিউট-এর অনেক আগ্রহী বাঙালী পাঠক আছে। তার কারণ এই প্রবন্ধ একজন বাঙালী বিজ্ঞানীকে নিয়ে লেখা। যে কয়জন বাঙালী বিজ্ঞানী মৌল বিজ্ঞান-গবেষক হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছেন ইনি তাঁদের একজন।

ভারতবর্ষে এসে হাক্সলি যাদের দেখেছেন এবং যা দেখেছেন তাদের সকলকে বা তার সব কিছু তাঁর ভালো লাগে নি। তবে স্যার জগদীশচন্দ্র বোসের প্রতি তাঁর অবিমিশ্র শ্রদ্ধা ছিল। বোসকে তিনি একজন 'মহৎ গবেষক' বলেছেন। গবেষক নিজেই যে তাঁকে সমস্ত গবেষণাগার ঘুরিয়ে দেখিয়েছেন তার জন্যে নিজেকে ভাগ্যবান বিবেচনা করেছেন তিনি। বোসের পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং যন্ত্রপাতি হাক্সলিকে কৌতূহলী করে তোলে ; তিনি তাই বলতে বাধ্য হয়েছেন "সারাটা বিকেল ধরে আমরা তাঁর সঙ্গে একের পর এক চমক দেখলাম।"

হাক্সলি যে প্রত্যেকটি পরীক্ষা দেখে খুশী হয়েছিলেন তার প্রমাণ তাঁর বর্ণনা থেকে মিলবে। তাঁর বর্ণনা একদিকে যেমন কিছুটা কৌতুকাবহ, অপর দিকে তেমনি মর্মস্পর্শী। তাঁর মতে গাছের উপর তড়িতাঘাত "ভীতিপ্রদ"। পূর্ণতাপ্রাপ্ত গাছের পক্ষে স্থান-পরিবর্তন "বিপজ্জনক"। এই "আঘাতে" গাছের মৃত্যু অনিবার্য। কিন্তু স্যর জে. সি. বোসের হাতে যে-গাছকে স্থানান্তরিত করা হচ্ছে তার জীবন সম্পূর্ণ নিরাপদ। অসাড়-কারী ওষুধ ঠিক কতটুকু দিলে গাছকে আঘাতমুক্ত রাখা যায় তা তিনি জানেন।

আমরা সবচেয়ে বিস্মিত হই তখন যখন হাক্সলি বলেন যে, বোসের একটি যন্ত্র দিয়ে গাছের "হৃৎস্পন্দন" ধরা যায়। তদধিক বিস্ময়কর হ'ল সাধারণ উদ্ভিদের হৃৎস্পন্দন অতি মন্থর হলেও, কর্পূর বা ক্যাফিনজাতীয় কোনো উত্তেজকের সাহায্যে তা বহুগুণে দ্রুততর করে তোলা যায়। উত্তেজক বা নিরুত্তেজক গাছের উপর কী প্রভাব বিস্তার করে তা জানতে হলে স্বয়ংক্রিয়

সূচ গাছের গায়ে লাগিয়ে দিতে হয়। এই সূচ গাছের হৃৎস্পন্দনের দ্রুততা বা মন্থরতা অনুযায়ী কালো-রঙ করা কাচের উপর রেখাচিত্র আঁকে। কেমন করে ও কোন্ অবস্থায় গাছ মারা যায় এবং তার মৃত্যুযন্ত্রণা কত বেদনাদায়ক তা-ও রেখাচিত্র থেকে বোঝা যায়।

এইসব পরীক্ষা-নিরীক্ষা দেখে হাক্সলি সিদ্ধান্ত করতে বাধ্য হন যে, কোনো গাছকে দ্বিখণ্ডিত করা, বা তার মূলোৎপাটিত করা, "হত্যার" নামান্তর। "'নিহত জীবটির" মৃত্যুযন্ত্রণা দেখতে পেলে আমরা সন্ত্রস্ত হয়ে পড়তাম।

বোসের গবেষণার কল্যাণে আজ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করা যায় যে, 'জড়' বস্তুরও প্রাণ আছে। "ধাতুসমূহ সজ্জি বা জীবদেহের মতো উত্তেজিত হতে পারে বা শ্রান্তিক্লান্তি অনুভব করতে পারে; তাদের দেহে বিষের প্রতিক্রিয়াও হয়।" এ জাতীয় পরীক্ষানিরীক্ষা দেখে সকলেই আকৃষ্ট হবে; তবে যাদের ছাপার অক্ষরের মধ্যে দিয়ে সমস্ত দৃশ্যটির দিকে তাকাতে হবে, তাদের আকর্ষণ করা সহজ নয়। কিন্তু হাক্সলির বর্ণনায় এমন একটা কিছু আছে যার সাহায্যে সেই অসুবিধার সমাধান করা যায়।

সেই 'এমন একটা কিছু' বস্তুটা কী? তা হ'ল তাঁর গদ্যের সারল্য ও অনায়াসগতি। একদিকে যেমন তিনি সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সন্নিবেশ করেছেন, অপরদিকে তেমনি ক্লান্তিকর ও তুচ্ছ খুঁটিনাটিগুলো সযত্নে পরিহার করেছেন। যে-পাঠক কখনো বোস ইন্সটিটিউটে যায় নি সে-ও হাক্সলির বাহুল্যবর্জিত বর্ণনা পাঠ করে ইন্সটিটিউটের গবেষণাগারগুলি মনশ্চক্ষে স্পষ্ট দেখতে পাবে। কৌতুক ও বেদনানুভূতি-মিশ্রিত এই বর্ণনা একদিকে যেমন আমাদের গাছকে ভালোবাসতে শেখায়, অপরদিকে তেমনি সে-ভালোবাসাকে হাস্যকর ছিঁচকাঁদুনেপনায় পর্যবসিত হতে দেয় না।

Analysis

How Huxley, guided by Sir J. C. Bose, followed him from marvel to marvel: automatic tracing of the growth of a plant; effect on it of an electric shock, its exhalation of oxygen; effect on its appetite of sunshine and shade; effect on it of stimulants; and depressants; how to guard against shock before transplantation: While in Calcutta, Huxley visited the Bose Institute, where Sir Jagadish Chandra Bose was making marvellous experiments on plant life. Sir J. C. Bose himself was Huxley's guide. The visitor was shown an automatic needle tracing out the growth of a plant on a piece of smoked glass. One plant shuddered at an electric shock. Another was *seen* taking

food. The plant gives off oxygen as it feeds. So by the amount of oxygen it exhales, it can be ascertained how much food it takes at a given time. In one experiment, the oxygen being exhaled by a plant as it fed was collected in a jar. When the accumulation reached a certain pressure, a little bell automatically rang. This experiment enabled the observer to infer that the plant fed well when the sun shone on it, and, as a result, the bell rang regularly and frequently. When shaded, the plant lost its appetite, and consequently, the bell soon stopped ringing. Artificially stimulated, the plant set the bell wildly tinkling. The visitor was also told how, by the right use of chloroform, a kind of anaesthetic, a full grown tree had been guarded against shock and safely transplanted.

[*Para. 1*]

The effect of an overdose of chloroform on a plant : recording of its very slow heart beat ; graphs showing rapid heart beats and death of a plant : An overdose of chloroform, however, is as dangerous to a plant as to a man. It killed a plant in Bose's laboratory. And that the plant died an extremely painful death could also be inferred from the observation. Bose had devised an instrument that could record 'the heart beat' of a plant. It was a system of highly delicate and sensitive levers that magnified millions of times the pulsations in the layer of tissue just beneath the outer rind of the stem. The instrument then recorded these magnified pulsations in a dotted graph on a sheet of smoked glass. Some of Bose's instruments were finer and more powerful than even the most powerful microscope ever devised by any scientist of his time. With them the ordinary vegetable 'heart beat', which is normally too slow to be perceived by any manner or means known to the dependants on the microscope, could be recorded with wonderful precision. A stimulant like caffeine or camphor set plant's heart' pounding. The result was that the undulations of the graph lengthened out and came closer together. Then a lethal dose of chloroform was added to the plant's water. At once the ups and downs of the graph began to straighten out, showing that the poor thing was dying. Soon after it was all over.

[*Para. 2*]

How Bose has enabled us 'to see' the spasms of a dying plant ; its effect on us : The spasms of a dying animal distress us. We can sense its pain. But a plant, whose death-throes are no

less agonising, fails to move us to pity because we do not see its convulsions before death. But now that Bose's instrument has endowed us with that insight, we cannot destroy plant life with that same easy conscience. [*Para. 3*]

Are vegetarians guiltless of taking life? Is a change to a mineral diet consistent with ahimsa : Vegetarians who consider themselves less cruel than non-vegetarians, will be well advised to stay away from the Bose Institute. For if they visit it and see what happens when a plant dies, they would have to change to strictly mineral diet. But even then Bose would tell them that they were no practitioners of non-violence or *ahimsa*. His earlier researches had proved that even metals have life, they respond to stimuli, can feel tired, and their reaction to poison is spasmodic. [*Para. 4*]

॥ বিশ্লেষণ ॥

চমকের পর চমক : আপনা থেকে উদ্ভিদের পুষ্টির পরিমাপ ঃ তার উপর বিদ্যুতের আঘাতের ফলাফল, উদ্ভিদ্ কর্তৃক অম্লজান নিঃসরণ ; উদ্ভিদের ক্ষুধার উপর সূর্যালোক ও ছায়ার প্রভাব ; উদ্ভিদ্‌কে স্থানান্তরে রোপণের পূর্বে তাকে 'শক' থেকে বাঁচানোর উপায়।—কলকাতায় এসে হাক্সলি একদিন বোস ইন্‌সটিটিউট দেখতে যান। সেখানে স্যর জগদীশচন্দ্র বোস উদ্ভিদ্‌জীবন নিয়ে কতকগুলো চমকপ্রদ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছিলেন। স্যর জে. সি. বোস নিজেই হাক্সলির গাইড ছিলেন। একটি স্বয়ংক্রিয় সূচ কেমন করে একখণ্ড ধোঁয়াটে কাচের উপর একটি চারাগাছের বৃদ্ধির রেখাচিত্র এঁকে চলছিল তা অতিথি স্বচক্ষে দেখলেন। একটি চারা তড়িতাঘাতে সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল। আর একটি চারাকে খেতে 'দেখা' গেল। খাওয়ার সময় স্বাভাবিক-ভাবে গাছ অক্সিজেন ছাড়তে থাকে। কাজেই কোনো বিশেষ সময়ে গাছ কতখানি খাদ্য খেল, তা তার অক্সিজেন ছাড়ার মাত্রা থেকে ধরা যায়। একটি পরীক্ষায় গাছ খাওয়ার সময় যে অক্সিজেন ছাড়ছিল তা একটি পাত্রে ধরে রাখা হচ্ছিল। সংগৃহীত অক্সিজেন একটা নির্দিষ্টমাত্রার চাপ সৃষ্টি করলেই একটা ছোটো ঘণ্টা আপনা থেকেই বেজে উঠছিল। এই পরীক্ষা থেকে নিরীক্ষক সিদ্ধান্ত করতে পারলেন যে, সূর্যকিরণে গাছ ভালো করে খেতে পারে, আর তার ফলে তখন ঘণ্টা দ্রুত এবং নিয়মিত বাজতে থাকে। ছায়ার মধ্যে থাকলে গাছের খাদ্যে রুচি থাকে না, আর সেইজন্যে তখন ঘণ্টা বাজা বন্ধ হয়ে যায়। একটি গাছকে কৃত্রিমভাবে উত্তেজিত করার ফলে তার গাত্র-

সংলগ্ন ঘন্টা অতি দ্রুত বাজতে থাকল। অতিথি আরো দেখলেন যে, স্থানান্তর করার সময় একটি পূর্ণতাপ্রাপ্ত গাছকে উপযুক্ত মাত্রায় ক্লোরোফরম দিয়ে কেমন করে 'শকের' হাত থেকে রক্ষা করা যায়। [অনু ১]

উদ্ভিদের উপর মাত্রাতিরিক্ত ক্লোরোফর্ম প্রয়োগের ফলাফল; উদ্ভিদের অতি-ধীর হৃৎস্পন্দনের পরিমাপ; উদ্ভিদের দ্রুত হৃৎস্পন্দন ও মৃত্যুর রেখাচিত্র।—মাত্রাতিরিক্ত ক্লোরোফরম কিন্তু যেমন মানুষ তেমনি গাছের পক্ষেও বিপজ্জনক। বোসের গবেষণাগারে এইভাবে একটি গাছ মারা পড়ল। নিরীক্ষা থেকেই স্পষ্টই সিদ্ধান্ত করা যাচ্ছিল যে, গাছের মৃত্যুও অতীব যন্ত্রণাদায়ক। বোস একটি যন্ত্র উদ্ভাবন করেছিলেন যার সাহায্যে চারাগাছের হৃৎস্পন্দন নির্ণীত হচ্ছিল। এই যন্ত্রটি কতকগুলি অতি সূক্ষ্ম ও স্পর্শকাতর 'লিভার'-এর সমবায়ে গঠিত; এর সাহায্যে গাছের কাণ্ডের ছালের ঠিক নীচে যে স্পন্দন হয়, তা বহু লক্ষগুণ বাড়িয়ে নিয়ে, তারপর কালো কাচের উপর তার রেখাচিত্র আঁকা যায়। বোসের কয়েকটি যন্ত্র তো তৎকালীন বৈজ্ঞানিকদের উদ্ভাবিত সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী অণুবীক্ষণ যন্ত্রের চেয়েও অধিকতর শক্তিশালী। তাই দিয়ে সাধারণ সব্‌জির হৃৎস্পন্দন অতি সুন্দর-ভাবে নির্ণয় করা যেত। স্বাভাবিক অবস্থায় এই সব সবৃজির হৃৎস্পন্দন এতই মৃদু যে, তা অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে ধরা কিছুতেই সম্ভব নয়। ক্যাফিন বা কর্পূর-জাতীয় উত্তেজক দিয়ে একটি চারাগাছের হৃৎপিণ্ডকে অত্যন্ত দ্রুতগতি করে তোলা হ'ল। তার ফলে উচ্চাবচ রেখাচিত্রটি দীর্ঘতর এবং পরস্পর পরস্পেরর নিকটতর হতে লাগল। তখন গাছের জলে অতিমাত্রার ক্লোরো-ফরম ঢেলে দেওয়া হ'ল। তৎক্ষণাৎ উচ্চাবচ রেখাচিত্রটি সোজা হয়ে এগোতে লাগল এবং বোঝা গেল গাছটি মারা যাচ্ছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই সব শেষ।

[অনু ২]

আচার্য জগদীশচন্দ্র কীভাবে উদ্ভিদের মৃত্যুযন্ত্রণা 'প্রত্যক্ষ' করবার উপায় উদ্ভাবন করেছেন; আমাদের মনের উপর তার প্রভাব।—মুমূর্ষু প্রাণীর যন্ত্রণা আমাদের ব্যথিত করে। আমরা তার যন্ত্রণা অনুভব করতে পারি। কিন্তু গাছের মৃত্যুযন্ত্রণা একই রকম পীড়াদায়ক হলেও, তা আমাদের ব্যথিত করে না; কারণ গাছের যন্ত্রণা আমরা দেখতে পাই না। কিন্তু আজ যখন বোসের যন্ত্রপাতি আমাদের সেই দৃষ্টি দিয়েছে তখন আমাদের পক্ষে আগের মতো নির্দ্বিধায় উদ্ভিদ্‌জীবন নষ্ট করা সম্ভব নয়। [অনু ৩]

নিরামিষাশীরা কি প্রাণনাশের অপরাধ থেকে মুক্ত? বাস্তব পদার্থ আহার কি অহিংসা-নীতি সঙ্গত? নিরামিষাশীরা ভাবেন যে, তাঁরা আমিষ-

ভোজীদের মতো নিষ্ঠুর নন। এ হেন ব্যক্তিরা যেন বোস ইনস্‌টিটিউট থেকে দূরে থাকেন। কারণ সেখানে গিয়ে যদি তাঁরা দেখেন গাছ কীভাবে মরে, তাহলে তাঁদের অজৈব খাদ্য খেয়ে প্রাণধারণ করতে হবে। কিন্তু বোস বলবেন, তাতেও তাঁরা সম্পূর্ণ অহিংস হয়ে উঠতে পারবেন না। কারণ অনেকদিন আগেই তিনি গবেষণা করে দেখিয়েছেন যে, ধাতুরও প্রাণ আছে; এবং তাদের উপর বিষের তীব্র প্রতিক্রিয়া হয়। [অনু ৪]

A Life-sketch of Sir J. C. Bose : Jagadish Chandra Bose was born at Faridpur, now in Bangladesh, in 1858. He was educated at St. Xavier's College, Calcutta, and then at Cambridge University, where he obtained a 'tripos' in science. He was also a B. Sc. of the University of London.

In 1884 Jagadish Chandra joined the teaching staff of the Presidency College, Calcutta, as Professor of Physics. Because he was given a salary lower than that of a European Professor, Jagadish Chandra accepted no pay at all for three years. The authorities then realized that this glaring discrimination (বৈষম্য) was bringing shame and discredit upon none but themselves. They then submitted (নতি স্বীকার করলেন) to Jagadish Chandra to avert further disgrace. The scientist won his point.

Though overworked, Jagadish Chandra made time for researches in the ill-equipped college laboratory. He actually started from scratch. Even then his work on electricity and wireless telegraphy was outstanding. Many people still believe that it was he rather than Marconi, who first succeeded in transmitting wireless messages from one place to another. However, fame came to him first in 1896 when he gave a series of lectures at the Royal Institute of Science in London.

Returning to India he started making researches on plant life. Each of his experiments was, as Huxley says, a marvel. By some cleverly devised instruments he showed that plants like human beings, can feel pain and pleasure. He also showed animation (প্রাণ) in apparently inanimate metals. In 1900 he demonstrated his discoveries before the Science Congress in Paris. On return to India in 1902, he was created a C. I. E. (Companion of the order of the Indian Empire). He retired that year from the Presidency College, but was subsequently made its Professor Emeritus.

In 1917 Jagadish Chandra founded the Bose Institute and dedicated it to the cultivation of scientific studies in India. Ever since the Institute has turned out a large number of research scholars.

আচার্য জগদীশচন্দ্র বোসের সংক্ষিপ্ত জীবনী ঃ ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে বর্তমান বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্ত ফরিদপুরে আচার্য জগদীশচন্দ্র বোস জন্মগ্রহণ করেন। প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পর তিনি কলকাতায় সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে ভর্তি হন। সেখানকার পাঠ সাঙ্গ করে তিনি ইংল্যাণ্ডে গিয়ে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান পড়তে শুরু করেন। কেম্ব্রিজে তিনি বিজ্ঞানে সম্মানজনক ডিগ্রি 'ট্রাইপস্' লাভ করেন। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকেও তিনি বি. এস্. সি. ডিগ্রি লাভ করেন।

দেশে ফিরে এসে জগদীশচন্দ্র ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপনার কাজ গ্রহণ করেন। সেখানে তিনি পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক ছিলেন। ঐ কলেজের একজন ইয়োরোপীয় অধ্যাপকের বেতন থেকে তাঁর বেতন অনেক কম হওয়ায় তিনি এর প্রতিবাদে বেতন বয়কট করেন। তিন বছর বিনা বেতনে তিনি কাজ করে যান। শেষ পর্যন্ত কর্তৃপক্ষের হুঁস হল যে এই বৈষম্য তাঁদেরই লোকচক্ষে হেয় করে তুলেছে। তাঁরা জগদীশচন্দ্রের বক্তব্য মেনে নিয়ে এই বৈষম্য দূর করলেন।

অতিরিক্ত পরিশ্রম হওয়া সত্ত্বেও জগদীশচন্দ্র কলেজের লেবরেটরিতে গবেষণার কাজ করতেন। সামান্য যা কিছু সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি সেখানে ছিল তাই নিয়েই তিনি কাজ করতে আরম্ভ করেন। সেই সময়েই বিদ্যুৎ ও বেতার নিয়ে তাঁর গবেষণালব্ধ ফল বিস্ময়কর ছিল। অনেকে মনে করেন মার্কনির আগে তিনিই প্রথম বেতারে সংবাদ পাঠাবার উপায় আবিষ্কার করেন। তাঁর যশ ও খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল ১৮৯৬ সালে, যখন তিনি লণ্ডনের 'রয়্যাল ইনস্টিটিউট অব্ সায়েন্স'-এর সভায় কয়েকটি বক্তৃতা দেন।

এবার দেশে ফিরে তিনি উদ্ভিদের জীবন সম্বন্ধে গবেষণা শুরু করেন। তাঁর প্রতিটি পরীক্ষাই ছিল চমকপ্রদ। সূক্ষ্ম সব যন্ত্রপাতির সাহায্যে তিনি দেখাতে সক্ষম হলেন যে মানুষের মতো গাছপালারও সুখ-দুঃখ বোধ আছে। জড়পদার্থেরও যে প্রাণ আছে তাও তিনি প্রমাণ করলেন। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে বিজ্ঞান-সম্মেলন তিনি তাঁর আবিষ্কারের ফলাফল দেখালেন। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁকে সি. আই. ই. উপাধিতে ভূষিত করা হয়। ঐ বছরই তিনি প্রেসিডেন্সি

কলেজ থেকে অবসর নেন। কিন্তু তাঁকে এমিরিটাস্ প্রফেসর হিসাবে আবার নিয়োগ করা হয়।

জগদীশচন্দ্র ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে 'বোস ইন্স্টিটিউট' প্রতিষ্ঠা করেন। এই প্রতিষ্ঠানটিকে তিনি ভারতে বৈজ্ঞানিক গবেষণার কাজে উৎসর্গ করেন। এ পর্যন্ত এই প্রতিষ্ঠান থেকে বহু সংখ্যক গবেষক পণ্ডিত সৃষ্টি হয়েছে।

Notes, Explanations, References, etc.
Paragraph 1

Gist : Guided by Sir J. C. Bose, the great experimenter himself, Aldous Huxley saw marvel after marvel at the Bose Institute. He saw the growth of a plant being graphically traced out on a sheet of smoked glass by an automatic needle. He saw plants feeding indoors and out-of-doors, being shocked by an electric current, stimulated by caffeine and camphor, and also heard about trees anaesthetized by chloroform prior to transplantation.

সারার্থ ঃ সুবিখ্যাত বিজ্ঞানী স্যার জে. সি. বোস স্বয়ং অল্ডাস হাক্সলিকে একের পর এক চমক দেখান। স্বয়ংক্রিয় সূচের সাহায্যে একটি চারাগাছের বৃদ্ধির রেখাচিত্র কেমন করে আঁকা হচ্ছিল, হাক্সলি তা দেখেন। ঘরের ভেতরে এবং বাইরে গাছ কেমন করে খাদ্যগ্রহণ করে, তাও তিনি দেখলেন। আরো দেখলেন, গাছকে কেমন ভাবে ক্যাফিন বা কর্পূরের সাহায্যে উত্তেজিত করা যায় এবং শুনলেন গাছকে স্থানান্তরের পূর্বে ক্লোরোফরমের সাহায্যে তার অনুভূতি অসাড় করে দিতে হয়।

Notes, etc. : *At the Bose Institute in Calcutta*—কলকাতায় বসু-বিজ্ঞানমন্দিরে। **N. B.** *The Bose Institute* is a society for the promotion of scientific studies. It was set up by Sir Jagadish Chandra Bose in 1917. It is well over half a century old now. Many scientists are engaged in research work here. The Institute is named after its founder, Bose. বসু-বিজ্ঞানমন্দির বৈজ্ঞানিক তথ্যানুসন্ধানের একটি কেন্দ্র। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু এটি স্থাপন করেন। বর্তমানে কেন্দ্রটির বয়স অর্ধ-শতকেরও বেশ কিছু উপরে হয়ে গেছে। এখানে বহু বিজ্ঞান-সাধক গবেষণার কাজে লিপ্ত আছেন।

Great—প্রখ্যাত ; খ্যাতনামা ; pre-eminent ; distinguished. *Experimenter*—যিনি বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন ; বৈজ্ঞানিক

গবেষক ; one who carries on scientific experiments ; investigator into scientific facts. **N. B.** The three parts of research are observation, experiment, and inference. বৈজ্ঞানিক গবেষণার তিনটি অঙ্গ হল পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও সিদ্ধান্ত। *The great experimenter himself*—প্রখ্যাত গবেষক স্বয়ং (নিজে), অর্থাৎ আচার্য জগদীশচন্দ্র। *Guide*—পথ-প্রদর্শক ; পরিচালক ; যিনি দ্রষ্টব্য বিষয় বা বস্তু ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেন ; one who shows the way or interprets the exhibits.

At the Bose Institute......our guide—কলকাতায় বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরে প্রখ্যাত গবেষক (আচার্য জগদীশচন্দ্র) স্বয়ং ছিলেন আমাদের গাইড।

Through—মধ্যে দিয়ে ; ব্যাপ্ত করে। *All an afternoon*—একটি সারা বিকেল ; the whole of an afternoon. *Through all an afternoon*—একটি সারা বিকেল ধ'রে (ব্যাপ্ত ক'রে) ; for a whole afternoon *Followed*—অনুসরণ ক'রে চল্লুম ; walked behind. *Marvel*—চমক ; চমকপ্রদ বস্তু বা ব্যাপার ; wonderful thing. *From marvel to marvel*—চমক থেকে চমকে ; অর্থাৎ একটি চমকপ্রদ বিষয়ের পর আর একটি চমকপ্রদ বিষয়ে। *Followed him from marvel to marvel*—তাঁর পিছুপিছু চলতে চলতে একের পর এক চমকপ্রদ ব্যাপার দেখতে লাগলুম ; led by him (Jagadish Chandra), we (the visitors, *i. e.*, Huxley and others) saw one wonderful thing after another. **N. B.** 'Marvel' here refers to the curious and startling results obtained through experiments by Jagadish Chandra. চমক বলতে এখানে বোঝাচ্ছে জগদীশচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বারা লব্ধ নানা ফল।

Through all an afternoon······marvel to marvel.—তাঁর পিছু পিছু চলতে চলতে একটি সারা বিকেল ধ'রে আমরা চমকের পর চমকের সম্মুখীন হ'তে লাগলুম।

Watched—লক্ষ্য ক'রে দেখলুম ; মনোযোগ দিয়ে দেখলুম ; observed ; examined and noted. *Growth*—বৃদ্ধি ; পূর্ণতা প্রাপ্তি ; growing ; gradual development towards maturity. *Plant*—উদ্ভিদ্ ; member of the vegetable kingdom ('চারা গাছ' অর্থ নয়।) *We watched the growth of a plant*—আমরা একটি উদ্ভিদের বৃদ্ধি লক্ষ্য ক'রে দেখলুম।

Traced—রেখা-চিহ্নিত ; drawn with lines ; delineated. *Being traced out*—রেখা দিয়ে চিহ্নিত হচ্ছে ; being reproduced in lines ; being delineated. *Automatically*—স্বয়ংক্রিয় ভাবে ; আপনা থেকেই in a self-regulating process. *Needle*—সূচ ; শলাকা। *By a needle*—একটি সূচ দিয়ে। *Sheet*—পাত ; চওড়া সরু চ্যাপ্টা টুকরো ; broad thin flat piece. *Smoked*—ধোঁয়া দিয়ে কালো-রঙ করা ; stained dark by applying smoke. *On a sheet of smoked glass*—ধোঁয়া দিয়ে কালো-রঙ-করা একটুকরো চওড়া সরু চ্যাপ্টা কাচের উপর।

We watched the growth of a plant......smoked glass—আমরা লক্ষ্য ক'রে দেখলুম এক টুকরো ধোঁয়াটে কাচের পাতের উপর একটি সূচ দিয়ে আপনা থেকেই একটি উদ্ভিদের বৃদ্ধি রেখা-চিহ্নিত হয়ে চলেছে।

Sudden—আকস্মিক, অপ্রত্যাশিত ; abrupt ; without warning ; unexpected. *Shuddering*—সন্ত্রস্ত ভাব কম্পমান ; spasmodical shivering. *Reaction*—প্রতিক্রিয়া ; আক্ষেপ ; a return or opposing action ; a convulsive response to a stimulus. *Electric*—বিদ্যুৎ ; pertaining to electricity. *Shock*—প্রবল আঘাত : violent impact. *Electric shock*—দেহের মধ্যে দিয়ে বিদ্যুৎ-প্রবাহের গতিজনিত অনুভূতি ; তড়িতাঘাত ; sensation caused by the passage of electricity through the body.

We saw its sudden, shuddering reaction to an electric shock.—এর (উদ্ভিদের) উপর তড়িতাঘাতের আকস্মিক, সন্ত্রস্তভাবে কম্পমান প্রতিক্রিয়াও আমরা প্রত্যক্ষ করলুম।

Feeding—খাদ্য গ্রহণ করতে ; taking food. *In the process*—এই অবস্থায় ; in course of being done ; অর্থাৎ খাদ্যগ্রহণরত অবস্থায় ; in the course of taking food. *Exhaling*—নিঃশ্বাসের সঙ্গে বের করে দিচ্ছিল ; was breathing out. *Minute*—অতি সামান্য ; very small. *Quantities*—মাত্রা ; 'quantity' in its plural number means a large amount ; 'an abundance'. But by appending the adjective 'minute' to 'quentities', Huxley wants to mean 'a large number of very small bubbles.' *It was exhaling minute quantities of oxygen*—গাছটি নিঃশ্বাসের সঙ্গে সামান্য পরিমাণ অক্সিজেন বের করে দিচ্ছিল ; it (the plant) was breathing out small amounts of oxygen.

We watched a plant feeding······minute quantities of oxygen—আমরা লক্ষ্য ক'রে দেখলুম একটি উদ্ভিদ্ আহার গ্রহণ করছে; সেই অবস্থায় তা নিশ্বাসের সঙ্গে যৎসামান্য মাত্রায় অক্সিজেন ছেড়ে দিচ্ছে।

Each time—প্রতিবারে; on every occasion. *Accumulation*—পুঞ্জীভবন; collection. *The accumulation of exhaled oxygen*—গাছের নিঃশ্বাসের সঙ্গে বহিষ্কৃত অক্সিজেনের সঞ্চিত অংশ; the total collection of oxygen breathed out by the plant. *Reached*—উপনীত হ'ল; পৌঁছল; attained. *A certain amount*—একটি নির্দিষ্ট মাত্রা; some specific quantity. *Each time the accumulation of exhaled oxygen reached a certain amount*—গাছের নিঃশ্বাসের সঙ্গে নিষ্ক্রান্ত অক্সিজেন যতবার একটা নির্দিষ্ট মাত্রায় সঞ্চিত হচ্ছিল; whenever the collection of the oxygen discharged by the plant was of some definite quantity. *A little bell*—একটি ছোটো ঘণ্টা। *Warns you*—তোমাকে সতর্ক করে দেয়; make you aware of. *Like the bellthat warns you*—সেই ঘণ্টার মতো যা তোমাকে সতর্ক ক'রে দেয়; this bell was similar to the one that makes you aware of. *When you are nearly at the end of your line of typewriting*—যখন তুমি টাইপ করতে করতে একটা লাইনের প্রায় শেষে পৌঁচেছ; when you have finished typing almost a line of writing. *Line of typewriting*—টাইপ-করা একেকটি লাইন বা পঙ্‌ক্তি; a group of .typed words arrangged in a line. *Automatically rang*—আপনা থেকে বেজে উঠেছিল। যথার্থ কথা বলতে গেলে বলতে হয় ঘণ্টা কিন্তু আপনা থেকে বাজত না। সঞ্চিত অক্সিজেন একটা নির্দিষ্ট চাপ সৃষ্টি করেই ঘণ্টা বাজাত। Rang of itself, a self-moving process. Strictly speaking, the bell did not ring by itself. It was the accumulated oxygen that rang the bell by exerting a dfienite pressure on it. It only looked as if the bell rang automatically.

Each time......automatically rang—প্রত্যেকবার নির্গত অক্সিজেনের পরিমাণ একটি নির্দিষ্ট মাত্রায় এসে দাঁড়ালে, একটি ছোট ঘণ্টি যেমন তুমি যখন তোমার টাইপরাইটিং লাইনের প্রায় শেষ সীমায় এসে পৌঁচেছ তখন তোমায় সতর্ক ক'রে দেয়, তেমনি করে আপনা থেকে বেজে উঠছিল।

Shone—আলোকপাত করছিল; emitted light. *When the sun*

shone on the plant—যখন সূর্যালোক উদ্ভিদ্‌টির উপর পড়ছিল ; as the sunlight fell on the plant. *Often*—বারবার ; frequently. *Regularly*—নিয়মিতভাবে ; systematically ; at definite intervals. *The bell rang often and regularly*—ঘণ্টাটা বারবার এবং নিয়মিতভাবে বাজতে লাগল ; the bell rang again and again at definite intervals.

When the sun......often and regularly—সূর্যালোক যখন উদ্ভিদ্‌টির উপর পড়ছিল, তখন ঘণ্টিটিও বারবার নিয়মিতভাবে বেজে চলছিল।

Shaded—ছায়াচ্ছন্ন, অর্থাৎ সূর্যালোক থেকে আবৃত ; in shade, screened from light. *Stopped*—থামিয়ে দিলে ; made to cease. *At long intervals*—অনেকক্ষণ পর পর ; after long pauses. *Or not at all*—বা আদৌ না ; or never altogether. *The bell rang at long intervals, or not at all*—ঘণ্টাটা হয় অনেকক্ষণ পরপর বাজছিল, না হয় আদৌ বাজছিল না ; the bell either rang after long pauses or did not ring at all.

Shaded......or not at all—ছায়ায় ঢাকা হ'লে, উদ্ভিদ্‌টি আহার গ্রহণ বন্ধ করলে, ঘণ্টিটি অনেকক্ষণ পর পর বাজতে লাগল, নয় আদৌ বাজছিল না। *A drop*—এক ফোঁটা ; a small amount of liquid in a round shape. *Stimulant*—উত্তেজক পদার্থ ; something that excites by increasing bodily or mental activity. *Added*—মিশ্রিত ; mixed. *The plant was standing*—গাছটি দাঁড়িয়ে ছিল, অর্থাৎ লাগানো ছিল ; i.e., the plant was stuck. *A drop of stimulant added to the water in which the plant was standing*—গাছ যে জলে দাঁড়িয়ে ছিল তাতে এক ফোঁটা উত্তেজক মেশানোর পর। when a small amount of stimulant was mixed with the water in which the plant was set. *Set*—(কিছু করতে) শুরু করেছিল ; started doing something. *Wildly tinkling*—উদ্দামভাবে বাজতে ; set to ringing tremendously fast. *A drop of stimulant set the bell wildly tinkling*—এক ফোঁটা উত্তেজক ঘণ্টাটাকে উদ্দামভাবে বাজাতে আরম্ভ ক'রে দিল ; a small quantity of stimulant made the bell ring tremendously fast. *As though*—যেন ; as if. *Record breaking*—রেকর্ড ভাঙতে সমর্থ। able to break records. *Typist*—যে টাইপ করে ; one who types, *Some record breaking typist*—এমন কোন টাইপিস্ট যে টাইপ করার

পূর্বতন সব রেকর্ড (অর্থাৎ প্রতি মিনিটে টাইপ করা শব্দের সর্বোচ্চ সংখ্যা) ভাঙতে মনস্থ করেছে ; some typist who is determined to break the previous record in typing words per minute. *Machine*—যন্ত্র (টাইপ করা যন্ত্র অর্থে) ; typing appliance. *At the machine*—যন্ত্র নিয়ে কাজে লেগেছে, অর্থাৎ, টাইপ করতে ব্যস্ত ; working at the type-writing machine.

A drop of stimulant......at the machine—উদ্ভিদটি যে জলের মধ্যে দাঁড়িয়েছিল, তাতে এক ফোঁটা উত্তেজক ওষুধ মেশানোর ফলে ঘণ্টিটি উদ্দাম ভাবে বাজতে লাগল—যেন কোনো রেকর্ড ভাঙা টাইপিস্ট যন্ত্র নিয়ে বসেছে।

Out of doors—ঘরের বাইরে ; উন্মুক্ত স্থানে, out in the open. *For the plant was feeding out of doors*—কারণ উদ্ভিদ্‌টি বাইরে খোলা জায়গায় খাদ্যগ্রহণ করছিল ; for the plant was taking food in the open.

Near it......a large tree—তার কাছেই—কেন-না উদ্ভিদ্‌টি ঘরের বাইরে খোলা জায়গায় আহার করছিল—দাঁড়িয়ে ছিল প্রকাণ্ড এক গাছ।

It had been brought to the garden—সেটিকে (বড় গাছটিকে) বাগানে আনা হয়েছিল ; the plant had been transferred to the garden. *From a distance*—দূর থেকে ; from a place which was not near. *Transplanting*—কোনো জায়গা থেকে গাছ তুলে এনে অন্যত্র লাগানো ; taking out of the ground and planting again in another place. *Generally*—সাধারণতঃ ; usually. *Fatal*—মৃত্যু ঘটাতে পারে এমন বিপজ্জনক ; প্রাণঘাতী ; ending in death, ruin or disaster. *Full-grown*—পূর্ণবয়স্ক বা পূর্ণতাপ্রাপ্ত ; mature or fully developed.

Transplanting is generally fatal to a full-grown tree—সাধারণতঃ পরিণত গাছের পক্ষে স্থানান্তরকরণ মারাত্মক হয় ; more often than not the displacement of a fully developed tree proves disastrous. **It dies of shock.** (শিকড় উৎপাটনজনিত) আক্ষেপ-হেতু গাছ মারা যায় ; a sensation of stunning pain caused by uprooting strikes it dead. *Most men*—অধিকাংশ লোক ; the largest number of people. *Arms and legs*—হাত এবং পা। *Amputated* অঙ্গচ্ছেদ করা ; cut off limbs. *Without*—ব্যতীত ; ছাড়া ; excluding.

Anaesthetic—এমন ওষুধ যা দৈহিক অনুভূতিকে অসাড় করে দেয়; a substance that causes inhability to feel pain, cold, heat, etc.

So would most……without an anaesthetic—কোনো অসাড়কারী ওষুধ প্রয়োগ না ক'রে যদি বাহু বা পদচ্ছেদ করা যায়, তবে বেশির ভাগ লোকেরও তাই হবে (অর্থাৎ তারা শক পেয়ে মারা যাবে)।

Administered—প্রয়োগ করেছিলেন; applied. *Chloroform*—এমন একটি তরল বস্তু যা ডাক্তাররা রোগীকে অচৈতন্য করার জন্যে ব্যবহার করেন; a liquid that doctors use to make person unconscious. *The operation*—ক্রিয়া, অর্থাৎ গাছটির স্থানান্তর; গাছটির উপর অস্ত্রোপচার; action, *i.e.*, the displacement of the plant; a piece of surgery performed upon the tree.

The operation was completely successful—কাজটি অর্থাৎ এই অস্ত্রোপচার সম্পূর্ণ সফল হয়েছিল; the act of uprooting the fully developed tree and replanting it at some other place was done quite successfully. *Waking*—জেগে উঠে; চেতনা ফিরে পেয়ে; rising from sleep; having regained consciousness. *Anaesthetised*—ওষুধ প্রয়োগে অসাড়; rendered insensible by drug. *The anaesthetised tree*—অচৈতন্য বৃক্ষটি; the insensible tree. *Immediately*—তৎক্ষণাৎ; at once; without any waste of time. *Took root*—মাটিতে শিকড় গাড়ল; it stuck its root firmly in the ground. *Flourished*—বেড়ে চলল; prospered; was active and growing.

Waking, the anaesthetised tree immediately took root in its new place and flourished—চৈতন্য ফিরে পাওয়ার পর অসাড় গাছটি তৎক্ষণাৎ মাটিতে শিকড় গেড়ে ফেলল এবং পরিবৃদ্ধি লাভ করতে লাগল; having regained consciousness, the insensible tree struck its root firmly into the soil and began to prosper.

অনুবাদ ঃ কলকাতার বসু বিজ্ঞান-মন্দিরে বিখ্যাত গবেষক স্বয়ং আমাদের গাইড ছিলেন। তাঁর সঙ্গে আমরা সারা বিকেল ধরে একের একের পর এক চমক দেখতে লাগলাম। আমরা দেখলাম একটি চারাগাছের বৃদ্ধির রেখাচিত্র একটি স্বয়ংক্রিয় সূচের সাহায্যে এক টুকরো ধোঁয়াটে কাচের উপর আঁকা হচ্ছে; বিদ্যুৎতরঙ্গের আঘাতে গাছ কেমন হঠাৎ ভয়ে কেঁপে ওঠে, আমরা তাও দেখলাম। একটি উদ্ভিদকে আমরা খেতে দেখলাম; খাবার সময় গাছটি

স্বল্পমাত্রায় অক্সিজেন ছেড়ে দিচ্ছিল। নির্গত অক্সিজেনের সঞ্চয় যতবার একটা নির্দিষ্ট মাত্রায় এসে দাঁড়াচ্ছিল ততবার একটা ছোট্ট ঘণ্টা আপনা থেকেই বেজে উঠছিল। ঘণ্টাটা অনেকটা টাইপ-রাইটারের ঘণ্টার শব্দের মতো যা পুরো এক লাইন টাইপ হওয়ার আগে সতর্ক করে দেয়। ছায়ায় ঢেকে রাখা হ'লে গাছটি খাওয়া বন্ধ করে দিল; ঘণ্টা তখন বহুক্ষণ পর পর বাজতে লাগল বা আর আদৌ বাজল না। গাছ যে জলের মধ্যে দাঁড়িয়ে ছিল তাতে এক ফোঁটা উত্তেজক মেশানোর পর ঘণ্টা উদ্দামভাবে বেজে চলল; মনে হ'ল কোনো টাইপিস্ট যেন দ্রুত টাইপ করার সমস্ত অতীত রেকর্ড ভেঙে ফেলতে কৃতসঙ্কল্প হয়ে টাইপ করতে বসেছে। এই উদ্ভিদটি খোলা জায়গায় আহার করছিল—এর কাছেই একটি মস্ত গাছ দাঁড়িয়ে ছিল। স্যর জে. সি বোস আমাদের বললেন যে বৃক্ষটিকে দূরবর্তী বাগান থেকে উঠিয়ে আনা হয়েছে। সাধারণতঃ পরিণত বৃক্ষকে স্থানচ্যুত করে অন্যত্র বসালে তা দুর্দৈবের সম্মুখীন হয়; গাছ তখন 'শক' বা আক্ষেপে মারা যায়। অধিকাংশ লোকও ঐ-ভাবেই মারা যেত যদি ওষুধের সাহায্যে অচৈতন্য না করে তাদের হাত-পা কাটা হ'ত। গাছটাকে অসাড় করার জন্যে বোস ক্লোরোফরম ব্যবহার করেছিলেন। তাঁর এই অস্ত্রোপচার সম্পূর্ণ সফল হয়েছিল। সচেতন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গাছটা মাটিতে শিকড় গেড়ে ফেলল এবং বৃদ্ধি পেতে লাগল।

Grammar and Composition: *himself*—emphasizing pronoun (*not* reflexive, in apposition to 'experimenter'.

from marvel, to marvel—adverb-phrases, *from marvel* qualifying 'followed', *to marvel* qualifying 'from marvel'.

(We watched a plant) *feeding*—present participle used predicatively of the object 'a plant'.

Shaded—past participle in nominative absolute construction (*shaded*=it being shaded),

(the plant stopped) *feeding*—gerund, object of 'stopped'.

tinkling—present participle used predicatively of the object 'the bells'.

Transplanting—gerund, subject to the verb 'is'.

or not at all—co-ordinate clause, meaning—*or did not ring at all.*

It *dies of* shock—Note the preposition after the verb *die*;
To *die of* an illness (cholera, pox, hunger etc.)
To *die from* a wound.
To *die through* neglect.
To *die in* battle.

successful—predicative adjective used of the subject 'the operation'.

Waking (='on waking')—gerund, used with the preposition 'on' understood.

set the bell wildly tinkling : cf.

The accident *set him thinking.*

Who was it that *set the ball rolling* ?

His antics *set the onlookers laughing.*

took root : cf

Many exotic plants *have* readily *taken root* in our country.

Principles derived from foreign countries rarely *take root.*

Expl. : Through all......marvel to marvel.

This sentence is taken from Aldous Huxley's *Bose Institute.* While in Calcutta, Huxley came to visit the Bose Institute. The Institute was founded by Sir J. C. Bose, who had earned great fame as a learned experimenter. It was good to be guided by him around the research laboratories.

The author spent the whole afternoon there and thoroughly enjoyed himself. Sir J. C. Bose was carrying on researches on plant life. His experiments were fascinating and marvellous. Huxley saw them one by one and was thrilled. He never knew that even plants had such interesting stories to tell.

Notes : *Marvel*—wonderful thing. As the experiments opened out a new world of experience before Huxley, he wondered at them.

ব্যাখ্যা : এই বাক্যটি Aldous Huxley রচিত *Bose Institute* থেকে নেওয়া হয়েছে। কলকাতায় থাকতে হাক্সলি বোস ইন্‌সটিউট দেখতে আসেন। স্যর জে. সি. বোস বজ্ঞান মন্দিরটি স্থাপন করেছিলেন। সুপণ্ডিত গবেষক হিসাবে তিনি খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তাঁকে গবেষণাগারগুলির প্রদর্শক হিসাবে পাওয়া ভাগ্যের কথা।

হাক্সলি সারা বিকেল সেখানে কাটিয়ে খুব তৃপ্তি পেয়েছিলেন। উদ্ভিদ্-জীবনের উপর স্যর জে. সি. বোস সেখানে গবেষণা করছিলেন। তাঁর পরীক্ষাগুলি অতীব নয়নরঞ্জক ও চমকপ্রদ ছিল। সেগুলো একটার পর এক-টা দেখে হাক্সলি যুগপৎ উত্তেজিত ও বিস্মিত হন। তিনি আগে কখনো ভাবতে পারেন নি গাছেরও এমন চিত্তগ্রাহী কাহিনী রয়েছে।

টীকা : *Marvel*—যা বিস্ময়বোধ জাগ্রত করে। পরীক্ষাগুলি অভিজ্ঞতার

একটি নতুন জগৎ উন্মুক্ত করেছিল বলে হাক্সলি তা দেখে এমন বিমুগ্ধ হয়েছিলেন।

Expl. : A drop of stimulant......at the machine.

These lines occur in the first paragraph of Aldous Huxley's *Bose Institute.* The author was shown round the laboratories by Sir J. C. Bose himself. Huxley saw many an interesting experiment. These concerned plant feeding, plant growth and plant response to stimuli.

In one experiment a small bell was so attached to a jar collecting the oxygen liberated by the plant, which stood in a pot of water, as to ring automatically when the accumulation attained a certain pressure. The experimenter could tell from the frequency of ringing how the plant was thriving at a particular moment under a given condition. The water in which the plant stood was mixed with a wee bit caffeine or camphor. The bell at once started tinkling very much more rapidly. It was obvious that the plant was liberating great quantities of oxygen at a much increased rate. But why? Because being stimulated, the plant left greater physical well-being and, cosequently, a greater urge to consume more food than usual. In the process it breathed forth, as is wont, oxygen exactly in proportion to the intake of food.

Note : *As though some record-breaking typist were at the machine*—Huxley's description of the sudden spurt of the of the exhalation of oxygen by the plant, and the consequent ringing of the bell, is highly interesting. He has already compared the bell used in the experiment with the one that tinkles towards the end of a line of typewriting. He sustains the comparison all through the description. He says that following the administration of the stimulant, the plant set the bell tinkling so wildly that one who did not see the experiment, but only heard the sound, might think that a typist bent on setting a new record of typing the highest number of words per minute was operating the type-writer. The result was that the time taken in passing from one line to the next became brief and the bell too rang continually.

ব্যাখ্যা : ছত্র কয়টি Aldous Huxley কৃত *Bose Intitute*-এর প্রথম অনুচ্ছেদ থেকে উদ্ধৃত। স্যর জে. সি. বোস নিজেই লেখককে গবেষণাগারগুলি দেখান। হাক্সলি কয়েকটি মজার পরীক্ষা দেখেন। এই পরীক্ষাগুলি হ'ল গাছের খাদ্যগ্রহণ, গাছের বৃদ্ধি এবং উত্তেজনায় সাড়া সংক্রান্ত।

একটি পরীক্ষায় একটি বয়মে ছোট্ট একটা ঘন্টা বাঁধা ছিল। খাদ্যগ্রহণরত উদ্ভিদ্ যে অক্সিজেন ছেড়ে দিচ্ছিল তা একটা নির্দিষ্ট মাত্রায় সঞ্চিত হলেই এই বয়মের ঘন্টাটি বেজে উঠছিল। গাছটি অবশ্য একটি জলপূর্ণ পাত্রে লাগানো ছিল। ঘন্টা কত দ্রুত বাজে তাই থেকে পরীক্ষক বলতে পারতেন কোন একটি বিশেষ অবস্থায় গাছের কেমন কাটছিল। যে-জলে গাছটি লাগানো ছিল তার সঙ্গে সামান্য একটু ক্যাফিন বা কর্পূর মেশানো হ'ল। ঘন্টাটি সঙ্গে সঙ্গে অতি দ্রুত বাজতে লাগল। স্পষ্টতঃ গাছ অনেক দ্রুত ও বেশি পরিমাণে অক্সিজেন ছাড়তে শুরু করেছিল। কিন্তু কেন? কারণ উদ্দীপিত হয়ে গাছ অধিকতর শারীরিক স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করছিল। আর তার ফলে অধিক খাদ্য গ্রহণের তাগিদ অনুভব করেছিল। এই অবস্থায় স্বভাবসিদ্ধভাবে গাছ যে পরিমাণে খাদ্য গ্রহণ করছিল ঠিক তদনুপাতে অক্সিজেন ছাড়ছিল।

টীকা : *As though some record-breaking typist were at the machine*—গাছের হঠাৎ বিপুল পরিমাণে অক্সিজেন ছাড়া এবং তার ফলে ক্রমাগত ঘন্টা বাজা—এই দৃশ্যটি হাক্সলি চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন। এর আগে তিনি পরীক্ষাকার্যে ব্যবহৃত ঘন্টাটিকে টাইপযন্ত্রের সঙ্গে তুলনা করেছেন। শেষোক্ত ঘন্টা এক লাইন টাইপ শেষ হওয়ার ঠিক আগে বাজে। এই তুলনা তিনি বরাবর রক্ষা করেছেন। এখানে তিনি বলেছেন যে উদ্দীপক ওষুধ ব্যবহারের পর ঘন্টা এত দ্রুত বাজতে শুরু করল যে পরীক্ষাকার্য না দেখে কেবল ঘন্টা শুনলে মনে হতে পারত যে প্রতি মিনিটে সর্বাধিক সংখ্যক শব্দ টাইপ করার নতুন রেকর্ড স্থাপন করার উদ্দেশ্যে কোন ব্যক্তি টাইপযন্ত্র নিয়ে বসেছে। তার ফলে এক লাইন টাইপ শেষ করা ও পরবর্তী লাইন শুরু করা এই দুয়ের মধ্যে সময়ের ব্যবধান সামান্য ছিল এবং ঘন্টাও প্রায় একনাগাড়ে বেজে চলছিল।

Short Questions and Answers

Q. 1. *Who was the guide of the writer at the Bose institute?* [বোস ইনস্টিটিউটে লেখকের পরিচালক কে ছিলেন?]

Ans. Sir Jagadish Chandra Bose, the experimenter, was his guide at the Bose Institute.

[বোস ইনস্টিটিউটে লেখকের পরিচালক ছিলেন স্বয়ং গবেষক স্যার জগদীশচন্দ্র বোস।]

Q. 2. *What does the writer mean by 'marvel'?* ['চমকপ্রদ ব্যাপার' বলতে লেখক কি বোঝাচ্ছেন?]

Ans. 'Marvel' refers to the curious and startling result obtained through experiments made by J. C. Bose.

[চমকপ্রদ ব্যাপার বলতে বোঝাচ্ছে জগদীশচন্দ্র বোসের বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরিক্ষার দ্বারা লব্ধ ফল ।]

Q. 3. *How could the growth of a plant be observed?* [উদ্ভিদের বৃদ্ধি কিভাবে পর্যবেক্ষণ করা গেল ?]

Ans. The growth of a plant could be observed by the mark traced out automatically by a needle on a smoked glass.

[একটি স্বয়ংক্রিয় সূচের সাহায্যে ধোঁয়াময় একটি কাচের উপর যে রেখা-চিত্র অঙ্কিত হচ্ছিল তা থেকেই উদ্ভিদের বৃদ্ধি পর্যবেক্ষণ করা যাচ্ছিল ।]

Q. 4. *How did the plant react to an electric shock* ? [বৈদ্যুতিক তরঙ্গে উদ্ভিদটির কিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়েছিল ?]

Ans. The plant suddenly shuddered at the electric shock.

[বৈদ্যুতিক তরঙ্গাঘাতে উদ্ভিদটি হঠাৎ কেঁপে উঠছিল ।]

Q. 5. *How did the bell ring when the plant was being fed?*
[উদ্ভিদটিকে খাওয়াবার সময় ঘণ্টাটি কিভাবে বেজেছিল ?]

Ans. When it was being fed, the plant exhaled a little amount of oxygen ; and when the oxygen, thus accumulated reached a certain amount, the bell rang automatically under its pressure.

[খাওয়াবার সময় উদ্ভিদটি কিছু কিছু অক্সিজেন বের করে দিচ্ছিল । এই ভাবে সঞ্চিত অক্সিজেন একটা নির্দিষ্ট মাত্রায় পৌঁছানো মাত্র এর চাপে ঘণ্টাটি আপনা থেকেই বেজে উঠছিল ।]

Q. 6. *How did the bell ring, (i) when the sun shone on the plant, (ii) when it was shaded and (iii) when some stimulant was added to the water in which it stood.*

[ঘণ্টাটা কিভাবে বেজেছিল—(১) যখন উদ্ভিদের উপর সূর্য-কিরণ পড়েছিল, (২) যখন তার ওপর ছায়া পড়েছিল, (৩) যে জলে উদ্ভিদটা খাড়া ছিল তাতে যখন কোন উত্তেজক পদার্থ মেশানো হয়েছিল ?]

Ans. (i) When the sun shone on the plant, the bell rang often and regularly ; (ii) when it was shaded, the bell almost stopped ringing and (iii) when some stimulant was mixed in the water in which the plant stood, the bell rang wildly.

[(১) সূর্য-কিরণে চারাটা রাখলে ঘণ্টাটা নিয়মিত এবং প্রায়ই বেজে

চলত; (২) সেটাকে ছায়ায় রাখলে ঘন্টাটা প্রায় থেমে যেত, বাজতই না এবং (৩) যে জলে গাছটা দাঁড়িয়ে ছিল, তার মধ্যে এক ফোঁটা উত্তেজক পদার্থ মেশালে ঘন্টাটা উদ্দামভাবে বেজে চলত।]

Q. 7. *Why is transplanting fatal to a full-grown tree?* [একটা পরিণত গাছকে স্থানান্তরিত করাটা মারাত্মক কেন?]

Ans. A full-grown tree generally dies of shock if it is transplanted.

[পরিণত কোন গাছকে স্থানান্তরিত করতে গেলে সাধারণতঃ সেটা আঘাত-জনিত কারণে মারা যায়।]

Q. 8. *How was a full-grown tree successfully transplanted?* [একটি পরিণত গাছকে কিভাবে স্থানান্তরিত করা সম্ভব হয়েছিল?]

Ans. Before transplantation, chloroform was applied to the full grown tree and thus it was anæsthetised. Then it was transplanted. When the influence of chloroform was gone, the tree took root in the new place.

[স্থানান্তরে বসাবার পূর্বে পরিণত গাছটিকে ক্লোরোফরম দ্বারা অচৈতন্য করে ফেলা হয়। তারপর সেটাকে স্থানান্তরে এনে পুঁতে দেওয়া হয়। ক্লোরোফর্মের :প্রভাব নষ্ট হলে গাছটা নতুন জায়গার মাটিতে শিকড় গেড়ে ফেলে।]

Paragraph 2

Gist: In one laboratory Huxley saw the heart beats of a plant being recorded automatically in a dotted graph on a moving sheet of smoked glass. He found that Bose's instruments were all very delicate and sensitive. Some of them could reveal more than the most powerful microscope. The plant was given a stimulant. At once the instrument recorded highly rapid pulsations. Then an overdose of chloroform was administered. It acted as poison. The graph flattened out showing that the plant was in its death throes. Ultimately the line of dots became quite straight. The plant was killed.

সারার্থ: একটি গবেষণাগারে হাক্সলি স্বয়ংক্রিয় সূচের সাহায্যে একখণ্ড চলন্ত ধোঁয়াটে কাচের উপর চারাগাছের হৃৎস্পন্দনের রেখাচিত্র আঁকা হতে দেখলেন। বোসের সব যন্ত্রপাতিই অতি সূক্ষ্ম ও অনুভূতিসম্পন্ন। তার মধ্যে কতকগুলি আবার অণুবীক্ষণ যন্ত্রের চেয়েও বেশি কার্যকর। একটি চারাকে উদ্দীপক ওষুধ দেওয়া হ'ল। তৎক্ষণাৎ যন্ত্রের সাহায্যে চারাটির তীব্রতর স্পন্দন

ধরা পড়ল। তারপর অতিমাত্রায় ক্লোরোফরম দেওয়া হ'ল। এর ফল হ'ল বিষময়। রেখাচিত্র এখন সরল হয়ে উঠল, আর তা থেকে বোঝা গেল গাছের মৃত্যু নিকটবর্তী। অবশেষে রেখাচিত্রের বিন্দুগুলি সম্পূর্ণ সরল হয়ে গেল। বোঝা গেল গাছটি নিষ্প্রাণ।

Notes, etc.: *Overdose*—অতিমাত্রা ; a dose heavier than necessary or desirable. *Fatal*—সাংঘাতিক ; প্রাণঘাতী ; disastrous ; ruinous ; ending in death.

But an overdose of chloroform is as fatal to a plant as to a man—মাত্রাতিরিক্ত ক্লোরোফরম যেমন মানুষ তেমনি গাছের পক্ষেও সাংঘাতিক ; excessive chloroform is as ruinous to a man as to the plant.

Laboratories—গবেষণাগারসমূহ ; rooms or building used for experiments in natural science. *We were shown*—আমাদের দেখানো হয়েছিল ; we were made to see. *Instruments*—যন্ত্র ; tool. *Records*—নথীবদ্ধ করে (এখানে 'রেখাচিত্র আঁকে' বোঝাচ্ছে) ; documents (in the present context it means "it traces by curves or straight lines"). *The instrument which records*—যে যন্ত্র রেখাচিত্র আঁকে ; the tool that traces by curves or straight lines. *The beating*—স্পন্দন ; গতি ; pulsation ; movements. *Plant's 'heart'*—চারাগাছের 'হৃৎপিণ্ড'। ('হৃৎপিণ্ড' শব্দটি ' ' চিহ্নের মধ্যে রাখার কারণ হ'ল প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী গাছের হৃৎপিণ্ড নেই। হাক্সলি বোঝাতে চান যে, হৃৎপিণ্ডের মতো কোনো একটি দেহযন্ত্র যদিও গাছের ভেতরে খুঁজে পাওয়া যাবে না, তৎসত্ত্বেও হৃৎপিণ্ডের যে-কাজ—সমগ্র দেহে প্রাণস্পন্দন সঞ্চারিত করা—তা করতে গাছ অবশ্যই সক্ষম) ; the heart of a young plant (the word 'heart' is boxed inside inverted commas because it is popularly believed that the plant has *no* heart. What Huxley drives at is that though no single physical mechanism like the heart can be discovered inside the plant body, yet the function of the heart to vibrate the whole being with life, that is to say—is something of which the plant is certainly capable.)

In one of the laboratories......the beating of a plant's "heart"—গবেষণাগারগুলোর একটিতে আমাদের সেই যন্ত্র দেখানো হ'ল যা উদ্ভিদের হৃৎস্পন্দন রেখাচিহ্নিত করে থাকে।

By a system of—এক বিশেষ পদ্ধতির দ্বারা ; by a particular method. *Levers*—চাপ দেওয়ার বা চালনার জন্যে যন্ত্রাংশ ; a bar for exerting pressure or motion. *By a system of levers*—গতি-নির্ণায়ক যন্ত্রাংশসমষ্টির সাহায্যে ; particular method of ascertaining the motion with the help of a combination of bars. *Similar*—সদৃশ ; অনুরূপ ; identical. *Similar in principle*—একই প্রণালীতে ; identical in pattern. *Self-recording*—স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে নির্ণয় করা ; recording by itself and without any outside aid. *Barometer*—আবহমান যন্ত্র ; an instrument for measuring atmospheric pressure. (*To*) *that*—সেই প্রণালী ('প্রণালী' শব্দটি উহ্য রাখা হয়েছে), to that principle (the word 'principle' is understood here). *Familiar*—পরিচিত ; acquainted. *To that with which the self-recording barometer has made us familiar*—যে-প্রণালীর সঙ্গে স্বয়ংক্রিয় আবহমান-যন্ত্র আমাদের পরিচয় ঘটিয়েছে সেই প্রণালীতে ; in that particular method with which the barometer has familiarised us. *Enormously*—বহুল পরিমাণে ; greatly. *Delicate*—সূক্ষ্ম ; tender. *Sensitive*—সূক্ষ্মভাবে অনুভবশীল (অর্থাৎ যা অতি সূক্ষ্ম স্পন্দনও অনুভব করতে পারে) ; readily responding to or recording slight change in condition (*i. e.*, capable of recording the minutest pulsation). *But enormously more delicate and sensitive*—তবে অনেক বেশি সূক্ষ্ম ও অনুভবশীল ; however, much more responsive to the slightest pulsation (than the barometer). *Occur*—ঘটে ; happen. *The layer of tissue*—কোষ-সমূহের স্তর ; the stratum formed by an aggregate of similar cells. *Pulsations which occur in the layer of tissue*—যেসব স্পন্দন কোষসমূহের স্তরে উদ্ভূত হয় ; the vibrations that arise out of the aggregate of similar cells. *Immediately*—অব্যবহিত পরে ; সরাসরি ; directly. *Beneath*—নীচে ; below. *Outer*—বাহিরের দিকে ; outside. *Rind*—গাছের ছাল ; bark. *Stem*—কাণ্ড ; the main body or stalk of the tree. *In the layer of tissue immediately beneath the outer rind of the stem*—গাছের কাণ্ডের বহিরাবরণের কোষস্তরের ঠিক নীচে ; just below the stratum of cells attached to the stalk of the tree. *Magnified*—বাড়িয়ে দেখানো ; enlarged. *The minutest*

pulsations are magnified—অতি মৃদু স্পন্দনগুলি বাড়িয়ে তোলা হয়; the slightest vibrations are enlarged. *Literally*—আক্ষরিক অর্থে; true in the literal sense of the term. *Millions of times*—লক্ষ লক্ষ গুণ; many many times. *Literally millions of times*—আক্ষরিক অর্থে লক্ষ লক্ষ গুণ (অর্থাৎ উৎসাহের আতিশয্যে কথাটা বলা হচ্ছে না; সত্যই লক্ষ লক্ষ গুণ); truly several millions of times (that is to say, the expression "millions of times" is not used in an overplus of enthusiasm; really as many times). *Dotted graph*—বিন্দুর সমষ্টিতে চিত্রিত রেখা; a graph formed by dots. *Moving*—চলমান; in a state of locomotion. *Moving sheet of glass*—চলমান এক টুকরো ধোঁয়াটে কাচ।

By a system of levers......smoked glass.—চাপ দেওয়ার বা চালনার যন্ত্রাংশের সাহায্যে, স্বয়ংক্রিয় আবহমান-যন্ত্রের পদ্ধতি যার সঙ্গে আমাদের পরিচয় সাধন ক'রে দিয়েছে, তারই অনুরূপ কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বহু, বহু গুণে সূক্ষ্ম ও সংবেদনশীল যন্ত্রাংশ দিয়ে বৃক্ষত্বকের ঠিক তলাতেই যে মৃদু স্পন্দন হ'তে থাকে তার আক্ষরিক অর্থে বহু নিযুত গুণ বৃদ্ধিসাধন করে তা আপনা থেকেই এক চলমান ধোঁয়াটে কাচের উপর রেখাচিহ্ন অঙ্কন ক'রে চলে।

Visible—দৃশ্যমান; প্রত্যক্ষগোচর; that which may be seen. *Hitherto*—এযাবৎ; up to now. *Impossible to see*—দেখা অসম্ভব; that which cannot be seen.

Instruments have made visible things that it has been hitherto impossible to see—যা এযাবৎ দেখা অসম্ভব ছিল যন্ত্রপাতিগুলি তাও দৃষ্টিগোচর করে তুলেছে; instruments have enabled us to see those things that we could never see before. *With the aid*—সাহায্যে; with the help; by means of. *The most powerful microscope*—সর্বাধিক শক্তিশালী অণুবীক্ষণ যন্ত্র।

Normal—স্বাভাবিক; usual. *Vegetable*—উদ্ভিদ; a plant. *The normal vegetable 'heart beat'*—উদ্ভিদের স্বাভাবিক অবস্থায় হৃৎস্পন্দন; the heart-beat of a plant under normal circumstances. *Point by point*—একের পর এক বিন্দুর সমষ্টিতে; by degrees. *Slow*—মন্থর; ধীর; not quick in movement. *The moving plate*—চলমান থালা; the flat thin sheet of metal in motion.

The normal vegetable 'heart beat……very slow—আমরা যেমন চলমান বালির উপর খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলুম, উদ্ভিদের স্বাভাবিক হৃৎস্পন্দন বড়ই মন্থর।

The best part of a minute—এক মিনিটের প্রায় সবটা, অর্থাৎ প্রায় এক মিনিট ; almost a minute. *The pulsating tissue*—স্পন্দমান কোষ ; vibrating cells. *To pass*—অতিক্রম করতে ; to cross. *Maximum*—সর্বাধিক ; greatest. *Contraction*—সংকোচন ; the state of being smaller or shorter. *Expansion*—প্রসারণ ; the state of being longer or broader.

It must take the best part of a minute for the pulsating tissue to pass from maximum contraction to maximum expansion—স্পন্দমান কোষসমূহের সর্বাধিক সংকুচিত অবস্থা থেকে সর্বাধিক প্রসারিত অবস্থায় যেতে প্রায় এক মিনিট অবশ্যই লাগে ; once the beating tissue has fully contracted, it needs nearly a minute to expand fully.

Grain—কণা ; wee bit. *Caffeine*—ক্ষারজাতীয় পদার্থ ; alkaloid. *Camphor*—কর্পূর।

A grain of caffeine or of camphor affects the plant's 'heart'—এক কণা ক্ষার বা কর্পূর উদ্ভিদের 'হৃৎপিণ্ডকে' প্রভাবিত করে ; a wee bit of alkaloid or camphor can influence the plant's heart. *Exactly*—ঠিক সেইভাবে ; ঠিক ততখানি ; just as much ; neither more nor less. *The same way*—একই রকম ভাবে ; alike in manner.

A grain of……an animal—এক কণা ক্ষার বা কর্পূর যেমন প্রাণীর তেমনি গাছের হৃৎপিণ্ডকে সমপরিমাণে প্রভাবিত করতে পারে ; a wee bit of alkaloid or camphor can affect a plant's heart just as much as it does that of an animal,

Stimulant'—উদ্দীপক ; something that causes excitement. *Added*—মিশ্রিত ; mixed. *Almost immediately*—প্রায় তৎক্ষণাৎ ; almost at once. *Undulations*—তরঙ্গিত গতিবিশিষ্ট রেখাসমূহ ; the wavy lines. *Lengthened out*—প্রসারিত হ'ল ; stretched out. *Under our eyes*—আমাদের চোখের সামনে ; beneath our eyes. *At the same time*—একই সময়ে, যুগপৎ ; synchronically. *Came close together*—পরস্পরের কাছাকাছি এল ; closed up.

Immediately the undulations of the graph lengthened out—তৎক্ষণাৎ রেখাচিত্রের তরঙ্গিত গতিবিশিষ্ট রেখাগুলি প্রসারিত হতে লাগল ; at once the wavy lines of the graph stretched out. *At the same time* (the *undulations of the graph*) *came closer together*—(তরঙ্গিত গতিবিশিষ্ট রেখাগুলি) সেইসঙ্গে পরস্পরের কাছাকাছি এসে পড়ল ; synchronically, the distance between the wavy lines diminished. *Violent*—উদ্দাম ; wild. *Rapid*—দ্রুত ; fast ; quick.

The pulse of the plant's 'heart' had become more violent and more rapid—গাছের হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন অনেক বেশি উদ্দাম ও দ্রুত হয়ে গিয়েছিল ; the heart-beat of the plant had become much faster.

The pick-me-up—উত্তেজক বা উদ্দীপক পদার্থ ; stimulant. *Administered*—প্রয়োগ করলাম ; applied. *Poison*—বিষ ; deadly substance. *Mortal dose*—প্রাণনাশক মাত্রা ; a quantity large enough to cause death.

After the pick-me-up we administered poison—উদ্দীপক ওষুধের পর আমরা বিষ প্রয়োগ করলাম ; after the stimulant we gave the plant poison.

A mortal dose of chlorofrm was dropped into the plant's water—গাছের জলে অত্যধিক পরিমাণে ক্লোরোফরম মিশিয়ে দেওয়া হ'ল ; the plant's water was mixed with an overdose of chloroform. *Death agony*—মৃত্যু-যন্ত্রণা ; death throe.

The graph became the record of a death agony—রেখা-চিত্রটি একটি মৃত্যু-যন্ত্রণার স্মারক হয়ে দাঁড়াল ; the diagram became a testimony to a death throe.

Paralysed—অসাড় করে দিল ; made insensible. *Ups and downs*—উত্থান-পতন ; rises and falls. *Flattened out*—চেটাল হয়ে গেল ; became straight. *Horizontal*—সমতল ; আনুভূমিক ; flat or level ; parallel to the horizon.

The ups and downs of the graph flattened out into a horizontal line—চিত্রের উঁচু-নীচু রেখাগুলি চেটাল হতে হতে সমতল

(অর্থাৎ সরল) হয়ে গেল ; the curves of the diagram stretched so to be quite flat.

Half-way—মধ্যপথে ; মাঝামাঝি জায়গায় ; middle of the way. *Extremes*—দুই প্রান্তবর্তী সীমা ; uttermost bounds. *Half-way between the extremes of undulation*—তরঙ্গিত রেখাগুলির সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন সীমার মধ্যস্থলে ; equidistant from the peaks and pits of the wavy lines. *Any life*—যেটুকু প্রাণস্পন্দন ; the last stirrings of life. *Remained*—ছিল ; existed. *Medial*—মধ্যবর্তী ; in the middle. **Medial line*—the line dividing a surface or an object lengthwise into halves ; যে রেখা কোনো সমতল ক্ষেত্র কিংবা বস্তুকে লম্বালম্বি ভাবে দ্বিধাবিভক্ত ক'রে থাকে।

So long as any life remained in the plant—যতক্ষণ পর্যন্ত উদ্ভিদটির মধ্যে একটুও প্রাণ ছিল ; as long as life flickered in the plant. *Level*—সমতল ; flat. **This medial line did not run level**—এই মধ্যবর্তী রেখা সমতল হ'ল না ঃ this middle line did not loes its wavy character. *Jagged*—খাঁজকাটা ; অমসৃণ কিনারা সম্বলিত ; notched. *Sharp*—ধারাল পার্শ্বযুক্ত ; having a fine edge or point. *Irregular*—অসমতল ; uneven.

(**The medial line**) **was jagged with sharp ups and downs**—মধ্যবর্তী রেখাটি অমসৃণ, সূচাল প্রান্তবিশিষ্ট এবং উঁচু-নীচু ছিল ; the middle line was uneven and notched.

Represented—প্রদর্শন করল ; exhibited. *Visible*—দৃষ্টিগোচর ; perceptible by or within range of sight. *Symbol*—প্রতীক চিহ্ন ; sign. **Represented in a visible symbol**—এক প্রতীয়মান চিহ্নের সাহায্যে দেখাল ; exhibited by means of an apparent sign. *Spasms*—প্রচণ্ড অনৈচ্ছিক আক্ষেপ ; violent involuntary convulsions. *Murdered creature*—নিহত জীব। *Desperately*—মরিয়া হয়ে ; recklessly. *Struggling for life*—বাঁচার জন্যে সংগ্রাম করছিল ; striving to stay alive.

But so long as……for life—কিন্তু যতক্ষণ গাছে একটুও প্রাণ ছিল

---

*Selections-এর Revised first edition-এ এখানে 'medical' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। সেটি ভুল। শব্দটি হবে 'medial'.

ততক্ষণ এই মধ্যবর্তী রেখা সরল হ'ল না বরং এতে উঁচু-নীচু অমসৃণতা দেখা দিল। এই খাঁজগুলো হ'ল একটি নিহত প্রাণীর বেঁচে থাকার মরিয়া চেষ্টার একটি স্পষ্ট প্রতীক ; as long as there was any trace of life in the plant it struggled as hard as it could to live on. This was clear from the middle line of the graph, which rather than being straight and horizontal, became very much notched and uneven. The notches symbolized a pathetic struggle for life.

After a little while—সামান্যক্ষণ পরে ; shortly after. **There were no more ups and downs**—আর কোনো উত্থান-পতন ছিল না ; there were no rises and falls (in the medial line). **The line of dots was quite straight**—বিন্দুসমষ্টির রেখাটি সহজ এবং সরল হয়েছিল ; the dotted line was now absolutely horizontal. **The plant was dead**—গাছটি মৃত।

অনুবাদ : অত্যধিক ক্লোরোফরম যেমন মানুষের, তেমনি গাছের পক্ষেও প্রাণঘাতী। গবেষণাগারগুলির মধ্যে একটিতে আমাদের একটা যন্ত্র দেখানো হ'ল ; তাই দিয়ে উদ্ভিদের 'হৃৎস্পন্দন' লিপিবদ্ধ করা যায়। কতকগুলি চাপ-দেওয়ার-উপযুক্ত যন্ত্রাংশ (লিভার) দিয়ে, কাণ্ডের ছালের ঠিক নীচে কোষস্তরে যে স্পন্দন হয়, তা আক্ষরিক অর্থে বহু লক্ষ গুণ বাড়িয়ে তোলা হয়ে থাকে, এবং তারপর এই বর্ধিত স্পন্দনগুলো একটি চলমান ধোঁয়াটে কাচের উপর আপনা থেকেই একটি রেখাচিত্র হয়ে ফুটে ওঠে। স্বয়ংক্রিয় আবহমান যন্ত্রের কল্যাণে আমরা যে-পদ্ধতির সঙ্গে পরিচিত, প্রায় সেই পদ্ধতিতে লিভার সাহায্যে এই যন্ত্রটি আপনা-আপনি কাজ করে। অবশ্য এই যন্ত্র অনেক বেশি সূক্ষ্ম ও প্রতি-ক্রিয়াশীল। যা এতকাল সবচেয়ে শক্তিশালী অণুবীক্ষণ যন্ত্রের-সাহায্যেও দেখা অসম্ভব ছিল, বোসের যন্ত্রপাতি এখন তা দৃষ্টিগোচর করেছে। চলমান চাকতির উপরে একটি একটি বিন্দু দিয়ে আমরা যে রেখাচিত্র আঁকা হতে দেখলাম, তাতে ক'রে বোঝা গেল, উদ্ভিদের স্বাভাবিক হৃৎস্পন্দন নিতান্তই মন্থর। একটি সম্পূর্ণ সংকুচিত কোষগ্রন্থির আবার সম্পূর্ণ প্রসারিত হতে প্রায় এক মিনিট সময় লাগে। কিন্তু সামান্য ক্ষার বা কর্পূর যেমন প্রাণীর, তেমনি গাছের হৃৎপিণ্ডকেও প্রভাবিত করে। উদ্দীপক বস্তুটি গাছের জলে গুলে দেওয়া হ'ল। প্রায় তৎক্ষণাৎ আমাদের চোখের সামনে রেখাচিত্রের তরঙ্গগুলি দীর্ঘ হ'তে লাগল এবং সেইসঙ্গে পরস্পরের নিকটবর্তী হয়ে গেল। দৃশ্যতঃ গাছের নাড়ীর স্পন্দন অনেক উদ্দাম ও দ্রুততর হয়ে গেছে। উদ্দীপকের পর

আমরা বিষ প্রয়োগ করলাম। গাছের জলে প্রাণঘাতী মাত্রায় ক্লোরোফরম ফেলে দেওয়া হল। রেখাচিত্র তখন একটি মৃত্যু-যন্ত্রণার সাক্ষী হয়ে দাঁড়াল। বিষ হৃৎপিণ্ডকে যতই অসাড় ক'রে ফেলছিল, ততই রেখাচিত্রের উঁচু-নীচু প্রান্তগুলি সহজ সরল হয়ে যেতে লাগল। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত উদ্ভিদের মধ্যে একটুও প্রাণ রইল, ততক্ষণ রেখাচিত্রের মধ্যবর্তী লাইন সম্পূর্ণ সরল হ'ল না। বরং ঐ-রেখাটি তীক্ষ্ণ এবং অসমভাবে উঁচু-নীচু হয়ে উঠল ; অমসৃণ কিনারাগুলো নিহত জীবের বাঁচবার অন্তিম চেষ্টার একটা প্রতীক। অল্পক্ষণ পরে রেখার ওঠানামা শেষ হয়ে গেল। বিন্দুমুক্ত রেখাটি এবার সরল হয়ে এল। বোঝা গেল গাছটি মারা গেছে।

Grammar and Composition : *as fatal to a plant as to a man*—Here the first *as* is an adverb qualifying the predicative adjective *fatal*, while the second *as* is a conjunction joining the adverb-clause (elliptical) to the main clause.

familiar—objective complement.

beating—verbal noun, used as an object of the verb 'records'.

With which......familiar—Adj. clause, qualifying 'that.'

to see—infinitive used adverbially to qualify the predicative adjective *impossible*.

Note that in the expression *'heart beat'* both the words are nouns, *heart* standing as an epithet of *beat*. (The word *heart* is *not* 'a noun used as an adjective'.)

In the expression *death agony* also both the words are nouns, *death* being the epithet of *agony*.

Note the use of *ups* and *downs* as nouns ; cf.

It is, indeed, a task to cycle over the *ups and downs* in the country-side.

('ups and downs' = undulating ground).

He is an experienced old person, quite inured to the *ups* and *downs* of life.

('ups and downs' = changes of fortune)

Expl. : But an overdose......as to a man.

This line occurs in Aldous Huxley's *Bose Institute*. Sir J. C. Bose has proved that, under an anæsthetic, a full grown tree can be transplanted without any harm done to it. He has actually brought a big tree into his garden from a distance after anæsthetising it with chloroform. The anæsthetic guarded the tree against possible shock.

But it must be remembered that chloroform is useful up to a point, that is to say, when a mild dose of it is applied. Beyond that, it not only defeats the purpose for which it is generally used but also acts as poison. And what is true of man is true of a plant as well. Excessive chloroform is just as deadly to a plant as to a man. This is what a subsequent experiment revealed to Huxley.

Note: *Overdose*: a dose heavier than beneficial or warranted.

ব্যাখ্যা : এই লাইনটি অল্ডাস হাক্সলি রচিত Bose Institute থেকে গৃহীত। স্যর জে. সি. বোস প্রমাণ করেছেন যে অ্যানাসথেটিকের সাহায্যে নিরাপদে পরিণত গাছকে স্থানান্তরিত করা যায়। বস্তুতঃ একবার তিনি একটা মহীরুহকে ক্লোরোফরম দিয়ে অচেতন করে নেন, তারপর তাকে দূরান্তর থেকে এনে নিজের বাগানে বসিয়ে দেন। অসাড়কারী ওষুধ দেওয়ার ফলে গাছ মূলোৎপাটনের আঘাত অনুভব করতে পারে নি।

তবে মনে রাখা দরকার যে ক্লোরোফরম যদি পরিমিত পরিমাণে ব্যবহার করা হয় তবেই তা কার্যকর হয়। প্রয়োজনাতিরিক্ত ক্লোরোফরম যে কেবল মূল উদ্দেশ্য ব্যর্থ করে তাই নয়, এর প্রতিক্রিয়া বিষময় হয়ে ওঠে। মানুষের বেলায় যা সত্য, গাছের ক্ষেত্রেও তাই সত্য। অর্থাৎ অত্যধিক ক্লোরোফরম গাছ ও মানুষ উভয়ের পক্ষেই প্রাণঘাতী। পরবর্তী একটি পরীক্ষা দেখে হাক্সলি এই তত্ত্ব সম্যক উপলব্ধি করেছিলেন।

টীকা : *Overdose*—অতিমাত্রা ; প্রয়োজনীয় বা মঙ্গলদায়ক মাত্রার অতিরিক্ত।

Expl. : Bose's instruments······powerful microscope.

These lines are taken from Aldous Huxley's *Bose Institute*. Sir J. C. Bose's laboratories are full of scientific curios. To the author they sprang surprise after surprise. He saw an instrument automatically recording the minute pulsations inside the plant's body.

Sir J. C. Bose had devised many wonderful instruments. It is a well-known fact that the microscope can reveal to us many things that the naked eye cannot see. It can produce a highly magnified image of anything that is placed under its lens. And again there are some microscopes that are more powerful than the rest. But then there is a limit to its power, and certain things are too small to be seen with the help of

even the most powerful microscope. This is where Bose's instruments score a point. They can prove the existence of something—minute pulsations inside the plant's body, for example—of which the microscopes know nothing.

ব্যাখ্যা : এই পঙ্‌ক্তি কয়েকটি অল্‌ডাস হাক্সলিকৃত Bosc Institute শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে গৃহীত। স্যর জে. সি. বোসের গবেষণাগারগুলো বৈজ্ঞানিক তাৎপর্যপূর্ণ কৌতূহলোদ্দীপক বস্তুতে পূর্ণ। লেখক সেখানে একের পর এক চমক দেখেন। তিনি একটি স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র দেখলেন—এটি আপনা থেকে গাছের দেহাভ্যন্তরের স্পন্দনের লিপিচিত্র রচনা করছিল।

স্যর জে. সি. বোস. অনেকগুলো চমকপ্রদ যন্ত্র উদ্ভাবন করেছিলেন। একটা বহুজন-বিদিত ঘটনা হল যে অণুবীক্ষণ যন্ত্র খালি চোখে দেখা যায় না এমন বহু জিনিস দৃষ্টিগোচর করেছে। অতি ক্ষুদ্র জিনিসের বিবর্ধিত ছবি এই যন্ত্র তৈরি করতে পারে। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের মধ্যে আবার•কয়েকটি অতি শক্তি-শালী। তাহ'লেও এই শক্তির একটা সীমা আছে। তার ফলে কিছু কিছু অতি ক্ষুদ্র জিনিস অণুবীক্ষণ যন্ত্রের অগোচরে রয়ে গেছে। এই বিষয়ে বোসের যন্ত্রপাতি তাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছে। গাছের অভ্যন্তরের স্পন্দন-সমূহের মত কিছু কিছু ঘটনার অস্তিত্ব বোসের যন্ত্রপাতি প্রমাণ করেছে, অণুবীক্ষণ যন্ত্র সেখানে অক্ষম।

Expl. : But so long......struggling for life.

This is an excerpt from the second paragraph of Huxley's *Bose Institute.* Of the many experiments that the author saw in the laboratories of the Bose Institute, the one that involved the murder of a plant was the most pathetic and instructive. Following the intake of a mortal dose of chloroform, the plant began to droop. It was the same plant that was so long transmitting messages of vibrant life through an automatic needle. Its pulsating cells forced the needle up and down. But now that its poisoned cells had begun to die, they no longer could affect the movement of the needle, which left to itself, ran level.

But some time, however brief, must pass between the application of poison and the death of the plant. This is the time for an agonising, though fruitless, struggle for life. When the plant was given an overdose of chloroform, and its heart began to cease functioning, the curves in the

graph flattened out considerably—but not all along the line. As the poor thing was not yet quite dead, the median line had not become horizontal. The paralysed heart beat feebly and spasmodically in fits and starts and the corresponding graph on the smoked glass bristled with uneven notches. *To anyone who could decode a diagram* (যে সংকেতলিপির পাঠোদ্ধার করতে পারে তার কাছে) the uneven lines told the story of a murdered creature's desperate but unsuccessful bid to ward off death.

Note: *Visible symbol*—while the plant's struggle could not be seen, the irregular curves in the graph were the visible signs of the plant's death spasms.

ব্যাখ্যা : আলে'চ্যাংশ হাক্সলি রচিত Bose Institute থেকে উৎকলিত। বোস ইনস্টিটিউটের গবেষণাগারগুলিতে যেসব পরীক্ষা চলছিল তার মধ্যে সবচেয়ে মর্মস্পর্শী শিক্ষামূলক পরীক্ষাটি হ'ল গাছের হত্যা। অতিরিক্ত জোরে ফরমের প্রয়োগে গাছ ঝুঁকে পড়ল। এই চারাটিই এতক্ষণ একটি স্বয়ংক্রিয় সূচের সাহায্যে জীবনসংকেত পাঠাচ্ছিল। এই স্পন্দমান কোষসমূহ সূচটিকে কখনো উপরে কখনো নীচে ঠেলছিল। কিন্তু বিষক্রিয়ায় কোষগুলো যখন মারা পড়তে লাগল, তখন আর তাদের সূচটিকে চালাবার ক্ষমতা রইল না। বিনা বাধায় সূচটির আনুভূমিক সরল পথে চলার কথা।

কিন্তু বিষ প্রয়োগের পর, স্বল্প হ'লেও কিছু সময় কাটলে তবে গাছ মারা যায়। এই অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে গাছ মৃত্যুর সঙ্গে তীব্র যন্ত্রণাদায়ক অথচ নিরর্থক জীবনসংগ্রামে রত থাকে। অত্যধিক ক্লোরোফরম প্রয়োগের পর গাছের হৃৎপিণ্ড যখন স্তব্ধ হয়ে যেতে শুরু করল, তখন বাঁকা রেখাগুলো যথেষ্ট সরল হয়ে এলেও আগাগোড়াই আনুভূমিক হল না। বেচারা গাছটি সম্পূর্ণ মরে নি। পক্ষাহত হৃৎপিণ্ডটির দুর্বল এবং আক্ষেপযুক্ত (feeble and spasmodical) স্পন্দনের অনুরূপ (corresponding) লিপিচিত্রটি অসম খাঁজে (uneven notches) কণ্টকিত (bristle) হয়ে উঠেছিল। যে ব্যক্তি সংকেতলিপির অর্থোদ্ধার করতে পারে তার কাছে এই অসম রেখাগুলো নিশ্চয় একটি নিহত জীবের ব্যর্থ অথচ মরীয়া জীবন-সংগ্রামের কাহিনী তুলে ধরছিল।

টীকা : *Visible symbol*—চারাগাছটির জীবন-সংগ্রাম অদৃশ্য থাকলেও লিপি-চিত্রের বাঁকা রেখাগুলোই তার মৃত্যু-যন্ত্রণার দৃশ্য প্রতীক।

Short Questions and Answers

Q. 1. *What was hown to the writer and others in one of the laboratories?* [লেখক ও অন্যান্যদের গবেষণাগারের একটিতে কি দেখান হয়েছিল ?]

Ans. They were shown an instrument which records the beating of a plant's heart.

[তাঁদের একটি যন্ত্র দেখান হয়েছিল, যাতে গাছের হৃৎস্পন্দন রেখা চিহ্নিত হয়।]

Q. 2. *Where do the pulsations of a plant occur?* [উদ্ভিদের কোন্ জায়গায় তার হৃৎস্পন্দন ঘটে ?]

Ans. The pulsations of a plant occur in the layer of cells immediately beneath the outer rind of its stem.

[গাছের হৃৎস্পন্দন হয় তার কাণ্ডের ছালের ঠিক নীচের কোষস্তরে।]

Q. 3. *How are the pulsations magnified?* [হৃৎস্পন্দনকে কিভাবে বাড়িয়ে তোলা হয় ?]

Ans. The pulsations are magnified by a system of very delicate and sensitive levers.

[কতকগুলি অতি সূক্ষ্ম ও অনুভবশীল চাপ দেবার যন্ত্র দ্বারা হৃৎস্পন্দনকে বাড়িয়ে তোলা হয়।]

Q. 4. *How is the normal vegetable 'heart-beat'?* [উদ্ভিদের স্বাভাবিক হৃৎস্পন্দন কিরূপ ?]

Ans. The normal vegetable 'heart-beat' is very slow.

[উদ্ভিদের স্বাভাবিক হৃৎস্পন্দন হল অত্যন্ত ধীরগতি।]

Q. 5. *What happened when the stimulant was added to the plant's water?* [গাছের জলে উদ্দীপক পদার্থটি মেশাবার ফল কি হয়েছিল ?]

Ans. The moment the stimulant was added to the plant's water, the undulations of the graph lengthened and came closer together.

[উদ্দীপক জিনিসটি গাছের জলে গুলে দেবার সঙ্গে সঙ্গে রেখাচিত্রের তরঙ্গগুলি দীর্ঘ হতে লাগল এবং পরস্পরের নিকটবর্তী হল।]

Q. 6. *When did the plant's heart beat become more violent and more rapid?* [উদ্ভিদের হৃৎস্পন্দন উদ্দাম ও দ্রুতগতি হয়ে উঠল কখন ?]

Ans. It became more violent and more rapid when the stimulant was mixed with the plant's water.

[গাছটির জলে উদ্দীপকটি মেশানোর পর তার হৃৎস্পন্দন উদ্দাম ও দ্রুতগতি হয়ে পড়ল।]

Q. 7. *What was the poison? What happened when it was mixed with the plant's water?* [বিষটা কি ছিল? সেটা উদ্ভিদের জলে মেশানোর ফলে কি ঘটেছিল?]

Ans. The poison was a mortal dose of chloroform. When the poison was mixed with the plant's water, it paralysed the plant's heart, and the ups and downs of the graph flattened out into a horizontal line. It was the record of the plant's death agony.

[মারাত্মক মাত্রায় ক্লোরোফরমই ছিল বিষ। এই বিষ গাছের জলে মেশাবার ফলে গাছের হৃৎপিণ্ড অসাড় হয়ে গেল এবং রেখা-চিত্রের উঁচু-নীচু প্রান্তগুলি ক্রমে সরল রেখায় রূপান্তরিত হয়ে গেল। এই চিহ্নটা গাছের মৃত্যু-যন্ত্রণার চিহ্নস্বরূপ ছিল।]

Q. 8. *How long was the medial line jagged with irregular ups and downs?* [মধ্যবর্তী লাইনটি কতক্ষণ অসমভাবে উঁচুনীচু হয়ে থাকল?]

Ans. The medial line was jagged with irregular ups and downs so long as any life remained in the plant.

[উদ্ভিদের মধ্যে যতক্ষণ প্রাণ ছিল ততক্ষণ মধ্যবর্তী লাইনটি অসমতলভাবে উঁচু-নীচু হয়েছিল।]

Paragraph 3

Gist: The death throes of an animal distress the onlooker. But a dying plant produces no such sensation because its spasms remain unseen. Thanks to Bose's highly sensitive instruments, we can now see the painful agony of a dying plant, and realize how cruel it is of us not to feel for the poor thing.

সারার্থ: কোনো জীবের মৃত্যু-যন্ত্রণা দর্শককে ব্যথিত করে। মুমূর্ষু উদ্ভিদ কিন্তু এমন কোনো অনুভূতির উদ্রেক করতে পারে না কারণ তার যন্ত্রণা দেখতে পাওয়া যায় না। বসু-নির্মিত যন্ত্রপাতির কল্যাণে আজ মুমূর্ষু

উদ্ভিদের দুঃসহ মৃত্যু-যন্ত্রণাও দেখতে পাওয়া যায় এবং তার ফলে বুঝতে পারি অসহায় জীবটির প্রতি দরদ অনুভব না করা আমাদের পক্ষে কতখানি নির্মমতার পরিচায়ক।

Notes, etc. : *Spectacle*—দৃশ্য ; sight. *Dying*—মুমূর্ষু ; about to die. *Animal*—জীব। *Affects*—প্রভাব বিস্তার করে ; produces effect on. *Painfully*—পীড়াদায়কভাবে ; distressingly.

The spectacle of a dying animal......painfully—মুমূর্ষু প্রাণীর দৃশ্য বেদনাদায়ক-ভাবে আমাদের অনুভূতিতে নাড়া দেয় ; the sight of an animal about to die distresses us.

Struggles—তীব্র যুদ্ধ ; stiff fight. *Sympathetically*—সাদৃশ্যজনিত সমবেদনার সঙ্গে (অর্থাৎ দর্শকের যন্ত্রণাবোধের সঙ্গে কাতর প্রাণীর যন্ত্রণা-বোধের সাদৃশ্য থাকার জন্যে যে সমবেদনার উদ্রেক হয়) ; compassionately. **Feel something of its pain**—তার যন্ত্রণার কিছুটা অনুভব করি ; share a part of its pain. *Unseen*—অদেখা ; not seen. *Agony*—যন্ত্রণা ; severe pain or suffering. *Leaves*—রাখে ; keeps. *Indifferent*—উদাসীন ; unmoved.

The unseen agony......us indifferent—অদেখা গাছের যন্ত্রণা আমাদের উদাসীন থাকতে দেয় ; the unseen anguish of a plant keeps us unmoved.

Being—জীব ; creature. *Million*—দশ লাখ ; ten lakhs. *Times*—গুণ। *More sensitive*—অধিকতর সংবেদনশীল ; more responsive to slight changes. *Ours*—আমাদের চোখ ; our eyes. *To a being with eyes*—চক্ষুষ্মান জীবের নিকট ; to one who has eyes to see. **To a being......ours**—এমন কোনো জীবের কাছে যার চোখ আমাদের চোখের চেয়ে দশলক্ষ গুণ বেশি প্রতিক্রিয়াশীল ; to a creature whose eyes are a million times more powerful than the human eye. *Would be visible*—দৃষ্টিগোচর হত ; would be seen. *Distressing*—বেদনাদায়ক ; painful. *Bose's instrument*—বসুনির্মিত যন্ত্রপাতি ; instruments designed by Bose. *Endows*—কোনো গুণাদি দ্বারা সমৃদ্ধ করা ; furnish a person with ability. *Microscopical*—অতি সূক্ষ্ম বস্তু যা কেবল অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখা যায় ; anything that is too small to be visible in details without the aid of a micros-

cope. *Acuteness*—তীক্ষ্ণতা ; sharpness. **Microscopical acuteness of vision**—দৃষ্টির এমন তীক্ষ্ণতা যা কেবল অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে অর্জন করা সম্ভব ; such sharpness of visibility as can be achieved through a microscope. **More than microscopical acuteness of vision**—আণুবীক্ষণিক তীক্ষ্ণ দৃষ্টির চেয়ে অধিকতর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিশক্তি ; greater power of vision than the microscope can give. **Bose's instrument endows......acuteness of vision**—আণুবীক্ষণিক দৃষ্টিশক্তির চেয়েও অতিরিক্ত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিশক্তি বসুনির্মিত যন্ত্র আমাদের দিয়েছে ; the instrument devised by Bose enables us to see more than the microscope can show.

The poisoned flower—বিষ-প্রযুক্ত ফুল ; a flower into which poison has been introduced. *Manifestly*—দৃশ্যতঃ ; স্পষ্টতঃ ; clearly ; visibly. *Writhes*—যন্ত্রণায় মোচড় খেতে থাকে ; twists or rolls about in acute pain. **The poisoned flower manifestly writhes before us**—বিষপ্রযুক্ত ফুল দৃশ্যতঃ আমাদের সামনে যন্ত্রণায় মোচড়াতে থাকে ; that the poisoned flower twists in acute pain is for all to see. *The last moments*—মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে, জীবনের শেষ মুহূর্ত কয়েকটি ; instants immediately before death. *Distressingly*—বেদনাদায়কভাবে ; painfully.

The last moment......those of a man—(গাছের) অন্তিমকাল এমন নির্মমভাবে মানুষের অন্তিমকালের মত ; the appearance of a dying plant is so pathetically like that of a dying man. *That we are shocked*—যে আমরা দেখে ব্যথিত হই ; that we are pained to see. *Newly*—সাম্প্রতিককালে ; সদ্য ; recently. *Newly revealed*—সদ্য প্রকাশিত ; just or recently discovered. *Hitherto*—এ পর্যন্ত ; up to now. *Unfelt*—অননুভূত ; not felt. *Sympathy*—সহানুভূতি ; feeling.

অনুবাদ ঃ মুমূর্ষু জীবের দিকে তাকিয়ে দেখা মর্মান্তিক ; বাঁচবার জন্যে কাতরতা দেখে তার খানিকটা যন্ত্রণা আমরা হৃদয়ঙ্গম করতে পারি। কিন্তু অদৃশ্য হওয়ার ফলে গাছের যন্ত্রণা আমাদের ভাবান্তর ঘটাতে পারে না। আমাদের চেয়ে লক্ষ লক্ষ গুণ অধিকতর দৃষ্টিশক্তি-সম্পন্ন প্রাণীর কাছে মুমূর্ষু গাছের যন্ত্রণা বেদনাদায়কভাবে দৃশ্য হ'তে পারত। বসু-নির্মিত যন্ত্র আমাদের ঠিক এই দৃষ্টিশক্তিই প্রদান করেছে—যা আণুবীক্ষণিক দৃষ্টিশক্তির চেয়েও

তীব্রতর। বিষক্রিয়ায় জর্জের ফুল আমাদের চোখের সামনে যন্ত্রণায় মোচড় খেতে থাকে। গাছের অন্তিম মুহূর্ত এমন মর্মান্তিকভাবে মানুষের অন্তিম কালের মত যে এই সদ্য-প্রকট দৃশ্য দেখে আমাদের মন গাছের প্রতি এক অভূতপূর্ব সহানুভূতিতে পূর্ণ হয়।

Grammar and Composition : *dying*—present participle qualifying the noun *animal.*

of its pain—adjective phrase qualifying the pronoun *something.*

unseen—past participle qualifying the noun *agony.*

ours—possessive pronoun, *visible*—adjective predicatively used of the subject (*the*) *struggles* (*of a dying plant*). *distressing*—present participle used predicatively of the same subject.

of vision—adjective phrase qualifying the noun *acuteness.*

Poisoned—past participle qualifying the noun *flower. revealed*—past participle qualifying the noun *spectacle. unfelt*—past participle qualifying the noun *sympathy.*

Note that *spectacle* in the singular means a noteworthy sight or scene, as in such expressions as

a moving spectacle ; *a lamentable spectacle* etc.

In the plural, however, *spectacles* (or often *a pair of spectacles*) means eye glasses ; *to see through rose coloured spectacles* means to take a cheerful view of life, etc.

Expl. : To a being......acuteness of vision.

This is an excerpt from Huxley's *Bose Institute.* While observing the experiments at the Institute, Huxley realized how cruel it is of man not to sympathise with a plant in distress. The reason why he does not feel at all for a dying plant is that, unlike a dying animal, it convulses within. There are no visible signs of its agnoy.

As we cannot see the agony of a plant, we do not feel for it either. Not that there are no signs at all of distress. Only our eyes are too weak to see them. But if any being were blessed with eyes vastly more powerful than ours, he could certainly see how a plant suffers when it dies. This extraordinary power, which far exceeds that of a microscope, is within the reach of man now, thanks to the instruments devised by Sri J. C. Bose. This instrument succeeds where the microscope fails. The microscope cannot show us the pulsations of the

cells inside the plant's body. Bose's instrument can. With it we can feel a heart pulsating within the plant, which is apparently inanimate and inert. Indeed, Sir J. C. Bose's instrument has opened up a new world of vision before us.

Note : *More than microscopical acuteness of vision*—The microscope is an instrument with a lens or a number of lenses for making small objects larger. Even then there are some objects which are so small that even the most powerful microscope cannot make them appear large enough to human eye. It is here that Bose's instrument comes to our help. As a view-finder, Bose's instrument is therefore better than the microscope.

ব্যাখ্যা : উল্লিখিত অংশটুকু হাক্সলি-রচিত '*Bose Institute*' থেকে উদ্ধৃত। বিজ্ঞানমন্দিরে নানান্ পরীক্ষা দেখতে দেখতে হাক্সলি উপলব্ধি করলেন বেদনার্ত গাছের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ না করে মানুষ কী নিষ্ঠুর আচরণ করে। গাছের ব্যথা অনুভব না করতে পারার কারণ হল যে, মুমূর্ষু গাছের যন্ত্রণাকাতরতা তার দেহাভ্যন্তরে সীমিত থাকে। মুমূর্ষু পশুর ক্ষেত্রে তা হয় না। গাছের যন্ত্রণার কোনো দৃশ্যমান প্রকাশ নেই।

গাছের যন্ত্রণা দেখতে পাই না বলে তার প্রতি আমাদের কোনো দরদ বোধ নেই। তবে তার যন্ত্রণা-কাতরতার যে কোনো চিহ্ন নেই, তা অবশ্য নয়। আসলে আমাদের চোখ সে চিহ্ন ধরতে পারে না। কিন্তু কোনো জীব যদি আমাদের চেয়ে অনেক বেশিগুণ দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন হ'ত তাহলে নিশ্চয় দেখতে পেত মারা যাওয়ার সময় গাছ কত কষ্ট পায়। এই অসাধারণ দৃষ্টিশক্তি, যা অণুবীক্ষণ যন্ত্রেরও নেই, তা আমরা আজ বোস-নির্মিত যন্ত্রের কল্যাণে অর্জন করতে সমর্থ হয়েছি। অণুবীক্ষণ যন্ত্র যেখানে ব্যর্থ, এই যন্ত্র সেখানেই সফল। গাছের দেহাভ্যন্তরের কোষস্পন্দন অণুবীক্ষণ-যন্ত্র ধরতে পারে না। বসুনির্মিত যন্ত্র কিন্তু তা পারে। যে গাছকে আপাতদৃষ্টিতে জড় ও অচেতন বলে মনে হয়, তারই হৃদ্‌স্পন্দন আমরা এই শেষোক্ত যন্ত্রের সাহায্যে অনুভব করতে পারি। সত্যই স্যর জে. সি. বোসের যন্ত্র আমাদের চোখের সামনে এক নতুন জগৎ খুলে দিয়েছে।

টীকা :—*More than microscopical acuteness of vision*—এক বা একাধিক বীক্ষণ-কাচের সাহায্যে অণুবীক্ষণ-যন্ত্র তৈরি হয়, এর সাহায্যে অতি ক্ষুদ্র বস্তুও বড় বলে প্রতীয়মান হয়ে থাকে। কিন্তু এমন বস্তু আছে যা এতই ক্ষুদ্র যে তা অণুবীক্ষণ-যন্ত্রের সাহায্যেও বড় করে দেখানো যায় না। এক্ষেত্রে

বসুনির্মিত যন্ত্র সবচেয়ে বেশি কাজে আসে। তাই বীক্ষক হিসেবে বসুর যন্ত্র অণুবীক্ষণ যন্ত্রের চেয়েও অধিকতর উপযোগী।

Expl. : The poisoned flower......sympathy.

The passage occurs in Huxley's essay entitled *Bose Institute*. Some of the experiments that Huxley saw in the laboratories of the Bose Institute were heart rending. These concerned a plant's response to stimuli, particularly those that inflict pain. Once a person has seen, with the aid of Bose's marvellous instrument, the agony of a dying plant, never again can he hurt another plant without pricks of conscience. Indeed, Bose's instrument is more powerful than the microscope.

Poison is no less injurious to a tree than to a man. It can kill both. All death is painful—the more so when it is brought on perforce by poison. It is a substance which when absorbed by a living organism, starts destroying its life-giving cells. The longer it takes to destroy all the cells, the greater is the throe. In case of a man under the influence of poison the last moments before his death are the most agonising. As he sinks his body is convulsed by strenuous breathing. A dying man gasps because, still alive, he wants to stay alive. The attempt is futile but, be that as it may, whenever he breathes by means of whatever animation is left in him he prolongs his life a bit—and with it, tragically, his death spasms, too. The last moments of a flower, which is an organism, are no different. A posioned, flower squirms in acute pain. Such a flower, just as a poisoned man, gives us a foregleam of the agony we may be in for. The very moment we realize this, our heart goes out in sympathy for the flower which now appears to be a fellow creature as luckless as we ourselves are.

ব্যাখ্যা ঃ আলোচ্য অংশ হাক্সলি-রচিত '*Bose Institute*' শীর্ষক প্রবন্ধের অন্তর্গত। বসু বিজ্ঞানমন্দিরের বীক্ষণাগারে হাক্সলি যে সব পরীক্ষা-নিরীক্ষা দেখেছিলেন তার কয়েকটি হৃদয়বিদারক। এগুলি ছিল যন্ত্রণাদায়ক উত্তেজনায় গাছের সাড়া-সংক্রান্ত। বসুনির্মিত চমৎকার যন্ত্রের সাহায্যে যে একবার গাছের মৃত্যুযন্ত্রণা প্রত্যক্ষ করেছে তার পক্ষে নির্বিকার চিত্তে গাছকে আঘাত করা আর সম্ভব নয়। বাস্তবিক বসু-নির্মিত যন্ত্রটি অণুবীক্ষণ-যন্ত্রের চেয়েও বেশি কার্যকর।

মানুষ ও গাছে বিষক্রিয়া একই প্রকার ক্ষতিকর। বিষে উভয়েরই মৃত্যু হতে পারে। মৃত্যু সব সময়েই বেদনাদায়ক, বিশেষ করে সে-মৃত্যু যখন বিষপ্রয়োগের ফলে ঘটে। প্রাণের আধার জীবকোষ ধ্বংস করাই বিষের কাজ। এই কোষ ধ্বংস করতে যত সময় লাগে, যন্ত্রণাও তত তীব্র হয়। বিষপ্রযুক্ত মানুষের মৃত্যুর অব্যবহিতপূর্ব মুহূর্তগুলি অত্যন্ত কষ্টদায়ক। নির্জীব হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে খাবি খেতে থাকে। মুমূর্ষু মানুষ হাঁপায়, তার কারণ তার দেহে তখনো প্রাণ আছে বলে সে প্রাণকে ধরে রাখতে চায়। এ-চেষ্টা বৃথা হলেও, শ্বাস গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে কেবল তার প্রাণধারণ নয়, যন্ত্রণাভোগও দীর্ঘস্থায়ী করে তোলে। জীবন্ত বলেই ফুলের শেষ মুহূর্তগুলিও একই রকম বেদনাদায়ক। বিষপ্রযুক্ত ফুল তীব্র যন্ত্রণায় কাতরাতে থাকে। এহেন ফুলের দিকে তাকিয়ে আমাদের সম্ভাব্য ভবিষ্যতের কথা মনে পড়ে। এই সত্য উপলব্ধি করার পর সেই ফুলকে আমাদের এক হতভাগ্য আত্মীয় বলে মনে হয়। স্বত-উৎসারিত সহানুভূতিতে তখন আমাদের হৃদয় পরিপূর্ণ হয়।

Short Questions and Answers

Q. 1. *Why do we remain indifferent to the agony of a dying plant?* [মুমূর্ষু গাছের যন্ত্রণার প্রতি আমরা উদাসীন থাকি কেন ?]

Ans. The agony and struggles of a dying plant are not visible to our eyes, so we remain indifferent to them.

[মুমূর্ষু গাছের যন্ত্রণা ও বাঁচবার চেষ্টা আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না বলেই আমরা এসবের প্রতি উদাসীন থাকি।]

Q. 2. *To whom the struggles of a dying plant would be visible?* [মুমূর্ষু গাছের যন্ত্রণা কার কাছে দৃষ্টিগোচর হতে পারত ?]

Ans. It would be visible to any one having eyes a million times more sensitive.

[এটা দৃষ্টিগোচর হতে পারত তার কাছে যার দৃষ্টিশক্তি আমাদের চেয়ে লক্ষ লক্ষ গুণ বেশি।]

Q. 3. *What has Bose's instrument given us?* [বোসের যন্ত্র আমাদের কি দিয়েছে ?]

Ans. Bose's instrument has given us greater power of vision than the microscope can give.

[বোসের যন্ত্র আমাদের দিয়েছে আণুবীক্ষণিক দৃষ্টিশক্তির চেয়েও অতিরিক্ত দৃষ্টিশক্তি।]

Q. 4. *What is the 'newly revealed' spectacle and why are we shocked?* [সদ্য-প্রকাশিত দৃশ্য কাকে বলা হয়েছে? আমরা মর্মাহত হই কেন?]

Ans. The agony of a dying plant hitherto unknown, can be seen with the help of Bose's instrument. This agony is called the 'newly revealed' spectacle. As the agony of the dying plant was quite unknown to us before, we are shocked to know it now.

[বোসের যন্ত্রের সাহায্যে মুমূর্ষু গাছের যন্ত্রণা আমরা পর্যবেক্ষণ করতে পারি, যা আগে আমাদের কাছে ছিল অজ্ঞাত। এই যন্ত্রণাকেই সদ্য প্রকাশিত দৃশ্য বলা হয়েছে। এই যন্ত্রণা আমাদের কাছে ছিল সম্পূর্ণ অজানা, তাই এখন আমরা এটা জেনে মর্মাহত হচ্ছি।]

Paragraph 4

Gist : Kind-hearted vegetarians should better not visit the Bose Institute. Once convinced, as they must be, that plants are living organisms, they will have to change to a strictly mineral diet. Even then there is little hope of being regarded as non-violent. Earlier researches of Sir J. C. Bose have proved that even matter is animate, nay, 'alive'.

সারার্থ : সহৃদয় নিরামিষাশীরা, বসু বিজ্ঞানমন্দিরে না গেলেই ভালো করবেন। সেখানে গেলে তাঁরা অনিবার্যভাবে নিশ্চিত হবেন যে গাছের প্রাণ আছে, তখন তাঁদের কেবল খনিজ পদার্থ গ্রহণ করে প্রাণধারণ করতে হবে। কিন্তু তখনো তাঁরা অহিংস বলে বিবেচিত হবেন না। স্যর জে. সি. বোসের আগেকার গবেষণায় প্রমাণ হয়েছে যে, এমন কি ধাতব বস্তুও সজীব।

Notes, etc. : *Sensitive*—সংবেদনশীল ; (যন্ত্রপাতি সম্পর্কে) যাতে যৎসামান্য পরিবর্তনও ধরা পড়ে ; responsive to external impressions ; (of instruments) responsive to or recording slight changes. *Souls*—ব্যক্তিরা ; persons. *Visit*—(এখানে) দেখতে যাওয়া (here) going to see. *Slaughter house*—কসাইখানা ; place where animals are killed for meat. *Converted*—পরিবর্তিত করেছে ; changed from one state to another. *Vegetarianism*—নিরামিষ আহার ; vegetarian diet. **A visit to the slaughter-house has converted to vegetarianism**—একবার কসাইখানা দেখতে যাওয়া যাঁদের নিরামিষভোজী করে তুলেছে ; (অর্থাৎ কসাইখানায় জীবহত্যা দেখেই যাঁরা

নিরামিষভোজী হয়ে গেছেন ; those who have turned vegetarians following only one visit to the place where animals are butchered. **Will be well advised**—উপদেশ গ্রহণ করলে ভালো করবেন। *If they do not want*—তাঁরা যদি না চান। *Menu*—খাদ্য-তালিকা ; list of diet. *Further*—আরও ; more. *Reduced*—কমিয়ে ফেলতে ; cut down. **If they do not......further reduced**—তাঁরা যদি তাঁদের খাদ্য-তালিকা আরো কমিয়ে ফেলতে না চান ; provided that they do not want fewer items of food. **Keep clear of**—সরে থাকা ; stay away from.

Sensitive souls......of the Bose Institute—যাঁরা কসাইখানার দৃশ্য দেখে নিরামিষাশী হয়েছেন তাঁরা যদি তাঁদের ভোজ্যদ্রব্যের সংখ্যা আরো কমাতে না চান তাহ'লে তাঁরা বসু-বিজ্ঞানমন্দির থেকে দূরে সরে থাকলেই ভালো করবেন ; those who have opted for vegetarian diet after having visited a slaughter-house will do well not to come near the Bose Institute. *Watching*—দেখে ; observing. *Probably*—সম্ভবতঃ ; likely. *Confine*—সীমিত রাখা ; restrict. *Strictly mineral diet*—অবিমিশ্র খনিজ খাদ্য ; food substances prepared from only minerals. *Self-denial*—আত্মকৃচ্ছ্র ; self-sacrifice ; going without things one would like in order to help someone else. *Vain*—বৃথা ; of no use. *As vain as the old*—আগেরটির মতোই বৃথা।

But the new self-denial......as the old—কিন্তু নতুন আত্মকৃচ্ছ্র আগেরটির মতোই বৃথা হবে ; the change to mineral diet would be as useless an attempt at non-violence as vegetarianism was.

Ostrich—উটপাখী ; এরা মাংস খায় না, কিন্তু নুড়িপাথরের সঙ্গে যে-কোনো শক্ত জিনিস খেয়ে ফেলতে পারে। এরা আফ্রিকার পাখী। বিরাটকায় এই পাখীদের ডানা ও পুচ্ছ থেকে অলংকার তৈরি হয়। এরা বালিতে মাথা গুঁজে রেখে ভাবে কেউ তাদের দেখতে পাচ্ছে না ; large swift running African bird with wing and tail feathers valued as ornaments swallowing hard substances, and reputed to bury its head in sand in the belief that it cannot be seen. *The sword swallower*—তরোয়াল বা ছোরা ভক্ষণকারী (কোনো কোনো

যোগী এই সব জিনিস গিলে খেয়ে ফেলতে পারেন বলে শোনা যায়। এইসব যোগীদের নিয়ে ভারতবর্ষকে ইউরোপ ও আমেরিকায় বিদ্রূপভাজন হ'তে হয়েছে) ; one who can swallow substances like a sword (It is said that some yogis can eat up substances like the sword. India has been reviled in Europe and America on account of these yogis). *The glass eating fakir*—কাচ ভক্ষণকারী ফকির ; the fakir who can eat up glass. *Cannibalistic*—যে মানুষ বা জন্তুর স্বজাতির মাংস খাওয়ার অভ্যাস আছে ; man or animal that has the habit of feeding on its own species. *Frequenter*—যারা প্রায়ই কোথাও যায় ; those who often visit a particular place. *Frequenters of chophouses*—মাংসের চপ বিক্রয়কারী দোকানের (অর্থাৎ রেস্তোরাঁ) নিয়মিত পৃষ্ঠপোষকরা ; the regular patrons of the chop selling shops or restaurants. *Take life*—হত্যা করে ; kill. *Fatall*—ধ্বংসাত্মকভাবে ; destructively.

The ostrich......as do the vegetarians—অসট্রিচ, ছোরা ভক্ষণ-কারী ও কাচ-ভক্ষণকারী সকলেই মাংসের চপ-ভক্ষণকারীদের মতো একই রকম রাক্ষুসে। নিরামিষাশীদের মতো তারাও প্রাণহন্তা ; The chopeaters are cruel no doubt, but no less cruel are the ostrich, the sword-swallower and the glass-eater because there is nothing inanimate or lifeless.

Bose's earlier researches—বসু কর্তৃক পরিচালিত পূর্বেকার পরীক্ষা-নিরীক্ষাগুলি ; the researches that Bose had conducted before the ones he is conducting now.

Researches which show that metals respond to stimuli—যেসব গবেষণা প্রমাণ করেছে যে ধাতব বস্তুও উত্তেজনায় সাড়া দেয় ; the experiments that have shown that metals can be roused to activity or instigated. *Subject to fatigue*—ক্লান্তিতে অবসন্ন হতে পারে ; can be wearied. *React to poison*—বিষের জ্বালায় জ্বলতে পারে ; can be tormented by poison. *As living vegetable*—সজীব উদ্ভিদের মতো। *Animal organisms*—জৈব দেহসমূহ ; animal bodies. **Very much as living vegetables and animal organisms do**—ঠিক যেমনভাবে সজীব উদ্ভিদ এবং জৈবদেহ সাড়া দেয় ; just as vegetables and animals respond. *Have deprived*—বঞ্চিত করেছে ;

নিরামিষাশীরা তাই বসু-বিজ্ঞানমন্দির থেকে দূরে থাকলে ভালো করবেন। সেখানে উদ্ভিদ জীবনের উপর পরীক্ষা করা হয় কিছুটা ঠাট্টা করে লেখক হয়তো এই উপদেশ দিচ্ছেন। তবে তার এই অর্থ এই নয় যে লেখক যন্ত্রণা-কাতর গাছের প্রতি সহানুভূতিশীল নন। ঠিক তার বিপরীতই সত্য। বস্তুতঃ, বসুর যন্ত্রটি লেখকের হৃদয়ে গাছের প্রতি ভালোবাসার উৎসটি একবার উন্মোচন করে দেওয়ার পর তিনি অনুভব করলেন যে যারা অহিংস বলে বড়াই করে তাদের সচেতন করে তোলা তাঁর একটি কর্তব্য। উদ্ভিদ্‌ভোজীরা নিজেদের অহিংস ভেবে তাদের অজ্ঞতা ও অকরুণতার পরিচয় দেয়।

এদের মধ্যে যারা অজ্ঞ তারা জানেই না যে গাছের প্রাণ আছে। যদি তারা অজ্ঞই থেকে যেতে চায় তাহ'লে তাদের বসু-বিজ্ঞানমন্দিরের কাছাকাছি না যাওয়াই ভালো। কারণ বসু-নির্মিত যন্ত্র যদি তাদের একবার গাছের মৃত্যু-যন্ত্রণা দেখিয়ে দেয়, তাহ'লে অহিংস হওয়ার অভিলাষে তখন তাদের শাক-সবজি খাওয়া ছেড়ে খনিজ পদার্থ খাওয়া ধরতে হবে। কারণ গাছকে হত্যা না করে তো আর তা খাওয়া যাবে না—আর হত্যা মানেই তো হিংস্রতা।

Expl.: But the new self-denial......the vegetarians.

Or, **The ostrich, the sword swallower the vegetarians.**

The vegetarians who describe themselves as non-violent are ignoramuses. Once Bose's instrument is allowed to show them how tormenting the death spasms of a plant are, they may attempt once again to be non-violent by changing to a mineral diet. But it will go in vain.

The inescapable reality is that we *all* live at the cost of others. One form of life cannot continue itself unless it is prepared to take another form of life. Vegetarians may be sincerely willing not to do any violence. But they will not succeed even if they confine themselves to a strictly mineral diet. For even matter has life. People talk of having the digestion of an ostrich meaning an ability to digest *anything*. The ostrich which is a large bird found in Africa and Arabia, swallows hard substances to assist the working of the gizzard. Then there are yogis and fakirs who can eat up a sword and bits of broken glass. Now even if these creatures could manage to live on these strange substances, they would not be considered any more non-violent than a cannibal, which is an

animal that lives on its own kind. Chop-eaters, for example, are often described as cannibalistic. Bose's instrument has proved that vegetarians too are no less so. There is no reason either why the ostrich, the sword-swallower and the glass-eating fakir should be called non-violent, because they too take life fatally when they eat the so-called "inanimate" substances.

Note : *The ostrich ; the glass-eating ;fakir : cannibalistic*—see Notes, etc.

ব্যাখ্যা **:** যেসব উদ্ভিদভোজীরা নিজেদের অহিংস বলে মনে করে তারা অজ্ঞ। গাছের মৃত্যুযন্ত্রণা কত তীব্র তা যদি তারা বসু নির্মিত যন্ত্রের সাহায্যে একবার দেখতে পায় তাহ'লে হয়তো উদ্ভিদ্‌ভোজীরা খনিজ দ্রব্য খেয়ে অহিংস হওয়ার আর একবার চেষ্টা করবে। তবে সে চেষ্টাও ব্যর্থ হবে।

অমোঘ বাস্তব হ'ল আমরা সকলেই অন্যের জীবনের বিনিময়ে নিজেদের জীবন রক্ষা করি। কোনো জীবই অন্য কোনো জীব হত্যা না করে বেঁচে থাকতে পারে না। উদ্ভিদ্‌ভোজীরা সযত্নে হিংসাত্মক কাজ পরিহার করার চেষ্টা করতে পারে কিন্তু কেবল খনিজদ্রব্য খেয়ে প্রাণধারণ করলেও তারা অহিংস হ'তে পারবে না। কারণ জড়বস্তুও নিষ্প্রাণ নয়। কেউ কেউ সব কিছু হজম করার ক্ষমতাকে অস্ট্রিচের হজমশক্তির সঙ্গে তুলনা করে থাকে। এই বিরাটকায় অস্ট্রিচ পাখী আফ্রিকা ও আরবে দেখা যায়। এদের দ্বিতীয় পাকস্থলীর (gizzard) কাজ ভালো করে চালানোর জন্যে এরা কঠিন পদার্থ খেয়ে ফেলে। তাছাড়া রয়েছে যোগী ও ফকির যারা তরোয়াল ও কাচ-ভাঙা খেতে অভ্যস্ত। এরা যদি এইসব অদ্ভুত দ্রব্যগুলি ছাড়া আর কিছু না খেয়েই প্রাণধারণ করতে পারত, তা'হলেও তারা রাক্ষসের চেয়ে কিছুমাত্র কম হিংস্র বিবেচিত হ'ত না। চপভোজী মানুষদের প্রায়ই স্বগোত্র-ভোজী বলা হয়। বসুর যন্ত্র প্রমাণ করছে উদ্ভিদ্‌ভোজীরাও এই ব্যাপারে কিছু কম দোষী নয়। তাই অস্ট্রিচ, তরোয়াল ও কাচ ভক্ষণকারীদেরও অহিংস বলা যায় না, কারণ তারা যখন অজৈব পদার্থ খায় তখন তারা আদতে প্রাণহত্যা করে।

টীকা: —*The ostrich ; The glass-eating fakir, cannibalistic*—এগুলির অর্থ ও তাৎপর্য Notes-এ পাবে।

Expl. : They must be......is alive.

This is the concluding sentence of Aldous Huxley's essay entitled *Bose Institute.* Sir J. C. Bose's researches on plant life and metals have proved that none on earth can be non-violent.

Bose has proved not only that plants are living organisms but also that even metals can be stimulated, made to feel tired and react to poisons in much the same way as vegetables and animal organisms do. There are some who have pledged themselves to non-violence. They eat no animals because they do not want to inflict any pain on anything that can feel it. Once shown how a dying plant writhes in pain, they might stop eating vegetables and confine themselves to a strictly mineral diet with the idea that metals are not alive and, therefore, cannot feel any pain. But this last hope of theirs will be blighted soon because nothing on earth is lifeless, and to stay alive one has got to take life fatally. So irrespective of what one eats, everybody is, in the final analysis, a cannibal,

Note : *Cannibals* ; *inanimate*—See Notes, etc.

ব্যাখ্যা : হাক্সলি রচিত *'Bose Institute'* প্রবন্ধের এইটিই সর্বশেষ বাক্য। স্যর জে. সি. বোস উদ্ভিদ্ ও ধাতু নিয়ে যে গবেষণা করছেন তাই থেকে প্রমাণ হয় এই দুনিয়ায় কেউ অহিংস নয়।

বসু প্রমাণ করেছেন যে কেবল যে গাছপালাই সজীব তাই নয়, ধাতব পদার্থও উত্তেজিত বা ক্লান্ত হ'তে পারে বা বিষের জ্বালা অনুভব করতে পারে। কিছু কিছু ব্যক্তি অহিংস হ'তে বদ্ধপরিকর। কোনো জীবকে ব্যথা দিতে চান না বলে তাঁরা মাছ-মাংস খান না। মুমূর্ষু গাছপালার যন্ত্রণাকাতরতা দেখলে তাঁরা হয়ত শাকসবজি খাওয়া ছেড়ে কেবল খনিজদ্রব্য খেয়ে বাঁচার চেষ্টা করবেন। তাঁরা হয়ত ভাববেন ধাতু অন্ততঃ সজীব নয় এবং সেইজন্যে তার যন্ত্রণাবোধও নেই। কিন্তু তাঁদের এই আশা অবিলম্বে ভঙ্গ হবে। কারণ এজগতে কোনো কিছুই নিষ্প্রাণ নয় এবং বেঁচে থাকতে গেলেই প্রাণীহত্যা করতে হবে। অতএব যে যাই খাক না কেন, আসলে প্রত্যেকেই স্বগোত্রভোজী রাক্ষস।

টীকা : *Cannibals* ; *'inanimate'*—Notes, etc. দেখো।

Short Questions and Answers

Q. 1. *Why are the sensitive vegetarians advised to keep clear of the Bose Institute ?* [সংবেদনশীল নিরামিষভোজীদের বোস ইন্সটিটিউট থেকে দূরে থাকবার উপদেশ দেওয়া হয়েছে কেন ?]

Ans. The Bose Institute proves by demonstration that

plants have life. So the sensitive vegetarians will have to cut vegetable diet from their menu, if they visit the Institute. This is why they are advised to keep clear of the Bose Institute.

[বোস ইন্‌স্টিটিউট এটা প্রমাণ করেছে যে উদ্ভিদেরও প্রাণ আছে। সংবেদনশীল মনোভাবাপন্ন নিরামিষভোজীরা যদি এই ইনস্টিটিউটে যান তবে তাঁদের খাদ্যতালিকা থেকে তাঁরা উদ্ভিজ্জ খাদ্যও বাদ দেবেন। তাই তাঁদের এই প্রতিষ্ঠান থেকে দূরে থাকাই সঙ্গত।]

Q. 2. *What will a sensitive vegetarian do if he visits the Bose Institute ?* [একজন সংবেদনশীল মনোভাবাপন্ন নিরামিষভোজী যদি কখনো বোস ইন্‌স্টিটিউটে যান, তবে তিনি কি করবেন ?]

Ans. If a sensitive vegetarian visits the Bose Institute and watches the murder of a plant, he will give up eating vegetarian diet and confine himself to a strictly mineral diet.

[সংবেদনশীল মনোভাবাপন্ন কোন নিরামিষভোজী যদি বোস ইনস্টিটিউটে গিয়ে একটি উদ্ভিদের হত্যাকাণ্ড লক্ষ্য করেন, তবে তিনি শাকসব্‌জি খাওয়া ছেড়ে দিয়ে খনিজ দ্রব্যের মধ্যেই তাঁর ভোজ্যবস্তু সীমাবদ্ধ করবেন।]

Q. 3. *What was the result of Bose's earlier researches on metals ?* [ধাতুর উপর বোসের পূর্বতন গবেষণার ফল কি হয়েছিল ?]

Ans. Bose's earlier reseraches on metals proved that the metals, too, respond to stimuli and react to poisons just as animals and vegetables do.

[বোসের পূর্বতন গবেষণায় এটা প্রমাণিত হয়েছে যে ধাতব বস্তু উত্তেজক পদার্থের প্রয়োগে উত্তেজিত হয়ে পড়ে এবং ঠিক জন্তু বা উদ্ভিদের মতোই বিষের জ্বালা অনুভব করতে পারে।]

Q. 4. *How have the faithful followers of non-violence been deprived of their last hope ?* [অহিংসার নিষ্ঠাবান সাধকগণ কিভাবে তাঁদের শেষ ভরসা থেকেও বঞ্চিত হয়েছেন ?]

Ans. Faithful followers of non-violence refrain from eating anything that has life. That a plant has life, has been proved by J. C. Bose. So the last hope of the followers of non-violence is mineral diet. But Bose's earlier experiments have proved that metals also are alive. So they have been deprived of their last hope.

[যাঁরা অহিংসার বিশ্বস্ত সাধক, তাঁরা কোনরূপ জৈব পদার্থ খান না। জগদীশচন্দ্র প্রমাণ করেছেন যে গাছপালারও জীবন আছে। কাজেই অহিংস

পন্থায় বিশ্বাসিগণের শেষ ভরসা হল খনিজ দ্রব্য। কিন্তু বোসের পূর্বেকার পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে যে খনিজদ্রব্যেরও প্রাণ আছে। কাজেই ঐ সব ব্যক্তি শেষ ভরসা থেকেও-বঞ্চিত হয়েছেন।]

QUESTIONS AND ANSWERS

Q. 1. Write a brief note on the source of the essay called *Bose Institute.* [প্রবন্ধটির উৎস সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত টীকা লেখো।]

Ans. [*See* **Introduction.**]

Q. 2. Justify the title of the essay. [প্রবন্ধটির শিরোনামা যথার্থ কিনা আলোচনা কর।]

Ans. [*See* **Title.**]

Q. 3. Give the summary of *Bose Institute.*

Ans. [*See* **Summary.**]

Q. 4. "Through all an afternoon we followed him from marvel to marvel."—

(a) **Where did the author spend the 'afternoon' ?**

(b) **Whom did he and his companions follow ?**

(c) **What are the marvels referred to ?**

[(ক) লেখক বিকালটা কোথায় কাটিয়েছিলেন? (খ) তিনি ও তাঁর সঙ্গীরা কাকে অনুসরণ করেছিলেন? (গ) চমকপ্রদ ব্যাপার কাকে বলা হয়েছে?]

Ans. (a) The author, Aldous Huxley, spent the afternoon at the Bose Institute. It is on the Upper Circular Road (now called Acharya Prafulla Chandra Road) in Calcutta.

[লেখক অল্‌ডাস হাক্সলি একটি বিকেল বসু-বিজ্ঞানমন্দিরে কাটিয়ে যান। বসু-বিজ্ঞানমন্দির হচ্ছে কলকাতার আপার সার্কুলার রোডে (বর্তমান নাম আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড) অবস্থিত।]

(b) At the Bose Institute Huxley and his companions followed Sir J. C. Bose into the laboratories. Sri. J. C. Bose was a great experimenter. In his Institute he was conducting interesting experiments on plant life.

[বসু-বিজ্ঞানমন্দিরে হাক্সলি ও তাঁর সঙ্গীরা স্যর জে. সি. বোসের অনুসরণ ক'রে নানা গবেষণাগার পরিদর্শন করেন। স্যর জে. সি. বোস ছিলেন একজন

খ্যাতনামা গবেষক। তাঁর বিজ্ঞানমন্দিরে তিনি উদ্ভিদের উপর বহু চিত্তাকর্ষক বৈজ্ঞানিক পরীক্ষানিরীক্ষায় লিপ্ত থাকতেন।]

(c) It is these experiments that the author calls marvels Huxley says that 'we followed him from marvel to marvel because he saw many experiments there. A *marvel* is some thing that rouses 'astonishment'. Indeed, what he saw asto nished Huxley. He describes them one by one.

The most wonderful of all things is the realisation (বোধ , that plants have life. In one of the marvellous experiments the growth of a plant was being recorded automatically on a sheet of smoked glass. The plant had a needle stuck to its stem. Worked up by the beatings of the plant cells, the needle automatically traced a graph on the glass sheet.

Another experiment showed how a plant feels. It is the habit of a plant to exhale (বার করে দেওয়া) small quantities of oxygen while feeding. In the experiment the gas was being collected in a jar, to which a bell was attached. As the gas attained a certain pressure, the bell rang automatically. It was therefore possible to ascertain how much food the plant was consuming. That a plant feeds better in the sun was proved when the bell rang often and regularly. In the shade the given plant stopped taking food and the bell did not ring at all.

In another experiments it was found that, like any other living organism, a plant could feel stimulated or depressed according to the conditions present. At first a little caffeine was added to the water in which the plant was standing. Invigorated the plant exhaled large quantities of oxygen, which set the bell tinkling wildly.

Sir J. C. Bose then showed Huxley a large tree which had been brought to the garden from a distance. Bose explained the hazards (ঝুঁকি) of transplanting a full-grown tree. If uprooted, a tree generally dies of shock. Bose first anaesthetised the tree to guard it against the danger and then carried it over to his garden. Numbed, it felt no shock. By the time the shock was over, the tree had already taken root. It was out of danger.

In another laboratory Huxley saw the heart beats of a

plant being recorded. Bose himself had devised a delicate instrument, rather like a self-recording barometer, that could magnify millions of times the minute pulsations in the layer of tissue just beneath the outer rind of the stem. The instrument then traced the beats in the pattern of a wavy graph (আঁকাবাঁকা রেখা) on a sheet of smoked glass.

Perhaps the most marvellous of the experiments was the one that showed the effect of poison on a plant. It proved once for all that vegetarians were not, after all, non-violent The poison used was an overdose of chloroform which, in the right dose, had saved the life of the big tree that had been brought to the garden from a distance. An overdose of chloroform can kill a man. It does not spare a tree either. Under its influence a plant began to sink before the very eyes of Huxley. The graph told the heart-rending story of its death throes. The dots on the smoked glass lost their wavy character and the ups and downs of the graph became jagged and irregular. Within minutes there were no ups and downs at all. The line became horizontal. The plant was dead.

[এই সব পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বারা লব্ধ নানা তথ্যকেই লেখক 'চমক' আখ্যা দান করেছেন। 'আমরা চমকের পর চমক দেখতে লাগলুম,' হাক্সলির এই উক্তির কারণ তাঁরা সেখানে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে লব্ধ নানা ব্যাপার প্রত্যক্ষ করেন। যা অন্তরে চমক সৃষ্টি করে, অদ্ভুত ব'লে প্রতীয়মান হয়, তাই হ'ল চমক বা চমকপ্রদ ব্যাপার। বাস্তবিক হাক্সলি যা যা দেখেন তাতে ক'রে তিনি বিস্মিত হন। সেগুলো তিনি একটি একটি ক'রে বর্ণনা করেছেন।

সবচেয়ে বিস্ময়ের বিষয় ছিল এই বোধ যে, উদ্ভিদেরও প্রাণ আছে। একটি বিস্ময়কর পরীক্ষায় একটি ধোঁয়া-মাখানো কাচের পাতের উপর উদ্ভিদের বৃদ্ধি আপনা থেকেই রেখাঙ্কিত হয়ে চলেছিল। গাছটির কাণ্ডে বিদ্ধ ছিল একটি সূচ। গাছটির কোষস্পন্দনে সূচটি সক্রিয় হয়ে উঠে আপনা থেকেই কাচের পাতে রেখাচিহ্ন এঁকে চলেছিল।

আর একটি পরীক্ষায় দেখানো হয় গাছ কী করে আহার গ্রহণ করে। আহার গ্রহণ করতে করতে সামান্য পরিমাণে অক্সিজেন ছেড়ে দেওয়া গাছের একটি স্বভাব। এই পরীক্ষায় অক্সিজেন গ্যাস একটি পাত্রে ধ'রে সঞ্চয় করা হ'ত। পাত্রটির সঙ্গে আঁটা থাকত ছোট্ট একটি ঘন্টি। এই সঞ্চিত গ্যাসের

তাপ একটা নির্দিষ্ট মাত্রায় এসে পৌঁছলে, ঘন্টিটি আপনা থেকেই বেজে উঠত। তাই থেকে নির্ণয় করা যেত গাছটি কতটা আহার গ্রহণ করল। রোদের মধ্যে গাছ যে বেশি পরিমাণে আহার গ্রহণ করছে, তা বোঝা যেত বারংবার নিয়মিত ঘন্টাধ্বনির দ্বারা। ছায়ার মধ্যে উদ্ভিদ্ আহার গ্রহণে বিরত হয়, তখন ঘন্টাও আর বাজে না।

আর-একটি পরীক্ষায় দেখানো হয় অবস্থা অনুযায়ী, অন্য যে-কোনো জীবের মতোই, উদ্ভিদ্ও উত্তেজিত অথবা অবসন্ন হয়ে পড়তে পারে। উদ্ভিদ্টি যে জলের মধ্যে দাঁড়িয়ে ছিল, তাতে সামান্য ক্যাফিন মিশিয়ে দেওয়া হ'ল। উত্তেজিত হয়ে উদ্ভিদ্টি প্রচুর পরিমাণে অক্সিজেন ছাড়তে লাগল, আর তার ফলে ঘন্টাও বাজতে লাগল পাগলের মতো।

তারপর জগদীশচন্দ্র হাক্সলিকে দেখালেন একটা প্রকাণ্ড গাছ; সেটাকে বহুদূর থেকে বাগানে আনা হয়েছিল। বড় গাছকে স্থানান্তরে রোপণ করার ঝুঁকি জগদীশচন্দ্র বুঝিয়ে দিলেন। সমূলে উৎপাটিত হ'লে তা সাধারণতঃ 'শক' পেয়ে মারা যায়। জগদীশচন্দ্র প্রথমে ওষুধ-প্রয়োগে গাছটিকে অসাড় ক'রে সেটিকে এই বিপদ এড়িয়ে বাগানে নিয়ে এলেন। অসাড় অবস্থায় বড় গাছ কোনো 'শক' পেল না। 'শক' শেষ হয়ে যাবার মতো সময়ের মধ্যেই গাছটা শিকড় গেড়ে ফেলেছিল। বিপদ এড়িয়ে গেল তা এইভাবে।

অন্য এক গবেষণাগারে হাক্সলি দেখেন উদ্ভিদের হৃৎস্পন্দন লিপিবদ্ধ করা হচ্ছে। জগদীশচন্দ্র নিজে স্বয়ংক্রিয় আবহমান যন্ত্রের আদলে, কিন্তু তার চেয়ে সূক্ষ্ম এবং তার চেয়ে লক্ষ লক্ষ গুণ ক্ষমতাসম্পন্ন এক যন্ত্র উদ্ভাবন করেছেন যাতে উদ্ভিদের কাণ্ডের বাহিরের ত্বকে তন্তুস্তরে যে স্পন্দন হয় তা ধরা পড়ে। এই যন্ত্রটি একটি ধোঁয়ায় মলিন কাচের পাতে তরঙ্গিত ভাবে এই স্পন্দনের রেখাচিহ্ন আঁকে।

বোধ হয় সবচেয়ে আশ্চর্যজনক পরীক্ষা হ'ল উদ্ভিদের উপর বিষের ক্রিয়া। এ থেকে প্রমাণিত হ'ল যে নিরামিষাশীরাও ঠিক অহিংস নন। যে বিষ প্রয়োগ করা হ'ল, তা ছিল মাত্রাতিরিক্ত ক্লোরোফর্ম। এই ক্লোরোফর্ম মাত্রা অনুযায়ী প্রয়োগের ফলে দূর থেকে আনা এক বড় গাছের প্রাণ বাঁচিয়েছে। কিন্তু মাত্রাতিরিক্ত ক্লোরোফর্ম মানুষের প্রাণনাশ করতে পারে। তা গাছকেও রেহাই দেয় না। এর প্রভাবে হাক্সলির চোখের সামনেই একটি উদ্ভিদ্ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল। এর রেখাচিত্র হয়ে রইল মৃত্যুযন্ত্রণার সাক্ষী। ধোঁয়া-মাখা কাচের উপর বিন্দুচিহ্নগুলো তাদের তরঙ্গিত রূপ হারিয়ে ফেলল, আর রেখাচিত্রের ঊর্ধ্ব ও নিম্ন গতি হয়ে এলো এবড়োখেবড়ো আর বিশৃঙ্খল।

করেক মিনিটের মধ্যেই আর উধ্ব'গতি ও নিম্নগতি রইল না। রেখাটি হয়ে দাঁড়াল আনুভৌমিক। গাছটি মারা গেল।]

Q. 5. (i) Who was Aldous Huxley's 'guide' during his visit to the Bose Institute.

(ii) How was a plant's 'feeding' shown to him ?

(iii) How was a plant's 'growth' shown ?

(iv) What was he told and shown about a big tree being successfully transplanted in the Institute's garden ? [H. S. 1973]

[(১) বোস ইনস্টিটিউট পরিদর্শনের সময় হাক্সলির পরিচালক কে ছিলেন ? (২) উদ্ভিদের খাদ্যগ্রহণের কাজটা তাঁকে কি ভাবে দেখানো হয় ? (৩) উদ্ভিদের বৃদ্ধি কিভাবে দেখানো হয় ? (৪) একটা বড় গাছকে ইনস্টিটিউটের বাগানে নিয়ে এসে সফলভাবে পুনরায় পোঁতার ব্যাপারটা সম্বন্ধে তাঁকে কি বলা হয় এবং দেখানো হয় ?]

Ans. (i) Sir Jagadish Chandra Bose, the experimenter and founder of the Bose Institute, was Huxley's guide during his visit to the Institute.

(ii) Jagadish Chandra showed Huxley how a plant feeds. A plant exhales a quantity of oxygen when it takes food. To demonstrate the experiment Jagadish Chandra put a jar wherein the exhaled oxygen was being collected. He also attached a bell to the jar. The bell rang automatically as the collected gas attained a certain pressure. This helped to ascertain the quantity of food consumed by the plant. If the plant was kept in the sun, the bell rang often and regularly, but while in the shade, the bell stopped ringing. This showed that the plant fed better in the sun, and stopped feeding if it was deprived of the sun.

(iii) The growth of a plant was demonstrated by the mark traced out automatically by a needle on a smoked glass. The needle was stuck to the stem of the plant. Worked up by the beatings of the plant cells, the needle automatically traced a graph on the sheet of smoked glass.

(iv) [See the fifth paragraph of Ans. to Q. 4·(c)·]

[(১) হাক্সলি বোস ইনস্টিটিউট পরিদর্শন করবার সময় এই প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা ও গবেষক স্বয়ং জগদীশচন্দ্র বোস তাঁর পরিচালক ছিলেন।

(২) জগদীশচন্দ্র হাক্সলিকে দেখিয়েছিলেন কিভাবে একটি উদ্ভিদ খাদ্য গ্রহণ করে। খাদ্য গ্রহণের সময় উদ্ভিদ কিছু পরিমাণে অক্সিজেন বার করে দেয়। ব্যাপারটা বুঝাবার জন্য জগদীশচন্দ্র উদ্ভিদের ছেড়ে-দেওয়া অক্সিজেন সঞ্চয় করার জন্য একটি পাত্র রাখলেন, এবং তাতে এঁটে রাখলেন একটি ঘণ্টা। সঞ্চিত অক্সিজেনের চাপ একটি নির্দিষ্ট মাত্রায় পৌঁছানো মাত্র ঘণ্টাটা আপনা থেকেই বেজে উঠছিল। এ থেকে বোঝা যাচ্ছিল উদ্ভিদ কি পরিমাণ খাদ্য গ্রহণ করছিল। উদ্ভিদটিকে সূর্যের আলোয় রাখলে ঘণ্টাটা ঘনঘন বাজতে থাকে; কিন্তু ছায়ায় রাখলে আর বাজে না। এ থেকে প্রমাণ হয় যে সূর্যের আলো পেলে উদ্ভিদ ভালোভাবে খাদ্য গ্রহণ করে, আর আলো থেকে একেবারে বঞ্চিত হলে সে আর কিছুই খায় না।

(৩) একটি স্বয়ংক্রিয় সূচের সাহায্যে ধোঁয়ামহ একটি কাচের উপর যে রেখাচিত্র অঙ্কিত হচ্ছিল, তার দ্বারাই উদ্ভিদের বৃদ্ধি দেখাবার ব্যবস্থা করা হয়। উদ্ভিদের কাণ্ডের গায়ে সূচটি আটকে রাখা হয়। উদ্ভিদের কোষস্পন্দনে সূচটি সক্রিয় হয়ে উঠে আপনা থেকেই কাচের পাতে রেখা চিহ্ন এঁকে চলেছিল।

(৪) [৪ নং (গ) প্রশ্নের উত্তরের পঞ্চম প্যারা দেখো।]

Q. 6. Relate, briefly, what Huxley saw through Bose's instruments which "have made visible things that it has been hitherto impossible to see". [**H. S. 1970**]

[এ পর্যন্ত দেখা যায় নি এমনসব জিনিসও বোসের যে যন্ত্রগুলির সাহায্যে দেখা সম্ভব হয়েছে, সেই যন্ত্রগুলির দ্বারা হাক্সলি কি দেখেছিলেন তা সংক্ষেপে বর্ণনা কর।]

Ans. [See **Summary** and also **Ans.** to **Q. 4.**]

Q. 7. How did Sir J. C. Bose prove that plants have life? [উদ্ভিদের প্রাণ আছে এটা স্যার জগদীশচন্দ্র বোস কিভাবে প্রমাণ করেছেন?]

Ans. According to Huxley, Sir J. C. Bose has proved conclusively that a plant is a living organism. After its birth, it breathes, consumes (খায়, জীর্ণ করে) food, grows, ages and then dies. According as the presence or absence of its life-giving conditions, it passes through periods of physical well-being and torpor. It can feel too. Sir J. C. Bose proved all these by a series of marvellous experiments,

[হাক্সলির মতানুযায়ী, জগদীশচন্দ্র নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করেছেন যে,

উদ্ভিদেরও প্রাণ আছে। সে তার জন্মের পর থেকে শ্বাসপ্রশ্বাস চালায়, আহার গ্রহণ ও জীর্ণ করে, তার বয়োবৃদ্ধি হয়, তারপর তা মারা যায়। যাতে জীবনের পুষ্টি হয় তেমন কিছুর স্থিতি বা অভাবের ফলে উদ্ভিদ্ সুস্থ বা অসুস্থ থাকে। উদ্ভিদ্ অনুভবও করতে পারে। নানারূপ আশ্চর্যজনক পরীক্ষার ফলে জগদীশচন্দ্র এই সব ব্যাপার প্রমাণ করেছেন।]

[*Now see the second, third, fourth, fifth, sixth and seventh paragraphs of Ans to* **Q. 4. (c)**:].

Q. 8. Why does Huxley describe the plant that died from an overdose of chloroform as "a murdered creature"? Describe the "murder". [মাত্রাতিরিক্তি ক্লোরোফর্ম প্রয়োগের ফলে যে উদ্ভিদ্‌টির মৃত্যু হল তাকে হাক্সলি 'নিহত জীব' বলে বর্ণনা করছেন কেন? এই হত্যাকাণ্ডটি বর্ণনা কর।]

Ans. Huxley's description of death spasms of the plant killed with an overdose of chloroform is not just so much sobstuff. A plant is a living being after all. It is a *creature* and can feel the torment of a prick as keenly as we do.

Some of us do feel for dumb animals and do what we can for the prevention of cruelty to them. But to the agony of a plant we are quite indifferent. The reason is not far to seek. A dying animal, or for that matter any animal in distress can manifest its pain-sensations through shrieks and convulsions of the whole body. On the other hand, a plant in distress can neither make sound nor manifest its spasms that occur inside its body.

But that we are indifferent to its pain does not negate the fact that a plant can and does feel the torture of a stab or a harmful drug. Because the experimenter gave the plant an overdose of chloroform quite consciously, it could be considered as "murdered."

[মাত্রাতিরিক্ত ক্লোরোফর্ম প্রয়োগে মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করতে করতে উদ্ভিদের মৃত্যুর যে বর্ণনা হাক্সলি দিয়েছেন, তা ভাবালুতা নয়। উদ্ভিদ্ জীবন্ত পদার্থ। তা হ'ল জীব, এবং আমাদের মতোই তা খোঁচা খেয়ে ব্যথা বোধ ক'রে থাকে।

আমাদের মধ্যে কেউ কেউ অবোলা জীবের দুঃখকষ্ট বুঝে, সে সব নিবারণের জন্যে যথাসাধ্য ক'রে থাকেন। কিন্তু উদ্ভিদের যন্ত্রণাভোগ সম্বন্ধে আমরা

সম্পূর্ণ উদাসীন। এর কারণও খুব সহজ। কোনো মুমূর্ষু জন্তু, কিংবা যন্ত্রণা ভোগ করছে এমন কোনো জীব, চীৎকার এবং সমগ্র দেহের ছটফটানির মধ্যে দিয়ে তার যন্ত্রণাবোধ প্রকাশ করতে পারে, কিন্তু উদ্ভিদ্ যন্ত্রণা পেলে শব্দও করতে পারে না, দেহের আভ্যন্তরীণ স্পন্দনও বাইরে ফোটাতে পারে না।

কিন্তু আমরা উদ্ভিদের যন্ত্রণাভোগ সম্বন্ধে উদাসীন ব'লেই প্রমাণ হয় না যে, তা ছুরিকাঘাত কিংবা ক্ষতিকর ওষুধ-প্রয়োগে কষ্টবোধ করে না। জেনেশুনেই পরীক্ষার জন্যে উদ্ভিদ্‌কে অতিমাত্রায় ক্লোরোফর্ম দেওয়া হয়েছিল ব'লেই ব্যাপারটাকে 'হত্যাকাণ্ড' বলা হয়েছে।]

[*Now add the seventh pragraph of Ans. to* **Q. 4.** (c).]

Q. 9. "A mortal dose of chloroform was dropped into the water. The graph became the record of a death agony."

(a) **What sort of a graph is referred to here** ?

(b) **What is the nature of the death agony recorded ?**

(H. S. 1971)

[(ক) কি ধরণের রেখাচিত্রের কথা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে ?

(খ) চিত্রিত মৃত্যু-যন্ত্রণার প্রকৃতি কিরূপ ?]

Or, "The graph became the record of a death agony"

(a) **What is the graph refrered to here** ?

(b) **How was the death agony recorded** ?

[(ক) এখানে কোন্ রেখাচিত্রের কথা উল্লেখ করা হয়েছে ?

(খ) মৃত্যু-যন্ত্রণা কিভাবে চিত্রিত হয়েছিল ?]

Ans. (*a*) In the Bose Institute, Huxley saw one interesting experiment after another. In one of these he saw an extremely delicate and sensitive instrument recording the heart-beat of a plant. The instrument was similar in principle to that which goes into the working of a self-recording barometer. It was connected to the plant. It had an automatic needle that, left to itself, went on tracing horizontal lines of dots on a smoked glass. The minute pulsations that occurred just beneath the outer rind of the stem were first magnified millions of times by the instrument and then they were allowed to deflect the needle up and down the baseline. As a result, the graph it traced became wavy in character, giving the experimenter a very clear idea of the rapidity of the beatings of a plant's heart under a given conditio d

(*b*) The plant was given an overdose of chloroform. It acted as a poison. At once the needle seemed to behave erratically ; the graph changed its character. It became clear that the plant was sinking. When the plant's heart beat normally, the graph was wavy and regular. But now it ceased to be wavy. The ups and downs too became jagged and irregular. The medial line of the graph was yet to run level. The reason was that as long as there was any life in the plant, it struggled against death. But the attempt was futile. Life ebbed away quickly and irretrievably. The line of dots was now running quite level. The plant was dead.

[(ক) বসু-বিজ্ঞানমন্দিরে হাক্সলি একটির পর একটি কৌতূহলোদ্দীপক বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা দেখেন। তার একটিতে তিনি দেখেন এক সূক্ষ্ম সংবেদনশীল যন্ত্রে উদ্ভিদের হৃৎস্পন্দন লিপিবদ্ধ হচ্ছে। যন্ত্রটি স্বয়ংক্রিয় আবহমানযন্ত্রের আদলে নির্মিত। তা ছিল উদ্ভিদের সঙ্গে সংযুক্ত। তাতে ছিল একটি স্বয়ংক্রিয় সূচ। সূচটি সেভাবে থেকে ধোঁয়ায় মলিন এক কাচের পাতে আনুভৌমিক বিন্দুচিহ্ন অঙ্কিত ক'রে চলেছিল। উদ্ভিদের কাণ্ডের বাইরের ত্বকে যে স্পন্দন চলছিল, তা যন্ত্রটির দ্বারা লক্ষ লক্ষ গুণ আকারে বৃদ্ধি পেয়ে সূচটিকে ভূমি-রেখার ঊর্ধ্ব-অধে ঠেলে ঠেলে দিচ্ছিল। তার ফলে রেখমালা হয়ে উঠছিল তরঙ্গাকার। এ থেকে পরীক্ষক বেশ বুঝতে পারছিলেন বিশেষ এক অবস্থায় উদ্ভিদের হৃৎস্পন্দন কীভাবে হয়ে থাকে।

(খ) উদ্ভিদকে দেওয়া হ'ল মাত্রাতিরিক্ত ক্লোরোফর্ম। তা করতে লাগল বিষের ক্রিয়া। সঙ্গে সঙ্গেই সূচের গতি হয়ে পড়ল বিশৃঙ্খল, রেখমালার হ'ল পরিবর্তন। স্পষ্টই বোঝা গেল উদ্ভিদ্ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছে। উদ্ভিদের হৃৎস্পন্দন যখন স্বাভাবিক থাকে, তখন রেখমালা থাকে তরঙ্গিত ও নিয়মিত। এখন আর তা তরঙ্গিত রইল না। রেখমালাকে যে-রেখা লম্বালম্বি ভাবে দু'ভাগ করেছে, তার তখনও সমতল ভাবে চলবার কথা, কারণ দেহে যতক্ষণ বিন্দুমাত্র প্রাণ থাকে ততক্ষণ থাকে তাকে ধ'রে রাখবার চেষ্টা—উদ্ভিদ্ মৃত্যুর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে থাকে। কিন্তু সে চেষ্টা বৃথা। দ্রুতগতিতে এবং নিশ্চিত ভাবে ঘটছিল জীবনের ক্ষয়। বিন্দুরেখাগুলো সম্পূর্ণ সমভৌমিক হয়ে এল। উদ্ভিদ্‌টি মারা গেল।]

Q. 10. How are the heart-beats of a plant recorded ?
[উদ্ভিদের হৃৎস্পন্দন কিভাবে চিত্রিত হয় ?]

Ans. [See the sixth paragraph of Ans. to Q. 4 (c)]

Q. 11. "But an overdose of chloroform is as fatal to a plant as to a man."—

How does Huxley bear out this remark ?

['মাত্রাতিরিক্ত ক্লোরোফর্ম মানুষের পক্ষে যেমন, উদ্ভিদের পক্ষেও সেই রকমই মারাত্মক।'—হাক্সলি এই বিষয়টা কিভাবে বুঝিয়েছেন ?]

Ans. [See the sixth paragraph of Ans. to Q. 4 (c) and 8 (b)].

Q. 12. "Bose's instrument endows us with this more than microscopical acuteness of vision."

(i) **Explain fully the context of the above remark.**

(ii) **Why does the author think that even conscientious practitioners of 'ahimsa' must be 'cannibals' ?**

[(১) উল্লিখিত মন্তব্যের প্রসঙ্গটি ব্যাখ্যা করো।

(২) লেখক কেন মনে করেন যে এমন কি অহিংসার নিষ্ঠাবান সাধকরাও স্বজাতিখাদক হতে বাধ্য ?]

Ans. Huxley makes this remark in explaining the capacity of Bose's powerful instrument which gives us power to feel and observe the agonies of a dying plant. While observing the experiments at the Bose Institute, Huxley realized that plants have life and they, too, feel pleasure and pain just as animals do. The plants also suffer agony of death. But man does not sympathise with a dying plant because, unlike a dying animal, it convulses within, and there are no visible signs of its agony. Even the microscope cannot show us the pulsations of the cells inside the plant's body. But the power of the instrument, devised by Sir J. C. Bose, far exceeds that of a microscope and makes it possible for us to feel the pulsations of a plant and its death agony.

(b) The practitioners of 'ahimsa' detest the idea that animals, birds, fish and all other living beings are born to be eaten up. So they have become vegetarians with the idea that plants have no life. But once these vegetarians visit the Bose Institute, they will know that they were totally wrong, that the plants, too, are living objects.

[Now add the third and fourth paragraphs of Ans. to Q. 13 (c). : "It is quite possible......including the 'inanimate', is alive".]

[(ক) বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্র বোসের তৈরি যে শক্তিশালী যন্ত্রটির সাহায্যে আমরা মুমূর্ষু কোন গাছের মৃত্যুযন্ত্রণা অনুভব ও পর্যবেক্ষণ করতে পারি সেই যন্ত্রের ক্ষমতা বর্ণনা প্রসঙ্গে হাক্সলি এই মন্তব্য করেছেন। বোস ইনস্টিটিউটে পরীক্ষা-নিরীক্ষা লক্ষ্য করে হাক্সলি বুঝতে পারেন যে গাছ-পালারও জীবন আছে এবং তারাও জীবজন্তুর মতো সুখ-দুঃখ অনুভব করতে পারে। গাছপালাও মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করে। কিন্তু জীবজন্তুদের মতো তাদের যন্ত্রণার বাহ্যিক কোন লক্ষণ দেখা যায় না, তারা ভিতরে ভিতরে আলোড়িত হয়, তাই মুমূর্ষু গাছের প্রতি মানুষের কোন সহানুভূতি জাগে না। এমন কি অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যেও গাছের কোষগুলির স্পন্দন ধরা পড়ে না। কিন্তু জগদীশচন্দ্র বোস যে যন্ত্র উদ্ভাবন করেছেন তার ক্ষমতা অণুবীক্ষণ যন্ত্রের ক্ষমতার চেয়ে বহুগুণ বেশি এবং তার সাহায্যে আমরা গাছের হৃৎস্পন্দন অনুভব করতে পারি, তার মৃত্যুযন্ত্রণাও বুঝতে পারি।

(খ) অহিংসার সাধনা করেন যাঁরা তাঁরা এটা মেনে নিতে চান না যে কোন জন্তু, পাখী, মাছ বা অন্যান্য প্রাণী মানুষের ভক্ষ্য হতে পারে। উদ্ভিদের প্রাণ নেই—এই ধারণা থেকেই এই সব ব্যক্তি উদ্ভিজ্জ খাদ্য বেছে নিয়েছেন। কিন্তু এই নিরামিষভোজীরা যদি একবার বোস ইনস্টিটিউটে যান, তবে তাঁরা নিজের ভুল বুঝতে পারবেন, তাঁরা জানতে পারবেন যে গাছপালাও সজীব বস্তু।]

[এরপর ১৩ নং প্রশ্নের উত্তরের তৃতীয় ও চতুর্থ প্যারাগ্রাফের অংশবিশেষ যোগ কর।]

Q. 13. "They must be cannibals".—

Whom does the author call cannibals and why ?

[লেখক কাদের স্বজাতি-খাদক বলছেন, এবং কেন তা বলছেন ?]

Or,

"Bose's earlier researches on metals......have deprived the conscientious practitioners of ahimsa of their last hope."

(a) What earlier researches are referred to here ?
(b) Who are the conscientious practitioners of ahimsa?
(c) How have they been deprived of their last hope ?

[(ক) পূর্বতন কোন্ গবেষণার বিষয় এখানে উল্লেখ করা হয়েছে ? (খ) অহিংসার নিষ্ঠাবান সাধক কারা ? (গ) কি ভাবে তাঁরা তাঁদের শেষ ভরসা থেকেও বঞ্চিত হয়েছেন ?]

Ans. (*a*) Long before making researches on plant life,

Sir J. C. Bose had concerned himself with metals. He was able to bring many unknown facts to light. These facts falsified the popular notions about the so-called "inanimate" things.

(*b*) There are some kind-hearted people who believe that all living beings have a right to live. They detest the idea that some animals, fish, birds and the like are born to be eaten up, They will not strike anyone or anything that can feel pain. They want to practise ahimsa or non-violence. That is why they have become vegetarians with the idea that plants have no life.

(c) But then plants too are living organisms. Once vgetarians visit the Bose Institute, they will come to know how sadly wrong they were. The spasms of a dying plant, seen with the aid of Bose's marvellous instrument, will shock them. It is quite possible that in another attempt to be non-violent they will then give up eating vegetables and confine themselves to a strictly mineral diet. Perhaps they will be guided by the idea that metals have no life and therefore, cannot feel pain. But this last attempt too, like the previous one, is bound to be frustrated.

It will be found soon that even those who eat only so-called 'inanimate' substances are cannibalistic. Let us take the sword-eating yogi and glass-eating fakir, for example. The ostrich swallows hard substances to assist the gizzard. Some yogis can eat swords and some fakirs, bits of broken glass. But even if they ate none but these substances, they would not be practitioners of ahimsa because Sir J. C. Bose has already proved beyond doubt that even metals, like vegetable and animal organisms, respond to stimuli, are subject to fatigue and react to poisons. To sum up, "they must be cannibals, for the simple reason that everything, including the inanimate", is alive.

[(ক) উদ্ভিদ নিয়ে গবেষণার অনেক আগে জগদীশচন্দ্র ধাতু নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছিলেন। তিনি অনেক অজ্ঞাত তথ্য আবিষ্কার করেন। এই সব আবিষ্কারের ফলে 'অজৈব পদার্থ' সম্বন্ধে চলতি ধারণা ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়।

(খ) কোনো কোনো দয়ালু লোকের বিশ্বাস এই যে, সমস্ত জীবন্ত প্রাণীরই বেঁচে থাকবার অধিকার আছে। কোনো কোনো জন্তু, মাছ, পাখী এ সব কে

মানুষের খাদ্যতালিকায় স্থান পাবে, এ ব্যাপারটি তাঁদের কাছে দুঃসহ। যারই বেদনাবোধ আছে, তাকে তাঁরা আঘাত করতে চান না। তাঁরা অহিংসার সাধনা ক'রে থাকেন। তাই তাঁরা নিরামিষাশী হয়েছেন এই বিশ্বাসের বলে যে, গাছপালার প্রাণ নেই।

(গ) কিন্তু তবুও গাছপালার প্রাণ আছে। নিরামিষাশীরা একবার বসু-বিজ্ঞানমন্দির পরিদর্শন করলে বুঝতে পারবেন তাঁরা কত ভ্রান্ত। বসু-উদ্ভাবিত যন্ত্রের সাহায্যে মুমূর্ষু উদ্ভিদের ছবি দেখতে পেলে তাঁরা মর্মাহত হবেন। এ-ও সম্ভব যে, উদ্ভিজ্জ আহার পরিত্যাগ ক'রে তাঁরা অহিংস হবার জন্যে নতুন করে চেষ্টা করবেন। তাঁরা ধাতব পদার্থ ভক্ষণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন। সম্ভবতঃ তাঁরা এই বিশ্বাসের বশে চলবেন যে, ধাতু নিষ্প্রাণ, তার বেদনাবোধ নেই। কিন্তু আগেকার চেষ্টার মতো এ চেষ্টাও নিষ্ফল হতে বাধ্য।

অচিরেই দেখা যাবে যাঁরা তথাকথিত 'অজৈব' পদার্থ ভক্ষণ করেন, তাঁরাও স্বজাতি-খাদক। উদাহরণস্বরূপ সেই সব যোগীর কথাই ধরা যাক যাঁরা তরোয়াল গিলে ফেলতে পারেন, কিংবা ধরা যাক সেই সব ফকিরের কথা যাঁরা কাচ খেয়ে থাকেন। উটপাখী তার পাকযন্ত্রের ক্রিয়ার সুবিধে হয় বলে শক্ত শক্ত জিনিস গিলে খায়। কোনো কোনো যোগী তরোয়াল খেতে পারেন, কোনো কোনো ফকির খেতে পারেন কাচ। কিন্তু তাঁরা যদি ও-সব ছাড়া আর কিছুও না খেতেন, তবুও তাঁদের ঠিক অহিংসার সাধক বলা চলত না। কেন-না ইতিপূর্বে জগদীশচন্দ্র নিঃসন্দেহে প্রমাণ করেছেন যে, ধাতুরও প্রাণ আছে, উদ্ভিদ্ এবং জীবজন্তুর মতো তারাও উত্তেজনায় সাড়া দিয়ে থাকে, তারাও শ্রমকাতর হয়, বিষক্রিয়ার প্রতিক্রিয়াও হয় তাদের মধ্যে। মোদ্দা কথা, তাঁরাও স্বজাতি-খাদক, শুধু এই কারণে যে, "অজৈব পদার্থ থেকে শুরু ক'রে সব কিছুই হচ্ছে সজীব।"]

Q. 14. Explain the following with reference to the context :

(a)	**A drop of stimulant······at the machine.**	(Para. 1)
(b)	**Transplanting······an anaesthetic.**	(Para. 1)
(c)	*But an overdose······as to a man.*	(Para. 2)
(d)	*Bose's instruments······powerful microscope.*	(Para. 2)
(e)	**But so long······struggling for life.**	(Para. 2)
(f)	*To a being······acuteness of vision.*	(Para. 3)
(g)	*The poisoned flower······writhes before us.*	(Para. 3)
(h)	**Sensitive souls······Bose Institute.**	(Para. 4)
(i)	**But the new······do the vegetarians.**	(Para. 4)

Ans. [**See Explanations**].

Q. 15. Write notes on the following :

Bose Institute ; **the great experimenter** ; *marvel to marvel* ; *exhaled* ; *oxygen* ; *stimulant* ; **some record-breaking typist were at the machine** ; *transplanting* ; *shock* ; **anaesthetic chloroform** ; *amputated* ; *anaesthetised tree* ; *an overdose of chloroform* ; **a plant's 'heart'** ; **the self-recording barometer** ; *the layer of tissue* ; *a dotted graph* ; *microscope* ; **vegetable 'heart' beat** ; *a grain of caffeine or camphor* ; **pick-me-up** ; *a mortal dose of chloroform* ; **the record of a death agony** ; *a visible symbol* ; **the spasms of a murdered creature desperately struggling for life** ; **more than microscopical acuteness of vision** ; *the newly revealed spectacle* ; *vegetarianism* ; *menu* ; *the murder of a plant* ; *a strictly mineral diet* ; **the new self-denial** ; *the ostrich* ; *the sword swallower* ; *the glass-eating fakir* ; **cannibalistic** ; **frequenters of chop-houses** ; **the conscientious practitioners of ahimsa** ; *'inanimate.'*

Ans. [See Notes etc.]

TEXTUAL GRAMMAR

Analysis

1. Each time the accumulation of exhaled oxygen reached a certain amount, a little bell like the bell that warns you when you are nearly at the end of your line of type-writing, automatically rang. [*Para. 1*]

Complex sentence containing *three* subordinate clauses :

Each time a little bell automatically rang like the bell (**main clause)**

(1) [when] the accumulation of oxhaled exygen reached a certain amount (**adjective clause,** qualifying 'each time').

(2) that warns you (**adjective clause,** qualifying 'the bell')

(3) when you are nearly at the end of your line of typewriting (**adverb clause,** qualifying 'warns')

N.B. প্রসঙ্গতঃ, এখানে কয়েকটি কথা মনে রাখতে হবে :

(1) main clause-এর অন্তর্গত 'like the bell' কথা কয়টি 'a little

bell'-এর apposition-এ নেই ; এ কয়টি কথা মিলে হ'ল adverbial qualification :

SUBJECT	PREDICATE	
	verb	*Adverbial Qualification*
a little bell	rang	(1) each time (2) automatically (3) like the bell

(2) sentence picture তৈরি করতে (যাকে আমরা সচরাচর ব'লে থাকি 'clause analysis') main clause বা principal clause-কে আলাদা ক'রে দেখানোই ভালো, তাতে নম্বর দেওয়ার কোনো দরকার হয় না, কেন-না তা কখনো একটির বেশি হ'তে পারে না। কিন্তু subordinate clause একটি বা তার বেশি হ'তে পারে ব'লে তা নম্বর দিয়ে দেখানোই ভালো।

(3) main clause শুধুই main clause, তা noun কি adjective, কি adverb-এর কাজ করে না। অথচ subordinate clause হ'লেই তা হয় noun, নয় adjective, নয় adverb-এর কাজ করবে। তাই সেটি noun-clause, না adjective clause, না adverb-clause, তা বলা দরকার, কিন্তু তাই ব'লে বার-বারই subordinate কথাটা ব্যবহার করার কোনোই দরকার হয় না। **শুধু noun কি adjective-clause, কি adverb clause বললেই বুঝতে হবে যে সেটি নিশ্চয়ই একটি subordinate-clause.**

(4) adjective-clause-এর বেলায় *qualifying* আর adverb clause-এর বেলায় *modifying* বলতে হবে, এমন একটা ধারণা বহুকাল থেকে আমাদের পেয়ে বসেছে। কিন্তু **ধারণাটা ভ্রান্ত—দুই ক্ষেত্রেই** *qualifying* বলা যেতে পারে।

(5) আমাদের মধ্যে আরও একটা ভ্রান্ত ধারণা আছে যে, qualifying the *noun* অমুক, modifying the *verb* অমুক এই ধরণের কথা না বললে বুঝি যথাযথ ভাবে কথা বলা হয় না। কিন্তু মোটেই তা নয়; কেন-না adjective clause, adverb clause অনেক সময় enlargements-সমেত পুরো subject, কি পুরো object, কি পুরো predicate-কে বিশেষিত ক'রে থাকে ; তখন qualifying the *noun* বা এই রকম কিছু ব'লে কোনো একটি part of speech-এর নাম করলেই বরং কথাটা আর যথাযথ থাকে না। 'The bell on the tower' কথাটায় 'on the tower' হ'ল adjective-

phrase ; তা শুধু 'bell' noun-টিকেই বিশেষ করছে না, বিশেষ করছে 'the bell' কথা দু'টিকে একসঙ্গে ধ'রে।

2. When, the sun shone on the plant, the bell rang often and regularly. [*Para. 1*]

Complex sentences containing *one* subordinate clause :

The bell rang often and regularly (**main clause**).

(1) when the sun shone on the plant (**adverb clause,** qualifying 'rang often and regularly').

N.B. এখানে adverb-clause-টি সমগ্রভাবে predicate-কে বিশেষ করছে (শুধুই verb 'rang'-কে বিশেষ করছে না—সেভাবে analyse করলে লেখকের অভিপ্রায়কে তুচ্ছ করা হয়)। আবার, বাক্যটিকে 'the bell rang often' and 'the bell rang regularly'—এভাবে ভাগ করাও নিরর্থক। এখানে 'often and regularly' হ'ল double adverbial qualification :

SUBJECT	PREDICATE				
	Verb	*Adverbial Qualification*			
the bell	rang	often and regularly			
			SUBJECT	PREDICATE	
				Verb	*Adv. Qual.*
		when	the sun	shone	on the plant

3. Shaded, the plant stopped feeding, the bell rang only at long intervals, or not at all. [*Para. 1*]

Multiple sentence made up of *three* co-ordinate parts :

(1) Shaded, the plant stopped feeding ;

(2) the bell rang only at long intervals (co-ordinate without a conjunction) ;

(3) [or not at all=it (the bell) did not ring at all (joined by 'or'].

4. A drop of stimulant added to the water in which the plant was standing set the bell wildly tinkling, as though some record-breaking typist were at the machine. [*Para. 1*]

Complex sentence containing *two* subordinate clauses :

A drop of stimulant added to the water set the bell wildly tinkling (**main clause**).

(1) in which the plant was standing (**adjective clause**) qualifying 'the water').

(2) as though 'some reeord-breaking typist were at the machine (**Adverb-clause**, qualifying 'set the bell wildly tinkling')

N.B. এখানে একটি কথা বুঝে নিতে হবে :

'as though' এই word দু'টি মিলে একটি Compound Conjunction গঠিত হয়েছে এবং 'some record-breaking····· the machine' এই adverb-clauseটিকে introduce করছে।

5. Near it—for the plant was feeding out of doors—stood a large tree.

Double sentence joined by the co-ordinating conjunction 'for' :

Near it stood a large tree.
[for] the plant was feeding out of doors :

N.B. ঘর কেটে analyse করলে co-ordinating conjunction-কে (connective-কে) বাইরে রাখতে হয়।

	SUBJECT	PREDICATE	
		Verb	*Adverbial Qualification*
	a large tree	stood	near it
for	the plant	was feeding	out of doors

6. Sir J. C. Bose told us that it had been brought to the garden from a distance. [*Para. 1*]

Complex sentence containing *one* subordinate clause :

Sir J. C. Bose told us (main clause)

(1) that it had been brought to the garden from a distance (**noun-clause**, object of 'told')

7. Transplanting is generally fatal to a full grown tree, it dies of shock. [*Para. 1*]

Double sentence showing co-ordination without a conjunction :

Transplanting is······full-grown tree :
it dies of shock.

SUBJECT	PREDICATE		
	Verb	*Complement*	*Adverbial Qualification*
Transplanting	is	fatal	(1) generally (2) to a full-grown tree
it	dies		of shock

8. So would most men if their arms and legs were amputated without an anaesthetic. [*Para. 1*]

Complex sentence containing *one* subordinate clause :

So would most men *die* (**main clause**).

(1) if their arms and legs were amputated without an anaesthetic (**adverb clause,** qualifying 'would die').

9. Waking, the anaesthetised tree immediately took root in its new place and flourished. [*Para. 1*]

Double sentence joined by the co-ordinating conjunction 'and' ;

Waking, the anaesthetised tree immediately took root in its new place ;

(*It*) flourished.

10. But an overdose of chloroform is as fatal to a plant as to a man. [*Para. 2*]

Complex sentence containing *one* subordinate clause ;

[But] an overdose of chloroform is as fatal to a plant (**main clause**)

(1) as *it is fatal* to a man (**adverb-clause,** qualifying 'as fatal').

N.B. এখানে adverb-clause-টি শুধু 'as' কিংবা শুধু 'fatal'-কে বিশেষিত করছে না, সমগ্রভাবে 'as fatal'-কে বিশেষিত করছে। প্রসঙ্গতঃ, বুঝে নিতে হবে যে, প্রথম *as* হচ্ছে adverb qualifying the adjective 'fatal' আর দ্বিতীয় *as* হচ্ছে subordinating conjunction joining the adverb-clause ('as *it is fatal* to a man') to the main clause.

11. In one of the laboratories we were shown the instrument which records the beating of a plant's 'heart'. [*Para. 2*]

Complex sentence containing *one* subordinate clause ;

In one of the laboratories we were shown the instrument (**main clause**).

(1) which records the beating of a plant's 'heart' (**adjective clause**, qualifying 'the instrument').

12. By a system of levers, similar in principle to that with which the self-recording barometer has made us familiar, but enormously more delicate and sensitive, the minute pulsations which occur in the layer of tissue immediately beneath the outer rind of the stem, are magnified—literally millions of times—and recorded automatically in a dotted graph on a moving sheet of smoked glass. [*Para. 2*]

Double sentence with complex parts :

(1) By a system of levers similar in principle to that with which the self recording barometer has made us fumiliar, but enormously more delicate and sensitive, the minute pulsations beneath the outer rind of the stem, are magnified—literally millions of times.

[and] (2) *these are* recorded automatically in a dotted graph on a moving sheet of smoked glass,

(1) however, is a **complex sentence** containing *one* subordinate clause,

By a system of levers, similar in principle to that, but enormously more delicate and sensitive, the minute pulsations beneath the outer rind of the stem, are magnified—literally millions of times (**main clause**).

(*a*) with which the self-recording barometer **has made us** familiar (**adjective clause,** qualifying 'that').

N. B. বাক্যটি বেশ বড়ো। এটিকে ছক কেটে বিশ্লেষণ ক'রে দেখলে সহজেই এর বিভিন্ন অংশের যোগাযোগ বুঝতে পারা যাবে, যথা—

SUBJECT	PREDICATE	
	Verb	*Adverbial Qualification*
the minute pulsations beneath the outer rind of the stem	are magnified	(1) literally millions of times (2) by a system of levers, similar in principle to that, but enormously more delicate and sensitive.

SUBJECT	*Verb*	*Object*	*Comp.*	*Adv. Qual*
the self-recording baro-meter	has made	us	fami-liar	with which

এখানে লক্ষ্য করতে হবে যে, 'by a system of levers, similar in principle to that, but enormously more delicate and sensitive' এই সমগ্র adverbial qualification-টি হচ্ছে 'but'-যোগে double part-এ গঠিত।

13. Bose's iustruments have made visible things that it has been hitherto impossible to see, even with the aid of the most powerful microscope.

Complex sentence containing *one* subordinate clause :

Bose's instruments have made visible things (**main clause**).

(1) that it has been hitherto impossible to see, even with the aid of the most powerful microscope (**adjective clause**, qualifying 'things').

14. The normal vegetable 'heart beat', as we saw it recording itself point by point on a moving plate, is very slow. [*Para. 2*]

Double sentence joined by 'as' (=and while) :

The normal vegetable 'heart beat' is very slow ;

(as) we saw it recording itself point by point on a moving plate.

N. B. এখানে, 'as we saw it on a moving plate'-কে (subordinate) adverb-clause হিসাবে ধরলে; main clause-এর ক্রিয়াপদের (*is*-এর) শুদ্ধ প্রয়োগ হয় নি বলতে হবে ; সে ক্ষেত্রে ওটি হবে *was.*

15. But a grain of caffeine or of camphor affects the plant's 'heart' in exactly the same way as it affects the heart of an animal, [*Para. 2*]

Complex sentence containing *one* subordinate clause .

[But] a grain of caffeine or of camphor affects the plant's 'heart' in exactly the same way (**main clause**).

(1) as it affects the heart of an animal (**adjective-clause,** qualifying 'the same way').

16. The stimulant was added to the plant's water, and almost immediately the undulations of the graph lengthened out under our eyes and, at the same time, came close together. [*Para. 2*]

Multiple sentence :

The stimulant was added to the plant's water, [and] almost immediately the undulations of the graph lengthened out under our eyes, [and] at the same time *they* (≐the undulations) came close together.

17. As the poison paralysed the 'heart', the ups and downs of the graph flattened out into a horizontal line halfway between the extremes of undulation. [*Para. 2*]

Complex sentence containing *one* subordinate clause :

the ups and downs of the graph flattened out into a horizontal line half way between the extremes of undulations (**main clause**).

(1) as the poison paralysed the 'heart' (**adverb clause,** qualifying 'flattened out······undulation').

18. But so long as any life remained in the plant this medial line did not run level, but was jagged with sharp irregular ups and downs that represented in a visible symbol the spasms of murdered creature desperately struggling for life.

Double sentence containing complex parts ;

(1) [But] so long as any life remained in the plant, this medial line did not run level ;

(2) [but] *it* (=this medial line) was jagged with sharp irregular ups and downs that represented in a visible symbol the spasms of a murdered creature desperately struggling for life.

(1), however, is a **Complex sentence** containing *one* subordinate clause :

this medial line did not run level (**main clause**).

(*a*) [but] so long as any life remained in the plant (**adverb clause**, quaifying 'did' not run level,)-

N.B. এখানে *but* শব্দটিকে বিশ্লেষণ থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে : কেননা এটি আগেকার বাক্যের সঙ্গে একটা ভাবগত যোগের ইঙ্গিত দিলেও, ব্যাকরণের দিক থেকে এখানে আর কোনো অর্থ নেই।

(2) also, a **Complex sentence** containing *one* subordinate clause :

it (=this medial line) was jagged with sharp irregular ups and downs (**main clause**).

(*a*) that represented in a visible symbol the spasms of a murdered creature desperately struggling for life (**adjective clause** qualifying 'sharp irregular ups and downs').

N. B. এখানে অবশ্য *but* শব্দটি co-ordinating conjunction রূপে (connective রূপে) দুটি বাক্যের যোগসাধন করেছে।

19. The spectacle of a dying animal affects us painfully ; we can see its struggle and, sympathetically, feel something of its pain.

Multiple sentence :

(1) The spectacle of a dying animal affects us painfully ;
(2) we can see its struggles ;
co-ordination without a conjunction.
(3) [and] we *can*, sympathetically, feel something of its pain.

20. The last moments are so distressingly like those of a man that we are shocked by the newly revealed spectacle of them into a hitherto unfelt sympathy.

Complex sentence containing *one* subordinate clause :

The last moments are so distressingly like those of a man. (**main clause**)

(1) that we are shocked by the newly revealed spectacle of them into a hitherto unfelt sympathy (**adverb-clause, qualifying 'so distressingly......a man'**).

21. Sensitive souls whom a visit to the slaughterhouse has converted to vegetarianism, will be well advised, if they do not want to have their menu still further reduced, to keep clear of the Bose Institute. [*Para. 4*]

Complex sentence containing *two* subordinate clause :

Sensitive souls will be well advised to keep clear of the Bose Institute (**main clause** .)

(1) whom a visit to the slaughterhouse has converted to vegetarianism (**adjective clause,** qualifying 'sensitive souls').

(2) if they do not want to have their menu still further reduced (adverb-clause, qualifying 'will be well advised to keep clear of the Bose Institute').

22. But the new self-denial would be as vain as the old. —**Complex sentence** containing *one* subordinate clause :

[But] the new self-denial would be as vain (**main clause**).

(1) as the old *self-denial had been* (**adverb-clause** qualifying 'as vain').

23. The ostrich, the sword swallower, the glass-eating fakir are as cannibalistic as the frequenters of chop-houses, take life as fatally as do the vegetarians.

—**Double sentence** with complex parts :

(1) The ostrich, the sword swallower, the glass-eating fakir are as cannibalistic as the frequenters of chop-houses.

(2) *they* take life as fatally as do the vegetarians.

(co-ordination without a conjunction)

(1) however, is a **Complex sentence** containing *one* subordinate clause.

The ostrich, the sword-swallower, the glass-eating fakir are as cannibalistic (**main clause**).

(*a*) as the frequenters of chop-houses *are* (**adverb clause,** qualifying 'as cannibalistic').

(2) also, is a **Complex sentence** containing *one* subordinate clause :

they take life as fatally (**main clause**).

(*a*) as do the vegetarians (**adverb-clause,** qualifying 'take life as fatally').

24. Bose's earlier researches on metals—researches which show that metals respond to stimuli, are subject to fatigue

and react to poisons very much as living vegetable and animal organisms do—have deprived the conscientious practitioners of ahimsa of their last hope. [*Para. 4*]

Complex sentence containing *one* subordinate clause :

Bose's earlier researches on metals have deprived the conscientious practitioners of ahimsa of their last hope (**main clause**).

(1) [researches] which show that metals respond to stimuli, are subject to fatigue and react to poisons very much as living vegetable and animal organisms do (**adjective clause,** qualifying 'researches').

But (1), which is subordinate to the main clause, is itself like a **Complex sentence** containing *one* subordinate clause with multiple parts :

[researches] which show (**main clause**).

(*a*) that metals respond to stimuli, are subject to fatigue and react to poisons very much as living vegetable and animal organisms do (**noun-clause,** object of 'show').

(*a*) again, is like a **Multiple sentence** containing a complex part :

(*x*) [that] metals respond to stimuli.

(*y*) *they* are subject to fatigue.

(co-ordination without a conjunction)

(*z*) *they* react to poisons very much as living vegtable and animal organisms do.

(joined by *and*)

(*z*) on its part, is like a **Complex sentence** containing *one* subordinate clause :

they react to poisons very much (**main clause**).

(*p*) as living vegetable and animal organisms do (**adverb clause,** qualifying 'react to poisons').

25. They must be cannibals for the simple reason that everything, including the 'inanimate', is alive.

Complex sentence containing *one* subordinate clause :

They must be cannibals for the simple reason (**main clause**).

(1) that everything, including the 'inanimate', is alive (**noun clause** in apposition with 'the simple reason').

Change of voice

1. A mortal dose of chloroform was dropped into the water. *(Passive)*
We dropped a mortal dose of chloroform into the water. *(Active)*

2. After the pick-me-up we administered poison. *(Active)*
After the pick-me-up poison was administered by us. *(Passive)*

3. But a grain of caffeine or camphor affects the plant's 'heart' in exactly the same way. *(Active)*
But the plant's 'heart' is affected by a grain of caffeine or of camphor in exactly the same way. *(Passive)*

4. Bose administered chloroform. *(Active)*
Chloroform was administered by Bose. *(Passive)*

5. Bose's earlier researches on metals have deprived the conscientitious practitioners of ahimsa of their last hope. *(Active)*
The conscientions practitioners of ahimsa have been deprived of their last hope by Bose's earlier researches. *(Passive)*

Transformation of Sentences

1. We saw its sudden, shuddering reaction to an electric shock. *(Simple Sentence)*
We saw its reaction to an electric shock, which was sudden and shuddering. *(Complex Sentence)*

2. When the sun shone on the plant, the bell rang often and regularly. *(Double Sentence)*
The sun shone on the plant and the bell rang often and regularly. *(Double Sentence)*

3. Transplanting is generally fatal to a full-grown tree. *(Simple Sentence)*
Transplanting is generally fatal to a tree which is full-grown. *(Complex Sentence)*

4. A mortal dose of chloroform was dropped into the water. *(Simple Sentence)*
A dose of chloroform, that was mortal, was dropped into the water. *(Complex Sentence)*

5. The poisoned flower manifestly writhes before us. *(Simple Sentence)*

The flower that is poisoned, manifestyl writhes before us.
(*Complex Sentence*)

6. Everything is alive. (*Affirmative*)
Nothing is lifeless. (*Negative*)

Gaps Filled In

1. We followed him—marvel—marvel.
We followed him *from* marvel *to* marvel.

2. We saw its reaction—an electric shock.
We saw its reaction *to* an electric shock.

3. When the sun shone — the plant, the bell rang often and regularly.
When the sun shone *on* the plant, the bell rang often and regularly.

4. The bell rang only—long intervals.
The bell rang only *at* long intervals.

5. A drop — stimulant added— the water — which the plant was standing set the bell wildly tinkling, as though some record-breaking typist were — the machine.
A drop *of* stimulant added *to* the water *in* which the plant was standing set the bell wildly tinkling as though some record-breaking typist were *at* the machine.

6. Sir J. C. Bose told us that it had been brought — the garden — a distance.
Sir J. C. Bose told us that it had been brought *to* the garden *from* a distance.

7. Transplanting is generally fatal — a full-grown tree ; it dies — shock.
Transplanting is generally fatal *to* a full-grown tree ; it dies *of* shock.

8. — a system — levers, similar — principle — that — which the self-recording barometer has made us familiar, but enormously more delicate and sensitive, the minute pulsations which occur—the layer — tissue immediately — the outer rind — the stem, are magnified, literally millions — times, and recorded automatically—a dotted graph — a moving sheet — smoked glass.

By a system *of* levers, similar *in* principle *to* that *with* which the self-recording barometer has made us familiar,

but enormously more delicate and sensitive, the munute pulsations which occur *in* the layer *of* tissue immediately beneath the outer rind *of* stem, are magnified literally millions *of* times, and recorded automatically *in* a dotted graph *on* a moving sheet *of* smoked glass.

9. We saw it recording itself point — point — the moving plate.

We saw it recording itself point *by* point *on* the moving plate.

10. A mortal dose—chloroform was dropped—the water. The graph became the record—a death agony.

A mortal dose *of* chloroform was dropped *into* the water. The graph became the record *of* a death agony.

11. The ups and downs—the graph flattened out—a horizontal line half-way—the extremes—undulation.

The ups and downs *of* the graph flattened out *into* a horizontal line half-way *between* the extremes *of* undulation.

12. This medial line was jagged—sharp irregular ups and downs that represented—a visible symbol the spasms—a murdered creature desperately struggling—life.

This medial line was jagged *with* sharp irregular ups and downs that represented *in* a visible symbol the spasms *of* a murdered creature desperately struggling *for* life.

13. Bose's instrument endows us—this more than microscopical acuteness—vision.

Bose's instrument endows us *with* this more than microscopical acuteness *of* vision.

14. We are shocked—a hitherto unfelt sympathy.

We are shocked *into* a hitherto unfelt sympathy.

15. Sensitive souls, whom a visit—the slaughterhouse has converted—vegetarianism, will be well advised to keep clear—the Bose Institute.

Sensitive souls, whom a visit *to* the slaughterhouse has converted *to* vegetarianism, will be well advised to keep clear *of* the Bose Institute.

16. They will probably want to confine themselves — a strictly mineral diet.

They will probably want to confine themselves *to* a strictly mineral diet.

17. Metals respond — stimuli, are subject — fatigue and react — poisons.

Metals respond *to* stimuli, are subject *to* fatigue and react *to* poisons.

Joining of Sentences

1. At the Bose Institute in Calcutta, the great experimenter himself was our guide. Through all an afternoon we followed him from marvel to marvel.

At the Bose Institute in Calcutta, *where* the great experimenter himself was our guide, we followed him, through all an afternoon, from marvel to marvel. (*Complex Sent.*)

At the Bose Institute in Calcutta, the great experimenter himself *being* our guide, we followed him, through all an afternoon, from marvel to marvel. (*Simple Sent.*)

2. We watched a plant feeding ; in the process it was exhaling minute quantities of oxygen.

We watched a plant feeding, *and*, in the process. exhaling minute quantities of oxygen. (*Simple Sent.*)

We watched a plant *that was* feeding and, in the process, exhaling minute quantities of oxygen. (*Complex Sent.*)

We watched a plant *which, in the process of feeding,* was exhaling minute quantities of oxygen. (*Complex Sent.*)

3. Shaded, the plant stopped feeding ; the bell rang only at long intervals, or not at all.

When the plant *was* shaded, *it* stopped feeding, *and* the bell rang only at long intervals, or not at all. (*Double Sent.*)

When shaded, the plant stopped feeding, *with the result that* the bell rang only at long intervals, or not at all. (*Double Sent.*)

4. Bose administered chloroform. The operation was completely successful.

Bose *having* administered chloroform, the operation was completely successful. (*Simple Sent.*)

As Bose administered chloroform, the operation was completely successful. (*Complex Sent.*)

5. The normal vegetable 'heart beat' is very slow. It must take the best part of a minute for the pulsating tissue to pass from maximum contraction to maximum expansion.

As it must take the best part of a minute for the pulsating tissue to pass from maximum contraction to maximum expansion, the normal vegetable 'heart beat' is very slow.

(*Complex Sent.*)

6. A mortal dose of chloroform was dropped into the water. The graph became the record of a death agony.

With a mortal dose of chloroform *dropped* into the water, the graph became the record of a death agony. (*Simple Sent.*)

When a mortal dose of chloroform was dropped into the water, the graph became the record of a death agony.
(*Complex Sent.*)

7. After a little while, there were no more ups and downs. The line of dots was quite straight. The plant was dead.

After a little while there *being* no more ups and downs, the line of dots was quite straight *showing that* the plant was dead.
(*Double Sent.*)

8. The poisoned flower manifestly writhes before us. The last moments are so distressingly like those of a man that we are shocked by the newly revealed spectacle of them into a hitherto unfelt sympathy.

The last moments *of* the poisoned flower *that* manifestly writhes before us are so distressingly like those of a man that we are shocked by the newly revealed spectacle of them into a hitherto unfelt sympathy. (*Complex Sentence*)

The last moments *of* the poisoned flower manifestly *writhing* before us are so distressingly like those of a man······ unfelt sympathy. (*Complex Sentence*)

Spliting of Sentences

1. We watched the growth of a plant being traced out automatically by a needle on a sheet of smoked glass.

We watched the growth of a plant. This was being traced out automatically by a needle on a sheet of smoked glass.

We watched the growth of a plant. This was being traced out automatically. A needle was tracing it out on a a sheet of glass. The glass was smoked.

2. Each time the accumulation of exhaled oxygen reached a certain amount, a little bell, like the bell that warns you when you are nearly at the end of your line of typewriting, automatically rang.

Each time the accumulation of exhaled oxygen reached a certain amount, a little bell automatically rang. It was like

the bell that warns you when you are nearly at the end of your line of typewriting.

(এটিকে অবশ্য আরও ছোটো ছোটো বাক্যে ভাগ করা যায়—প্রায় যে কোনো বাক্যকেই তা করা যেতে পারে। কিন্তু তাতে ক'রে প্রায়ই বাক্যের সৌন্দর্যহানি ঘটে।)

3. A drop of stimulant added to the water in which the plant was standing set the bell widly tinkling, as though some record breaking typist were at the machine,

A drop of stimulant was added to the water in which the plant was standing. This set the bell wildly tinking. It was as though some record-breaking typist were at the machine.

4. By a system of levers, similar in principle to that with which the self-recording barometer has made us familiar, but enormously more delicate and sensitive, the minute pulsations which occur in the layer of tissue immediately beneath the stem, are magnified literally millions of times—and recorded automatically in a dotted graph on a moving sheet of smoked glass.

The self-recording barometer has made us familiar with a system of levers. By a system, similiar in principle to that, the minute pulsations are magnified—literally millons of times. These are also recorded automatically. The recording is done in a dotted graph on a moving sheet of smoked glass. The pulsations occur in the layer of tissue immediately beneath the outer rind of the stem. The system of levers is enormously more declicate and sensitive than that of the self-recording barometer.

(এটিকে আরও ছোটো ছোটো বাক্যে ভাঙা যায় বটে, কিন্তু তাতে ক'রে বাক্যটির সৌন্দর্যের হানি ঘটবে।)

Phrases and Idioms

1. at the end [at the limit ; শেষসীমায়] : He is *at the end* of his tether (=he has reached the limit of his resources, *i. e.*, he knows, or can do, no more).

2. at all [in any degree in a negative context ; আদৌ] : I am not *at all* tired. It's not *at all* to my liking.

3. as though [as if ; যেন] : It looks *as though* we were in the dark ages !

4. out of doors [in the open air ; খোলা জায়গায়] : I spend most of my time *out of doors.*

5. die of [*i. e.*, death resulting from some cause ; কোনো কিছুর দরুণ মারা যাওয়া] : He *died of* a broken heart. He *died of* a mysterious illness.

6. take root [become rooted ; get established ; শিকড় গাড়া ; স্থায়ী হওয়া] : Several exotic plants freely *take root* here. Various foreign customs *have taken root* in our country.

7. with the aid of [with the help of ; কোনো কিছুর সাহায্যে] : There are things too minute to be detected *with the aid of* the most powerful microscope.

8. take the best part of [spend or exhaust the most of ; কোনো কিছুর বেশির ভাগ অতিবাহিত কি ব্যয় করা] : It *takes the best part of* a week to get this lesson by heart. She *takes the best part of* an hour to do her hair.

9. ups and downs [undulating ground ; changes of fortune ; এবড়োখেবড়ো জমি ; ভাগ্যের উঠতি-পড়তি] : It is a positive hazard to go cycling over the *ups and downs* of the countryside. One who lives long must get accustomed to the *ups and downs* of life.

10. shock into [so distressingly affected as to have recourse in : নিদারুণ আঘাতে মনোভাব পরিবর্তন] : Mob frenzy has *shocked* many a hawk *into* a dove.

11. keep clear of [avoid going or coming near ; দূরে দূরে থাকা ; এড়িয়ে চলা ;] : Young people mostly try *to keep clear of* elderly folk.

12. take life [kill ; হত্যা করা] : One must not *take life* whatever the provocation is.

Appendix

SOME HINTS ON GRAMMAR

1. Sentence : Simple, Complex, Compound.

1. Sentence—দুই বা তাহার অধিক word একত্র হইয়া যখন একটি মনের ভাব সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করে তখন ঐ wordগুলির সমষ্টিকে একটি Sentence অর্থাৎ বাক্য বলা হয়। প্রত্যেক sentence-এই আমরা কোন ব্যক্তি, বস্তু বা স্থানের উল্লেখ করি এবং ঐ ব্যক্তি, বস্তু বা স্থান সম্পর্কে কিছু predicate করি অর্থাৎ বলিয়া থাকি। সুতরাং প্রত্যেক sentence-এর দুইটি অংশ থাকিবে,—যাহার বিষয়ে বলা হয় এবং যাহা বলা হয়। যাহার বিষয়ে বলা হয়, তাহাকে sentence-এর Subject বা বিষয় (উদ্দেশ্য) বলে, এবং যাহা বলা হয় তাহাকে Predicate বা বক্তব্য (বিধেয়) বলে। Subject বা Predicate এক বা একাধিক word দ্বারা গঠিত হইতে পারে।

Subject (বিষয়)	*Predicate* (বক্তব্য)
Boys	play.
Jadu	went home.
The merry bells	ring.
Shylock, the Jew.	lived at Venice.

2. Clause—যে sentence অপর একটি sentence-এর অংশ মাত্র তাহাকে clause বা বাক্যাংশ বলে। নিচের sentenceটি লক্ষ্য কর :—

The door opened and Jim stepped in.

এখানে "The door opened" একটি sentence, কারণ ইহার subject (the door) এবং predicate (opened) আছে। সেইরূপ, "Jim stepped in" একটি sentence ; ইহার subject হইল Jim এবং predicate হইল stepped in. কিন্তু এই উভয় sentenceই একটি বড় sentence-এর অংশ। কাজেই ইহাদের প্রত্যেককেই এক একটি clause বলা হয়।

এখানে লক্ষ্য করিতে হইবে যে এই clause দুইটি of equal rank অর্থাৎ একই পর্যায়ের ; ইহারা স্ব স্ব প্রধান (independent) অর্থাৎ একে অপরের উপর নির্ভর না করিয়া সম্পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করে। এইরূপ clause-কে Co-ordinate clause বলা হয়। Co-ordinate শব্দের অর্থ equal in status অর্থাৎ সমান পদমর্যাদা সম্পন্ন।

এখন নিচের sentenceটি দেখ,

When dear old Mrs. Hay went back to town after staying with the Burnells, she sent the children a doll's house.

এখানেও আমরা দুইটি clause পাই,—(a) She sent the children a doll's house. (b) When dear old......Burnells. ইহার মধ্যে প্রথম clauseটি অর্থাৎ She sent......house. অপর clauseটির উপর নির্ভর না করিয়া একটি সম্পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করিতেছে; কিন্তু দ্বিতীয় clauseটি প্রথম clauseটির উপর নির্ভর না করিয়া সম্পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করে না। এই জন্য যে clauseটি অপর কোন clause-এর উপর নির্ভরশীল নহে তাহাকে Main clause বা Principal clause অর্থাৎ প্রধান clause বলা হয়; আর যে clause অপর কোন clause-এর উপর নির্ভরশীল তাহাকে Subordinate clause বা অধীনস্থ clause বলা হয়। এখানে She sent......doll's house এই clauseটি Principal clause, আর When dear old......Burnells এই clauseটি Subordinate clause.

Subordinate clause তিন শ্রেণীর হইতে পারে,—

(i) *An Adverb clause*—ইহা sentence-এ adverb-এর কাজ করে। যেমন, 'When dear old......Burnells' একটি adverb clause, কারণ ইহা 'sent' এই verbটিকে modify করিতেছে।

(ii) *An adjective clause*—ইহা sentence-এ adjective-এর কাজ করে। যেমন, 'The story I am going to tell you happened long, long ago." এই sentence-এ "I am going to tell you" এই clauseটি "story" এই nounটিকে qualify করিতেছে, সুতরাং ইহা একটি adjective clause.

(iii) *A Noun clause*—ইহা noun-এর কাজ করে। Noun clause কোন sentence-এ subject, object, complement, কোনও preposition-এর object বা in apposition to a noun হইতে পারে। "*Why Mrs. Kelvey made them so conspicuous* was hard to understand" এই sentence-এ বাঁকা অক্ষরে ছাপা অংশটি একটি noun clause, ইহা subject-এর কাজ করিতেছে।

3. Simple Sentence—যে sentence-এ একটি মাত্র Finite Verb থাকে তাহাকে Simple sentence বলে। Finite শব্দের অর্থ 'limited' সীমিত। যে verb-এর number এবং person উহার subject-এর number এবং person দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, তাহাকেই finite verb বলে। সুতরাং finite verb থাকিলেই তাহার সঙ্গে subject থাকিবে। যেমন,— It *was* Aunt Beryl's voice.

She *sent* the children a doll's house.
So the Kelveys *were shunned* by everybody.

Note : যে verb-এর number এবং person subject অনুসারে হয় না, অর্থাৎ যে verb subject-এর সহিত কোন সম্পর্ক না রাখিয়া স্বাধীনভাবে থাকে তাহাকে Absolute verb বলে। যেমন, I want to go ; He wants to *came*. He is fond of *walking*. They are fond of *walking*. *Going* there he saw a bear ; *Going* there they saw a bear.

4. Complex Sentence—যে sentence-এ একটি Principal clause ও একটি বা একাধিক Subordinate clause থাকে তাহাকে Complex sentence বলে। যেমন,—

(a) But as soon as this thy son was come, which hath devoured thy living with harlots, thou hast killed for him the fatted calf. (*2 Sub. Clauses*)

(b) And everybody praised the Duke
Who this great fight did win. (*1 Sub. clause*)

5. Compound Sentence—যে sentence-এ দুইটি বা তাহার অধিক co-ordinate clause কোন co-ordinating conjunction (*and, but, or, for*) দ্বারা যুক্ত থাকে তাহাকে Compound Sentence বলে। Compound sentence-এ co-ordinate clause গুলির সহিত subordinate clause-ও থাকিতে পারে। এই কারণে অনেক সময় compound sentence-কে complex sentence বলিয়া ভুল করিবার সম্ভাবনা দেখা দেয়। সেইজন্য আজকাল compound sentence-এ দুইটি co-ordinate clause (with or without subordinate clause or clauses) থাকিলে তাহাকে **Double Sentence** বলে ; আর দুইয়ের অধিক co-ordinate clause (subordinate clause থাকুক বা নাই থাকুক) থাকিলে তাহাকে **Multiple Sentence** বলে। যেমন,—

(a) And he called one of the servants, and asked what these things meant. (*Double sentence with one Sub. Clause*)

(b) Playtime came and Isabel was surrounded.
(*Double sentence with no Sub. Clause*)

(c) But when he was yet a great way off, his father saw him, had compassion and ran, and fell on his neck, and kissed him. (*Multiple sentence with one Sub. Cl.*)

II. Articles and their Uses.

1. Article—A, An এবং The প্রকৃত পক্ষে adjective, কিন্তু ইহাদিগকে Article বলা হয়। A বা An কোন নির্দিষ্ট nounকে বুঝায় না, সেইজন্য ইহাদিগকে Indefinite (অনির্দিষ্ট) article বলা হয় ; কিন্তু The নির্দিষ্ট nounকে বুঝায় বলিয়া ইহাকে Definite (নির্দিষ্ট) article বলা হয়।

2. Position of Articles—(a) A কিংবা An ব্যবহার হয় singular noun-এর পূর্বে, The ব্যবহার হয় singular বা plural noun উভয়েরই পূর্বে। যেমন,

A boy ; An apple.
The boy ; The boys.

(b) Plural noun-এর পূর্বে *few, great many, hundred* ইত্যাদি থাকিলে তাহার পূর্বে A ব্যবহার হয়। যেমন,

A few books ; A great many men ;
A hundred rupees.

(c) Noun-এর পূর্বে কোন adjective থাকিলে, article-এর স্থান noun-এর পূর্বে না হইয়া adjective-এর পূর্বে হইবে। আর adjective-এর পূর্বে adverb থাকিলে article adverb-এর পূর্বে বসিবে। যেমন,

A good book ; A red pencil.
A very good book ; A really strong man.

(d) Noun-এর পূর্বে *many, such, what* এই adjective গুলি থাকিলে article উহার পূর্বে না বসিয়া পরে বসিবে। যেমন,

Many a flower ; Such a book ; What a noise.

(e) যদি adjective-এর পূর্বে *as* বা *how* থাকে, তাহা হইলে article-এর স্থান adjective-এর পরে হইবে। যেমন,

As good a man as he.
How small a boy.

(f) যদি adjective-এর পূর্বে *so* বা *too* থাকে, তাহা হইলে adjective-এর পূর্বে বা পরে article বসিতে পারে। যেমন,

So small a child ; A so amall child.
Too long a journey ; A too long journey.

3. The uses of A and An :—

(i) Word-এর প্রথমে consonant বা ব্যঞ্জন বর্ণ থাকিলে তাহার পূর্বে A বসে, আর vowel বা স্বরবর্ণ থাকিলে তাহার পূর্বে An বসে। যেমন,

A boy ; A book ; A table.
An ant ; An enemy ; An orange.

(ii) যে সকল word-এর প্রথমে vowel থাকে কিন্তু উচ্চারণ consonant-এর মত হয়, তাহাদের পূর্বে A বসিবে। যেমন,

a unit ; a union ; a university ; a useful book ; a European ; a ewe ; a one-eyed man ; a one-rupee note.

(iii) Word-এর প্রথমে 'হ'-এর মত উচ্চারিত h থাকিলে তাহার পূর্বে A বসিবে। যেমন, a historical novel ; a hired room.

(iv) Wordএর প্রথমে silent h থাকিলে তাহার পূর্বে An বসিবে। যেমন, an hour ; an honest man ; an honorary job.

(v) Single consonant-এর vowel-এর ন্যায় উচ্চারণ হইলে তাহার পূর্বে An বসে। যেমন, He is an M.A.

4. The uses of 'The',

নিম্নলিখিত স্থানগুলিতে The ব্যবহৃত হয়,—

(i) কোন নির্দিষ্ট noun বুঝাইতে ; যেমন,

Give me the book. Let us go to the park.

(ii) যখন কোন singular noun বর্গ বা জাতি বুঝায় ;

The cow is a gentle creature,

(iii) নদী, সাগর, উপসাগর, মহাসাগর, পর্বতমালা, দ্বীপপুঞ্জ ও ধর্মগ্রন্থের নামের পূর্বে ; যেমন,

The Ganga : The Himalayas ; The Persian gulf ; The Geeta ; The Quoran ; The Bible ; The Red Sea ; The Atlantic Ocean ; The Andamans.

(iv) সংবাদপত্রের নাম, মাসের তারিখ, অদ্বিতীয় কোন noun, প্রাকৃতিক ঘটনা, ঋতুর নাম, দিকের নাম, জাতি বা পেশার নাম প্রভৃতির পূর্বে ; যেমন,

The Hindusthan Standard ; The 26th January ; Th sun ; The wind ; The winter ; The east ; The French , The bar.

(v) Adjective-এর superlative degree হইলে বা উহা superlative-এর অর্থযুক্ত হইলে ; যেমন,

The best boy. The head man.

(vi) Adjective যখন কোন class বা শ্রেণী বুঝায়, তাহার পূর্বে ; যেমন, The rich (=rich men) are not all happy.
He is kind to the poor (=poor men).

(vii) Possessive pronoun-এর পরিবর্তে ; যেমন, He stared me in the (=my) face.

5. *Omission of Articles.*

নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে কোন article ব্যবহার হয় না,—

(i) Proper, Material এবং Abstract noun-এর পূর্বে কোন article ব্যবহার হয় না। কিন্তু কোন Proper, Material বা Abstract noun যখন Common noun হিসাবে ব্যবহার হয় তখন তাহার পূর্বে article বসে ; যেমন,

Shakespeare died in 1616.
Kalidas was the Shakespeare of India.
Coal sells at rupees twenty-five a quintal.
The coal of Jharia is of good quality.
Honesty is its own reward.
The honesty of the boy deserves praise.

(iii) Common nounএর plural number হইলে তাহার পূর্বে কোন article ব্যবহার হয় না ; কিন্তু উহা কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা বস্তুসমূহ বুঝাইলে উহার পূর্বে article ব্যবহার হয়। যেমন,

Cows give milk.
The cows of Bhagalpur give much milk.

(iii) একটি পর্বতের নাম, একটি দ্বীপের নাম, রোগের নাম, ভাষার নাম, দিন বা মাসের নামের পূর্বে article ব্যবহার হয় না। যেমন,

Mount Abu is in Rajputana.
He went to Ceylon.
I am suffering from malaria.
English is a rich language.
He came on Sunday.
He was born in January.

(iv) কোন title বা উপাধি Proper noun-এর পূর্বে থাকিলে ঐ title এর পূর্বে কোন article ব্যবহার হয় না। যেমন,

Lord Sinha was born in Raipur.
Professor Sen was an eminent teacher.

(v) Make, elect, appoint, crown প্রভৃতি verb-এর complement এর পূর্বে কোন article ব্যবহার হয় না। যেমন,

They made him King.
They elected him President.

He was appointed Principal.
They crowned him King.

(vi) Noun-এর পূর্বে kind of বা sort of থাকিলে ঐ noun-এর পূর্বে কোন article ব্যবহার হয় না ; যেমন,

What kind of man is he ?
I do not like this sort of dress.

(vii) কতকগুলি idiomatic phrase-এর অন্তর্গত noun-এর পূর্বে article ব্যবহার হয় না ; যেমন,

(a) at home, at daybreak, at sunset, at work, by day, by night, by train, by air, in hand, in debt, in jail, for sale, on earth, on horseback, on foot, under consideration, under trial, etc.

(b) to catch fire, to cast anchor, to bring word, to give ear, to leave school, to send word, to set sail, etc.

Note. কতকগুলি idiomatic phrase-এর অন্তর্গত noun-এর পূর্বে article ব্যবহার হয় ; যেমন,

He takes a short nap at noon.
We went out for a walk.
He flew into a rage.
I have a mind to go there today.
Do not make a noise.
He has a headache.
The show came to an end.
He has a turn for music.
Make it a rule to work regularly.
I was in a hurry to go there.
I am at a loss to understand this.

III. **The use of Shall, Will, Should, Would.**

1. First person-এ shall এবং Second ও Third person-এ will শুধু future tense বা ভবিষ্যৎ কাল বুঝায় ; যেমন,

Then the spirit of Vikramaditya will descend upon me also, and I shall always be a just judge.

We shall stand indebted to you in love and service.
So you will bring it back safely to me.

2. First person-এ will এবং Second ও Third person-এ shall ব্যবহার হইলে determination (দৃঢ়সঙ্কল্প), intention (ইচ্ছা),

command (আজ্ঞা), promise (প্রতিজ্ঞা) বা threat (ভীতি প্রদর্শন) বুঝায় ; যেমন,

You can bring cases before me and we will have trials (Intention).

Rashly I promised, but cunningly and patiently will I perform. (Promise or Determination)

You shall not bid farewell to your mother. (Command)
Villain and tyrant, you shall die. (Threat).

3. Interrogative (প্রশ্নবোধক) sentence-এ First person-এ shall এবং Second ও Third person-এ will ব্যবহার হয় ; যেমন,

How shall I cross the seas without a ship ?
Will she not freeze me too into stone ?
"Will you buy my hair ?" asked Della.

4. যদি sentence-এ like, prefer, care, be glad বা be inclined থাকে তাহা হইলে First person-এর সঙ্গে should ব্যবহার হইবে, would নহে ; যেমন,

I should like to suggest this.
I should prefer to wait for him.
I should be glad to see you.
I should be inclined to accept the offer.

Note. "If the *shall* and *will* idiom is worth preserving at all, *I would like* is wrong and *I should like* right."—Fowler. ইহা সত্ত্বেও আজকাল *I would like*-এর প্রয়োগ প্রায়ই দেখা যায়।

5. Sentence-এর ভিতরে lest ব্যবহার হইলে তাহার পরে সকল person-এই should ব্যবহার হয় ; যেমন,

He worked hard lest he should fail.
I walked fast lest I should be late.

6. অভ্যাসগত কাজ (habitual action) বুঝাইতে অনেক সময় তিন person-এই would ব্যবহার হয় ; যেমন,

She would not hurt a fly.

7. বিনয় প্রকাশ করিতে will-এর পরিবর্তে would ব্যবহার হয় ; যেমন,
Would you lend me your pen ?

প্রবল আকাঙ্ক্ষা বুঝাইতে would ব্যবহার হয় ; যেমন,

Would that I had died for thee !

IV. Voice

1. Verb-এর voice হইতে আমরা জানিতে পারি যে, ঐ verb-এর subject কোনও কার্য করে, না subject-এর প্রতি কোন কাজ করা হয়। সুতরাং voice দুই প্রকারের,—(a) Active এবং (b) Passive ; subject যখন কার্য করে তখন verb-এর Active voice হয়, আর subject-এর প্রতি যখন কার্য করা হয় তখন verb-এর Passive voice হয়। "He proclaimed a great feast" এই sentence-এ subject (He) ঘোষণা করা (proclaimed) কার্যটি করিতেছে, সুতরাং এখানে verb-এর active voice হইয়াছে ; কিন্তু যদি বলা হয়, "A great feast was proclaimed by him", তাহা হইলে দেখা যায়, subject (feast)-এর প্রতি কার্যটি করা হইয়াছে, কাজেই এখানে verb-এর passive voice হইয়াছে।

2. Active voiceকে Passive Voice-এ পরিবর্তন করিবার নিয়ম।

(a) Active voice-এর objectটি Passive voice-এ subject হয়।

(b) Active voice-এর subjectটি Passive voice-এ object হয় এবং তাহার পূর্বে প্রায়ই *by* বসিয়া থাকে।

(c) Active voice-এর verbটির participle লইয়া তাহার পূর্বে ঐ verb-এরই tense অনুযায়ী *to be* verb-এর উপযুক্ত রূপ (is, are etc.) বসাইতে হয়।

Active : But now she had forgotten the cross lady.
Passive . But now the cross lady had been forgotten by her.
Active : I have seen the little lamp.
Passive : The little lamp has been seen by me.

3. Intransitive verb-এর object থাকে না, কাজেই ইহাকে Passive voice-এ পরিবর্তন করা যায় না। সুতরাং He was slept বা He was appeared বলিলে ভুল হইবে, বলিতে হইবে He slept. He appeared.

কিন্তু যদি কোন Intransitive verb-এর cognate object থাকে অথবা ইহা Prepositional বা Group verb হয়, তাহা হইলে ইহাকে passive voice-এ পরিবর্তন করা যায়।

Active : He ran a race.
Passive : A race was run by him.
Active : They looked at the Kelveys eating out of their paper.
Passive : The Kelveys eating out of their paper were looked at by them.

4. অনেক সময় transitive verb-এর দুইটি object থাকে। এরূপ ক্ষেত্রে যে কোন একটি objectকে subject করিয়া passive voice করা চলে ; অপর objectটিকে passive verb-এর object হিসাবে রাখা হয় এবং ইহাকে Retained object বলে।

Active : He gave me a pen.
Passive : (a) I was given a pen by him.
(b) A pen was given me by him.

5. Imperative sentence অর্থাৎ আজ্ঞাবাচক বাক্যকে active হইতে passive voiceএ পরিবর্তন করিতে *let, have, get* প্রভৃতির সাহায্য লইতে হয়।

Active	*Passive*
Sent for the doctor.	Let the doctor be sent for.
Put up a tent.	Have a tent put up.
Mend the pen.	Get the pen mended.
Keep to the left.	You are requested to keep to the left.

6. কার্যটি কে করিয়াছে তাহা অনায়াসে বুঝা গেলে অথবা তাহা অজ্ঞাত থাকিলে passive voiceএ তাহার উল্লেখ থাকে না। এইরূপ verbকে active voiceএ পরিবর্তন করিবার সময় subject অবশ্য বসাইতে হইবে।

Passive : His speech was loudly cheered.
Active : The audience loudly cheered his speech.
Passive : I have been robbed.
Active : Someone has robbed me.
Passive : The telegraph wires have been cut.
Active : Miscreants have cut the telegraph wires.
Passive : Of Brian's birth strange tales were told.
Active : People told strange tales of Brian's birth.

7. নিচের exampleগুলি দেখ,—

Active : He killed himself.
Passive : He was killed by himself.
Active : This book has greatly interested me.
Passive : I have been greatly interested in this book.
Active : So thick a haze o'erspreads the sky,
They connot see the sun on high.
Passive : The sky is overspread by thick a haze (that) the sun on high cannot be seen by them.

V. The Sequence of Tense

1. যে নিয়ম অনুসারে subordinate clause-এর verb-এর tense ঐ sentence-এর Principal clause-এর verb-এর tenseকে অনুসরণ করে তাহাকে Sequence of Tense বলে। Principal clause-এ verb-এর যে tense থাকে তাহার সহিত সংগতি রাখিয়া subordinate clause-এ verb-এর tense করিতে হয়, নতুবা অর্থের গোলযোগ ঘটে। এই সংগতি রক্ষার জন্য কয়েকটি নিয়ম আছে। এই নিয়মকেই Sequence of Tense বলে।

2. প্রধান নিয়মগুলি হইল,—

(a) Principal clause-এ past tense থাকিলে subordinate clause-এও past tense হইবে :

Bassanio *confessed* to Portia that he *had* no fortune.

The guilty *trembled* when they *came* before him.

(b) Subordinate clauseটি কোন universal truth বা habitual fact বুঝাইলে, principal clause-এ past tense থাকা সত্বেও subordinate clause-এ present tense হইবে।

We *were* taught at school that the earth *is* round.
(Universal truth]

He *knew* that birds of a feather *flock* together.
(Habitual fact)

(c) Subordinate clause-এর প্রথমে *than* থাকিলে, principal clause-এ past tense থাকিলেও subordinate clause-এ প্রয়োজন মত যে কোন tense হইতে পারিবে।

He *helped* me more than he *helps* his son.

(d) Principal clause-এ present বা future tense থাকিলে subordinate clause-এ যে কোন tense হইতে পারে।

He says } that he *is* happy.
Or, } that he *was* happy.
He will say } that he *will* be happy.

VI. Direct and Indirect Narration

1. Direct Speech বা Direct Narration-এ বক্তার কথাগুলি কোনরূপ পরিবর্তন না করিয়া যথাযথ দেওয়া হয় এবং ঐ কথাগুলি inverted comma-র দ্বারা পৃথক করিয়া রাখা হয় ; যেমন,

Ram said, "I am unwell."

Indirect Speech বা Indirect Narration-এ বক্তার actual কথাগুলি দেওয়া হয় না, অপর কেহ ঐ কথাগুলি তাহার নিজের কথায় পরিবর্তন করিয়া বলে ; যেমন, Ram said that he was unwell.

Note. উপরের sentence দুইটিতে *said* verbটি বক্তার কথাগুলি report করিতেছে। সেজন্য *said*কে *Reporting verb* বলা হয়। যাহা report করা হইতেছে তাহাকে *Reported speech* বলে। Reported speech-এ যখন বক্তার actual words থাকে তখন উহাকে Direct Narration বলে, আর যখন actual words-এর পরিবর্তে বক্তার কথাগুলির substance থাকে তখন উহাকে Indirect Narration বলে। লক্ষ্য করিতে হইবে, indirect narration-এ reported speech-এ inverted comma ব্যবহার হয় না।

2. Direct Narrationকে Indirect Narration-এ পরিবর্তন করিবার নিয়ম :

(a) Indirect narration-এ reported speech-এর পূর্বে সাধারণতঃ *that* যোগ করা হয়।

(b) Reporting verb-এর present বা future tense থাকিলে, reported speech-এর verb-এর tense-এর কোন পরিবর্তন হয় না।

Direct : He says, "Ram plays well."
Indirect : He says that Ram plays well.
Direct : He says, "Ram played well."
Indirect : He says that Ram played well.
Direct : He says, "Ram will play well,"
Indirect : He says that Ram will play well.

(c) Reporting verb যদি past tense-এ থাকে তাহা হইলে reported speech-এর verb যে tense-এ আছে তাহার corresponding বা অনুরূপ past form-এ পরিবর্তন করিতে হইবে।

Direct : He said, "I want that garland."
Indirect : He said that he wanted that garland.
Direct : He said, "The boy came at six."
Indirect : He said that the boy had come at six.
Direct : He said, "The boy was running."
Indirect : He said that the boy had been running."

(d) কিন্তু Reported speech কোন universal truth বা habitual fact প্রকাশ করিলে, Reporting verb past tense হওয়া সত্ত্বেও indirect

narration-এ reported speech-এর verb-এর tense-এর কোন পরিবর্তন হয় না।

Direct : He said, "Honesty is the best policy."
Indirect : He said that honesty is the best policy.
Direct : He said, "A bad workman quarrels with his tools."
Indirect : He said that a bad workman quarrels with his tools.

(e) Reported speech-এ Pronoun-এর first person থাকিলে indirect narration-এ তাহা Reporting verb-এর subject-এর person অনুযায়ী এবং second person থাকিলে Reporting verb-এর object (expressed or evident) এর person অনুযায়ী হইবে।

Direct : Isaac said, "I must look for one."
Indirect : Isaac said that he must look for one.
Direct : He said to you, "You are wrong."
Indircct : He told you that you were wrong.
Direct : He said to me, "You are lazy."
Indirect : He told me that I was lazy.

Note. (i) সময় সময় Indirect narration-এ pronoun কাহার পরিবর্তে বসিয়াছে সে বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হয় ; এরূপ ক্ষেত্রে pronoun-এর পরে bracket-এর ভিতরে nounটি উল্লেখ করিয়া দেওয়া উচিত। যেমন Ram told Jadu that he (Jadu) was wrong.

(ii) "Said to him that", "said to me that"—এইরূপ ব্যবহার good English নহে ; "told him that", "told me that"—এইরূপ লেখা সঙ্গত।

(f) Reported speech-এ adverb of time বা adverb of place থাকিলে indirect narration-এ অর্থ ও প্রসঙ্গ অনুযায়ী তাহার পরিবর্তন হয়। সাধারণতঃ *here* স্থলে *there*, *now* স্থলে *then*, *today*র স্থলে *that day*, *to-morrow*-র স্থলে *next day*, *yesterday*-র স্থলে *the previous day*, হইয়া থাকে।

(g) Interrogative sentence-কে indirect narration-এ পরিবর্তন করিতে হইলে, Reporting verb *say* বা *tell*-এর স্থলে *ask*, *inquire* প্রভৃতি ব্যবহার করিতে হয়, এবং interrogative sentence-কে assertive sentence করিতে হয়। এই সব ক্ষেত্রে reporting verb-এর পরে *that* ব্যবহার হয় না, তবে যে ক্ষেত্রে Interrogative sentence-এর উত্তর *yes* বা *no* হইতে পারে সে ক্ষেত্রে reporting verb-এর পরে *if* বা *whether* যোগ করা হয়।

Direct : "How did you get here, child ?" the man asked.
Indirect : The man asked the child how it had got there.
Direct : He said to me, "Can you help me ?"
Indirect : He asked me whether I could help him.

(b) Imperative sentenceকে indirect narration-এ পরিবর্তন করিতে হইলে, reporting verbকে অর্থানুসারে *ask, tell, request, pray, command, order* প্রভৃতি verb-এ পরিবর্তন করিতে হয় এবং imperative moodকে infinitive mood করিতে হয়।

Direct : He said to his servant, "Go away at once".
Indirect : He ordered his servant to go away at once.
Direct : He said to his master, "Pardon me, Sir."
Indirect : He beggad his master to pardon him.

(i) Exclamation বা Wish-কে indirect narration করিতে হইলে, Reporting verb-এর স্থলে অর্থানুসারে exclamation বা wish বুঝায় এরূপ কোন verb ব্যবহার করিতে হইবে এবং প্রয়োজন হইলে অর্থ সম্পূর্ণ করিবার জন্য কিছু নূতন word যোগ করিতে হইবে।

Direct : Ram said, "Alas, I am undone !"
Indirect : Ram exclaimed with a sigh that he was undone
Direct : He said to me, "May you prosper."
Indirect : He wished that I might prosper.

VII. Punctuation and Capitals

1. Punctuation বলিতে আমাদের লেখার মধ্যে বিরাম-চিহ্নের উপযুক্ত ব্যবহার বুঝায়। Sentence-এর বিভিন্ন অংশের মধ্যে কি সম্পর্ক তাহা বিরাম-চিহ্ন হইতে বুঝিতে পারা যায়। সুতরাং বিরাম-চিহ্ন ঠিক মত ব্যবহার হইলে sentence-এর অর্থ সহজেই বুঝিতে পারা যায়। তাহা ছাড়া, পড়িবার সময় কোথায় থামিতে হইবে এবং কতটুকু থামিতে হইবে তাহা বিরাম-চিহ্ন হইতে জানা যায়। বিরাম-চিহ্নের ভুল ব্যবহার হইলে অনেক সময় sentence অর্থহীন হয়।

বিরাম-চিহ্নের ব্যবহার পরিমিত হওয়া উচিত। নতুবা বিরাম-চিহ্নের ব্যবহার পাঠকের বিরক্তির কারণ হয়। যেখানে বিরাম-চিহ্ন ছাড়াই অর্থ বুঝিতে পারা যায় সেখানে ইহা ব্যবহার না করাই সঙ্গত।

2. The principal marks or stops.

(i) The Full stop (.)	(v) The Colon and Dash (:—)
(ii) The Comma (,)	(vi) The Note of Interrogation (?)
(iii) The Semi.colon (;)	(vii) The Note of Exclamation (!)
(iv) The Colon (:)	(viii) The Quotation marks ("—")

3. ·The full stop—ইহা পূর্ণ বিরাম বুঝায়। Sentence-এর শেষে ইহা ব্যবহৃত হয়। Abbreviation বা সংক্ষিপ্ত word-এর পরেও full stop ব্যবহার হয়।

Capt. P. K. Ray : P. R. Sen, M.A. P.R.S.

4. The Comma—ইহা সর্বাপেক্ষা কম বিরাম বুঝায়। Comma ব্যবহার করা হয় :—

(a) ধারাবাহিক words থাকিলে তাহা পৃথক করিতে,

He lost his pen, watch and purse.

Note. যে word-এর পূর্বে and থাকে তাহার পূর্বে সাধারণতঃ comma ব্যবহার হয় না।

(b) and দ্বারা যুক্ত জোড়া জোড়া শব্দ থাকিলে দুই জোড়ার মধ্যে—

Your answer should be simple and clear, brief and relevant.

(c) একই শব্দ repeated হইলে তাহার মধ্যে,

The little girls rushed away in a body, deep'y, deeply excited.

(d) Noun, pronoun বা phrase in appositionকে পৃথক করিতে,

And her little sister, our Else, wore a long white dress.

(e) Nominative of address-এর পূর্বে এবং পরে,

Mother, can't I ask the Kelveys just once ?
Run away, children, run away at once.

(f) Direct quotationকে sentence-এর বাকী অংশ হইতে পৃথক করিতে, "I'll open it for you", said Kezia.

(g) *Indeed, however, of course, therefore* প্রভৃতির পূর্বে এবং পরে,

I shall, however, try my best.

(h) Verbকে পুনরায় উল্লেখ করা হয় নাই বুঝাইতে,

To err is human, to forgive, divine,

(i) Absolute construction-এর পরে,

The sun having set, we started.

5. The Semi-colon, Comma-র চেয়ে একটু বেশি সময় বিরতি বুঝায়। Semi-colon ব্যবহার হয়,

(a) দুইটি ছোট clause-এর মধ্যে, যখন উহাদের মধ্যে কোন conjunction থাকে না,

The answer is not satisfactory ; it is too short.

(b) বড় বড় clauseগুলিকে পরস্পর পৃথক করিতে।

6. The colon—ইহার ব্যবহার খুবই কম। Colon with dash ব্যবহার হয়,

(a) কোন list-এর উল্লেখ থাকিলে তাহার পূর্বে,

Write the following essays :—The Radio, The National Flag, and Electricity.

(b) কোন rule-এর উদাহরণ উল্লেখ করিবার সময়,

Every is singular —as, Every boy has his pen.

7. The Note of Interrogation. প্রশ্ন বুঝাইতে sentence-এর শেষে ইহা ব্যবহার হয়, How did you get ho d of this ?

8. The Note of Exclamation, মনের আবেগ প্রকাশ করে এরূপ word বা phraseএর পরে ইহা ব্যবহার হয়,

"Wicked, disobedient, little girl !"
Oh, what a start they gave !

9. The Quotation marks. বক্তার exact words পৃথক করিয়া দেখাইতে বা কাহারও লেখা হইতে কিছু quote করিলে তাহা Quotation marks-এর মধ্যে দিতে হয়।

Capital Letters

1. Capital letter ব্যবহার হয়,—

(a) প্রত্যেক sentence-এর প্রথমে,

(b) কবিতার প্রত্যেক line-এর প্রথমে,

(c) Direct quotation-এর প্রথমে। কিন্তু quotationটি ভাগ করিয়া লইলে দ্বিতীয় অংশ capital letter-এ আরম্ভ হয় না,

"I am to tell," said Isabel, "because I'm the eldest."

(d) Proper noun এবং তাহা হইতে গঠিত adjective-এর প্রথমে,—India, Indian.

(e) Pronoun *I* এবং interjection O লিখিতে,

(f) সম্প্রদায়, রাজনৈতিক দল প্রভৃতির নামের প্রথমে,

Hindu, Muslim, Christian, Socialist.

(g) ঈশ্বর বুঝাইতে যে noun বা pronoun ব্যবহার হয় তাহার প্রথমে,

The Lord is your anchor. Rely on Him and He will not fail you in your need.